ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সংবলিত
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনীতি

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

• প্রফেসর মোঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী
• দিলারা আরজু

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সিলেবাসের আলোকে রচিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাসের আলোকে
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত

অর্থনীতি

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর মোঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী

অধ্যাপক, অর্থনীতি
প্রাক্তন: অধ্যক্ষ, বরহামগঞ্জ সরকারি কলেজ, মাদারীপুর;
সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়;
সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ;
বিভাগীয় প্রধান, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ;
সহকারী অধ্যাপক,
সরকারি কুমুদিনী মহিলা কলেজ, টাঙ্গাইল;
প্রভাষক,
মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর;
সরকারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ;
সরকারি সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল;
গাইবান্ধা সরকারি কলেজ;
ট্রেনিং স্পেশালিস্ট, নায়েম, ঢাকা

দিলারা আরজু

সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি
বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা;
প্রাক্তন প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা

প্রকাশনা
অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
ফোন: ০৯৬৬৬-৭৮৭৯৮০
ই-মেইল: info@akkharpatra.com
ওয়েবসাইট: www.akkharpatra.com
ফেসবুক: facebook.com/AkkharPatraProkashoni

© লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিবেশনা	:	পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি. ৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ ফোন: ০২-৯৫১১৭২৭, ০১৩১৩৭৭০৯৫৭
প্রথম প্রকাশ	:	জুলাই ২০১৩
দ্বাদশ সংস্করণ	:	আগস্ট ২০২৫
গবেষণা	:	অর্থনীতি দপ্তর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ
পণ্য ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়	:	সাবিকুন নাহার আনিকা
প্রচ্ছদ	:	মানব
গ্রাফিক্স	:	নকশা দপ্তর
অঙ্কন	:	অঙ্কন দপ্তর
অঙ্গসজ্জা	:	প্রি-প্রেস দপ্তর
বর্ণবিন্যাস	:	অক্ষর-পত্র কম্পিউটার সিস্টেমস
মুদ্রণ ও বাঁধাই	:	বারতোপা প্রিন্টার্স লি.

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নির্ধারিত
সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য (MRP):
৩৬০.০০ (তিন শ ষাট) টাকা

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন
pbs.com.bd
অথবা কল/হোয়াটসঅ্যাপ করুন
01313 770 770

ভূমিকা

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য 'অর্থনীতি প্রথম পত্র' বইটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত পাঠ্যসূচির আলোকে রচিত। শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা বিবেচনা করে এ বিষয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু বিন্যাস করা হয়েছে। বইটিতে অর্থনীতির ধারণা, তাত্ত্বিক, তাথ্যিক এবং প্রায়োগিক আলোচনা করে পাঠ মূল্যায়ন সংযোজন করা হয়েছে। বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে যেন শিক্ষকগণ পাঠদানের সময় নির্দেশিত পিরিয়ড সংখ্যা অনুযায়ী ক্লাস গ্রহণ ও পাঠদান সম্পন্ন করতে পারেন।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা যাতে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় সহজেই জানতে, বুঝতে, শিখতে ও অনুশীলন করে দক্ষতা অর্জন করতে পারে; সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বইটি রচনা করা হয়েছে। বইটিতে বাংলা একাডেমির বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নাবলির সব ধরনের উদাহরণ, প্রাসঙ্গিক চিত্র, সহজ সরল উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে শিখন ক্ষেত্রের বুদ্ধিবৃত্তীয় জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা এবং আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। তাছাড়া অধ্যায় শেষে প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির বিগত বছরের প্রশ্নাবলি সংযোজন করা হয়েছে। বইটি প্রস্তুত করতে আমাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছেন অক্ষর-পত্র প্রকাশনীর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মীবৃন্দ। হালনাগাদকৃত তথ্য এবং অর্থনীতির উপাত্ত বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতি প্রদানের জন্য ড. মোঃ গোলাম মর্তুজাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটি রচনাকালে দেশি ও বিদেশি বহু লেখকের মূল্যবান গ্রন্থ হতে সাহায্য গ্রহণ করেছি। সে জন্য তাদের সকলের কাছে ঋণী। সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও সহকর্মীবৃন্দ যে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন সেজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে বইটির মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাব বলে আশা রাখি। আশা করি বইটি থেকে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলেই সার্থক হবে সকল শ্রম।

প্রফেসর মোঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী [০১৭১২৯২৪৫৪৫] | দিলারা আরজু

বইটির বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠভিত্তিক উপস্থাপন
- শিখনফলের আলোকে প্রতিটি বিষয়বস্তুর সহজ উপস্থাপন
- সাম্প্রতিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়বস্তুর হালনাগাদকরণ
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছক, লেখচিত্র, সারণি, গাণিতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন
- প্রতিটি পাঠে জেনে রাখো, চিন্তা করো, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও একক কাজ সংযোজন
- প্রতিটি পাঠের শেষে 'পাঠ মূল্যায়ন' সংযোজন
- সমসাময়িক বিষয়াবলি, যেমন— শুল্ক, মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি, পদ্মা সেতু ইত্যাদির ওপর সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন
- শিক্ষাক্রম অনুসারে সর্বশেষ সৃজনশীল প্রশ্নকাঠামোর সঠিক অনুসরণ
- অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক জ্ঞান, অনুধাবন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংযোজন
- অনুশীলনীতে সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন সংযোজন
- গাণিতিক সমস্যার সহজ সমাধান
- বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংযোজন
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর রেফারেন্সসহ সংযোজন
- প্রাঞ্জল ভাষা ও আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ

পাঠ্যসূচি

প্রথম অধ্যায়: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান (১২ পিরিয়ড)
দুষ্প্রাপ্যতা; অসীম অভাব; নির্বাচন সমস্যা: কী উৎপাদন, কীভাবে উৎপাদন, কার জন্য উৎপাদন; অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান; ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা; নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা; মিশ্র অর্থব্যবস্থা; ইসলামি অর্থব্যবস্থা; ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ (২৪ পিরিয়ড)
উপযোগ: উপযোগের ধারণা; মোট ও প্রান্তিক উপযোগ; ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি; চাহিদা ধারণা: চাহিদা বিধি (সূচি ও রেখাচিত্রে প্রকাশ); চাহিদার নির্ধারকসমূহ: চাহিদা অপেক্ষক (স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলক); চাহিদা সমীকরণ গঠন (চলক, ধ্রুবক ও ঢাল); চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: (দাম, আয় ও আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা) ও পরিমাপ; যোগানের ধারণা: যোগান বিধি (সূচি ও রেখাচিত্রে প্রকাশ); যোগানের নির্ধারকসমূহ: যোগান অপেক্ষক (স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলক); যোগান সমীকরণ (চলক, ধ্রুবক, ঢাল); যোগান স্থিতিস্থাপকতা; ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ; চাহিদা ও যোগান পরিবর্তনের প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়: উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয় (২০ পিরিয়ড)
উৎপাদন: উৎপাদনের ধারণা; উৎপাদন অপেক্ষক; উপকরণের পরিবর্তন ও উৎপাদন; মাত্রাগত উৎপাদন (ক্রমহ্রাসমান, ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক); উৎপাদন ব্যয়: স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়; দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়; মোট, গড় ও প্রান্তিক ব্যয়; আয়: মোট আয়, গড় আয়, প্রান্তিক আয়

চতুর্থ অধ্যায়: বাজার (১৪ পিরিয়ড)
বাজারের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার; একচেটিয়ামূলক বাজার; একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার; অলিগোপলি; মনোপসনি; ফার্ম ও শিল্পের ধারণা: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারণ (স্বল্পকালীন); একচেটিয়া বাজারে দাম নির্ধারণ (স্বল্পকালীন)

পঞ্চম অধ্যায়: শ্রমবাজার (১২ পিরিয়ড)
শ্রমের ধারণা; শ্রমের বাজার: পেশা, দক্ষতা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক; শ্রমের চাহিদা; শ্রমের যোগান; শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ; আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি — মজুরি আয় (Earnings)

ষষ্ঠ অধ্যায়: মূলধন (১০ পিরিয়ড)
মূলধনের ধারণা; মূলধনের প্রকারভেদ: স্থায়ী ও চলতি; মূলধনের গতিশীলতা; মূলধনের যোগান; মূলধন গঠনের উপায়

সপ্তম অধ্যায় : সংগঠন (১০ পিরিয়ড)
সংগঠনের ধারণা; সংগঠন ও উদ্যোক্তা; উদ্যোক্তার কার্যাবলি; সংগঠনের প্রকারভেদ: (একক, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী মালিকানা, এনজিও)

অষ্টম অধ্যায়: খাজনা (১০ পিরিয়ড)
খাজনার ধারণা; খাজনা নির্ধারণ; খাজনা ও দামের সম্পর্ক; নিম খাজনা

নবম অধ্যায়: সামগ্রিক আয় ও ব্যয় (১২ পিরিয়ড)
সামগ্রিক আয়ের ধারণা; জিডিপি, জিএনআই, এনএনআই; সামগ্রিক ব্যয়; ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ; সরকারি ব্যয়; আবদ্ধ অর্থনীতিতে (Closed Economy) ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

দশম অধ্যায়: মুদ্রা ও ব্যাংক (১৬ পিরিয়ড)
মুদ্রা কী? মুদ্রার কার্যাবলি; বিহিত মুদ্রা এবং আমানত; মুদ্রার মূল্য; মুদ্রার চাহিদা ও যোগান; মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব; কেন্দ্রীয় ব্যাংক; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ; বাণিজ্যিক ব্যাংক; বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন; অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব; বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমাজ সেবা কার্যক্রম

মানবণ্টন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ৭০ নম্বর

মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে। ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০।	১০×৭ = ৭০

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ৩০ নম্বর

মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।	১×৩০ = ৩০
মোট	১০০

মানবণ্টন পরিবর্তনশীল; এর সাথে প্রশ্নের ধরনের তেমন সম্পর্ক নেই। মানবণ্টনের আপডেট দেখতে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে টাইপ করো—akkharpatra.com/hsc/ecomdn25.pdf

সূচিপত্র

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান	**১-৪৮**
মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা— অসীম অভাব	২
দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন ধারণা	২
দুষ্প্রাপ্যতা	৩
নির্বাচন	৪
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা	৫
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন	৬
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার তাৎপর্য	৬
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল	৮
সুযোগ ব্যয়	৯
মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা	১১
অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কর্মপর্যায়	১৪
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১৫
ধনতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা	১৬
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৬
নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা	১৮
নির্দেশমূলক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৮
ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য	১৯
মিশ্র অর্থব্যবস্থা	২১
মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ	২১
ইসলামি অর্থব্যবস্থা	২৩
ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৩
ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মিল ও অমিল	২৪
বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়	২৬
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	২৮
ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি	৩০
ব্যষ্টিক অর্থনীতি	৩০
সামষ্টিক অর্থনীতি	৩১
ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে তুলনা	৩১
ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পরিক গুরুত্ব	৩২
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩৫
অনুশীলনী	৩৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ	**৪৯-১২২**
উপযোগ	৫০
উপযোগ পরিমাপ	৫০
উপযোগের ধারণা	৫১
প্রাথমিক উপযোগ	৫১
মোট উপযোগ	৫১
প্রান্তিক উপযোগ	৫২
মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক	৫২
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি	৫৪
চাহিদা	৫৭
চাহিদা বিধি	৫৭
চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম	৫৭

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
চাহিদা সূচি	৫৯
চাহিদা রেখা	৫৯
কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন	৬০
চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ	৬০
চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে তুলনা	৬১
ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা	৬২
ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন	৬২
চাহিদার নির্ধারক	৬৩
চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ	৬৫
চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি/চাহিদা রেখার স্থানান্তর	৬৫
অপেক্ষক, চলক এবং ধ্রুবক	৬৭
চাহিদা অপেক্ষক	৭০
তথ্যসূচি থেকে লেখচিত্র অঙ্কন	৭০
অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ	৭২
রেখার ঢাল	৭৩
সরল রেখার ঢাল নির্ণয়	৭৪
বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী সরল রেখার ঢাল (ঋণাত্মক ঢাল)	৭৪
ঢালের প্রকারভেদ	৭৫
বক্ররেখার ঢাল নির্ণয়	৭৬
চাহিদা সমীকরণ গঠন	৭৭
পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্য	৭৭
স্থিতিস্থাপকতা	৭৯
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	৭৯
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ	৮০
স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা	৮৩
দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি	৮৫
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ	৮৭
কতিপয় দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ	৮৯
যোগানের সংজ্ঞা	৯০
যোগান বিধি	৯০
যোগান সূচি	৯১
যোগান রেখা	৯২
কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন	৯২
যোগানের নির্ধারকসমূহ	৯৩
যোগান অপেক্ষক	৯৫
যোগান সমীকরণ	৯৫
যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন	৯৫
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা	৯৬
যোগানের স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ	৯৭
ভারসাম্য	৯৯
ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ	৯৯
ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব	১০২
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১০৫
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১০৬
অনুশীলনী	১১১

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়: উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়	**১২৩-১৭৬**
উৎপাদন	১২৪
উপযোগ বা উৎপাদনের শ্রেণিবিভাগ	১২৪
উৎপাদনের উপকরণ	১২৫
উৎপাদন উপকরণের বৈশিষ্ট্য	১২৫
উৎপাদনের উপকরণসমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব	১২৬
উৎপাদন কৌশলের প্রকারভেদ	১২৬
উৎপাদন অপেক্ষক	১২৭
উৎপাদন অপেক্ষকের প্রকারভেদ	১২৭
উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ	১২৯
উৎপাদন অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য	১২৯
মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা	১৩০
পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধি: উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক	১৩১
কোন স্তরে উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত?	১৩৩
উৎপাদন বিধি	১৩৪
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি	১৩৪
কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ	১৩৬
অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ	১৩৭
ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি	১৩৮
সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি	১৩৯
সম-উৎপাদন রেখা	১৪০
উৎপাদন অপেক্ষক থেকে সম-উৎপাদন রেখা অঙ্কন	১৪০
সম-উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য	১৪১
সম-উৎপাদন মানচিত্র	১৪১
মাত্রাগত উৎপাদন	১৪২
মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ	১৪২
উৎপাদন ব্যয়	১৪৪
স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়	১৪৪
দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়	১৪৪
স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে তুলনা	১৪৫
স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা	১৪৫
মোট ব্যয় বা খরচ	১৪৭
স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ	১৪৭
দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় বা খরচ	১৪৮
গড় ব্যয়	১৪৯
প্রান্তিক ব্যয়	১৫২
গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক	১৫৩
মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা	১৫৩
মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণা	১৫৫
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন এবং তাদের আকৃতি ব্যাখ্যা	১৫৬
অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচেটিয়া বাজারে ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন এবং তাদের আকৃতি ব্যাখ্যা	১৫৭
পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য	১৫৯
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১৬১
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১৬২
অনুশীলনী	১৬৬

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়: বাজার	**১৭৭-২১৮**
বাজার	১৭৮
বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি	১৭৯
বাজারের শ্রেণিবিভাগ	১৮০
আয়তন বা পরিধি অনুসারে	১৮০
সময় অনুসারে	১৮১
প্রতিযোগিতা অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ	১৮২
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	১৮২
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা	১৮৩
বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ: পচনশীল ও স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে	১৮৪
অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	১৮৫
একচেটিয়া বাজার	১৮৫
একচেটিয়া ফার্ম দাম সৃষ্টিকারী	১৮৭
গড় আয় রেখাকে কেন ফার্মের চাহিদা রেখা বলা হয়?	১৮৭
একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার	১৮৮
একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য	১৮৮
অলিগোপলি বাজার	১৯০
অলিগোপলির প্রকারভেদ	১৯০
অলিগোপলির বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৯০
অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজারের তুলনা	১৯১
মনোপসনি বাজার	১৯২
ডুয়োপলি বাজার	১৯২
ডুয়োপসনি বাজার	১৯২
দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার	১৯২
দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার	১৯৩
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা	১৯৪
ফার্ম ও শিল্পের ধারণা	১৯৪
ফার্ম ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য	১৯৫
ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য	১৯৫
মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি	১৯৭
ফার্মের ভারসাম্য	১৯৮
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য	১৯৮
একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য: উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ	২০১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২০৩
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২০৪
অনুশীলনী	২০৭
পঞ্চম অধ্যায়: শ্রমবাজার	**২১৯-২৬৪**
শ্রমের ধারণা	২২০
শ্রমের বৈশিষ্ট্য	২২০
উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল শ্রম	২২১
শ্রমবাজার	২২২
শ্রমবাজারের প্রকারভেদ	২২৩
শ্রমের দক্ষতা	২২৩
শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ	২২৪
বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা	২২৫
বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়	২২৬
শ্রমবাজারের অপরিপূর্ণতা	২২৬

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
শ্রমের গতিশীলতা	২২৬
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের বাস্তব অবস্থা	২২৮
বাংলাদেশে শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্য	২২৯
বাংলাদেশে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি হারের কারণ	২৩০
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার	২৩১
বাংলাদেশে দক্ষতাভিত্তিক শ্রমবাজার	২৩২
বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য দেশভিত্তিক শ্রমবাজার	২৩৩
বাংলাদেশি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার হারানোর কারণ	২৩৬
বাংলাদেশের শ্রমবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	২৩৬
শ্রমের চাহিদা	২৩৮
শ্রমের চাহিদার নির্ধারকসমূহ	২৩৮
শ্রমের যোগান	২৪০
শ্রমের যোগানের নির্ধারক উপাদান	২৪০
শ্রমের দক্ষতা ও কার্যকর শ্রমের যোগান	২৪০
পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা	২৪১
শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ	২৪২
আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি	২৪২
আর্থিক মজুরি থেকে প্রকৃত মজুরি নির্ণয়	২৪৩
আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে তুলনা	২৪৩
প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল	২৪৪
বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ	২৪৫
একই পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ	২৪৬
শ্রমিক সংঘ	২৪৮
শ্রমিক সংঘের কার্যাবলি	২৪৮
শ্রমিক সংঘ কি মজুরি বাড়াতে পারে?	২৫০
মজুরি ও আয়	২৫০
মজুরির সাথে আয়ের তুলনা	২৫১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৫২
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৫৩
অনুশীলনী	২৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়: মূলধন	**২৬৫-২৯৪**
মূলধনের ধারণা	২৬৬
মূলধনের বৈশিষ্ট্য	২৬৮
মূলধনের কার্যাবলি	২৬৮
মূলধনের প্রকারভেদ	২৭০
সম্পদ, মূলধন, অর্থ ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য	২৭১
অর্থ কি মূলধন?	২৭২
অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব	২৭৩
মূলধনের গতিশীলতা	২৭৪
মূলধনের গতিশীলতার প্রকারভেদ	২৭৪
মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান	২৭৪
মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব	২৭৫
মূলধনের যোগান	২৭৭
মূলধনের যোগানের উৎস	২৭৭
মূলধন গঠন	২৭৮
মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া	২৭৯
মূলধন গঠনের হার	২৮০
মূলধন গঠনের সমস্যা	২৮১

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৮২
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৮৩
অনুশীলনী	২৮৫
সপ্তম অধ্যায়: সংগঠন	**২৯৫-৩৩৪**
সংগঠনের ধারণা	২৯৬
সংগঠনের বৈশিষ্ট্য	২৯৬
সংগঠক বা উদ্যোক্তা	২৯৭
সফল সংগঠক বা উদ্যোক্তার গুণাবলি	২৯৮
সংগঠক বা উদ্যোক্তার কার্যাবলি	২৯৯
সংগঠক বা উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে পার্থক্য	৩০০
বিভিন্ন প্রকার সংগঠন	৩০১
সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান	৩০১
সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	৩০১
সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা	৩০২
সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা	৩০৩
ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান	৩০৪
একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য	৩০৫
একমালিকানা কারবারের সুবিধা	৩০৫
একমালিকানা কারবারের অসুবিধা	৩০৬
অংশীদারি কারবার	৩০৭
অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য	৩০৭
অংশীদারি কারবারের সুবিধা	৩০৭
অংশীদারি কারবারের অসুবিধা	৩০৮
যৌথ মূলধনী কারবার	৩০৯
যৌথ মূলধনী কারবারের গঠন প্রণালি	৩০৯
যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধন সংগ্রহ	৩০৯
যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য	৩১০
যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা	৩১০
যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধা	৩১১
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান	৩১২
সমবায় প্রতিষ্ঠান	৩১২
সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি	৩১২
সমবায় কারবারের সুবিধা	৩১৩
সমবায় কারবারের অসুবিধা	৩১৩
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানের অবদান	৩১৪
সংগঠন হিসেবে এনজিও-র ভূমিকা	৩১৫
এনজিও-র প্রকারভেদ	৩১৬
বাংলাদেশে এনজিও-র ভূমিকা	৩১৭
বাংলাদেশের গ্রাম উন্নয়নে এনজিওগুলোর কার্যক্রম	৩১৮
বাংলাদেশে কতিপয় এনজিও-র কার্যক্রম	৩২০
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩২২
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩২৩
অনুশীলনী	৩২৬
অষ্টম অধ্যায়: খাজনা	**৩৩৫-৩৬০**
খাজনার ধারণা	৩৩৬
খাজনার বৈশিষ্ট্য	৩৩৭
খাজনার প্রকারভেদ	৩৩৭
খাজনা কেন দেওয়া হয়?	৩৩৮
খাজনা তত্ত্ব	৩৩৯
রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব	৩৩৯

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আধুনিক খাজনা তত্ত্ব	৩৪২
নিম খাজনা বা উপ-খাজনা	৩৪৩
খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য	৩৪৪
মোট খাজনা	৩৪৫
নিট খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা	৩৪৫
মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে তুলনা	৩৪৬
অনুপার্জিত আয়	৩৪৭
খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক	৩৪৭
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩৪৯
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩৫০
অনুশীলনী	৩৫২
নবম অধ্যায়: সামগ্রিক আয় ও ব্যয়	**৩৬১-৪০০**
সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয়	৩৬২
সামগ্রিক আয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা	৩৬৪
মোট দেশজ উৎপাদন	৩৬৪
মোট জাতীয় আয়	৩৬৫
জিএনআই এর উপাদান	৩৬৭
জিএনআই পরিমাপের সূত্র	৩৬৭
মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও জাতীয় আয় (NI) কি একই?	৩৬৭
নিট জাতীয় আয়	৩৬৯
মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য	৩৬৯
মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য	৩৭০
ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যয়যোগ্য আয়	৩৭১
সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি	৩৭৩
সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ	৩৭৪
জাতীয় আয়-ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ	৩৭৫
সামগ্রিক ব্যয়	৩৭৭
ভোগ ব্যয় ও তদসম্পর্কিত রেখাসমূহ	৩৭৮
বিনিয়োগ ব্যয়	৩৮০
সরকারি ব্যয়	৩৮০
সঞ্চয়	৩৮১
সঞ্চয়ের শ্রেণিবিভাগ	৩৮১
সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক	৩৮১
সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক	৩৮২
সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য	৩৮৩
ভারসাম্য জাতীয় আয়	৩৮৪
ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ পদ্ধতি	৩৮৪
দুইখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি	৩৮৪
দুইখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি	৩৮৬

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
তিনখাত বিশিষ্ট বা আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ	৩৮৭
আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পদ্ধতি	৩৮৭
আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি	৩৮৮
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩৮৯
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩৯১
অনুশীলনী	৩৯৪
দশম অধ্যায়: মুদ্রা ও ব্যাংক	**৪০১-৪৪৭**
মুদ্রা	৪০২
মুদ্রার কার্যাবলি	৪০২
আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব	৪০৩
বিহিত মুদ্রা এবং আমানত	৪০৫
বিহিত মুদ্রা এবং আমানতের মধ্যে তুলনা	৪০৬
মুদ্রার মূল্য	৪০৬
মুদ্রার চাহিদা	৪০৮
মুদ্রার চাহিদার ধরন	৪০৮
মুদ্রার চাহিদার উপাদান	৪০৯
মুদ্রার যোগান	৪১০
মুদ্রার যোগানের উপাদান	৪১০
মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য	৪১১
ব্যাংকের সংজ্ঞা	৪১৪
কেন্দ্রীয় ব্যাংক	৪১৪
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি	৪১৫
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	৪১৭
পরিমাণগত ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা	৪১৯
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা	৪২০
নিকাশঘরের ধারণা	৪২১
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪২২
বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি	৪২২
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য	৪২৩
বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া	৪২৫
ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা	৪২৭
অনলাইন ব্যাংকিং	৪২৮
অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব	৪২৮
অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা	৪২৯
মোবাইল ব্যাংকিং	৪৩০
মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব	৪৩১
সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা	৪৩১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪৩৩
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪৩৫
অনুশীলনী	৪৩৮

সহায়ক গ্রন্থসমূহ	**৪৪৮**
পরিশিষ্ট	**৪৪৯-৫৭৬**
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৪৯
আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৫২
এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৫৮
সৃজনশীল নমুনা প্রশ্নোত্তর: ঢাকা বোর্ড-২০২৫	৫৬৬

১

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান

Fundamental Economic Problems and its Solutions

জন মেনার্ড কেইনস (১৮৮৩-১৯৪৬)

প্রধান প্রধান শব্দ

- দুষ্প্রাপ্যতা
- অভাব
- সম্পদ
- নির্বাচন
- PPC
- সুযোগ ব্যয়
- বিনিময়
- প্রবৃদ্ধি
- রেখার ঢাল
- যাকাত
- ব্যষ্টিক
- সামষ্টিক

মানুষ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের অভাবের সম্মুখীন হয়। কিন্তু অভাব অসীম ও সম্পদ সীমিত হওয়ায় সব অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না। এ অভাবজনিত সমস্যা থেকে মানবজীবনের সব দুর্ভোগের সূত্রপাত ঘটে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যই মানুষ নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। যদি সম্পদের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম না হতো, যদি চাওয়া মাত্রই সব কিছু পাওয়া যেত, তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকত না। মূলত এসব সমস্যা সমাধানের উপায় জানতেই অর্থশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাবের ধারণা
- সীমিত সম্পদ এবং অভাব অসীম হওয়ার কারণে সৃষ্ট নির্বাচন সমস্যাটির উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন
- নির্বাচনজনিত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে দাম ব্যবস্থার ভূমিকা
- নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া
- মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে দাম ব্যবস্থার কার্যকারিতা
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় স্বাতন্ত্র্যসমূহ
- মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য উদঘাটন
- ব্যষ্টিক অর্থনীতির সাথে সামষ্টিক অর্থনীতির তুলনা

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা— অসীম অভাব; দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন ধারণা
পাঠ ২	নির্বাচন ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
পাঠ ৩	উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন ও এর তাৎপর্য; উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল এবং সুযোগ ব্যয়
পাঠ ৪	মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
পাঠ ৫ ও ৬	অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কর্মপর্যায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ
পাঠ ৭	নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৮	মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ
পাঠ ৯	ইসলামি অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ; ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মিল ও অমিল।
পাঠ ১০	বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়
পাঠ ১১	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
পাঠ ১২	ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি; ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে তুলনা; ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পরিক গুরুত্ব

পাঠ ১ মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা– অসীম অভাব; দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন ধারণা

১.১ মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা– অসীম অভাব (Economic Problems in Human Life– Unlimited Wants)

মানুষের চাহিদা বা অভাববোধ সীমাহীন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ অভাবের সাথে সংগ্রাম করে আসছে। একটি অভাব পূরণ হলে আরেকটি অভাব নতুন রূপে দেখা দেয়। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আধুনিক জীবনযাপন এবং চাহিদার বিভিন্নতার জন্য মানুষের কাছে দ্রব্যের অভাববোধ ক্রমশ বেড়েই চলছে। তবে মানুষের অবস্থান অনুযায়ী তার অভাবের রূপ ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- কারও অভাব থাকতে পারে দুই বেলা খাবার সংগ্রহের বা ছোট একটি ঘরের অথবা একটি নতুন পোশাকের। আবার কারও অভাব হতে পারে একটি কম্পিউটার বা টিভি অথবা একটি মোটরগাড়ির। মানুষের অভাবের পরিধি ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়। এভাবেই অর্থনীতিতে মানুষের অভাব বহুরূপে অসীম হয়ে ওঠে।

- অর্থনীতির জনক **অ্যাডাম স্মিথের** মতে, "জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান প্রক্রিয়াই হলো অর্থনীতি।"
- অধ্যাপক **আলফ্রেড মার্শালের** মতে, "মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলিই হলো অর্থনীতি।"
- **এল. রবিন্সের** মতে, "অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী মানুষের আচরণ বিশ্লেষণকে অর্থনীতি বলে।"
- **জে. এম. কেইন্সের** মতে, "দুষ্প্রাপ্য সম্পদের ব্যবহার এবং সমাজের আয় ও নিয়োগ ব্যবস্থার আলোচনাই হলো অর্থনীতি।"

মানুষ সম্পদের সাহায্যে তার অভাব পূরণ করে। সম্পদ বলতে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহারযোগ্য উপকরণকে (ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন) বোঝায়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় এ সম্পদের যোগান অপ্রতুল। প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ অপ্রচুর বলেই মানুষের সব অভাব একসাথে পূরণ করা যায় না। যদিও এ সীমিত সম্পদকে বিভিন্ন বিকল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তবুও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অভাবসমূহ নির্বাচন করে তা পূরণের জন্য সম্পদ ব্যবহার করা হয়। আর অভাবের গুরুত্ব অনুসারে সম্পদ নিয়োগ করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে মানুষের অন্যতম প্রধান বা মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। সুতরাং মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত হয় 'অসীম অভাব' এবং সে অভাব পূরণের অবলম্বন 'সীমিত সম্পদ' থেকে। এ অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় করাই অর্থনীতির কাজ।

ছক আকারে মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রবাহ চিত্র:

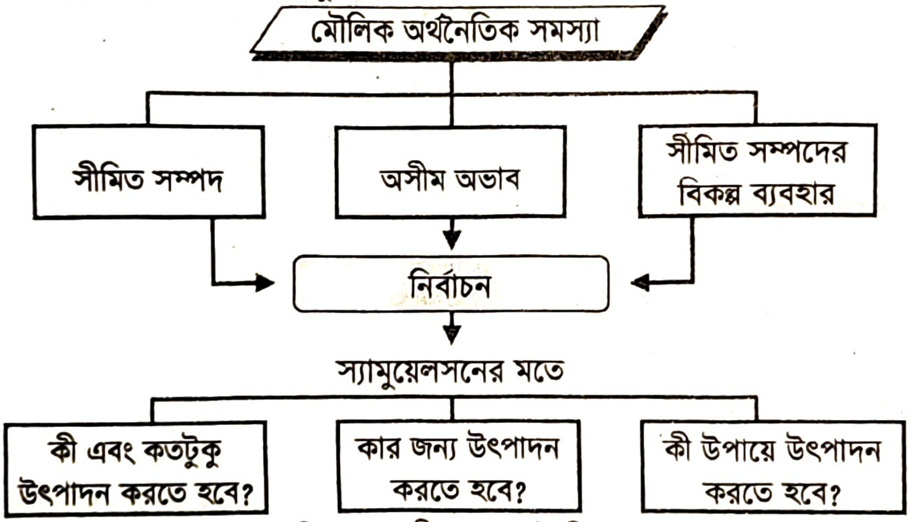

চিত্র: মানবজীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা

১.২ দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন ধারণা (Concept of Scarcity and Choice)

মানুষের জীবনে অভাব ও আকাঙ্ক্ষা অসীম। কিন্তু এ অসীম অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সম্পদের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। এজন্য প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও দেশকে বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। বাস্তবে আমাদের সম্পূর্ণ জীবনটাই জটিল বহুমুখী সমস্যায় পূর্ণ; যেমন—

১. একজন ছাত্র কলেজ পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে কি না?
২. ভোক্তা বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয় করবে, নাকি মাংস ক্রয় করবে?
৩. ফার্ম তার উৎপাদন বাড়াবে, নাকি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে?
৪. একটি দেশ কি বেকারত্ব দূর করবে নাকি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করবে?

সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি দেশে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষ অভাবের সাথে সংগ্রাম করে আসছে। কেননা অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত। এ অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদ থেকেই 'দুষ্প্রাপ্যতা' ও 'নির্বাচন' দুটি ধারণার উদ্ভব ঘটে, যা মূল অর্থনৈতিক যমজ সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়।

সীমিত সম্পদ ও সম্পদের স্বল্পতা কি একই?

সীমিত সম্পদ বলতে সেই সম্পদকে বোঝায় যার পরিমাণ নির্দিষ্ট। সম্পদের স্বল্পতা বলতে সেই সম্পদকে বোঝায় যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

১.৩ দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity)

স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা বলতে মূলত প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়। অর্থনীতি দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে কথা বলেন স্যামুয়েলসন, এল. রবিন্স, স্টোনিয়ার ও হেগ এবং ডমিনিক স্যালভেটর।

■ আধুনিক অর্থনীতির জনক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **পল অ্যান্থনি স্যামুয়েলসন** (Paul Anthony Samuelson, ১৯১৫-২০০৯)-এর মতে, "মানুষ যে সব দ্রব্যসামগ্রী চায় তার যোগান প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ বা দুষ্প্রাপ্য।"[১]

ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই অভাব পূরণের প্রধান অন্তরায় হলো সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা। মানুষের অভাব পূরণের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন, তার সরবরাহ প্রকৃতিতে নেই। এসব প্রয়োজনীয় সম্পদের যে অভাব, তাকেই অর্থনীতিতে 'দুষ্প্রাপ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিটি সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও যোগান বাড়ে। আবার সে সাথে মানুষের অভাববোধ আরও বেশি বাড়ে। তাছাড়া মানুষের অভাব পরস্পর নির্ভরশীল এবং একটি দ্রব্যের অভাব শেষ হওয়ার পর আরেকটি দ্রব্যের অভাব দেখা দেয়। যার ফলে সম্পদের ঘাটতি বা দুষ্প্রাপ্যতা থেকেই যায়।

বিশেষ অভাব সসীম কী?

মানুষের অভাব অসীম হলে কোনো একটি বিশেষ অভাব সসীম। যেমন- একজন ক্ষুধার্ত লোককে খাদ্য দিলে একটি সময়ে তার খাদ্যের অভাব দূর হবে। এভাবে মানুষের বিশেষ অভাব অসীম।

■ সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতেই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **লিয়নেল রবিন্স** তাঁর ১৯৩২ সালে প্রকাশিত "An Essay on the Nature and Significance of Economic Science" নামক গ্রন্থে অর্থনীতিকে 'স্বল্পতার বিজ্ঞান' (science of scarcity) বলে অভিহিত করেন। তার মতে, "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা সীমাহীন অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে।"[২]

দুষ্প্রাপ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করা যায় তা থেকেই বেশির ভাগ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি। সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই মৌলিক সমস্যা এবং ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা থেকেই সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎপত্তি। সুতরাং, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা হলো সম্পদের স্বল্পতা, যা প্রতিটি সমাজের মূল সমস্যা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আধুনিক অর্থনীতির জনক কাকে বলা হয়? *[চ. বো. ২০২৫]*
২. অর্থনীতির 'যমজ সমস্যাদ্বয়' কী? *[ব. বো. ২০২২; য. বো. ২০১৬]*
৩. অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে কী বলে? *[দি. বো. ২০২৩]*
৪. অর্থনৈতিক সমস্যার প্রধান কারণ কী? *[দি. বো. ২০২২; সি. বো. ২০১৬]*
৫. কাকে অর্থনীতি বিষয়ের জনক বলা হয়? *[জা. বি. অনার্স ভর্তি পরীক্ষা (মানবিক) ২০১১-১২]*
৬. সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতার ধারণাটি বর্ণনা করেন কে?
৭. সমাজে প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা কী? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৮. অর্থনীতিতে পছন্দ নির্ধারণের পেছনে প্রধান কারণ কী? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

তোমার জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি ছক আকারে তুলে ধরো।

---

১ The most things that people want are available only in limited supply. Samuelson & Nordhaus, Economics, Ed. 14th, McGraw-Hill, INC, Singapore, P. 746 (1992).

২ Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. – L. Robbins, An essay on the Nature and Significance of Economic Science (1932).

পাঠ ২ নির্বাচন ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

১.৪ নির্বাচন (Choice)

মানুষের অভাব অসীম, কিন্তু এ অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান সীমাবদ্ধ। সম্পদের পরিমাণ সীমিত বলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা যায় না। আবার এ অসংখ্য অভাবের মধ্যে সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ জন্যই নির্ধারণ করতে হয় কোন অভাবগুলো আগে এবং কোনগুলো পরবর্তী সময়ে পূরণ করা হবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার অভাবগুলোকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজিয়ে অতি জরুরি অভাবগুলো আগে পূরণ করে। এভাবে অসংখ্য অভাবের মধ্য থেকে গুরুত্ব অনুসারে কিছু অভাবের বাছাইকে অভাবের নির্বাচন বলা হয়। বিষয়টি নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়—

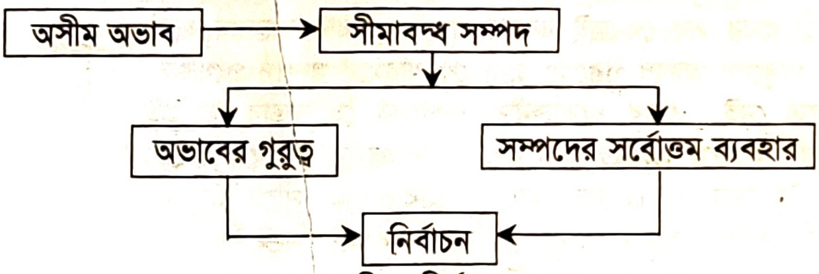

চিত্র: নির্বাচন

■ নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **পল এ. স্যামুয়েলসন**-এর মতে, "অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান। যা দুষ্প্রাপ্য বা সীমিত বিকল্প ব্যবহারযোগ্য উৎপাদনশীল সম্পদ দ্বারা (শ্রম, যন্ত্রপাতি, কারিগরি জ্ঞান) মানুষ কীভাবে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে (যেমন– চাল, গম, কাপড়, প্রসাধনী, সমরাস্ত্র) ব্যবহার করে এবং উৎপাদিত পণ্য ভোগের জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হয় তা সম্পর্কে আলোচনা করে।"[৩]

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, একজন কৃষকের এক বিঘা জমি আছে। তিনি একই সময়ে ও এক সাথে ঐ জমিতে আলু ও ধান চাষ করতে পারবেন না। তিনি যদি তার সমস্ত জমিতে ধান উৎপাদন করেন, তাহলে আলু উৎপাদন করতে পারবেন না। আর তিনি যদি আলু উৎপাদন করেন, তাহলে ধান উৎপাদন করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তিনি অভাবের গুরুত্ব অনুসারে ধান না আলু উৎপাদন করবেন তা নির্বাচন করবেন। অর্থাৎ তিনি ঐ পণ্যই আগে উৎপাদন করবেন যাতে তার মুনাফা বা প্রয়োজন বেশি থাকবে। মনে করো একজন ক্রেতা ৫০০ টাকা নিয়ে বাজারে গেলেন। তার চাল, ডাল, মাছ, মাংস, লবণ ইত্যাদি দ্রব্য কেনা দরকার। কিন্তু তিনি ৫০০ টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল পণ্য ক্রয় করতে পারবেন না। কেননা তার কাছে সম্পদের পরিমাণ সীমিত। এক্ষেত্রে তিনি ঐ সব পণ্যই আগে কিনবেন, যেগুলো তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ তিনি গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রব্য নির্বাচন এবং ক্রয় করবেন। বিভিন্ন অভাবের মধ্যে **নির্বাচন বা বাছাই মানুষের জীবনের প্রাথমিক অর্থনৈতিক সমস্যা**। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক কিছু সমস্যা হলো—

১. কী কাজ করবে? (কৃষি কাজ/ব্যবসায়-বাণিজ্য/চাকরি)
২. কীভাবে কাজ করবে? কীভাবে আয় করবে?
৩. আয়ের কতটুকু ব্যয় করবে এবং কতটুকু সঞ্চয় করবে?
৪. বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য ব্যয় কীভাবে বরাদ্দ করবে?
৫. সঞ্চয় কীভাবে জমা করবে?
৬. সময়কে, কাজ এবং অবসর— এ দুয়ের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করবে?

জেনে রাখো

অর্থনীতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের দেয়া বিশেষ পরিচয়—

- Adam Smith: 'সম্পদের বিজ্ঞান,'
- L. Robbins: 'স্বল্পতা বা অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' (science of scarcity),
- Paul A. Samuelson: 'নির্বাচনের বিজ্ঞান'
- Oskar Lange: 'প্রশাসনিক বিজ্ঞান'।

[৩] Paul A. Samuelson & Nordhaus, Economics, P. 10.

১.৫ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (Production Possibility Curve/Frontier (PPC/PPF))

অর্থনীতিতে মানুষ যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম তার চেয়ে বেশি ভোগ করতে চায় বলে তিনটি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমাবদ্ধ বলে সম্পদকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ধরা যাক, একটি অর্থনীতিতে শ্রম, মূলধন, কারিগরি জ্ঞান, কল-কারখানা, পানি, বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি রয়েছে। এ সকল সম্পদ ব্যবহার করে বাস্তবে কোন পণ্য উৎপাদন করা হবে? কীভাবে উৎপাদন করা হবে? উৎপাদিত পণ্য কীভাবে বণ্টন করা হবে? এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন– কী পরিমাণ জমি ধান অথবা গম উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে? কতটি কারখানা কম্পিউটার উৎপাদন করবে? কতটি কারখানা কাপড় উৎপাদন করবে? কতটি কারখানা রুটি উৎপাদন করবে? এসব বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC/PPF) মাধ্যমে।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করা হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাকে উৎপাদন সীমান্ত বলা হয়। সম্পদ সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট বলে উৎপাদনকারীকেও নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে উৎপাদন পরিচালনা করতে হয়। সে সীমানা অতিক্রম করার সুযোগ তার থাকে না।

- অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক **রিচার্ড জর্জ লিপসি** তার ‘An Introduction to Positive Economics’ (1963) নামক গ্রন্থে বলেন, “উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখা সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের এরূপ বিকল্প সমন্বয়সমূহ উপস্থাপন করে, যা অর্জন করা সম্ভব।”[৪]
- নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **পল এ. স্যামুয়েলসন**-এর মতে, “অর্থনীতির প্রাপ্তব্য সম্পদ বা উপকরণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদত্ত অবস্থায় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সর্বাধিক অর্জনযোগ্য দুটি পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। এ রেখা একটি সমাজের সম্ভাব্য বিকল্প পছন্দসমূহের তালিকা প্রকাশ করে।”[৫]

মনে করি, একটি সমাজ তার সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে ১ লক্ষ বই অথবা ১ কোটি কলম তৈরি করতে পারে। সমাজ ইচ্ছা করলে কলম উৎপাদন হ্রাস করে বই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। একই পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে বই ও কলমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করা সম্ভব। সীমিত সম্পদের সাহায্যে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে দেখানো যায়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা সম্পদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করা হয়।

সুতরাং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এমন উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা সম্পদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করা যায়। কতগুলো বিন্দুর সঞ্চারপথ যা কোনো সমাজে বিদ্যমান সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও অভাবের নির্বাচন সাপেক্ষে উৎপাদন দ্রব্যের সকল সম্ভাব্য সংমিশ্রণ প্রকাশ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ‘অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান’ কে বলেছেন? *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা (মানবিক) ২০০৯-১০]*

২. অর্থনীতিকে ‘স্বল্পতার বিজ্ঞান’ (science of scarcity) হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে?

৩. অর্থনীতিতে নির্বাচনের সমস্যা বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো. ২০১৬]*

৪. অসংখ্য অভাব থেকে গুরুত্ব অনুসারে কিছু অভাব বাছাই করাকে কী বলে? *[রা. বো. ২০১৬]*

৫. অর্থনীতিকে ‘নির্বাচনের বিজ্ঞান’ বলেছেন কে?

৬. অসীম অভাব এবং দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধনকে কী বলে?

৭. ‘দি ওয়েলথ অব নেশনস’ গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০২০-২১]*

৮. মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য কী? *[ঢা. বো. ২০২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বোঝাতে তোমার বানানো একটি উদাহরণ দাও।

---

[৪] “Production possibility curve is a curve that shows the alternative combinations of commodities that can be attained if all available productive resources are used” – R. G. Lipsey, “An Introduction to Positive Economics.” 1963

[৫] The production possibility frontier (PPF) shows the maximum amounts of production that can be obtained by an economy given the technological knowledge and quantity of inputs available. The PPF represents the menu of choices available to society. –Paul. A. Samuelson, Economics, P. 22

পাঠ ৩ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন ও এর তাৎপর্য; উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল এবং সুযোগ ব্যয়

১.৬ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন (Drawing of PPC/PPF)

যে কোনো অর্থনীতিতে সম্পদের স্বল্পতার কারণে পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্বাচনের সমস্যায় পড়তে হয়। ধরা যাক, একটি অর্থনীতিতে দুটি পণ্য, প্রথমটি খাদ্য (কৃষিপণ্য) এবং দ্বিতীয়টি কাপড় (শিল্পপণ্য) উৎপাদন করা হবে। এক্ষেত্রে যে সমস্যাটির সৃষ্টি হয় তা হলো উপকরণের বণ্টনগত সমস্যা। কী পরিমাণ উপকরণ খাদ্য উৎপাদনে, কী পরিমাণ উপকরণ কাপড় উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে তা নির্বাচন করতে হয়। নিচে খাদ্য ও কাপড় উৎপাদনের একটি কাল্পনিক উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অংকন করা হলো—

উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি:

সম্ভাবনা বিন্দু	খাদ্য উৎপাদন (লক্ষ টন)	কাপড় উৎপাদন (লক্ষ মিটার)
A	০	১৫
B	১	১৪
C	২	১২
D	৩	৯
E	৪	৫
F	৫	০

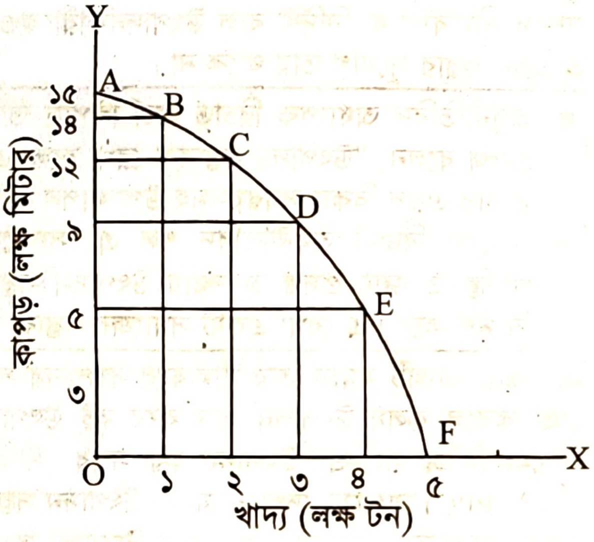

চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC বা PPF)

সূচি হতে লক্ষ করা যায়, একটি অর্থনীতির সমস্ত সম্পদ বা উপকরণ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হলে প্রতি বছরে বিদ্যমান বা চলমান প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। অপরদিকে, সমস্ত সম্পদ বা উপকরণ কাপড় উৎপাদনে ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ মিটার কাপড় উৎপাদন করা গেলেও কোনো খাদ্য উৎপাদন করা যায় না। এ দুটো হলো দুটি পণ্যের পৃথক সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভাবনা।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা: উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিতে প্রদত্ত বিভিন্ন সম্ভাবনায় খাদ্য ও কাপড়ের মানগুলোর পরিমিত পরিমাণ গ্রহণ করে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা PPC বা PPF (Production Possibility Curve/Frontier) অঙ্কন করা হলো- উপরের চিত্রে, ভূমি অক্ষে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

চিত্রে, AF হচ্ছে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে খাদ্য ও কাপড় উৎপাদনের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করা হয়। বিদ্যমান সম্পদ দিয়ে A বিন্দুতে কাপড় উৎপাদন করলে ১৫ লক্ষ মিটার কাপড় উৎপাদন সম্ভব। একইভাবে উক্ত সম্পদ দ্বারা F বিন্দুতে খাদ্য উৎপাদন করলে ৫ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। আবার, চলতি প্রযুক্তি এবং বিদ্যমান সম্পদ দ্বারা B বিন্দুতে ১ লক্ষ টন খাদ্য এবং ১৪ লক্ষ মিটার কাপড়, C বিন্দুতে ২ লক্ষ টন খাদ্য এবং ১২ লক্ষ মিটার কাপড়, D বিন্দুতে ৩ লক্ষ টন খাদ্য এবং ৯ লক্ষ মিটার কাপড়, E বিন্দুতে ৪ লক্ষ টন খাদ্য এবং ৫ লক্ষ মিটার কাপড় উৎপাদন করা যায়। এভাবে খাদ্য ও কাপড়ের বিভিন্ন উৎপাদন সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ A, B, C, D, E ও F সংযুক্ত করি। তাহলে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলে। চিত্রে, AF রেখাই হলো প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি থেকে প্রাপ্ত PPC রেখা (Production Possibility Curve/ Frontier (PPF)।

১.৭ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার তাৎপর্য (Implications of Production Possibility Curve/Frontier)

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক বিষয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। যেমন—

১. পূর্ণ নিয়োগ, অপূর্ণ নিয়োগ ও নিয়োগহীনতা (বেকারত্ব): উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে পূর্ণ নিয়োগ (Full employment), অপূর্ণ নিয়োগ (Under employment) ও নিয়োগহীনতা/বেকারত্ব (Unemployment) ব্যাখ্যা করা যায়।

পূর্ণ নিয়োগ: পূর্ণ নিয়োগ অর্থনীতির সেই অবস্থা নির্দেশ করে যেখানে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে প্রাপ্ত সব সম্পদের পূর্ণব্যবহার নিশ্চিত হয়।

অপূর্ণ নিয়োগ: অপূর্ণ নিয়োগ বলতে সেই অবস্থা বুঝানো হয় যেখানে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে সম্পদ ব্যবহার হয় ঠিকই কিন্তু সম্পদের দক্ষ ব্যবহার হয় না।

নিয়োগহীনতা/বেকারত্ব: অর্থনীতির যেই অবস্থায় শ্রমসহ সব সম্পদ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না তাকে নিয়োগহীনতা বা বেকারত্ব বলে। যা নিয়োগহীন থাকে তাই হলো নিয়োগহীন সম্পদ।

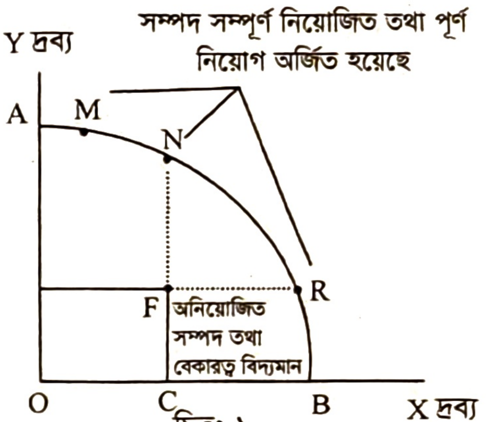

চিত্র: ১

চিত্রে, ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য দেখানো হলো।
এখন F থেকে N বিন্দুতে গেলে X দ্রব্য স্থির রেখে Y দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এ অবস্থায় বুঝতে হবে F বিন্দুতে সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়নি বলেই X দ্রব্য স্থির রেখে Y দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। আবার F থেকে R বিন্দুতে গেলে Y দ্রব্য স্থির রেখে X দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এভাবে একটির উৎপাদন না কমিয়ে আরেকটির উৎপাদন বাড়ানোর যখন সুযোগ থাকে, তখন বুঝতে হবে পূর্বের অবস্থায় সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়নি বা আপাতদৃষ্টে ব্যবহৃত হলেও তা দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয়নি। এ অবস্থাকে অপূর্ণ নিয়োগের অবস্থা বলে। আবার, F বিন্দুর তুলনায় PPC তে অবস্থিত M, N, R এর ন্যায় বিন্দুগুলোতে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত হয়েছে। তবে F বিন্দুতে FRBC পরিমাণ সম্পদের অব্যবহারকে নির্দেশ করে।

২. উপকরণ বণ্টনের দক্ষতা ব্যাখ্যা: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কোনো সমাজ বা অর্থনীতিতে বর্তমানে বিদ্যমান সম্পদ ও প্রযুক্তির প্রেক্ষিতে কোনো দ্রব্যের সর্বোচ্চ কী পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব তা ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ এ রেখা অর্থনীতির দক্ষ উৎপাদন নির্দেশ করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা বলতে সম্পদের অপচয়রোধকে বোঝায়। দক্ষ উৎপাদন বলতে সম্পদের এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যে অবস্থায় একটি পণ্যের উৎপাদন হ্রাস ব্যতীত অন্যটির উৎপাদন বাড়ানো যায় না। অর্থাৎ দক্ষ উৎপাদন স্তরে একটি পণ্যের উৎপাদন হ্রাস করেই কেবল অপর পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়। যেমন— D বিন্দুতে খাদ্যর উৎপাদন ৩ লক্ষ টন এবং কাপড়ের উৎপাদন ৯ লক্ষ মিটার। D থেকে E বিন্দুতে অগ্রসর হলে বা খাদ্যের উৎপাদন ১ লক্ষ টন বাড়াতে হলে কাপড়ের উৎপাদন ৩ লক্ষ মিটার কমাতে হয়। সুতরাং D বিন্দুই হলো দক্ষ এবং কাম্য উৎপাদন বিন্দু। I বিন্দু কাঙ্ক্ষিত হলেও প্রদত্ত উপকরণের সাহায্যে এ বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। আবার U বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব হলেও কাঙ্ক্ষিত নয়। যা অপূর্ণ নিয়োগ বা অদক্ষ অঞ্চলকে নির্দেশ করে। কারণ বিদ্যমান উপকরণের সবটুকু ব্যবহৃত হয় না।

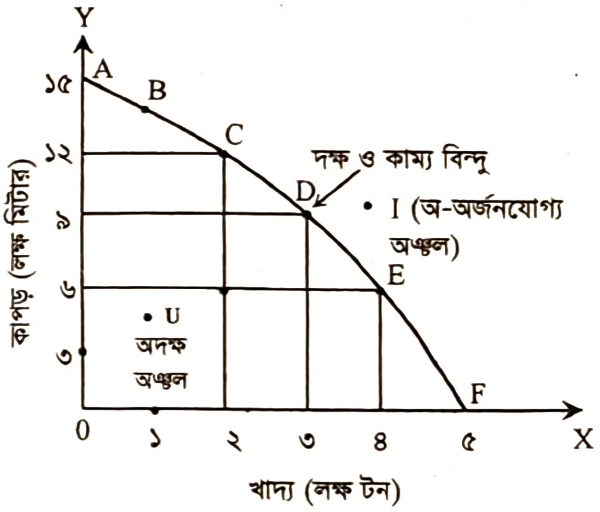

চিত্র: ২

৩. নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ কী বা কোন পণ্য এবং কতটুকু পণ্য উৎপাদন করা হবে তা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। চিত্র: ২ এর AF রেখা বা PPC-এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, বেশি কাপড় না বেশি খাদ্য কোনটি উৎপাদন করবে। যেমন— আমরা B বিন্দু না E বিন্দুতে উৎপাদন করবো তা PPC ব্যাখ্যা করে।

৪. স্বল্পতা ব্যাখ্যা: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা স্বল্পতা সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে। সীমাবদ্ধ সম্পদের দ্বারা কোন কোন দ্রব্য সর্বাধিক কী পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব তা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) থেকে জানা যায়।

জেনে রাখো

Paul A. Samuelson মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে তিনটি প্রশ্নের আলোকে প্রকাশ করেছেন।

১. কী উৎপাদন করা হবে? (What to produce?)
২. কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)
৩. কার জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)

৫. মৌলিক সমস্যার ব্যাখ্যা: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা তিনটি মৌলিক সমস্যাকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন—

ক. কী উৎপাদন করা হবে? (What to produce?)

সম্পদের স্বল্পতার জন্য ব্যক্তি বা সমাজ তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য একসঙ্গে উৎপাদন করতে পারে না। বিভিন্ন অভাবের গুরুত্ব অনুসারে ও দেশের প্রয়োজন বিবেচনায় কোন দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে এ সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়।

খ. কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উপাদানসমূহের বিভিন্ন বিকল্প সংমিশ্রণ ব্যবহার করা যায়। যেমন— একটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি শ্রম ও কম মূলধন (শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল) অথবা বেশি মূলধন ও কম শ্রম (পুঁজিনিবিড় উৎপাদন কৌশল) এ দুটি সমন্বয়ের যে কোনো একটি দ্বারা উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজ তথা উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় শ্রম নিবিড় না মূলধন নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদন পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের এবং ভিতরের বিন্দু ব্যাখ্যার মাধ্যমে কোন প্রযুক্তিতে উপকরণসমূহের (মূলধন ও শ্রম) দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয় তা বিশ্লেষণ করা যায়।

গ. কার জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)

কার জন্য উৎপাদন করা হবে এ প্রশ্নটির সহজ উত্তর হলো- মানুষের জন্য। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অবস্থান দেখা যায়। তাদের ক্রয় ক্ষমতাও ভিন্ন ভিন্ন। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর কোন শ্রেণির মানুষ কতটুকু ভোগ করবে তা অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক সমস্যা। আর এ অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

৬. সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) ব্যাখ্যা: সুযোগ ব্যয়কে PPC-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল থেকে একটি পণ্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য অপর পণ্যটির কত একক ছেড়ে দিতে হয় তা জানা যায়।

৭. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মন্দা (Economic Growth & Recession) ব্যাখ্যা: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে সম্পদের প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মন্দা নির্দেশ করা যায়।

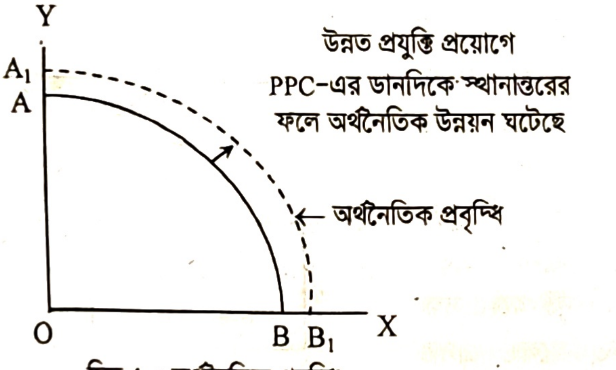

চিত্র-১ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

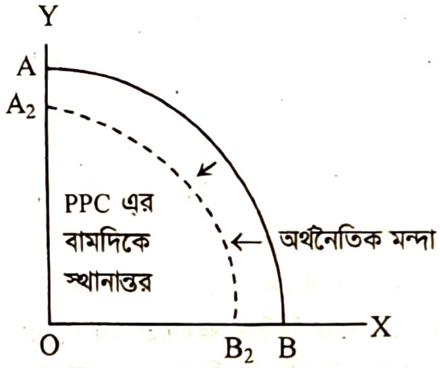

চিত্র-২ : অর্থনৈতিক মন্দা

PPC ডানদিকে স্থানান্তরিত হলে তা সম্পদের প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তির বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, PPC বামদিকে স্থানান্তরিত হলে বুঝতে হবে মোট উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক মন্দা হয়েছে। উপরের চিত্র: ১-এ উৎপাদন সম্ভাবনার প্রসারণ তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং চিত্র: ২-এ উৎপাদন সম্ভাবনার সংকোচন তথা অর্থনৈতিক মন্দা দেখানো হয়েছে।

১.৮ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল (Slope of PPC)

উৎপাদন সম্ভাবান রেখার ঢালকে প্রান্তিক রূপান্তরের হার MRPT (Marginal Rate of Product Transformation) বলা হয়। কোনো পণ্যের উৎপাদন এক একক বাড়ানোর জন্য অপর একটি পণ্যের উৎপাদন করার সুযোগ যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয় তার অনুপাতকে প্রান্তিক রূপান্তর হার (Marginal Rate of Product Transfromation বা MRPT) বলে।

ধরা যাক, A এবং B দুটি পণ্য। A পণ্যের উৎপাদন এক একক বাড়ানোর জন্য B পণ্যের উৎপাদনের সুযোগ যতটুকু ত্যাগ করতে হয় এবং এ দুয়ের অনুপাতকে A এবং B পণ্যের প্রান্তিক রূপান্তরের হার ($MRPT_{AB}$) বলে।

অর্থাৎ, $MRPT_{AB} = -\frac{\Delta B}{\Delta A}$ বা $MRPT_{AB} = -\frac{dB}{dA}$;

$MRPT_{AB}$ মূলত PPC রেখার ঢাল নির্দেশ করে। $MRPT_{AB}$ এর মান ঋণাত্মক হয় বলে PPC রেখা মূলত ডানদিকে নিম্নগামী।

১.৯ সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদন ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য সুযোগ ব্যয় ধারণা ব্যবহার করেন। সমাজে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা উপাদিত হয়। সম্পদ তথা উৎপাদনের উপকরণ দুষ্প্রাপ্য। তাই মানুষ তার পছন্দের সবকিছু উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু সম্পদের বিকল্প ব্যবহার করা যায়। একটি সম্পদ দ্বারা দুই বা ততোধিক দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন— একটি জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু উক্ত জমিতে যেকোনো একটি ফসল উৎপাদন করলে অন্য আরেকটি ফসল উৎপাদন করা যায় না। ফলে একটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অন্য দ্রব্যের উৎপাদন পরিহার করতে হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, **একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়া উৎপাদনের পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়।**

অন্যভাবে বলা যায়, একটি কাজের জন্য যে সর্বোত্তম বিকল্পটি হারাতে হয়, সেই হারানোর পরিমাণই হলো নির্দিষ্ট কাজের সুযোগ ব্যয়।

■ ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'Economics: A General Textbook for Students' নামক গ্রন্থে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক **ফ্রেডারিক বেনহাম** (১৯০০-১৯৬২) বলেন, "কোনো জিনিসের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে পরবর্তী সর্বোত্তম (Next best) বিকল্প দ্রব্যটির উৎপাদন পরিহারের ব্যয়।"[৬]

উদাহরণ: একজন শ্রমিক পাটকল অথবা চিনিকলে কাজ করতে পারে। সে যদি পাটকলে কাজ করে তবে চিনিকলের মজুরি হারাবে। এক্ষেত্রে পাটকলের সুযোগ ব্যয় হলো চিনিকলের মজুরি না পাওয়া।

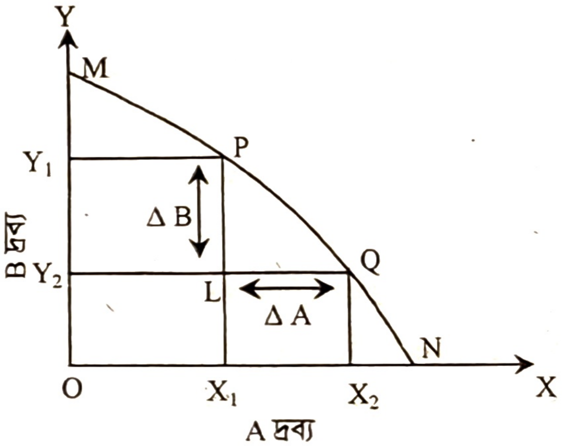

চিত্র: সুযোগ ব্যয়

চিত্রে, OX অক্ষে A দ্রব্য এবং OY অক্ষে B দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। সীমিত সম্পদ দিয়ে শুধু A দ্রব্য উৎপাদন করলে ON পরিমাণ A দ্রব্য এবং শুধু B দ্রব্য উৎপাদন করলে OM পরিমাণ B দ্রব্য পাওয়া সম্ভব। MN রেখা হচ্ছে সুযোগ ব্যয় রেখা। P বিন্দু হতে Q বিন্দুতে অগ্রসর হলে A দ্রব্যের উৎপাদন X_1X_2 বা LQ বাড়ানোর জন্য B দ্রব্যের উৎপাদন PL বা Y_1Y_2 পরিমাণ ছেড়ে দিতে হয়। অতএব LQ বা X_1X_2 পরিমাণ A দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হলো PL বা Y_1Y_2 পরিমাণ B দ্রব্য।

সময় ও সম্পদের স্বল্পতার কারণে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো একটি পছন্দের জন্য অন্যটি ত্যাগ করতে হয়। আর এ পছন্দের জন্য ত্যাগই হলো সুযোগ ব্যয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল (MRPT) এর বিভিন্ন মানের ওপর ভিত্তি করে সুযোগ ব্যয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় (Increasing Opportunity Cost)
২. ক্রমহ্রাসমান সুযোগ ব্যয় (Decreasing Opportunity Cost)
৩. স্থির সুযোগ ব্যয় (Constant Opportunity Cost)

১. ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় (Increasing Opportunity Cost): কোনো একটি পণ্যের উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট হারে (১ একক করে) বাড়াতে গিয়ে অপর একটি পণ্যের উৎপাদনের সুযোগ যদি ক্রমশ বেশি হারে ছাড়তে হয় তবে তাকে ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় বলে। এখানে MRPT ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা সুযোগ ব্যয় রেখা (MN) মূলবিন্দুর দিকে অবতল হয়।

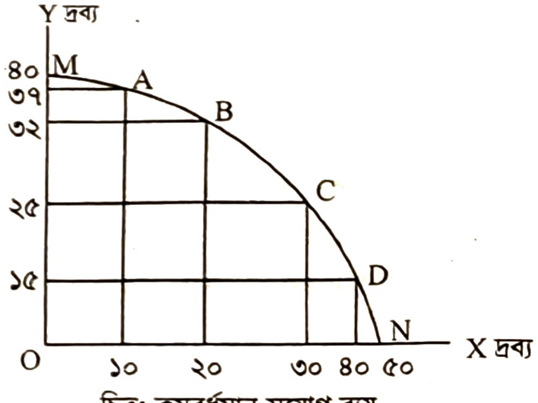

চিত্র: ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয়

চিত্রে দেখা যায়, ১০ একক থেকে শুরু করে প্রতিবারই অতিরিক্ত ১০ একক করে X দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্রমান্বয়ে ৫, ৭ ও ১০ একক Y দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়তে হয়।

---

[৬] The opportunity cost of a thing is the amount of next best commodity that could be produced instead by the same factor — Prof. Frederic Benham — 'Economics: A General Textbook for Students.'

২. ক্রমহ্রাসমান সুযোগ ব্যয় (Decreasing Opportunity Cost): কোনো একটি পণ্যের উৎপাদন ১ একক করে বাড়ানোর জন্য অপর একটি পণ্যের উৎপাদন সুযোগ যদি ক্রমশ কম হারে ছাড়তে হয় তবে তাকে ক্রমহ্রাসমান সুযোগ ব্যয় বলা হয়। এক্ষেত্রে MRPT কমতে থাকে এবং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা সুযোগ ব্যয় রেখা (MN) কেন্দ্রবিন্দুর দিকে উত্তল হয়। চিত্রে দেখা যায়, ২ একক থেকে শুরু করে প্রতিবারই অতিরিক্ত ২ একক করে X দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্রমান্বয়ে ৪ ও ৩ একক Y দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়তে হয়।

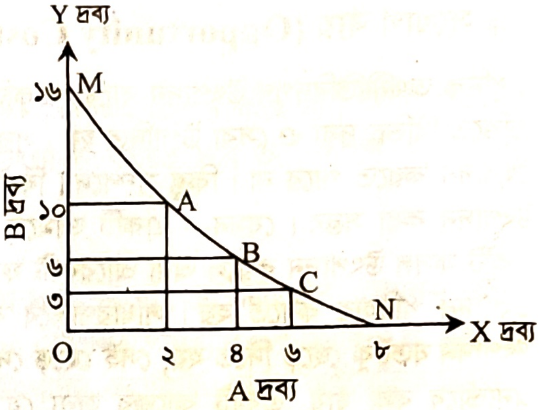

চিত্র: ক্রমহ্রাসমান সুযোগ ব্যয়

৩. স্থির সুযোগ ব্যয় (Constant Opportunity Cost) : কোনো একটি পণ্যের উৎপাদন ১ একক বাড়ানোর জন্য যদি অপর একটি পণ্যের উৎপাদন স্থির/নির্দিষ্ট হারে ছাড়তে হয় তাকে স্থির সুযোগ ব্যয় বলে। এখানে MRPT স্থির এবং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা সুযোগ ব্যয় রেখা (MN) সরলাকৃতির হয়।

চিত্রে দেখা যায়, ১ একক থেকে শুরু করে প্রতিবারই অতিরিক্ত ১ একক করে X দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্রমান্বয়ে ২ একক করে Y দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়তে হয়।

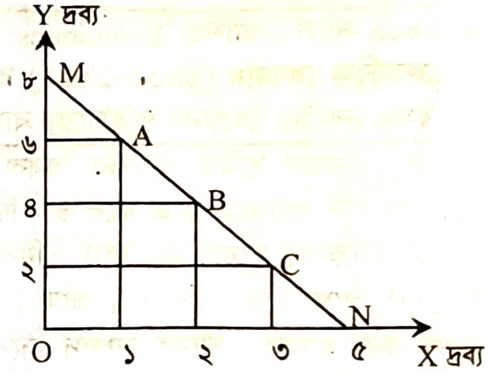

চিত্র: স্থির সুযোগ ব্যয়

সুযোগ ব্যয়ের তাৎপর্য নিম্নরূপ:

১. আধুনিক অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়।
২. সুযোগ ব্যয়ের ধারণা থেকে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
৩. অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত পছন্দ নির্বাচন, সামাজিক পছন্দ নির্বাচন, উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দক্ষতা নির্বাচনে সুযোগ ব্যয়ের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৪. অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান, ক্রমহ্রাসমান ও স্থির সুযোগ ব্যয় ধারণা কাজ করে।

জেনে রাখো

সুযোগ ব্যয়কে তিনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যথা-
১. অভাবের দিক থেকে,
২. সুযোগের দিক থেকে,
৩. উৎপাদনের দিক থেকে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল হওয়ার কারণ কী? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*
২. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ওপরস্থ যে কোনো বিন্দু কী নির্দেশ করে? *[কুবি বি ইউনিট ২০১৯-২০]*
৩. একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা কী প্রদর্শন করা হয়? *[য.বো.২০২২]*
৪. বেকারত্ব বিদ্যমান থাকলে একটি দেশ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার কোন বিন্দুতে উৎপাদন করবে? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*
৫. একটি বিকল্প গ্রহণ করলে যে সেরা বিকল্পটি ত্যাগ করতে হয় তাকে কী বলে? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৬. স্বল্পতার সমস্যা কোন রেখার মাধ্যমে সমাধান করা যায়?
৭. সাধারণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার আকৃতি কী রূপ?
৮. সুযোগ ব্যয় কী? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

একটি কাল্পনিক PPC রেখা অঙ্কন করে তা থেকে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল নির্দেশ করো।

পাঠ ৪ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

১.১০ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা (Basic Economic Problems)

উৎপাদন, ভোগ, বন্টনের উদ্দেশ্যে মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টার (Human efforts) প্রয়োগ থেকে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে অর্থনৈতিক সমস্যা বলে।

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কী? মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো অভাব পূরণ। সে লক্ষ্য অর্জনের উপায় হলো সীমিত সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ। সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বলে। যেমন— অভাবের বহুমুখিতা (multiplicity of wants) ও সম্পদের স্বল্পতা (scarcity of resources) থেকে পছন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত (choice and decision making) সমস্যা দেখা দেয়।

সুতরাং অভাবের অসীমতা ও সম্পদের স্বল্পতার জন্যই মানবজীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল এ. স্যামুয়েলসন-এর মতে, প্রত্যেক সমাজের মৌলিক বা কেন্দ্রীয় তিনটি সমস্যা হলো—

১. কী উৎপাদন করা হবে? (What to produce?)
২. কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)
৩. কার জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)

এ তিনটি প্রধান সমস্যার সাথে আরও ৩টি সমস্যা জড়িত। তা হলো—

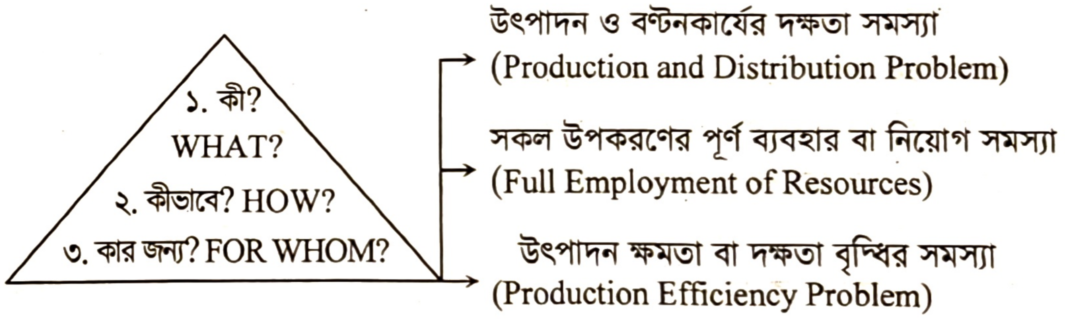

১. **কী উৎপাদন করা হবে? (What to produce?):** সমাজে প্রতিটি মানুষ বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা অনুভব করে। তাই সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিকে কী কী দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। অর্থনীতিবিদ পল এ. স্যামুয়েলসন-এর মতে, 'উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান করা যায়'।

চিত্রের ব্যাখ্যা: চিত্রের ভূমি OX অক্ষে খাদ্য এবং লম্ব OY অক্ষে বস্ত্র নির্দেশ করা হয়েছে। দেশের সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করে OF_1 বস্ত্র অথবা OF_2 খাদ্য উৎপন্ন করা যায়। F_1F_2 উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার যেকোনো বিন্দু বস্ত্র ও খাদ্যের সমন্বয় নির্দেশ করে। সম্পদ স্বল্পতার জন্য প্রত্যেক সমাজকে স্থির করতে হয় PPC তথা F_1F_2 রেখার কোন সমন্বয়টিতে উৎপাদন করতে হবে। চিত্রে, PPC-এর D বিন্দুতে OB পরিমাণ বস্ত্র এবং OG পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা যায়। সমাজের প্রাপ্তব্য সম্পদের সাহায্যে F_1F_2 তথা PPC রেখার বাইরে U বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই উক্ত বিন্দু অ-গ্রহণযোগ্য অঞ্চল এবং F_1F_2 রেখার ভিতরে A বিন্দু গ্রহণযোগ্য অঞ্চল। কিন্তু তা হবে অপূর্ণ নিয়োগ যা বেকারত্ব নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, F_1F_2 রেখার ওপর যেকোনো বিন্দু সর্বোত্তম কাম্য উৎপাদন বিন্দু।

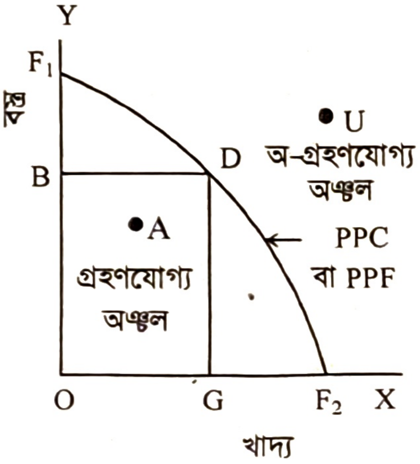

চিত্র: কাম্য উৎপাদন নির্ধারণ

২. **কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?):** একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উপাদানসমূহের বিভিন্ন বিকল্প সংমিশ্রণ ব্যবহার করা যায়।

যেমন- একটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি শ্রম ও কম মূলধন (শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল) অথবা বেশি মূলধন ও কম শ্রম (পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন কৌশল) এ দুটি উপাদান সমন্বয়ের যে কোনো একটি দ্বারা উৎপাদন করা যায়। কোনো দেশে পুঁজি অপেক্ষা শ্রমের সরবরাহ বেশি হলে শ্রমের মূল্য সস্তা হয়। এ অবস্থায় উক্ত দেশ শ্রম নির্ভর হয়। অন্যদিকে যে দেশের পুঁজির পরিমাণ বেশি এবং শ্রম সরবরাহ কম সেখানে শ্রমের মজুরি বেশি হয়। উক্ত দেশ পুঁজি নির্ভর হয়।

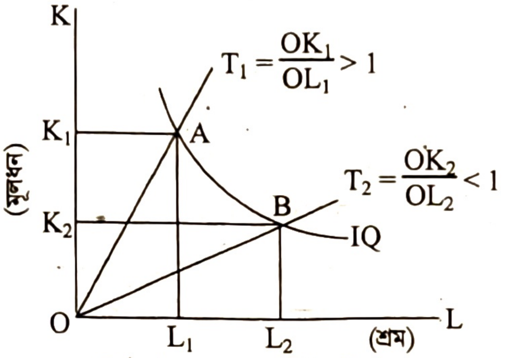

চিত্র: উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন

চিত্রে, IQ হলো সমউৎপাদন রেখা। ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে পুঁজি (K) নির্দেশিত হয়েছে। এখানে পুঁজিনির্ভর উৎপাদন কৌশল T_1 এবং শ্রম নির্ভর উৎপাদন কৌশল T_2। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের স্বল্পতা থাকে এবং শ্রম বেশি থাকে। তাই উন্নয়নশীল দেশে পুঁজি অপেক্ষা শ্রমের সরবরাহ বেশি থাকে। ফলে শ্রম সস্তা হয়। এতে বেশি পরিমাণে শ্রম নিয়োগ করা যায়। তাই এসব দেশে পুঁজির চেয়ে শ্রম বেশি ব্যবহার করে উৎপাদন বেশ সুবিধাজনক হয়। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশের জন্য পুঁজি নির্ভর (T_1) উৎপাদন কৌশলের চেয়ে শ্রম নির্ভর (T_2) উৎপাদন কৌশল বেশি যুক্তিযুক্ত। সাধারণত একটি পুঁজি সমৃদ্ধ দেশ পুঁজি নিবিড় এবং একটি শ্রমবহুল দেশ শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করে।

৩. **কার জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?):** সমাজের মানুষের মধ্যে মোট উৎপাদনের বণ্টন কীভাবে হবে এ সমস্যাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো থেকে শুরু করে বর্তমান কালের অর্থনীতিবিদদের কাছে একইভাবে সক্রিয় রয়েছে। মানবসমাজে সম্পদের বৈষম্য থাকায় বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের চাহিদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতির এ সমস্যাটি দেশের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সমাধান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বণ্টন তত্ত্ব (Theory of distribution) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **উৎপাদন ও বণ্টন কার্যের দক্ষতার সমস্যা (Efficiency problems of production and distribution):** এ সমস্যাটি কল্যাণমূলক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো পুনর্বণ্টনের দ্বারা যদি দেখা যায় যে, বহুবিধ উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে অনেকগুলোর উৎপাদনের পরিমাণ এক থাকলেও তাদের একটির উৎপাদন অন্তত এক একক বেড়েছে, তবে বুঝতে হবে যে, পূর্বের উৎপাদন ব্যবস্থা সুদক্ষ ছিল না। একইভাবে যদি বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জাতীয় উৎপাদনের পুনর্বণ্টন দ্বারা অন্য সকলের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে অন্তত এক ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি ঘটেছে তবে বুঝতে হবে যে, পূর্বের বণ্টন ব্যবস্থা কম দক্ষ ছিল। এভাবে উৎপাদন ও বণ্টন কার্যের দক্ষতার সমস্যা পরীক্ষা করা যায়।

চিত্রের ব্যাখ্যা: চিত্রের ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য নির্দেশিত হয়েছে। P_1P_2 হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)। চিত্র থেকে লক্ষণীয় যে, A বিন্দুর তুলনায় C বিন্দু অধিক কাম্য। কেননা PPC রেখার অভ্যন্তরের যেকোনো বিন্দুর চেয়ে PPC রেখার উপরের যেকোনো বিন্দু দক্ষ। B বিন্দু আরও অধিক কাম্য হওয়া সত্ত্বেও সামর্থ্যের অভাবে সে বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

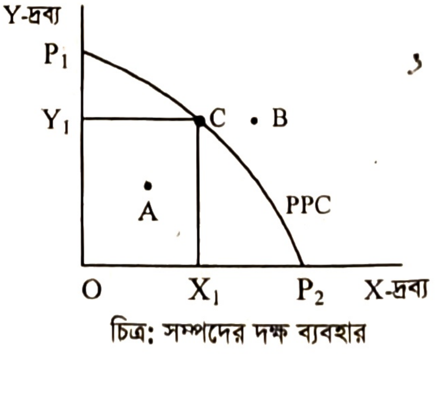

চিত্র: সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

৫. **সকল উপকরণের পূর্ণ ব্যবহার বা নিয়োগ সমস্যা (Problems of full employment of all resources):** নিয়োগ সমস্যা বাণিজ্য চক্র তত্ত্বে আলোচিত হয়। সমাজে দক্ষতার সাথে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষণ করা একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। বাস্তব ক্ষেত্রে মুক্ত অর্থব্যবস্থায় সম্পদের অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব দেখা যায় বলে এরকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতার বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য।

৬. **উৎপাদন ক্ষমতা বা দক্ষতা বৃদ্ধির সমস্যা (Problems of production efficiency):** অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশ তত্ত্বে তা আলোচনা করা হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের প্রয়োজনে অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতার উত্তরোত্তর বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এসব সমস্যা প্রত্যেক সমাজে গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। কেননা ন্যূনতম অপচয় করে দক্ষতার ধারণাটিকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়।

শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল ও মূলধননিবিড় উৎপাদন কৌশল কী?

শ্রমনিবিড়: যে উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য মূলধনের তুলনায় শ্রম বেশি নিয়োগ করা হয় তাকে শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল বলে।

মূলধননিবিড়: যে উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য শ্রমের তুলনায় মূলধন বেশি নিয়োগ করা হয়, তাকে মূলধননিবিড় উৎপাদন কৌশল বলে।

সুযোগ ব্যয় ধারণাটির সীমাবদ্ধতা: সুযোগ ব্যয় ধারণাটি অর্থনীতির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়:

১. **অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে:** সুযোগ ব্যয় ধারণাটি একমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেই প্রযোজ্য। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যের দাম প্রান্তিক খরচের চেয়ে বেশি হয় বলে দামের মধ্যে সুযোগ ব্যয় প্রতিফলিত হয় না।

২. **বিকল্প ব্যবহারহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে:** যেখানে উপকরণের বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ আছে সেখানেই শুধু এ ধারণাটি প্রযোজ্য। অনেক সময় অতিমাত্রায় বিশেষায়িত উপকরণের একটিমাত্র ব্যবহারই সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় নির্ণয় করা যায় না। যেমন- রেল ইঞ্জিনের সুযোগ ব্যয় নির্ণয় করা কঠিন।

৩. **কেবল অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য:** অর্থ দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব। যেসব দ্রব্য একে অন্যের বিকল্প নয় সেখানে এদের মধ্যে তুলনা করতে হলে দ্রব্যগুলোর উপযোগ পরিমাপ করতে হয়। অর্থের মাধ্যমেই কেবল দ্রব্যের উপযোগ পরিমাপ করা যায়।

৪. **একাধিক বিকল্পের ক্ষেত্রে জটিলতা:** যে সব উপকরণের একাধিক বিকল্প ব্যবহার রয়েছে সেক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত সুযোগ ব্যয় নির্ণয় করা কঠিন। একটি দ্রব্যের বিকল্প দ্বিতীয় দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয় নির্ণয় করা হলেও তৃতীয় দ্রব্যটির ক্ষেত্রে প্রকৃত মাত্রার সুযোগ ব্যয় নির্ণয় করতে জটিলতা দেখা দেয়।

৫. **শিল্পক্ষেত্রে:** কৃষিক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় ধারণা সহজে প্রয়োগযোগ্য হলেও শিল্পক্ষেত্রে তা প্রয়োগে জটিলতা রয়েছে। কারণ কিছু কিছু শিল্প উপকরণের বিকল্প ব্যবহার নেই বলে শিল্পক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় ধারণা সংকীর্ণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদন সম্ভাবনা প্রান্ত কী নির্দেশ করে? *[ঢাবি সি ইউনিট ২০১৬-১৭]*
২. প্রত্যেক সমাজে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কয়টি? *[ঢা. বো. ২০২৩]*
৩. তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যাখ্যা করেছেন কে?
৪. কীভাবে উৎপাদন করা হবে— বিষয়টি কোন রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়?
৫. শ্রমনির্ভর উৎপাদন কৌশল বলতে কী বোঝায়?
৬. প্রত্যেক সমাজে প্রথম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কী?
৭. পৃথিবীর সব দেশে উৎপাদন কৌশল কয় ধরনের?
৮. কীভাবে দক্ষতার ধারণাটিকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

একটি দেশে বা সমাজে কেন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়? কারণগুলো অনুসন্ধান করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৫ ও ৬ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কর্মপর্যায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.১১ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কর্মপর্যায় (Different Phases of Economic Activities to Solve the Economic Problems)

মানুষের জীবনে অভাব অসীম। কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হলো মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে মানুষ আদিকাল হতে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, যা সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বহুমুখী ও ব্যাপকতর হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তি বা সমাজকে চারটি কর্মপর্যায় বা পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। যেমন—

১. **উৎপাদন (Production):** উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ হলো উৎপাদন। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ বহুবিধ অভাবের সম্মুখীন হয় আর তাই মানুষকে এ অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে হয়। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপ ও আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে তাকে অভাব পূরণের উপযোগী করে গড়ে তোলাই হলো উৎপাদন। মানুষকে সমাজের চাহিদা, প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সাপেক্ষে নির্ধারণ করতে হয় কোন কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে হবে। যেমন— কোনো সমাজের বিলাসজাত দ্রব্যের চেয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বেশি হলে, B বিন্দুতে উৎপাদন করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা যাবে।

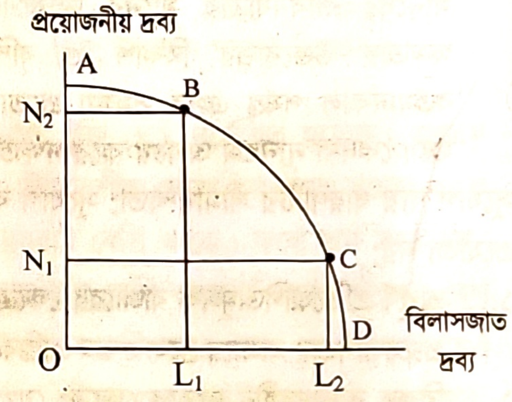

চিত্র: দ্রব্যের উৎপাদন নির্ধারণ

২. **বিনিময় (Exchange):** অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায়ের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বিনিময়। একজন মানুষ তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের দক্ষতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে। নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যের কাছ থেকে দ্রব্য বা সেবা গ্রহণ করে। আর পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বা সেবা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে বিনিময় বলে। চিত্র অনুযায়ী, একজন খাদ্য উৎপাদনকারী খাদ্য উৎপাদনে দক্ষ হলে সে অধিক খাদ্য (ধান) ও কম বস্ত্র উৎপাদন করবে। কিন্তু বস্ত্র উৎপাদনকারী অধিক বস্ত্র কিন্তু খাদ্য কম উৎপাদন করবে। পরবর্তীতে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

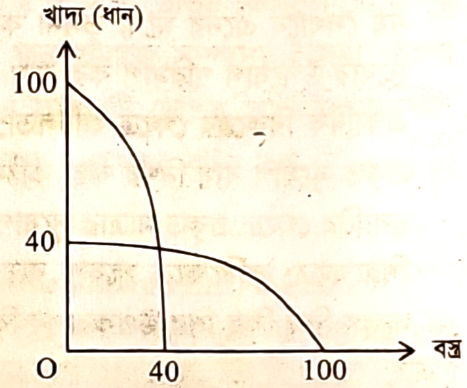

চিত্র: বিনিময়

৩. **বণ্টন (Distribution):** উৎপাদনের উপকরণ হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উৎপাদনে উপকরণ নিয়োগ বাবদ উপকরণ মালিকদের মধ্যে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা বণ্টন করা হয়। সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ভোক্তারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে অভাব পূরণ করতে সক্ষম হয়। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর হয়ে অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বণ্টনের নীতি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সমাজের বণ্টন ব্যবস্থায় যদি সমগ্র সম্পদ কতিপয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে তবে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয় না। ফলে এরূপ বণ্টনব্যবস্থা কাম্য নয়। সমাজে সম্পদের পুনর্বণ্টন হয়, ফলে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে কমপক্ষে একজন উপকৃত হয় তবে তা সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। চিত্র অনুযায়ী, a_1, a_2, a_3 হলো

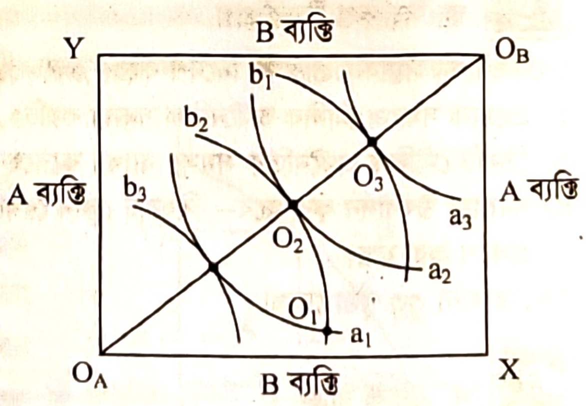

চিত্র: সমাজের দক্ষ বণ্টন ব্যবস্থা

A ব্যক্তির নিরপেক্ষ রেখা* এবং b_1, b_2, b_3 হলো B ব্যক্তির নিরপেক্ষ রেখা। প্রাথমিক বণ্টন Q_1 থেকে Q_2 তে স্থানান্তর হলে A ব্যক্তির উপযোগ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু B ব্যক্তির উপযোগের কোনো পরিবর্তন হবে না। ফলে Q_1 অপেক্ষা Q_2 বণ্টন কল্যাণকর হবে।

৪. **ভোগ (Consumption):** সমাজের সকল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একমাত্র ভোগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। তাই ভোগই হলো মানুষের সব কর্মপ্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দু। উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি হয় আর ভোগের মাধ্যমে তা নিঃশেষ হয়। ভোক্তার লক্ষ্য হলো সর্বনিম্ন ব্যয়ে দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে তৃপ্তি সর্বোচ্চকরণ (Utility Maximization)। সীমিত সম্পদের সাহায্যে মানুষ ইচ্ছামতো সবকিছু ভোগ করতে পারে না। ফলে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সর্বাধিক উপযোগ লাভের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। সমাজের উৎপাদিত দ্রব্যের পুরোটাই ভোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। যেমন কোনো সমাজে বিদ্যমান উপকরণ সাপেক্ষে ১০০ একক খাদ্য ও ১০০ একক বস্ত্র উৎপাদন করা যায়। BC বাজেট রেখার মাধ্যমে E বিন্দুতে ভোক্তা ভারসাম্যে পৌঁছায় এবং সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করে।

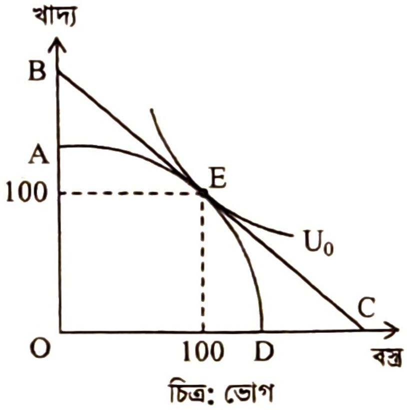

চিত্র: ভোগ

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ পর্যায়ক্রমে আসে। এসব কর্মপর্যায় একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং সমাজে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্তর মাত্র। উৎপাদনের সঙ্গে বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের প্রশ্ন জড়িত। আবার ভোগ ছাড়া উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের প্রশ্নই উঠে না। তাই এসব কর্মপর্যায় পরস্পর নিবিড়ভাবে জড়িত।

১.১২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System)

প্রতিটি ব্যক্তি বা সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এক এবং অভিন্ন। মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ কীভাবে পরিচালিত হবে সেটাই মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে এমন এক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে বোঝায়, যে প্রক্রিয়ায় কোনো দেশের প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সম্পদ ব্যবহার করে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা হয়। অর্থাৎ **যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System) বলে।** আর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সমাজভেদে ভিন্ন রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং, যে সকল রীতিনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং আইনগত বিধি-বিধানের আওতায় উপকরণসমূহের ব্যবহার, উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ-সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

একটি দেশের নাগরিকের সম্পত্তির অধিকার, উৎপাদন পদ্ধতি, বিনিময় পদ্ধতি, বণ্টন পদ্ধতি, ভোগ পদ্ধতি বা ভোগ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, শ্রম নিয়োগ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ভর করে সেই দেশে অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। অর্থনৈতিক সমস্যা প্রতিটি সমাজে এক এবং অভিন্ন হলেও ঐ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভিন্ন হতে পারে। সমাধান পদ্ধতির ভিন্নতা অনুযায়ী পৃথিবীতে যতগুলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো হলো–

১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)
২. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা (Command/Socialistic Economy)
৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy) এবং
৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থা (Islamic Economy)

জেনে রাখো

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছু কমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১. সম্পদের মালিকানা নির্ধারণ,
২. ভোক্তা ও উদ্যোক্তার স্বাধীনতা,
৩. বাজারব্যবস্থার প্রকৃতি নিরূপণ,
৪. মুনাফা অর্জন,
৫. সমাজে শ্রেণিবিভক্তি,
৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা,
৭. সামাজিক নিরাপত্তা।

* ১৯৩৯ সালে জন হিকস Value and Capital গ্রন্থে নিরপেক্ষ রেখা ব্যবহার করেন। এ রেখা ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। নিরপেক্ষ রেখা বিভিন্ন দ্রব্যের (২টি) এমন কতগুলো সমন্বয়সূচক বিন্দুর সঞ্চার পথ যে বিন্দুগুলোতে ব্যক্তি সমপরিমাণ উপযোগ লাভ করে এবং ঐ বিন্দুগুলোর প্রতি ভোক্তা নিরপেক্ষ থাকে।

১.১৩ ধনতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)

বর্তমান বিশ্বে বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা নেই। ১৯৩০ সালে মহামন্দার পূর্ব পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকেই সকল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার মনে করা হতো। কিন্তু ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্স (John Maynard Keynes)-এর 'The General Theory of Employment, Interest and Money' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ হয়। তবে বর্তমানে পুনরায় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয় তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এটি হলো এমন একটি অর্থব্যবস্থা যে অর্থব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী উপকরণ বিক্রি করে এবং তা থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে। এজন্য এ ব্যবস্থাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যবস্থাও বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রবক্তা **ভি.আই. লেনিন** (V.I. Lenin) ধনতন্ত্র সম্পর্কে বলেন, 'ধনতন্ত্র বলতে উৎপাদনের ঐ উন্নত স্তরকে বোঝায় যেখানে মনুষ্য শ্রমের উৎপাদন শুধু নয়, মনুষ্য শ্রমশক্তি নিজেই পণ্যে পরিণত হয়।'[৭] এ ব্যবস্থাতে বাজার প্রক্রিয়া (Market Mechanism) বা মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে (Price Mechanism) অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয়। বিভিন্ন পণ্য ও উপকরণের বাজার পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে গঠন করে বাজার প্রক্রিয়া। তেমনিভাবে বিভিন্ন পণ্য ও উপকরণের মূল্য পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে গঠিত হয় মূল্যব্যবস্থা। সুতরাং যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অবাধ দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজার পরিচালিত হয় সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। আবার এ ধরনের অর্থনীতিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিও (Open Market Economy) বলা হয়।

১.১৪ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Capitalistic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **উদ্যোগের স্বাধীনতা:** ব্যক্তি উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ফলে ব্যক্তি নিজ বিবেচনায় কী, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন করা হবে, তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ফলে এরূপ ব্যবস্থাকে স্বাধীন উদ্যোগের অর্থনীতি (Free Enterprise Economy) বলা হয়।

> **জেনে রাখো**
> ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও তার অনুসারীরা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দৃঢ় প্রবক্তা ও সমর্থক।

২. **ভোক্তার স্বাধীনতা:** ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে 'ভোক্তাই রাজা' (Consumer is the king)। ভোক্তা যে দ্রব্যের জন্য বেশি মূল্য দিতে রাজি সে দ্রব্যের অধিক মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদনকারীরা বেশি উৎপাদন করে। এভাবে কী কী দ্রব্য, কতটুকু উৎপাদিত হবে তা দ্রব্য বাজারে বিরাজমান মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

৩. **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা। প্রতিটি পণ্য, সেবা ও উপকরণের দাম তাদের স্ব-স্ব চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে প্রতিটি পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ ও বিধি নিষেধ থাকে না। চিত্রে SS′ যোগান রেখা ও DD′ চাহিদা রেখা পরস্পর মিলিত হয়ে E_0 বিন্দুতে 15 টাকা ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়। দাম 25 টাকা হলে ab পরিমাণ উদ্বৃত্ত তৈরি হয়। তাই দাম হ্রাস পাবে। আবার দাম 10 টাকা হলে cd পরিমাণ ঘাটতি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে। এভাবে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। অ্যাডাম স্মিথ একে অদৃশ্যের হাত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

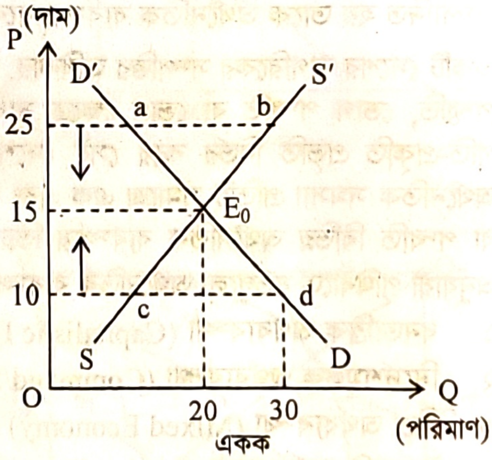

চিত্র: স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা

---

৭ "By capitalism is meant that stage of development of commodity production at which not only the products of human labour, but human labour power itself becomes a commodity." V.I. Lenin

৪. **সর্বাধিক মুনাফা অর্জন:** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে সদা তৎপর থাকে। ব্যক্তি তার আয় ও পণ্যের দাম দেওয়া সাপেক্ষে সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, উৎপাদনকারী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

৫. **অবাধ প্রতিযোগিতা:** ব্যক্তিস্বার্থ ও পছন্দের স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পণ্য ও সেবা লেনদেনে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

৬. **ব্যক্তিগত সম্পদ:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহ অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সম্পদের মালিকানা থাকে ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে। তবে এ মালিকানা অসীম নয় বরং কতিপয় বিধি বিধানের আলোকে ব্যক্তিগত মালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে স্বীকৃত।

৭. **ভোক্তার সার্বভৌমত্ব:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব সামর্থ্য, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো দ্রব্য যে কোনো পরিমাণে ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদনকারী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ এবং যোগান নির্ধারণ করে।

৮. **বৃহদায়তন উৎপাদন:** ধনতন্ত্রে পুঁজিপতিরা ব্যাংক হতে পুঁজির সাহায্য পায়। ফলে নিজস্ব পুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির সমন্বয়ে পুঁজিপতিরা বৃহৎ বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করে এবং তা বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

৯. **পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমাজ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস তার 'Das Capital' বইতে উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। উদ্বৃত্ত মূল্য পুঞ্জীভূতের ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সর্বহারায় (Proletariate) পরিণত হয়।

১০. **সম্পদের অসম বণ্টন:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয় ও সম্পদের অসমতা দেখা দেয়। উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফার মালিক পুঁজিপতি হওয়ার কারণে সমাজে পুঁজিপতি বা বিত্তবান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়ের অসম বণ্টন প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে।

১১. **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকায় উৎপাদনকারী সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিতব্যয়িতা বজায় রাখে। ফলে সম্পদের অপচয় কম হয় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

১২. **শ্রমিক শোষণ:** বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের মজুরির উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা হয় এবং শ্রমিকদেরকে ন্যূনতম মজুরিতে কাজ করাতে বাধ্য করে। ফলে শ্রমিক শোষিত হয়।

১৩. **শ্রেণি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি:** ধনী আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হওয়ায় এবং মালিক শ্রেণি ন্যূনতম মজুরি প্রদানের ফলে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রথম কর্মপর্যায় কী? *[রা. বো. ২০১৯]*
২. পৃথিবীতে বর্তমানে কত প্রকার অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? *[ব. বো. ২০২২]*
৩. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য কী? *[দি. বো. ২২০২]*
৪. 'The General Theory of Employment, Interest and Money' বইটির লেখক কে? *[রা. বো. ২০১৯]*
৫. স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য? *[সকল বোর্ড ২০১৮; য. বো. ২০২৩]*
৬. ধনতন্ত্রে অদৃশ্য শক্তিকে কী বলে? *[সি. বো. ২০১৯]*
৭. অর্থনীতিতে অদৃশ্য হাত তত্ত্বের প্রবক্তা কে? *[জাবি বিজনেস স্টাডিজ ২০২৩-২৪]*

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৭ নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক বা পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

১.১৫ নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Command or Socialistic Economy)

নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রবক্তা হলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক-সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস এবং দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। এরপর ১৯২৩ সালে NEP (New Economic Policy)-এর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তারপর ১৯৩০ সালে জোসেফ স্ট্যালিন রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতির মাধ্যমে 'Stalinist Growth Model' নামে Planned বা Command বা Socialistic Economy চালু করেন। ১৯৮৫ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে এ অর্থনীতির অবসান ঘটে।

> **জেনে রাখো**
>
> বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্রে উপকরণের ব্যক্তি মালিকানা নেই। এরূপ অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন দ্রব্য বা সেবা কী পরিমাণে, কোথায় এবং কীভাবে উৎপাদিত হবে তা নির্ধারণ করে। আবার দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ও বণ্টন সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। এ কারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' (Command Economy) বলা হয়।

নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকে এবং সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের কাছে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্য সমাজের মানুষের কাজের পরিমাণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বণ্টিত হয়।

■ নোবেল বিজয়ী আমেরিকান অর্থনীতিবিদ **পল এ. স্যামুয়েলসন**-এর মতে, "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হলো এমন এক ধরনের অর্থনীতি যেখানে শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মালিকানা সমাজের বা রাষ্ট্রের হাতে থাকে।"[৪]

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সমাজে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি বিরাজ করে। যেমন- উত্তর কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা এবং লাওসে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

১.১৬ নির্দেশমূলক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Command Economy)

নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **সম্পদের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা:** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় জমি, কল-কারখানা, খনি ও অন্যান্য সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে। রাষ্ট্র সব সম্পদের মালিক। এক্ষেত্রে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না।

২. **শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত:** যেহেতু সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রীয় বা যৌথভাবে সমাজের সেজন্য শ্রমিক শ্রেণি শোষিত হয় না।

৩. **বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি:** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হয় না। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়।

৪. **কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা:** সমাজতন্ত্রে ভোক্তার বা ক্রেতার চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এরূপ ব্যবস্থায় কী কী দ্রব্য উৎপন্ন হবে, কীভাবে উৎপন্ন হবে এ সব প্রশ্ন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই নির্ধারণ করে এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতারা ক্রয় করতে বাধ্য থাকে।

---

[৪] Socialism is a political theory that holds that all (or almost all) the means of production, other than labour, should be owned by the community. –Paul A. Samuelson

৫. **আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন:** তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রের বণ্টননীতি হলো 'প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' (to all according to his needs)। তবে বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক দেশে যে নীতি চালু আছে তা হলো 'প্রত্যেকে পাবে তার কাজ অনুযায়ী' (to all according to his works)। এ অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে রেশন কার্ডের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টন করা হয়।

৬. **কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক বণ্টন:** ধনতন্ত্রের ন্যায় সমাজতন্ত্রে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় না। বরং কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা হয়।

৭. **স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদন পদ্ধতি:** উপকরণের মালিকানা সামাজিকভাবে স্বীকৃত হওয়ায় মালিক-শ্রমিক বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। ফলে উৎপাদন শক্তি (Productive force) এবং উৎপাদন সম্পর্ক এর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

৮. **সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ:** সমাজতন্ত্রে উৎপাদন কার্যক্রম মুনাফাভিত্তিক পরিচালিত না হয়ে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা অর্জন নয়, বরং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জন।

৯. **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা:** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ; যেমন– উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন প্রভৃতি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত সকল তথ্যের ভিত্তিতে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১০. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সমাজতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাজের সব সদস্যকে জীবনের সকল সাধারণ ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

১১. **শোষণমুক্ত সমাজ:** সমাজতন্ত্র শ্রেণিহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। সমাজতন্ত্রে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত নয় বলে এখানে শোষণের কোনো সুযোগ নেই।

১২. **সুষম উন্নয়ন:** যেহেতু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নীতি-নির্ধারণ এবং কার্যক্রম গৃহীত হয়। তাই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে এখানে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

১৩. **মুদ্রাস্ফীতি:** সমাজতন্ত্রে সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। তাই এখানে অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদন হতে পারে না বলে মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না।

১৪. **কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা:** সমাজতন্ত্রে যেহেতু উৎপাদন কার্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে হয়ে থাকে এবং নাগরিকের সকল প্রকার নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকার বহন করে সেহেতু কোনো নাগরিকের কর্মসংস্থানের অভাব হয় না।

১৫. **ভোক্তার চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ:** সমাজতন্ত্রে দ্রব্যের চাহিদা ক্রেতার নির্বাচন বা পছন্দের ওপর নির্ভর করে না। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং বাজারে বিক্রির জন্যে ছাড়া হয়। এসব দ্রব্যের দামও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং ক্রেতা সরকার নির্ধারিত দামে দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

১৬. **আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের সমন্বয়-সাধন :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উৎপাদন ও বণ্টন নিশ্চিত করে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জন ব্যক্তির স্বার্থ নয়।

একথা সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ও বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কোনোটির অস্তিত্ব নেই। এছাড়াও এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের অপচয় কম হয়, কল্যাণ বৃদ্ধি পায় ফলে মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়।

১.১৭ ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Capitalistic and Socialistic Economic System)

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাদ্বয়ের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ মৌলিক পার্থক্য গুলোই অর্থব্যবস্থা দুটিকে একে অপর থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র পরিচয় দান করেছে।

নিচে এ দুই অর্থব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্য দেখানো হলো:

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা	সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
১. যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত, অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং উপকরণ ও দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।	১. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না।
২. উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত।	২. উৎপাদনের উপকরণসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত।
৩. ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা বিদ্যমান।	৩. ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা নেই।
৪. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন।	৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক কল্যাণসাধন।
৫. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিশোষণ পরিলক্ষিত হয়।	৫. তাত্ত্বিকভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা শোষণহীন অর্থব্যবস্থা।
৬. এ ব্যবস্থায় ভোক্তার অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত।	৬. এ ব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব রয়েছে।
৭. এ ব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন সুষম নয়।	৭. এ ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।
৮. এ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা হয় না।	৮. এ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়।
৯. উৎপাদনকারীদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।	৯. অবাধ প্রতিযোগিতা নেই।
১০. বেকারত্ব বিদ্যমান থাকে।	১০. বেকারত্ব বিদ্যমান থাকে না।
১১. মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হয়।	১১. মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হয় না।
১২. সামাজিক নিরাপত্তা থাকে না।	১২. সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে।
১৩. মুষ্টিমেয় লোকের কাছে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়।	১৩. সম্পদ রাষ্ট্রের কাছে গচ্ছিত থাকে।
১৪. শ্রমবিভাগের সর্বোচ্চকরণ করা হয়।	১৪. কোনো শ্রম বিভাগ থাকে না।
১৫. শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক স্বার্থান্বেষী।	১৫. শ্রমিক মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

কোন সালে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়?

'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা' কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য? *[ব. বো. ২০২২]*

৩. মার্কসীয় অর্থনীতির মাধ্যমে কে রাশিয়ায় নির্দেশমূলক অর্থনীতি চালু করেন?

৪. সমাজতন্ত্রে কী ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে?

৫. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় কী দেখে শ্রমিকের মজুরি বণ্টন করা হয়?

৬. কোন সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পতন হয়?

৭. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ধনতান্ত্রিক ও নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার মধ্যে প্রধান পাঁচটি পার্থক্য ছক আকারে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৮ মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.১৮ মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy)

যে অর্থব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে এবং এদের গুণগুলো গ্রহণ করে গড়ে ওঠে, তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে।

- নোবেল বিজয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ পল এ. **স্যামুয়েলসন**-এর মতে, "মিশ্র অর্থব্যবস্থা এরূপ একটি অর্থব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদন ও ভোগকার্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে।"[৯]
- অধ্যাপক **জে. এফ. র‍্যাগান** এবং **এল. বি. থমাস** বলেন, "মিশ্র অর্থনীতি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। কিছু সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এবং অন্যগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। এছাড়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কিছু বাজার ব্যবস্থায় এবং কিছু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে।"

সুতরাং, এ ধরনের অর্থনীতি দুটি খাতের সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। একটি হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাত, অপরটি হলো ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত। এ ধরনের অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাত পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অপূর্ণতা পরিহার করে উভয় ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করা হয়। আর এ কাজ সম্পাদনের জন্য মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়ক রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশসমূহে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কম-বেশি মাত্রায় প্রচলিত রয়েছে।

১.১৯ মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Mixed Economy)

মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. **ব্যক্তিগত মালিকানা:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মতো মিশ্র অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি রয়েছে। তবে কোনো কোনো সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকার দ্বারা উচ্চসীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যেমন– কৃষিজোত বা শহরে জমির পরিমাণ।

২. **সরকারি বিনিয়োগ:** জাতীয় নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ করে এবং সেগুলো সরকারের প্রত্যক্ষ মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

৩. **বেসরকারি বিনিয়োগ:** মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা নির্বাচন ইত্যাদির স্বাধীনতা স্বীকৃত। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ অন্যান্য কিছু শিল্প-কারখানা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বিশেষ করে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ওপর সরকারি বিধিনিষেধও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪. **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা:** মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের ন্যায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সম্পন্ন হয়। দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হলেও দামস্তরের অতিরিক্ত ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। চিত্রে DD′ চাহিদা রেখা, SS′ যোগান রেখা, ভারসাম্য বিন্দু E। ভূমি অক্ষে ভারসাম্য পরিমাণ OQ_0 এবং লম্ব অক্ষে ভারসাম্য দাম OP_0 নির্দেশিত। কোনো কারণে দাম হ্রাস পেয়ে OP_1 হলে যোগান P_1a অপেক্ষা চাহিদা P_1b বেশি হবে। ফলে

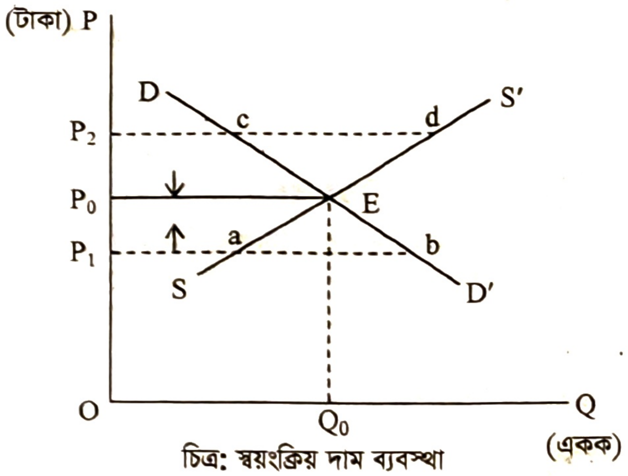

চিত্র: স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা

[৯] "A Mixed Economy is one in which the elements of government control are intermingled with market elements in organizing production and consumption." – Paul A. Samuelson, Economics.

দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার কোনো কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়ে OP_2 হলে তখন চাহিদা P_2c থেকে যোগান P_2d বেশি হবে। ফলে দাম হ্রাস পাবে। এতে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হবে OP_0, যা বাজার দাম হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. **সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান:** এ ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাত পাশাপাশি অবস্থান করে। উভয় খাতই অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টায় উভয় খাত একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সম্পর্ক বজায় রাখে।

৬. **মুনাফার উপস্থিতি:** মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ন্যায় ব্যক্তিগত মুনাফার অস্তিত্ব বেসরকারি উদ্যোগে মুনাফার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে বেসরকারি খাতে মুনাফার অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও সরকার জনস্বার্থে দাম ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৭. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা:** দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সরকার নিজস্ব উদ্যোগে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উন্নয়নের জন্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণ করে। জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে বেসরকারি উদ্যোগের পরিকল্পিত কার্যক্রমও যুক্ত হয়।

৮. **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:** মিশ্র অর্থনীতিতে পেশা নির্বাচন ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। যা ভোক্তার স্বাধীনতার ব্যক্তি নিজেই উদ্যোক্তা হিসেবে স্বাধীনভাবে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে এবং সম্পদের মালিকানা লাভ করে।

৯. **শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ:** এই ব্যবস্থায় সরকার শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময়, শ্রম আদালত, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জেনে রাখো

ভোক্তার মুক্ত পছন্দের ক্ষমতাকে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব বলে। উৎপাদক ভোক্তার সেবায় নিয়োজিত। ভোক্তার পছন্দ অনুসারে উৎপাদককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ভোক্তার পছন্দই যেহেতু সর্বাগ্রে বিবেচ্য, তাই ভোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বভৌম বলা যায়।

১০. **মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি:** এই অর্থনীতিতে যেহেতু ব্যক্তি উদ্যোগ স্বীকৃত এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধিতে সরকার বাধা দেয় না। তাই অনেক সময় অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদনজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই মুদ্রাস্ফীতিও মিশ্র অর্থনীতিতে বিদ্যমান থাকে।

১১. **মজুরি হার নির্ধারণ:** মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শ্রমিকদের জন্যে ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ করে দেয়। বেসরকারি ও সরকারি খাতে শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ মজুরি হার ভিন্ন হয়। এ অর্থনীতিতে শ্রমিক শোষণের মাত্রা কম।

১২. **সামাজিক নিরাপত্তা:** মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকার ও বয়স্ক ভাতা প্রদান, পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কোনোটিই সমাজের কাম্য উন্নয়নের জন্য এককভাবে যথেষ্ট নয়। তাই অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে বাজার কার্যক্রমের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন সরকারি নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকে, তেমনি বর্তমানে অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও সীমিত পর্যায়ে মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। এজন্যই অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উত্তম উপায় বলে মনে করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? *[রা. বো. ২০২৫]*

২. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কোন ধরনের মালিকানা দেখা যায়? *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৫-১৬; জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা ২০০৮-০৯]*

৩. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মূল উপাদান কী কী?

৪. কোন অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করা হয়?

৫. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কীভাবে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়?

৬. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাত কোন মালিকানায় পরিচালিত হয়?

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থার ৫টি পার্থক্য উপস্থাপন করো।

পাঠ ৯ ইসলামি অর্থব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ; ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মিল ও অমিল

১.২০ ইসলামি অর্থব্যবস্থা (Islamic Economy)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এখানে মানবজীবনের সামগ্রিক সমস্যাবলির সমাধান রয়েছে। পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ। তাই আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানুষ উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করবে এবং এখানে সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। **অর্থনীতির যে শাখা মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ইসলামের আলোকে কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আলোচনা করে তাকে ইসলামি অর্থনীতি বলে।**

ইসলামি অর্থনীতির মূল উৎস কয়টি?

ইসলামি অর্থনীতির উৎস চারটি। যথা– ১. পবিত্র আল কোরআন, ২. রাসুল (স) এর সুন্নাহ তথা আল হাদিস ৩. ইজমা তথা ঐকমত্য ৪. কিয়াস (তুলনামূলক যুক্তি)।

যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম— উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি-বিধান তথা কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নিয়মকানুনের প্রয়োগ বিদ্যমান তাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থায় জনকল্যাণে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়।

- তুর্কি অর্থনীতিবিদ ড. **সাবাহ ইলদিন জাইমের** মতে, "ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার আচরণের সুসংবদ্ধ বিচার-বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নই ইসলামি অর্থব্যবস্থা।"
- **ড. এম. এ. মান্নান** এর মতে, "ইসলামিক অর্থনীতি হচ্ছে একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামের আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি আলোচনা করে।" [১১]

সুতরাং, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন ও যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়, তাকে ইসলামি অর্থনীতি বলে।

১.২১ ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Islamic Economy)

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি যুগোপযোগী গতিশীল অর্থনীতি হলো ইসলামি অর্থনীতি। ইসলামি অর্থব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ—

১. **ইসলামি আদর্শের বাস্তবায়ন:** ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামি নীতির বাস্তবায়ন। এ অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরিয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত যার মূল উৎস হলো কোরআন ও সুন্নাহ। তাই ইসলামি অর্থব্যবস্থায় আল-কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. **হালাল সম্পদ অর্জন:** যেসব কার্যক্রম মানবকল্যাণের পরিপন্থি সেসব কার্যক্রম ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন– ওজনে কম দেওয়া, মদ উৎপাদন ও ব্যবসা করা, জুয়া খেলা, মূর্তি তৈরি, সুদ ইত্যাদি অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসুল (স) বলেন, 'সর্বোত্তম কাজ হলো বৈধ উপায়ে উপার্জন করা।'

৩. **সম্পদের সীমিত ব্যক্তিমালিকানা:** ইসলামি অর্থনীতিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয়। ইসলামের বিধান হলো, 'পৃথিবীর সবকিছুর অবিচ্ছিন্ন মালিক আল্লাহ তায়ালা' [আল বাকারাহ:২৮৪]। ফলে মানুষ সামগ্রিকভাবে এসবের ট্রাস্টি মাত্র। এ ট্রাস্টির শর্ত হচ্ছে যে, আল্লাহর এই সম্পদ থেকে মানুষ সমানভাবে উপকৃত হবে।

৪. **সম্পদের বণ্টন:** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, "সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।" (আল-কোরআন ৫৯:৭) এ জন্য যাকাত, সদকাহ, ফিতরা, জিজিয়া, খারাজ (ভূমি কর), ওশর (ফসলের যাকাত) প্রভৃতির বিধান রাখা হয়েছে।

---

[১১] "Islamic Economics is a social science which studies economics problems of the people in the light of Islam." Dr. M.A. Mannan.

৫. **কার্পণ্য ও পুঞ্জীভূত রহিতকরণ:** ইসলামি অর্থনীতিতে ধনসম্পদ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করা নিষিদ্ধ। আল কোরআনে বলা হয়েছে "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য (টাকা-পয়সা) সঞ্চয় করে রাখে, সেটিকে আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।"

৬. **অপব্যয়ের নিন্দা:** ইসলামি অর্থনীতিতে অপচয় ও অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না' (আল আন-আম: ১৪১)।

৭. **সুদ, ঘুষ ও মজুদদারি নিষিদ্ধ:** ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, মজুতদারি, কালোবাজারি, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে।

৮. **যাকাত, ফিতরা ও ওশর ব্যবস্থা:** ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যাকাত, ফিতরা ও ওশর ব্যবস্থার প্রবর্তন। অর্থনীতিতে বৈষম্য দূরীকরণ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার বিশেষ হাতিয়ার হলো যাকাত। যাকাত ও ফিতরার ফলে গরিব, মিসকিন, পঙ্গু, দাস, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, মুজাহিদ এবং এতিমরা উপকৃত হয়।

৯. **বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা:** এ অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত অর্থকে বায়তুল মাল বলে।

১০. **শ্রমনীতির প্রয়োগ:** 'প্রত্যেক মুসলমান ভাই-ভাই' এটি ইসলামের মর্মকথা। আবার রাসুল (স) বলেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ কর।" তাই ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রমিকের প্রাপ্য যথাযথ হওয়ায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ভাই-ভাইয়ের মতো।

১১. **সকল প্রকার শোষণ নিষিদ্ধ:** ইসলামি অর্থব্যবস্থা সকল প্রকার শোষণের হাতিয়ার বন্ধ করে দেয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ঘুষ, ফটকা কারবার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির কোনো সুযোগ নেই।

১২. **সামাজিক নিরাপত্তা:** ইসলামি অর্থনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা একটি উল্লেখযোগ্য দিক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর নির্দেশ, "তারা প্রকৃত কল্যাণকর কাজ করলো, যারা আল্লাহ্, পরকাল, কিতাব, ফেরেশতা ও নবিদের প্রতি ইমান আনলো এবং তাদের ধন সম্পদ আল্লাহর ভালোবাসায় নিকট আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্য দান করলো।" (আল-বাকারাহ: ১৭৭)

> **জেনে রাখো**
>
> ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি—
> ১. সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, মানুষ শুধু আমানতদার।
> ২. সম্পদ উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের পার্থক্যকরণ।
> ৩. জাকাত, ওশর, জিজিয়া ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন।
> ৪. উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন।
> ৫. সুদ, ঘুষ, মজুতদারি, শোষণ ও জুলুম রহিতকরণ।

১৩. **সুদ প্রথা নিষিদ্ধকরণ এবং ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা:** ইসলামি অর্থনীতিতে সুদকে হারাম করা হয়েছে এবং সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

১৪. **কর্জে হাসনার প্রবর্তন:** এ অর্থব্যবস্থায় দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিনা সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা 'কর্জে হাসানা' নামে পরিচিত।

১৫. **সমাজকল্যাণ:** ইসলামি অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণ। দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে বায়তুল মাল হতে মাসোহারা দেওয়ারও ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৬. **সব নাগরিকের সংরক্ষণ:** রাষ্ট্রের মুসলিম ও অমুসলিম সব নাগরিকের অধিকার এ অর্থব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়।

তাই ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মহান আল্লাহর পবিত্র কোরআন ও রাসুল (স)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, ফলে শোষণহীন ও কল্যাণকর রাষ্ট্র অর্জিত হয়।

১.২২ ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মিল ও অমিল

(Similarities & Dissimilarities of Existing Economic Systems with Islamic Economy)

মানবজীবনের বিভিন্ন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নানা ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যেমন— ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, মিশ্র অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থা। অর্থব্যবস্থাগুলোকে নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ তথা ন্যায়পরায়ণতা, মূল্যবোধ ও কল্যাণকামীর ভিত্তিতে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ইসলামি বা কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থা এবং ২. প্রচলিত অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থাসমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও চিন্তাগত ভিত্তির ক্ষেত্রে কিছু মিল ও অমিল লক্ষ করা যায়।

মিলসমূহ: ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা মিলসমূহ:

- সব অর্থব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা।
- যেকোনো অর্থব্যবস্থাই উৎপাদন ও উপযোগ সর্বোচ্চ করতে চায়।
- সব অর্থব্যবস্থাই সম্পদের বিকল্প ব্যবহার বা নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হয়।
- কোনো অর্থব্যবস্থাই উৎপাদনের উপকরণসমূহের অপচয়, অপূর্ণতা ও অদক্ষতাকে সমর্থন করে না।
- সব অর্থব্যবস্থাই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায়গুলো; যেমন— উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ পর্যায়ের সম্মুখীন হয়।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

ইসলামি অর্থব্যবস্থা	প্রচলিত অর্থব্যবস্থা
১. পবিত্র কোরআন ও হাদিস এর নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত।	১. মানবসৃষ্ট বিভিন্ন নিয়মকানুন অনুসারে পরিচালিত।
২. উৎপাদনের উপকরণের প্রকৃত মালিক আল্লাহ।	২. ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে উপকরণের মালিকানা স্বীকার করা হয়।
৩. হালাল হারামের সীমারেখা থাকায় ভোক্তা ও উৎপাদনকারী সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়।	৩. ভোক্তা ও উৎপাদনকারী সম্পূর্ণ স্বাধীন।
৪. শ্রমিক শোষণ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।	৪. শ্রমিক শোষণ বিদ্যমান।
৫. সম্পদের বণ্টন ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ।	৫. সম্পদের বণ্টন ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ নয়।
৬. বৈষয়িক উন্নতির সাথে নৈতিক উন্নতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।	৬. বৈষয়িক উন্নতিই প্রধান বা মুখ্য।
৭. সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, মজুদদারি ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।	৭. সুদ, ঘুষ, মজুদদারি, প্রতারণা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।
৮. সমাজ ও মানবকল্যাণের লক্ষ্যে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।	৮. ব্যক্তিগত মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জ্ঞানের মূল উৎস কয়টি? *[চ. বো. ২০২৫]*
২. 'বাইতুল মাল' অর্থ কী?
৩. জীবন ধারণের পূর্ণাঙ্গ অধিকার দেওয়া হয় কোন অর্থব্যবস্থায়?
৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যাকাত ভোগ করতে পারে কত শ্রেণির মানুষ?
৫. সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে কোন অর্থব্যবস্থায়?
৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জমির ফসলের ওপর কী আদায় করা হয়?
৭. একচেটিয়া কারবারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? *[জা. বি. ভ. ভর্তি পরীক্ষা ২০০৮-০৯]*

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১০ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়

১.২৩ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় (Means to Solve the Fundamental Economic Problems of Different Economic System)

নিচে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় মৌলিক সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করা হলো—

ক. ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা। তত্ত্বগত দিক থেকে বলা হয়ে থাকে, এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ ও বণ্টনক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ থাকে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন ও বণ্টনক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থাকে, তবে তা খুব সীমিত পর্যায়ে। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার আধিক্য, উৎপাদনকারী ও ভোক্তার স্বাধীনতা বজায় থাকে। এখানে যেকোনো ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে এবং উদ্যোক্তা বা উৎপাদনকারী সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। এ ব্যবস্থায় কোন দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, দ্রব্য বণ্টন নীতি কী হবে, ভোক্তার পছন্দ কী— সব সিদ্ধান্ত ব্যক্তি তথা বেসরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুক্তবাজার ভিত্তিক উৎপাদন চালু থাকায় বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় 'স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার' মাধ্যমে। **দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে।** এতে একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হলে পণ্যটির দাম হ্রাস পাবে। আবার, পণ্যের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম হলে পণ্যটির দাম বৃদ্ধি পাবে।

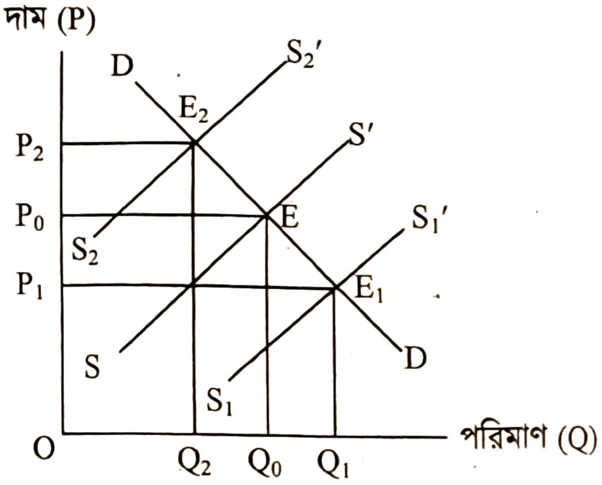

চিত্র: ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দাম নির্ধারণ

চিত্রে, চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা SS′ পরস্পর E বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় OP_0 এবং পরিমাণ নির্ধারিত হয় OQ_0। চিত্র অনুসারে, দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে যোগান বৃদ্ধি পেলে (ভর্তুকি সময়) যোগান রেখা হয় S_1S_1' যা চাহিদা রেখা DD কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে ভারসাম্য লাভ করে। E_1 ভারসাম্য বিন্দুতে দাম হ্রাস পেয়ে হয় OP_1 ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় OQ_1। আবার, দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে যোগান হ্রাস পেলে (কর বসালে) যোগান রেখা হয় S_2S_2' যা চাহিদা রেখা DD কে E_2 বিন্দুতে ছেদ করে ভারসাম্য লাভ করে। এক্ষেত্রে E_2 ভারসাম্য বিন্দুতে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় OP_2 এবং পরিমাণ হ্রাস পেয়ে হয় OQ_2। এভাবে দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে যোগানের পরিমাণের বৃদ্ধি কিংবা হ্রাসের ফলে দামের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারীর মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। তাই সে সর্বনিম্ন খরচে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে চায়। আবার, একজন ভোক্তা সর্বনিম্ন দামে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে উপযোগ সর্বাধিক করতে চায়। সুতরাং, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সর্বক্ষেত্রেই বেসরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

খ. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা (Command Economy)

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় কী কী দ্রব্য বা সেবা, কী পরিমাণে ও কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্তগুলো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তা ও উৎপাদকের অবাধ স্বাধীনতার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। ফলে কোনো উৎপাদনকারী কোনো দ্রব্য তার চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারে না। আবার যেকোনো ভোক্তা তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুসারে যেকোনো দ্রব্য যেকোনো পরিমাণে ভোগ করতে পারে না।

এ অর্থব্যবস্থায় সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকারি বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে ঘটে। কারণ, সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জনের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য থাকে। আর এই লক্ষ্য অর্জনকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাছাড়া নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় যোগ্যতা অনুসারে কাজ ও কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক বণ্টন করা হয়। মূলত নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারসাম্যমূলক ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন করা।

গ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy)

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম তথা উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তবে বেসরকারি খাতের কার্যাবলির ওপর কম-বেশি সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাই মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন-সংক্রান্ত কার্যাবলির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা যেমন কার্যকর হয় তেমনি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও কম-বেশি বিদ্যমান। তবে সরকার মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে দাম ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সমাজের চাহিদার উপর নির্ভর করে। এ অর্থব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় আইন পাস করে বেসরকারি খাতের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় একদিকে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় খাতের অস্তিত্ব যেমন নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সুবিধাসমূহ অর্জনে সহায়তা করে, তেমনি সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অস্তিত্ব ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সুবিধাসমূহ ভোগ করতে সাহায্য করে।

বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদির লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বণ্টন ব্যবস্থা কাজ করে। আবার, অন্যদিকে মুনাফা অর্জনকে কেন্দ্র করে বেসরকারি বণ্টন ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা তার প্রয়োজন তথা চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য ভোগ করার স্বাধীনতা রাখে। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার চাইলে কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার সমাজের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। কোনো বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে চাইলে সরকার সেক্ষেত্রে ভর্তুকি কিংবা অন্যান্য প্রণোদনা দিয়ে থাকে। আবার কোনো দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে চাইলে দ্রব্যের উপর করারোপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন— কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ভর্তুকি প্রদান করতে পারে এবং ধূমপান কমাতে সিগারেটের উপর করারোপ সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিশেষ উদাহরণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুক্তবাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির নাম কী?

২. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারীর মূল লক্ষ্য কী?

৩. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কী?

৪. ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থার নাম কী?

৫. সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ দেখা হয় কোন অর্থব্যবস্থায়?

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের তিনটি উপায় উল্লেখ করো।

পাঠ ১১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১.২৪ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System in Bangladesh)

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান দেশ। দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলাদেশের দরিদ্র ও কৃষিপ্রধান ভূখণ্ডে সামন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমান বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ সরকার জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা করে। এ নীতি অনুযায়ী সকল মৌলিক শিল্পগুলো জাতীয়করণ করা হলেও জাতীয়করণ নীতির ব্যর্থতা ও ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ১৯৮২ সালের নতুন শিল্পনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়াত্ত খাত থেকে পর্যায়ক্রমে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে শুধু জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় শিল্প ছাড়া প্রায় সকল শিল্পই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে পরবর্তীতে বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে। নিচে তা আলোচনা করা হলো—

১. **সরকারি বিনিয়োগ:** সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে এবং জাতীয় নিরাপত্তামূলক খাতে সরকার শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ করে এবং সেগুলো সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ ছিল GDP-র ৬.৬৪% যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৪৭% দাঁড়িয়েছে।[১২]

২. **বেসরকারি বিনিয়োগ:** জাতীয় অর্থনীতি বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার কারণে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগসহ স্থানীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি খাতে ক্রমশ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ২০১২-১৩ অর্থবছরে GDP-র পরিমাণ ছিল ২১.৭৫% যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩.৫১% এ উন্নীত হয়েছে।[*]

৩. **সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগ:** বাংলাদেশের অর্থনীতির সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। উভয় খাতের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব বিদ্যমান হয়েছে। যেমন- সরকারি টেলিফোন ও বেসরকারি টেলিফোন, সরকারের ডাক বিভাগ এবং বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস প্রভৃতি। তবে ব্যাংক, বীমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উভয় খাত দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৪. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা:** সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় সাধন রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কোন খাতে কী পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে এবং কোন খাতের কীরূপ কার্যাবলি হবে তার নির্দেশনা থাকে এ পরিকল্পনায়।

৫. **সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা:** বাংলাদেশে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে। তবে কৃষিজোত এবং শহরে ভূমির মালিকানার ওপর সরকার উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এতে সম্পদের একচেটিয়া মালিকানার অবসান হয়েছে।

---

[১২] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪।

[*] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪।

৬. **দাম প্রক্রিয়া:** বাংলাদেশে দাম নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থার ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়। দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হলেও দামস্তরের অবাধ গতি নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। তবে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা আছে।

৭. **মুনাফার উপস্থিতি:** বাংলাদেশের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের বিষয়টি স্বীকৃত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীগণ দেশের জনগণের স্বার্থের কথা না ভেবে অতি মুনাফালোভী আচরণ করে। তখন সরকারকে মুনাফা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বেসরকারি খাতে বেশি মুনাফার বিষয়টি থাকলেও সরকারি খাতে জনকল্যাণের দিকটিকে প্রধান্য দিয়ে থাকে।

৮. **মজুরি:** এদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুধরনের মজুরি হার চালু রয়েছে। সরকারি খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হলেও বেসরকারি খাতে মজুরি হার বেশি।

৯. **শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ:** বাংলাদেশে শিশুশ্রম আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ন্যূনতম মজুরি ঘোষণাসহ শ্রমিকসংঘ গঠনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি রয়েছে। শ্রমিকদের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. **ক্রেতা-বিক্রেতার স্বাধীনতা:** ক্রেতা এবং উৎপাদনকারী উভয়ই স্বাধীন। বাংলাদেশের ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। তারা তাদের পছন্দমতো যে কোনো দেশি- বিদেশি পণ্য অবাধ ভোগ করতে পারে। উৎপাদনকারী অধিক মুনাফা লাভের জন্য পছন্দমতো দ্রব্য উৎপাদন করে।

১১. **সরকারি নিয়ন্ত্রণ:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সহাবস্থান থাকলেও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থি হলে এক্ষেত্রে সরকারি বাধা-নিষেধ রয়েছে।

১২. **মূলধন গঠন:** মূলধন গঠন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রকৃত মূলধন পর্যাপ্ত না হলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে মূলধন গঠনে সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।

১৩. **সামাজিক নিরাপত্তা:** প্রাথমিক শিক্ষাবাধ্যতামূলক, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ বেকার যুবকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করেছে। এগুলোর মাধ্যমে সরকার দেশের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে একদিকে যেমন সরকারি খাতের অস্তিত্ব রয়েছে তেমনই অন্যদিকে বেসরকারি খাতেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে বর্তমানে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলা যায়। তবে বেসরকারি খাতে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বেশি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হচ্ছে। এদিক থেকে দেখলে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশেও মুক্ত বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কোন অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল?

২. বর্তমান বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে?

৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার কোন সম্পদের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে?

৪. কোন শিল্পনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল?

উত্তরের জন্য ৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

দুটি দলে ভাগ হয়ে একদল বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করবে এবং অন্যদল যে অর্থব্যবস্থার সাথে এগুলোর মিল রয়েছে তা ছক আকারে লিখবে।

পাঠ ১২ ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি; ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে তুলনা; ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পরিক গুরুত্ব

১.২৫ ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি (Micro and Macroeconomics)

স্কটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'-এ বলেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের কারণ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করে।" পরবর্তীতে ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করেন। তার মতে, "অর্থনীতি হচ্ছে একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা মানবীয় আচরণকে বিশ্লেষণ করে।" বর্তমানে অর্থনীতির আওতা অনেক বিস্তৃত। ১৯৩৩ সালে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক র‍্যাগনার ফ্রিশ অর্থনীতিকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics) ও সামষ্টিক অর্থনীতি (Macroeconomics) এ দুভাগে বিভক্ত করেন। মহামন্দার আগে (১৯৩০-৩৩) অর্থনীতিতে ব্যষ্টিক অর্থনীতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্স কর্তৃক প্রকাশিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'The General Theory of Employment, Interest and Money'-তে মহামন্দার কারণ (কার্যকরী চাহিদার অভাব) ও প্রতিকার (সরকারি হস্তক্ষেপ) উদঘাটন করতে গিয়ে তিনি সমষ্টিগত বিশ্লেষণকে অধিক গুরুত্ব দেন। বর্তমান যুগে সমষ্টিগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২৬ ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics)

ব্যষ্টিক অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Microeconomics। Micro শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Mikros থেকে। এর বাংলা অর্থ ব্যষ্টিক অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র (very small)। যেকোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অসংখ্য এককের সমষ্টি। **প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলা হয়।** অধ্যাপক মরিস ডব এর মতে, "অর্থনীতির অনুবীক্ষণিক অবলোকন ও বিশ্লেষণকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।" সামগ্রিক অর্থনীতির প্রতিটি একক এক একটি ক্ষুদ্র অংশ। এ ক্ষুদ্র অংশের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি আলোচনা করাই ব্যষ্টিক অর্থনীতির কাজ। যেমন- একজন ভোক্তার চাহিদা, বিক্রেতার যোগান, কোনো দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, কোনো ব্যক্তির আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়, কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দাম ও উৎপাদন নীতি, কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় ইত্যাদি ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আওতায় পড়ে।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **কে. ই. বোলডিং** (১৯১০-১৯৯৩)-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি এক একটি ফার্ম, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম, মজুরি, আয়, প্রত্যেকটি শিল্প এবং প্রত্যেক দ্রব্য সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করে।"[১৩]
সুতরাং ব্যষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক ঘটনাকে একক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা।
ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নিচে একটি ছকে উল্লেখ করা হলো।

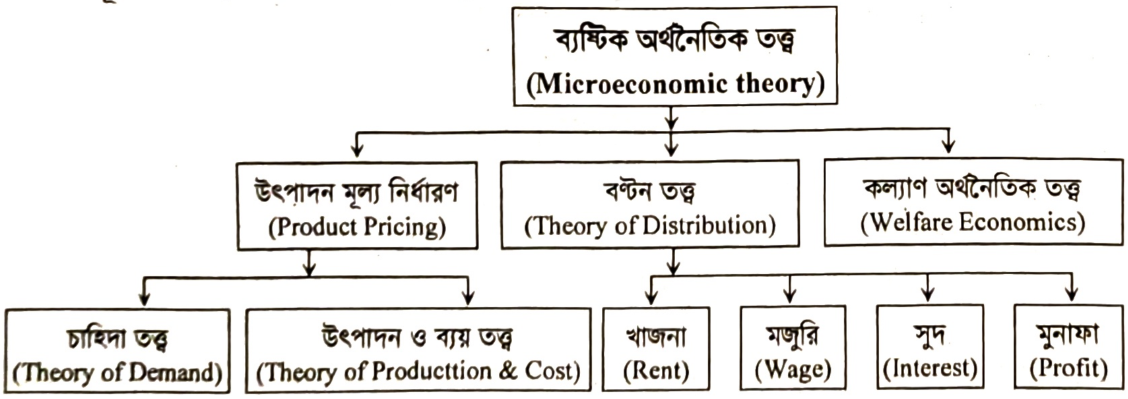

চিত্র: ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব
[উৎস: Micro Economic Theory- Ahuja.]

উপরিউক্ত ছক থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককগুলোর পৃথক পৃথক পর্যালোচনার পাশপাশি যৌথভাবে সীমিত পর্যালোচনাও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে স্থান পায়।

---

[১৩] "Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual, prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities"— K.E. Boulding.

১.২৭ সামষ্টিক অর্থনীতি (Macroeconomics)

সামষ্টিক অর্থনীতি ইংরেজি প্রতিশব্দ Macroeconomics। Macro শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Makros থেকে। এর বাংলা অর্থ সামষ্টিক অর্থাৎ বৃহৎ বা সামগ্রিক (Large or whole)। **অর্থনীতির ধারণা বা ঘটনাকে সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে তথা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।** অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যাকে একক বা খন্ড খন্ডভাবে ব্যাখ্যা না করে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হলে তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলা হয়। যেমন– একটি দেশের মোট জাতীয় আয়, মোট লোকসংখ্যা নিরূপণ, জাতীয় বেকারত্বের কারণ ও ফলাফল নিরূপণ, মোট চাহিদা, মোট যোগান, জাতীয় সঞ্চয়, জাতীয় বিনিয়োগ, সাধারণ মূল্যস্তর, মোট সঞ্চয়, মোট সুদ ও মজুরির হার ইত্যাদি নিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **কে. ই. বোলডিং**-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি কোনো ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তর, দ্রব্যের ব্যক্তিগত উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন আলোচনা করে।"[১৪]
সামষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ নিচে ছকে প্রদান করা হলো–

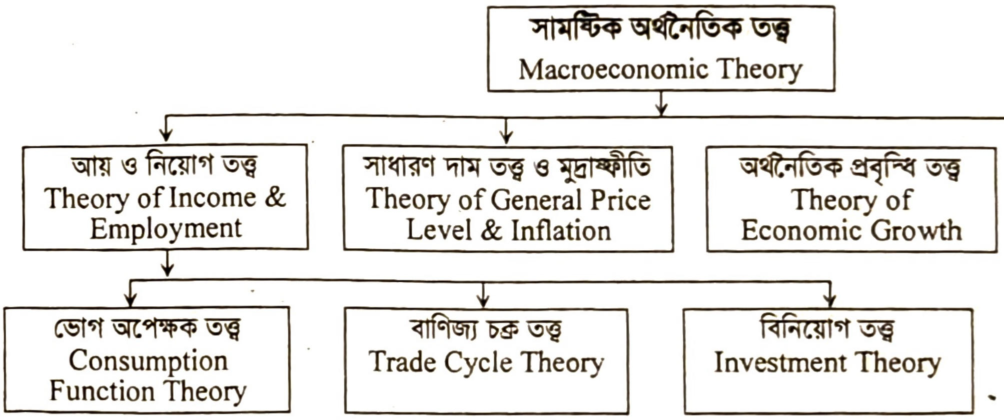

চিত্র: সামষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব

অতএব আলোচনা থেকে ধারণা লাভ করা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচনসহ সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে।

১.২৯ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে তুলনা (Comparison between Micro and Macroeconomics)

অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতির আলোচনা ক্ষেত্রকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক এ দুটি প্রধান শাখায় ভাগ করেছেন। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য রয়েছে।

১. **উদ্ভবের দিক থেকে:** ইংরেজি Micro শব্দটি গ্রিক শব্দ Mikros থেকে উদ্ভব হয়েছে। Micro শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। অন্যদিকে ইংরেজি Macro শব্দটি গ্রিক শব্দ Makros থেকে উদ্ভব হয়েছে। Macro শব্দের অর্থ বৃহৎ।

২. **সংজ্ঞাগত:** অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক যেমন- একজন ভোগকারী, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, একটি শিল্প ইত্যাদির আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। অন্যদিকে, অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক দিক তথা- মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় আয় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।

৩. **পরিধিগত:** ব্যষ্টিক অর্থনীতির পরিধি ও আওতা ছোট বা ক্ষুদ্র। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির পরিধি ও আওতা ব্যাপক ও বিস্তৃত।

৪. **বিশ্লেষণগত:** ব্যষ্টিক অর্থনীতি একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতি একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আলোচনা না করে অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে।

---

[১৪] "Macroeconomics deals not with individual incomes but with national income; not with individual prices but with the general price level; not with individual output but with national output"– K.E. Boulding.

৫. **বিষয়গত:** ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একজন ভোক্তার বা একক ফার্মের আচরণ, চাহিদা, ভোগ, আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একটি দেশের মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, মোট চাহিদা, মোট যোগান, জাতীয় সঞ্চয়, জাতীয় বিনিয়োগ, সাধারণ মূল্যস্তর ইত্যাদি।

৬. **আলোচনার ভিত্তিতে:** ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় বিধায় এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকে না। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয় বলে এদের মধ্যে যোগসূত্র থাকে।

৭. **অর্থনৈতিক চিত্রগত:** ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের খণ্ড বা আংশিক চিত্র পাওয়া যায়। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

৮. **পূর্ণ নিয়োগের ভিত্তিতে:** ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে একটি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া হয়। যা অবাস্তব ধারণা। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে কখনোই দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান ধরে নেয়া যায় না।

৯. **ভারসাম্যগত:** ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে সামগ্রিক ভারসাম্যের অবস্থা তুলে ধরে।

১০. **খাতগত:** ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে একক খাত বিশ্লেষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

> **জেনে রাখো**
>
> ব্যষ্টিক অর্থনীতির ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই হলো ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **আলফ্রেড মার্শাল**-এর '*Principles of Economics*' যা ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই হলো ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **জন মেনার্ড কেইন্স**-এর '*The General Theory of Employment, Interest and Money*' যা ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. **প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা:** কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায় না। পক্ষান্তরে, কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা সামষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায়।

১২. **সমর্থক:** ক্লাসিক্যাল ও নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ ব্যষ্টিক অর্থনীতির সমর্থক। অপরপক্ষে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সামষ্টিক অর্থনীতির সমর্থক।

কিছু কিছু অনৈক্য, অমিল এবং বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ পরস্পর নির্ভরশীল। তাই একলি বলেন, "ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায় না।" পল এ. স্যামুয়েলসন বলেন, "ব্যষ্টিক ও সামষ্টিকের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি উভয়ই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।"[১৫]

১.২৮ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পরিক গুরুত্ব (Relative Importance of Micro and Macroeconomics)

অতীতকে অতিক্রম করেই আজকের এ বর্তমান। অতীত নানাভাবে সমালোচিত হলেও বর্তমান আলোয় উদ্ভাসিত। তবে সময় পরিবর্তনের সাথে ইতিহাস ও দর্শনের পরিবর্তন ঘটছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রক্রিয়াগত বিবর্তন সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। ইতালিয়ান ক্যাথলিক যাজক ও দার্শনিক **সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস** (Saint Thomas Aquinas)-এর "Just Price" এবং সুদের হার (Interest rate) সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ১২০০ সালে ও তার পরবর্তীতে বিকাশ লাভ করে। দুই হাজার বছর পূর্ব থেকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সূচনা হলেও ১৭৭৬ সালে স্কটিশ অর্থনীতিবিদ **অ্যাডাম স্মিথ** (Adam Smith)-এর "An Inquairy into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর অর্থনীতির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতকের "Political Economy", উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নতুন নামকরণের মাধ্যমে "Economics" নামে চালু হয়। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী লোক অর্থনীতি অধ্যয়ন না করেও এর বিভিন্ন ধারণাসমূহ ব্যবহার করছে। অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল বিজয়ী নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **র‍্যাগনার ফ্রিশ** (Ragnar Frisch) ১৯৩৩ সালে অর্থনীতিকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দুভাগে ভাগ করেন। আলোচনার সুবিধার জন্য এ বিভাজন করা হয়েছে।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি যেখানে অর্থনীতির এককের বিশ্লেষণ করে, সামষ্টিক অর্থনীতি সেখানে সামগ্রিক বিষয়ের বিশ্লেষণ শেখায়। অতএব অর্থনীতির বিভিন্ন এককের যোগফল তথা সমষ্টিই সামগ্রিক অর্থনীতি। তাই এর প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি অচল। অর্থাৎ ব্যষ্টিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সামষ্টিক বিশ্লেষণ এবং সামষ্টিক বিশ্লেষণ ব্যতীত ব্যষ্টিক বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ব্যষ্টিক অর্থনীতি যেখানে মূল্য নির্ধারণ করে, সামষ্টিক অর্থনীতি সেখানে মূল্যস্তর ও কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশ করে। সুতরাং ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পরের বিকল্প নয় বরং পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

---

[১৫] Both that is Micro and Macro are absolutely vital, Micro and Macro are the two sides of the same coin. i. e. Economics.– Paul A. Samuelson

জাতীয় আয় ব্যাখ্যা করতে হলে ব্যক্তিগত আয় বিবেচনা করতে হয়। একটি দেশের মোট উৎপাদন বিশ্লেষণের জন্য উক্ত দেশের প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন জানা প্রয়োজন। সুতরাং কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয়ের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- বিনিয়োগ স্তরে ফার্মগুলোর কাম্য মূলধন স্টকের ওপর নির্ভর করে এবং কাম্য মূলধন স্টক ফার্মের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। তাই সামষ্টিক অর্থনীতি উপলব্ধির জন্য ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সুতরাং মানবজীবনের অর্থনৈতিক ঘটনাবলি আলোচনার জন্য উভয় শাখা বা পদ্ধতির সমন্বয় প্রয়োজন।

তাই নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ **পল এ. স্যামুয়েলসন** (Paul A. Samuelson) বলেন, "ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই, উভয়ই সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য।"[১৬] সুতরাং বলা যায়, কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলির বিচার, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং সমাধানের জন্য ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক বিশ্লেষণের সমন্বয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যষ্টিক অর্থনীতির একটি বিষয়বস্তু লেখো। *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*
২. ব্যষ্টিক শব্দটির ইংরেজি 'Micro' শব্দটি এসেছে কোন শব্দ থেকে? *[সকল বোর্ড ২০১৮; চ. বো. ২০১৭]*
৩. অর্থনৈতিক ঘটনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিশ্লেষণ করাকে কী বলে? *[চ. বো. ২০১৯]*
৪. অর্থনীতির কোন ধারণায় একটি দেশের অর্থনীতির আংশিক চিত্র তুলে ধরে? *[ঢা. বো. ২০২২]*
৫. অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দুইভাগে ভাগ করেছেন কে? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৩-১৪; ঢাবি (সাত কলেজ) ২০২২-২৩]*
৬. অর্থনীতির কোন ধারণায় একটি দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়? *[য. বো. ২০১৭]*
৭. সামষ্টিক অর্থনীতির জনক কে? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৮-১৯]*
৮. কেইনসীয় অর্থশাস্ত্র কোন সময়ের রচনা? *[জা.বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা ২০১১-১২]*

উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. একক কাজ

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিভাজন ছকে আকারে উপস্থাপন করো।
২. ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির ৫টি পার্থক্য ছক আকারে লেখো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. পল. স্যামুয়েলসন; ২. দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন; ৩. দুষ্প্রাপ্যতা; ৪. সীমিত সম্পদ; ৫. অ্যাডাম স্মিথ; ৬. এল. রবিন্স; ৭. দুষ্প্রাপ্যতা ও সীমিত সম্পদ; ৮. সম্পদের অপ্রতুলতা।

পাঠ-২: ১. অ্যাডাম স্মিথ; ২. এল. রবিন্স; ৩. অভাবের গুরুত্ব নির্বাচন; ৪. নির্বাচন; ৫. Paul A. Samuelson; ৬. নির্বাচন; ৭. অ্যাডাম স্মিথ; ৮. অভাবপূরণ।

পাঠ-৩: ১. ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয়; ২. পূর্ণ নিয়োগ; ৩. সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ; ৪. PPC-এর ভেতরে কোনো বিন্দু; ৫. সুযোগ ব্যয়; ৬. PPC; ৭. মূল বিন্দুর দিকে অবতল; ৮. পরবর্তী সেরা বিকল্পের মূল্য, যা ত্যাগ করা হয়েছে।

পাঠ-৪: ১. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার; ২. তিনটি; ৩. পল এ. স্যামুয়েলসন; ৪. সম-উৎপাদন রেখা; ৫. শ্রমের মূল্য সস্তা ; ৬. কী উৎপাদন করা হবে; ৭. দুই ধরনের; ৮. ন্যূনতম অপচয়।

পাঠ-৫ ও ৬: ১. উৎপাদন; ২. চার; ৩. সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন; ৪. জে. এম. কেইনস; ৫. ধনতান্ত্রিক; ৬. দামব্যবস্থা; ৭. অ্যাডাম স্মিথ।

পাঠ-৭: ১. ১৯১৭ সালে; ২. সমাজতান্ত্রিক; ৩. স্ট্যালিন; ৪. শ্রেণিহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ; ৫. কাজের পরিমাণ ও গুণগতমান দেখে; ৬. ১৯৮৫ সালে; ৭. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

পাঠ-৮: ১. মিশ্র অর্থব্যবস্থা; ২. সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা; ৩. চাহিদা ও যোগান; ৪. মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে; ৫. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে; ৬. রাষ্ট্রীয়।

পাঠ-৯: ১. চারটি; ২. সরকারি তহবিল গঠন; ৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থায়; ৪. আট শ্রেণি; ৫. ইসলামি; ৬. ওশর; ৭. সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

পাঠ-১০: ১. ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা; ২. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ; ৩. চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়া; ৪. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা; ৫. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায়।

পাঠ-১১: ১. ধনতান্ত্রিক; ২. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; ৩. ভূমির মালিকানায়; ৪. ১৯৮২ সালের শিল্পনীতি।

পাঠ-১২: ১. বাজার কাঠামো; ২. Mikros; ৩. ব্যষ্টিক অর্থনীতি; ৪. ব্যষ্টিক অর্থনীতি; ৫. র‍্যাগনার ফ্রিশ; ৬. সামষ্টিক অর্থনীতি; ৭. জন মেনার্ড কেইন্স; ৮. বিংশ শতকের।

---

[১৬] There is really no opposition between Micro and Macroeconomics, both are absolutely vital. – Paul A. Samuelson

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

দুষ্প্রাপ্যতা	মানুষের অভাব পূরণের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন, সে পরিমাণ সম্পদের সরবরাহ প্রকৃতিতে নেই। এ সকল প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবকে অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
অভাব	মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মেটাতে পারে এ ধরনের পণ্য ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে অভাব বলে।
সম্পদ	যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ, যাদের হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা ও বিনিময় মূল্য রয়েছে সেগুলোই অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সম্পদ।
নির্বাচন	মানুষের জীবনে অভাব যেমন অফুরন্ত তেমনি সম্পদ সীমিত। এ অফুরন্ত অভাবের মধ্যে সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই অভাবের গুরুত্ব ও সম্পদের বিকল্প বা দক্ষ ব্যবহারও নির্ধারণ করতে হয়। মূলত এ কারণে প্রয়োজন হয় নির্বাচনের।
PPC	PPC এর পূর্ণরূপ হলো— Production Possibility Curve। PPC এমন একটি রেখা যার বিভিন্ন বিন্দুতে সীমিত সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি উৎপাদিত দ্রব্যের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়।
সুযোগ ব্যয়	একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়া উৎপাদনের পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়।
বিনিময়	পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বা সেবা হস্তান্তর প্রক্রিয়াই হলো বিনিময়। বিনিময় প্রথার গোড়ার দিকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমান বিশ্বে অর্থই বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম।
বণ্টন	উৎপাদনে উপকরণ নিয়োগ বাবদ উপকরণ মালিকদের মধ্যে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা ভাগ করে দেয়াকে বণ্টন বলে।
মুক্ত দ্রব্য	যে সকল দ্রব্যের যোগান দাম নেই, সে সকল দ্রব্যকে মুক্ত দ্রব্য বলা হয়। যেমন- বায়ু।
অর্থনৈতিক সমস্যা	মানুষের সকল কর্ম প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো অভাব পূরণ। সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায় হলো সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বলে।
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা	যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অবাধ দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বাজার পরিচালিত হয়, সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা	সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এমন এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিমালিকানা নেই। উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।
মিশ্র অর্থব্যবস্থা	যে অর্থব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে গড়ে ওঠে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে।
ইসলামি অর্থব্যবস্থা	ইসলামি শরিয়তের ভিত্তিতে যে অর্থব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে। এখানে হালাল হারামের পার্থক্য করে এ সংক্রান্ত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।
যাকাত	ইসলামি পরিভাষায় ধনী ব্যক্তিদের বছর শেষে নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ সম্পদ থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরিব-অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াকে যাকাত বলে।
জিজিয়া কর	ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কর নেয়াকে জিজিয়া কর বলে।
ব্যষ্টিক অর্থনীতি	অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন: ব্যক্তিগত চাহিদা, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, মুনাফা প্রভৃতি।
সামষ্টিক অর্থনীতি	অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন: সামগ্রিক চাহিদা, সামগ্রিক যোগান, জাতীয় আয় প্রভৃতি।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব

প্রশ্ন-১. দুষ্প্রাপ্যতা কাকে বলে? *[কু. বো., চ. বো., য. বো. ২৫; ঢা. বো. ২৩, ১৮; চ. বো. ২৩, ১৯; দি. বো., য. বো. ২৩, ১৮, ১৭; কু. বো., ব. বো.২২; সি.বো. ১৮,১৭; আলিম ২২]*
উত্তর: অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকেই অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity) বলে।

প্রশ্ন-২. অভাব কী? *[ম. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২, ১৯]*
উত্তর: মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মেটাতে পারে এধরনের পণ্য ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে অভাব বলে।

প্রশ্ন-৩. সম্পদ কী? *[রা. বো. ২৩]*
উত্তর: যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের উপযোগ আছে যোগান সীমাবন্ধ, যেগুলোর হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা ও বিনিময় মূল্য রয়েছে সেগুলোই সম্পদ।

■ নির্বাচন সমস্যা

প্রশ্ন-৪. সুযোগ ব্যয় কী? *[আলিম ২৩]*
উত্তর: একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়।

প্রশ্ন-৫. অর্থনীতিতে নির্বাচন কী? *[ম. বো., চ. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; ম. বো., য. বো. ২২; ঢা. বো. ২১; দি. বো. ১৯]*
উত্তর: সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে নির্বাচন বলতে অনেক অভাবের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করার পন্থাকে বোঝায়।

প্রশ্ন-৬. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী?
[ঢা. বো. ২৫; ব. বো. ২৩, ২২, ১৭; ঢা. বো., কু. বো., ব. বো. ১৯]
উত্তর: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যার বিভিন্ন বিন্দুতে সীমিত সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটো উৎপাদিত দ্রব্যের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন-৭. PPC-এর পূর্ণরূপ কী? *[ম. বো. ২২; য. বো. ১৯]*
উত্তর: PPC-এর পূর্ণরূপ হলো— Production Possibility Curve।

■ কী উৎপাদন, কীভাবে উৎপাদন, কার জন্য উৎপাদন

প্রশ্ন-৮. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কী? *[ম. বো. ২৩; রা. বো. ১৬]*
উত্তর: কোন কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করা হবে, কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে এবং কাদের ভোগের জন্য উৎপাদন করা হবে তা নির্বাচন করাই হলো সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

প্রশ্ন-৯. সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা দুটি কী কী?
উত্তর: সমাজের দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হলো— স্বল্পতার সমস্যা ও নির্বাচনের সমস্যা।

■ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

প্রশ্ন-১০. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? *[ঢা. বো., কু. বো. ২৫; কু. বো. ২৩, ২২; রা. বো., চ. বো. ২২; দি. বো. ১৬]*
উত্তর: যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।

প্রশ্ন-১১. শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল কী?
উত্তর: যে উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য মূলধনের তুলনায় শ্রম বেশি নিয়োগ করা হয় তাকে শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল বলে।

■ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

প্রশ্ন-১২. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কী?
উত্তর: যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পদের মালিকানা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকে তাই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। আমেরিকার অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্তর্গত।

প্রশ্ন-১৩. 'অদৃশ্য শক্তি' দ্বারা কোন অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়?
উত্তর: 'অদৃশ্য শক্তি' দ্বারা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-১৪. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা কী?
উত্তর: বাজার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বলে।

■ নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা

প্রশ্ন-১৫. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কী?
[রা. বো., দি. বো. ২২; কু. বো., ঢা. বো. ১৭]
উত্তর: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-১৬. সমাজতন্ত্রে কোন প্রক্রিয়ায় আয় ও সম্পদ বণ্টন করা হয়?
উত্তর: সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে রেশন কার্ডের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টন করা হয়।

■ মিশ্র অর্থব্যবস্থা

প্রশ্ন-১৭. মিশ্র অর্থব্যবস্থা কী? *[দি. বো. ২৫; সি. বো. ২৩]*
উত্তর: যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

■ ইসলামি অর্থব্যবস্থা

প্রশ্ন-১৮. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কী?
উত্তর: যে অর্থব্যবস্থায় কোরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয় তাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলা হয়। সৌদি আরবের অর্থব্যবস্থা হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা।

প্রশ্ন-১৯. ইসলামি অর্থনীতিতে শরিয়তের উৎস কতটি?
উত্তর: ইসলামি অর্থনীতিতে শরিয়তের উৎস ৪টি। যথা- পবিত্র কোরআন, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস।

প্রশ্ন-২০. কর্জে হাসানা কী?
উত্তর: বিনা সুদে অভাবগ্রস্তকে ঋণ দেওয়াকে কর্জে হাসানা বলে। এতে অভাবগ্রস্ত লোক অভাব থেকে মুক্ত হয়।

■ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা

প্রশ্ন-২১. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? *[রা. বো., সি. বো., ব. বো. ২৫; ম. বো. ২৩; য. বো. ২৩, ২২; চ. বো. ২২; রা. বো. ১৮, ১৭; চ. বো., ব. বো., কু. বো. ১৮; সি. বো. ১৬]*
উত্তর: অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় অর্থনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics) বলে। যেমন- একজন ভোক্তার আচরণ, একজন ক্রেতার চাহিদা, কোনো ফার্মের উৎপাদন ও দামনীতি প্রভৃতি।

প্রশ্ন-২২. সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?
[চ. বো. ২৩; আলিম ২৩]
উত্তর: অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় বা সমস্যা খণ্ড খণ্ডভাবে বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন- বেকার সমস্যা, সামগ্রিক ভোগ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা প্রভৃতি।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: মানুষের অসীম অভাব আর সে তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতার দরুন অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হয়।
মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। অর্থাৎ মানুষের চাহিদা অসীম। আর সকল প্রকার চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় সম্পদের। কিন্তু সম্পদের পরিমাণ সীমিত হওয়ার কারণে মানুষের সকল অভাব বা চাহিদা পূরণ সম্ভবপর হয় না। মূলত দুষ্প্রাপ্যতার কারণ এটাই। কেননা অভাব কম হলে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হতো না।

প্রশ্ন-২. অভাব পূরণের ক্ষেত্রে নির্বাচন সমস্যা দেখা যায় কেন? *[কু. বো. ২২; য. বো. ১৭]*
উত্তর: সমাজে অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।
মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এই অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সব অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না, আবার সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই ব্যক্তিকে তার অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কোনো অভাব আগে এবং কোনো অভাব পরে পূরণ করতে হয়। এভাবেই অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৩. সকল অভাব এক সাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন? *[রা. বো., য. বো. ২৫; রা. বো. ২৩, ১৭]*
উত্তর: অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় অর্থনীতিতে সব অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না।
মানুষের একটি অভাব পূরণ হলে আর একটি অভাব নতুনরূপে দেখা দেয়। এসব নতুন অভাব সম্পদের সাহায্যে পূরণ করে। কিন্তু অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সীমিত এ সম্পদ দিয়ে মানুষ তার অসংখ্য অভাবের সামান্যই মেটাতে পারে। এ জন্য মানুষের পক্ষে সব অভাব এক সাথে পূরণ করা সম্ভবপর হয় না।

প্রশ্ন-৪. অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যা কেন দেখা দেয়?
[ঢা. বো., ম. বো., সি. বো. ২৫; য. বো. ২২]
উত্তর: সম্পদের স্বল্পতার কারণে অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।
অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় এ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও অপচয় রোধ করা দরকার। এ কাজ করতে গিয়ে অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা হলো নির্বাচন সমস্যা।

সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করা উচিত যাতে তা দ্বারা সমাজের বেশির ভাগ লোকের অধিকার অভাব পূরণ করা যায়। তবে সম্পদের স্বল্পতার কারণে মানুষের সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই কোন অভাবগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমে পূরণ হবে তা নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রশ্ন-৫. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো., ব. বো. ১৯]*

উত্তর: বিদ্যমান প্রযুক্তি ও নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দেশ করা হয় তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) বলে।

মনে করি, একটি সমাজ তার সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে ১ লক্ষ বই অথবা ১ কোটি কলম তৈরি করতে পারে। সমাজ ইচ্ছা করলে কলম উৎপাদন হ্রাস করে বই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। আবার একই পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে বই ও কলমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করতে পারে। এভাবে সীমিত সম্পদের সাহায্যে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে দেখানো যায়।

প্রশ্ন-৬. সুযোগ ব্যয়ের উদ্ভব ঘটে কেন?

উত্তর: মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত হওয়ার দরুন নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়। মূলত এখান থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার সৃষ্টি।

কোনো একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য অন্য দ্রব্যটির উৎপাদন/ভোগ যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট।

প্রশ্ন-৭. নির্বাচন কেন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ২৩; কু. বো. ১৯]*

উত্তর: অসীম অভাবের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি সর্বপ্রথম পূরণ করতে হবে তা নির্ধারণ হয় বলে নির্বাচনকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার ভিত্তিমূল বলা হয়।

অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, সেহেতু এ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও অপচয় রোধ করা দরকার। এ কাজ করতে গিয়ে অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা হলো নির্বাচন সমস্যা। নির্বাচন সমস্যা বলতে বোঝায়, সম্পদের এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তার দ্বারা সমাজের বেশিরভাগ লোকের অধিকাংশ অভাব পূরণ করা। তাই কোন অভাবগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমে পূরণ করতে হবে তা নির্বাচন করতে হয়। আর এ কারণে নির্বাচনকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার ভিত্তিমূল বলা হয়।

প্রশ্ন-৮. 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল'— ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ২২; আলিম ২৩]*

উত্তর: দুষ্প্রাপ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করা যায় তা থেকেই বেশিরভাগ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি।

মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ হলো- কী উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে তা করতে হবে এবং কার জন্য তা করতে হবে। এ সমস্যাসমূহ উদ্ভবের কারণ হলো মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা। সম্পদ যদি অসীম হতো তবে মানুষের জন্য সব কিছুই উৎপাদন করা যেত এবং কোনো সমস্যা থাকত না। তাই বলা যায়, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।

প্রশ্ন-৯. 'ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব' ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ১৬]*

উত্তর: ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় একটি লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য হলো— ভোক্তার সার্বভৌমত্ব।

এ অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তারা মূলত ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে, ভোক্তারা নিজ নিজ সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী তা ভোগ করে। এক্ষেত্রে ভোক্তারা যেকোনো দ্রব্য বা সেবা যেকোনো পরিমাণে এবং যেকোনো সময় অবাধে ভোগ করতে পারে। তাই দ্রব্য ও সেব্য ভোগের ব্যাপারে ভোক্তার অবাধ স্বাধীনতাই হলো ভোক্তার সার্বভৌমত্ব।

প্রশ্ন-১০. 'সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ২৩]*

উত্তর: ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের সম্পদের বেশির ভাগই কিছু পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তাদের মালিকানায় থাকে বলে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয়।

পুঁজিপতিরা দরিদ্র শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কম মজুরিতে তাদের কাজে নিয়োজিত করে এবং মজুরির উদ্বৃত্ত অংশ আত্মসাৎ করে। এ প্রক্রিয়ায় একদিকে পুঁজিপতিরা যেমন অধিক ধনসম্পদের মালিক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে দরিদ্র শ্রমিকরা দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। এর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং শ্রেণিবৈষম্য দেখা দেয়।

প্রশ্ন-১১. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কীভাবে দাম নির্ধারিত হয়? *[কু. বো., ব. বো. ২৫; য. বো. ২৩; ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮; ব. বো. ১৬]*

উত্তর: মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের ন্যায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়।

ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বাজারে চাহিদা ও যোগান এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হলেও দামস্তরের অতিরিক্ত ঊর্ধ্বগতি এখানে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দামও সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

প্রশ্ন-১২. মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থা বলে মনে করা হয় কেন?

উত্তর: মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় বলে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থা বলা যায়।

ধনতন্ত্রের ন্যায় মিশ্র অর্থনীতিতে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু মৌলিক শিল্প কারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারি খাতে পরিচালনা করা হয় যা সমাজতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র এ দুটির মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বেছে নেয়া হয়েছে। এটিই মিশ্র অর্থব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। তাই অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থা বলে মনে করেন।

প্রশ্ন-১৩. 'ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক'— ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., ম. বো., চ. বো. ২৫; ঢা. বো., সি. বো., ব. বো. ২৩; ম. বো., দি. বো. ২২]*

উত্তর: কিছু কিছু অনৈক্য, অমিল ও বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল।

ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একজন ভোক্তার আচরণ বা একক ফার্মের আচরণ, চাহিদা, ভোগ, সঞ্চয়, আয়, ব্যয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একটি দেশের মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, মোট চাহিদা, মোট যোগান, সাধারণ দামস্তর ইত্যাদি। তাই ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পৃথকভাবে একটি অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। কারণ সামষ্টিককে বাদ দিয়ে যেমন ব্যষ্টিক আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি ব্যষ্টিককে বাদ দিয়ে সামষ্টিক আলোচনা নিরর্থক। তাই বলা যায়, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতিকে 'স্বল্পতার বিজ্ঞান' (science of scarcity) হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে?
ক. অ্যাডাম স্মিথ খ. পল এ. স্যামুয়েলসন
গ. অধ্যাপক মার্শাল ঘ. এল. রবিন্স

২. অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে নিচের কোনটি?
ক. সসীম অভাব খ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা
গ. নির্বাচন সমস্যা ঘ. সম্পদের বিকল্প ব্যবহার

৩. অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম 'দুষ্প্রাপ্যতা' ধারণাটির ব্যবহার করেন কে?
ক. পল এ. স্যামুয়েলসন খ. অ্যাডাম স্মিথ
গ. এল. রবিন্স ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

৪. 'অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমাবদ্ধ' বলতে কী বোঝায়?
ক. দুষ্প্রাপ্যতা খ. নির্বাচন
গ. সুযোগ ব্যয় ঘ. সম্পদ বিভাজন

৫. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে কোনো একটি বিন্দুতে কী প্রকাশ করে?
ক. পূর্ণ নিয়োগ খ. অপূর্ণ নিয়োগ
গ. সম্পদের স্বল্পতা ঘ. সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

৬. মানুষ কীভাবে তার প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করে?
ক. নির্বাচনের মাধ্যমে খ. ভোগের মাধ্যমে
গ. চোরাচালানের মাধ্যমে ঘ. সঞ্চয়ের মাধ্যমে

৭. অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন-এর মতে, মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কয়টি?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৮. 'অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান'— কে বলেছেন?
ক. বেনহাম খ. স্যামুয়েলসন
গ. কার্ল মার্কস ঘ. এল. রবিন্স

৯. কোন বিপ্লবের ওপর ভিত্তি করে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে?
ক. ফরাসি খ. রুশ
গ. সিপাহী ঘ. শিল্প

১০. কোন অর্থব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. ইসলামি ঘ. মিশ্র

১১. কোন অর্থব্যবস্থার মুনাফা সর্বোচ্চকরণই অন্যতম লক্ষ্য?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. নির্দেশমূলক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

১২. কোন অর্থব্যবস্থায় নতুন নতুন দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়?
ক. প্রচলিত খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. ধনতান্ত্রিক ঘ. ইসলামি

১৩. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. মিশ্র
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. ইসলামি

১৪. ধনতন্ত্রে 'Invisible Hand' দ্বারা কী বোঝানো হয়?
ক. সরকারি পরিকল্পনা খ. দামব্যবস্থা
গ. জনগণ ঘ. সামাজিক কল্যাণ

১৫. 'ক' একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক দেশ। দেশটিতে সম্পদের মালিক কে?
ক. জনগণ খ. আমলারা
গ. মন্ত্রীরা ঘ. সরকার

১৬. কোন অর্থব্যবস্থায় জমি, কারখানা, খনি ও অন্যান্য সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

১৭. 'ক' দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সহাবস্থান করে। দেশটিতে কোন অর্থব্যবস্থা চালু আছে?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

১৮. অনেকে কোন অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করে?
ক. মিশ্র খ. ধনতান্ত্রিক
গ. ইসলামি ঘ. সমাজতান্ত্রিক

১৯. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের শেষ কর্মপর্যায় কোনটি?
ক. ভোগ খ. উৎপাদন
গ. বিনিময় ঘ. বণ্টন

২০. জীবনধারণের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলা হয় কোন অর্থব্যবস্থাকে?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. ইসলামি
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. মিশ্র

২১. অমুসলিম নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে কোন অর্থব্যবস্থায়?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

২২. 'বাইতুল মাল' অর্থ কী?
ক. বেসরকারি তহবিল গঠন খ. সরকারি তহবিল গঠন
গ. গরিবদের তহবিল গঠন ঘ. ব্যক্তিগত তহবিল

২৩. অর্থনৈতিক ঘটনাকে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করাকে কী বলে?
ক. সামষ্টিক অর্থনীতি খ. পুঁজিবাদী অর্থনীতি
গ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ঘ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

২৪. পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা কয়টি?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৫. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা—
i. কী উৎপাদন করতে হবে
ii. কীভাবে উৎপাদন করতে হবে
iii. কার জন্য উৎপাদন করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৬. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রথম ও শেষ কর্মপর্যায় হলো—
i. দ্রব্য উৎপাদন
ii. দ্রব্য বণ্টন
iii. দ্রব্য ভোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৭. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অদৃশ্য শক্তি হলো—
i. শ্রমিক শ্রেণি ii. ক্রেতা ও বিক্রেতা
iii. চাহিদা ও যোগান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. নির্দেশমূলক অর্থনীতির আওতাভুক্ত—
i. রাষ্ট্রীয় মালিকানা
ii. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা
iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. মিশ্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে মিল হলো—
i. অবাধ প্রতিযোগিতা বিরাজ করে
ii. মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালিত
iii. সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. ইসলামি অর্থনীতির ক্ষেত্রে শরিয়তের ভিত্তি হলো—
i. পবিত্র কুরআনের নির্দেশ
ii. রাসুল (স) এর হাদিস
iii. খলিফাদের আদেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য হলো—
i. সর্বাধিক মুনাফা অর্জন
ii. হালাল পথে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন
iii. ন্যায়বিচারভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩২. ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব হলো—
i. জাতীয় আয় তত্ত্ব ii. চাহিদা তত্ত্ব
iii. মজুরি তত্ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. অধ্যাপক র‍্যাগনার ফ্রিশ অর্থনীতিকে ভাগ করেন—
i. ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে
ii. আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে
iii. সামষ্টিক অর্থনীতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

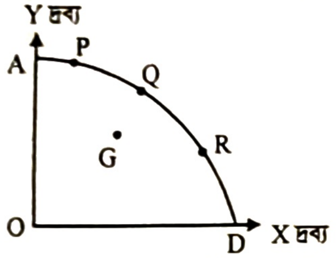

৩৪. 'X' দ্রব্যের তুলনায় 'Y' দ্রব্য বেশি প্রয়োজন হলে, কোন বিন্দুতে উৎপাদনকারী উৎপাদন করবে?
ক. P খ. Q
গ. R ঘ. G

৩৫. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত G বিন্দুটি নির্দেশ করে—
i. পূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্ব
ii. সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার ও অপচয়
iii. অপূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাইমাকে তার বাবা ৪০০ টাকা দিয়েছিল বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু রাইমা সেই টাকা দিয়ে তার স্কুলের জন্য খাতা ও কলম কিনল।

৩৬. বেড়াতে যাওয়ার বদলে রাইমার খাতা ও কলম কেনাকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?
ক. ব্যক্তিগত ব্যয় খ. সুযোগ ব্যয়
গ. মোট ব্যয় ঘ. প্রান্তিক ব্যয়

৩৭. অর্থনীতির এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো দ্রব্য নির্বাচনে আমাদের উচিত হবে—
i. সীমিত সম্পদের অপচয় না করা
ii. অধিক সম্পদ ব্যবহার করা
iii. সমাজের সর্বোচ্চ উপকার সাধন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জিহাদ সাহেব প্রচুর অর্থের মালিক। তিনি তার অর্থ অবাধ ভোগ দখল করেন।

৩৮. জিহাদ সাহেব কোন অর্থব্যবস্থার দেশে বাস করেন?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

৩৯. উক্ত অর্থব্যবস্থায় যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—
i. উদ্যোগের স্বাধীনতা
ii. মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন
iii. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪০ ও ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দিলিপ কুমার স্যার বলেছেন, এমন একটি অর্থব্যবস্থা আছে যেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়, আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণও বিদ্যমান।

৪০. দিলিপ স্যার কোন অর্থব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. মিশ্র
গ. ইসলামিক ঘ. সমাজতান্ত্রিক

৪১. দিলিপ স্যার যে অর্থব্যবস্থার কথা বলেছেন তার মধ্যে দেখা যায়—
i. ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা
ii. উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের পূর্ণ স্বাধীনতা
iii. মুদ্রাস্ফীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪২. অর্থনীতি হলো 'সম্পদের বিজ্ঞান' কে বলেছেন? *[ম. বো., কু. বো. ২২; ব. বো. ১৬]*
ক. আলফ্রেড মার্শাল খ. অ্যাডাম স্মিথ
গ. এল. রবিন্স ঘ. কার্ল মার্কস

৪৩. আধুনিক অর্থনীতির জনক কাকে বলা হয়? *[রা. বো. ২২]*
ক. পল স্যামুয়েলসন খ. অ্যাডাম স্মিথ
গ. অধ্যাপক মার্শাল ঘ. ডেভিট রিকার্ডো

৪৪. মৌলিক অর্থনীতিতে সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণে কে প্রথম অবদান রাখেন? *[কু. বো. ১৯]*
ক. স্যামুয়েলসন খ. কেইনস
গ. মার্শাল ঘ. অ্যাডাম স্মিথ

৪৫. মানবজীবনে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতাকে কী বলে? *[ম. বো. ২৩; ব. বো. ১৬]*
ক. সম্পদের ঘাটতি খ. সীমাহীন চাহিদা
গ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ঘ. সীমাহীন অভাব

৪৬. অর্থনৈতিক সমস্যার প্রধান কারণ কোনটি? [দি. বো. ২৫; য. বো. ২২; সি. বো. ১৬]
ক. সসীম অভাব খ. সীমিত উৎপাদন
গ. সঠিক নির্বাচন ঘ. সীমিত সম্পদ

৪৭. মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য কোনটি? [ঢা. বো. ২৫; সি. বো. ২৫]
ক. সম্পদ নির্বাচন খ. অভাব বাছাই
গ. সম্পদ আহরণ ঘ. অভাব পূরণ

৪৮. অর্থনীতির জনক কে? [চ. বো. ২৫]
ক. অ্যাডাম স্মিথ খ. আলফ্রেড মার্শাল
গ. এল. রবিনস ঘ. জে. এম. কেইনস

৪৯. অসংখ্য অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতাকে অর্থনীতিতে কী বলে? [ব. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; দি. বো. ১৭]
ক. দুষ্প্রাপ্যতা খ. অসীম অভাব
গ. নির্বাচন ঘ. বিকল্প ব্যবহার

৫০. অর্থনীতির 'যমজ সমস্যাদ্বয়' কী? [দি. বো. ২৩; ব. বো. ২২]
ক. দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
খ. দক্ষতা ও নির্বাচন
গ. দুষ্প্রাপ্যতা ও সীমাবদ্ধতা
ঘ. অসীমতা ও নির্বাচন

৫১. অর্থনীতিকে দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান বলেছেন কে? [দি. বো. ২২]
ক. অ্যাডাম স্মিথ খ. অধ্যাপক মার্শাল
গ. অর্থনীতিবিদ পিগু ঘ. এল. রবিন্স

৫২. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার যেকোনো বিন্দু কী নির্দেশ করে? [য. বো. ২৩; কু. বো. ১৭]
ক. স্বল্প উৎপাদন খ. বেকারত্ব
গ. পূর্ণ নিয়োগ ঘ. অপূর্ণ নিয়োগ

৫৩. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায় কয়টি? [ঢা. বো. ২৩]
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ঢা. বো. ২৫]
ক. সুষম উন্নয়ন খ. ভোক্তার সার্বভৌমত্ব
গ. অবাধ প্রতিযোগিতা ঘ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

৫৫. অর্থনীতিতে 'অদৃশ্য হাত' ধারণাটির প্রবর্তক কে? [ম. বো. ২৫]
ক. রবিন্স খ. অ্যাডাম স্মিথ
গ. স্যামুয়েলসন ঘ. মার্শাল

৫৬. ধনতন্ত্রে অদৃশ্য শক্তিকে কী বলে? [কু. বো. ২৫; য. বো. ১৯]
ক. সরকারি পরিকল্পনা খ. দামব্যবস্থা
গ. জনশক্তি ঘ. সামাজিক কল্যাণ

৫৭. ব্যক্তিগত উদ্যোগের সর্বাধিক স্বাধীনতা কোন অর্থব্যবস্থায় রয়েছে? [ম. বো., দি. বো. ২৫; রা. বো. ১৯]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. নির্দেশমূলক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

৫৮. বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? [রা. বো. ২৫; ঢা. বো. ২৩; ২২; কু. বো. ২৩; আলিম ২৩]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. নির্দেশমূলক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

৫৯. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য? [সি. বো. ২৫; সকল বোর্ড ১৮; ঢা. বো. ১৬]
ক. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি খ. পুঁজিবাদী অর্থনীতি
গ. ইসলামি অর্থনীতি ঘ. মিশ্র অর্থনীতি

৬০. সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক কোনটি? [রা. বো. ২৫; চ. বো. ২৩]
ক. দাম খ. দামস্তর
গ. চাহিদা ঘ. যোগান

৬১. 'শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত' কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য? [ব. বো. ১৯]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

৬২. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য? [ব. বো. ২২; কু. বো. ১৭]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. নির্দেশমূলক
গ. ইসলামি ঘ. মিশ্র

৬৩. অবাধ প্রতিযোগিতা কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য? [চ. বো. ২৩]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. নির্দেশমূলক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

৬৪. কোন অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়? [আলিম ২৫]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. নির্দেশমূলক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

৬৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থার জ্ঞানের মূল উৎস কয়টি? [চ. বো. ২৫; য. বো. ২২; কু. বো. ১৯]
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৬৬. মুদ্রাস্ফীতি নেই কোন অর্থব্যবস্থায়? [য. বো. ২৫]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. ইসলামি ঘ. মিশ্র

৬৭. সামষ্টিক শব্দটি ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Macro' এসেছে কোন শব্দ থেকে? [ব. বো. ১৯]
ক. Makros খ. Macros
গ. Makro ঘ. Macross

৬৮. 'The General Theory of Employment, Interest and Money' বইটির লেখক কে? [রা. বো. ১৯]
ক. অ্যাডাম স্মিথ খ. জে. এম. কেইন্স
গ. এল. রবিন্স ঘ. কার্ল মার্ক্স

৬৯. অর্থনৈতিক ঘটনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিশ্লেষণ করাকে কী বলে? [চ. বো. ১৯]
ক. সামষ্টিক অর্থনীতি খ. পুঁজিবাদী অর্থনীতি
গ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ঘ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

৭০. ব্যষ্টিক শব্দটির ইংরেজি 'Micro' শব্দটি এসেছে কোন শব্দ থেকে? [সকল বোর্ড ২০১৮; চ. বো. ১৭]
ক. Micros খ. Mikro
গ. Mickro ঘ. Mikros

৭১. কোনটিতে একটি দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়? [ব. বো. ১৭]
ক. উন্নয়ন অর্থনীতি খ. আন্তর্জাতিক অর্থনীতি
গ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ঘ. সামষ্টিক অর্থনীতি

৭২. যাকাত কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য? [ব. বো. ২৫; আলিম ২২]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. ইসলামি ঘ. মিশ্র

৭৩. অর্থনীতির কোন শাখায় একজন ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ হয়? [চ. বো. ২৫]
ক. সামষ্টিক অর্থনীতি খ. শিল্প অর্থনীতি
গ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ঘ. উন্নয়ন অর্থনীতি

৭৪. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা যে অর্থব্যবস্থায় কার্যকর হয়— [রা. বো. ২৫; দি. বো. ২৩; রা. বো. ২৩, ২২]
i. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
ii. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা
iii. মিশ্র অর্থব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৫. অর্থনীতির প্রধান সমস্যা হলো— [সি. বো. ২৫]
i. অসীম অভাব
ii. নির্বাচন
iii. দুষ্প্রাপ্য সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৬. ব্যষ্টিক অর্থনীতির মাধ্যমে— [ঢা. বো. ২৫]
i. সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়
ii. আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা হয়
iii. অর্থনৈতিক সমস্যা পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৭. সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো— [ম. বো., দি. বো. ২৫; ম. বো. ২৩; য. বো. ১৯]
i. জাতীয় আয় ii. সুদের হার
iii. ফার্মের মুনাফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৮. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায়— [ব. বো. ২৫; সি. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২]
i. উপকরণের ব্যক্তি মালিকানা নেই
ii. জনগণ ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন
iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিম সাহেব 'X' দেশের নাগরিক। তাঁর দেশে ভোগ, বিনিয়োগসহ অর্থনীতির সব কর্মকাণ্ড ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হয়। তিনি একবার 'Y' দেশে বেড়াতে এসে দেখলেন সেখানে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারি নির্দেশে পরিচালিত হয়। [সি. বো. ২৫]

৭৯. 'X' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?
ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
গ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা ঘ. ইসলামি অর্থব্যবস্থা

৮০. 'X' এবং 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে—
i. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রিত দামব্যবস্থা
ii. শ্রেণি বৈষম্য এবং শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা
iii. জনকল্যানমূলক অর্থব্যবস্থা এবং সর্বোচ্চ মুনাফাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

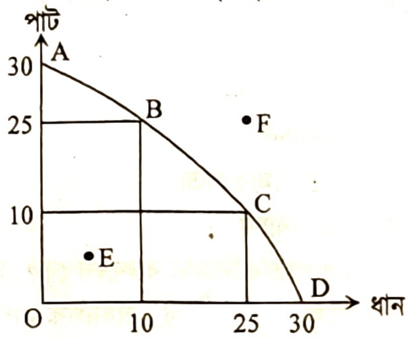

[কু. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২]

৮১. ধানের উৎপাদন শূন্য হলে, পাটের উৎপাদন কত হবে?
ক. 0 খ. 10
গ. 25 ঘ. 30

৮২. উদ্দীপকে সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশক বিন্দু কোনটি?
ক. E খ. F
গ. D ঘ. A

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'A' দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি ও ব্যক্তি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত। [ঢা. বো. ২৫]

৮৩. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক. মিশ্র খ. পুঁজিবাদী
গ. ইসলামি ঘ. নির্দেশমূলক

৮৪. 'A' দেশে—
i. জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়
ii. চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়
iii. জরুরি প্রয়োজনে সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জেরেট এমন একটি দেশের নাগরিক যেখানে জীবনযাত্রার মান উন্নত। উৎপাদনকারী ও ভোক্তার অবাধ স্বাধীনতা বিদ্যমান। সম্প্রতি জেরেট একটি দেশ ভ্রমণ করল, যেখানে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা খুবই ভাল এবং শ্রেণি-শোষণ নেই। [রা. বো. ১৭]

৮৫. জেরেটের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?
ক. পুঁজিবাদী খ. নির্দেশমূলক
গ. ইসলামি ঘ. মিশ্র

৮৬. ভ্রমণকৃত দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো—
i. সুষম উন্নয়ন ii. অবাধ প্রতিযোগিতা
iii. ব্যক্তিগত মুনাফা অনুপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নেহাল এমন এক দেশের নাগরিক যেখানে উৎপাদন, ভোগ ও সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, তার এক বিদেশি বন্ধু সাগরেভের দেশে বণ্টন, বিনিময় ও পরিকল্পনা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। *[কু. বো. ২২]*

৮৭. উদ্দীপক অনুসারে নেহালের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. নির্দেশমূলক ঘ. মিশ্র

৮৮. সাগরেভের দেশের ক্ষেত্রে—
i. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা কার্যকর
ii. উৎপাদক ও ভোক্তার স্বাধীনতা নেই
iii. শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রফিক সাহেব যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত। তিনি জানান যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সবাই অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। *[দি. বো. ২২]*

৮৯. উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে?
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামি

৯০. এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়—
i. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ii. বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে
iii. স্বয়ংক্রিয়ভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাকিব এমন এক দেশের নাগরিক যেখানে কোনো ক্ষেত্রেই সরকারি হস্তক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, তার এক বিদেশি বন্ধু মি. জন এর দেশে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। *[দি. বো. ২৫]*

৯১. উদ্দীপকে রাকিবের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক. সমাজতান্ত্রিক খ. ধনতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. নির্দেশমূলক

৯২. মি. জন এর দেশের ক্ষেত্রে—
i. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কার্যকর
ii. উৎপাদক ও ভোক্তার স্বাধীনতা নেই
iii. শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষিত।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ঘ	২	খ	৩	গ	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	ক	১১	ক	১২	গ
১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ
২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ক	৩১	গ	৩২	গ	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	খ
৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	খ	৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	ক
৪৯	ক	৫০	ক	৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	খ
৬১	খ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	ঘ	৭১	ঘ	৭২	গ
৭৩	গ	৭৪	গ	৭৫	ঘ	৭৬	গ	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	ক	৮০	ক	৮১	ঘ	৮২	ক	৮৩	ক	৮৪	গ
৮৫	ক	৮৬	খ	৮৭	ক	৮৮	ঘ	৮৯	ক	৯০	গ	৯১	খ	৯২	গ								

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অভাবের 'নির্বাচন' সমস্যাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
২. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব ধারণা দুটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?
৩. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কর্মপর্যায়গুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৪. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে?
৫. মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো কী? ব্যাখ্যা করো।
৬. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বণ্টন ব্যবস্থার ভূমিকা বর্ণনা করো।
৭. বাংলাদেশের অর্থনীতি কি মিশ্র ধরনের? ব্যাখ্যা করো।
৮. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি নিম্নরূপ:

X দ্রব্য	Y দ্রব্য
০	৬০
১০	৫৫
২০	৪০
৩০	৩০
৪০	১৫
৫০	০

[ঢা. বো. ২০২৫]

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১
খ. অর্থনীতিতে নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 20 একক 'X' দ্রব্যের সাথে 30 একক 'Y' দ্রব্যের উৎপাদনের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২. কিবরিয়া সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি সম্প্রতি ইউরোপের একটি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লক্ষ করেন উক্ত দেশের জীবনযাপন পদ্ধতি তার নিজ দেশ থেকে আলাদা। ভ্রমণকৃত দেশের সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র এবং বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা নেই। অথচ তার দেশে সম্পদের মালিকানা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান। [ঢা. বো. ২০২২]

ক. অভাব কী? ১
খ. 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল ভিত্তি'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কিবরিয়া সাহেবের ভ্রমণকৃত দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো কিবরিয়া সাহেবের নিজ দেশের অর্থব্যবস্থার চেয়ে ভ্রমণকৃত দেশের অর্থব্যবস্থা অধিকতর শ্রেয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩. সোহেলের বাবা একজন গরিব কৃষক। তিনি সরকার থেকে বয়স্ক ভাতা পেলেও পাঁচজনের সংসারে তা পর্যাপ্ত নয়। সোহেলের দুই বোন স্কুলে পড়ে। সেখানে বিনামূল্যে পাঠ্যবই পায়। সোহেল সরকারি কলেজে পড়ে। অপরদিকে তার বন্ধু বেসরকারি কলেজে পড়ে। সোহেলের কলেজ ড্রেস ও ব্যাগ প্রয়োজন। বাবাকে নিয়ে অনেকগুলো দোকান ঘুরে দেখল। তার বাবার যা সামর্থ্য তাতে একসঙ্গে দুটি জিনিস কিনে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই দুটির মধ্যে কোন জিনিসটি কিনবে তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। [রা. বো. ২০২২]

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১
খ. নির্দেশমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা থাকে না কেন? ২
গ. সোহেলের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সোহেলের দ্রব্য ক্রয়ে দ্বিধাগ্রস্থতা কোন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যাকে নির্দেশ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. X দেশের নাগরিক হায়াৎ সাহেব একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তার ভাই পূর্বে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলেও বর্তমানে নিজে ব্যবসা শুরু করেছেন। অন্যদিকে, Y দেশের নাগরিক জন সাহেব নিজ উদ্যোগে ব্যবসা করতে চাইলেও তার দেশে ব্যক্তি মালিকানায় কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নেই। এখানে সব কিছুই সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। [য. বো. ২০২৫]

ক. অভাব কী? ১
খ. নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? ২
গ. X দেশটি কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার দেশ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বৈশিষ্ট্যগতভাবে X ও Y দেশের অর্থব্যবস্থা এক নয়।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.

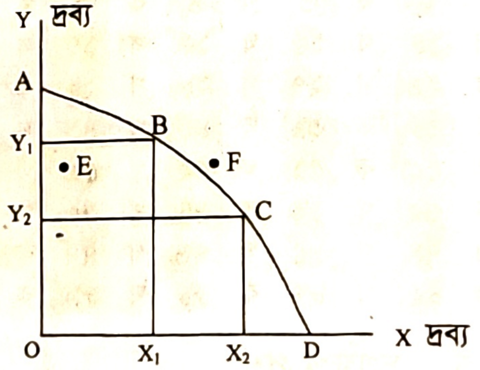

[য. বো. ২০২৩]

ক. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কী? ১
খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়? লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো একজন উৎপাদনকারীর পক্ষে E, F এবং C বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৬. সালমান সাহেব 'X' নামক এমন একটি দেশের প্রবাসী যে দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু তার নিজ দেশে শুধু সরকার নয়, বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। *[দি.বো. ২০২২]*

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কাকে বলে? ১
খ. অভাব পূরণের ক্ষেত্রে 'নির্বাচন' একটি বড় সমস্যা—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থা কি এক? ভিন্ন হলে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. টুটুল কর্মকার 'ক' দেশে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি নিজ দেশে বেড়াতে এসে বন্ধুকে তার প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা শোনান। তিনি বলেন, সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় বেশি। সেখানে সকল উৎপাদন কার্যক্রম ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়ে থাকে এবং যেকোনো দ্রব্য ভোগে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে।

ক. কর্জে হাসানা কী? ১
খ. সীমিত সম্পদ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. আদিব সাহেব 'A' দেশে গিয়ে দেখলেন যে, দেশটিতে বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান। কিন্তু তার নিজের দেশে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। *[ঢা. বো. ২০২৫]*

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আদিব সাহেবের দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা কি একই? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. পুষ্পিতা একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 'X' দেশে গমন করল। সে দেশে নাগরিকদের জীবন খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। সেখানে সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। যেখানে তার নিজের দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগেরও সুযোগ আছে। *[রা. বো. ২০২৩]*

ক. সম্পদ কী? ১
খ. "সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পুষ্পিতার দেশের সাথে 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনা করো। ৪

১০. নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

সংমিশ্রণ বিন্দু	ধান (টন)	গম (টন)
a	০	২০
b	৫	১৮
c	১০	১৪
d	১৫	৮
e	২০	০

[ম. বো. ২০২২]

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর প্রতিযোগী নয় বরং পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. ধান উৎপাদন ২০ টন অবস্থায় গম উৎপাদন ২০ টন সম্ভব নয় কেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. সাঈদ এমন একটি দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন- যে দেশের সরকার সকল সম্পদের মালিক এবং জনগণের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে, সাঈদের দেশে উৎপাদক ও ভোক্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণস্বাধীনতা ভোগ করে। সরকার অর্থনীতির কোনো খাতে হস্তক্ষেপ করে না। *[রা. বো. ২০২৫]*

ক. দাম প্রক্রিয়া কী? ১
খ. সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন? ২
গ. সাঈদের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সাঈদ যে দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছেন, সে দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার তুলনা করো। ৪

১২. রহমান ও রাজ্জাক অবস্থাসম্পন্ন কৃষক পরিবারের দুই ভাই। লেখাপড়া করার জন্য রহমান 'A' দেশে ও রাজ্জাক 'B' দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। 'A' দেশে উৎপাদন উপকরণের মালিকানা সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন, বণ্টন, বিনিয়োগ সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে, 'B' দেশে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান। *[দি. বো. ২০২৫]*

ক. মিশ্র অর্থনীতি কী? ১

খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমানের 'A' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? তোমার উত্তর যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩. নিচের সূচিতে একটি দেশের গম ও আলু উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেওয়া হলো:

সংমিশ্রণ	গমের উৎপাদন (মণ)	আলুর উৎপাদন (মণ)
A	১০০	০
B	৭৫	৬৫
C	৫০	৮৫
D	০	১০০

[কু. বো. ২০২৫]

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কাকে বলে? ১

খ. 'সীমাহীন অভাব ও সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই মানুষকে নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশে ৭৫ মণ গমের সাথে ৮৫ মণ আলু এবং ৫০ মণ গমের সাথে ৫০ মণ আলু উৎপাদন করা যাবে কী? তোমার উত্তরের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪.

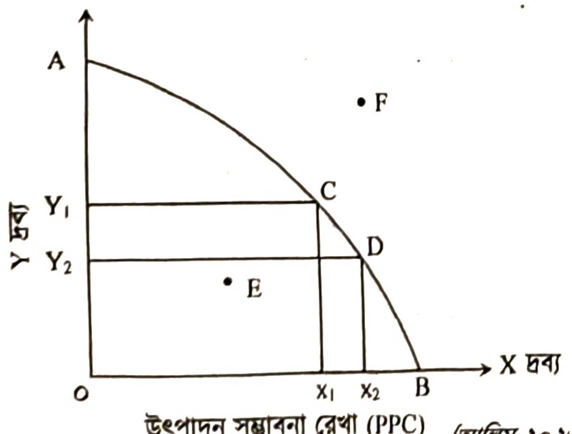

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) *[আলিম ২০২৩]*

ক. সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১

খ. ব্যক্তির চাহিদা ও আয় কোন অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কথা আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের E ও F বিন্দুতে উৎপাদনের সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. জনাব হাসান 'X' দেশে বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, সেখানে সব কিছুই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ন্ত্রণও আছে। অথচ ইসলামি অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং এই অর্থব্যবস্থায় মানব কল্যাণে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। *[কু. বো. ২০২৫]*

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১

খ. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় কীভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৬. ভ্রমণ পিপাসু এক ব্যক্তি এমন একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দেন, যে দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিময় সবকিছু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু তার নিজ দেশে শুধু সরকার নয়, বেসরকারি উদ্যোগেও বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। *[কু. বো. ২০২৩]*

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১

খ. শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ব্যক্তির নিজ দেশের অর্থব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭.

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
০	৮০
২০	৭০
৭০	২০
৮০	০

[চ. বো. ২০২২; আলিম ২০২৩]

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১
খ. নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. ২০ একক 'X' দ্রব্যের সাথে ৫০ একক 'Y' দ্রব্য উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. একটি দেশে অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতা যেমন বিদ্যমান, তেমনি মুনাফা সর্বোচ্চকরণই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য। *[চ. বো. ২০২৩]*
ক. সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. কোন অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা অনুপস্থিত? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থব্যবস্থার সাথে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরো। ৪

১৯.

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
০	১১০
৪০	৯০
৮০	৬০
১১০	০

[সি. বো. ২০২২]
ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১
খ. "সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচিটি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. (X = ৮০ একক, Y = ৫০ একক) এবং (X = ১১০ একক, Y = ৩০ একক) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০. লামিয়া এবং ফারিয়া দুটি ভিন্ন দেশে বাস করেন। লামিয়ার দেশে কেন্দ্রীয়ভাবেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিন্তু ফারিয়ার দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও লক্ষ করা যায়। *[য. বো. ২০২৩]*
ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে সব অভাব এক সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে লামিয়ার দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ফারিয়ার দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কোনো অমিল থাকলে তা আলোচনা করো। ৪

২১.
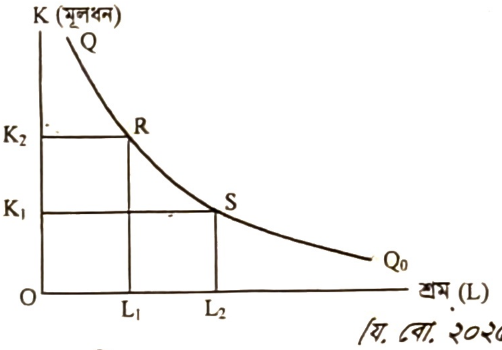

[য. বো. ২০২৫]
ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে R ও S বিন্দুর মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের জন্য যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. জনাব নাসির 'A' দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে কর্মরত। তিনি লক্ষ করলেন 'A' দেশে সব সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে। সে দেশের নাগরিকগণ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করেন এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি পান। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। অথচ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান। *[চ. বো. ২০২৫]*
ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. 'সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করে'-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'A' দেশে বাংলাদেশের অনুরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করতে হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

২৩. একজন কৃষিবিদ এক বিঘা জমিতে গম ও আলুর সম্ভাব্য ফলনের তথ্য একটি রেখার সাহায্যে তুলে ধরলেন। রেখাটি নিম্নরূপ: *[য. বো. ২০২২]*

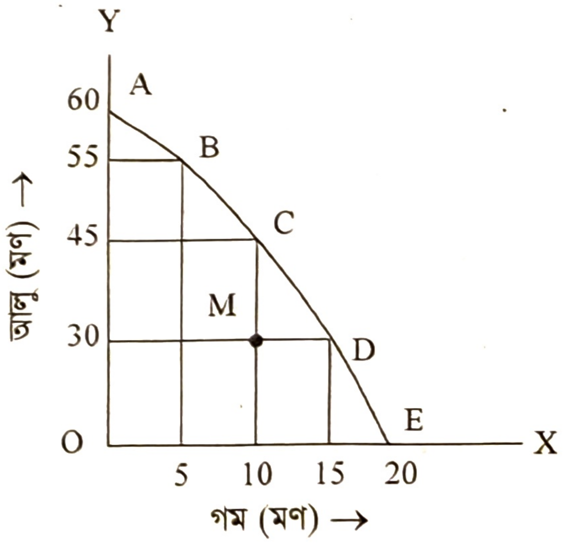

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যা কেন দেখা দেয়? ২
গ. কৃষিবিদ উদ্দীপকের রেখাচিত্রটির সাহায্যে যা দেখিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কোনো কৃষক যদি M বিন্দুতে উৎপাদন করে তবে কি তকে দক্ষ কৃষক বলা যায়? কেন? বুঝিয়ে বলো। ৪

২৪. সুজন সাহেব 'Y' দেশে বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন সে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবাসহ সবকিছু সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কিন্তু সুজনের দেশে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাও আছে। *[ব. বো. ২০২২]*
ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী? ১
খ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? ২
গ. 'Y' দেশের অর্থ্যব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনা করো। ৪

২৫. A এবং B দুটি দেশ। A দেশে অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর সরকারি মালিকানা বিরাজ করে এবং উৎপাদন বণ্টনসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। অন্যদিকে, B দেশে সুদ মুক্তভাবে অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য ধনীদের সম্পদের ওপর গরিবের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। *[ঢা. বো. ২০২৩]*
ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. "ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. A দেশের অর্থব্যবস্থা কোন অর্থব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ? তার বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দেশ দুটির অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২৬. 'ক' দেশের নাগরিক মি. জন নিজ উদ্যোগে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতসহ সব খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি অন্য একটি দেশ 'খ' তে গিয়ে সে দেশের অর্থনীতির উল্টো চিত্র অবলোকন করলেন। 'খ' দেশে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। *[সি. বো. ২৫]*
ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের কারণ কী? ২
গ. 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্যসমূহ আলোচনা করো। ৪

২৭. আব্দুল হাই 'ক' নামক দেশের নাগরিক। তার দেশে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়। তিনি ব্যবসায়ের সুবাদে 'খ' নামক একটি দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, 'খ' দেশটিতে নিজের উদ্যোগে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্য মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত দামে বিক্রয় হয়। *[আলিম ২০২৩]*
ক. সামষ্টিক অর্থনীতি বলতে কী বোঝো? ১
খ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮.

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
৫০	০০
৪০	২০
২০	৪০
০০	৫০

[চ. বো. ২০২৫]
ক. নির্বাচন কী? ১
খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. X দ্রব্যের উৎপাদন ৪০ একক অবস্থায় Y দ্রব্য ৪০ একক উৎপাদন সম্ভব কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২

ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

Behaviour of Consumers and Producers

লিওনেল চার্লস রবিন্স (১৮৯৮-১৯৮৪)

প্রধান প্রধান শব্দ

- উপযোগ
- মোট উপযোগ
- প্রান্তিক উপযোগ
- সংখ্যাবাচক
- চাহিদা
- সহগ
- অপেক্ষক
- ধ্রুবক
- চলক
- পরামিতি
- ঢাল
- রেখার ঢাল
- গিফেন দ্রব্য
- পরিবর্তক দ্রব্য
- পরিপূরক দ্রব্য
- স্থিতিস্থাপকতা
- যোগান
- ভারসাম্য
- মজুদ

মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে, আনন্দের জন্য নয়– এ যুক্তি কি সঠিক? বেঁচে থাকারও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ অনুভব করার জন্য দ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়। অর্থনীতিবিদরা এই আনন্দ বা তৃপ্তিকে 'উপযোগ' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। মানুষ ভোক্তা ও উৎপাদক এ দুই ভাগে বিভক্ত এবং তারা অর্থনীতিতে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। ভোক্তার দ্রব্য ও সেবার অভাববোধ থেকে চাহিদার সৃষ্টি হয়। ফলে ভোক্তা দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে উপযোগ ধ্বংস বা নিঃশেষ করে। উৎপাদক বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে তাতে নতুন উপযোগ সংযোজন করে। এরপর বাজারে যোগান দিয়ে ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করে। এভাবে ভোক্তার চাহিদা ও উৎপাদকের যোগানের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। বাজারে ভোক্তা ও উৎপাদক আন্তঃনির্ভরশীল।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- উপযোগের ধারণা
- মোট ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক
- কাল্পনিক সূচি/বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির লেখচিত্র অঙ্কন
- চাহিদার ধারণা
- চাহিদা বিধিকে চাহিদা সূচি এবং রেখাচিত্রে রূপ দেওয়া
- চাহিদার নির্ধারকসমূহ
- অপেক্ষকের ধারণা
- স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলক ব্যবহার করে চাহিদা অপেক্ষক গঠন
- চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য
- চাহিদা অপেক্ষককে চাহিদা সমীকরণে প্রকাশ
- সরল রেখার ঢাল নির্ণয়
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা
- চাহিদার দাম, আয় ও আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ
- যোগানের ধারণা
- যোগান বিধিকে সূচি ও রেখাচিত্রে রূপ দেওয়া
- যোগানের নির্ধারকসমূহ
- যোগান অপেক্ষক গঠন করে তা যোগান সমীকরণে রূপ দেওয়া
- যোগান স্থিতিস্থাপকতার ধারণা
- সূচি, রেখাচিত্র এবং গাণিতিকভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১-২	উপযোগ; উপযোগের পরিমাপ; উপযোগের ধারণা; প্রাথমিক উপযোগ; মোট উপযোগ; প্রান্তিক উপযোগ; মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক
পাঠ ৩	ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ও এর সীমাবদ্ধতা
পাঠ ৪	চাহিদা; চাহিদা বিধি এবং চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম
পাঠ ৫	চাহিদা সূচি; চাহিদা রেখা; চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ; চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে তুলনা
পাঠ ৬	ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা; ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন; চাহিদার নির্ধারক; চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ; চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি/চাহিদা রেখার স্থানান্তর
পাঠ ৭	অপেক্ষক, চলক এবং ধ্রুবক
পাঠ ৮	চাহিদা অপেক্ষক ও তথ্যসূচি থেকে লেখচিত্র অঙ্কন
পাঠ ৯	অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ; রেখার ঢাল
পাঠ ১০-১১	সরলরেখার ঢাল নির্ণয়; বাম থেকে ডানে নিম্নগামী সরলরেখার ঢাল; চাহিদা সমীকরণ গঠন; ঢালের প্রকারভেদ; বক্ররেখার ঢাল নির্ণয়; চাহিদা সমীকরণ গঠন; পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্য
পাঠ ১২	স্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
পাঠ ১৩-১৪	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
পাঠ ১৫	স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
পাঠ ১৬-১৭	দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি; চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ এবং কতিপয় দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ
পাঠ ১৮	যোগানের সংজ্ঞা; যোগান বিধি এবং যোগান সূচি
পাঠ ১৯	যোগান রেখা; কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন; যোগানের নির্ধারকসমূহ
পাঠ ২০	যোগান অপেক্ষক; যোগান সমীকরণ; যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
পাঠ ২১	যোগানের স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
পাঠ ২২ ও ২৩	ভারসাম্য; ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
পাঠ ২৪	ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগান পরিবর্তনের প্রভাব

পাঠ ১ ও ২ উপযোগ; উপযোগের পরিমাপ; উপযোগের ধারণা; প্রাথমিক উপযোগ, মোট উপযোগ; প্রান্তিক উপযোগ; মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক

২.১ উপযোগ (Utility)

সাধারণ অর্থে উপযোগ বলতে কোনো জিনিসের উপকারিতাকে বোঝায়। প্রায়োগিক (Applied) অর্থনীতিতে উপযোগ কথাটি বিশেষ অর্থ বহন করে। **কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব মোচনের ক্ষমতাকে অর্থনীতিতে উপযোগ বলা হয়।** দ্রব্য বা সেবার অভাব পূরণ করার ক্ষমতা আছে বলেই তার চাহিদা দেখা দেয়। দ্রব্য বা সেবা যাই হোক না কেন তা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারলেই তার উপযোগ আছে বলে মনে করতে হবে। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, কলম, কাগজ প্রভৃতি দ্রব্য উপযোগবিশিষ্ট। খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে, বস্ত্র লজ্জা নিবারণ করে, কাগজ আমাদের যাবতীয় লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থনীতিতে উপযোগ ধারণার সঙ্গে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব নৈতিকতার প্রশ্নে না গিয়ে অতি সহজভাবে বলতে পারি, **দ্রব্য বা সেবার যে ক্ষমতা মানুষের অভাব মেটাতে সক্ষম, সে ক্ষমতাকেই অর্থনীতিতে উপযোগ বলে।**

- **অধ্যাপক মেয়ার্স** (Professor Mayers) বলেন, "উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের ঐ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।"[১]

উপযোগ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে—

১. উপযোগের সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কোনো দ্রব্য ভালো বা মন্দ যাই হোক তা যদি কোনো মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে তার উপযোগ আছে। যেমন— মাদক দ্রব্য ক্ষতিকর হলেও যেহেতু এটি কোনো না কোনো মানুষের অভাব পূরণ করে সেহেতু এর উপযোগ আছে।
২. ভোক্তার রুচি, অভ্যাস, আয় প্রভৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো দ্রব্যের উপযোগেরও পরিবর্তন ঘটে।
৩. ব্যক্তির মানসিক অবস্থার ওপর দ্রব্যের উপযোগ নির্ভর করে। পর্যায়গত উপযোগ ধারণায় এর সংখ্যাগত পরিমাপ সম্ভব নয়।
৪. ভোক্তার কাছে কোনো দ্রব্যের পরিমাণ বা ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

২.২ উপযোগ পরিমাপ (Measurement of Utility)

একটি দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে দ্রব্যটি নিঃশেষ করা হলে ভোক্তা ঐ দ্রব্য থেকে উপযোগ লাভ করে। এ উপযোগ পরিমাপকে অর্থনীতিবিদরা সাধারণত দুটি দিক থেকে বিবেচনা করেন। যথা—

১. সংখ্যাগত বা পরিমাণবাচক উপযোগ (Cardinal Utility) ২. পর্যায়গত উপযোগ (Ordinal Utility)

১. **সংখ্যাগত উপযোগ (Cardinal Utility):** ওয়ালরাস, জেভন্স প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ পরিমাণগত বা সংখ্যাগত উপযোগের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল পরিমাণগত উপযোগ ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ উপযোগ ধারণায় সংখ্যা বিবেচনা করা হয় এবং তার ভিত্তিতে উপযোগ পরিমাপ করা হয়। সংখ্যাগত উপযোগ পরিমাপের সময় 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি সংখ্যা বিবেচনা করা হয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে, 'সংখ্যাগত উপযোগ পদ্ধতিতে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে পরস্পর যোগ করে মোট উপযোগ পরিমাপ করা হয়'। কোনো ব্যক্তি দ্রব্যের ১ম একক থেকে 12 টাকার সমান, ২য় একক থেকে 11 টাকার সমান, ৩য় একক থেকে 10 টাকার সমান উপযোগ পায়। এখন তিনটি পৃথক একক হতে প্রাপ্ত মোট উপযোগ হলো $(12 + 11 + 10) = 33$ টাকার সমান হয়। এভাবে উপযোগকে যেমনি পরিমাণগত দিক থেকে পরিমাপ করা সম্ভব হয় তেমনি অন্য ব্যক্তির উপযোগের সাথে তুলনা করাও সম্ভব। উপযোগ পরিমাপের একক ইউটিল (Util)।

২. **পর্যায়গত উপযোগ (Ordinal Utility):** অধ্যাপক জে. আর. হিক্স (J. R. Hicks), আর. জি. ডি. অ্যালেন (R.G.D. Allen) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণের মতে, 'উপযোগ হলো একটি মানসিক ধারণা।' তাই ব্যক্তি একটি দ্রব্য ভোগ করে কী পরিমাণ উপযোগ পেল তা সংখ্যা দ্বারা বিবেচনা করা যায় না। হিক্স-অ্যালেনের মতে, 'উপযোগ পর্যায়গতভাবে পরিমাপযোগ্য, সংখ্যাগতভাবে নয়।' পর্যায়গত উপযোগ ভোক্তার পছন্দক্রমকে নির্দেশ করে। পছন্দক্রমের ভিত্তি হলো ১ম, ২য়, ৩য় এবং এ পছন্দক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগের মধ্যে তুলনা করা

[১] "Utility is the quality or capacity of a goods which enables it to satisfy a human wants."– Mayers

সম্ভব হয়। সুতরাং, বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ থেকে পর্যায়গতভাবে (I, II, III) উপযোগ পরিমাপ করা হলে তাকে পর্যায়গত উপযোগ বলে।

পরিমাণগত উপযোগ ও পর্যায়গত উপযোগের মধ্যে পার্থক্য হলো, পরিমাণগত উপযোগ পরস্পর যোগ করা সম্ভব এবং পারস্পরিক তুলনা করা যায়। অন্যদিকে, পর্যায়গত উপযোগকে পরস্পর যোগ করা যায় না, পর্যায়গত উপযোগের মাধ্যমে কেবল ভোক্তার বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি অবস্থানগত পার্থক্য বিবেচনা করা যায়।

২.৩ উপযোগের ধারণা (Concept of Utility)

ভোক্তার আচরণ তত্ত্ব বিশ্লেষণে উপযোগ একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। সামাজিক বিজ্ঞানে উপযোগবাদ হিসেবে উপযোগ তত্ত্বের অবতারণা করেন ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেনথাম (Jeremy Bentham, 1748-1831)। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ মার্শাল (Marshall) তার 'Principles of Economics' গ্রন্থে সর্বপ্রথম উপযোগ ধারণাটি ব্যবহার করেন। মার্শাল উপযোগের ধারণাকে গাণিতিকভাবে তুলনাযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেন। কোনো দ্রব্য ভোগের ওপর ভিত্তি করে উপযোগের ধারণাসমূহ নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—

ক. প্রাথমিক উপযোগ (Initial Utility)
খ. প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)
গ. মোট উপযোগ (Total Utility)

জেনে রাখো
U = Utility
TU = Total Utility
MU = Marginal Utility
Utils = উপযোগের একক

২.৪ প্রাথমিক উপযোগ (Initial Utility)

যখন একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের প্রথম একক ভোগ করে যে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রাথমিক উপযোগ বলে। (Initial utility means the utility derived from the consumption of its first unit.) এ উপযোগ সর্বদাই ধনাত্মক যেমন– একজন ভোক্তা প্রথম একক মিষ্টি বা ফল ভোগ করে যতটুকু উপযোগ লাভ করে সেটাই প্রাথমিক উপযোগ হিসেবে বিবেচিত।

২.৫ মোট উপযোগ (Total Utility)

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিগত রূপকে মোট উপযোগ বলে। (Total utility is the total level of satisfaction of wants and needs obtained from the consumption of goods and services.) উপযোগকে যখন একটি দ্রব্যের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়, তখন সেই দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।

দ্রব্যের একক	প্রাপ্ত উপযোগ (টাকায়)
১	২৫
২	২০
৩	১৫
৪	১০
৫	৫
মোট উপযোগ (TU)	৭৫ ইউটিল

ধরি, একজন ক্রেতা ৫টি আপেল ক্রয় করে। ক্রেতা যখন ১ম আপেল ক্রয় করে তখন তা থেকে ২৫ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে। ক্রেতা যখন ২য় আপেল ক্রয় করে তা থেকে ২০ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে। একইভাবে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১৫, ১০ ও ৫ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে ভোক্তার মোট উপযোগের (TU) পরিমাণ হলো
(২৫ + ২০ + ১৫ + ১০ + ৫) = ৭৫ ইউটিল।

সূত্রাকারে $TU = MU_1 + MU_2 + MU_3 + \ . \ . \ . \ + MU_n$

এখানে, TU = মোট উপযোগ, MU = প্রান্তিক উপযোগ, MU_n = n সংখ্যক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ।

অথবা, $U_x = f_1(x_1) + f_2(x_2) + ... + f_n(x_n)$

$$\therefore \sum_{i=1}^{n} U_i = \sum_{i=1}^{n} f_i(x_i)$$ যেখানে,

U_x = x দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি তথা মোট উপযোগ (TU); f = ফাংশন বা অপেক্ষক, Σ = সমষ্টি। $x_1, x_2 ... x_n$ = x দ্রব্যের বিভিন্ন একক। এবং i = 1, 2, 3, ... n

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়।

২.৬ প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)

একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করলে সর্বশেষ একককটিকে বলা হয় প্রান্তিক একক। এ প্রান্তিক একক থেকে ভোক্তা যে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। অর্থাৎ, বাড়তি বা অতিরিক্ত এক একক ভোগ থেকে যে বাড়তি উপযোগ পাওয়া যায় সেটিকে প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উপযোগ বলা হয়। পূর্বের উদাহরণে ভোক্তা ৫টি আপেল ক্রয় করে ভোগ করে, ৫ম একককে বলা হবে প্রান্তিক একক এবং ৫ম একক থেকে যে উপযোগ ৫ ইউটিল লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। মোট উপযোগের পরিবর্তনের হারকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

প্রান্তিক উপযোগ (MU) $= \frac{\Delta TU}{\Delta Q} = \frac{\text{মোট উপযোগের পরিবর্তন}}{\text{Q দ্রব্যের পরিবর্তন}}$; যেখানে MU = প্রান্তিক উপযোগ, TU = মোট উপযোগ।

প্রতীক চিহ্নে $MU_n = TU_{(n)} - TU_{(n-1)}$। সুতরাং, n এককের মোট উপযোগ থেকে (n-1) এককের মোট উপযোগ বাদ দিলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) পাওয়া যায়।

প্রান্তিক উপযোগের প্রকারভেদ: প্রান্তিক উপযোগ তিন প্রকার যথা—

i. ধনাত্মক প্রান্তিক উপযোগ (Possitive Marginal Utility): যখন কোনো একটি দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়, তখন প্রান্তিক উপযোগ ধনাত্মক হয়।

ii. শূন্য প্রান্তিক উপযোগ (Zero Marginal Utility): যখন কোনো একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ভোগের মাধ্যমে যদি মোট উপযোগের কোনো পরিবর্তন না ঘটে বা স্থির থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

iii. ঋণাত্মক প্রান্তিক উপযোগ (Negative Marginal Utility): যখন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের ভোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উপযোগ বা সন্তুষ্টি লাভের পরও অধিক একক উক্ত দ্রব্যে ক্রমাগত ভোগ কমতে থাকে, তখন প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

জেনে রাখো

অন্তরকলনের সাহায্যেও প্রান্তিক উপযোগ প্রকাশ করা হয়। ধরা যাক, $U = f(x)$ মোট উপযোগ অপেক্ষক। যেখানে U = মোট উপযোগ, x = ভোগ দ্রব্যে এবং f = নির্ভরশীল প্রতীক। মোট উপযোগ অপেক্ষকের প্রথম অন্তরকলন নিলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) পাওয়া যায়। অর্থাৎ $MU = \frac{dU}{dx} = \frac{d}{dx}(fx) = f(x)$ হলো প্রান্তিক উপযোগ।

২.৭ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক

(Difference and Relation between Total Utility and Marginal Utility)

বিষয়	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১. সংজ্ঞা	একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।	শেষ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।
২. ধারণাগত	ভোগ্য দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিই মোট উপযোগ।	ভোগের সাপেক্ষে মোট উপযোগের পরিবর্তনের হার নির্দেশকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।
৩. প্রতীক চিহ্নে প্রকাশ	মোট উপযোগ = TU দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	প্রান্তিক উপযোগ = MU দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৪. সূত্র	$TU = \sum(MU_1 + MU_2 + \ldots + MU_n)$	$MU_n = TU_n - TU_{n-1}$
৫. সূত্র	$\Delta TU = \Delta Q(MU) = \sum MU_n$ $Q = 1, 2, \ldots\ldots, n$	$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$
৬. মান	মোট উপযোগ ঋণাত্মক হয় না।	প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পর ঋণাত্মকও হতে পারে।
৭. ভোগের সাথে সম্পর্ক	পরপর ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়।	ভোগ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

৮. তালিকার সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

দ্রব্যের একক (আপেল)	মোট উপযোগ (TU) (টাকায়) ইউটিল্‌স	প্রান্তিক উপযোগ (MU) (টাকায়) ইউটিল্‌স
১	৪০	৪০ (হ্রাস পায়)
২	৭০	৭০ − ৪০ = ৩০ (হ্রাস পায়)
৩	৯০	৯০ − ৭০ = ২০ (হ্রাস পায়)
৪	সর্বোচ্চ ১০০	১০০ − ৯০ = ১০ (হ্রাস পায়)
৫	সর্বোচ্চ ১০০	১০০ − ১০০ = ০ (হ্রাস পায়)
৬	৯০	৯০ − ১০০ = −১০ (ঋণাত্মক)

তালিকায় দেখা যায় যে, ১ম থেকে ৩য় একক পর্যন্ত দ্রব্যের মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে সেই সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। ৪র্থ ও ৫ম এককের সময় মোট উপযোগ স্থির থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ কমে। মোট উপযোগ পঞ্চম এককের ক্ষেত্রে স্থির এবং যখন মোট উপযোগ সর্বোচ্চ, তখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। ৬ষ্ঠ এককের বেলায় মোট উপযোগ কমলে প্রান্তিক উপযোগ তখন ঋণাত্মক হয়।

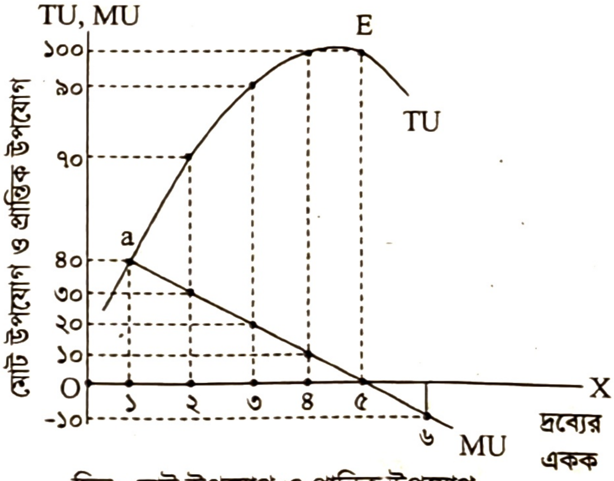

চিত্র: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

৯. প্রান্তিক ও মোট উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক:

ক. মোট উপযোগ (TU) ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) হ্রাস পায়।

খ. TU যখন সর্বাধিক, MU তখন শূন্য হয়।

গ. MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়।

ঘ. MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে।

ঙ. TU ঋণাত্মক হতে পারে না, কিন্তু MU ঋণাত্মক হয়।

চ. মোট উপযোগ চাহিদা নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে না। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ চাহিদা ও দাম নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে।

১০. চিত্রের মাধ্যমে পার্থক্য: উপরের চিত্রে লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগ (MU) নির্দেশিত এবং ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক নির্দেশিত। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যের ৩য় একক পর্যন্ত মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে সেই সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। ৩য় এককের পরে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে সেই সাথে MU রেখা নিম্নগামী হয়। TU যখন ৫ম এককের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হয় তখন MU শূন্য হয় এবং এর পরবর্তী স্তরে TU কমে এবং সেটির সাথে সম্পর্ক রেখে MU ঋণাত্মক হয়। সুতরাং, ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে তার মোট উপযোগ বাড়ে (TU সর্বোচ্চের পূর্বে) কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের কারণ কী? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০২১-২২]*

২. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ কেমন হবে? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮; জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা (মানবিক) ২০১১-১২]*

৩. পর্যায়গত উপযোগ ধারণা ব্যাখ্যা করেন কোন অর্থনীতিবিদ? *[দি. বো. ২০১৯]*

৪. দ্রব্যের কোন বিষয়টি মানুষের অভাব পূরণের সাথে জড়িত? *[রা. বো. ২০২১]*

৫. "উপযোগ সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য"— এই ধারণাটি কে প্রদান করেন? *[সি. বো. ২০২১]*

৬. উপযোগ পরিমাপের একককে কী বলে? *[রা. বো. ২০২৩]*

৭. উপযোগ কয়টি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়?

৮. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ কী হবে? *[ব. বো. ২০১৯]*

৯. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কেমন হবে? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে ৩টি পার্থক্য লেখো।

পাঠ ৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ও এর সীমাবদ্ধতা

২.৮ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ধারণাটি জার্মান অর্থনীতিবিদ হ্যারম্যান হেনরিখ গোসেন (Hermann Heinrich Gossen) সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে উইলিয়াম স্টেনলি জেভন্স (William Stanly Jevons, 1835-1882) গোসেনের ধারণাকে অর্থনীতিতে প্রয়োগ করেন। এরপর অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মূলবক্তব্য: এ বিধির মূলবক্তব্য হলো অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা যদি একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াতে থাকে তাহলে ঐ দ্রব্যের অতিরিক্ত এককগুলো থেকে যে উপযোগ পায় তা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

- অধ্যাপক **আলফ্রেড মার্শাল** ১৮৯০ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Principle of Economics' এ বলেন, "কোনো বিশেষ দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির ফলে একজন ব্যক্তি যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তা মজুদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ কমতে থাকে।"[২]
- অর্থনীতিবিদ **কে. ই. বোল্ডিং**-এর মতে, "অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ কোনোরূপ পরিবর্তন না করে ভোক্তা যদি বিশেষ কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করে তাহলে পরিবর্তনীয় দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরিশেষে হ্রাস পাবেই।"
- অর্থনীতিবিদ **চ্যাপম্যান** বলেন, "আমরা কোনো দ্রব্য যত বেশি ভোগ করি, ততই দ্রব্যটির কম পরিমাণ ভোগ করতে চাই বা এর অতিরিক্ত ভোগ করতে চাই না"।[৩]

সুতরাং ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে বলা হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা যদি একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে তাহলে অতিরিক্ত এককগুলো থেকে যে উপযোগ পায় তা আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

বিধিটির অনুমিত শর্ত:

১. দ্রব্যের প্রতিটি এককের উপযোগ সংখ্যাগতভাবে (Cardinal Measurement) পরিমাপযোগ্য;
২. অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির;
৩. দ্রব্যের সকল একক সমজাতীয়;
৪. ভোগের ক্ষেত্রে কোনো সময় বিরতি বা ব্যবধান নেই;
৫. ভোক্তার আচরণ যুক্তিশীল;
৬. ভোক্তার রুচি, আর্থিক আয় এবং পছন্দ স্থির থাকবে;
৭. উপযোগকে অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়;
৮. ভোগকৃত দ্রব্যের উপযোগ স্বাধীন বা অন্য দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে না।

জেনে রাখো
১৮৯০ সালে অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল তার বিখ্যাত গ্রন্থ *Principle of Economics* এ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্ণাঙ্গ ধারণা ব্যাখ্যা করেন।

বিধিটির ব্যাখ্যা: মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বিশেষ দ্রব্যের অভাব সসীম। এজন্য একটি দ্রব্যের কিছু পরিমাণ ভোগ করার পর ঐ দ্রব্যের অভাব বোধের তীব্রতা কমে আসে। যেমন— ভোক্তা প্রথম লিচুটি যে আগ্রহ নিয়ে ভোগ করে পরেরটি ভোগ করতে তার সে আগ্রহ থাকে না। অর্থাৎ প্রথম লিচুটির তুলনায় দ্বিতীয় লিচুটি থেকে সে কম তৃপ্তি/উপযোগ পায়। এভাবে যদি সে ক্রমান্বয়ে লিচুর ভোগ বাড়াতে থাকে, তাহলে সে লিচুর অতিরিক্ত এককগুলো থেকে যে পরিমাণ উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে তা একসময়ে কমে শূন্য এবং পরে ঋণাত্মক হবে।

---

[২] "The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of anything diminishes with the growth of the stock that he already has"– Alfred Marshall.

[৩] "The more we have of a thing the less we want additional increments of it, or the more we want not to have additonal increments of it."– Chapman, S: Outlines of Political Economy.

তালিকার সাহায্যে ব্যাখ্যা:

দ্রব্যের (লিচু) পরিমাণ (একক)	মোট উপযোগ (ইউটিল)	প্রান্তিক উপযোগ (ইউটিল)
১	৪	⟶ ৪
২	৭	⟶ ৭ − ৪ = ৩
৩	৯	⟶ ৯ − ৭ = ২
৪	১০	⟶ ১০ − ৯ = ১
৫	১০	⟶ ১০ − ১০ = ০
৬	৯	⟶ ৯ − ১০ = −১

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লিচু ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে লিচুর প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে এবং ৫ম একক থেকে ভোক্তা কোনো উপযোগ পাচ্ছে না। কারণ তার প্রয়োজন/অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে। ৬ষ্ঠ একক থেকে সে অতৃপ্তি (Disutility) পাচ্ছে।

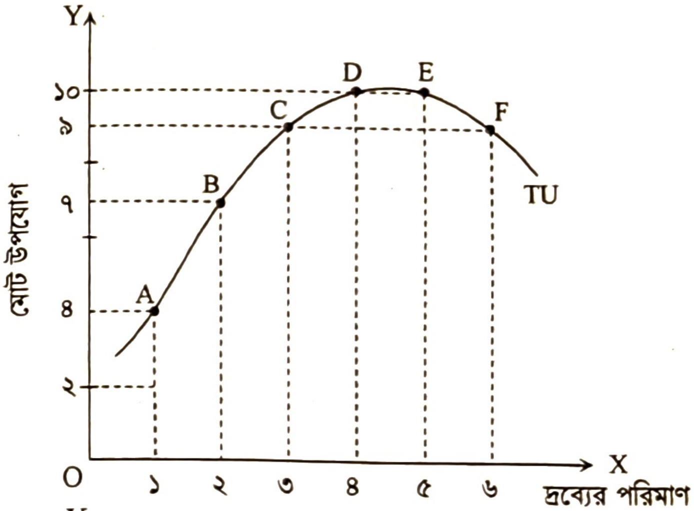

চিত্র-A: মোট উপযোগ

চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

A ও B উভয় চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ (Q) এবং OY অক্ষে A চিত্রে মোট উপযোগ (TU) এবং B চিত্রে, প্রান্তিক উপযোগ (MU) নির্দেশ করা হয়েছে। ওপরের তালিকা থেকে প্রাপ্ত মান গ্রহণ করে A চিত্রে মোট উপযোগ রেখা (TU) এবং B চিত্রে প্রান্তিক উপযোগ রেখা (MU) অঙ্কন করা হয়েছে। মোট উপযোগ রেখা থেকে দেখা যায়, ৪র্থ একক পর্যন্ত দ্রব্যের ভোগ থেকে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বেড়ে ৫ম এককে সর্বোচ্চ হয়। এরপর তা হ্রাস পেতে থাকে। তাই E বিন্দুর পর রেখা নিম্নগামী হয়। মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয়, প্রান্তিক উপযোগ তখন (O) হয়। এ কারণে প্রান্তিক উপযোগ রেখাটিও নিম্নগামী এবং e বিন্দুর পারে তা ঋণাত্মক হয়।

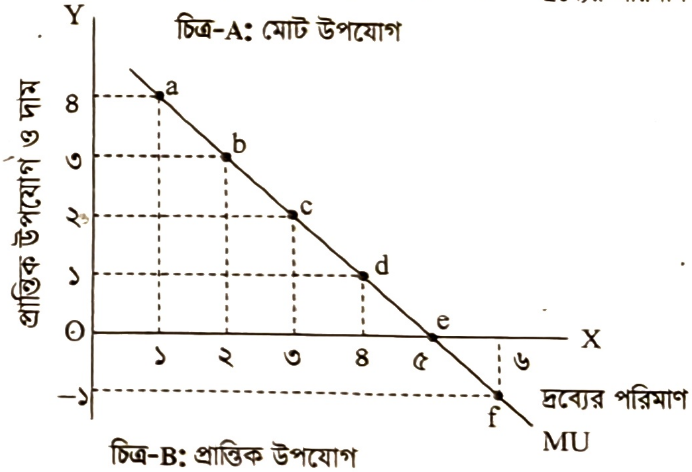

চিত্র-B: প্রান্তিক উপযোগ

আর এ রেখার নিম্নগামীতাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ। MU রেখা নিম্নগামী হওয়ার অর্থ হলো দ্রব্য ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির জ্যামিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়।

বিধিটির সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Law)

১. **আয় ও রুচির পরিবর্তন:** একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তার আয়, রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি স্থির ধরা হয়। এগুলোর যেকোনো একটি পরিবর্তন হলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই দীর্ঘকালে এ বিধির কার্যকারিতা নেই।

২. **দ্রব্যের পরিমাণ:** ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হতে হলে দ্রব্যের একক পর্যাপ্ত মাত্রায় হওয়া প্রয়োজন। যেমন– একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে ছোট বাটিতে ভাত দেওয়া হলো, পরে আরও এক বাটি ভাত দেওয়া হলো। ছোট বাটি হওয়াতে ১ম বাটির তুলনায় ২য় বাটির ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ কমবে না বরং বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, দ্রব্যের একক উপযুক্ত না হলে এ বিধির কার্যকারিতা হারায়।

৩. **শখের দ্রব্য:** শখের দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না। বিভিন্ন দেশের ডাকটিকেট, বিভিন্ন মুদ্রা সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ভোক্তার নিকট কমে না বরং বাড়তে পারে।

৪. **পরিবর্তক দ্রব্য:** দ্রব্যের উপযোগ কেবল দ্রব্যের নিজের ওপরই নির্ভর করে না, তা অন্যান্য পরিবর্তক দ্রব্যের ওপরও নির্ভরশীল। যেমন- কফির দাম কমে গেলে এবং যোগান বেশি থাকলে মানুষ চা ভোগ না করে কফি ভোগে সচেষ্ট হবে।

৫. **পরিপূরক দ্রব্য:** পরিপূরক দ্রব্যের ওপরও ভোক্তার উপযোগ নির্ভর করে। যেমন– এক পাটি জুতা পেলে চলবে না ভোক্তা একজোড়াই পেতে চায়। এভাবে কালি-কলম, মোটর গাড়ি-পেট্রোল ইত্যাদি একটির ওপর অপরটি নির্ভরশীল।

৬. **অনুকরণপ্রিয়তা:** যদি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সবার ঘরে টেলিভিশন থাকে এবং সবাই ডিশ ব্যবহার করে, এমতাবস্থায় ঐ এলাকায় কোনো এক ব্যক্তির ঘরে ডিশ না থাকলে সে ডিশ লাইনের সংযোগ পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে।

৭. **কৃপণ ব্যক্তি:** কৃপণ ব্যক্তির অর্থলিপ্সা বেশি থাকে। এ অবস্থায় সে দ্রব্য ক্রয়ে অনিচ্ছুক থাকে। কৃপণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না।

৮. **নেশা জাতীয় দ্রব্য:** নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা নেশা করার ইচ্ছায় কাতর থাকে। সুতরাং, নেশা জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয় না।

৯. **সময়ের ব্যবধান:** কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি হলে বিধিটি কার্যকর হবে না।

১০. **দ্রব্যের গুণগত বিভিন্নতা:** প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নমানের এবং পরবর্তীতে উন্নতমানের একই দ্রব্যের বেলায় প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়।

১১. **দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা:** দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না। কারণ এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

১২. **আবেগ:** ভোক্তার আবেগের ফল হ্রাসমান হয় না। বিখ্যাত গায়কের গান শুনতে বারবার ভালো লাগে। তখন প্রান্তিক উপযোগ বরং বৃদ্ধি পায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করেন কে? *[ব. বো. ২০২২]*

২. মোট উপযোগ যখন কমতে থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ কী হয়? *[রা. বো. ২০২২]*

৩. দ্রব্য ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধির কারণ কী? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*

৪. প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিকে কী বলে? *[সি. বো., ব. বো. ২০২৩]*

৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধির ধারণা সর্বপ্রথম কে দেন?

৬. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের কারণ কী? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০২১-২২]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মনে কর তুমি ছয়টি লিচু ক্রমাগত ভোগ করতে পার। এর কাল্পনিক সূচি তৈরি করো এবং চিত্র আঁক।

গ. বাড়ির কাজ

নিচে একজন ভোক্তার একটি উপযোগ সূচি দেয়া আছে:

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (একক)
প্রথম	১০
দ্বিতীয়	১৮
তৃতীয়	২২
চতুর্থ	২৪
পঞ্চম	২৪
ষষ্ঠ	২২

১. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো।

২. উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর কি না— মূল্যায়ন করো।

পাঠ ৪ চাহিদা; চাহিদা বিধি এবং চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম

২.৯ চাহিদা (Demand)

সাধারণত কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা চাহিদা হিসেবে গণ্য হয় না। ধরা যাক, একজন ভিক্ষুক মোটর সাইকেল ক্রয় করতে চায়। কেননা সে মোটর সাইকেলে অধিক সংখ্যক বাড়িতে যেয়ে ভিক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তার এ মোটর সাইকেল ক্রয়ের ইচ্ছা কখনই চাহিদা নয়। কারণ তার মোটর সাইকেল ক্রয়ের সামর্থ্য নেই। আবার, একজন ধনী অথচ কৃপণ ব্যক্তি অনেক দামি গাড়ি কিনতে চাইলেও সে ক্রয় করে না। কারণ সে ঐ দামে গাড়ি কিনতে রাজি নয়। অর্থাৎ অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য থাকলেও তার অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা নেই। সুতরাং, ঐ গাড়ি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা চাহিদা নয়।

অতএব, চাহিদার সংজ্ঞায় বলা যায়, উপযুক্ত ক্রয় ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা সম্পর্কিত মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। অর্থনীতিতে কোনো আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে চাহিদা বলে গণ্য করতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত পালন করতে হয়। যথা—

ক. কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা (Willingnes to Pay)।
খ. আকাঙ্ক্ষার পিছনে ক্রয়ের সামর্থ্য বা ক্রয়ক্ষমতা (Ability of Purchasing Power)।
গ. অর্থ ব্যয় করে ক্রয়ের ইচ্ছা (Willingness to Spend Money)।

- অর্থনীতিবিদ **বেনহাম** (Benham) বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাই হলো ঐ দ্রব্যের চাহিদা।"[৪]
- অধ্যাপক **পেনসন** (Penson) বলেন, "কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তখন তাকে চাহিদা বলে।"
- অধ্যাপক **র‍্যাগন** এবং **থমাস** (Ragan & Thomas) বলেন, "চাহিদার পরিমাণ হলো সে পরিমাণ দ্রব্য যা ভোক্তা নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক।"[৫]

অতএব, **অন্যান্য অবস্থা** (Ceteris paribus) **অপরিবর্তিত থেকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে চাহিদা বলে।**

২.১০ চাহিদা বিধি (Law of Demand)

সকল দ্রব্যের চাহিদা দামের ওপর নির্ভরশীল। **অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম ও চাহিদার মধ্যে এ বিপরীত সম্পর্ক যখন কোনো বিধির মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে চাহিদা বিধি বলে।**

অপেক্ষকের মাধ্যমে চাহিদা বিধির প্রকাশ: $Q_d = f(P)$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ (Quantity of Demand), f = অপেক্ষক (Function), P = দাম (Price)

অধ্যাপক ডোমেনিক স্যালভেটর (Dominick Salvatore)-এর মতে, "দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক হলো চাহিদা বিধি, যা চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢালের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।"[৬]

চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা স্থির (Ceteris Paribus) বলতে—

ক. ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস অপরিবর্তিত খ. ভোক্তার যুক্তিশীল আচরণ গ. বিবেচিত দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম স্থির ঘ. ভোক্তার সংখ্যা স্থির ঙ. সময় স্থির ইত্যাদিকে বোঝায়।

উপরের শর্তাবলির ভিত্তিতে চাহিদা বিধিকে চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

২.১১ চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the Law of Demand)

চাহিদা বিধি সর্বত্র প্রযোজ্য হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। নিচে ব্যতিক্রমগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন:** মানুষের রুচিবোধ অভ্যাসকে পরিচালিত করে। মানুষ অভ্যাসের দাস, তাই যেকোনো কারণেই রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না।

২. **আয়ের পরিবর্তন:** ভোক্তার আয়ের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না। কারণ আয় বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ে। ফলে চাহিদাও বাড়ে, তাই চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

---

৪ Demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. –Benham

৫ Quantity demanded is the amount of a goods that consumers wish to buy at a particular price."– Ragan & Thomas.

৬ "Law of demand is the inverse relationship between price and quantity reflected in the negative slope of a demand curve." – Dominick Salvatore, Micro Economic Theory, 3rd Ed. McGraw Hill com. New York 1992, P-20.

৩. **বিকল্প ও পরিপূরক পণ্য:** বিকল্প ও পরিপূরক পণ্যের দাম পরিবর্তিত হলে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন— চায়ের দাম ঠিক থেকে কফির দাম কমলে চায়ের চাহিদা কমে, কফির চাহিদা বাড়তে পারে। আবার, পরিপূরক পণ্য হিসেবে তেলের দাম কমলে গাড়ির চাহিদা বাড়বে, ফলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

৪. **জাঁকজমক বা ভেবলেন (Veblen) পণ্য:** জাঁকজমক পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এমন পণ্য পেতে সকলেই আগ্রহী। এজন্য এ ধরনের পণ্যের দাম বাড়লেও চাহিদা কমে না। উনবিংশ শতকের মার্কিন অর্থনীতিবিদ থর্সটেইন ভেবলেন এরূপ ভোগকে জাঁকজমক ভোগ (Conspicuous Consumption) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এজন্য তার নামানুসারে এসব জাঁকজমকপূর্ণ দ্রব্যকে ভেবলেন দ্রব্য বলা হয়। যেমন— দামি গাড়ি, দামি অলঙ্কার ইত্যাদি।

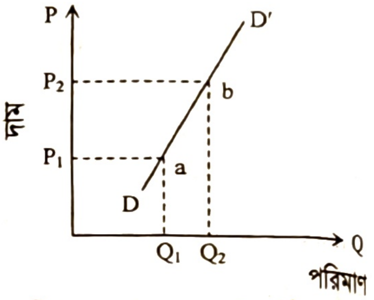

চিত্র: ভেবলেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা

পাশের চিত্রে DD' রেখাটি ভেবলেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা। যা দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার সমমুখী সম্পর্ক নির্দেশ করে। অর্থাৎ এসব দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে। আর দাম কমলে চাহিদা কমে।

৫. **গিফেন দ্রব্য:** মানুষের নিত্য ব্যবহার্য এমন কিছু দ্রব্য রয়েছে, যা ব্যবহার না করলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন— চাল, কাপড়, তৈল, আলু ইত্যাদি। এসব দ্রব্যের দাম বাড়লে ক্রয়ের পরিমাণ অনেক সময় বেড়ে যায়। এ ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথমে স্যার রবার্ট গিফেন প্রকাশ করেন বলে তার নামানুসারে এসব দ্রব্যের নাম হয় গিফেন দ্রব্য। স্যার রবার্ট গিফেন ১৮৪০ সালে আইরিশ কৃষকদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, অত্যন্ত নিম্ন আয় সম্পন্ন পরিবারের মৌলিক খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং দাম কমলে চাহিদা কমে। এ ধরনের চাহিদা রেখা 'ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী' হয়।

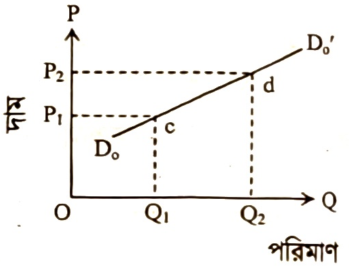

চিত্র: গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা

পাশের চিত্রে D_0D_0' রেখাটি গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা; যা দ্রব্যের দামের সাথে সমমুখী সম্পর্ক নির্দেশ করে।

৬. **নিত্যপ্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ভোগ:** লবণ, দিয়াশলাই, জীবনরক্ষাকারী বা রোগযন্ত্রণা উপশমকারী ওষুধ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস হলেও এগুলোর চাহিদা বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না।

৭. **ভবিষ্যৎ আশঙ্কা:** সম্পদের যোগান সীমিত হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদক এবং বাজারজাতকারীরা পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ক্রেতা কখনও যদি মনে করে যে, ভবিষ্যতে পণ্যের দাম আরও বাড়তে পারে তবে বর্তমান দাম বেশি হলেও তার চাহিদা বাড়বে।

৮. **ঋতু বা সময়:** শীতকালে গরম কাপড়ের দাম বাড়লেও তার চাহিদা বাড়ে। কিন্তু এ সময় বরফের দাম কমলেও চাহিদা বাড়ে না।

৯. **ক্রেতার অজ্ঞতা:** কোনো কোনো ক্রেতা তার অজ্ঞতার কারণে দ্রব্যের দামকেই দ্রব্যের গুণগত মানের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করে। ফলে ক্রেতার অজ্ঞতার কারণে সে অধিক অর্থদণ্ড দিয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে চাহিদা বিধিটি অকার্যকর।

১০. **অবস্থাগত কারণ:** অবস্থাগত কারণে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন: কোনো এলাকায় মহামারি আকারে কলেরা দেখা দিলে, সে এলাকায় সে সময় মাছের দাম হ্রাস পেলেও মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চাহিদা বিধি কোন সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*
২. চাহিদা বিধি ব্যাখ্যার জন্য কোনটি পরিবর্তনশীল অনুমান করা হয়? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*
৩. চাহিদার শর্ত কয়টি? *[ব. বো. ২০২৩]*
৪. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা? *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা (মানবিক) ২০০১-০২]*
৫. চাহিদার সাথে দামের সম্পর্ক কীরূপ?
৬. চাহিদা বিধি কার্যকর হয় কখন?
৭. গিফেন দ্রব্য সম্পর্কে রবার্ট গিফেন কত সালে ধারণা দেন?
৮. সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কোন দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে?
৯. নিচের কোন সম্পর্ক চাহিদা বিধি বোঝায়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

গিফেন ও ভেবলেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।

পাঠ ৫ চাহিদা সূচি; চাহিদা রেখা; চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ; চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে তুলনা

২.১২ চাহিদা সূচি (Demand Schedule)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদা তালিকা বা চাহিদা সূচি বলে। অর্থাৎ চাহিদা বিধিকে যখন গাণিতিক উপায়ে উপস্থাপন করা হয় তখন সেটিকে চাহিদা সূচি বলে।

চাহিদা বিধিকে চাহিদা সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো—

দ্রব্যের দাম (P) (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d) (একক)
8	4
6	8
4	12

চাহিদা সূচির ব্যাখ্যা: সূচিতে লক্ষণীয় যে, দাম কমার কারণে চাহিদার পরিমাণ বেড়েছে। দাম যখন 8 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 4 একক। দাম কমে 6 টাকা হলে চাহিদা বেড়ে 8 একক হয়। আবার দাম কমে 4 টাকা হলে চাহিদা বেড়ে 12 একক হয়। এভাবে দাম কমতে থাকলে চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ে। আবার দাম বাড়তে থাকলে চাহিদা ক্রমান্বয়ে কমে। এভাবেই চাহিদা বিধিকে চাহিদা সূচির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

২.১৩ চাহিদা রেখা (Demand Curve)

বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করে তা যে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয় সেটিকে চাহিদা রেখা বলে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ককে যে রেখার সাহায্য প্রকাশ করা হয় তাই চাহিদা রেখা। চাহিদা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা রেখা। বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের কী পরিমাণ ক্রয় করে তা চাহিদা রেখার প্রতিটি বিন্দুতে নির্দেশিত হয়। (A demand curve is the graphical representation of the relationship between price and quantity of demand.)

নিচে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কনের পদ্ধতি দেওয়া হলো—

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	বিন্দু
8	4	a
6	8	b
4	12	c

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (Q_d) ও OY অক্ষে দাম (P) দেখানো হয়েছে। a বিন্দুতে 8 টাকা দামে দ্রব্যটির চাহিদা 4 একক। b ও c বিন্দুতে 6 টাকা ও 4 টাকা দামে চাহিদা যথাক্রমে 8 একক ও 12 একক হয়। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD′ রেখা পাওয়া যায়। এই DD′ রেখাই চাহিদা রেখা। দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক অর্থাৎ ঢাল ঋণাত্মক থাকায় চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানেদিকে নিম্নগামী হয়।

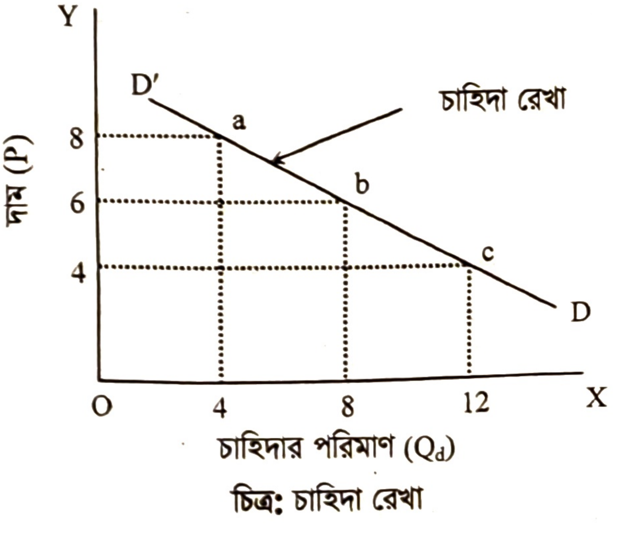

চিত্র: চাহিদা রেখা

২.১৪ কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন (Draw a Demand Curve from an Imaginary Demand Schedule)

১৮৩০ সালে অ্যান্টোনি আগস্টিন কুর্নট (Antoine Augustin Cournot) প্রথম চাহিদা রেখা অঙ্কন করেন। **কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ যে তালিকায় দেখানো হয় সেটিকে চাহিদা সূচি বলে।** একই তথ্য রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হলে তাকে চাহিদা রেখা বলে।

নিচে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—

চাহিদা সূচি

আমের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d) (একক)
8	4
6	8
4	12

সূচিতে দেখা যায়, আমের দাম যখন 8 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 4 একক। দাম কমে 6 টাকা ও 4 টাকা হলে চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে 8 একক ও 12 একক হয়। এ চাহিদা সূচিকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে একটি চাহিদা রেখা পাওয়া যায়।

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (Q_d) এবং OY অক্ষে দাম (P) নির্দেশ করা হয়েছে। আমের দাম 8 টাকা হলে চাহিদা 4 একক হয়। এখন OY অক্ষের 8 এবং OX অক্ষের 4 সূচক বিন্দু থেকে লম্ব আঁকলে এরা পরস্পর a বিন্দুতে মিলিত হবে। দ্রব্যের দাম কমে 6 টাকা ও 4 টাকা হলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 8 একক ও 12 একক হয়। এখান থেকে b ও c বিন্দু পাওয়া যায়। দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করলে DD′ চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। চাহিদা রেখা সাধারণত বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। এভাবে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা আঁকা যায়।

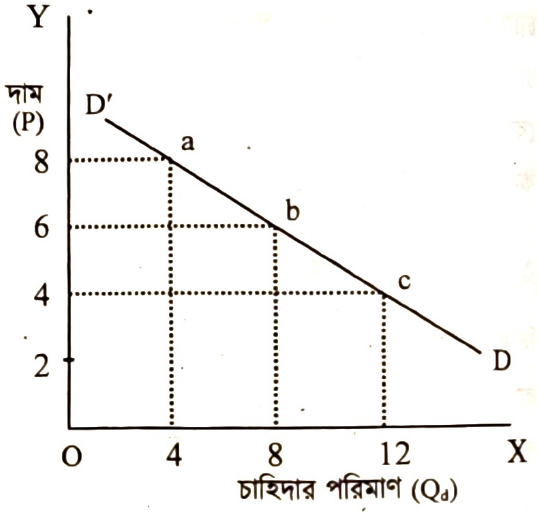

চিত্র: সূচি থেকে চাহিদা রেখা

২.১৫ চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ (Reasons for Downward Sloping of Demand Curve to the Right)

চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ হলো চাহিদা বিধি। চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে; দ্রব্য ও সেবার দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক নির্দেশ করে। এ সম্পর্কের কারণেই চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। তবে এ সম্পর্কে যেসব কারণ রয়েছে, তা হলো—

১. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি:** এ বিধি অনুযায়ী কোনো দ্রব্যের ভোগ বাড়লে ভোক্তার নিকট তার প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয়। অর্থাৎ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বা দাম হ্রাস পাওয়ার কারণে তার ভোগ বা চাহিদা বাড়ে। আবার দাম বা প্রান্তিক উপযোগ বেশি হলে দ্রব্যের ভোগ বা চাহিদা কম হয়। এজন্য চাহিদা রেখা ডানে নিম্নগামী হয়।

২. **আয় প্রভাব:** দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতা একই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের জন্য আগের চেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে। ফলে ক্রেতা তার উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয় করে। পক্ষান্তরে, দাম বাড়লে ক্রেতার প্রকৃত আয় কমে যাওয়ায় তার চাহিদাও কমে যায়।

৩. **পরিবর্তক প্রভাব:** ধরি, গুড় ও চিনি দুটি পরিবর্তক দ্রব্য। গুড়ের দাম কমে গেলে ক্রেতা চিনির পরিবর্তে গুড় বেশি ক্রয় করে। এর ফলে সস্তা পণ্যটির চাহিদা বাড়ে। এজন্য দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা নিম্নগামী চাহিদা রেখার দ্বারাই প্রকাশ পায়।

৪. **ক্রয়ক্ষমতা বা সামর্থ্য:** কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে তা অনেক ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলে তার সামগ্রিক চাহিদা কমে। আবার দাম কমলে অনেক ক্রেতা সেটি ক্রয় করতে সমর্থ হয়। এভাবে দাম ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যায়– যা নিম্নগামী চাহিদা রেখার দ্বারা প্রকাশ হয়।

৫. **ঢাল ঋণাত্মক:** চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক; ফলে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন– কোনো দ্রব্যের দাম 2 টাকা থেকে 4 টাকায় বৃদ্ধি পেলে, চাহিদার পরিমাণ 8 একক থেকে হ্রাস পেয়ে 6 একক হলো। সুতরাং, চাহিদা রেখার ঢাল $\frac{d(Q_d)}{dP} = \frac{6-8}{4-2} = \frac{-2}{2} = -1 < 0$, আবার অপেক্ষকের মাধ্যমে $\frac{d(Q_d)}{dP} = \frac{d(a-bP)}{dP} = -b < 0$, ঢাল ঋণাত্মক। ফলে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দামের সাথে চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকার কারণে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

২.১৬ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে তুলনা
(Comparison between Demand Schedule and Demand Curve)

চাহিদা বিধি থেকে চাহিদা অপেক্ষক তথা চাহিদা সমীকরণ পাওয়া যায়। চাহিদা সমীকরণ থেকে চাহিদা সূচি তৈরি হয়। চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। সুতরাং, চাহিদা সূচি এবং চাহিদা রেখা উভয়ই চাহিদা বিধির বহিঃপ্রকাশ। এদের মধ্যে পদ্ধতিগত তুলনা নিচে তুলে ধরা হলো—

১. **সংজ্ঞাগত:** অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যে তালিকায় দেখানো হয় সেটিকে চাহিদা সূচি বলে। অন্যদিকে, অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, সেটিকে চাহিদা রেখা বলে।

২. **প্রকাশগত:** চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা সূচি। আবার, চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা রেখা।

৩. **নির্ভরশীলতা:** চাহিদা সূচি, চাহিদা অপেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। চাহিদা রেখা, চাহিদা সমীকরণের ওপর নির্ভরশীল।

৪. **উপস্থাপন পদ্ধতিগত:** চাহিদা সূচিতে সাধারণত বামদিকে দাম এবং ডানদিকে চাহিদার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। চাহিদা রেখায় X বা ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ (Q_d) এবং Y বা লম্ব অক্ষে দাম (P) নির্দেশ করা হয়।

৫. **উদাহরণগত:** চাহিদা সূচি:

দাম (P) টাকা	চাহিদার পরিমাণ (Q) একক
5	30
10	20
15	10

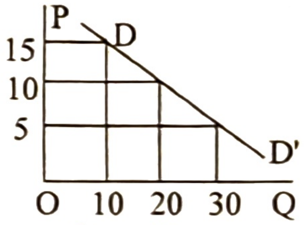

চিত্র: চাহিদা রেখা

সুতরাং, বলা যায় চাহিদা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা রেখা– যা চাহিদা বিধির একই তথ্য প্রকাশের দুটি কৌশল আলোচনা করে থাকে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে কী বলে? *[কু. বো. ২০২৫]*
২. চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশকে কী বলে? *[য. বো. ২০২২]*
৩. কীসের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা আঁকা হয়?
৪. চাহিদা রেখা নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ কী? *[য. বো. ২০২৫]*
৫. কে সর্বপ্রথম চাহিদা রেখা অঙ্কন করে?
৬. চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ কী?
৭. কোন ক্ষেত্রে চাহিদারেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

চাহিদা রেখা কি সর্বদা সরলাকৃতির হবে? মতের পক্ষে তিনটি যুক্তি দাও।

পাঠ ৬ ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা; ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন; চাহিদার নির্ধারক; চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ; চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি/চাহিদা রেখার স্থানান্তর

২.১৭ ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা (Individual Demand & Market Demand)

ব্যক্তিগত চাহিদা (Individual Demand): একজন ভোক্তার চাহিদাকে ব্যক্তিগত চাহিদা বলে। সুতরাং, **কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে একজন ভোক্তার চাহিদার পরিমাণকে ব্যক্তিগত চাহিদা বলে।**
এ অবস্থায় অনুমিত শর্ত হলো— ভোক্তার আয়, রুচি, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির ইত্যাদি। ব্যক্তিগত চাহিদা, সাধারণ চাহিদা বিধিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বাজার চাহিদা (Market Demand): বাজারের সকল ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিকে বাজার চাহিদা বলে। বাজার চাহিদা সূচিতে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ভোক্তার চাহিদার সমষ্টি দেখানো হয়। তাই বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ভোক্তার চাহিদার সমষ্টিকে বাজার চাহিদা বলে। এ অবস্থায় অনুমিত শর্ত হলো— ভোক্তাদের আয়, রুচি, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির। ভোক্তা একটি দ্রব্য বিভিন্ন দামে কী পরিমাণ ক্রয় করে সেটি তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে জানা যায়।

বাজার চাহিদা সূচি: বাজারের সকল ভোক্তার সমষ্টিগত চাহিদাকে সারণিতে উপস্থাপন করলে তাকে বাজার চাহিদা সূচি বলে। নিচে দুইজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে কীভাবে বাজার চাহিদা সূচি তৈরি করা হয়েছে তা দেখানো হলো—

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা (Q_1) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	২নং ভোক্তার চাহিদা (Q_2) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	বাজার চাহিদা (Q) ($Q = Q_1 + Q_2$) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)
2	15	20	35
4	10	15	25
6	5	10	15

উপরের সূচিতে দ্রব্যটির দাম যখন 2 টাকা তখন ১ম ভোক্তার চাহিদা 15 একক এবং ২য় ভোক্তার চাহিদা 20 একক। ফলে বাজার চাহিদা হলো $D = D_1 + D_2 = (15 + 20) = 35$ একক। আবার, দ্রব্যটির দাম বেড়ে 4 টাকা হলে ১ম ভোক্তার চাহিদা 10 একক এবং ২য় ভোক্তার চাহিদা 15 একক, ফলে বাজার চাহিদা হলো $D = D_1 + D_2 = (10 + 15) = 25$ একক। একইভাবে দ্রব্যটির দাম আরও বেড়ে 6 টাকা হলে ১ম ভোক্তার চাহিদা 5 একক এবং ২য় ভোক্তার চাহিদা 10 একক, ফলে বাজার চাহিদা হলো $D = D_1 + D_2 = (5 + 10) = 15$ একক।

২.১৮ ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন (Drawing market demand curve from individual demand curve)

বাজারের সকল ভোক্তার বা ক্রেতার সমষ্টিগত চাহিদা তথা বাজার চাহিদাকে সারণিতে উপস্থাপন করলে তাকে বাজার চাহিদা সূচি বলে। ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে যেমন ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা পাওয়া যায় তেমনি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার সমষ্টি নিয়ে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করা সম্ভব। নিচে দুইজন ভোক্তার চাহিদার ভিত্তিতে বাজার চাহিদা সূচি নির্ণয় করা হলো—

বাজার চাহিদা সূচি

দ্রব্যের দাম (টাকা)	১নং ভোক্তার চাহিদা (Q_1) (একক)	২নং ভোক্তার চাহিদা (Q_2) (একক)	বাজার চাহিদা ($Q = Q_1 + Q_2$) (একক)
২	১৫	২০	৩৫
৪	১০	১৫	২৫
৬	৫	১০	১৫

ওপরের বাজার চাহিদা সূচিতে দুইজন ভোক্তার (১নং এবং ২নং) চাহিদা থেকে বাজার চাহিদা দেখানো হয়েছে। সূচি থেকে দেখা যায় যে, দাম যখন ২ টাকা তখন বাজারের মোট চাহিদার পরিমাণ ৩৫ = ১৫ + ২০ একক। দ্রব্যের দাম যখন বেড়ে ৪ টাকা হয় তখন বাজারের মোট চাহিদার পরিমাণ হয় ২৫ = ১০ + ১৫ একক। এভাবে দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৬ টাকা হলে বাজার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১৫ = ৫ + ১০ একক হয়। অর্থাৎ দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিগত চাহিদার ন্যায় বাজার চাহিদাও হ্রাস পায়। নিচে বাজার চাহিদার সূচি থেকে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—

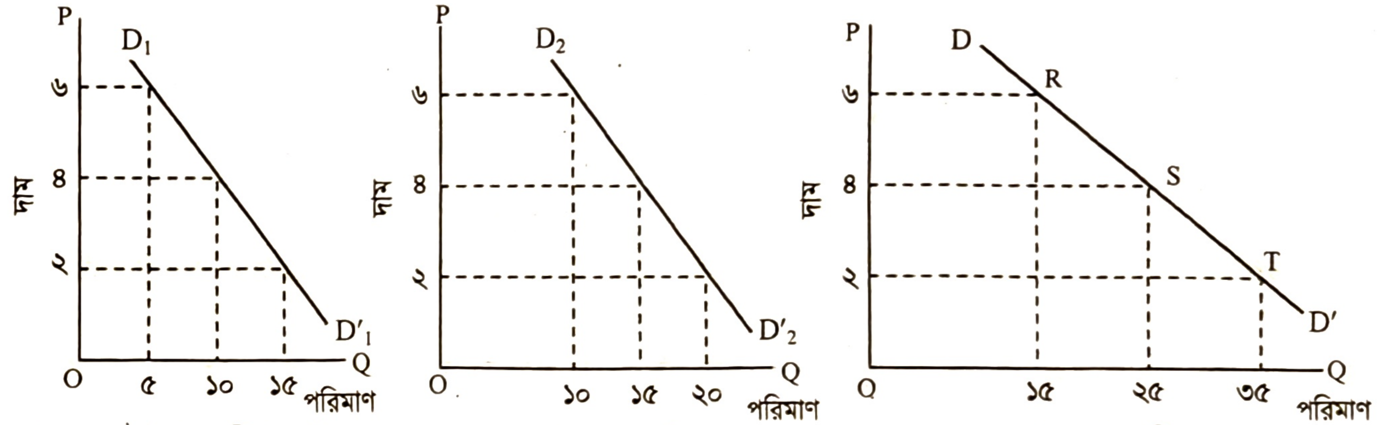

ক. ১নং ভোক্তার চাহিদা রেখা খ. ২নং ভোক্তার চাহিদা রেখা গ. বাজার চাহিদা রেখা

চিত্র: বাজার চাহিদা রেখা

ওপরের ক, খ, গ তিনটি চিত্রেই OQ অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OP অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে। ক. চিত্রে ১নং ভোক্তার চাহিদা রেখা $D_1D'_1$ এবং খ. চিত্রে ২নং ভোক্তার চাহিদা রেখা $D_2D'_2$ দেখানো হয়েছে। দাম যখন ৬ টাকা তখন ১নং ও ২নং ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৫ একক এবং ১০ একক। ঐ দামে বাজার চাহিদার পরিমাণ হলো ১৫ একক (৫ একক + ১০ একক = ১৫ একক); যা গ. নং চিত্রে R বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। দাম কমে ৪ টাকা হলে ১নং ও ২নং ভোক্তার চাহিদা পরিমাণ হবে (১০ + ১৫) বা ২৫ একক। আবার দাম কমে ২ টাকা হলে ১নং ও ২নং ভোক্তার চাহিদা পরিমাণ হবে (১৫ + ২০) বা ৩৫ একক। যা বাজার চাহিদা রেখায় S ও T বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন R, S ও T বিন্দু তিনটি যোগ করে যে DD' রেখা পাওয়া যায় এটিই হলো বাজার চাহিদা রেখা।

সুতরাং বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে সকল ক্রেতার কোনো একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে যে চাহিদা হয় তাই বাজার চাহিদা। প্রতিটি ক্রেতার স্বতন্ত্র চাহিদার সমষ্টিকে যোগ করে বাজার চাহিদা পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাজার চাহিদা ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টি।

২.১৯ চাহিদার নির্ধারক (Determinants of Demand)

একজন ক্রেতা কোনো দ্রব্য কী পরিমাণ ক্রয় করবে তা কতকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়গুলোকে চাহিদার নির্ধারক বলে। অর্থাৎ **যেসব বিষয় বা অবস্থা একটি দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে, সেগুলোকে একত্রে চাহিদার নির্ধারক বলে।** নিচে চাহিদার নির্ধারকসমূহ আলোচনা করা হলো—

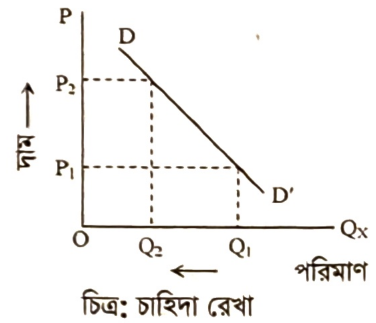

চিত্র: চাহিদা রেখা

১. **দ্রব্যের দাম:** দ্রব্যের দামের ওপর তার চাহিদা বহুলাংশে নির্ভর করে। দ্রব্যের দাম কমলে সাধারণত চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। এটি চাহিদা নির্ধারণের মূখ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। যেমন— চিত্রে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়।

২. **বিকল্প দ্রব্যের দাম:** বিকল্প দ্রব্যের দাম চাহিদাকে প্রভাবিত করে। যেমন- গুড় ও চিনির ক্ষেত্রে গুড়ের দাম কমে গেলে লোকজন চিনির পরিবর্তে গুড় বেশি ক্রয় করে বলে চিনির চাহিদা কমে যায়। একইভাবে মাছের দাম বাড়লে মাংসের চাহিদা বাড়ে।

৩. **সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম:** কোনো দ্রব্যের সম্পর্কিত দ্রব্যের (পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্য) দাম পরিবর্তিত হলে তার চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। যেমন- গাড়ি ও পেট্রোলের ক্ষেত্রে পেট্রোলের দাম বাড়লে, গাড়ির চাহিদা কমে। আবার চিনির দাম বাড়লে, গুড়ের চাহিদা বেড়ে যায়।

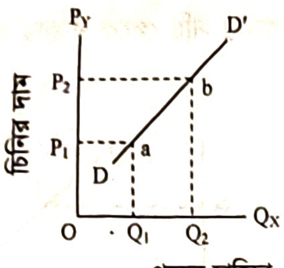

চিত্র ক: পরিবর্তক দ্রব্য

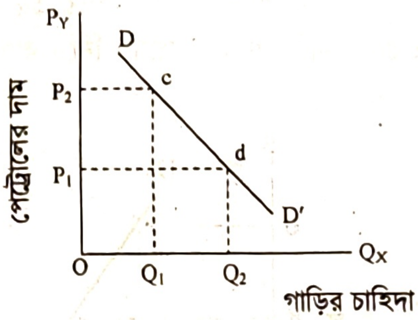

চিত্র খ: পরিপূরক দ্রব্য

উপরের ক চিত্রে চিনির দাম বাড়লে গুড়ের চাহিদা বাড়ে। অন্যদিকে, খ চিত্রে পেট্রোলের দাম বাড়লে গাড়ির চাহিদা হ্রাস পায়।

৪. **ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস:** ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তিত হলে চাহিদা প্রভাবিত হয়। কোনো কারণে রুচির পরিবর্তন ঘটলে, আলোচ্য দ্রব্যটি ভোক্তার কাছে বেশি পছন্দনীয় হয়ে উঠলে তার চাহিদা বাড়ে। তখন দামের বিষয়টি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

৫. **ক্রেতার আয়:** চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলোর মধ্যে আয় অন্যতম। আয় বাড়লে ক্রেতার চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে চাহিদা কমে। চিত্রে ক্রেতার আয় বাড়লে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। আবার আয় কমলে চাহিদা কমে।

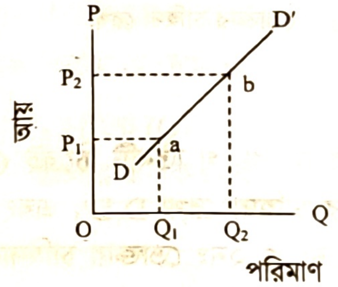

চিত্র: আয় বাড়লে চাহিদা রেখা

৬. **জনসংখ্যার পরিবর্তন:** দেশে জনসংখ্যা বাড়লে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে। ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে।

৭. **ঋতুর পরিবর্তন:** ঋতু পরিবর্তনের ফলে চাহিদা প্রভাবিত হয়। গরমের দিনে বৈদ্যুতিক পাখা, পাতলা কাপড়, ঠাণ্ডা পানীয় এবং শীতের দিনে গরম কাপড়, লেপ, তোশকের চাহিদা বাড়ে।

৮. **সম্পদ বণ্টনের পরিবর্তন:** সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা চাহিদাকে প্রভাবিত করে। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হলে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর চাহিদা বাড়ে। ফলে সুষম বণ্টনে চাহিদা বাড়ে এবং অসম বণ্টনে চাহিদা কমে।

৯. **সঞ্চয়:** সঞ্চয় প্রবণতার পরিবর্তন হলে চাহিদা প্রভাবিত হয়। সঞ্চয় প্রবণতা বাড়লে জনগণের কেনার ইচ্ছা কমে যায়। ফলে চাহিদাও কমে যায়।

১০. **জীবনযাত্রার মান:** দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য ও বিলাসবহুল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

১১. **ব্যবসায় তেজী ও মন্দাভাব:** ব্যবসায়ে তেজীভাব থাকলে সমাজের সকল স্তরের লোকের আয় ও চাহিদা বাড়ে এবং মন্দাভাব দেখা দিলে লোকের আয় ও চাহিদা হ্রাস পায়।

১২. **নগদ প্রিয়তার পরিবর্তন:** জনসাধারণের নগদ প্রিয়তার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের চাহিদার তারতম্য ঘটে। নগদ প্রিয়তা বাড়লে ভোগ ব্যয় তথা চাহিদা হ্রাস পায় এবং নগদ প্রিয়তা কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

১৩. **দামের ভবিষ্যৎ গতি:** ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ধিত দামেও চাহিদা বাড়বে এবং দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে চাহিদা কমে যাবে।

এছাড়াও অর্থের যোগানের পরিবর্তন, নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন, ব্যবসায়ের তেজি বা মন্দা ভাব, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ইত্যাদি চাহিদাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

২.২০ চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ
Extension & Contraction of Demand

চাহিদা বিধি অনুযায়ী কোনো দ্রব্যের চাহিদা তার দামের ওপর নির্ভরশীল। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। এভাবে দ্রব্যের দাম বাড়ার ফলে তার চাহিদার পরিমাণ কমলে তাকে চাহিদার সংকোচন এবং দাম কমার ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়লে তাকে চাহিদার প্রসারণ বলে। পাশে চিত্রের সাহায্যে চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

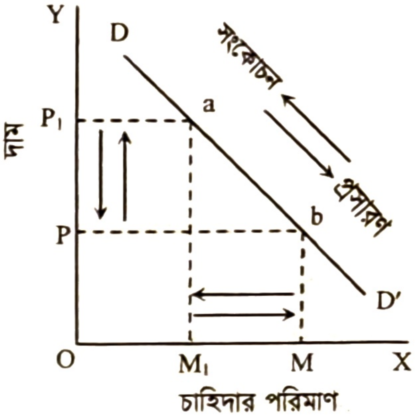

চিত্র: চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। OP দামে চাহিদার পরিমাণ OM। দাম বেড়ে OP_1 হওয়ায় চাহিদা OM থেকে কমে OM_1 হয়। এভাবে দাম বাড়ার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমলে তাকে চাহিদার সংকোচন বলে। আবার বিপরীতভাবে দ্রব্যের দাম OP_1 থেকে কমে OP হলে চাহিদা OM_1 থেকে বেড়ে OM হয়। এভাবে দাম কমার ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়লে তাকে চাহিদার প্রসারণ বলে। দাম বাড়া বা কমার ফলে চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ একই চাহিদা রেখা DD′ বরাবর হয়ে থাকে। DD′ রেখা বরাবর a থেকে b বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে চাহিদার সম্প্রসারণ এবং b থেকে a বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে তাকে চাহিদার সংকোচন বলা হয়। তাই চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণকে চাহিদা রেখা বরাবর নড়াচড়া বলা হয়।

২.২১ চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি/চাহিদা রেখার স্থানান্তর
Increase & Decrease in Demand Curve

দামের পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য কারণেও চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। দাম স্থির থেকে ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস, লোকসংখ্যা, অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদা কমলে তাকে 'চাহিদার হ্রাস' এবং চাহিদা বাড়লে তাকে 'চাহিদার বৃদ্ধি' বলা হয়। অর্থাৎ চাহিদা অপেক্ষকে আলোচ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে শুধু বিবেচ্য দ্রব্যের দাম স্থির থেকে অন্য বিষয় (যেমন— আয়, রুচি ও অভ্যাস, সময়) পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানে বা বামে স্থানান্তরিত হয়। নিচে চিত্রের সাহায্যে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হলো—

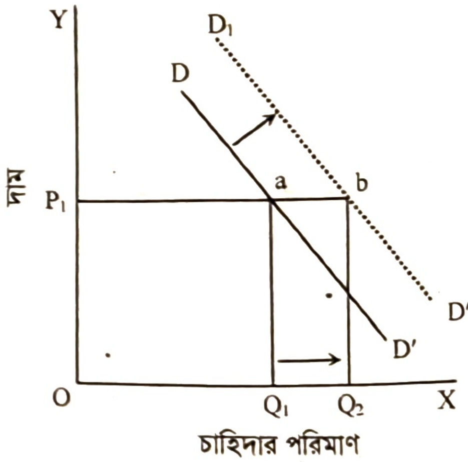

চিত্র: চাহিদার বৃদ্ধি

চাহিদার বৃদ্ধি: চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। DD′ প্রাথমিক চাহিদা রেখা। $D_1D'_1$ পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। OP_1 দামে ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ OQ_1 যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ পায়। এখন চাহিদা বিধির অন্যান্য অবস্থার অনুকূল পরিবর্তনে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে $D_1D'_1$ হয়। আবার b বিন্দুতে OP_1 দামে ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ OQ_2। চিত্রে লক্ষণীয় যে $OQ_2 > OQ_1$। অর্থাৎ a বিন্দুর চেয়ে b বিন্দুতে চাহিদার পরিমাণ বেশি। এটাই চাহিদার বৃদ্ধি।

চাহিদার হ্রাস: চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। DD′ প্রাথমিক চাহিদা রেখা। $D_1D'_1$ পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। e বিন্দুতে OP_1 দামে ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ OQ_1। চাহিদা বিধির অন্যান্য অবস্থার প্রতিকূল পরিবর্তনে চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়ে D_1D_1 হয়। এখন f বিন্দুতে OP_1 দামে ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ OQ_2। এক্ষেত্রে $OQ_2 < OQ_1$। অর্থাৎ e বিন্দুর চেয়ে f বিন্দুতে চাহিদার পরিমাণ কম। এটাই চাহিদার হ্রাস।

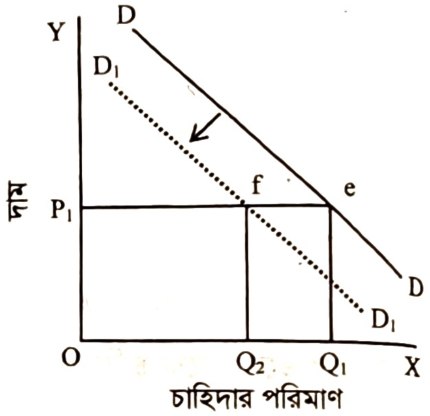

চিত্র: চাহিদার হ্রাস

চাহিদার সংকোচন-সম্প্রসারণ ও চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য:

চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ ও চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো —

চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ	চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি
১. শুধু দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ বলে।	১. দাম স্থির থেকে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে।
২. দ্রব্য ও সেবার দামের ভূমিকাই প্রধান।	২. ভোক্তার ভূমিকাই প্রধান।
৩. ভোক্তা পূর্বের চাহিদা সূচি অনুযায়ী চলে।	৩. নতুন চাহিদা সূচির সৃষ্টি হয়।
৪. চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয় না।	৪. চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয়।
৫. চাহিদার পরিবর্তন ঘটে।	৫. চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।
৬. ভোক্তা পূর্বের চাহিদা রেখায় অবস্থান করে।	৬. ভোক্তা নতুন চাহিদা রেখায় অবস্থান করে।
৭. 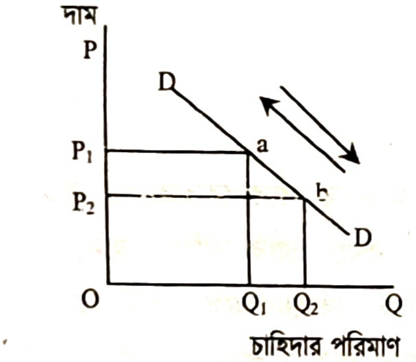	৭. 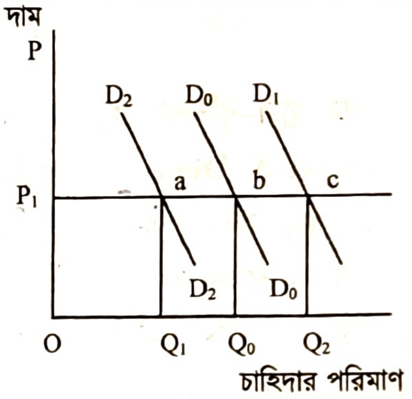

অতএব, ওপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ ও চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাজারে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিকে কী বলে?
২. একজন ভোক্তার চাহিদাকে কোন চাহিদা বলে?
৩. দুইটি পণ্যের পরস্পর সম্পূরক হতে হলে নিচের কোনটি সত্য হবে? *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা ২০১২-১৩]*
৪. ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাসমূহের যোগফল থেকে কোন রেখা পাওয়া যায়?
৫. 'পেট্রোলের দাম কমলে গাড়ির চাহিদা বাড়ে' এটি কোন ধারণার সাথে প্রাসঙ্গিক?
৬. একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অপর দ্রব্যের চাহিদা কমলে দ্রব্য দুটির প্রকৃতি কেমন হবে?

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

চাহিদার নির্ধারকগুলো একটি তালিকায় উপস্থাপন করো।

পাঠ ৭ অপেক্ষক, চলক এবং ধ্রুবক

২.২২ অপেক্ষক, চলক এবং ধ্রুবক (Function, Variable and Constant)

অপেক্ষক (Function): সাধারণভাবে ফাংশনের অর্থ হলো কোনো কাজ বা কর্মকাণ্ড। **দুই বা ততোধিক চলক যখন পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন সে সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে ফাংশন বা অপেক্ষক বলে।** অন্যভাবে, যে সমীকরণের সাহায্যে নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের সম্পর্ক দেখানো হয় তাকে অপেক্ষক বলে।

যদি একটি আওতা বা এলাকার (Domain) মধ্যে অবিচ্ছিন্ন কোনো একটি চলকের মানের জন্য বিবেচ্য নির্ভরশীল চলক Y এর পাল্লা (Range) পাওয়া যায় তবে Y কে X এর ফাংশন বলে। যেমন-Y চলক, X এর ওপর নির্ভরশীল হলে $Y = f(X)$।

অন্যভাবে দুটি চলক বা রাশি X ও Y যদি এরূপ সম্পর্কযুক্ত হয় যে, X এর প্রতিটি মানের জন্য Y এর অনুরূপ একটি মান পাওয়া যায়, তবে Y কে X এর অপেক্ষক বা ফাংশন বলে। তখন $Y = f(X)$ হয়।

চাহিদার পরিমাণ (Q_d), দামের (P) ওপর নির্ভরশীল হলে $Q_d = f(P)$, একটি চাহিদা অপেক্ষক।

ব্যয় (C), উৎপাদনের (Q) ওপর নির্ভরশীল হলে $C = f(Q)$, একটি ব্যয় অপেক্ষক। আবার $I = f(i)$ একটি বিনিয়োগ অপেক্ষক। অপেক্ষকে স্বাধীন চলকের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে।

অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য:

১. অপেক্ষক স্বাধীন ও অধীন চলকের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে।
২. একটি অপেক্ষকে একটিমাত্র অধীন চলক থাকে।
৩. একটি অপেক্ষকে এক বা একাধিক স্বাধীন চলক থাকতে পারে।
৪. অপেক্ষকের সমতা চিহ্নের ডানদিকে সাধারণত স্বাধীন চলক এবং বামদিকে অধীন চলক থাকে।
৫. একটি অপেক্ষকের অন্তর্গত অধীন ও স্বাধীন চলকের সম্পর্ক সব মানের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।
৬. অপেক্ষক সবসময়ই একটি গাণিতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে।
৭. স্বাধীন চলকের সর্বোচ্চ ঘাত অনুযায়ী অধীন চলকের সাথে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।

অপেক্ষকের শ্রেণিবিভাগ:

চলকের ঘাত বা শক্তির ভিত্তিতে:

১. **সরলরৈখিক বা একমাত্রিক অপেক্ষক:** যে অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের সূচকের সর্বোচ্চ ঘাত বা শক্তি এক এর সমান তাকে সরলরৈখিক বা একমাত্রিক অপেক্ষক বলে। যেমন—
$Y = ax + b$ $S = -c + dP$
$Q_d = a - bP$ $S = c + dP$
এরূপ অপেক্ষক থেকে অঙ্কিত রেখা সর্বদাই সরলরেখা হবে।

২. **দ্বিঘাত অপেক্ষক:** যে অপেক্ষকের স্বাধীন চলকসমূহের সূচকের সর্বোচ্চ ঘাত দুই, তাকে দ্বিঘাত অপেক্ষক বলে। যেমন— $Y = ax^2 + bx + c$

৩. **ত্রিঘাত বা ঘন অপেক্ষক:** যে অপেক্ষকের স্বাধীন চলকসমূহের সূচকের সর্বোচ্চ ঘাত তিন তাকে ত্রিঘাত অপেক্ষক বলে। যেমন—
$Y = ax^3 + bx^2 + c$
$C = 2x^3 + 3x^2 + x + 10$

৪. **স্থির অপেক্ষক:** কোনো অপেক্ষকের অধীন চলকের বিস্তার একটি নির্দিষ্ট মান হলে তাকে স্থির অপেক্ষক বলে। যেমন— $Y = f(x) = 15$
বা, $Y = f(x) = c$ [যেখানে c একটি স্থির মান]

চলক (Variable): যে প্রতীক বা রাশি ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তাকে চলক বলে। অর্থাৎ যে সাংকেতিক চিহ্নের মান পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান ধারণ করে, তাকে চলক বলে। সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার শেষের দিকের বর্ণগুলো চলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যেমন– P, Q, R, X, Y, Z। আবার অন্য ভাষার বর্ণও চলক হতে পারে। যেমন— গ্রিক বর্ণ η (ইটা), π (পাই), μ (মিউ) ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক চলক (Economic Variable): অর্থনীতিতে ব্যবহৃত যেসব বিষয় ও রাশি পরিবর্তনশীল, সেসব বিষয়কে অর্থনৈতিক চলক বলে। অর্থাৎ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত চলকসমূহকে অর্থনৈতিক চলক বলে। যেমন- D = চাহিদা, S = যোগান, P = দাম, Q = পরিমাণ, Y = আয়, C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, π = মুনাফা, L = শ্রম, K = মূলধন ইত্যাদি।

চলকের প্রকারভেদ (Types of Variable): নির্ভরশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে চলক দুই প্রকার। যথা—

১. **স্বাধীন চলক (Independent Variable):** যে চলক অন্য চলকের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং নিজেই নিজের মান নির্ধারণ করতে সক্ষম, তাকে স্বাধীন চলক বলে। যেমন: দাম = P স্বাধীন চলক।

২. **নির্ভরশীল বা অধীন চলক (Dependent Variable):** যে চলক অন্য চলকের ওপর নির্ভরশীল এবং নিজেই নিজের মান নির্ধারণ করতে পারে না, তাকে নির্ভরশীল বা অধীন চলক বলে। যেমন: উৎপাদন (Q) বেশি হলে, মোট খরচ (C) বাড়ে। তাই খরচ নির্ভর করে উৎপাদনের পরিমাণের ওপর অর্থাৎ $C = f(Q)$

উপযোগ (U) নির্ভর করে, খাদ্য গ্রহণের (F) ওপর অর্থাৎ $U = g(F)$

সঞ্চয় (S) নির্ভর করে, আয়ের (Y) ওপর অর্থাৎ $S = f(Y)$

এখানে Q, F এবং Y হলো স্বাধীন চলক এবং C, U এবং S নির্ভরশীল চলক।

চলকের সাহায্যে দুই বা ততোধিক জিনিস বা বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়।

স্বাধীন চলক ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে তুলনা: স্বাধীন চলক ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো—

১. অপেক্ষকে যে চলকের ওপর ইচ্ছামতো মান আরোপ করা হয় তাকে স্বাধীন চলক বলা হয়। অন্যদিকে, স্বাধীন চলকের বিভিন্ন মানের ওপর যে চলকের মান নির্ভর করে তাকে নির্ভরশীল চলক বলে।
২. স্বাধীন চলক অন্য চলকের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু নির্ভরশীল চলক তা পারে না।
৩. $Q = f(P)$, এখানে P স্বাধীন চলক এবং Q নির্ভরশীল চলক।
৪. স্বাধীন চলক সাধারণত সমান (=) চিহ্নের ডানদিকে থাকে কিন্তু অধীন চলক সমান (=) চিহ্নের বাম দিকে থাকে।
৫. একটি অপেক্ষকে এক বা একাধিক স্বাধীন চলক থাকতে পারে কিন্তু একটি অপেক্ষকে একটি মাত্র অধীন চলক থাকে।
৬. স্বাধীন চলক স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু অধীন চলক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।
৭. গণিতে স্বাধীন চলককে সাধারণত ভূমি অক্ষে দেখানো হয় এবং অধীন চলককে লম্ব অক্ষে দেখানো হয়।
৮. অর্থনীতিতে স্বাধীন চলককে সাধারণত লম্ব অক্ষে দেখানো হয় কিন্তু অধীন চলককে ভূমি অক্ষে দেখানো হয়।

ধ্রুবক (Constant): একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে বস্তু বা বিষয়ের মান পরিবর্তিত হয় না, অর্থাৎ স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে তাকে ধ্রুবক বলে। সংক্ষেপে, যার মান পরিবর্তিত হয় না তাকে ধ্রুবক বলে।

যেমন: 1, 5, $\sqrt{7}$, e, π এবং a, b, c ইত্যাদি। ধ্রুবক দুই প্রকার। যেমন—

সহগ কী?

সহগ হলো এক প্রকার ধ্রুবক। কোনো ধ্রুবক চলকের সাথে গুণন আকারে বসলে তাকে সহগ বলে। যেমন: 5x। এখানে 5 একটি ধ্রুবক। এই 5 ধ্রুবকটির x চলকের সাথে গুণন আকারে বসেছে। তাই এখানে 5 হলো একটি সহগ।

i. **সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক:** যাদের মান স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক বলে। যেমন: $5, \sqrt{7}, \pi, e$

ii. **ইচ্ছামূলক ধ্রুবক:** যাদের মান ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য সেগুলোকে ইচ্ছামূলক ধ্রুবক বলে। যেমন: a, b, c। উল্লেখ্য সহগও এক প্রকার ধ্রুবক।

চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য: চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

১. পরিবর্তনশীল কোনো তথ্য বা বৈশিষ্ট্যকে চলক বলে। অন্যদিকে, ধ্রুবক হলো চলকের বিপরীত অবস্থা। যে মান বা রাশির পরিবর্তন হয় না তাকে ধ্রুবক বলে।

২. চলক যেকোনো মান গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ধ্রুবক একটি মাত্র মান গ্রহণ করে।

৩. চলক সাধারণত স্বাধীন চলক ও অধীন চলক, বাহ্যিক চলক ও অভ্যন্তরীণ চলক হতে পারে। অন্যদিকে, ধ্রুবক দুই প্রকার; সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক ও ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।

৪. সাধারণত চলক ইংরেজি বর্ণমালা X, Y, Z, P, K ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অপরপক্ষে, ধ্রুবককে 1, 2, 3, e প্রভৃতি গাণিতিক সংখ্যা এবং গ্রিক বর্ণমালা α, β, π, ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৫. চলক গতিশীল রাশি। অন্যদিকে ধ্রুবক স্থিতিশীল রাশি।

৬. চলক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান গ্রহণ করে বলে এর গড় মানও বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু ধ্রুবক সর্বদা একই মান গ্রহণ করে বলে এর গড় মান এবং প্রাথমিক মান একই থাকে।

৭. চলক অপেক্ষকে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে কিন্তু ধ্রুবক চলকের সাথে সহগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৮. চলক তথ্যসারির গুণ বা পরিমাণ প্রকাশ করে কিন্তু ধ্রুবক প্রাকৃতিক সংখ্যা প্রকাশ করে।

পরামিতি (Parameter): গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে পরামিতি বলে। কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয় স্থির কিন্তু কখনো পরিবর্তনশীল হিসেবে বিবেচিত হয় তাকে পরামিতি বলে। যেমন— অর্থনীতিতে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাকে পরামিতি হিসেবে ধরা হয়। পরামিতিকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার আদ্যন্তর a, b, c অথবা গ্রিক বর্ণমালা α, β, γ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে কী বলে? *[চ. বো. ২০২২]*

২. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজানা থাকে তাকে কী বলে? *[ঢা. বো. ২০২৫; দি. বো. ২০২১]*

৩. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান স্থির থাকে, তাকে কী বলে? *[দি. বো. ২০২৫; য. বো. ২০২১]*

৪. যে চলকের মান অন্য চলকের উপর নির্ভরশীল তাকে কী বলে?

৫. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যা কিছুর মান পরিবর্তনশীল তাকে কী বলে? *[সি. বো. ২০১৭]*

৬. D =10-2P হলে এক্ষেত্রে কোনটি অধীন চলক?

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যে মধ্যে ৩টি পার্থক্য লেখো।

২. Y = 40 – 4P, প্রদত্ত সমীকরণ থেকে চলক, ধ্রুবক ও সহগ নির্ণয় করো।

পাঠ ৮ চাহিদা অপেক্ষক ও তথ্যসূচি থেকে লেখচিত্র অঙ্কন

২.২৩ চাহিদা অপেক্ষক (Demand Function)

যে অপেক্ষক বা সমীকরণের সাহায্যে চাহিদার পরিমাণের সাথে দামের বিপরীতমুখী সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদা অপেক্ষক বলে। চাহিদা বিধির বীজগাণিতিক রূপকে চাহিদা সমীকরণ বলে।

চাহিদা অপেক্ষক $D = Q_d = f(P)$. যেখানে, D = চাহিদা, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, f = ফাংশন বা অপেক্ষক, P = দাম

চাহিদা অপেক্ষক থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন: ধরি, চাহিদা সমীকরণ $D = a - bP$, বা, $Q_d = 10 - 2P$

যেখানে, $D = Q_d$ = চাহিদার পরিমাণ, $a = 10$ (ছেদক), $b = -2$ (চাহিদা রেখার ঢাল)

অন্তরকলনের সাহায্যে, চাহিদা রেখার ঢাল $= \frac{dD}{dP} = \frac{d}{dP}(a - bP) = 0 - b = -b < 0$

সংখ্যামানের অপেক্ষকের সাহায্যে $\frac{d(Q_d)}{dP} = \frac{d}{dP}(10 - 2P) = 0 - 2 = -2 < 0$

চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক, ফলে দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এটিই চাহিদা বিধি। উপরের সমীকরণে ($Q_d = 10 - 2P$) P এর বিভিন্ন মানে Q_d এর বিভিন্ন মান পাওয়া যায়। যেমন—

P	1	2	3	4
Q_d	8	6	4	2

উপরের সূচি থেকে পাশে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো।

দ্রব্যটির দাম যখন 1 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪ একক হয়। যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এরপর দাম বেড়ে 2, 3, 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে 6, 4, 2 একক হয়। যা চিত্রে যথাক্রমে b, c, d বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে DD′ চাহিদা রেখা পাওয়া যায়, যা বাম দিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী, ফলে চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়।

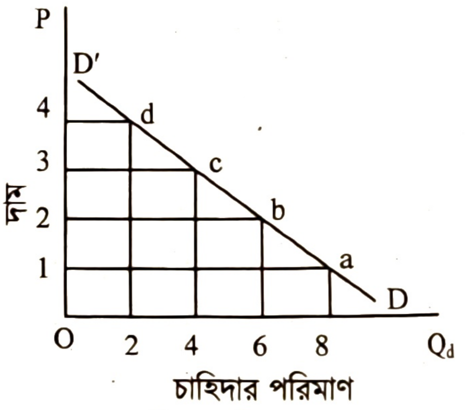

চিত্র: চাহিদা রেখা

২.২৪ তথ্যসূচি থেকে লেখচিত্র অঙ্কন (Draw a Graph from a Schedule)

তথ্যসূচি হলো এক ধরনের সারণি বা ছক। একটি অপেক্ষকে স্বাধীন চলকের বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে অধীন চলকের ভিন্ন ভিন্ন মান নিয়ে যে সারণি বা ছক পাওয়া যায়, তাকে তথ্যসূচি (Schedule) বলে। স্বাধীন চলকের সাথে নির্ভরশীল চলকের সম্পর্ক যখন চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে লেখচিত্র বলে। লেখচিত্র সরল বা বক্ররেখা উভয়ই হতে পারে। অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের তথ্যসূচি থেকে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়।

> **স্থানাঙ্ক কী?**
>
> লেখচিত্রে কোনো বিন্দুর অবস্থানের নির্দেশক হলো স্থানাঙ্ক। মূল বিন্দু হতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর আনুভূমিক ও উলম্ব দূরত্বকে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলে।

অপেক্ষকের ওপর ভিত্তি করে তথ্যসূচি পাওয়া যায়। তথ্যসূচির ওপর নির্ভর করে লেখচিত্র গঠিত হয়। লেখচিত্রের স্থানাঙ্ক প্রথম X অক্ষের মান এবং কমা চিহ্ন দিয়ে Y অক্ষের মান লিখতে হয়।

ধরি,

অ-একমাত্রিক চাহিদা অপেক্ষক $P^a Q = c$

বা, $Q = \frac{c}{P^a} = cP^{-a}$ একটি বিপরীত অপেক্ষক (inverse function)

এখানে ধরি, a = পরামিতি বা শক্তি $= 1$, c = স্থিরমান $= 10$, সুতরাং $Q = \frac{10}{P^1} = \frac{10}{P}$

স্বাধীন চলক, দাম (P) এর বিভিন্ন মানে অধীন চলক চাহিদার পরিমাণ (Q) এর বিভিন্ন মান নিয়ে সারণি বা তথ্যসূচি তৈরি করি।

দাম (P) (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ Q (একক)	বিন্দু	স্থানাঙ্ক
1	10	D_1	(10, 1)
2	5	D_2	(5, 2)
3	3.33	D_3	(3.33, 3)
4	2.50	D_4	(2.50, 4)

লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. ছক কাগজের ভূমি বা X অক্ষে চাহিদার পরিমাণ (Q) এবং লম্ব বা Y অক্ষে দাম (P) নির্দেশ করি।

২. ছক কাগজের ভূমি অক্ষে প্রতি বর্গঘর = 2 একক এবং লম্ব অক্ষে প্রতি বর্গঘর = 1 একক হিসেবে ধরা হলো।

৩. দাম (P) টাকায় এবং পরিমাণ (Q) এককে পরিমাপ করা হয়েছে।

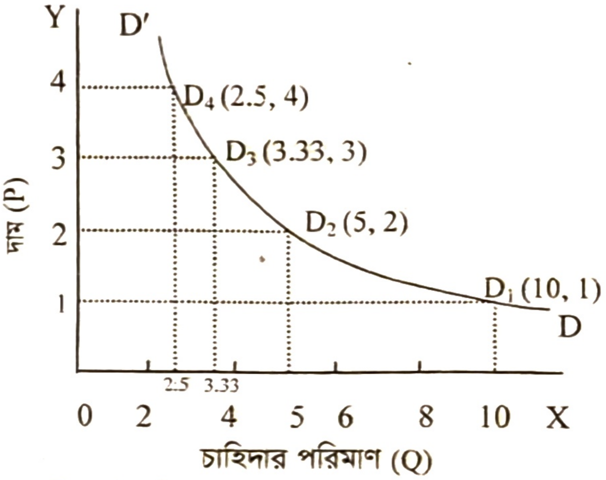

চিত্র: বিপরীত অপেক্ষক থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন

চিত্রের বিশ্লেষণ: দাম P = 1 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ Q = 10 একক, ফলে D_1 বিন্দু (10, 1) পাওয়া যায়। দাম বেড়ে 2 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে 5 একক হয়, ফলে D_2 বিন্দু (5, 2) পাওয়া যায়। দাম বেড়ে 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে 3.33 একক হয় ফলে D_3 বিন্দু (3.33, 3) পাওয়া যায়। আবার দাম বেড়ে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে 2.50 একক হয়। ফলে D_4 বিন্দু (2.50, 4) পাওয়া যায়। এখন প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ D_1, D_2, D_3 ও D_4 যোগ করে DD′ চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। যা একটি সমপরাবৃত্তাকার চাহিদা রেখাকে নির্দেশ করে।

তাৎপর্য: বিপরীত অপেক্ষক থেকে প্রাপ্ত DD চাহিদা রেখা বাঁকা বা সমপরাবৃত্তাকার রেখা হয়েছে। এ রেখা কখনও কোনো অক্ষকে ছেদ করে না এবং এ রেখার প্রতিটি বিন্দুতে ক্ষেত্রফল একটি স্থির সংখ্যা।

জেনে রাখো

অর্থনীতিতে সমপরাবৃত্তাকার রেখাসমূহ হলো—
ক. চাহিদা রেখা (DD);
খ. নিরপেক্ষ রেখা (IC);
গ. সমউৎপাদন রেখা (IQ);
ঘ. গড় স্থির ব্যয় রেখা (AFC)।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ককে কী বলে? *[চ. বো. ২০২১]*

২. চাহিদা রেখার সমীকরণ = a – bp তে 'a' হলো— *[কু. বো. ২০২১]*

৩. D = 20 – 5P চাহিদা সমীকরণ হলে, কোন দামে চাহিদার পরিমাণ শূন্য হবে? *[ব. বো. ২০১৯]*

৪. D = 20 – 2P চাহিদা অপেক্ষকটিতে D ও P-কে কী বলা হয়?

৫. D = f (P); এখানে 'f' কীসের প্রতীক?

৬. D = a – bP চাহিদা সমীকরণ থেকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা কীরূপ হবে?

৭. একটি চাহিদা রেখার নিম্নগামী ঢালের প্রধান কারণ কি? *[ঢাবি 'গ' ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. বাড়ির কাজ

চাহিদা সমীকরণ $D = \frac{8}{P}$ । এই সমীকরণ থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।

পাঠ ৯ অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ, রেখার ঢাল

২.২৫ অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
(Equations of Different Curves Normally Used in Economic Theory)

অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব, বিধি, উপসিদ্ধান্ত আলোচনা করা হয়। যেমন– সাধারণ ধারণা ও বিধি হিসাবে চাহিদা, যোগান, ভারসাম্য, উৎপাদন, আয়, ব্যয়, মুনাফা, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি। এসব ধারণা ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রেখাচিত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ থেকেই এসব রেখাচিত্র পাওয়া যায়।
নিচে এসব সমীকরণ আলোচনা করা হলো।

ক. সরলরৈখিক বা একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ ও রেখা: সাধারণত দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ $D = a - bP$
এখানে D = দ্রব্যের চাহিদা, P = দ্রব্যের দাম, a = ধনাত্মক ছেদকমান (পরামিতি), b = ঢাল।
সংখ্যামানে চাহিদা সমীকরণ $D = 10 - 2P$

খ. বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রেখার ব্যাখ্যা: বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রেখার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

i. $D = a - bP$ বা, $D = 10 - 2P$ স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী সরল রেখা হয়ে থাকে।

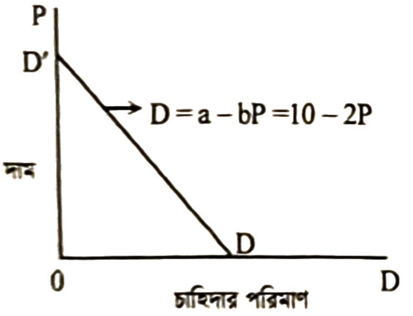

ii. $D = a$ অর্থাৎ দাম $P = 0$ হলে $D = 10$, স্বাধীন বা মুক্ত দ্রব্যের (বাতাস, সূর্যের আলো) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা থাকে। তখন চাহিদা রেখা DD′ ভূমি অক্ষের সাথে মিশে থাকে।

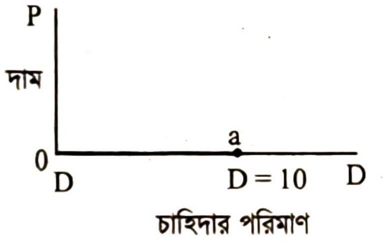

iii. $D = 10 - 2P = 0$ অর্থাৎ চাহিদা পরিমাণ শূন্য। বা, $-2P = -10$
$\therefore P = \frac{10}{2} = 5$ দাম $P = 5$ টাকা হলে চাহিদা শূন্য হবে। অর্থাৎ ভোক্তা আর দ্রব্যটি কিনবে না। ফলে রেখাটি লম্ব অক্ষের সাথে মিশে থাকবে।

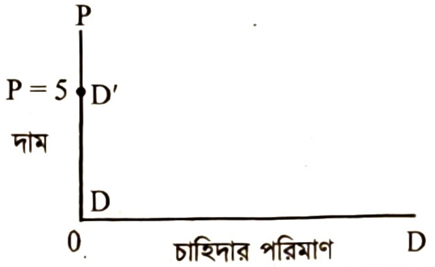

iv. $D = a + bp$ বা, $D = 10 + 2P$; ছেদক মান ও ঢাল ধনাত্মক। ব্যতিক্রমধর্মী চাহিদা রেখা, যা বিলাসজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

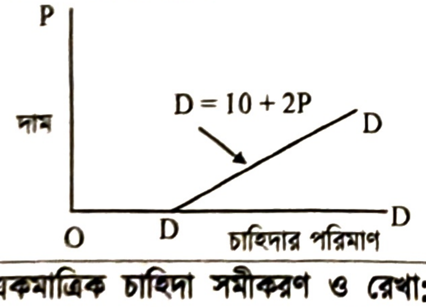

v. $D = bP$; ছেদক মান শূন্য, কিন্তু ঢাল ধনাত্মক, যা নিকৃষ্ট বা গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা মূল বিন্দু থেকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

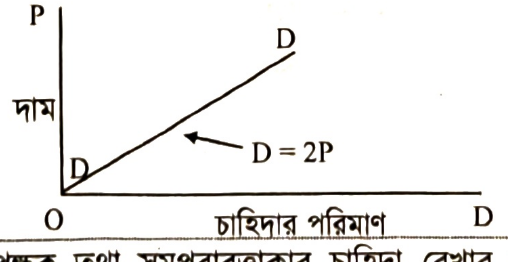

গ. অ-একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ ও রেখা: বিপরীত অপেক্ষক তথা সমপরাবৃত্তাকার চাহিদা রেখার সমীকরণ নিম্নরূপ: i. $Q = \frac{C}{p^a}$; ii. $D = \frac{10}{P}$; iii. $PQ = 10$;

iv. $PQ = 15$; v. $X = \frac{16}{P}$; vi. $D = \frac{10}{P^2}$;

vii. $D = \frac{1}{2P}$.

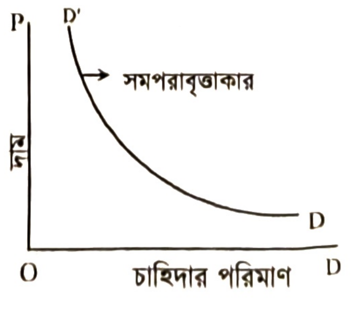

এসব চাহিদা অপেক্ষকসমূহ বিপরীত অপেক্ষক; ফলে চাহিদা রেখাসমূহ সমপরাবৃত্তাকার হবে। যার চিত্ররূপ পাশে দেখানো হলো।

২.২৬ রেখার ঢাল (Slope of a Line)

জগতের প্রতিটি বস্তু বা জিনিস পরিবর্তনশীল। অর্থনীতি একটি পরিবর্তনশীল বিষয়। চলমান অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদান সর্বদাই পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যায় ঢালের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঢাল মূলত স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের কতটুকু পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করে। একটি রেখার ঢাল স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের (ΔX) ফলে নির্ভরশীল চলকের পরিবর্তনের (ΔY) অনুপাত নির্দেশ করে। সংক্ষেপে **কোনো রেখার উলম্ব বা উচ্চতা ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ঢাল বলে।**

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা: স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাতকে ঢাল বলে। একটি সূত্রের সাহায্যে সরলরেখার ঢাল নির্ণয় করা যায়। যেমন—

$$\text{ঢাল} = \frac{\text{নির্ভরশীল চলকের পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলকের পরিবর্তন}} = \frac{\text{লম্ব দূরত্ব}}{\text{ভূমির দূরত্ব}} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{OY_2 - OY}{OX_2 - OX}$$

$$= \frac{\text{Y এর বর্তমান অবস্থান থেকে পূর্বের অবস্থান}}{\text{X এর বর্তমান অবস্থান থেকে পূর্বের অবস্থান}}$$

সাধারণত স্বাধীন চলককে ভূমি অক্ষে এবং নির্ভরশীল চলককে লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা হয়। সুতরাং একটি সরলরেখা বরাবর লম্ব অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তনকে ভূমি অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে রেখার ঢাল পাওয়া যায়।

আবার, **কোনো অপেক্ষককে স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে অধীন চলকের পরিবর্তনের হার নির্ণয়কে ঢাল বলে।**

যদি $Y = f(X)$ হয় তবে, ঢাল (slope) $= \frac{dY}{dX} = \frac{\text{Y অক্ষগত পরিবর্তন}}{\text{X অক্ষগত পরিবর্তন}}$

গাণিতিকভাবে, কোন অপেক্ষকের বিবেচ্য চলকের সাপেক্ষে প্রথম অন্তরকলনের মানকে ঢালের মান বলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ লেখো।

২. স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা কোন দিকে গমন করে?

৩. $D = a - bP$ অপেক্ষকের চাহিদা রেখা কেমন হবে?

৪. $D = bP$ সমীকরণে ছেদক মান কত?

৫. কোন ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়?

৬. কোন চাহিদা রেখা কোনো অক্ষকে ছেদ করে না?

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দাম (P)	0	1	2	3	4	5
চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	10	8	6	4	2	0

উপরের সূচিটি ব্যবহার করে একটি সরলরৈখিক চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।

বাড়ির কাজ: নিম্নলিখিত সমীকরণ থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।

i. $D = 8 - P$

ii. $Q = 10 - 2P$

iii. $Q = 20 - 5P$

iv. $D = 16 - 4P$

v. $D = 5 - P$

vi. $D = 12 - 3P$

vii. $D = 15 - 3P$

viii. $D = 2P$

ix. $D = \frac{1}{5P}$; যেখানে, Q, D = চাহিদা এবং P = দাম

জেনে রাখো

অত্যন্ত নিম্ন আয়সম্পন্ন পরিবারের মৌলিক খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক বিরাজ করে। এসব দ্রব্যকে স্যার রবার্ট গিফেনের নামানুসারে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। যেমন—মোটা চাল, ডাল, লবণ, কাপড় ইত্যাদি।

পাঠ ১০ ও ১১ সরল রেখার ঢাল নির্ণয়; বাম থেকে ডানে নিম্নগামী সরল রেখার ঢাল; চাহিদা সমীকরণ গঠন; ঢালের প্রকারভেদ; বক্ররেখার ঢাল নির্ণয়; চাহিদা সমীকরণ গঠন; পরিপূরক ও পরিবর্তক দ্রব্য

২.২৭ সরল রেখার ঢাল নির্ণয় (Determination of Slope of a Straight Line)

মনে করি, $Y = f(X)$ একটি সরল রেখার অপেক্ষক।
চিত্রে $Y = f(X)$ অপেক্ষক দ্বারা AB রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এর ঢাল নির্ণয় করতে হবে।
মনে করি, AB রেখার উপর X এবং Y এর প্রাথমিক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে X_1 এবং Y_1। পরবর্তীতে X ও Y এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে X_2 এবং Y_2 হয়।
মনে করি, AB রেখার উপর P ও Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (X_1, Y_1) এবং (X_2, Y_2)

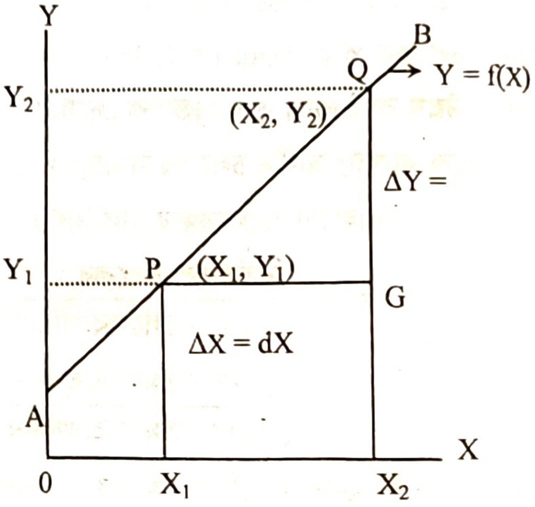

চিত্রানুসারে, $PG = OX_2 - OX_1 = X_1X_2 = \Delta X = dX$
$QG = QX_2 - GX_2 = Y_2Y_1 = \Delta Y = dY$
বা, $QG = OY_2 - OY_1 = Y_2Y_1 = \Delta Y = dY$
অতএব, PQ অংশের ঢাল $= \frac{QG}{PG} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{dY}{dX}$

তাৎপর্য: কোনো সরল রেখার প্রতিটি বিন্দুতে ঢাল স্থির থাকে। সুতরাং, কোনো সরল রেখার একটি বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করতে হলে ঐ বিন্দু থেকে সরল রেখা বরাবর লম্ব অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তনকে ভূমি অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায়, তাই হলো ঢাল। ঢালের মানের সাহায্যে রেখার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং চলকসমূহের গতি-প্রকৃতি বোঝা যায়।

২.২৮ বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী সরল রেখার ঢাল (ঋণাত্মক ঢাল) (Slope of Downward Linear Curve (Negative Slope))

কোনো সরল রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হলেও ঢাল নির্ণয়ের সূত্র একই। তবে এক্ষেত্রে শুধু ঢালের মানের চিহ্ন হবে ঋণাত্মক (negative)। ধরা যাক, AB রেখা ডানদিকে নিম্নগামী একটি সরল রেখা যার P বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করতে হবে। আরও ধরা যাক, AB সরল রেখার সমীকরণ $Y = 20 - 4X$। এক্ষেত্রে X এর বিভিন্ন মানে Y এর যে বিভিন্ন মান পাওয়া যায় তা নিচের তালিকায় দেখানো হলো—

X	0	1	2	3	4	5
Y	20	16	12	8	4	0
সংমিশ্রণ বিন্দু	M	N	P	Q	R	S

জেনে রাখো
পরামিতি: যে ধ্রুবকের মান কখনো স্থির থাকে আবার কখনো পরিবর্তন হয় তকে পরামিতিক ধ্রুবক বা সংক্ষেপে পরামিতি বলে।

তালিকায় প্রাপ্ত জোড়া মানগুলো চিত্রে উপস্থাপন করে AB সরল রেখা পাওয়া যায়। AB সরল রেখা বামদিকে থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। কেননা X এর মান বৃদ্ধির সাথে সাথে Y এর মান হ্রাস পাচ্ছে। ধরা যাক, P বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করতে হবে। এখন AB রেখার উপর আরও একটি বিন্দু Q নেওয়া হলো।
P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $= (X_1, Y_1)$ বা $(2, 12)$
এবং Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক $= (3, 8)$ বা (X_2, Y_2)

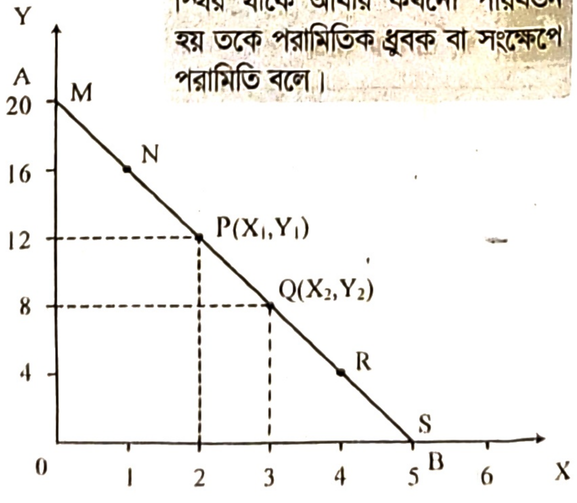

সুতরাং, P বিন্দুতে ঢাল $= \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{8 - 12}{3 - 2}$
$= \frac{-4}{1} = -4 < 0$

$\therefore$ AB সরলরেখার ঢাল ঋণাত্মক।

২.২৯ ঢালের প্রকারভেদ (Classification of Slope)

রেখার ঢাল রেখাটির খাড়াত্ব (Steepness) এবং দিক নির্দেশ করে। আর এর ওপর ভিত্তি করে রেখার ঢাল চার প্রকার হতে পারে। যেমন-১. ধনাত্মক ঢাল (positive slope), ২. ঋণাত্মক ঢাল (negative slope), ৩. শূন্য ঢাল (zero slope), ৪. অসীম ঢাল (infinite slope)।

১. **ধনাত্মক ঢাল:** যদি স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি হয়, তাহলে উক্ত অপেক্ষকের লেখচিত্র হবে বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী এবং রেখাটির ঢাল হবে ধনাত্মক। ধরা যাক, $Y = 2 + \frac{1}{2}X$। এক্ষেত্রে X এর প্রতি 2 একক মান বাড়লে Y এর 1 একক মান বাড়ে এবং X এর 2 একক মান কমলে Y এর 1 একক মান কমে। যেমন —

X	0	2	4
Y	2	3	4

পাশের চিত্রে দেখা যায় যে, X এর মান যখন 2 হয় Y এর মান তখন 3, X এর মান বৃদ্ধি পেয়ে 4 হলে Y এর মান বেড়ে 4 হয়। এক্ষেত্রে—

A থেকে B-তে ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$

$= \frac{4-3}{4-2}$

$= \frac{1}{2} > 0$ অর্থাৎ ঢাল ধনাত্মক।

উদাহরণ: অর্থনীতিতে যোগান রেখা, ভোগ রেখা, মোট আয় রেখা ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়ে থাকে।

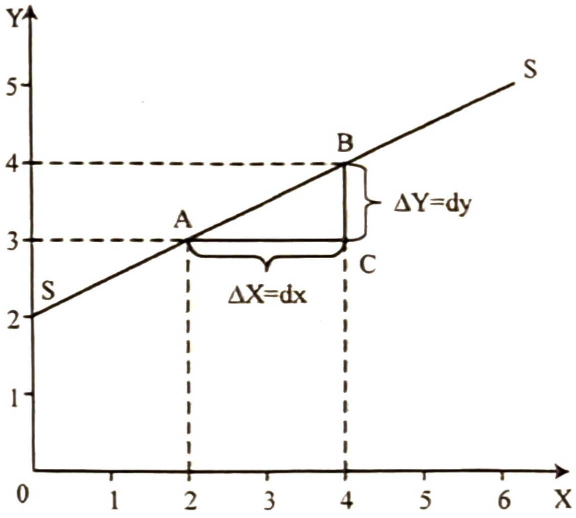

চিত্র: ধনাত্মক ঢাল

২. **ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখা :** ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখা বাম থেকে ডানে নিম্নগামী হয়। এক্ষেত্রে স্বাধীন চলকের সাথে অধীন চলকের সম্পর্ক বিপরীত হয়। অর্থাৎ একটির মান বাড়লে অপরটির মান কমে এবং একটির মান কমলে অপরটির মান বাড়ে।

ধরা যাক, Y = 10 – 2x, এক্ষেত্রে সমীকরণটির সূচি হবে,

X	0	1	2	3	4	5
Y	10	8	6	4	2	0

পাশের চিত্রে DD রেখার ঢাল ঋণাত্মক। X এর মান 2 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 3 একক হলে Y এর মান 6 একক থেকে কমে 4 একক হয়।

এক্ষেত্রে DD রেখার A থেকে B বিন্দুতে ঢাল $= \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$

$= \frac{4-6}{3-2}, = \frac{-2}{1}, = -2 < 0$

অর্থাৎ DD রেখার ঢাল ঋণাত্মক।

উদাহরণ: অর্থনীতিতে চাহিদা রেখা, বাজেট রেখা, গড়, স্থির, ব্যয় রেখা ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়।

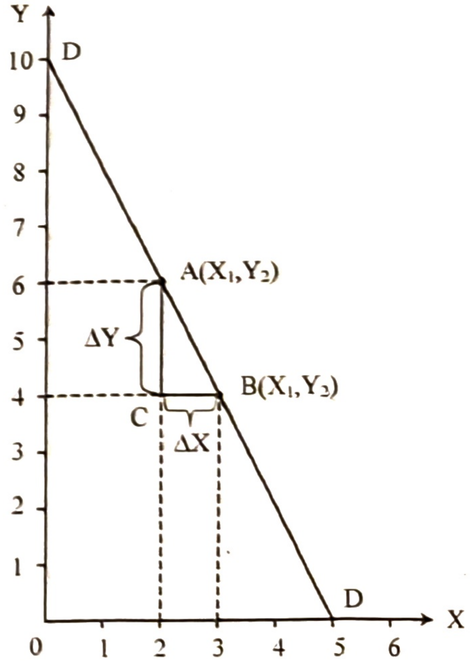

চিত্র: ঋণাত্মক ঢাল

৩. **শূন্য ঢাল:** আনুভূমিক রেখার ঢাল শূন্য হয়। অর্থাৎ ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল রেখার ঢাল শূন্য। চিত্রে DD রেখার ঢাল শূন্য। এটি স্থির অপেক্ষক নির্দেশ করে। অর্থাৎ X এর যেকোনো মানে Y এর একটি মাত্র মান পাওয়া যায়।

চিত্রানুসারে, DD রেখার A থেকে B বিন্দুতে

$$\text{ঢাল} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{2(B) - 2(A)}{2-1} = \frac{0}{2} = 0$$

তাৎপর্য: X এবং Y এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

উদাহরণ: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা, স্থির ব্যয় রেখা।

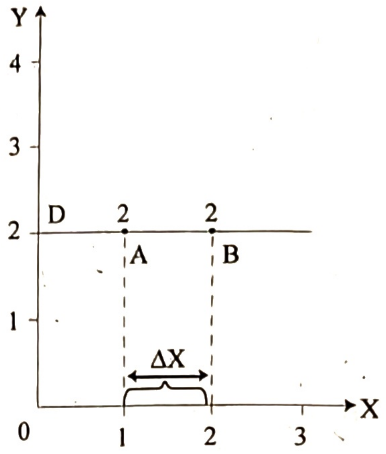

চিত্র: শূন্য ঢাল

৪. **অসীম ঢাল:** উলম্ব অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল অসীম হয়। স্বাধীন চলকের সূক্ষ্মতম পরিবর্তনে ($\Delta X \rightarrow 0$) যদি অধীন চলকের মানের পরিবর্তন ব্যাপক হয় ($\Delta Y \rightarrow \infty$) তবে লেখচিত্রটির ঢাল অসীম হবে।

চিত্রে, বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো –

চিত্রে AB রেখার ঢাল অসীম। এ রেখার

$$C \text{ থেকে } D \text{ বিন্দুতে ঢাল} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

$$= \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{3-1}{3(C) - 3(D)} = \frac{2}{0} = \infty$$

∴ C বিন্দুতে ঢাল অসীম ($= \infty$) কেননা কোনো কিছুকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল অসীম হয়।

তাৎপর্য : X ও Y চলকের মধ্যে সম্পর্ক অজানা।

উদাহরণ: কৃষকের দারিদ্র্যের (X) সাথে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (Y), আকাশের রং এর সাথে মানুষের সংখ্যা ইত্যাদি।

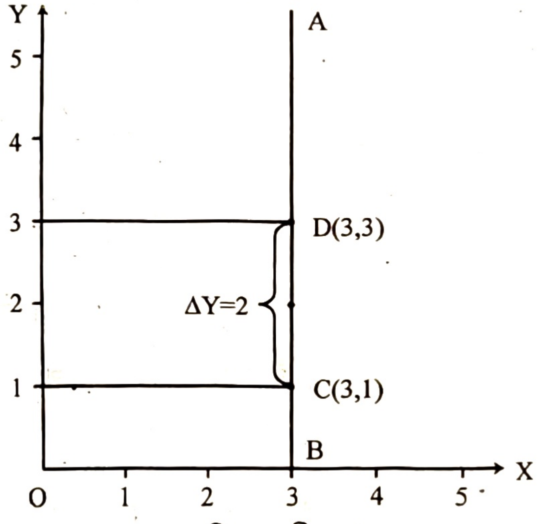

চিত্র: অসীম ঢাল

২.৩০ বক্ররেখার ঢাল নির্ণয় (Slope of a Curve)

বক্ররেখায় ঢাল নির্ণয় করতে হলে বক্ররেখার ওপর বিবেচ্য বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকতে হবে। স্পর্শকটির ঢাল নির্ণয়ের মাধ্যমে বক্র রেখাটির ঐ বিন্দুর ঢাল নির্ণয় করা যাবে। সরলরেখার ঢালের মতো বক্ররেখার ঢাল সব বিন্দুতে সমান নয়। স্পর্শকের অবস্থানের জন্য বক্ররেখার ঢাল বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন রকম হয়।

বক্ররেখার ঢাল (Slope of a curvilinear Curve): অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের বক্ররেখা ব্যবহৃত হয়। বক্ররেখায় ঢাল নির্ণয় করতে হলে স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। এরপর উক্ত স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করতে হবে। কারণ বক্ররেখার প্রতিটি বিন্দুতে সমহারে পরিবর্তন ঘটে না। স্পর্শক হলো একটি সরলরেখা। এটি বক্ররেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে, কিন্তু ছেদ করে না। এখন বক্ররেখার ঢাল নির্ণয় করি।

ধরি $Y = f(x)$ একটি বক্ররেখা, এর নির্দিষ্ট বিন্দু A। উক্ত A বিন্দুতে TAT স্পর্শক আঁকি। X এবং Y এর পরিবর্তন নির্ণয়ের জন্য স্পর্শক রেখায় একটি বিন্দু B ধরি। এখন A বিন্দুতে ঢাল $= \frac{dy}{dx} = \frac{BC}{AC} = \frac{2-1}{8-4} = \frac{1}{4} = 0.25 > 0$, অর্থাৎ ঢাল ধনাত্মক।

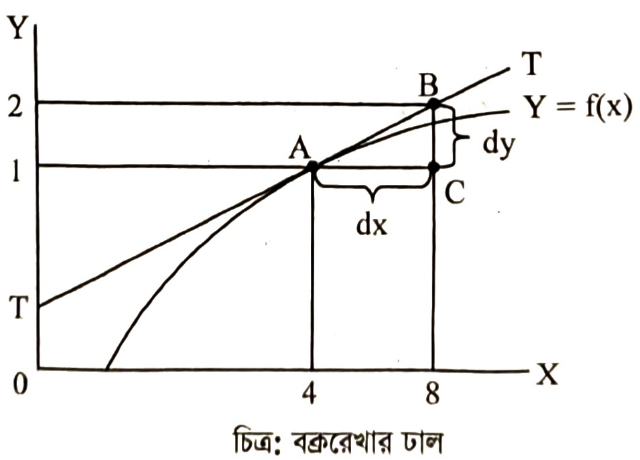

চিত্র: বক্ররেখার ঢাল

বক্ররেখার সব বিন্দুতে ঢাল সমান নয়: বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ঢালের মান বিভিন্ন হয়। ধরি, $Y = f(x)$ একটি বক্ররেখা। এর দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু হলো A এবং B। উক্ত বিন্দু দুটিতে T_1 এবং T_2 দুটি স্পর্শক অঙ্কন করি।

A বিন্দুতে ঢাল = T_1 স্পর্শকের ঢাল $= \frac{dy_1}{dx_1} = \frac{10-2}{2-0} = \frac{8}{2} = 4 > 0$ অর্থাৎ, ধনাত্মক ঢাল।

B বিন্দুতে ঢাল = T_2 স্পর্শকে ঢাল $= \frac{dy_2}{dx_2} = \frac{16-10}{4-0} = \frac{6}{4} = \frac{2}{3} > 0$

A বিন্দুতে ঢাল = 4, কিন্তু B বিন্দুতে ঢাল $= \frac{2}{3}$।

সুতরাং, বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল আলাদা হয়।

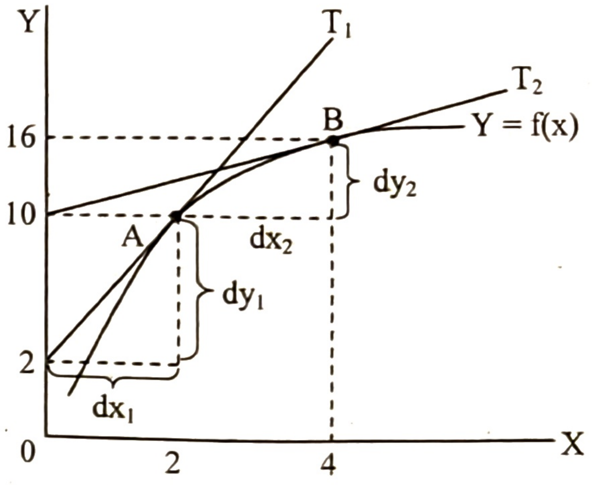

চিত্র: বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল নির্ণয়

২.৩১ চাহিদা সমীকরণ গঠন (Formation of Demand Equation)

সাধারণত কোনো দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষক $Q = f(p)$ এবং চাহিদা সমীকরণ হলো: $Q_d = a - bP$। এখানে Q_d = চাহিদার পরিমাণ, P = দাম, a ও b হলো ধ্রুবক বা পরামিতি। এ সমীকরণকে $D = a - bP$ বা $Q_d = a - bP$ এভাবেও লেখা যায়। ধরি, কোনো দ্রব্যের দাম 10 টাকা তথা এ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ 100 একক। এখন দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে তা 9 টাকা হলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে 120 একক হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা সমীকরণ হবে:

$$\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$

বা, $\frac{Q_d - 100}{100 - 120} = \frac{P - 10}{10 - 9}$

বা, $\frac{Q_d - 100}{-20} = \frac{P - 10}{1}$

বা, $Q_d - 100 = -20P + 200$

বা, $Q_d = 200 + 100 - 20P$

$\therefore Q_d = 300 - 20P$; এটি একটি চাহিদা সমীকরণ নির্দেশ করে।

এখানে,
Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_1 = প্রাথমিক চাহিদা = 100 টাকা
Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদা একক = 120 টাকা
P = দাম
P_1 = চাহিদার দাম = 10 টাকা
P_2 = পরিবর্তিত দাম = 9 টাকা

সমীকরণের সাহায্যে ঢাল নির্ণয়: $Q = a - bP$ হলে এক্ষেত্রে ঢাল $= \frac{dQ}{dP} = \frac{\text{অধীন চলক Q এর পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলক P এর পরিবর্তন}}$

সুতরাং, $\frac{dQ}{dP} = \frac{d}{dP}(a - bP) = \frac{d}{dP}(a) - \frac{d}{dP}(b.P) = 0 - 1.b = -b$। [ধ্রুবকের পরিবর্তন শূন্য এবং $\frac{d}{dx}(x) = 1$ হলে]

২.৩২ পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্য (Substitute and Complementary Goods)

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ করে। এ সব দ্রব্য অনেক সময় একটির পরিবর্তে আরেকটি ব্যবহার করা যায়। আবার ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কিত। আর পণ্যসামগ্রীর পরস্পর সম্পর্কের ভিত্তিতে এদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো: ক. পরিবর্তক/বিকল্প দ্রব্য এবং খ. পরিপূরক দ্রব্য।

ক. পরিবর্তক দ্রব্য: সাধারণভাবে পরিবর্তক দ্রব্য বলতে ঐসব দ্রব্যকে বোঝায় যেসব দ্রব্যকে একটির পরিবর্তে আরেকটি ব্যবহার করা যায়। দুটি দ্রব্য যদি এমন হয় যে, একটির পরিবর্তে অন্যটি ভোগ করা যায় এবং দ্রব্য দুটির উপযোগ প্রায় সমান হয় তবে দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়। যেমন— চা-কফি, চিনি-গুড় ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে A দ্রব্যকে B দ্রব্যের বিকল্প/পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়। যদি B দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে A দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিকল্প দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক।

পরিবর্তক দ্রব্য নির্ণয়: দুটি দ্রব্য পরস্পর বিকল্প হলে একটির দাম বাড়লে অপরটির চাহিদা বাড়ে এবং একটির দাম কমলে অপরটির চাহিদা কমে। ফলে একটি দ্রব্যের দামের প্রেক্ষিতে অপরটির চাহিদা রেখা ডানে **ঊর্ধ্বগামী** হয়।

চিত্রে OQ অক্ষে A দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং OP অক্ষে B দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। মনে করা যাক, A দ্রব্য = গুড় এবং B দ্রব্য = চিনি। চিনির দাম প্রতি কেজি 30 টাকা হলে গুড়ের চাহিদা হয় 1 কেজি। চিনির দাম বেড়ে প্রতি কেজি 40 টাকা হলে গুড়ের চাহিদা বেড়ে হয় 2 কেজি। এভাবে B দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে A দ্রব্যের চাহিদা রেখা DD পাওয়া যায়।

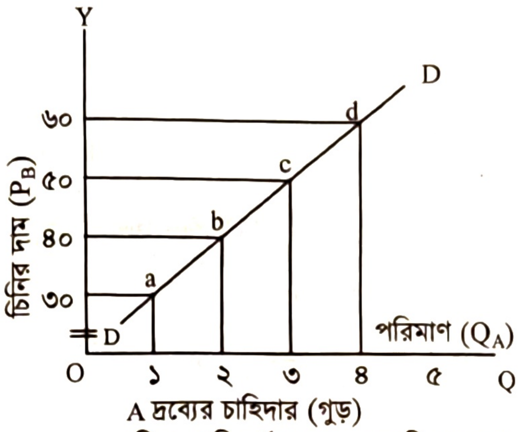

চিত্র: পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখা

খ. পরিপূরক দ্রব্য: দুটি দ্রব্য যদি একই সাথে ভোগ করতে হয় তাহলে দ্রব্য দুটিকে পরিপূরক দ্রব্য বলে। পরিপূরক দ্রব্যের বেলায় দুটি দ্রব্যকে আলাদা আলাদাভাবে ভোগ করা যায় না। সুতরাং, একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির ফলে যদি অপরটির ভোগও বাড়াতে হয় তাহলে দ্রব্য দুটিকে পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়। যেমন— গাড়ি ও পেট্রোল, চা ও চিনি, রড-সিমেন্ট-ইট ইত্যাদি পরিপূরক দ্রব্য। অর্থনীতিতে A দ্রব্যকে B দ্রব্যের পরিপূরক দ্রব্য বলা হয় যদি A দ্রব্যের দামের বৃদ্ধিতে B দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। তেমনিভাবে A দ্রব্যের দাম কমার ফলে B দ্রব্যের চাহিদা বাড়লেও A কে B দ্রব্যের পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়। পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক।

পরিপূরক দ্রব্য নির্ণয়: পরিপূরক দ্রব্যের বেলায় একটি দ্রব্যের দামের প্রেক্ষিতে অন্যটির চাহিদা বিপরীতভাবে সম্পর্কিত।

পাশের চিত্রে OP অক্ষে পেট্রোলের দাম এবং OQ অক্ষে মোটর সাইকেলের চাহিদার পরিমাণ পরিমাপ করা হলো। পেট্রোলের দাম P_A 80 টাকা হলে মোটর সাইকেলের চাহিদা হয় 1 একক যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। তেমনিভাবে দাম কমে 60, 40 ও 20 টাকা হলে যথাক্রমে 3 ও 4 একক হয়। এখন a, b, c বিন্দুসমূহ সংযুক্ত করলেই মোটর সাইকেলের চাহিদা রেখা DD পাওয়া যাবে।

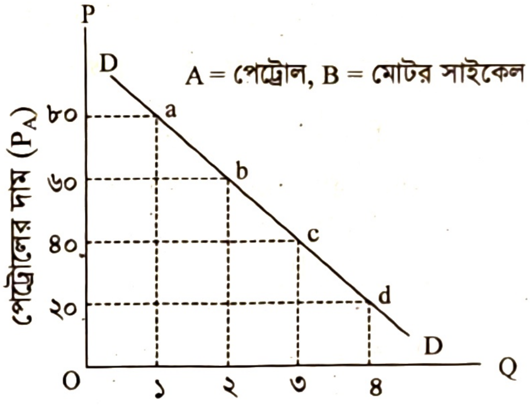

চিত্র: পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখা

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঢাল নির্ণয়ের সূত্রটি কী?

২. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল কীরূপ? *[য. বো. ২০২১]*

৩. অধীন চলক ও স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে কী বলে?

৪. কোনো রেখার Y অক্ষের দূরত্বকে X অক্ষের দূরত্ব দ্বারা ভাগ করলে কী পাওয়া যায়? *[য. বো. ২০১৯]*

৪. কোনো রেখার Y অক্ষের দূরত্বকে X অক্ষের দূরত্ব দ্বারা ভাগ করলে কী পাওয়া যায়? *[য. বো. ২০১৯]*

৫. Y = a + bx সমীকরণে ঢাল কত? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. বি ইউনিট ২০১২-১৩]*

৬. চাহিদা সমীকরণ '$Q_d = \alpha - \beta P$' তে β কী? *[কু. বো. ২০২২]*

৭. অভিন্ন রেখার ঢাল কী নির্দেশ করে? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী সরলরেখার ঢাল নির্ণয় করো।

পাঠ ১২ স্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

২.৩৩ স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)

চাহিদা বিধি দ্রব্য বা সেবার দাম ও পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখায়। কিন্তু দামের শতাংশিক পরিবর্তনে চাহিদার কত পরিবর্তন হয় তা চাহিদা বিধি ব্যাখ্যা করতে পারে না, যা করা হয় স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মূল্যতত্ত্বে, কর ধার্যে, রপ্তানি ও আমদানি শুল্ক নির্ধারণে, বিকল্প দ্রব্যের চাহিদা নির্ণয়ে এবং কৃষিপণ্যের দাম উঠানামার বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত স্থিতিস্থাপকতা বলতে, চলকের পরিবর্তনের মাত্রা বা হারকে বোঝায়। অর্থনীতিতে কোনো অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থনীতিতে স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত অন্যান্য অবস্থা (দ্রব্যের নিজ দাম, আয় ও সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের দাম প্রভৃতি) স্থির থেকে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কীরূপ পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করে। ধরি, চালের দাম শতকরা ১০% বাড়লো তা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—

১. চাহিদা কি শুধু ১০% কমবে? ২. চাহিদা কি ১০% এর চেয়ে বেশি কমবে? ৩. চাহিদা কি ১০% এর চেয়ে কম কমবে?

এগুলো অর্থাৎ দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন কেমন হবে তা স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করে। অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায়। যেমন— চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, যোগান স্থিতিস্থাপকতা, আয় স্থিতিস্থাপকতা, ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা, পরিবর্তক স্থিতিস্থাপকতা, আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি।

২.৩৪ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand)

চাহিদা বিধি অনুযায়ী দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তনের হার সব সময় সমান হয় না। তাই **দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক (%) পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক (%) পরিবর্তন ঘটে, তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।** দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কখনো বেশি, কম, সমান বা শূন্য ও অসীম হতে পারে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে সাধারণত E_d অথবা E_p দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **আলফ্রেড মার্শাল** (১৮৪২-১৯২৪) এর মতে, 'দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে দ্রুত বা ধীরগতিতে পরিবর্তিত হয় তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।'[৭]

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **স্যামুয়েলসন**-এর মতে, "দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ কীভাবে সাড়া দেয় চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা তা পরিমাপ করে।"[৮]

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা } (E_d) = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}} \times \frac{\text{প্রাথমিক দাম}}{\text{প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ}}$$

$\therefore \quad E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$; যেখানে, ΔQ = চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ, ΔP = দামের পরিবর্তনের পরিমাণ, P = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ, E_d = চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাধারণত কোন ধরনের দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক? *[ঢা. বো. ২০২২]*
২. অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কী হারে ঘটে? *[দি. বো. ২০২২]*
৩. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা কোন ধরনের? *[ঢা. বো. ২০১৯]*
৪. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে সাধারণত কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

একটি দ্রব্যের দাম ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ টাকা হলে দ্রব্যের পরিমাণ ১০০ একক থেকে হ্রাস পেয়ে ৪০ একক হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

---

৭ 'The degree of rapidity or slowness with which demand changes with every change in price is known as elasticity of demand.' –Prof A. Marshall.

৮ 'Price elasticity of demand is a measure of the equal to which quantity demand responds to a price change. Paul A. Samuelson.' – Economics P. 744.

পাঠ ১৩ ও ১৪ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ

২.৩৫ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ (Classification of Elasticity of Demand)

কোনো দ্রব্যের চাহিদা তার নিজ দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয় ও সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. দাম স্থিতিস্থাপকতা; ২. আয় স্থিতিস্থাপকতা (E_Y) ৩. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা (E_C)।

১. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity of Demand বা E_P): কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয়, তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ **দ্রব্যের দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে শতাংশিক পরিবর্তন হয়, এ দুইয়ের অনুপাতই হলো চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা।** অর্থনীতিবিদ **রিচার্ড জর্জ লিপসি** বলেন, 'চাহিদার শতকরা পরিবর্তনকে দামের শতকরা পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়।'[৯] চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতাকেই বোঝায়।

$$\text{চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা } (E_P) = \frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}} = \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তন } (\Delta Q)}{\text{প্রাথমিক চাহিদা } (Q)}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তন } (\Delta P)}{\text{প্রাথমিক দাম } (P)}}$$

$$= \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P} \quad \therefore E_d = E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

যেখানে, $E_d = E_p$ = চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা
Q = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ
P = প্রাথমিক দাম
ΔQ = চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন
ΔP = দামের পরিবর্তন

বি.দ্র: স্থিতিস্থাপকতার চরম মান পাওয়ার জন্য সূত্রের পূর্বে ঋণাত্মক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

তাৎপর্য: একচেটিয়া কারবারে স্থিতিস্থাপকতার তাৎপর্য রয়েছে। কারণ উৎপাদক চাহিদা রেখার অস্থিতিস্থাপক অংশে উৎপাদন করেন না। এই অংশে উৎপাদন করলে তার ক্ষতি হয়।

উদাহরণ: একটি দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে 8 টাকা হলে চাহিদা 20 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 24 একক হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত?

এখানে, $P = 10, P_1 = 8, Q = 20, Q_1 = 24, \Delta Q = Q_1 - Q = 24 - 20 = 4$

$\Delta P = P_1 - P = 8 - 10 = -2$, সুতরাং $E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{4}{-2} \times \frac{10}{20} = -1$

$\therefore E_p = |-1| = 1$ (পরম মান ধরে)

২. চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand বা E_Y): দ্রব্যের দাম স্থির থাকা সত্ত্বেও ক্রেতার আয়ের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। **ক্রেতার আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে এ দুইয়ের অনুপাতকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।**

> অর্থনীতিবিদ **রিচার্ড জর্জ লিপসি** বলেন, "আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রাকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।"[১০]

---

[৯] "The price elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price that brought it about"– Richard George Lipsey : An Introduction to Positive Economics.

[১০] "The responsiveness of demand for a commodity to change in income is termed income elasticity of demand"– Richard George Lipsey : An International to Positive Economics.

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$\text{চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা } (E_Y) = \frac{\text{চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{আয়ের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তন } (\Delta Q)}{\text{প্রাথমিক চাহিদা } (Q)}}{\dfrac{\text{আয়ের পরিবর্তন } (\Delta Y)}{\text{প্রাথমিক আয় } (Y)}}$$

$$= \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta Y}{Y}} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{Y}{\Delta Y}$$

$$\therefore E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Q}$$

এখানে,
E_Y = চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা
Q = প্রাথমিক চাহিদা
ΔQ = চাহিদার পরিবর্তন
Y = প্রাথমিক আয়
ΔY = আয়ের পরিবর্তন

জেনে রাখো

সাধারণ ও ভেবলেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক (Positive); কিন্তু নিকৃষ্ট বা গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক (Negative) হয়।

তাৎপর্য: আয় স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।
১. আয় স্থিতিস্থাপকতা একক অপেক্ষা অধিক হলে ($E_Y > 1$) দ্রব্যটি হবে বিলাসজাত দ্রব্য।
২. আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক কিন্তু একক অপেক্ষা কম হলে ($E_Y < 1$) দ্রব্যটি হবে স্বাভাবিক বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
৩. আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হলে ($E_Y < 0$) দ্রব্যটি হবে নিকৃষ্ট বা গিফেন দ্রব্য।

উদাহরণ: এক ব্যক্তির আয় 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 200 টাকা হলো এবং এর ফলে দ্রব্যের চাহিদা 20 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 25 একক হলো। চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর। এখানে,

$Y = 100, Y_1 = 200, Q = 20, Q_1 = 25 \therefore \Delta Q = Q_1 - Q = 25 - 20 = 5, \Delta Y = Y_1 - Y = 200 - 100 = 100$

$$\therefore E_y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Q} = \frac{5}{100} \times \frac{100}{20} = 0.25$$

এখানে $E_y < 1$, তাই দ্রব্যটি স্বাভাবিক বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

৩. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা (Cross Elasticity of demand): দুটি সম্পর্কযুক্ত (পরিবর্তক বা পরিপূরক) দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা অথবা চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা হলো, দুটি দ্রব্য X ও Y এর মধ্যে Y দ্রব্যের দামের আনুপাতিক পরিবর্তনের ফলে X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের যে আনুপাতিক পরিবর্তন। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$\text{চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা } (E_c) = \frac{\text{X দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{Y দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{X দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন } (\Delta Q_X)}{\text{X দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা } (Q_X)}}{\dfrac{\text{Y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন } (\Delta P_Y)}{\text{Y দ্রব্যের প্রাথমিক দাম } (P_Y)}}$$

$$= \frac{\frac{\Delta Q_X}{Q_X}}{\frac{\Delta P_Y}{P_Y}}$$

$$= \frac{\Delta Q_X}{Q_X} \times \frac{P_Y}{\Delta P_Y}$$

$$= \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_X}$$

$$E_c = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_X}$$

এখানে,
E_c = চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা
ΔQ_x = X দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন
Q_x = X দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ
ΔP_Y = Y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন
P_Y = Y দ্রব্যের প্রাথমিক দাম

সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য কী?

একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে অপর একটি দ্রব্যের চাহিদা সাড়া দিলে দ্রব্য দুটিকে সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য বলে। সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য দুই প্রকার। যথা—
১. পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য
২. পরিপূরক দ্রব্য।

তাৎপর্য: আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।

১. $E_c > 0$ (ধনাত্মক) হলে পরিবর্তক দ্রব্য যেমন: চা, কফি।

২. $E_c < 0$ (ঋণাত্মক) হলে পরিপূরক দ্রব্য যেমন: চা, চিনি।

৩. $E_c = 0$ (শূন্য) হলে সম্পর্কহীন বা মুক্ত দ্রব্য যেমন: চাল ও আপেল, টিভি ও লবণ।

উদাহরণ ১: ধরি, X (চা) এবং Y (কফি) দুটি পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য। Y দ্রব্যের দাম 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 200 টাকা হওয়ায় X দ্রব্যের চাহিদা 10 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 15 একক হয়। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো। $E_c = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_X} = \frac{15-10}{200-100} \times \frac{100}{10} = \frac{5}{100} \times \frac{100}{10} = \frac{1}{2}$

$\therefore E_c = \frac{1}{2} = 0.5 > 0$ যেহেতু $E_c > 0$, তাই X (চা) এবং Y (কফি) দ্রব্য দুটি পরস্পরের বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য।

উদাহরণ ২: ধরি, X (চা) এবং Y (চিনি) দুটি পরিপূরক দ্রব্য। Y দ্রব্যের দাম 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 200 টাকা হওয়ায় X দ্রব্যের চাহিদা 10 একক থেকে কমে 5 একক হয়। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

$$E_c = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x} = \frac{5-10}{200-100} \times \frac{100}{10} = \frac{-5}{100} \times \frac{100}{10} = -\frac{1}{2}$$

$\therefore E_c = -\frac{1}{2} = -0.5 < 0$, যেহেতু $E_c < 0$, তাই X (চা) এবং Y (চিনি) দ্রব্য দুটি পরস্পরের পরিপূরক দ্রব্য।

উদাহরণ ৩: ধরি, X (কম্পিউটার) এবং Y (গম) দুটি সম্পর্কহীন দ্রব্য। Y দ্রব্যের দাম 100 থেকে 200 টাকা হলেও X দ্রব্যের চাহিদা 10 একক স্থির রয়ে গেল। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

$$E_c = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x} = \frac{10-10}{200-100} \times \frac{100}{10} = \frac{0}{100} \times \frac{100}{10} = 0$$

$\therefore E_c = 0$; যেহেতু $E_c = 0$, তাই X (কম্পিউটার) এবং Y (গম) দ্রব্য দুইটি পরস্পর সম্পর্কহীন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. X দ্রব্যের দাম কমলে যদি Y দ্রব্যের দাম বাড়ে, তাহলে X দ্রব্যের সাপেক্ষে Y দ্রব্যটি কী প্রকৃতির? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত প্রকার?

৩. দুটি দ্রব্য পরস্পর পরিপূরক হলে চাহিদা রেখা কেমন হবে? *[চ. বো. ২০২২]*

৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা বিদ্যমান? *[চ. বো. ২০১৯]*

৫. কলম ও কালি পরস্পর কোন ধরনের দ্রব্য? *[কু. বো. ২০১৯]*

৬. কোন দ্রব্য দুটির আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য? *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা ২০০৯-১০]*

৭. পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা ঘটে?

৮. X অক্ষের সমান্তরাল আনুভূমিক চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা— *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. বাড়ির কাজ

১. X (চা) এবং Y (চিনি) দুটি পরিপূরক দ্রব্য। Y (চিনি) দ্রব্যের দাম 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 150 টাকা হওয়ায় X (চা) দ্রব্যের চাহিদা 20 একক থেকে হ্রাস পেয়ে 10 একক হলে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

২. বাদামের দাম প্রতি কেজি 50 টাকা থেকে 60 টাকা বৃদ্ধি পেল, কিন্তু ইটের চাহিদা 1000 এককে স্থির রয়ে গেল, E_c নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্দেশ করো।

পাঠ ১৫ স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা

২.৩৬ স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা (Comparison between Elastic and Inelastic Demand)

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা—
১. স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও ২. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।

১. স্থিতিস্থাপক চাহিদা: সাধারণত দ্রব্যের দামের সামান্য পরিবর্তন হলে চাহিদার যদি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তবে তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অন্যভাবে, দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার যদি বেশি হয়, তবে এদের পরিবর্তনের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে 8 টাকা হলে, এর চাহিদা 100 একক থেকে 200 এককে বৃদ্ধি পায়।

$$\text{ফলে দামের শতকরা পরিবর্তন} = \frac{\Delta P}{P} \times 100$$

$$= \frac{(8-10)}{10} \times 100 = -20\%$$

$$\text{চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন} = \frac{\Delta Q}{Q} \times 100$$

$$= \frac{(200-100)}{100} \times 100 = 100\%$$

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা } E_p = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{100\%}{-20\%} = [-5] = 5 \text{ পরম মান ধরে}$$

> **পরিবর্তক দ্রব্য কী?**
> দুটি দ্রব্যের দ্বারা যদি প্রায় একই সমান উপযোগ বা গুণাগুণ লাভ করা যায়, তবে দ্রব্য দুটি একে অপরের পরিবর্তক হবে। যেমন- চিনি ও গুড়।

যেহেতু চাহিদা অধিক হারে পরিবর্তিত হয়েছে তাই $E_p = 5 > 1$ তাই এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে।

যেমন— টিভি, মূল্যবান গহনা, আসবাবপত্র, গাড়ি ইত্যাদি বিলাসজাত দ্রব্যের দাম পরিবর্তনে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তাই এসব দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে অধিক হয় অর্থাৎ $E_p > 1$ হয়।

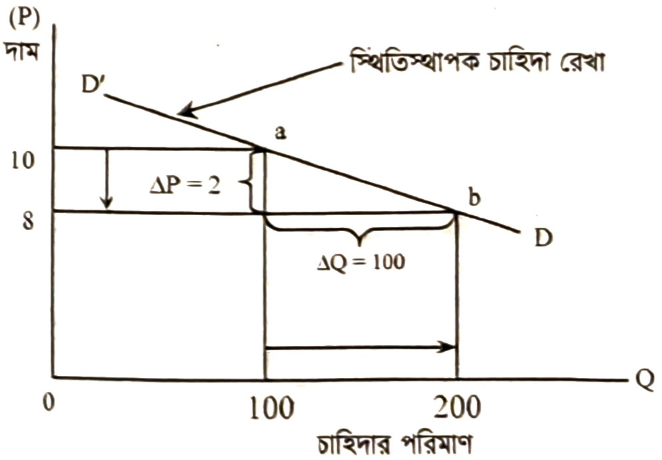

চিত্র: স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা

চিত্রের ব্যাখ্যা: ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে চাহিদার দাম নির্দেশিত হয়েছে। দাম 10 টাকা থেকে 8 টাকায় হ্রাস পাওয়ায়, চাহিদা 100 একক থেকে 200 একক হয়। ফলে দামের পরিবর্তন $\Delta P = 2\%$ এবং চাহিদার পরিবর্তন $\Delta Q = 100\%$।
ফলে $E_p > 1$, তাই এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে।

২. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা: কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে, যদি চাহিদার বিশেষ বা তেমন কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অর্থাৎ, দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি চাহিদার পরিবর্তনের হার কম হয়, তবে তাদের পরিবর্তনের অনুপাতকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে 5 টাকা হলে, চাহিদা 100 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 110 একক হয়।

ফলে দামের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta P}{P} \times 100 = \frac{5-20}{20} \times 100 = \frac{-15}{20} \times 100 = -75\%$

চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta Q}{Q} \times 100 = \frac{110-100}{100} \times 100 = 10\%$

$\therefore \; E_d = E_p = \frac{10\%}{-75\%} = |-0.13| = 0.13$ (পরম মান ধরে)

যেহেতু $E_p = 0.13 < 1$, তাই এটি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে যা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস চাল, লবণ, তেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঘটে।

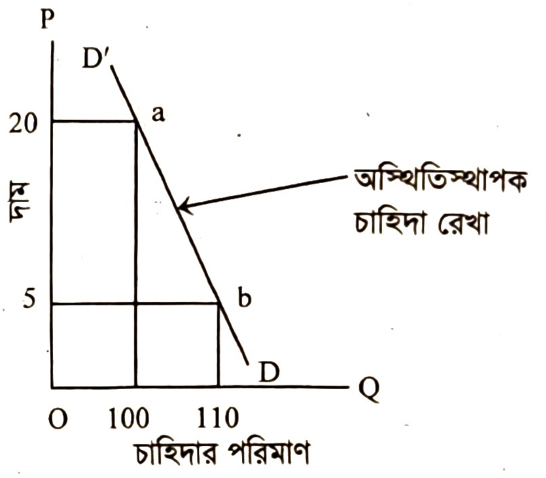

চিত্র: অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা

চিত্রের ব্যাখ্যা: ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম 20 টাকা থেকে 5 টাকায় হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা 100 একক থেকে 110 একক হয়েছে, ফলে দামের শতকরা পরিবর্তনের হার -75% এবং চাহিদায় শতকরা পরিবর্তনের হার 10% যা $E_p = 0.13 < 1$, তাই এখানে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা প্রকাশ পেয়েছে।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো —

১. **সংজ্ঞাগত:** দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার অধিক হলে, তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অন্যদিকে, দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম হলে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

স্থিতিস্থাপকতাগত: স্থিতিস্থাপক চাহিদার মান $(1 < E_d < \infty)$ এককের অধিক কিন্তু অসীমের চেয়ে কম। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মান $(0 < E_d < 1)$ শূন্যের বেশি কিন্তু এককের চেয়ে কম।

৩. **দ্রব্যের প্রকারভেদগত:** বিলাস দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন— গাড়ি, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন— চাল, ডাল, লবণ প্রভৃতি।

৪. **দামপ্রভাবগত:** স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম প্রভাব অধিক হয়। অস্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম প্রভাব কম হয়।

৫. **চাহিদার ঢালের দিক থেকে:** স্থিতিস্থাপক চাহিদার ঢাল কম হয়। আর অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ঢাল বেশি হয়।

৬. **নিকট পরিবর্তক দ্রব্যগত:** কোনো দ্রব্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য সহজলভ্য হলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। কোনো দ্রব্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য সহজলভ্য না হলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত কী ধরনের হয়? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত প্রকার?

৩. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন হয়?

৪. যদি সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর বেশি হয়, তবে সরবরাহটি কী? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

৫. কোনো নিকট বিকল্প নেই এমন একটি জীবনরক্ষাকারী ওষুধের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান কেমন হবে? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৪-২৫]*

৬. অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম প্রভাব কেমন?

৭. স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম প্রভাব কেমন?

৮. চাল, হীরা, লবণ, রুটি— এর মধ্যে কোনটির স্থিতিস্থাপকতা বেশি? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

৯. অলংকার, লবণ, আইসক্রিম, সুগন্ধি-এর মধ্যে কোনটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৬ ও ১৭ দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি; চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ এবং কতিপয় দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ

২.৩৭ দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Measuring Price Elasticity)

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নরূপ:
১. মোট ব্যয় পদ্ধতি; ২. সংখ্যাসূচক পদ্ধতি; ৩. মোট আয় পদ্ধতি ; ৪. জ্যামিতিক পদ্ধতি: ক. বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পদ্ধতি; খ. বৃত্তচাপ স্থিতিস্থাপকতা পদ্ধতি

নিচে মোট ব্যয় পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো:

মোট ব্যয় পদ্ধতি (Total Outlay Method): অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল মোট ব্যয় পদ্ধতির প্রবক্তা। এ পদ্ধতি অনুযায়ী, কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির ওপর ক্রেতার মোট ব্যয়ের ($TC = P \times Q$) পরিবর্তন তুলনা করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা— i. একক স্থিতিস্থাপকতা, ii. এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা, iii. এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা, iv. শূন্য স্থিতিস্থাপকতা ও v. অসীম স্থিতিস্থাপকতা।

i. **একক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity, $E_p = 1$):** কোনো দ্রব্যের দাম বাড়া বা কমার ফলে ক্রেতার মোট ব্যয়ের যদি কোনো পরিবর্তন না ঘটে তবে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হয়।

নিচের সূচি ও চিত্রে তা দেখানো হলো —

প্রতি এককের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় ($TC = P \times Q$)	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P)
4	12	$4 \times 12 = 48$	$\frac{48}{48} = 1$ অর্থাৎ এককের সমান স্থিতিস্থাপকতা $\therefore E_P = 1$
3	16	$3 \times 16 = 48$	

উপরের তালিকায় দেখা যায় দ্রব্যের দাম 4 টাকা থেকে কমে 3 টাকা হলে তার চাহিদা 12 একক থেকে বেড়ে 16 একক হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট ব্যয় 48 টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান।

চিত্রে দেখা যায়, দাম যখন OP তখন OM পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হয়। এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হলো $OP \times OM = OPKM$ আয়তক্ষেত্রের সমান। দাম কমে OP_1 হলে চাহিদা বেড়ে হয় OM_1 এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ $OP_1 \times OM_1 = OP_1LM_1$ আয়তক্ষেত্রের সমান। এক্ষেত্রে $OPKM = OP_1LM_1$ হওয়ায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান এবং চাহিদা রেখাটি সমপরাবৃত্তাকার হয়।

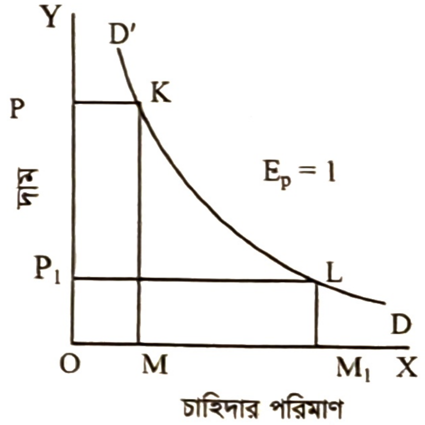

ii. **এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity Greater Than Unit, $E_p > 1$):** কোনো দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে তা ক্রয়ের জন্য ক্রেতার মোট ব্যয় যদি আগের চেয়ে বাড়ে অথবা দাম বাড়ার ফলে মোট ক্রয় যদি আগের চেয়ে কমে, তাহলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি হয়।

নিচের সূচি ও লেখচিত্রে তা দেখানো হলো:

প্রতি এককের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় ($TC = P \times Q$)	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P)
4	20	$4 \times 20 = 80$	$\frac{120}{80} = 1.5$ অর্থাৎ এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা $\therefore E_P > 1$
3	40	$3 \times 40 = 120$	

তালিকায় দেখা যায়, দ্রব্যের দাম 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক এবং মোট ব্যয় হয় 80 টাকা। দাম কমে 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 40 একক এবং মোট ব্যয় দাঁড়ায় 120 টাকা। এভাবে দাম কমার দরুন মোট ব্যয়ের পরিমাণ যদি আগের চেয়ে বাড়ে এবং দাম বাড়ার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ যদি আগের চেয়ে কমে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি হয়। নিচের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

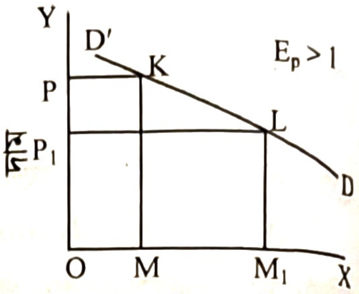

চাহিদার পরিমাণ

পাশের চিত্রে OP দামে চাহিদার পরিমাণ OM। ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ OPKM আয়তক্ষেত্রের সমান হয়। দাম কমে OP_1 হওয়ায় চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় OM_1। এক্ষেত্রে ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ OP_1LM_1 আয়তক্ষেত্রের সমান। এখন $OP_1LM_1 > OPKM$। তাই এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি।

iii. **এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity Less than Unit, $E_p < 1$):** কোনো দ্রব্যের দাম কমার ফলে তা ক্রয়ের জন্য ক্রেতার মোট ব্যয় যদি আগের চেয়ে কমে এবং দাম বাড়ার ফলে মোট ব্যয় যদি আগের চেয়ে বাড়ে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম হয়।

সূচি ও রেখাচিত্রে তা ব্যাখ্যা করা হলো

প্রতি এককের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC = P × Q)	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P)
4	20	4 × 20 = 80	$\frac{66}{80} = 0.83$ অর্থাৎ এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা $\therefore E_P < 1$
3	22	3 × 22 = 66	

সূচিতে দেখা যায়, 4 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক এবং ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 80 টাকা। দাম কমে 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 22 একক হলে, মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় 66 টাকা। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম হয়।

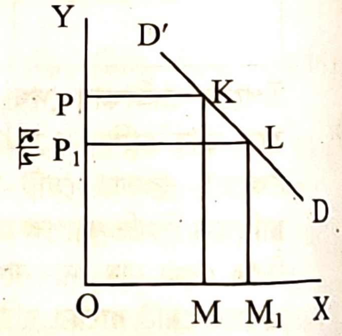

চাহিদার পরিমাণ

নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হলো— চিত্রে OP দামে চাহিদার পরিমাণ হলো OM এবং ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ OPKM আয়তক্ষেত্রের সমান। আবার দাম কমে OP_1 হলে চাহিদার পরিমাণ হয় OM_1। মোট ব্যয় OP_1LM_1 আয়তক্ষেত্রের সমান। OP_1LM_1 আয়তক্ষেত্র < OPKM আয়তক্ষেত্র। সুতরাং, এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম।

উপরের তিন প্রকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ছাড়া আরও দুই প্রকার স্থিতিস্থাপকতা আছে। এদেরকে মোট ব্যয় পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায় না।

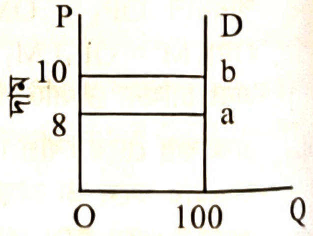

চাহিদার পরিমাণ

iv. **শূন্য স্থিতিস্থাপকতা (Zero Elasticity, $E_p = 0$):** দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার শতকরা কোনো রকম পরিবর্তন না হয় তবে তাকে শূন্য বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এখানে দামের পরিবর্তনে চাহিদার কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, ফলে চাহিদা রেখা দাম বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের সমান হয়। অর্থাৎ এটি বিশুদ্ধ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বোঝায়। যেমন: জীবন রক্ষাকারী ওষুধ। দাম বাড়লেও তা খেতে হবে।

ধরি একটি দ্রব্যের দাম 8 টাকা থেকে 10 টাকা বৃদ্ধি পেল, কিন্তু চাহিদার পরিমাণ 100 এককে স্থির থাকে।

$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{(100-100)}{10-8} \cdot \frac{8}{100} = \frac{0}{2} \cdot \frac{8}{100} = 0$ দাম বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার পরিবর্তন হয় না।

v. **অসীম স্থিতিস্থাপকতা (Infinite Elasticity $E_p = \infty$):** দ্রব্যের দাম স্থির থেকে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়। তখন চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়। যেমন: দাম 10 টাকায় স্থির অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে 6 একক এবং 8 একক হলে

স্থিতিস্থাপকতা, $E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{(8-6)}{10-10} \cdot \frac{10}{6} = \frac{2}{0} \cdot \frac{10}{6} = \frac{20}{0} = \infty$

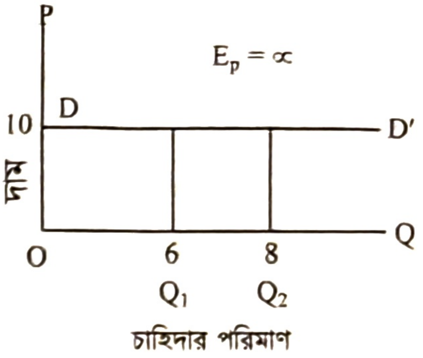

শুধু পূর্ণ প্রতিযোগিতা ফার্মের ক্ষেত্রে বাজারে দ্রব্যের দামের সূক্ষ্ম হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে চাহিদার সীমাহীন পরিবর্তন ঘটলে, এ রকম চাহিদা রেখার সৃষ্টি হয়। একে বিশুদ্ধ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্যাংকের টাকার সুদের হার। সুদের হার সামান্য হ্রাস পেলে টাকার চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

২.৩৮ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ (Determinants of Elasticity of Demand)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল—

১. **দ্রব্যের প্রকৃতি:** সাধারণত অতি প্রয়োজনীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কারণ এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে চাহিদার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন— লবণ ও ওষুধ। আবার বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। বিলাসজাত ও আরামপ্রদ দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন— শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, উন্নতমানের আসবাব।

২. **বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি:** আলোচ্য দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য যদি বাজারে না থাকে, তবে সে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। আর যদি বিকল্প দ্রব্য বাজারে থাকে, তবে সে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে। **যেমন:** চিনির দাম বাড়লে চিনির চাহিদা কমবে এবং গুড়ের চাহিদা বাড়বে।

৩. **আয়ের পরিমাণ:** সমাজে ধনীদের নিকট দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু নিম্ন আয়ের লোকদের নিকট দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন: গাড়ির দাম বাড়লেও ধনী ব্যক্তিদের কাছে তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হবে। অন্যদিকে, গাড়ির দাম খুব কমলেও গরিবের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, ফলে তার নিকট চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হবে।

৪. **ব্যক্তি বা পরিবারের বাজেটের অনুপাত:** চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো একজন ব্যক্তির বা পরিবারের আয়ের শতাংশিক ব্যয়ের রূপ। যখন ব্যয়িত আয়ের অনুপাত কম হয়, তখন চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কম হয়। উদাহরণ হিসেবে লবণের চাহিদা বিবেচনা করা যায়। খাবার লবণের ক্ষেত্রে দাম যদি ৫০% বাড়ে সেই লবণের জন্য একটি পরিবারের আয়ের ব্যয়িত অংশ সামান্য হবে। এমতাবস্থায় খাবার লবণের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

৫. **ভোগ স্থগিতকরণ:** যদি কোন দ্রব্যের ভোগ স্থগিত (Postponement of Consumption) রাখা যায়, তবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, উলসামগ্রীর ভোগ স্থগিত রাখা সম্ভব। নতুন উলের পোশাক ক্রয় না করেও পুরোনো উলসামগ্রীর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু যে সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের (চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি) ভোগ স্থগিত রাখা যায় না, তাদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

৬. **প্রান্তিক উপযোগ:** সব দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কমার হার এক রকম হয় না। যেমন, লবণের প্রান্তিক উপযোগ খুব তাড়াতাড়ি কমে। এক্ষেত্রে দাম কমলেও ক্রেতা বেশি লবণ কিনতে চায় না। আবার বিলাসদ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে কমে। তাই বলা যায়, যখন কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ দ্রুত কমে, তখন তার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং যে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে কমে, সে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

৭. **সময়কাল:** চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো সময়। নতুন দামের সঙ্গে ভোক্তা যদি সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়, তবে তার সময়ের প্রয়োজন পড়তে পারে। সময়ের পরিধি যদি বড় হয়, তবে চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক হয়। যদি সামঞ্জস্য বিধানের সময় খুব কম পাওয়া যায়, তবে সেখানে চাহিদা আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক হবে।

পাশের চিত্রে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল সম্পর্কিত দুটি চাহিদা রেখা যথাক্রমে D_S ও D_L অঙ্কন করা হয়েছে। পেট্রোলের দাম P_1 থেকে P_2 তে বাড়লে স্বল্পকালীন চাহিদা রেখা হিসেবে D_S বরাবর চাহিদার পরিমাণ Q_1 থেকে Q_2 তে কমে। স্বল্পকালে ভোক্তারা তাদের যে মোটর গাড়ি আছে সেগুলো কম ব্যবহার করবে। তবে দীর্ঘকালে ভোক্তা এমন ধরনের গাড়ি কিনবে যার ইঞ্জিন ছোট, যাতে কম পেট্রোল খরচ হয়। কাজেই দীর্ঘকালে পেট্রোলের চাহিদা D_L রেখা বরাবর Q_1 থেকে Q_3 তে কমে। সুতরাং পেট্রোলের দাম P_1 থেকে P_2 তে বাড়লে স্বল্পকালীন চাহিদা হ্রাসের তুলনায় দীর্ঘকালীন চাহিদা হ্রাস বেশি হয় বলে দীর্ঘকালে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি।

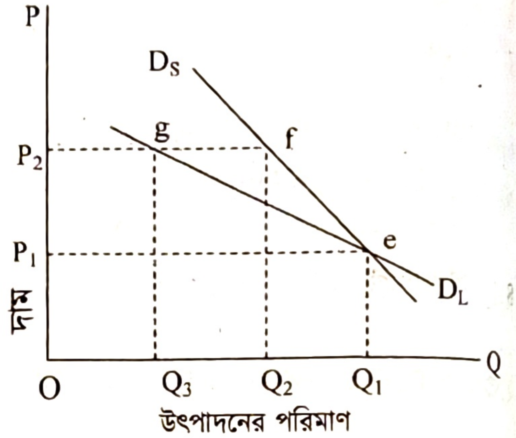

৮. **দ্রব্যের ব্যবহার:** একই দ্রব্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত রান্নার কাজে বিদ্যুৎ ও গ্যাস যেমন লাগাতে পারে, তেমনি লাগাতে পারে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায়। দাম বাড়লে রান্নার কাজে তাদের চাহিদা অবস্থা বিশেষে স্থিতিস্থাপক হতে পারে। অপরদিকে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া হয়তো এমনই যে, বিদ্যুৎ বা গ্যাসের চাহিদা সেখানে অত্যাবশ্যক তথা অস্থিতিস্থাপক হয়।

৯. **ভোক্তার অভ্যাস:** কোনো দ্রব্য ভোগ করতে করতে ভোক্তা নেশাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারেন। ঐ সকল ভোক্তার চাহিদা সে দ্রব্যের ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপক। যেমন— পান, সিগারেট ইত্যাদি।

১০. **বিকল্প দ্রব্য:** যে দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য যত বেশি তার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশি।

১১. **পরিপূরক দ্রব্য:** পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অপর দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

> **পরিপূরক দ্রব্য কী?**
>
> দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্য ভোগ করতে গেলে যদি অপর দ্রব্যটিও অবশ্যই ভোগ করতে হয়, তবে দ্রব্য দুটি এক অপরের পরিপূরক হবে। যেমন- জ্বালানি তেল ও গাড়ি।

১২. **দ্রব্যের দাম:** দ্রব্যের দাম খুব বেশি বা কম হলে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

১৩. **যুক্ত চাহিদা:** যুক্তভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যের চাহিদা কম স্থিতিস্থাপক। যদি কলমের দাম স্থির থেকে কালির দাম কিছু কমে, তবে কালির চাহিদা তেমন বাড়বে না।

১৪. **স্থানভেদে:** বিভিন্ন স্থানে দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রকম হয়। শীতপ্রধান দেশে কফি ও কোকোর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐসব দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

১৫. **ঋতুভেদে:** স্থিতিস্থাপকতা সময়ের ওপর নির্ভরশীল। শীতকালে গরম কাপড়ের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং গ্রীষ্মকালে ঐ দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

সুতরাং বলা যায় যে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। কেননা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশগত কারণে বিভিন্ন দ্রবের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

২.৩৯ কতিপয় দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ

Determination of Elasticity of Demand of Some Commodities

কোনো দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ভিত্তিতে স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ধারিত হয়। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তিত হলে চাহিদার পরিবর্তন খুবই সামান্য হয়। তখন দ্রব্যটি অস্থিতিস্থাপক বলে বিবেচিত হয়। নিচে কিছু পরিচিত দ্রব্যসামগ্রীর স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি নির্ণয় করা হলো:

১. **চাল:** চাল আমাদের প্রধান খাবার। দামের পরিবর্তনে চালের চাহিদার তেমন পরিবর্তন হয় না। তাই এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

২. **লবণ:** এটি অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং এর বিকল্প দ্রব্য নেই। তাই এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

৩. **ওষুধ:** এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কারণ ওষুধ জীবনের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। বিকল্প কোম্পানির ওষুধ থাকলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে।

৪. **সিগারেট:** এটি নেশাজাতীয় দ্রব্য। তাই দামের পরিবর্তনে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সিগারেটের তথা নেশার পরিবর্তন হবে না এজন্য এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু সাধারণ ক্রেতার নিকট এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কারণ এক ব্র্যান্ডের দাম বাড়লে অন্য ব্র্যান্ড ক্রয় করবে।

৫. **চা:** চা এর বিকল্প দ্রব্য হলো কফি। তাই এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কারণ কফির দাম বাড়লে চায়ের চাহিদা বাড়বে।

৬. **কলম:** কলমের বিকল্প হলো বলপেন, পেনসিল। তাই এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

৭. **ঘড়ি:** ঘড়ি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। যাদের সময়ের হিসাব রাখা জরুরি তাদের জন্য এর চাহিদা কিছুটা অস্থিতিস্থাপক হবে যদি এর অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে।

৮. **টেলিভিশন:** এটি বিলাসদ্রব্য, তাই এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কারণ এর দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে।

৯. **জুতা:** যারা চাকরিজীবী তাদের জন্য জুতার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কারণ জুতা পরে অফিসে আসতে হবে। গ্রামের দরিদ্র লোকের কাছে এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কারণ তারা বিকল্প দ্রব্য (সেন্ডেল) ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়।

১০. **মোটর গাড়ি:** ধনী পরিবার, অফিসের বড় কর্মকর্তা, এই শ্রেণির নিকট এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। সাধারণ জনগণের জন্য এটি স্থিতিস্থাপক। কারণ এর দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে।

১১. **আলপিন:** এর দাম খুব কম এবং আয়ের সামান্য অংশ খরচ হয় তাই এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে এক নয়। এটি মূলত দ্রব্যের ধরনের ওপর নির্ভর করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ে মোট ব্যয় পদ্ধতির প্রবক্তা কে?
২. মোট ব্যয় পদ্ধতিতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের কয়টি পদ্ধতি রয়েছে?
৩. অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা কেমন? *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা (মানবিক) ২০১১-১২]*
৪. চাহিদার একক স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান কত?
৫. শূন্য স্থিতিস্থাপকতার অপর নাম কী?
৬. শূন্য স্থিতিস্থাপকতার চাহিদা রেখা কীরূপ?
৭. $E_P = 1$ অর্থ কী?
৮. গাড়ির চাহিদা বাড়লে যদি সি.এন.জির চাহিদা বাড়ে তাহলে এ দুইটি পণ্যকে কি পণ্য বলা যায়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৯. একটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে, তার পরিপূরক পণ্যের চাহিদার কী হবে? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

দলে বিভক্ত হয়ে একদল চাল, লবণ, ওষুধ, আলপিন, চা এবং অন্যদল কলম, ঘড়ি, টেলিভিশন, জুতা, মোটর গাড়ি; এ দ্রব্যগুলোর স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করো।

পাঠ ১৮ যোগানের সংজ্ঞা; যোগান বিধি এবং যোগান সূচি

২.৪০ যোগানের সংজ্ঞা (Definition of Supply)

ধরা যাক, কৃষক মোট ১০০ মণ ধান উৎপাদন করে। ১০০ মণ ধানের মধ্যে সে ৫০ মণ ধান নিজের পরিবারের খাবারের জন্য রাখে। ফলে বাকি ৫০ মণ ধান সে বিক্রি করতে পারে। এ ৫০ মণ ধানই হলো বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা মজুদ। এখন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি মণ ধানের দাম ৫০০ টাকা হলে, সে যদি ২০ মণ ধান বিক্রি করতে রাজি থাকে তা হলে ঐ ২০ মণ ধানই হলো যোগান।

সাধারণত কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে যোগান বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে যোগান ধারণাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে সে দ্রব্যের যোগান বলে। মূলত দামের ওপর দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে। দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা সমমুখী। এজন্য দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলেও যোগান কমে।

অর্থনীতিবিদ **র‍্যাগান** (Ragan) ও **থমাস** (Thomas)-এর মতে, "একটি ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে তাকেই যোগান বলে।"[১১]

অধ্যাপক **মেয়ার্স** বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হয় তার তালিকাকে যোগান বলে।"[১২]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একটি উৎপাদিত দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক থাকে, তাকে ঐ দ্রব্যের যোগান বলে।

ক. যোগান ও মজুদ: অর্থনীতিতে যোগান (Supply) ও মজুদ (Stock) ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। **সাধারণত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ বাজারে বর্তমান থাকে, তাকে মজুদ বলে।** অর্থনীতিতে **কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা মজুদ দ্রব্যের যে মোট অংশ বা পরিমাণ বিক্রির জন্য রাজি থাকে, তাকে যোগান বা সরবরাহ বলা হয়।**

খ. মজুদ ও যোগানের তুলনা: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে মোট পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বর্তমান থাকে, তাকে মজুদ দ্রব্য বলে। কিন্তু সরবরাহ হলো মজুদ দ্রব্যের অংশবিশেষ যা বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করে থাকে।

উদাহরণ: বাজারে একজন বিক্রেতার নিকট মোট ৭০ টন চাল আছে। বাজারে প্রতি টন চালের মূল্য ১০,০০০ টাকা। যদি উক্ত দামে বিক্রেতা ৩০ টন চাল বিক্রি করতে ইচ্ছুক থাকে, তবে সে অবস্থায় ৭০ টন চাল মজুদ এবং ৩০ টন চাল হবে তার যোগান বা সরবরাহ। সুতরাং, যোগান হলো মজুদের একটি অংশ।

পাশের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হয়েছে। যোগান, মজুদ ধারণা অপেক্ষা ছোট বা সমান হতে পারে কিন্তু বড় হবে না।

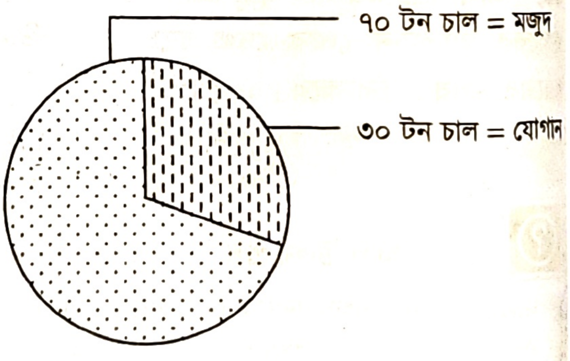

চিত্র: যোগান ও মজুদ

২.৪১ যোগান বিধি (Law of Supply)

চাহিদা বিধির মতো যোগানেরও একটি বিধি রয়েছে। প্রতিটি পণ্যের বিনিময় মূল্য আছে। বিনিময় মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে চাহিদা যেমন প্রভাবিত হয়, তেমনি যোগানও প্রভাবিত হয়। যোগান বিধি অনুসারে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (ceteris paribus) থেকে কোনো পণ্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। অন্যান্য অবস্থা বলতে বিভিন্ন উপকরণের দাম, কারিগরি অবস্থা, প্রাকৃতিক অবস্থা, সময়, কর ও ভর্তুকি ইত্যাদিকে বোঝায়। অতএব

[১১] 'Quantity supplied is the amount of a good that a firm wishes to sell at a particular price.' – Ragan & Thomas

[১২] 'We may define supply as a schedule of the amount of a good that would be offered for sale at a possible price at any one instant of time, or during any one period of time' – Meyers.

দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক যে বিধির মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে যোগান বিধি বলে। যোগান বিধিকে তীর চিহ্নের সাহায্যে নিম্নভাবে দেখানো যেতে পারে–

P ↑ S ↑ যখন অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকে।

P ↓ S ↓ যখন অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকে।

এখানে, P = দাম, S = যোগান, ↑ = ঊর্ধ্বগতি, ↓ = নিম্নগতি

অধ্যাপক **মার্শাল** (Prof. Marshall)-এর মতে, "অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত থেকে যদি কোনো দ্রব্যের দাম বাড়ে তবে তার যোগান বাড়বে, দাম কমলে যোগান কমবে।"[১৩]

যোগান বিধির ব্যাখ্যা: যোগান বিধিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—

১. যোগান সূচি (Supply Schedule) ২. যোগান রেখা (Supply Curve)।

২.৪২ যোগান সূচি (Supply Schedule)

বিভিন্ন দামে প্রাপ্ত বিভিন্ন যোগানের পরিমাণকে যখন তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে যোগান সূচি বা যোগান তালিকা বলে। অর্থাৎ **দাম ও যোগানের মধ্যকার নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে তথা যোগান বিধিকে গাণিতিকভাবে বা সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করলে, তাকে যোগান সূচি বলে।** এ সূচির মাধ্যমে কোনো বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের কতটুকু বিক্রি করতে ইচ্ছুক তা তালিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। নিচে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হলো—

ধরি, $S = 10 + 5P$ যোগান সমীকরণ। এ সমীকরণে বিভিন্ন দামে প্রাপ্ত যোগানের বিভিন্ন পরিমাণকে তালিকায় বসিয়ে যোগান সূচি তৈরি করি–

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (P)		যোগানের পরিমাণ (Q_s)	
1	P_1	15	Q_1
2	P_2	20	Q_2
3	P_3	25	Q_3
4	P_4	30	Q_4

সূচিতে লক্ষ করা যায় যে, 1 টাকা দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের 15 একক বিক্রি করতে রাজি। এখন দাম 1 টাকা থেকে বেড়ে যথাক্রমে 2 টাকা, 3 টাকা এবং 4 টাকা হলে যোগানের পরিমাণও 15 একক থেকে বেড়ে যথাক্রমে 20 একক, 25 একক এবং 30 একক হয়। অর্থাৎ দামের বৃদ্ধি হলে যোগানও বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে, দাম কমে 4 টাকা থেকে 3 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ কমে 30 একক থেকে 25 একক হয়। অর্থাৎ দাম ও যোগান পরস্পর সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ। এটিই যোগান বিধি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যোগান বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত' বলতে কী বোঝায়? /চ. বো. ২০২২/

২. দ্রব্যের মোট বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে কী বলে?

৩. যোগানের পেছনে কোন উপাদানটি কাজ করে? /জা. বি ভ. ভর্তি পরীক্ষা (মানবিক) ২০১১-১২/

৪. যোগান সূচিতে কীসের প্রতিফলন ঘটে?

৫. যোগানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক কোনটি?

৬. দাম ও যোগানের সম্পর্ক কীরূপ?

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

যোগান ও মজুতের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

---

[১৩] 'Other things remaining the same as the price of a commodity rises its supply is extended as the price falls its supply is contracted.' – Marshall.

পাঠ ১৯ যোগান রেখা; কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন এবং যোগানের নির্ধারকসমূহ

২.৪৩ যোগান রেখা (Supply Curve)

যোগান সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই যোগান রেখা। দাম ও যোগানের সমমুখী সম্পর্ককে যখন রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে।

চিত্রের সাহায্যে যোগান রেখা বিশ্লেষণ করা হলো–
চিত্রে OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ (Q_s) এবং OY অক্ষে দাম (P) দেখানো হয়েছে। দাম যখন P_1 তখন যোগানের পরিমাণ Q_1 যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন দাম বেড়ে P_2, P_3 ও P_4 হলে যোগানের পরিমাণও বেড়ে Q_2, Q_3 ও Q_4 হয়, যা b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে যোগান রেখা SS′ পাওয়া যায়। দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্কের কারণে যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

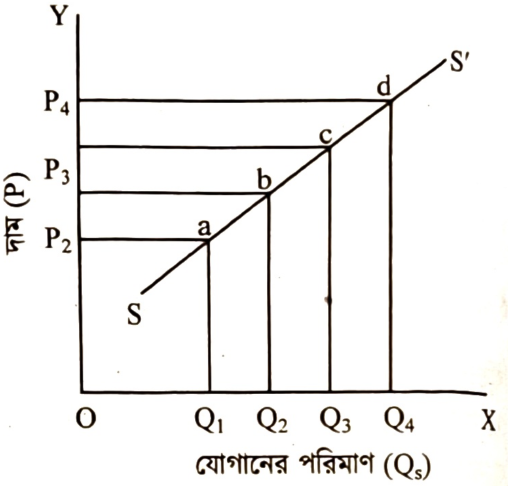

চিত্র: যোগান রেখা

২.৪৪ কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন (Draw a Supply Curve from a Hypothetical Supply Schedule)

যোগান সূচি হলো এমন একটি তালিকা, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের কী পরিমাণ বিক্রি করতে ইচ্ছুক তা গাণিতিকভাবে প্রকাশ পায়। কোনো দ্রব্যের যোগান সূচি জানা থাকলে সে দ্রব্যের যোগান রেখা অঙ্কন করা যায়। নিচে একটি কাল্পনিক যোগান সূচি দেখানো হলো–

কাল্পনিক যোগান সূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (P)	যোগানের পরিমাণ (QS)
1	10
2	20
3	30
4	40

সূচিতে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে আবার দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। অর্থাৎ দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

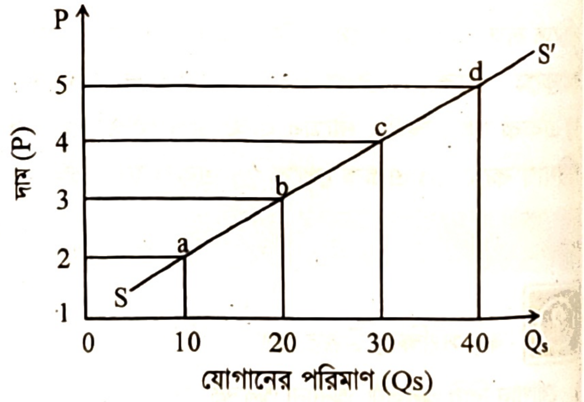

চিত্র: যোগান রেখা

যোগান রেখা অঙ্কন: যোগান সূচির জ্যামিতিক রূপই যোগান রেখা।
যোগান রেখার প্রতিটি বিন্দু দামের সাথে যোগানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রকাশ করে।
উপরের কাল্পনিক যোগান সূচির ভিত্তিতে যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–
উপরের চিত্রে OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ (Q_s) এবং OY অক্ষে দাম (P) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রানুযায়ী দাম যখন 1 টাকা, তখন যোগানের পরিমাণ 10 একক। আবার দাম যখন 2 টাকা, তখন যোগানের পরিমাণ 20 একক। এভাবে দাম বেড়ে যখন 3 ও 4 টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণও বেড়ে 30 ও 40 একক হয়। দাম ও যোগানের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক a, b, c ও d বিন্দু পাওয়া যায়। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে SS′ যোগান রেখা পাওয়া যায়। দাম ও যোগানের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক থাকায়, যোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে।

২.৪৫ যোগানের নির্ধারকসমূহ (Determinants of Supply)

কোনো দ্রব্যের যোগান কতকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এ বিষয়গুলোই হলো যোগানের নির্ধারক। সুতরাং, **যেসব বিষয়ের ওপর কোনো দ্রব্যের যোগান নির্ভরশীল ঐসব বিষয়কে যোগানের নির্ধারক বলে।** নিচে যোগানের নির্ধারকসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. **পণ্যের দাম:** পণ্যের নিজস্ব দামের ওপর যোগান অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণত কোনো পণ্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কারণ দাম বাড়লে মুনাফা বাড়ে, দাম কমলে মুনাফা কমে। ফলে যোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। চিত্রে দ্রব্যের দাম OP_1 থেকে বেড়ে OP_2 হলে দ্রব্যের যোগান বেড়ে Q_1 থেকে Q_2 হয়।

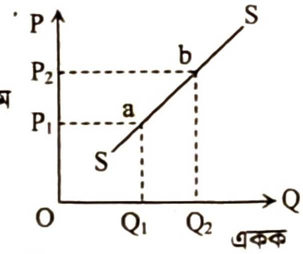

চিত্র: পণ্যের দাম

২. **অন্যান্য পণ্যের দাম:** সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম বিবেচ্য দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত করে। যেমন— চিনির বিকল্প গুড়ের দাম কমলে চিনির যোগান কমবে।

৩. **পণ্যের চাহিদা:** পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে যোগানও বৃদ্ধি পাবে।

৪. **উৎপাদনকারীর ভোগ:** উৎপাদনকারী নিজের উৎপাদিত দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করলে বাজারে সেসব দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। বিপরীতভাবে, উৎপাদনকারী কম ভোগ করলে সেসব দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়।

৫. **কৌশলের পরিবর্তন:** উৎপাদনে নতুন নতুন কৌশল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত হয়। এর ফলে উৎপাদন খরচ কমে এবং একই দামে পূর্বের তুলনায় বেশি যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। চিত্রে উৎপাদন কৌশলের ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে একই দামে পূর্বের চেয়ে যোগান বৃদ্ধি পায়।

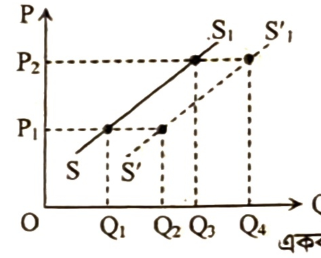

চিত্র: কৌশলের পরিবর্তন

৬. **সময়:** পর্যাপ্ত সময় দেওয়া না হলে অনেক সময় চাহিদানুযায়ী যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না।

৭. **আবহাওয়ার প্রভাব:** আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কৃষি উৎপাদন বাড়ে এবং প্রতিকূলে থাকলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। যেমন— ধানের মৌসুমে একেবারেই যদি বৃষ্টি না হয় তবে ধান উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে আবহাওয়া যোগানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৮. **কর ও ভর্তুকির প্রভাব:** দ্রব্যের যোগান, কর ও ভর্তুকির দ্বারা প্রভাবিত হয়। কর আরোপ করলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে উক্ত দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান করলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। তাই যোগান বৃদ্ধি পায়।

৯. **যুক্ত যোগান:** যেসব পণ্য যুক্তভাবে উৎপাদিত হয় তাদের একটির যোগান বাড়লে অপরটির যোগানও বাড়ে। যেমন— তুলার যোগান বাড়লে দামের পরিবর্তন ছাড়াই তুলা বীজের যোগান বাড়ে।

১০. **বাজারের ভিন্নতা:** যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি, সে বাজারে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়। যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কম, সে বাজারে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়।

অতএব বলা যায়, কোনো দ্রব্যের যোগান উপরের নির্ধারকসমূহ বা উপাদানের ওপর নির্ভরশীল।

যোগান বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the law of supply): সবক্ষেত্রে এবং সবসময় যোগান বিধি কার্যকর হয় না। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঘটে।

১. **উৎপাদনের উপকরণের স্বল্পতা:** যেহেতু যোগান উৎপাদনেরই একটি অংশ সেহেতু ঐ পণ্য উৎপাদনের উপকরণের স্বল্পতা থাকলে উৎপাদন বাড়ানো যায় না। এজন্য যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

২. **ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা:** বিক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা করলে বর্তমানে বেশি দামেও যোগান বাড়ে না। কারণ সে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় পণ্য মজুদ করে। দাম OP_1 থেকে OP_2 তে বৃদ্ধি পেল। বিক্রেতা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম আরও বৃদ্ধি পেয়ে OP_3 হবে, ফলে তার অধিক মুনাফা হবে, তবে সে বর্তমানে দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও যোগান বৃদ্ধি না করে উল্টো OQ_1 থেকে OQ_2 তে হ্রাস করবে। S_1S_2 রেখাংশ যোগান বিধির ব্যতিক্রম।

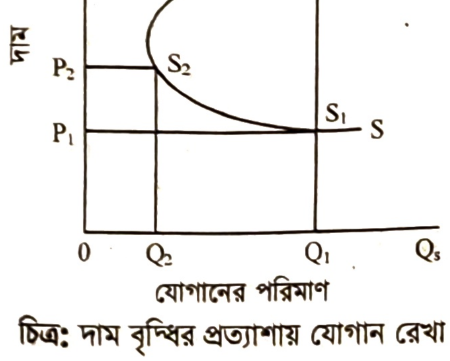

চিত্র: দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশায় যোগান রেখা

৩. **সীমাবদ্ধ যোগান:** কিছু কিছু পণ্য আছে যেগুলোর উৎপাদন বাড়ার আর সম্ভাবনা নেই। যে সকল পণ্যের বেলায় যোগান বিধি কার্যকর হয় না। যেমন— জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম, পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন ডাকটিকেট এগুলোর দাম যতই বাড়ুক না কেন তার যোগান বাড়বে না। চিত্রে ভূমি অক্ষে যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত। সীমাবদ্ধ যোগানের ক্ষেত্রে দাম OP_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OP_2 হলেও দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায় না। ফলে যোগান রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। যা যোগান বিধির ব্যতিক্রম।

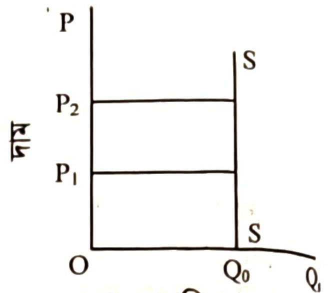

চিত্র: ভূমির যোগান রেখা

৪. **শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে:** একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরির পর মজুরি বাড়লেও শ্রমের যোগান না বেড়ে বরং কমে। কারণ মজুরি অত্যধিক বাড়লে অনেক সময় কাজ করেই শ্রমিক তার সকল অভাব পূরণ করতে পারে এবং আরাম আয়েশ ভোগ করে। বিষয়টি নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। চিত্রে দেখা যায় যে, মজুরি OW_1 হলে শ্রমের যোগান হয় OL_1 এবং মজুরি বেড়ে OW_2 হলে শ্রমের যোগান বেড়ে OL_3 হয়। কিন্তু মজুরি OW_3 হলে শ্রমের যোগান কমে OL_2 হয়। সুতরাং শ্রমের যোগান রেখা S_L পশ্চাৎমুখী (Backward supply curve for labor) হয় বলে যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

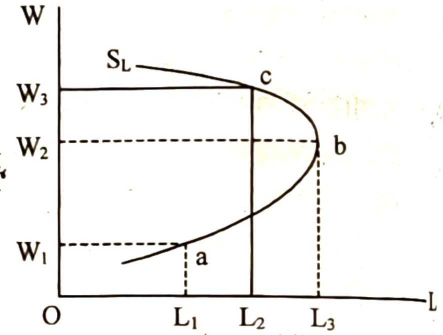

চিত্র: শ্রমের বক্র যোগান রেখা

৫. **কৃষিপণ্য:** কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যোগান বিধি কার্যকর হয় না। কারণ কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় লাগে। তাই একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঘটে।

৬. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদন যোগান ব্যাহত হয়। ফলে অনেক কৃষিপণ্যের দাম বাড়লেও তার যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না।

৭. **পরিবহন সমস্যা:** পরিবহন সমস্যার কারণে কোন পণ্যের দাম বাড়লেও অনেক সময় যোগান বাড়ানো যায় না। ফলে যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

৮. **করনীতি:** কোন পণ্যের ওপর কর আরোপ করলে এমনিতেই দাম বাড়ে। এক্ষেত্রে ঐ পণ্যের দাম বাড়লেও যোগান বাড়ে না।

৯. **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন:** প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে শিল্প পণ্যের গড় উৎপাদন খরচ কমে যায়। ফলে এসব পণ্যের দাম কমলেও যোগান কমে না বরং বাড়ে।

১০. **অর্থনৈতিক মন্দা:** মন্দার সময় যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

১১. **মৌসুমি দ্রব্য:** মৌসুমি দ্রব্যের ক্ষেত্রে অসময়ে দাম বেশি হলেও অধিক যোগান লাভের সম্ভাবনা থাকে না। আবার ভরা মৌসুমে দাম কম হলেও যোগানের পরিমাণ কমে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সর্বক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয় না। অর্থাৎ যোগান রেখা সর্বদা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী হয় না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হওয়ার প্রধান কারণ কী?
২. কোনো দ্রব্যের দামের সাথে যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক হলো— *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. বি ইউনিট ২০১২-১৩]*
৩. সাধারণত যোগান রেখা কীরূপ হয়?
৪. যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হওয়ার প্রধান কারণ কী?
৫. যোগান সূচির জ্যামিতিক প্রকাশকে কী বলে? *[য. বো. ২০১৮]*
৬. ভালো আবহাওয়া কোন রেখাকে স্থানান্তর করবে? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৪-১৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কাল্পনিক তথ্য দিয়ে যোগান রেখা অঙ্কন করো।

পাঠ ২০ যোগান অপেক্ষক; যোগান সমীকরণ; যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

২.৪৬ যোগান অপেক্ষক (Supply Function)

যে অপেক্ষকের সাহায্যে দ্রব্যের দামের সাথে যোগানের পরিমাণের সরাসরি সম্পর্ক দেখানো হয়, তাকে যোগান অপেক্ষক বলে। $Q_s = f(P)$; এখানে, Q_s = যোগানের পরিমাণ (Quantity of Supply), P = দাম (Price), f = অপেক্ষক (Function) , এ চিহ্নটি দামের সাথে যোগানের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে প্রকাশ করে।

অন্তরকলনের সাহায্যে, $\frac{d(Q_s)}{dP} = f'(P) > 0$, অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের সাথে (dP), যোগানের পরিবর্তনের (dQ_s) সম্পর্ক $f'(P) > 0$ বা ধনাত্মক। তাই দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক বা সরাসরি, যা যোগান বিধিকে প্রকাশ করে।

২.৪৭ যোগান সমীকরণ (Supply Equation)

যে সমীকরণের সাহায্যে দ্রব্য বা সেবার দামের সাথে যোগানের পরিমাণের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক প্রকাশ করে, তাকে যোগান সমীকরণ বলে। যোগান সমীকরণে ঢালের মান ধনাত্মক। **যেমন:** Q_s বা $S = c + dP$, এখানে Q_s বা S = যোগানের পরিমাণ, P = দাম, c = ধ্রুবক (স্থিরমান), d = ধনাত্মক ঢাল। অন্তরকলনের সাহায্যে $\frac{dS}{dP} = \frac{d}{dP}(c + dP) = 0 + d(1) = d > 0$ যেহেতু দামের পরিবর্তনের (dP) সাথে, যোগানের পরিবর্তনের (dS) সম্পর্ক ধনাত্মক বা সরাসরি, তাই যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়।

২.৪৮ যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন (Draw a Supply Curve from a Supply Equation)

যে সমীকরণে চলকের ঘাত (Power) বা মাত্রা এক এর সমান তাকে একঘাত বা একমাত্রিক বা সরলরৈখিক সমীকরণ (Linear Equation) বলা হয়। ধরি, একঘাত বিশিষ্ট যোগান সমীকরণ হলো $S = 2 + 3P$। এখানে, যোগান (S) = অধীন চলক, দাম (P) = স্বাধীন চলক, 2 = ছেদক মান। চলকদ্বয়ের মাত্রা বা শক্তি এক-এর সমান। তাই এটি একটি একমাত্রিক বা লিনিয়ার বা সরলরৈখিক অপেক্ষক। প্রদত্ত সমীকরণ $S = 2 + 3P$-এ P এর বিভিন্ন মান ধরে নিয়ে একটি তথ্যসূচিতে সাজানো হলো—

দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (একক)	বিন্দু
0	2	S_1
1	5	S_2
2	8	S_3
3	11	S_4

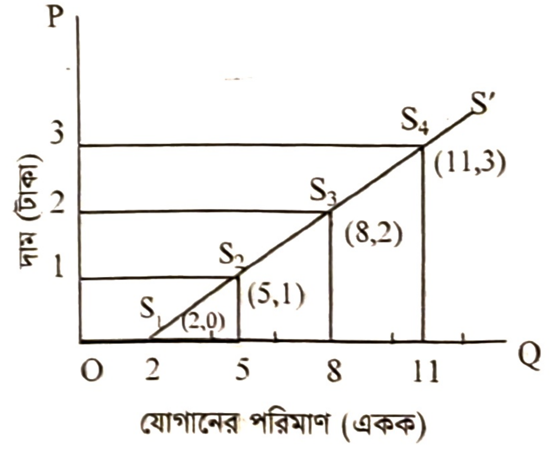

চিত্রের বিশ্লেষণ: চিত্রে, ভূমি অক্ষে যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) পরিমাপ করা হয়েছে। দাম 0 (শূন্য) অবস্থায় যোগানের পরিমাণ ২ একক; তখন প্রাপ্ত বিন্দু S_1 (2,0)। দাম বেড়ে 1, 2 ও 3 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে 5, 8 ও 11 একক। তখন প্রাপ্ত বিন্দু হলো S_2 (5,1), S_3 (8,2) ও S_4 (11,3)। এখন দাম ও যোগানের পরিমাণ নির্দেশক বিন্দুসমূহ (S_1, S_2, S_3 ও S_4) যোগ করে SS' যোগান রেখা পাওয়া যায়। যার ঢাল ধনাত্মক এবং যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।

যোগান সমীকরণ ও যোগান রেখা: সরলরৈখিক বা একমাত্রিক যোগান সমীকরণ ও রেখার ক্ষেত্রে দাম ও যোগানের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই একমাত্রিক যোগান সমীকরণ: $S = -c + dP$; এখানে, S = যোগান, P = দ্রব্যের দাম $-c$ = ঋণাত্মক ছেদক (পরামিতি) d = ধনাত্মক সহগ (ঢাল)। সংখ্যা মানে যোগান সমীকরণ $S = -5 + 2P$

P এর বিভিন্ন মান নিয়ে যোগানসূচি বা তালিকা তৈরি করে যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো।

দাম (P) টাকা	যোগানের পরিমাণ (S) একক	বিন্দু
0	–5	S_1
1	–3	S_2
2	– 1	S_3
3	1	S_4
4	3	S_5

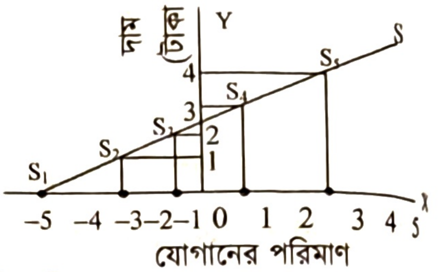

চিত্রের বিশ্লেষণ: ভূমি অক্ষে (X) যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (Y) দাম নির্দেশিত। শূন্য দামে যোগানের পরিমাণ –5 একক তখন প্রাপ্ত বিন্দু S_1, দাম 1 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ –3 একক, তখন প্রাপ্ত বিন্দু S_2। এভাবে দাম বেড়ে যথাক্রমে 2 টাকা, 3 টাকা এবং 4 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে – 1 একক, 1 একক এবং 3 একক হয়। ফলে প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ S_3, S_4 এবং S_5 পাওয়া যায়। এখন প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ S_1, S_2, S_3, S_4 এবং S_5 যোগ করে S_1S সরলরৈখিক যোগান রেখা পাওয়া যায়, যার ঢাল ধনাত্মক। ফলে রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

২.৪৯ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply)

যোগান বিধিতে, কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কিন্তু দ্রব্যের দামের কতটুকু পরিবর্তনে যোগানের কতটুকু পরিবর্তন হয়, তা জানা যায় না। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অতএব, যে নিয়মের মাধ্যমে দাম এবং যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা জানা যায়, তাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ রিচার্ড জর্জ লিপসি এর মতে, "যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হলো, দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণ কীভাবে সাড়া দেয় তার পরিমাপ।"[১৪] যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা } (E_s) = \frac{\text{যোগানের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{প্রাথমিক যোগানের পরিমাণ}} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক দাম}}$$

প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করলে,

$$E_s = \frac{\Delta Q_s}{Q_s} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q_s}{Q_s} \times \frac{P}{\Delta P}$$

$$\therefore E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_s}$$

এখানে,
E_s = যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
Q_s = প্রাথমিক যোগান
P = প্রাথমিক দাম
ΔQ_s = যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ
ΔP = দামের পরিবর্তন

জেনে রাখো
সাধারণত যোগান স্থিতিস্থাপকতা ৩টি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। যথা: ১. সংখ্যাগত পদ্ধতি, ২. শতকরা পদ্ধতি, ৩. জ্যামিতিক পদ্ধতি।

উদাহরণ: ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 25 টাকা হলো এবং এর ফলে যোগান 30 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 40 একক হলো। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

সমাধান: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_s} = \left(\frac{40-30}{25-20}\right) \times \frac{20}{30} = \frac{10}{5} \cdot \frac{20}{30} = \frac{4}{3} = 1.33 \therefore E_s = 1.33$

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সীমাবদ্ধ সম্পদের যোগান রেখার ঢাল কেমন হবে? [দি. বো. ২০২১]
২. দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণের গাণিতিক সম্পর্ককে কী বলে?
৩. $Q = -c + dp$ কোন ধরনের সমীকরণ?
৪. $S = -8 + 2P$ একটি যোগান সমীকরণ। কত দামে দ্রব্যটির যোগান শূন্য হবে?
৫. যোগান সমীকরণে ঢালের মান কীরূপ?

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

$S = -5 + 10p$; যেখানে S = যোগানের পরিমাণ, P = দাম। এই সমীকরণ থেকে যোগান সূচি ও যোগান রেখা অঙ্কন করো।

[১৪] Elasticity of supply is a measure of the change to which the quantity of supply responds to price changes. – Richard George Lipsey

পাঠ ২১ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ

২.৫০ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ (Types of Elasticity of Supply)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মতো যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. **একক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity, $E_s = 1$):** দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় যোগানের পরিমাণও ঠিক একই হারে পরিবর্তিত হলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হয়। এক্ষেত্রে দাম এবং যোগানের শতকরা পরিবর্তন একই হয়ে থাকে। যদি যোগান রেখা মূলবিন্দু হতে 45° কোণ তৈরি করে উপরে উঠে, তাহলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হবে।

পাশের চিত্রে, OS যোগান রেখা মূলবিন্দু O থেকে উপরে উঠেছে। এক্ষেত্রে $E_s = 1$, এখানে দাম ও যোগানের পরিবর্তনের হার সমান। কেননা এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন ($P_1 P_2$) এবং যোগানের পরিবর্তন ($Q_1 Q_2$) এর সমান।

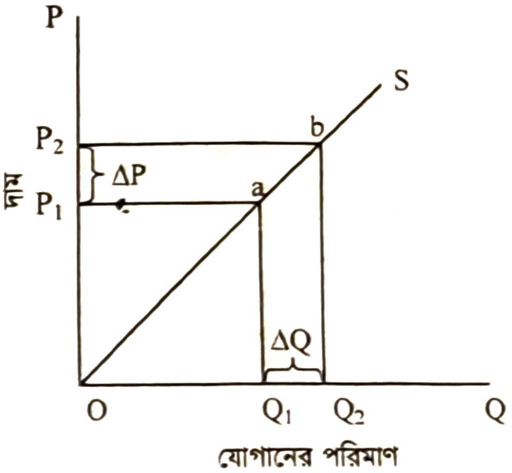

চিত্র: একক স্থিতিস্থাপক যোগান রেখা

উদাহরণ: ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 15 টাকা হলো এবং এর ফলে যোগান 20 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 30 একক হলো। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

সমাধান: $E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_s} = \left(\frac{30-20}{15-10}\right) \times \frac{10}{20} = \frac{10}{5} \times \frac{10}{20} = \frac{100}{100} = 1$; এখানে, $P_1P_2 = \Delta P = Q_1Q_2 = \Delta Q$,

জ্যামিতিকভাবে $P_1P_2 = Q_1Q_2$

$E_s = \frac{\Delta Q_s\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1Q_2}{P_1P_2} = 1$, সুতরাং যোগানের স্থিতিস্থাপকা, $E_s = 1$ এর সমান।

২. **এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity greater than one, $E_S > 1$):** কোনো দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় যোগান তা অপেক্ষা অধিক হারে পরিবর্তিত হলে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি হবে। এখানে চিত্রে $\Delta P = P_1P_2$, $\Delta Q_s = Q_1Q_2$ কিন্তু $Q_1Q_2 > P_1P_2$

তাই $E_S = \frac{\Delta Q_s\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1Q_2}{P_1P_2} > 1$ যেহেতু $Q_1Q_2 > P_1P_2$

চিত্রে SS যোগান রেখা লম্ব অক্ষ OP কে ছেদ করে ডানে উর্ধ্বগামী হয়েছে। এখানে দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের হার অধিক। সুতরাং, এক্ষেত্রে $E_S > 1$।

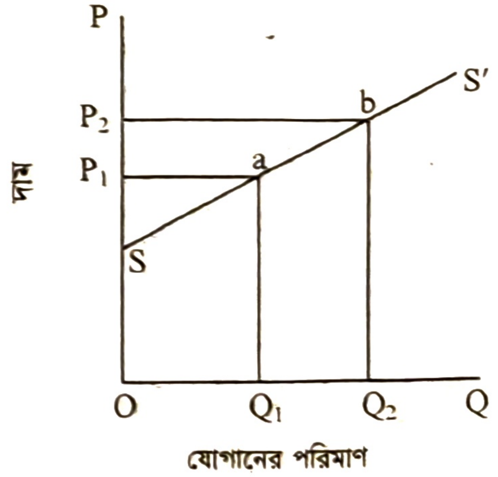

চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s > 1$

উদাহরণ: ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 25 টাকা হলো এবং এর ফলে যোগান 30 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 40 একক হলো। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর।

সমাধান: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_s} = \left(\frac{40-30}{25-20}\right) \times \frac{20}{30} = \frac{10}{5} \cdot \frac{20}{30} = \frac{4}{3} = 1.33$

$\therefore E_S = 1.33$

৩. **এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity less than one, $E_s < 1$):** কোনো দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় যোগান তার চেয়ে কম হারে পরিবর্তিত হলে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম হবে।

চিত্রে SS′ যোগান রেখা ভূমি অক্ষ OQ কে ছেদ করে ডানে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। এখানে দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তনের হার কম। এক্ষেত্রে $E_s < 1$ এখানে, $\Delta P = P_1P_2$; $\Delta Qs = Q_1Q_2$

তাই $E_s = \frac{\Delta Qs\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1Q_2}{P_1P_2} < 1$; যেহেতু $P_1P_2 > Q_1Q_2$

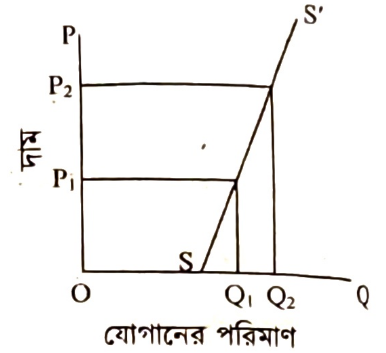

চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা E_s<1

উদাহরণ: ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 5 টাকা থেকে 10 টাকায় বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে যোগান 4 একক থেকে 6 এককে বৃদ্ধি পায়। E_s নির্ণয় করো।

সমাধান: $E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_s} = \left(\frac{6-4}{10-5}\right) \times \frac{5}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{1}{2}$ $\therefore E_s = \frac{1}{2} < 1$

৪. **অসীম স্থিতিস্থাপকতা(Infinite Elasticity, $E_s = \infty$):** দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ছাড়াই যদি যোগানের ব্যাপক পরিবর্তন হয়, তাহলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়।

এখানে, $\Delta P = OP_1 - OP_1 = 0$

$\Delta Qs = OQ_2 - OQ_1 = Q_1Q_2$

$\therefore E_s = \frac{\Delta Qs\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1Q_2}{0} = \infty$

চিত্রে SS′ যোগান রেখায় দামের কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই অর্থাৎ দাম P_1 এ স্থির থেকে যোগানের পরিমাণ Q_1 থেকে Q_2 তে স্থানান্তরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়। অর্থাৎ $E_s = \infty$.

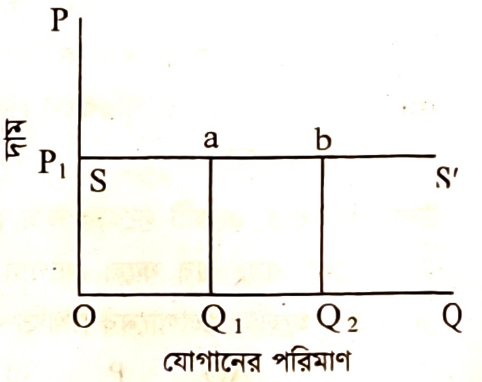

চিত্র: যোগান স্থিতিস্থাপকতা $E_s = \infty$

উদাহরণ: একটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট স্থির দাম 5 টাকায় দুটি ভিন্ন যোগান $Q_1 = 10$ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত যোগান $Q_2 = 20$ একক পাওয়া যায়। E_s দ্রব্যটির নির্ণয় করো।

$$E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_s} = \left(\frac{20-10}{5-5}\right) \times \frac{5}{10} = \frac{10}{0} \times \frac{5}{10} = \frac{50}{0} = \infty$$

৫. **শূন্য স্থিতিস্থাপকতা (Zero Elasticity, $E_s = 0$):** দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের কোনো পরিবর্তন না হলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয়।

এখানে, $\Delta P = OP_1 - OP_2 = P_1P_2$ $\Delta Qs = OQ_0 - OQ_0 = 0$

তাই $E_s = \frac{\Delta Qs\%}{\Delta P\%} = \frac{0}{P_1P_2} = 0$

চিত্রে দামের পরিবর্তন P_1 থেকে P_2 হয় কিন্তু যোগানের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ যোগান Q_0 এ স্থির রয়েছে। এখানে $E_s = 0$, ফলে যোগান রেখা দাম অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।

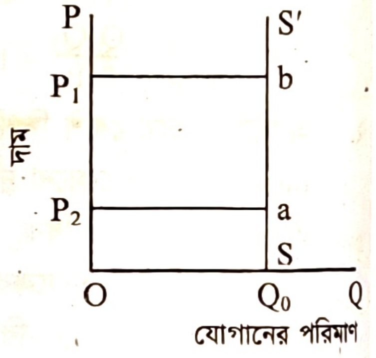

চিত্র: যোগান স্থিতিস্থাপকতা E_s =

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যোগান স্থিতিস্থাপকতা কত প্রকার?
২. অসীম স্থিতিস্থাপকতায় দামের সামান্য পরিবর্তন যোগানের কীরূপ পরিবর্তন ঘটে?
৩. শূন্য স্থিতিস্থাপকতায় দামের ব্যাপক পরিবর্তনে যোগান কী হয়?
৪. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কোন যোগান রেখা?
৫. যোগানের একক স্থিতিস্থাপকতা কোনটি দ্বারা প্রকাশ পায়?
৬. লম্ব বা দাম অক্ষকে ছেদ করে কোন যোগান রেখা?

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. একটি দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে বেড়ে 15 টাকা হলেও যোগান উভয় ক্ষেত্রে 5 এককে স্থির থাকে, দ্রব্যটির E_S নির্ণয় কর

পাঠ ২২ ও ২৩ ভারসাম্য; ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

২.৫১ ভারসাম্য (Equilibrium)

ভারসাম্য অর্থ স্থিতাবস্থা বা সাম্য অবস্থা। ভারসাম্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Equilibrium' এসেছে ল্যাটিন শব্দ Acquas এবং libra থেকে। 'Acquas' অর্থ সমান (equal) এবং 'libra' অর্থ অনড় অবস্থা (balance)। নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে অর্থনীতিতে বিভিন্ন নির্ধারণী শক্তি বা চলক তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা একটি স্থির অবস্থায় উপনীত হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারী চলকগুলো বিশ্রাম নেয়। এরূপ বিশ্রামসূচক অবস্থাকে (state of rest) বলা হয় ভারসাম্য। কাজেই **অর্থনীতিতে ভারসাম্য বলতে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে পরস্পর বিরোধী শক্তি সমতাসূচক অবস্থায় (a state of balance) পৌঁছায় এবং তা থেকে কারোরই সরে যাওয়ার কোনো প্রবণতা থাকে না।**

অধ্যাপক **A. C. Chiang**-র মতে, "ভারসাম্য হলো কতকগুলো নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চলকের এমন এক সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত অবস্থা যেখানে উক্ত চলকসমূহের দ্বারা গঠিত মডেলের কোনোরূপ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত প্রবণতা থাকে না।"

অর্থনীতিবিদ **লাইভাফস্কি**-এর ভাষায়, "যে অবস্থা থেকে পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা থাকে না তাই হচ্ছে ভারসাম্য অবস্থা।" [১৫]

কাজেই ভারসাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিবেশকে বোঝায় যেখানে কার্যকরী শক্তিসমূহ (চলকসমূহ) এমন ভাবে মিলিত হয় যেন আর নড়াচড়া করার কোনো প্রবণতা থাকে না। যে অবস্থায় দুই বা ততোধিক শক্তি মিলিত হয় এবং সে অবস্থান থেকে কোনো শক্তিরই সরে যাবার কোন প্রবণতা থাকে না তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলা হয়। পক্ষান্তরে, যখন দুই বা ততোধিক শক্তি অসম অবস্থায় অবস্থান করে সে অবস্থাকে অ-ভারসাম্য (Dis-Equilibrium) বলা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছানোর পর এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন কখনও হবে না এ কথা ঠিক নয়। বরং কোনো কারণে যদি অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ চলকসমূহের পরিবর্তন হয় তাহলে ভারসাম্য অবস্থারও পরিবর্তন হয়। এক বা একাধিক চলকের মান পরিবর্তন হলে কিভাবে একটি স্থিতাবস্থা প্রভাবিত হয় তা নির্ণয় করাই ভারসাম্য বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য।

অর্থনীতিতে ভারসাম্য ধারণাটি নানাভাবে একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন: বাজার ভারসাম্য, ভোক্তার ভারসাম্য, উৎপাদনকারীর ভারসাম্য, ফার্মের ভারসাম্য, ভারসাম্য আয়স্তর, ভারসাম্য নিয়োগস্তর, ভারসাম্য বিনিয়োগস্তর ইত্যাদি। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় বাজার ভারসাম্য।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন-এর মতে, "যখন সবকটি (দরদস্তুর ও কেনাবেচার) প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য মিলে যায়, তখন বেচাকেনা, দাম ইত্যাদির পরিবর্তনের আর কোনো অভ্যন্তরীণ কারণ থাকে না। সে অবস্থাকে বলা হয় Equilibrium বা সমস্থিতি।" — অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি।

২.৫২ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ (Determination of Equilibrium Price and Quantity)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্যের মোট চাহিদার পরিমাণ (Q_d) এবং মোট যোগানের পরিমাণ (Q_s) পরস্পর সমান হলে তাকে বাজার ভারসাম্য (Market Equilibrium) বলে।

[১৫] 'An equilibrium position is one from which there is no tendency to move.' – Liebhafsky.

ভারসাম্য দাম: যে দামে বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামকে $\bar{P}$ বা P_o দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

ভারসাম্য পরিমাণ: যে পরিমাণে কোনো দ্রব্যের বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের সমতা অর্জিত হয়, তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে। ভারসাম্য পরিমাণকে $\bar{Q}$ বা $\bar{q}$ অথবা Q_o বা q_o দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

একটি ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ সংমিশ্রণ দ্বারা চাহিদা ও সরবরাহ সমীকরণদ্বয় অবশ্যই প্রমাণ বা সিদ্ধ হবে, ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় ঘটবে।

জ্যামিতিকভাবে ভারসাম্য ও ভারসাম্যের শর্তসমূহ ব্যাখ্যা: রেখাচিত্রে চাহিদা ও যোগানের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

ধরি, চাহিদা সমীকরণ, $D = Q_d = a - bP$

এবং যোগান সমীকরণ, $S = Q_s = -c + dP$

এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, a = ইন্টারসেপ্ট বা ছেদক, b = চাহিদা রেখার ঢাল (ঋণাত্মক), d = যোগান রেখার ঢাল (ধনাত্মক) P = দাম এবং $a, b, c, d, > 0$।

বাজার ভারসাম্যের ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: দ্রব্য ও সেবার চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ, চাহিদা = যোগান

$D = S$ বা $Q_d = Q_s$ বা, $a - bP = -c + dP$ বা, $-bP - dP = -c - a$ বা, $-P(b + d) = -(c + a)$

$$\therefore \bar{P} = \frac{c+a}{b+d}$$

এখন, ভারসাম্য দাম $\bar{P}$ কে চাহিদা সমীকরণ অথবা যোগান সমীকরণে বসাই,

$$D = Q_d = a - bP \quad = a - \frac{b(c+a)}{(b+d)} = \frac{ab + ad - bc - ab}{b+d}$$ বা, $$D = Q_d = \bar{Q} \quad = Q_o = \frac{ad - bc}{b+d}$$

অথবা, $$S = Q_s \quad = -c + dP = -c + \frac{d(c+a)}{(b+d)} = \frac{-bc - cd + cd + ad}{b+d}$$

বা, $$S = Q_s = \bar{Q} = Q_o = \frac{ad - bc}{b+d}$$

সুতরাং, বাজার ভারসাম্য দাম $\bar{P} = P_o = \dfrac{c+a}{b+d}$

ভারসাম্য পরিমাণ $\bar{Q} = Q_o = \dfrac{ad - bc}{b+d}$

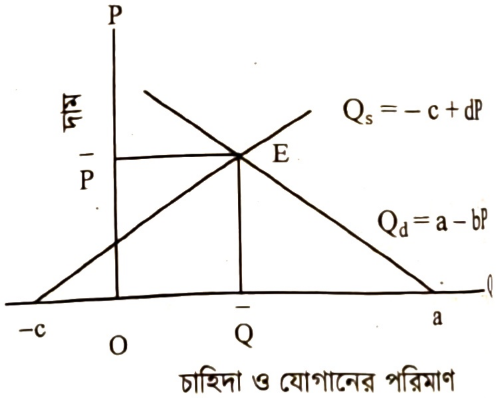

চিত্র: ভারসাম্য অবস্থা

২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত: চাহিদা রেখার ঢাল (Slope) < যোগান রেখার ঢাল (Slope)। অর্থাৎ যোগান রেখা (Q_s), চাহিদা রেখা (Q_d) কে নিচের দিক থেকে ছেদ করে ডানে উপরের দিকে যাবে।

চিত্রে E বিন্দুতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেখানে, ভারসাম্য দাম, $O\bar{P} = \bar{P} = \dfrac{c+a}{b+d}$ এবং ভারসাম্য পরিমাণ $O\bar{Q} = \bar{Q} = \dfrac{ad - bc}{b+d}$ নির্ধারিত হয়েছে।

গাণিতিক মডেলের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ:

ধরি, চাহিদা সমীকরণ, $D = Q_d = 15 - 3P$; যোগান সমীকরণ, $S = Q_s = -3 + 6P$;

ভারসাম্য অবস্থায়, $D = S$ বা, $Q_d = Q_s$

চাহিদা ও যোগান সমীকরণের মান বসিয়ে পাই, $15 - 3P = -3 + 6P$

বা, $-3P - 6P = -3 - 15$ বা, $(-)9P = (-)18$

$\therefore \bar{P} = \dfrac{18}{9} = 2$ $\therefore$ ভারসাম্য দাম $\bar{P} = 2$ টাকা

$\overline{P} = 2$ মান চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসাই, $D = Q_d = 15 - 3(2) = 15 - 6 = 9$

$$S = Q_s = -3 + 6(2) = -3 + 12 = 9$$

$\therefore$ ভারসাম্য পরিমাণ $\overline{Q} = Q_0 = D = S = 9$ একক

অর্থনীতিতে বাজারে এভাবে চাহিদা ও যোগান সমান হলে তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

সূচির সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়: চাহিদা ও যোগান সমীকরণে P-এর বিভিন্ন মানে চাহিদা (Q_d) এবং যোগান (Q_s)-এর যে বিভিন্ন মান পাওয়া যায়, তা নিচের সূচিতে দেখানো হলো—

দ্রব্যের দাম P (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ $D = Q_d = 15 - 3P$(একক)	যোগানের পরিমাণ $S = Q_s = -3 + 6P$ (একক)	চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক	বাজার অবস্থা	দ্রব্যের দামের প্রবণতা
1	12	3	D > S	ঘাটতি	দাম বাড়বে
2	9	9	D = S	ভারসাম্য	ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ স্থির
3	6	15	D < S	উদ্বৃত্ত	দাম কমবে

রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়:

সূচি থেকে প্রাপ্ত মানসমূহ রেখাচিত্রে উপস্থাপন করি। দ্রব্যের দাম (P) যথাক্রমে 1 টাকা, 2 টাকা এবং 3 টাকা হলে, চাহিদার পরিমাণ (Q_d) যথাক্রমে 12 একক, 9 একক এবং 6 একক হয়। এসব বিন্দু যোগ করে চাহিদা রেখা DD′ পাই। আবার দাম (P) যথাক্রমে 1 টাকা, 2 টাকা এবং 3 টাকা হলে, যোগানের পরিমাণ (Q_s) যথাক্রমে 3 একক, 9 একক এবং 15 একক হয়। এসব বিন্দু যোগ করে যোগান রেখা SS′ পাই।

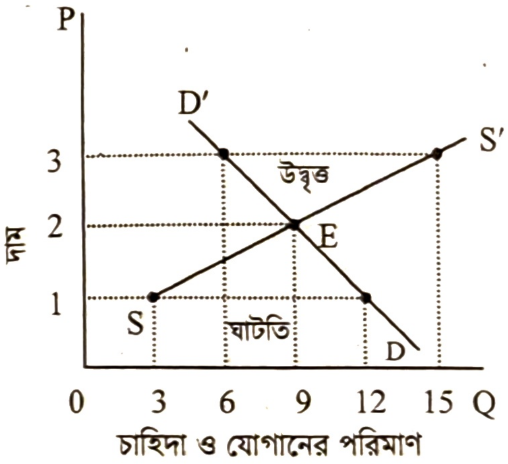

চিত্র: ভারসাম্য দাম পরিমাণ নির্ধারণ

দ্রব্যের দাম, P = 1 টাকা হলে চাহিদা (D) = 12 > যোগান (S) = 3, ফলে বাজারে ঘাটতি দেখা দিবে এবং দাম বৃদ্ধি পাবে।

দ্রব্যের দাম (P) = 2 টাকা হলে, চাহিদা (D) = যোগান (S) = 9 একক। ফলে বাজারের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্রব্যের দাম, P = 3 টাকা হলে চাহিদা (D) = 6 < 9 যোগান (S) = 15, ফলে বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে এবং দাম কমবে।

চিত্রের E বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম শর্তানুযায়ী D = S = 9 হওয়ায় যোগান রেখা (SS′) এবং চাহিদা রেখা (DD′) কে ছেদ করে উপরে উঠায় বলা যায় যে, ভারসাম্যের দুটি শর্তই পালিত হয়েছে। অর্থাৎ E হলো ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে ভারসাম্য পরিমাণ $\overline{Q} = 9$ একক এবং ভারসাম্য দাম $\overline{P} = 2$ টাকা।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, এভাবে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভারসাম্য অর্জিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যদি সর্বনিম্ন দাম (Price floor) ভারসাম্য ওপর-নির্ধারণ করা হয় তাহলে নিচের কোনটি ঘটবে? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. যে দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয় তাকে কী বলে?

৩. Equilibrium কোন শব্দ থেকে এসেছে?

৪. ভারসাম্য অবস্থা কখন অর্জিত হয়?

৫. যদি $D = 80 - P$ এবং $S = -40 + 2P$ হয় তবে ভারসাম্য পরিমাণ কত?

৬. দ্রব্যের বাজার ভারসাম্য নির্ধারিত হয়– *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা ২০০১-০২]*

৭. যোগান স্থির থেকে চাহিদা বাড়লে বাজারে কী পরিবর্তন ঘটে?

৮. বাজারে সমতা কী নির্দেশ করে? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দেওয়া আছে, $Q_d = 9 - 2P$ এবং $Q_s = -1 + 3P$, ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ গাণিতিকভাবে নির্ণয় করো।

পাঠ ২৪ ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগান পরিবর্তনের প্রভাব

২.৫৩ ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব (Effects of the Changes in Demand and Supply on Equilibrium Price)

বাজারে চাহিদা ও যোগানের যেকোনো একটি অথবা উভয়ের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামের পরিবর্তন হতে পারে।

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম তিনভাবে পরিবর্তন হতে পারে। যথা—

১. যোগান স্থির থেকে, চাহিদার পরিবর্তন ($\bar{S}$, ΔD)
২. চাহিদা স্থির থেকে, যোগানের পরিবর্তন ($\bar{D}$, ΔS)
৩. চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন (ΔD, ΔS)

> **চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি কী?**
> দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয়, রুচি, অভ্যাস, বিকল্প দ্রব্যের দাম, সময় ইত্যাদি কারণে যদি চাহিদার পরিবর্তন ঘটে তবে তাকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে।

১. **যোগান স্থির, চাহিদার পরিবর্তন ($\bar{S}$, ΔD):** কোনো দ্রব্যের যোগান স্থির থাকা অবস্থায়ও তার চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তন দুইভাবে হতে পারে। যথা- চাহিদার বৃদ্ধি এবং চাহিদার হ্রাস। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো—

i. **চাহিদা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব:** বিবেচ্য দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যটির দাম এবং চাহিদা উভয়ই বাড়ে। যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে চাহিদার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব বলে। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়, ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

ii. **চাহিদা হ্রাসজনিত প্রভাব:** দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস হ্রাস পেলে দ্রব্যটির দাম এবং চাহিদা উভয়ই কমে। যোগান স্থির থেকে চাহিদা হ্রাস পেলে ভারসাম্যে যে পরিবর্তন হয়, তাকে চাহিদার হ্রাসজনিত প্রভাব বলে। চাহিদা হ্রাস পেলে, চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তিরত হয় এবং ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়েই হ্রাস পায়।

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা: চিত্রের ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) নির্দেশিত হয়েছে।

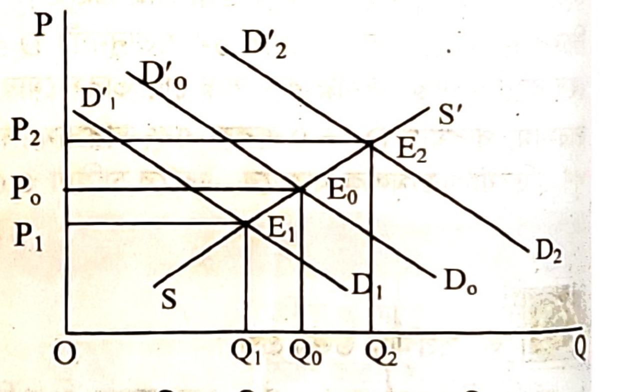

চিত্র: চাহিদা ও যোগানোর পরিমাণ

চিত্রে প্রাথমিক চাহিদা রেখা $D_0D'_0$ এবং যোগান রেখা SS′ পরস্পর E_0 বিন্দুতে ছেদ করায় অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান সমান হওয়ায় E_0 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। তাই E_0 হলো প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু। P_0 হলো প্রাথমিক ভারসাম্য দাম এবং OQ_0 হলো প্রাথমিক ভারসাম্য পরিমাণ। এখন যোগান স্থির থেকে কোনো কারণে দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে $D_2D'_2$ হয়। তাই $D_2D'_2$ = SS′ দ্বারা E_2 বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয়। ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে OP_2 এবং OQ_2 হয়। এক্ষেত্রে $OP_2 > OP_0$ এবং $OQ_2 > OQ_0$ হওয়ায় বলা যায়, কোনো দ্রব্যের যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য দাম এবং পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

অনুরূপভাবে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেলে চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়ে $D_1D'_1$ হয়। ফলে E_1 বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয়। ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে OP_1 ও OQ_1 হয়। চিত্রানুযায়ী, $OP_1 < OP_0$ এবং $OQ_1 < OQ_0$ হওয়ায় বলা যায়, কোনো দ্রব্যের যোগান স্থির থেকে চাহিদা হ্রাস পেলে, ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই হ্রাস পায়।

২. **চাহিদা স্থির, যোগানের পরিবর্তন ($\bar{D}$, ΔS):** চাহিদা স্থির থেকে কর ব্যবস্থা, আবহাওয়া, পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, প্রযুক্তি ব্যয় ইত্যাদির কারণে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে, এটিকে যোগানজনিত প্রভাব বলে। কোনো দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে তার যোগানের পরিবর্তন দুভাবে হতে পারে। যথা— যোগানের বৃদ্ধি এবং যোগানের হ্রাস। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো—

i. যোগান বৃদ্ধিজনিত প্রভাব: চাহিদা স্থির থেকে অনুকূল প্রভাবের জন্য যোগান বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে। ফলে ভারসাম্য দাম হ্রাস পাবে কিন্তু ভারসাম্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

ii. যোগান হ্রাসজনিত প্রভাব: চাহিদা স্থির থেকে প্রতিকূল প্রভাবের কারণে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পেলে যোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হবে, ফলে ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ভারসাম্য পরিমাণ হ্রাস পাবে।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা: চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) নির্দেশিত হয়েছে।

E_0 = প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু।

DD' = প্রাথমিক চাহিদা রেখা।

$S_0S'_0$ = প্রাথমিক যোগান রেখা।

চাহিদা স্থির থেকে যোগান বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখা ডানদিকে সরে $S_1S'_1$ হয় এবং নতুন ভারসাম্য E_1 বিন্দুতে অর্জিত হয়, ফলে দাম হ্রাস পেয়ে OP_1 হয় এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে OQ_2 হয়। এবার যোগান হ্রাস পেয়ে $S_2S'_2$ হলে, নতুন ভারসাম্য E_2 বিন্দুতে অর্জিত হয়, ফলে দাম বৃদ্ধি পেয়ে OP_2 হয় এবং পরিমাণ হ্রাস পেয়ে OQ_1 হয়।

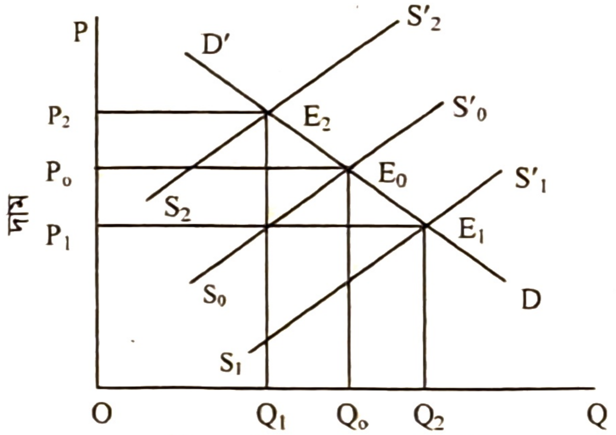

চিত্র: চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

সুতরাং, যেকোনো দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে যোগান বৃদ্ধি পেলে দাম হ্রাস পায়, কিন্তু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার যোগান হ্রাস পেলে দাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

৩. **চাহিদা ও যোগানের যুগপৎ পরিবর্তন:**

চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে যুগপৎ পরিবর্তনের ফলে ও ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন হতে পারে। নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

রেখা চিত্রের ব্যাখ্যা: চিত্রে প্রাথমিক চাহিদা ও যোগান রেখা যথাক্রমে D_1D_1 ও S_1S_1 পরস্পর E_0 বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে ভারসাম্য দাম OP_1 এবং পরিমাণ OQ_1 হয়। যদি চাহিদা রেখা পরিবর্তিত হয় D_2D_2 এবং যোগান রেখা পরিবর্তিত হয়ে S_2S_2 হয় তবে নতুন ভারসাম্য বিন্দু E_1। যেখানে ভারসাম্য দাম বেড়ে OP_2 হবে এবং ভারসাম্য পরিমাণ বেড়ে OQ_2 হবে। এভাবে চাহিদা ও যোগানের যুগপৎ পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

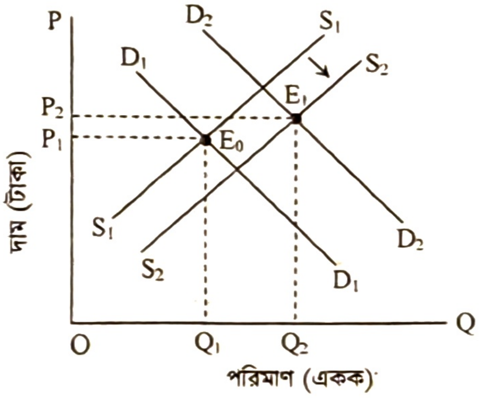

চিত্র: চাহিদা ও যোগানের যুগপৎ পরিবর্তনের প্রভাব

সুতরাং বলা যায়, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের দিক ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন দ্রব্যের যোগান রেখা স্থানান্তরের জন্য কোনটি দায়ী নয়? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম কয়ভাবে পরিবর্তন হতে পারে?

৩. ভারসাম্যের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তন কয়ভাবে হতে পারে?

৪. ভারসাম্যের ক্ষেত্রে যোগানের পরিবর্তন কয়ভাবে হতে পারে?

৫. ΔD, ΔS চিহ্ন দ্বারা কী বোঝানো হয়?

৬. $\bar{S}$, ΔD চিহ্ন দ্বারা কী বোঝানো হয়?

৭. কোন ক্ষেত্রে যোগানরেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

৮. ভোক্তাদের আয় বৃদ্ধি পেলে বাজারে কী ঘটে? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০২৪-২০২৫]*

উত্তরের জন্য ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

চাহিদা রেখা স্থির থেকে কর ব্যবস্থা, পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও প্রযুক্তি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য যোগান রেখার কীরূপ পরিবর্তন হয় চিত্রে অঙ্কন করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ ও ২ : ১. ভোগের বৃদ্ধি; ২. সর্বোচ্চ হবে; ৩. জে. আর হিকস; ৪. উপযোগ; ৫. অধ্যাপক মার্শাল; ৬. ইউটিল; ৭. দুইটি; ৮. শূন্য; ৯. হ্রাস পাবে।

পাঠ-৩ : ১. আলফ্রেড মার্শাল; ২. ঋণাত্মক; ৩. প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান; ৪. মোট উপযোগ; ৫. হেনরিখ গোসেন; ৬. ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি।

পাঠ-৪ : ১. একটি দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যটির পরিমাণ; ২. নিজ দাম; ৩. তিনটি; ৪. কমে; ৫. বিপরীতমুখী; ৬. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে; ৭. ১৮৪০; ৮. ভেবলেন দ্রব্য; ৯. একটি পণ্যের দাম ও পরিমাণ।

পাঠ-৫ : ১. চাহিদা সূচি; ২. চাহিদা রেখা; ৩. চাহিদা সূচি; ৪. দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমুখী; ৫. অ্যান্টোনি আগস্টিন কুর্নট; ৬. চাহিদা বিধি; ৭. জনসংখ্যা বাড়লে।

পাঠ-৬ : ১. বাজার চাহিদা; ২. ব্যক্তিগত চাহিদা; ৩. একটি পণ্যের দাম বাড়লে অন্যটির চাহিদা কমবে; ৪. বাজার চাহিদা; ৫. পরিপূরক দ্রব্যের দাম; ৬. পরিপূরক।

পাঠ-৭ : ১. অপেক্ষক; ২. পরামিতি; ৩. ধ্রুবক; ৪. অধীন চলক; ৫. চলক; ৬. D।

পাঠ-৮ : ১. চাহিদা অপেক্ষক; ২. ধ্রুবক; ৩. ৪ টাকা; ৪. D হলো অধীন চলক এবং P হলো স্বাধীন চলক; ৫. অপেক্ষক; ৬. নিম্নগামী সরলরেখা; ৭. আয়ের প্রভাব।

পাঠ-৯ : ১. $D = a - bP$; ২. বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী; ৩. নিম্নগামী সরল রেখা; ৪. শূন্য; ৫. মুক্ত দ্রব্যের (বাতাস, সূর্যের আলো); ৬. সমপরাবৃত্তাকার চাহিদা রেখা।

পাঠ-১০ ও ১১ : ১. লম্ব ÷ ভূমি; ২. অসীম; ৩. ঢাল; ৪. রেখার ঢাল ; ৫. b; ৬. ঢাল; ৭. আয়ের প্রভাব; ৭. দুটি পণ্যের মধ্যে মূল্য অনুপাত।

পাঠ-১২ : ১. বিলাসজাত দ্রব্যে; ২. কম হারে; ৩. অস্থিতিস্থাপক; ৪. E_d অথবা E_p।

পাঠ-১৩ ও ১৪ : ১. পরিপূরক দ্রব্য; ২. তিন; ৩. ডানদিকে নিম্নগামী; ৪. এককের চেয়ে কম; ৫. পরিপূরক; ৬. চা ও কফি; ৭. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা; ৮. অসীম।

পাঠ-১৫ : ১. অস্থিতিস্থাপক; ২. দুই প্রকার; ৩. ডানদিকে নিম্নগামী; ৪. স্থিতিস্থাপক; ৫. একের চেয়ে কম হবে; ৬. কম; ৭. অধিক; ৮. হীরা; ৯. লবণ।

পাঠ-১৬ ও ১৭ : ১. অধ্যাপক মার্শাল; ২. পাঁচটি; ৩. ভূমি অক্ষে সমান্তরাল; ৪. $e = 1$; ৫. বিশুদ্ধ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা; ৬. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল; ৭. একক স্থিতিস্থাপক; ৮. পরিপূরক পণ্য; ৯. কমে যাবে।

পাঠ-১৮ : ১. উপকরণের দাম, ভোক্তার আয়, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি; ২. মজুত; ৩. সময় ও দাম; ৪. যোগান বিধির; ৫. পণ্যের দাম; ৬. সমমুখী।

পাঠ-১৯ : ১. দাম প্রভাব; ২. ধনাত্মক; ৩. ঊর্ধ্বগামী; ৪. দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক; ৫. যোগান রেখা; ৬. যোগান রেখাকে।

পাঠ-২০ : ১. অসীম; ২. যোগান অপেক্ষক; ৩. যোগান সমীকরণ; ৪. 4 টাকা; ৫. ধনাত্মক।

পাঠ-২১ : ১. পাঁচ প্রকার; ২. ব্যাপক; ৩. অপরিবর্তিত থাকে; ৪. অসীম স্থিতিস্থাপক; ৫. $Es = 1$; ৬. এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক।

পাঠ-২২ ও ২৩ : ১. উদ্বৃত্ত; ২. ভারসাম্য দাম; ৩. ল্যাটিন শব্দ; ৪. চাহিদা = যোগান হলে; ৫. ৪০; ৬. চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্যের মাধ্যমে; ৭. ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয় বাড়ে; ৮. চাহিদা = যোগান;

পাঠ-২৪ : ১. দ্রব্যটির নিজ দাম; ২. তিনভাবে; ৩. দুইভাবে; ৪. দুইভাবে; ৫. চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন; ৬. যোগান স্থির থেকে, চাহিদার পরিবর্তন; ৭. বিদ্যুৎ ও তেলের দাম কমলে; ৮. ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয় বাড়ে।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

উপযোগ — কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব মোচনের ক্ষমতাকে অর্থনীতিতে উপযোগ বলা হয়। যেমন: খাদ্য মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করে।

মোট উপযোগ — অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে উদ্ভূত তৃপ্তির সমষ্টিগত রূপকে মোট উপযোগ বলে। উপযোগকে যখন একটি দ্রব্যের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়, তখন সেই দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।

প্রান্তিক উপযোগ — কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। যেমন— কোনো ব্যক্তি একটি দ্রব্যের ২ একক ভোগ করে ২০ ইউটিল মোট উপযোগ পায়। এখন ব্যক্তিটি ৩ একক ভোগ করলে মোট উপযোগ পাওয়া যায় ২৫ ইউটিল। অতএব ৩য় এককের থেকে প্রাপ্ত উপযোগ (২৫-২০) = ৫, এটি প্রান্তিক উপযোগ।

চাহিদা — উপযুক্ত ক্রয় ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা সম্পর্কিত মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। যেমন: একজন চাকরিজীবীর রঙিন টেলিভিশন কেনার ইচ্ছাকে চাহিদা বলে।

অপেক্ষক — এক বা একাধিক স্বাধীন চলকের সাথে সম্পর্কিত অধীন চলকের মধ্যে পরস্পর বিশেষ সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

ধ্রুবক — একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে বস্তু বা বিষয়ের মান পরিবর্তিত হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে, তাকে ধ্রুবক বলে। যেমন— ধ্রুবক যেহেতু স্থির তাই স্থির সংখ্যায় 1, 2, 3...ইংরেজি বর্ণমালায় a, b, c ... ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চলক — যে প্রতীক বা রাশি ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তাকে চলক বলে। সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার শেষের দিকের বর্ণমালা যেমন— P, Q, R, X, Y, Z ইত্যাদি দ্বারা চলক প্রকাশ করা হয়।

পরামিতি — যে ধ্রুবকের মান কখনো স্থির থাকে আবার কখনো পরিবর্তন হয় তকে পরামিতিক ধ্রুবক বা সংক্ষেপে পরামিতি বলে। গ্রিক বর্ণমালা α, β, γ ইত্যাদি দিয়ে পরামিতি দেখানো হয়।

ঢাল — সাধারণত কোনো অপেক্ষকের দুটি সম্পর্কিত চলকের মধ্যে একটি চলকের (স্বাধীন চলকের) এক একক পরিবর্তনের ফলে অপর চলকের (অধীন চলকের) যতটুকু পরিবর্তন হয় তাকে ঢাল বলে।

গিফেন দ্রব্য — স্যার রবার্ট গিফেন ১৮৪০ সালে আইরিশ কৃষকদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, অত্যন্ত নিম্ন আয় সম্পন্ন পরিবারের মৌলিক খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক বিরাজ করে, তার নামানুসারে এ নিম্ন মানের দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। যেমন- চাল, কাপড়, লবণ ইত্যাদি।

পরিবর্তক দ্রব্য — যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিবর্তে অন্যটি ভোগ করা যায় এবং প্রায় সমান উপযোগ ভোগ করা যায়, তবে ঐ দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়। যেমন: চা ও কফি এবং চিনি ও গুড় ইত্যাদি একে অপরের পরিবর্তক।

পরিপূরক দ্রব্য — দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির ভোগ বাড়াতে হলে যদি অপর দ্রব্যেরও ভোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তবে দ্রব্য দুটিকে একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়। যেমন— চা পানের জন্য প্রয়োজন চা পাতা, চিনি ও দুধ ইত্যাদি একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য।

স্থিতিস্থাপকতা — কোনো কিছু পরিবর্তনের হারকে স্থিতিস্থাপকতা হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থনীতিতে স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কীরূপ পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করে।

যোগান — সাধারণত কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে যোগান বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে সে দ্রব্যের যোগান বলে। মূলত দামের ওপর দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে।

ভারসাম্য — একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট দামে একটি পণ্য বা সেবার মোট চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হলে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা অর্থনীতিতে ভারসাম্য নামে পরিচিত।

ভারসাম্য দাম — যে দামে বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ উপযোগের ধারণা

প্রশ্ন-১. উপযোগ কী? *[কু. বো., চ. বো. ২৫; য. বো. ২৩; সি. বো. ২৩, ২১; ব. বো. ঢা. বো., চ. বো. ২১; ঢা. বো., রা. বো. ১৯; দি. বো, ব. বো. ১৭; আলিম ১৭]*

উত্তর: উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার ঐ বিশেষ গুণকে বোঝায়, যা দ্বারা মানুষের বিশেষ অভাব মেটানো সম্ভব হয়।

প্রশ্ন-২. সংখ্যাবাচক উপযোগ কী?

উত্তর: দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করার নামই সংখ্যাগত বা সংখ্যাবাচক উপযোগ (Cardinal Utility)।

প্রশ্ন-৩. পর্যায়গত উপযোগ কী?

উত্তর: বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ থেকে পর্যায়গত (১ম, ২য়, ৩য়) উপযোগ পরিমাপ করা হলে, তাকে পর্যায়গত উপযোগ (Ordinal Utility) বলে।

■ মোট ও প্রান্তিক উপযোগ

প্রশ্ন-৪. মোট উপযোগ কী?

উত্তর: অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে উদ্ভূত তৃপ্তির সমষ্টিগত রূপকে মোট উপযোগ বলে।

প্রশ্ন-৫. প্রান্তিক উপযোগ কী? *[ম. বো., য. বো. ২৫; য. বো., ব. বো. ২৩; ম. বো., ব. বো. ২২; ঢা. বো. ১৭; কু. বো. ২১, ১৭]*

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) বলে।

■ চাহিদার ধারণা

প্রশ্ন-৬. চাহিদা কী? *[চ. বো., য. বো. ২৫; ম. বো., কু. বো. ২৩; ঢা. বো., য. বো. ২২; দি. বো. ২১, ১৯, ১৭; আলিম ২৩, ১৯]*

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাকে সে দ্রব্যের চাহিদা বলে।

প্রশ্ন-৭. চাহিদা বিধি কী? *[সি. বো. ২৫; কু. বো. ২১]*

উত্তর: কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় তাকে চাহিদা বিধি (Law of Demand) বলে।

প্রশ্ন-৮. পরামিতি কী? *[রা. বো. ২৩]*

উত্তর: গাণিতিক প্রক্রিয়া যেসব রাশিমান অজ্ঞাত থাকে তাকে পরামিতি বলে।

প্রশ্ন-৯. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? *[কু. বো. ১৯]*

উত্তর: একটি দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে তার অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

প্রশ্ন-১০. অপেক্ষক কী? *[রা. বো. ২৩]*

উত্তর: এক বা একাধিক স্বাধীন চলকের সাথে সম্পর্কিত অধীন চলকের মধ্যে পরস্পর বিশেষ সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

প্রশ্ন-১১. চাহিদা সূচি কাকে বলে? *[য. বো. ২২; আলিম ১৯]*

উত্তর: বিভিন্ন দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত তা তালিকায় প্রকাশ করা হলে তাকে চাহিদা সূচি বলে।

প্রশ্ন-১২. পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য কী? *[ঢা. বো. ২৩]*

উত্তর: যদি কোনো বিশেষ দ্রব্যের অভাব অন্য দ্রব্যের দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা সম্ভব হয় তখন তাকে পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য (Substitute goods) বলে। যেমন: চিনি ও গুড়, চা ও কফি, চিড়া ও মুড়ি ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৩. পরিপূরক দ্রব্য কী? *[ম. বো. ২৫; রা. বো. ২১; আলিম ২৩]*

উত্তর: যদি কোনো বিশেষ অভাব পূরণের জন্যে একই সাথে দুই বা ততোধিক দ্রব্যের ব্যবহার অপরিহার্য হয় তবে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসমূহকে পরিপূরক দ্রব্য (Complementary goods) বলে। যেমন: কালি ও কলম, গাড়ি ও পেট্রোল ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৪. ভেবলেন দ্রব্য কী? *[রা. বো. ২১]*

উত্তর: যেসব পণ্য মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, দেখতে জাঁকজমকপূর্ণ এসব দ্রব্যকে ভেবলেন দ্রব্য (Veblen goods) বলা হয়। যেমন: হীরকখচিত জুয়েলারি, বিশেষ মডেলের মোটরগাড়ি।

প্রশ্ন-১৫. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি কী? *[ব. বো. ২১]*

উত্তর: চাহিদা অপেক্ষকে বিবেচ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আলোচ্য দ্রব্যের দাম স্থির থেকে অন্য যেকোনো বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে।

■ চাহিদা সমীকরণ গঠন (চলক, ধ্রুবক ও ঢাল)

প্রশ্ন-১৬. অপেক্ষক কী? *[ম. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; সি. বো. ২৩, ২২; ঢা. বো., দি. বো. ২২; ব. বো. ২১; আলিম ২২]*

উত্তর: দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হলে তাকে অপেক্ষক (Function) বলে।

প্রশ্ন-১৭. চলক কী? *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., ব. বো. ২৫; ঢা. বো., দি. বো., চ. বো. ২১; চ. বো. ১৯; য. বো, সি. বো.'১৭; ঢা. বো. ১৬]*

উত্তর: চলক হলো এমন কতগুলো রাশি যা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে। যেমন– P, Q, R, X, Y, Z ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৮. ধ্রুবক কী? *[ব. বো. ১৯]*

উত্তর: গণিতশাস্ত্রে যেসব বিষয় বা রাশির মান সব অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকে, তাকে ধ্রুবক (Constant) বলে।

প্রশ্ন-১৯. স্বাধীন চলক কী? *[ব. বো. ২২]*

উত্তর: যে চলক বা চলকসমূহ অন্য চলকের মানের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তাকে স্বাধীন চলক (Independent variable) বলে।

প্রশ্ন-২০. রেখার ঢাল কাকে বলে? *[ম. বো., রা. বো., দি. বো. ২৫; দি. বো. ব. বো. ২৩; চ. বো. ২৩, ২১; আলিম ২২; ম. বো., কু. বো., দি. বো., চ. বো. ২১; ব. বো. ১৯; রা. বো.; চ. বো., ব. বো., কু. বো. ১৮]*

উত্তর: কোনো রেখার উল্লম্ব বা উচ্চতা ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ঐ রেখার ঢাল বলে।

প্রশ্ন-২১. নির্ভরশীল চলক কী? *[ম. বো. ২১]*

উত্তর: যে চলকটির মান অন্যচলক বা চলকসমূহের মনের উপর নির্ভরশীল তাকে নির্ভরশীল চলক বলে।

■ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: (দাম, আয় ও আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা) ও পরিমাপ

প্রশ্ন-২২. চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা কী? *[কু. বো. ২১]*

উত্তর: একটি দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন ফলে চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে তার অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

প্রশ্ন-২৩. চাহিদা সংকোচন কী? *[রা. বো. ২৩; ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: অন্যান্য বিষয় (ক্রেতার আয়, ক্রেতার রুচি, সময়) অপরিবর্তিত অবস্থায় শুধু দ্রব্যটির নিজের দাম বাড়লে চাহিদা কমে একে চাহিদার সংকোচন বলে।

প্রশ্ন-২৪. আয় স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দাও। *[ম. বো., দি. বো. ২১; কু. বো. ১৬]*

উত্তর: ক্রেতা বা ভোক্তার আর্থিক আয়ের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন ঘটে তার অনুপাতকে আয় স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity) বলে।

প্রশ্ন-২৫. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? *[য. বো. ২৩, ২১; রা. বো. ২১; চ. বো. ১৯; ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো '১৮]*

উত্তর: কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity of Demand) বলে।

■ যোগানের ধারণা

প্রশ্ন-২৬. যোগান কী? *[আলিম ২২]*

উত্তর: কোনো বিক্রেতা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে উৎপাদিত দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক থাকে তাকে অর্থনীতিতে যোগান বলে।

প্রশ্ন-২৭. যোগান বিধি কী? *[ম. বো. ২২; দি. বো., কু. বো. ১৯]*

উত্তর: যে বিধির সাহায্যে দাম ও যোগানের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়, তাকে যোগান বিধি (Law of Supply) বলে।

প্রশ্ন-২৮. কোন রেখার ঢাল ধনাত্মক? *[য. বো. ১৯]*

উত্তর: যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক।

■ **ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ**

প্রশ্ন-২৯. ভারসাম্য দাম কী? *[ম. বো. ২১]*
উত্তর: যে দামে বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

প্রশ্ন-৩০. বাজার ভারসাম্য কাকে বলে?
[সি. বো. ২৫; য. বো. ২২; রা. বো. ১৯]
উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্যের বাজারে চাহিদার পরিমাণ ও বাজার যোগানের পরিমাণ সমান হলে যে ভারসাম্য অর্জিত হয়, তাকে বাজার ভারসাম্য (Market Equilibrium) বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. প্রান্তিক উপযোগ কেন ঋণাত্মক হয়?
[ম. বো. ২১; আলিম ২৩]
উত্তর: মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হওয়ার পর তা হ্রাস পেতে থাকলে তখন প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।
সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে যখন ভোক্তা কোনো দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করার পর উক্ত দ্রব্যের ভোগ ক্রামাগত কমতে থাকে, তখন মোট উপযোগ হ্রাসের মাধ্যমে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২. "শুধু কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না কেন? *[চ. বো. ২২]*
উত্তর: শুধু কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলে চাহিদা বলা যায় না।
উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা সম্পর্কিত মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। অর্থাৎ কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষার পিছনে ক্রয় করার সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয় করে ক্রয়ের ইচ্ছা থাকতে হবে। কাজেই শুধু দ্রব্য পাওয়ার আকঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না।

প্রশ্ন-৩. প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয় কেন?
[কু. বো. ২১; য. বো. '১৯]
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাই হলো প্রান্তিক উপযোগ।
ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। যেমন: একজন ভোক্তা ২ একক পেয়ারা ভোগ করে ১২ টাকার সমান মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ পায়। এখন ভোক্তা যদি অতিরিক্ত আরও এক একক পেয়ারা ভোগ করে তাহলে তার মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায় ১৬ টাকার সমান। এ ক্ষেত্রে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ হবে (১৬-১২) = ৪ টাকার সমান। সুতরাং দেখা যায়, প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। আর এ কারণেই প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রশ্ন-৪. সর্বোচ্চ মোট উপযোগ স্তরে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় কেন? *[ঢা. বো. ১৯]*
অথবা, **প্রান্তিক উপযোগ কখন শূন্য হয়?** *[রা. বো. ২৩]*
উত্তর: মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য হয়।
ভোক্তা কোনো একটি বিশেষ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করতে থাকলে তার নিকট উক্ত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এক পর্যায়ে সে আর ঐ দ্রব্যটি ভোগ করতে চায় না। এমতাবস্থায় ভোক্তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভোক্তার লিচু খাওয়ার ইচ্ছা হলো। প্রথম লিচুর তুলনায় দ্বিতীয় লিচু থেকে সে কম উপযোগ পায়। তৃতীয় লিচুর ক্ষেত্রে উপযোগ আরও হ্রাস পায়। এভাবে এক পর্যায়ে তার লিচু খাওয়ার আর কোনো আগ্রহ থাকবে না। ফলে সে আর লিচু গ্রহণ করবে না। এ অবস্থায় ভোক্তার নিকট লিচুর মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলেও প্রান্তিক উপযোগ হয় শূন্য।

প্রশ্ন-৫. চাহিদা রেখা কখন উর্ধ্বগামী হয়?
[দি. বো. ২১; চ. বো. ১৭; সি. বো. ১৬; আলিম ২৩]
উত্তর: চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ক্ষেত্রগুলোতে চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।
সাধারণত চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়; কারণ দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন— ভোক্তার আয়ের পরিবর্তন, গিফেন দ্রব্য, বিলাসজাত দ্রব্য, বিকল্প দ্রব্যের দাম পরিবর্তন প্রভৃতি। এক্ষেত্রে দাম ও চাহিদা পরিমাণের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন-৬. চাহিদা বিধি কি সর্বদা কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ২১]*

উত্তর: চাহিদা বিধি (Law of Demand) সর্বদা কার্যকর হয় না।

সাধারণত চাহিদা বিধিতে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান তা প্রকাশ পায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন— গিফেন দ্রব্য ও বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন-৭. সাধারণত চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? *[য. বো. ২৫; ঢা. বো. ২১; আলিম ১৯]*

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তা একটি রেখার মাধ্যমে দেখানোকে চাহিদা রেখা বলে।

সাধারণত দ্রব্যের দাম বাড়লে ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ কমে। আবার দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। এই বিপরীত সম্পর্ক চিত্রে প্রকাশ করলে দেখা যায়, চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রশ্ন-৮. পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ২৩, ২২]*

উত্তর: পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।

দুটি পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অন্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। বিপরীতে একটি দ্রব্যের দাম কমলে অন্য দ্রব্যের চাহিদা কমে। অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের সাথে চাহিদা রেখার সম্পর্ক সমমুখী। তাই এক্ষেত্রে চাহিদা রেখার আকৃতি ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হবে।

প্রশ্ন-৯. দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা বিধির ওপর কী প্রভাব পড়বে? *[ম. বো. ২১; চ. বো. ১৭; য. বো. ১৬]*

উত্তর: দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না।

চাহিদা বিধি অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত (ভোক্তার আয়, ভোক্তার রুচি, সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা) থাকা অবস্থায় দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। তাই দাম স্থির থাকা অবস্থায় চাহিদাও অপরিবর্তিত থাকার কথা। কিন্তু দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার দরুন সে বেশি ক্রয় করবে। সেক্ষেত্রে দাম স্থির থাকা সত্ত্বেও ভোক্তার কাছে দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে।

প্রশ্ন-১০. দামের সাথে যোগানের পরিমাণ কীভাবে সম্পর্কিত? *[ঢা. বো. ২১; সি. বো., চ. বো. ২১]*

অথবা, **'দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক সমমুখী'— ব্যাখ্যা করো।** *[দি. বো. ২৫; ম. বো. ২৩]*

উত্তর: দাম যে দিকে পরিবর্তিত হয় যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম বাড়লে তার যোগানের পরিমাণ বাড়ে। আবার কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম কমলে, তার যোগানের পরিমাণ কমে। দাম কমলে মুনাফা কমে যায় কিংবা ক্ষতি হয় বলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। ধরি, বাজারে যখন আলুর দাম ২০ টাকা তখন আলুর যোগানের পরিমাণ ১৪০ কেজি, দাম বেড়ে যদি ২৫ টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণ ১৬০ কেজি। এখানে আলুর দামের সাথে আলুর যোগানের পরিমাণের সমমুখী সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন-১১. দ্রব্যের যোগানের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। *[ব. বো. ২২]*

উত্তর: দ্রব্যের যোগানের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ধনাত্মক বা সমমুখী।

কোনো দ্রব্যের উৎপাদনের ওপর ভর্তুকি প্রদান করলে দ্রব্যের উৎপাদন খরচ কমে যায়। ফলে দ্রব্যে উৎপাদন বেড়ে যায়। তাই বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী পূর্বের দামেই অধিক পরিমাণ যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে। বিপরীতে দ্রব্যের ওপর থেকে ভর্তুকি হ্রাস করলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এর ফলে দ্রব্যের যোগান কমে যায়। অর্থাৎ দ্রব্যের ওপর ভর্তুকি বাড়লে দ্রব্যের যোগান বাড়ে। আবার ভর্তুকি হ্রাস করলে যোগান কমে।

প্রশ্ন-১২. বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? *[কু. বো. ১৭; আলিম ২২]*

উত্তর: বিলাসজাত দ্রব্য আভিজাত্যের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সে কারণে এতে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

বেশি দামে দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রদর্শন প্রভাব লক্ষ করা যায়। উচ্চ আয়স্তরের ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে সকল দ্রব্যের দাম বেশি সেগুলো বেশি ক্রয় করে এবং দাম কম হলে কম ক্রয় করে। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। এভাবে বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি অর্থাৎ দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন-১৩. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপক মান ঋণাত্মক হলে দ্রব্যদ্বয়ের সম্পর্ক কিরূপ হবে? *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক হলে সম্পর্কিত দ্রব্য দুটি পরস্পরের পরিপূরক হয়।

পরিপূরক দ্রব্য, যেমন— চা ও চিনি। এরূপ দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অপর দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। যেমন— চায়ের কেজি যখন ৪০ টাকা তখন চিনির চাহিদা ১০০ একক। চায়ের দাম বৃদ্ধি পেয়ে কেজি ৬০ টাকা হলে চিনির চাহিদা হ্রাস পেয়ে ৫০ একক হয়।

সুতরাং, $Ec = \frac{\Delta Q_Y}{\Delta P_x} \times \frac{Px}{Y} = \frac{-৫০}{২০} \times \frac{৪০}{১০০}$

$= -১$ (ঋণাত্মক মান)

প্রশ্ন-১৪. চলক ও ধ্রুবক একই নয় কেন? *[য. বো. ২৫]*

উত্তর: চলক পরিবর্তনশীল এবং ধ্রুবক অপরিবর্তশীল।

গণিতশাস্ত্রে যেসব বিষয় বা রাশির মান পরিবর্তিত হয় সেগুলোকে চলক বলে। অপরদিকে যে বিষয় বা রাশির মান পরিবর্তিত হয় না তাকে ধ্রুবক বলে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে চলকের মান ভিন্ন হয়। কিন্তু ধ্রুবকের মান সর্বদা স্থির থাকে। চলক গতিশীল হলেও ধ্রুবক নিশ্চল।

প্রশ্ন-১৫. গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা কেন উর্ধ্বগামী হয়? *[দি. বো. ২৩; সি. বো. ২১]*

উত্তর: গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক সমমুখী হওয়াতে উক্ত দ্রব্যের চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হয়।

মানুষের নিত্য ব্যবহার্য এমন কিছু দ্রব্য রয়েছে, যা ব্যবহার না করলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এগুলো গিফেন দ্রব্য নামে পরিচিত। এসব দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং দাম কমলে চাহিদা কমে। যার কারণে গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন-১৬. 'যোগান ও মজুদ এক নয়'— ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো., য. বো. ২২; দি. বো. ১৯; আলিম ২৩]*

অথবা, যোগান ও মজুদের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়? *[দি. বো. ২৩]*

উত্তর: সাধারণভাবে মজুদ ও যোগান কথা দুটি সমার্থক মনে হলেও অর্থনীতিতে এ ধারণা দুটির ভিন্ন অর্থ রয়েছে। বিক্রয়যোগ্য একটি দ্রব্যের মোট পরিমাণ হলো মজুদ। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে ঐ দ্রব্যের যোগান বলে। যোগান হলো মজুদের একটি অংশ। মনে করি, একজন বিক্রেতার বিক্রয়যোগ্য মোট ৫০০ কেজি চাল আছে এবং বাজারে প্রতি কেজি চালের দাম ২৫ টাকা। যদি এ দামে বিক্রেতা ২০০ কেজি চাল বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে সে ক্ষেত্রে ৫০০ কেজি চালকে মজুদ এবং ২০০ কেজি চালকে যোগান বলা যাবে। তাই বলা যায়, অর্থনীতিতে যোগান ও মজুদ এক নয়।

প্রশ্ন-১৭. উপকরণের দাম দ্বারা দ্রব্যের যোগান কীভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ২১; ব. বো. ১৯; সি. বো. ১৭]*

উত্তর: উপকরণের দামের সাথে দ্রব্যের যোগানের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। নিম্নে উপকরণের দাম দ্বারা দ্রব্যের যোগান কিভাবে প্রভাবিত হয় তা ব্যাখ্যা করা হলো।

উপকরণের দাম বাড়লে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। ফলে দাম স্থির থাকলেও যোগান কমে। সেক্ষেত্রে যোগান রেখার আকৃতি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রদত্ত চিত্রে দেখা যায়, X দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উপকরণের দাম P_0 থেকে P_1 তে বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় দ্রব্যের যোগান OQ_0 থেকে OQ_1 তে হ্রাস পায়।

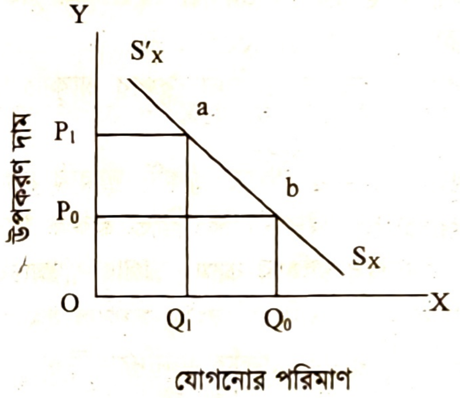

প্রশ্ন-১৮. যোগান রেখা কি সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়? *[সি. বো., য. বো. ২৫]*

উত্তর: যোগান রেখা সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় না।

যোগান রেখা সাধারণত বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। কারণ যোগান বিধি অনুযায়ী, দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে, যোগান রেখা তখন উর্ধ্বগামী না হয়ে বরং ভূমি বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। যেমন: দুর্লভ পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যোগান লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়ে থাকে। আবার শ্রমের যোগান রেখা বামদিকে পশ্চাৎগামী হয়ে থাকে। তাই যোগান রেখা সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপযোগ ধারণাটি কেমন?
ক. জটিল খ. বাস্তব
গ. মানসিক ঘ. সামাজিক

২. প্রান্তিক উপযোগ (MU)-এর সূত্র কোনটি?
ক. $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ খ. $MU = \frac{\Delta TU}{Q}$
গ. $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ ঘ. $MU = \frac{\Delta Q}{\Delta TU}$

৩. অর্থনীতিবিদগণ উপযোগ পরিমাপের কয়টি পদ্ধতির কথা বলেন?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৬টি

৪. 'পেট্রোলের দাম কমলে গাড়ির চাহিদা বাড়ে' —এক্ষেত্রে নিচের কোন ধারণাটি প্রাসঙ্গিক?
ক. পরিবর্তক দ্রব্যের দাম খ. পরিপূরক দ্রব্যের দাম
গ. বিলাসজাত দ্রব্যের দাম ঘ. প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম

৫. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (E_p) কোনটি?
ক. $E_P > 1$ খ. $E_P = 1$
গ. $E_P < 1$ ঘ. $E_P \geq 1$

৬. 'পান-সুপারি' খাওয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কোন নির্ধারককে ইঙ্গিত করে?
ক. ভোক্তার অভ্যাস খ. ভোক্তার চাহিদা
গ. ভোক্তার সৌন্দর্য ঘ. যুক্ত চাহিদা

৭. যে রাশির মান পরিবর্তিত হয় না তাকে কী বলে?
ক. চলক খ. ধ্রুবক
গ. অপেক্ষক ঘ. পরামিতি

৮. কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা বা অভাবকে কী বলে?
ক. চাহিদা খ. যোগান
গ. উৎপাদন ঘ. ভোগ

৯. স্যার রবার্ট গিফেন কোন সালে আইরিশ কৃষকদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে গিফেন দ্রব্যের ধারণা দেন?
ক. ১৬৪০ খ. ১৭৪০
গ. ১৮৪০ ঘ. ১৯৪০

১০. দ্রব্যের চাহিদা কীসের ওপর নির্ভরশীল?
ক. ক্রেতার আয় খ. ক্রয়ের পরিমাণ
গ. বিক্রেতার আয় ঘ. উৎপাদন

১১. দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ককে কী বলে?
ক. চাহিদা অপেক্ষক খ. চাহিদা বিধি
গ. দাম বিধি ঘ. যোগান অপেক্ষক

১২. চাহিদা সমীকরণ $D = a - bp$ তে b কী?
ক. পরামিতি খ. ধ্রুবক
গ. চলক ঘ. ঢাল

১৩. দ্রব্যের দাম কমলে কী হয়?
ক. যোগান বাড়ে খ. চাহিদা বাড়ে
গ. যোগান স্থির থাকে ঘ. চাহিদা কমে

১৪. দুটি দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হলে দ্রব্য দুটি কীরূপ দ্রব্য?
ক. সম্পর্কহীন খ. পরিবর্তক
গ. পরিপূরক ঘ. গিফেন

১৫. বাজারে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিকে কী বলে?
ক. ব্যক্তিগত চাহিদা খ সামাজিক চাহিদা
গ. বাজার চাহিদা ঘ. জাতীয় চাহিদা

১৬. কোন দ্রব্য দুটির আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য?
ক. টিভি ও চিনি খ. চা ও কফি
গ. কলম ও পেন্সিল ঘ. কোক ও সেভেন আপ

১৭. সাধারণত কৃষিজাত ও পচনশীল পণ্যের যোগান কেমন হয়?
ক. স্থিতিস্থাপক খ. অস্থিতিস্থাপক
গ. নমনীয় ঘ. অনমনীয়

১৮. নিম্নগামী সরল রেখার ঢাল কীরূপ?
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. শূন্য ঘ. অসীম

১৯. দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার বেশি হলে সে চাহিদাকে কী বলে?
ক. স্থিতিস্থাপক চাহিদা খ. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা
গ. পরিপূরক চাহিদা ঘ. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

২০. চা ও চিনির আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কেমন হবে?
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. শূন্য ঘ. অসীম

২১. চাল, ডাল, লবণ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্থিতিস্থাপক?
ক. আয় স্থিতিস্থাপকতা খ. দাম স্থিস্থিাপকতা
গ. স্থিতিস্থাপক চাহিদা ঘ. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

২২. $E_P = 1$ অর্থ কী?
ক. একক স্থিতিস্থাপক খ. অস্থিতিস্থাপক
গ. অসীম স্থিতিস্থাপক ঘ. ধনাত্মক স্থিতিস্থাপক

২৩. $S = -2 + 4P$ একটি যোগান অপেক্ষক। এখানে, $P = 2$ হলে $S =$ কত হবে?
ক. ৬ খ. ৮
গ. ২ ঘ. ০

২৪. যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হয় কোনটির প্রভাবে?
ক. ভোক্তার প্রভাবে খ. বিক্রেতার প্রভাবে
গ. দামের প্রভাবে ঘ. উপযোগের প্রভাবে

২৫. অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা কেমন?
ক. ডানদিকে নিম্নগামী খ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
গ. ডানদিকে উর্ধ্বগামী ঘ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

২৬. জনাব আমিন একজন ফল ব্যবসায়ী। হঠাৎ আঙুরের দাম প্রতি কেজি ১০ টাকা বৃদ্ধি পেলে তিনি কী করবেন?
ক. আঙুর সরবরাহ কমাবেন
খ. আঙুর সরবরাহ বৃদ্ধি করবেন
গ. অন্যান্য ফলের সরবরাহ বৃদ্ধি করবেন
ঘ. সব ফলের সরবরাহ গতানুগতিক রাখবে

২৭. Y = f (x), এখানে Y কী নির্দেশ করে?
ক. স্বাধীন চলক খ. ধ্রুবক
গ. অধীন চলক ঘ. অপেক্ষক

২৮. বাজার ভারসাম্যের শর্ত কী?
ক. চাহিদা = যোগান খ. চাহিদা = দাম
গ. যোগান = দাম ঘ. চাহিদা = দাম = যোগান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৯. উপযোগের পরিমাপ হলো—
i. পর্যায়বাচক ii. সংখ্যাবাচক
iii. স্কেলভিত্তিক ও বাইনারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. চলক হলো—
i. গতিশীল রাশি ii. স্থিতিশীল রাশি
iii. X, Y, Z ইংরেজি বর্ণমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১. চাহিদা কমে যখন—
i. সম্পদের অসম বণ্টন হয়
ii. নগদপ্রিয়তা বাড়ে
iii. সঞ্চয় বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩২. চাহিদা রেখা নিম্নগামী হয়—
i. আয় বাড়লে ii. আয় কমলে
iii. পরিবর্তক প্রভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. চাহিদা রেখা ডানে এবং উপরে স্থানান্তর হতে পারে—
i. ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে
ii. ভোক্তার আয় বৃদ্ধির ফলে
iii. বিকল্প দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. মূল্য বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য হ্রাস পেলে যোগান হ্রাস পায় যে অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তা হলো—
i. ভোক্তার আয়ের ভিন্নতা থাকবে
ii. স্বাভাবিক সময় বিবেচিত
iii. ভোক্তার আয় স্থির থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের সূচি লক্ষ করো এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দাম (P)	চাহিদা (Q)
১০ টাকা	৫ একক
৯ টাকা	৫ একক

৩৫. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ হবে?
ক. শূন্য স্থিতিস্থাপকতা
খ. এককের সমান স্থিতিস্থাপক
গ. এককের বেশি স্থিতিস্থাপকতা
ঘ. অসীম স্থিতিস্থাপকতা

৩৬. উদ্দীপকের চাহিদা সূচি কোন ধরনের দ্রব্যের সঙ্গে অধিক সংগতিপূর্ণ?
ক. গিফেন দ্রব্য খ. বিলাসজাত দ্রব্য
গ. স্বাভাবিক দ্রব্য ঘ. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য

নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুমি দুপুরে কলেজের ক্যান্টিনে গিয়ে কলা-বিস্কুট খেল। তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ—

দ্রব্যের একক (কলা-বিস্কুট)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৬
২য়	৪
৩য়	২
৪র্থ	০

৩৭. ৪র্থ কলা ভোগ করার পর সুমি কত টাকার মোট উপযোগ লাভ করে?
ক. ৬ টাকা খ. ৮ টাকা
গ. ১০ টাকা ঘ. ১২ টাকা

৩৮. সময়ের ব্যবধান বেশি হলে সুমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি—
i. কার্যকর হবে ii. কার্যকর হবে না
iii. পরিবর্তিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিম একজন কমলা বিক্রেতা। রাশেদ কমলা কেনার জন্য করিমের দোকানে যায়। রাশেদ কমলার দাম জিজ্ঞাসা করায় করিম বলে, প্রতিটি কমলার দাম ১০ টাকা। কিন্তু রাশেদ প্রতিটি কমলার জন্য ৫ টাকা দিতে ইচ্ছুক। একপর্যায়ে রাশেদ ও করিম ৭ টাকায় প্রতিটি কমলা ক্রয় ও বিক্রয়ে সম্মত হয়।

৩৯. অনুচ্ছেদে ভারসাম্য দাম কত?
ক. ১০ টাকা খ. ৭ টাকা
গ. ৫ টাকা ঘ. ২ টাকা

৪০. অনুচ্ছেদে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়েছে—
i. করিম ও রাশেদের দরকষাকষির মাধ্যমে
ii. চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে
iii. করিমের বেশি মূল্যে বিক্রয়ের প্রবণতার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪১. কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে কী বলে? *[ঢা. বো. ২১; আলিম ১৯]*
ক. উপযোগ খ. ভোগ
গ. উৎপাদন ঘ. সম্পদ

৪২. সংখ্যাগত উপযোগের ধারণা কে প্রদান করেন? *[সি. বো. ২১; কু. বো., ঢা. বো. ১৯]*
ক. রিকার্ডো খ. অ্যাডাম স্মিথ
গ. মার্শাল ঘ. হিক্‌স

৪৩. পর্যায়গত উপযোগ ধারণা ব্যাখ্যা করেন কোন অর্থনীতিবিদ? *[দি. বো. ১৯; রা. বো. ১৬]*
ক. জে. আর হিকস খ. মার্শাল
গ. ওয়ালরাস ঘ. জেভনস্

৪৪. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ কী হবে? *[দি. বো. ২৫, ২৩, ২১; ম. বো. ২৩; কু. বো. ২১; ব. বো. ১৯]*
ক. কমতে থাকবে খ. শূন্য হবে
গ. বাড়তে থাকবে ঘ. স্থির থাকবে

৪৫. "উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে"। সংজ্ঞাটি প্রদান করেন— *[রা. বো. ২২; ম. বো., সি. বো. ২১]*
ক. অধ্যাপক মার্শাল খ. অধ্যাপক মেয়ার্স
গ. জে. এম. কেইনস ঘ. ডি. স্যালভেটর

৪৬. প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য (০) হয় তখন মোট উপযোগ কী হয়? *[ঢা. বো., কু. বো. ২২; ব. বো., চ. বো. ১৭]*
ক. সর্বোচ্চ খ. সর্বনিম্ন
গ. ধনাত্মক ঘ. ঋণাত্মক

৪৭. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কেমন হবে? *[চ. বো. ২৩; য. বো. ২১; রা. বো., দি.বো. ১৬; আলিম ২৩]*
ক. বৃদ্ধি পাবে খ. হ্রাস পাবে
গ. স্থির থাকবে ঘ. ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে

৪৮. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল— *[ঢা. বো. ২৩]*
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. অসীম ঘ. শূন্য

৪৯. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল— *[ম. বো. ২৫, ২১]*
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. অসীম ঘ. শূন্য

৫০. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে? *[কু. বো. ২৫; য. বো. ২৩; দি. বো. ২২; ঢা. বো. ১৬]*
ক. পল স্যামুয়েলসন খ. এল. রবিন্স
গ. জে. এম. কেইন্স ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

৫১. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে সব রাশির মান স্থির থাকে, তাকে কী বলে? *[দি. বো. ২৫; ম. বো. ২৩; য. বো. ২১; আলিম ২৩]*
ক. অধীন চলক খ. ধ্রুবক
গ. পরামিত ঘ. স্বাধীন চলক

৫২. চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরের কারণ— *[ম. বো. ২৩; য. বো. ১৭]*
ক. চাহিদা বৃদ্ধি খ. চাহিদা হ্রাস
গ. চাহিদা সংকোচন ঘ. চাহিদা সম্প্রসারণ

৫৩. চাহিদার শর্ত কয়টি? *[ব. বো. ২৫; ঢা. বো. ২৩; চ. বো. ২৩, ২১]*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫৪. সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কোন দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে? *[দি. বো. ১৯]*
ক. গিফেন দ্রব্য খ. ভেবলেন দ্রব্য
গ. নিত্য দ্রব্য ঘ. প্রয়োজনীয় দ্রব্য

৫৫. চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে কী বলে? *[কু. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; ব. বো. ২১]*
ক. চাহিদা সূচি খ. চাহিদা সমীকরণ
গ. চাহিদা রেখা ঘ. ব্যক্তিগত চাহিদা

৫৬. চাহিদা সমীকরণ $Qd = 20 - 2P$ হলে, চাহিদা রেখার ঢাল কত? *[কু. বো. ২৫]*
ক. -4 খ. -20
গ. -2 ঘ. -5

৫৭. স্বাধীন ও অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীল সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে কী বলে? *[দি. বো. ২৩; ব. বো. ১৯; আলিম ২৫, ২২]*
ক. অপেক্ষক খ. ঢাল
গ. পরামিতি ঘ. ধ্রুবক

৫৮. কোন ধরনের উপযোগের মান ঋণাত্মক হতে পারে? *[রা. বো. ২৫]*
ক. প্রান্তিক উপযোগ খ. প্রাথমিক উপযোগ
গ. মোট উপযোগ ঘ. গড় উপযোগ

৫৯. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে সব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে কী বলে? *[দি. বো. ২১; রা. বো., সি. বো. ১৭; ব. বো. ১৭, ১৬]*
ক. চলক খ. ধ্রুবক
গ. পরামিতি ঘ. স্বাধীন চলক

৬০. চাহিদা রেখার সমীকরণ $D = a - bp$ তে 'a' হলো— *[কু. বো. ২১]*
ক. ধ্রুবক খ. পরামিতি
গ. স্বাধীন চলক ঘ. অধীন চলক

৬১. $D = 20 - 5P$ চাহিদা সমীকরণ হলে, কোন দামে চাহিদার পরিমাণ শূন্য হবে? *[ব. বো. ১৯; রা. বো. ১৭]*
ক. ৪ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ২০

৬২. কোনো রেখার Y অক্ষের দূরত্বকে X অক্ষের দূরত্ব দ্বারা ভাগ করলে কী পাওয়া যায়? *[য. বো. ১৯]*
ক. স্থিতিস্থাপকতা খ. প্রান্তিক উপযোগ
গ. ভারসাম্য দাম ঘ. রেখার ঢাল

৬৩. $Q_s = f(P)$, এখানে Q_s দ্বারা কী বোঝায়? *[ঢা. বো. ২৫]*
ক. অপেক্ষক খ. অধীন চলক
গ. পরামিতি ঘ. স্বাধীন চলক

৬৪. সীমাবদ্ধ সম্পদের যোগান রেখার ঢাল কেমন হবে? *[ম. বো. ২৩; দি. বো. ২১, '১৭]*
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. শূন্য ঘ. অসীম

৬৫. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কোনটি? *[সি. বো. ২৩; ব. বো. ২১, '১৯]*
ক. $\frac{\Delta Q}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Q}$ খ. $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$
গ. $\frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{\Delta P}{P}$ ঘ. $\frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{P_X}$

৬৬. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা বিদ্যমান? [য. বো. ২৫, ২৩; চ. বো. ১৯]
ক. শূন্য খ. এককের চেয়ে কম
গ. অসীম ঘ. এককের চেয়ে বেশি

৬৭. একটি মোবাইল সেট ও একটি মোবাইল সিমের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ? [ঢা. বো. ২৩]
ক. পরিবর্তক খ. পরিপূরক
গ. স্বাধীন ঘ. সম্পর্কহীন

৬৮. নিচের কোন পণ্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক? [কু. বো. ১৯; আলিম ২৫]
ক. টেলিভিশন খ. গাড়ি
গ. মাছ ঘ. ওষুধ

৬৯. কলম ও কালি পরস্পর কোন ধরনের দ্রব্য? [রা. বো. ২৩; কু. বো. ১৯]
ক. পরিবর্তক দ্রব্য খ. পরিপূরক দ্রব্য
গ. নিকৃষ্ট দ্রব্য ঘ. ভেবলেন দ্রব্য

৭০. শূন্য স্থিতিস্থাপক যোগান রেখার আকৃতি কীরূপ? [য. বো. ২৫]
ক. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল খ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
গ. ডানদিকে নিম্নগামী ঘ. ডানদিকের ঊর্ধ্বগামী

১. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কোনটি? [দি. বো. ২৫; রা. বো. ২৩, ২১; ঢা. বো. ১৭; আলিম ১৯]
ক. $E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$ খ. $E_d = \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{Q}{P}$
গ. $E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{Q}{P}$ ঘ. $E_d = \frac{\Delta P}{\Delta Q} / \frac{P}{Q}$

৭২. চালের দাম প্রতি কেজি ৩৫ টাকা হতে ৫০ টাকা হলে চাহিদা হ্রাস পেয়ে ১০ কেজি হতে ৭ কেজি হয়। এক্ষেত্রে চালের দাম স্থিতিস্থাপকতা কত? [দি. বো. ১৬]
ক. ০.৩ খ. ০.৫
গ. ০.৭ ঘ. ১.৫

৭৩. চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশকে কী বলে? [য. বো. ২২]
ক. চাহিদা সূচি খ. চাহিদা অপেক্ষক
গ. চাহিদা রেখা ঘ. চাহিদা সমীকরণ

৭৪. পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ? [ঢা. বো., কু. বো. ২৫]
ক. ডানদিকে নিম্নগামী খ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী

৭৫. উপযোগের একককে কী বলে? [রা. বো. ২৫]
ক. ইউনিট খ. ইউটিল
গ. পর্যায় ঘ. ইউটিলিটি

৭৬. দ্রব্যের নিজস্ব দাম বৃদ্ধিতে চাহিদা কমে যাওয়াকে বলে চাহিদার— [দি. বো. ২২]
ক. সংকোচন খ. প্রসারণ
গ. হ্রাস ঘ. বৃদ্ধি

৭৭. আটা ও চাল দ্রব্য দুটির ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক কীরূপ হবে? [রা. বো. ২৫]
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. শূন্য ঘ. অসীম

৭৮. চাহিদা সমীকরণ কোনটি? [রা. বো. ২৫]
ক. $Q = -c + dp$ খ. $Q = a - bp$
গ. $Q = a + bp$ ঘ. $Q = a + by$

৭৯. সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান— [সি. বো. ২৫]
ক. এককের চেয়ে বেশি খ. এককের চেয়ে কম
গ. এককের সমান ঘ. শূন্য

৮০. চাহিদা বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য অবস্থার' অপরিবর্তন বলতে যা বোঝায়— [সি. বো. ২৫]
i. ভোক্তার আয় ii. ভোক্তার রুচি
iii. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮১. মোট উপযোগ হলো, কোনো দ্রব্যের— [দি. বো. ২১]
i. অতিরিক্ত একক হাতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগ
ii. সকল একক হতে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি
iii. প্রতি একক হতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮২. চাহিদা স্থির থেকে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে— [য. বো. ২৫; আলিম ১৭]
i. যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে
ii. ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাবে
iii. ভারসাম্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৩. চাহিদা বিধি কার্যকর হবে, যখন— [ব. বো. ২৫; দি. বো. ২২]
i. দাম স্থির থাকবে
ii. আয় স্থির থাকবে
iii. ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস স্থির থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৪. $Q_d = a - bP$; চাহিদা সমীকরণে— [কু. বো. ১৯]
i. P = অধীন চলক
ii. a = ধ্রুবক iii. b = ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৫. যোগান বিধি দ্বারা প্রকাশ পায়— [ব. বো. ১৯]
i. দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক
ii. দাম ও যোগানের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক
iii. দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৬. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়— *[চ. বো. ২১]*
i. ক্রেতার আয় পরিবর্তনে
ii. আলোচ্য দ্রব্যের দাম পরিবর্তনে
iii. ক্রেতার রুচির পরিবর্তনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১	১০	১০
২	?	৭
৩	২০	৩
৪	২০	?

[চ. বো. ১৯]

৮৭. সূচিতে শূন্যস্থানে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কত?
ক. ১৭, ০ খ. ৭, ২০
গ. ১০, ৪ ঘ. ১০, ৩

৮৮. সূচি অনুযায়ী মোট ও প্রান্তিক উপযোগ এর পরিবর্তনের কারণ—
i. ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায়
ii. দ্রব্যটির প্রতি ভোক্তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়
iii. মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

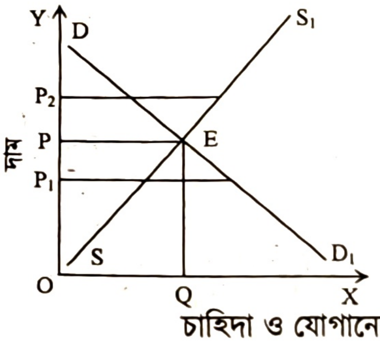

[চ. বো. ২৫]

৮৯. E বিন্দুর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. চাহিদা ≠ যোগান খ. চাহিদা = যোগান
গ. চাহিদা > যোগান ঘ. চাহিদা < যোগান

৯০. চিত্রে ভারসাম্য দাম কত?
ক. OQ খ. OP_1
গ. OP ঘ. OP_2

ছকটি লক্ষ করো এবং ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের একক (কলা)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৬
২য়	৪
৩য়	২
৪র্থ	০

[য. বো. ২৫]

৯১. ৪র্থ কলা ভোগ করার পর কত টাকার মোট উপযোগ পাওয়া যাবে?
ক. ৬ টাকা খ. ৮ টাকা
গ. ১০ টাকা ঘ. ১২ টাকা

৯২. সময়ের ব্যবধান বেশি হলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি
i. কার্যকর হবে ii. কার্যকর হবে না
iii. পরিবর্তিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের তালিকা থেকে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভোগের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ একক	৮	৮
২ একক	১৪	?
৩ একক	১৮	৪
৪ একক	২০	২

[দি. বো. ২২]

৯৩. তালিকায় ২য় এককের প্রান্তিক উপযোগ কত?
ক. ৬ একক খ. ৮ একক
গ. ১৪ একক ঘ. ১৮ একক

৯৪. উল্লিখিত তালিকায়—
i. মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে
ii. মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বেড়েছে
iii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৫ ও ৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
$Qd = 20 - 4P$; $Qs = -4 + 4P$ *[ঢা. বো. ২৫]*

৯৫. উদ্দীপকে $P = 3$ হলে, $Q_d = ?$
ক. 3 খ. 5
গ. 8 ঘ. 24

৯৬. বাজার দাম ৫ টাকা হলে—
i. চাহিদা < যোগান ii. চাহিদার পরিমাণ শূন্য
iii. যোগানের পরিমাণ ১৫
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৭ ও ৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
যোগান সমীকরণ: $S = -3 + 3P$ (যেখানে, S = যোগান, P = দাম) *[দি. বো. ২১; চ. বো. ১৭]*

৯৭. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটি কত দামে যোগান শূন্য হবে?
ক. 0 (শূন্য) খ. $\frac{1}{2}$
গ. 1 ঘ. 2

৯৮. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির দাম বেড়ে 3 টাকা থেকে 6 টাকা হলে যোগান স্থিতিস্থাপকতা (E_s) হবে—
ক. $Es < 1$ খ. $Es = 0$
গ. $Es = 1$ ঘ. $Es > 1$

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$Q_d = 15 - 5P$

$Q_S = -5 + 5P$ *[য. বো. ১৯]*

৯৯. উদ্দীপকের ভারসাম্য পরিমাণ কত?

ক. ২ খ. ৫

গ. ১০ ঘ. ১৫

১০০. বাজার দাম ৩ টাকা ধার্য করা হলে—

i. যোগান বেশি চাহিদা কম

ii. চাহিদার পরিমাণ শূন্য

iii. যোগান = ১৫

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চাহিদা অপেক্ষক : $Q_d = 20 - 3P$ *[কু. বো. ২২]*

যোগান অপেক্ষক: $Q_s = 5 + 2P$

১০১. উদ্দীপকে ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ কত একক?

ক. 3 খ 5

গ. 11 ঘ 15

১০২. বাজার দাম 5 টাকা ধার্য হলে—

i. যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা 10 একক বেশি হবে

ii. চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা 10 একক বেশি হবে

iii. যোগানের পরিমাণ 15 একক হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অপেক্ষকের ভিত্তিতে ১০৩ ও ১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$Q = 30 - 4P$ *[রা. বো. ২১]*

১০৩. অপেক্ষকের ঢাল কত?

ক. – 10 খ. – 4

গ. 4 ঘ. 30

১০৪. প্রদত্ত অপেক্ষক হতে অঙ্কিত রেখাটি কেমন হবে?

ক. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

খ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

গ. বাম দিকে হতে ডানদিকে নিম্নগামী

ঘ. বাম দিক হতে ডানদিকে উর্ধ্বগামী

নিচের চিত্র হতে ১০৫ ও ১০৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

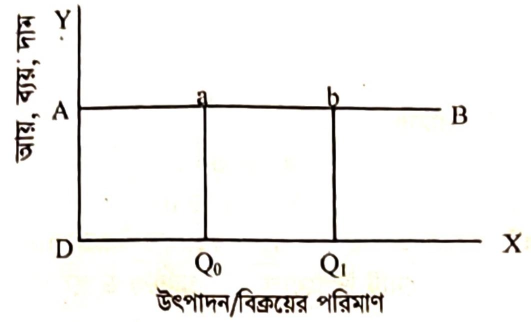

[কু. বো. ২৫]

১০৫. AB রেখার স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে?

ক. EP = α খ. EP = 1

গ. EP = 0 ঘ. EP > 1

১০৬. AB রেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—

i. রেখার ঢাল শূন্য ii. AR = MR

iii. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার চাহিদা রেখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

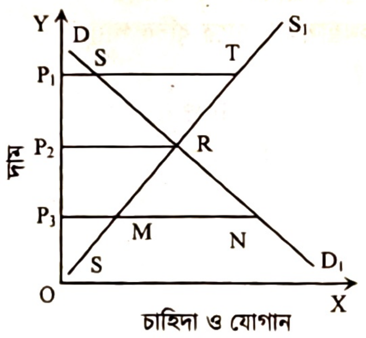

[দি. বো. ২৫]

১০৭. উপরের চিত্রে R বিন্দুতে কী নির্ধারিত হয়?

ক. ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ খ. ভারসাম্য ভোগ

গ. ভারসাম্য উৎপাদন ঘ. ভারসাম্য জাতীয় আয়

১০৮. উদ্দীপক অনুযায়ী P_1 দামে অতিরিক্ত যোগানের পরিমাণ কত?

ক. MN খ. ST

গ. P_1T ঘ. P_3N

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	ক	১১	ক	১২	ঘ
১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ
২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	খ	৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	ঘ
৩৭	ঘ	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	ক	৪১	ক	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	ক	৪৭	খ	৪৮	ঘ
৪৯	গ	৫০	ঘ	৫১	খ	৫২	খ	৫৩	খ	৫৪	খ	৫৫	ক	৫৬	গ	৫৭	ক	৫৮	ক	৫৯	গ	৬০	ক
৬১	ক	৬২	ঘ	৬৩	খ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	খ	৬৭	খ	৬৮	ঘ	৬৯	খ	৭০	খ	৭১	ক	৭২	গ
৭৩	গ	৭৪	ক	৭৫	খ	৭৬	ক	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	ক	৮০	ঘ	৮১	গ	৮২	খ	৮৩	গ	৮৪	গ
৮৫	ক	৮৬	গ	৮৭	ক	৮৮	গ	৮৯	খ	৯০	গ	৯১	ঘ	৯২	গ	৯৩	ক	৯৪	গ	৯৫	গ	৯৬	ঘ
৯৭	গ	৯৮	ঘ	৯৯	ক	১০০	ক	১০১	গ	১০২	খ	১০৩	খ	১০৪	গ	১০৫	ক	১০৬	ঘ	১০৭	ক	১০৮	খ

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য কী?
২. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বলতে কী বোঝ?
৩. চিত্রের সাহায্যে চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করো।
৪. চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।
৫. গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।
৬. একটি কাল্পনিক চাহিদা অপেক্ষক থেকে একটি চাহিদা সূচি প্রস্তুত করো।
৭. স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য লিখ।
৮. যোগান ও মজুদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
৯. যোগান রেখা কেন ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)
১	৬
২	১০
৩	১২
৪	১২
৫	১০

[ম. বো. ২০২৫]

ক. পরিপূরক দ্রব্য কী? ১
খ. সাধারণত চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

২. চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 45 - 5P$ যেখানে
D = চাহিদার পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম। [চা. বো. ২০২৩]
ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা কি শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চাহিদা সমীকরণের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৩. $Q_d = 25 - 2P$ [চা. বো. ২০২২]
$Q_s = -5 + P$
ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. সব সময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম ৭ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে—বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. বেলাল সাহেব একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ করে যে উপযোগ পেলেন তা নিম্নরূপ—

কমলা (একক)	মোট উপযোগ (ইউটিল)
১	১৫
২	২৫
৩	৩০
৪	৩০
৫	২৫

[রা. বো. ২০২২]

ক. চলক কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা বিধিতে আয় স্থির ধরা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. আরিফ 'আইস জোন' এ গিয়ে আইসক্রিম খেলো। আইসক্রিম হতে তার প্রাপ্ত উপযোগ হলো নিম্নরূপ:

আইসক্রিমের একক	মোট উপযোগ (ইউটিল)
প্রথম	৪
দ্বিতীয়	৭
তৃতীয়	৯
চতুর্থ	১০
পঞ্চম	১০
ষষ্ঠ	৯

[কু. বো. ২০২১]

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উপরোক্ত উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক উপযোগ সূচি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উপযোগের যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে তার ব্যতিক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. দেওয়া আছে,

'X' দ্রব্য ভোগের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১৫ ইউটিল
২য়	১০ ইউটিল
৩য়	৫ ইউটিল
৪র্থ	০ ইউটিল
৫ম	– ৫ ইউটিল

[রা. বো. ২০২৫]

ক. চলক কী? ১

খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভোক্তার মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৭. বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো—

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Qd)	যোগানের পরিমাণ (Qs)
৫ টাকা	১৫০ একক	৫০ একক
১০ টাকা	১০০ একক	১০০ একক
১৫ টাকা	৫০ একক	১৫০ একক

[রা. বো. ২০২২]

ক. অপেক্ষক কী? ১

খ. স্বর্ণের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কেমন হবে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সূচিতে উল্লিখিত দামস্তরে চাহিদা স্থির থেকে যোগানের পরিমাণ 100 একক করে বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের কীরূপ পরিবর্তন হবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. চাহিদা সূচি লক্ষ করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৫	৩০ একক
১০	২০ একক
১৫	১০ একক

[য. বো. ২০২৩]

ক. চাহিদা কী? ১

খ. "আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উপরোক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দাম স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায়, তবে কি চাহিদা রেখার কোনো পরিবর্তন হবে? মতামত দাও। ৪

৯. X দ্রব্যের দাম যখন ২ টাকা চাহিদার পরিমাণ ৩০ একক। দাম বেড়ে ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় যথাক্রমে ২৫, ২০, ১৫, ১০ এবং ৫ একক। [রা. বো. ২০২১]

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? ১

খ. চায়ের দাম বাড়লে চিনির চাহিদার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদার পরিবর্তন চিত্রে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.

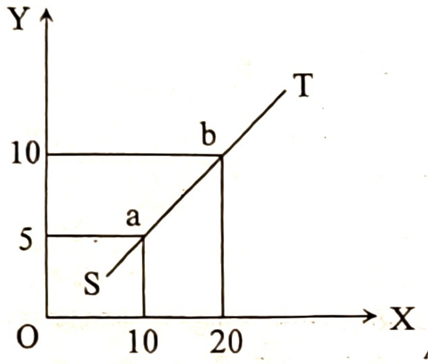

[ঢা. বো. ২০২২]

ক. চাহিদা কী? ১

খ. পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ST রেখার ঢাল নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে ST রেখাকে কি যোগান রেখা বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১. কোনো দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 10 একক। দাম হ্রাস পেয়ে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক। [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. চলক কী? ১

খ. যোগানের পরিমাণের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা সূচি তৈরি করে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

১২. মি. আরিফ দোকান থেকে ৫টি লিচু কিনল। তিনি ১ম একক থেকে ১২ ইউটিল, দুই একক থেকে ২০ ইউটিল, তিন একক থেকে ২৬ ইউটিল, চার একক থেকে ৩০ ইউটিল এবং ৫ একক থেকে মোট ৩২ ইউটিল উপযোগ লাভ করেন। [ঢা. বো. ২০২১]

ক. উপযোগ কী? ১

খ. স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে সমর্থন করে কিনা তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং উত্তর দাও:

দাম (P) টাকা	চাহিদার পরিমাণ (Q) একক
20	20
15	30
10	40

[দি. বো. ২০২৫]

ক. চলক কাকে বলে? ১

খ. দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক কীরূপ? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দাম ২০ টাকা থেকে কমে ১৫ টাকা হলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

১৪. নিচের টেবিলে একটি দ্রব্যের দামের প্রেক্ষিতে অপর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেয়া হলো।

পেট্রোলের দাম (P_A)	মোটর সাইকেলের চাহিদা (Q_B)
80 টাকা	1টি
60 টাকা	2টি
40 টাকা	3টি

ক. চিনি ও গুড় কোন ধরনের দ্রব্য? ১

খ. গিফেন দ্রব্য বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. P_A দ্রব্যের দামের প্রেক্ষিতে Q_B দ্রব্যের চাহিদা রেখা আঁক। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উপাদান চাহিদা রেখা ও চাহিদা বিধিকে প্রতিফলিত করে কি? মূল্যায়ন করো। ৪

১৫. আজমল সাহেব মাসিক ২০,০০০ টাকা আয় অবস্থায় ১০০ টাকা দামে ১টি পণ্যের ৩ একক ক্রয় করেন। আয় স্থির থেকে দাম বেড়ে ২০০ টাকা হলে তিনি ঐ পণ্যের ২ একক ক্রয় করেন।

ক. ধ্রুবক কী? ১

খ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার ঢাল শূন্য হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. $Q_d = 100 - 5P$ [চ. বো. ২০২২]

এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ

P = দ্রব্যের দাম

ক. চাহিদা বিধি কী? ১

খ. শুধু কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত অপেক্ষক থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যটির প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৪

১৭. নিচের সূচিতে একজন ভোক্তার বিভিন্ন একক কমলালেবু ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য দেওয়া হলো:

কমলালেবু ভোগের একক	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	10	10
2	16	?
3	?	3
4	20	1
5	20	?

[কু. বো. ২০২৫]

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. ভোক্তার 'আয়ের পরিবর্তন' ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ২

গ. উদ্দীপকের উপযোগ সূচির প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো পূরণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অঙ্কন করে এদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. আপেলের দাম ১২০ টাকা/কেজি থেকে বেড়ে ১৫০ টাকা কেজি হলে বাজারে আপেলের চাহিদার পরিমাণ ৪০০ কেজি থেকে কমে ২৪০ কেজি হয়। অন্যদিকে, আপলের দাম বেড়ে যাওয়ায় কমলার চাহিদা ২৫০ কেজি থেকে বেড়ে ৩০০ কেজি হয়। [য. বো. ২০২২]

ক. চাহিদা সূচি কাকে বলে? ১

খ. 'যোগান ও মজুদ এক নয়'-বুঝিয়ে বলো। ২

গ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে আপেলের সাথে কমলার সম্পর্ক নির্ণয় করো। ৩

ঘ. আপেলের চাহিদা কি স্থিতিস্থাপক? উদ্দীপকের তথ্য বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

১৯. রমিজ সাহেব মাসিক ২৫,০০০ টাকা আয় অবস্থায় ১০০ টাকা দামে ১টি পণ্যের ৩ একক ক্রয় করেন। আয় স্থির থেকে দাম বেড়ে ২০০ টাকা হলে, তিনি ওই পণ্যের ২ একক ক্রয় করেন। [চ. বো. ২০১৯]

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. টেলিভিশনের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রাসঙ্গিক একটি রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২০.

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	–
২য়	১৮	–
৩য়	২৪	–
৪র্থ	২৮	–
৫ম	৩০	–
৬ষ্ঠ	৩০	–
৭ম	২৮	–

[য. বো. ২০২৫]

ক. চাহিদা কী? ১
খ. যোগান রেখা সাধারণত ঊর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের বিভিন্ন এককের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২১. কোনো একটি দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ Qd = 30 – 5P এবং যোগান সমীকরণ $Q_s = -10 + 5P$, যেখানে Q = চাহিদার পরিমাণ, Q_1 = যোগানের পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম। [কু. বো. ২০২৫]
ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১
খ. 'আবহাওয়ার পরিবর্তন' কীভাবে যোগানের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক হতে যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা ও যোগান সমীকরণ ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারবে কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

২২. শাহবাগে ফুলের বাজারে গোলাপ ফুলের দাম ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় ২০ একক এবং রাকিবের গোলাপ ফুলের জন্য মোট ব্যয় হয় ৮০ টাকা। গোলাপ ফুলের দাম ৩ টাকা হলে, রাকিবের নিকট গোলাপ ফুলের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ একক এবং গোলাপ ফুলের জন্য মোট ব্যয় দাঁড়ায় ১২০ টাকা।
ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. চাহিদার শূণ্য স্থিতিস্থাপকতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাকিবের গোলাপ ফুলের জন্য দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. রাকিবের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে স্থিতিস্থাপকতার ওপর মন্তব্য করো। ৪

২৩. দুটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি দেয়া আছে:

দ্রব্যের দাম	'X' দ্রব্যের চাহিদা (একক)	'Y' দ্রব্যের চাহিদা (একক)
12 টাকা	12'	14
14 টাকা	8'	18

[কু. বো. ২০২১]

ক. স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে X দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে উপরোক্ত দুটি দ্রব্যের সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪. X ও Y দু'টি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ:

X-দ্রব্যের দাম (টাকা)	X-দ্রব্যের চাহিদা (একক)	Y-দ্রব্যের চাহিদা (একক)
২০	৬০	৬০
৩০	৪০	৯০

[ব. বো. ২০২৫]

ক. চলক কী? ১
খ. যোগানের ওপর সময় ও আবহাওয়ার প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. X-দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে X ও Y দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

২৫. নিচে একটি যোগান সূচি দেওয়া হলো—

দাম	যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১০ একক
৬ টাকা	২০ একক
৯ টাকা	৩০ একক

[দি. বো. ২০২২]

ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. ভোক্তার আয় কীভাবে চাহিদা বিধিকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. যদি দাম ৩, ৬, ও ৯ টাকায় চাহিদা যথাক্রমে ৩০, ২০, ও ১০ একক হয় সেক্ষেত্রে উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬. জামদানি শাড়ির বাজার চাহিদা ও যোগান রেখা নিম্নরূপ:

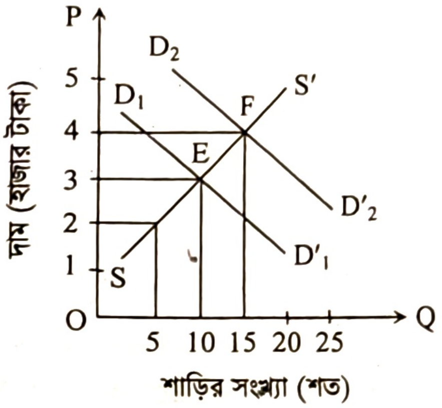

$D_1D'_1$ = স্বাভাবিক সময়ের চাহিদা রেখা, $D_2D'_2$ = ঈদ বাজারে চাহিদা রেখা। *[য. বো. ২২]*

ক. চাহিদা কাকে বলে? ১

খ. কোনো দ্রব্যের পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে দ্রব্যটির চাহিদাতে কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জামদানি শাড়ির যোগান সূচি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ঈদ বাজারে জামদানি শাড়ির বাজার ভারসাম্যে যে পরিবর্তন ঘটে তা চিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭. $Q_s = -5 + 5p$

যেখানে,

Q_s = যোগানের পরিমাণ, P = দাম। *[রা. বো. ২০২৩]*

ক. অপেক্ষক কী? ১

খ. চাহিদা রেখা কি সর্বদাই ডানদিকে নিম্নগামী? ২

গ. উদ্দীপক হতে একটি যোগানরেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. দাম ৪ ও ৫ বিবেচনা করে প্রদত্ত অপেক্ষক থেকে যোগানের স্থিতিস্থাপককতা নির্ণয় করো এবং মন্তব্য করো। ৪

২৮. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

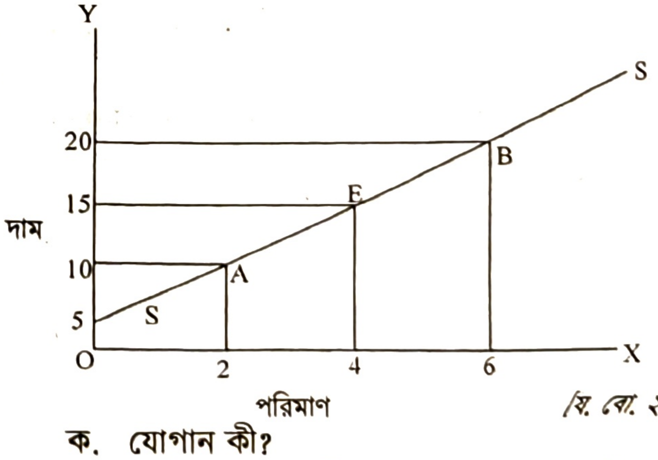

[য. বো. ২১]

ক. যোগান কী? ১

খ. স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের SS রেখার ঢাল নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের SS রেখাকে কী যোগান রেখা বলা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

২৯. $Q = 10 - 2P$

যেখানে, Q = চাহিদার পরিমাণ; P = দ্রব্যের দাম। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. চলক ও ধ্রুবক একই নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৩০. চাহিদা অপেক্ষক, $Qd = 50 - 10P$

যোগান অপেক্ষক, $Qs = 10 + 10P$

এখানে, P = দ্রব্যের দাম। *[কু. বো. ২০১৯]*

ক. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. চা ও কফির পারস্পরিক চাহিদা রেখা কেমন হবে? ২

গ. উদ্দীপক হতে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম (P) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিদ্বয় বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১.

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১৬	৩	৯
৮	৬	৬
৪	৯	৩

[চ. বো. ২০২৫]

ক. উপযোগ কী? ১

খ. কাগজ ও কলম দ্রব্য দুটির সম্পর্ক কেমন? ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. প্রতি একক দ্রব্যের দাম ৪ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩২. মি. অর্ণব ৪০ টাকা দামে ১০ কেজি আম ক্রয় করেন। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ টাকা হলে তিনি ৬ কেজি আম ক্রয় করেন। *[কু. বো. ২০২২]*

ক. চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা কী? ১

খ. পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৪

৩৩. চাহিদা অপেক্ষক Qd = 10 – P
যোগান অপেক্ষক Qs = – 2 + 2P
যেখানে Qd = চাহিদার পরিমাণ, Qs = যোগানের পরিমাণ এবং P = দাম। *[সি. বো. ২০২৫]*

ক. চাহিদা বিধি কী? ১

খ. ঊর্ধ্বগামী রেখার ঢাল কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দ্রাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. দাম ৬ টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৪. $Q_d = 30 - 4P$
$Q_s = 12 + 2P$
এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_s = যোগানের পরিমাণ
P = দ্রব্যের দাম *[চ. বো. ২০২২]*

ক. যোগান কী? ১

খ. হীরকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. দাম ৭ টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫.

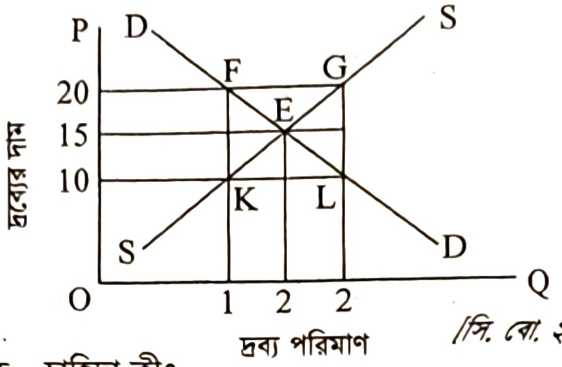

[সি. বো. ২০২৫]

ক. চাহিদা কী? ১

খ. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে দেওয়া তথ্যের আলোকে দ্রব্যের দাম ১০ টাকা ও ১৫ টাকা বিবেচনা করে একটি চাহিদা সমীকরণ গঠন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তর হলে বাজার ভারসাম্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৬. Qd = 20 – 4P একটি চাহিদা সমীকরণ
এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ এবং P = দ্রব্যের দাম। *[আলিম ২০২৩]*

ক. চাহিদা কী? ১

খ. চাহিদা রেখা কখন ঊর্ধ্বগামী হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সমীকরণ থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।
[P = 1, 2, 3 একক ধরে] ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যটির প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

৩৭. রানা একটি গবেষণার কাজে 'ক' দেশে ভ্রমণে গিয়ে জানতে পারে, উক্ত দেশে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব বিরাজমান। অর্থাৎ, এখানে প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব সামর্থ্য, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য যেকোনো পরিমাণে ভোগ করতে পারে। রানা আরও জানতে পারে, উক্ত দেশটিতে বাজার চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে বাজারে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। *◄১ ও ২ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. মজুত কী? ১

খ. নির্বাচন সমস্যা কী কারণে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রানার ভ্রমণকৃত 'ক' দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক আলোচনা করো। ৪

৩৮. বশির আলী একজন সফল উৎপাদনকারী। তিনি প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা 'X' ও 'Y' দ্রব্য যথাক্রমে ৪০ একক ও ২৫ একক উৎপাদন করতে পারেন। বাজার চাহিদা অনুযায়ী তিনি ২০ একক করে উভয় দ্রব্য উৎপাদন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে 'X' দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বশির আলী 'Y' দ্রব্যের ৫ একক ছেড়ে দিয়ে 'X' দ্রব্যের ১০ একক বেশি উৎপাদন করেন। *◄১ ও ২ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. পরামিতি কী? ১

খ. কখন চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বশির আলীর কর্মকাণ্ডে অর্থনীতির কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি বাজার ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব ফেলবে? তোমার মতামত দাও। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৩

উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

Production, Production Cost and Income

অধ্যাপক জ্যাকব ভাইনার (১৮৯২-১৯৭০)

প্রধান প্রধান শব্দ

- উৎপাদন
- উৎপাদন উপকরণ
- ভূমি
- শ্রম
- মূলধন
- সংগঠন
- মোট উৎপাদন
- মোট ব্যয়
- গড় ব্যয়
- প্রান্তিক ব্যয়
- গড় আয়
- স্থির ব্যয়
- পরিবর্তনীয় ব্যয়

একটু ভেবে দেখো তো তোমরা যে বেঞ্চে বসে আছ এর উৎপত্তি কোথায়? গাছ থেকে কাঠ, আর তা থেকে বেঞ্চ পেয়েছ। তোমরা যে চাল, ডাল, ফলমূল খাচ্ছ এগুলো কোথা থেকে এসেছে? কৃষক জমিতে এগুলো উৎপাদন করেছে। শিক্ষক, ডাক্তার ও সেবিকা কী দিচ্ছে? নিশ্চয়ই সেবা দিচ্ছে। তাহলে বেঞ্চ, চাল, ডাল, ফলমূল, শিক্ষক, ডাক্তার ও সেবিকার সেবা এগুলোর মূল ভিত্তি কী? নিশ্চয়ই উপযোগ, যা উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এ অধ্যায়ে উৎপাদন, উৎপাদন অপেক্ষক, উপকরণের পরিবর্তন, মাত্রাগত উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় এবং আয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- উৎপাদনের ধারণা
- উৎপাদন অপেক্ষক গঠন
- কোনো একটি উপকরণ বা উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিবর্তন
- ক্রমহ্রাসমান, ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক মাত্রাগত উৎপাদন বিধি লেখচিত্রে প্রকাশ
- উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য
- মোট, গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
- আয়ের ধারণা
- মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় পরিমাপ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	উৎপাদন; উপযোগ বা উৎপাদনের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ২	উৎপাদনের উপকরণ; উৎপাদন উপকরণের বৈশিষ্ট্য; উৎপাদনের উপকরণের শ্রেণিবিভাগ; উৎপাদনের উপকরণসমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব এবং উৎপাদন কৌশলের প্রকারভেদ
পাঠ ৩	উৎপাদন অপেক্ষক ও উৎপাদন অপেক্ষকের প্রকারভেদ
পাঠ ৪	উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ ও উৎপাদন অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৫	মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা; পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধি: উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক এবং কোন স্তরে উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত?
পাঠ ৬	উৎপাদন বিধি; ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি; কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ
পাঠ ৭	ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ও সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
পাঠ ৮	সম-উৎপাদন রেখা; উৎপাদন অপেক্ষক থেকে সম-উৎপাদন রেখা অংকন; সম-উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য এবং সম-উৎপাদন মানচিত্র
পাঠ ৯ ও ১০	মাত্রাগত উৎপাদন ও এর প্রকারভেদ
পাঠ ১১	উৎপাদন ব্যয়; স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় এবং দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়
পাঠ ১২ ও ১৩	স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে তুলনা; স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
পাঠ ১৪ ও ১৫	মোট ব্যয় বা খরচ; স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ ও দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় বা খরচ
পাঠ ১৬	গড় ব্যয়
পাঠ ১৭	প্রান্তিক ব্যয়
পাঠ ১৮ ও ১৯	গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক; মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
পাঠ ২০	মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণা

পাঠ ১ উৎপাদন; উপযোগ বা উৎপাদনের শ্রেণিবিভাগ

৩.১ উৎপাদন (Production)

সাধারণ অর্থে উৎপাদন বলতে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'উৎপাদন' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর রূপ ও অবস্থার পরিবর্তন এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এটাই অর্থনীতিতে উৎপাদন হিসেবে পরিচিত। উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন: আটা, লবণ, পানি ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। রুটি একটি উৎপাদিত নতুন দ্রব্য। রুটি খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি বা তৃপ্তি পাই। অর্থাৎ রুটি তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা টাকা বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে রুটি পেতে পারি। অর্থাৎ রুটির বিনিময় মূল্য আছে

উৎপন্ন কী?

অর্থনৈতিক কার্যাবলির ফলাফলই হলো উৎপন্ন। মোট উৎপন্নের মধ্যে আছে দ্রব্য ও সেবা। দ্রব্য আবার দুভাগে বিভক্ত– ভোগ্য দ্রব্য ও উৎপাদকের বিনিয়োগ দ্রব্য।

■ অস্ট্রেলীয় অর্থনীতিবিদ **বার্নার্ড উইলিয়াম ফ্রেজার** বলেন, "যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায়, তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বোঝায়।"[১]

অতএব উৎপাদনকে একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, যার মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, উৎপাদিত পণ্যের উপযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বিনিময় মূল্য থাকাও আবশ্যক।

৩.২ উপযোগ বা উৎপাদনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Utility or Production)

একজন উৎপাদক বস্তুর রূপ, স্থান, সময়, সেবা এবং মালিকানার পরিবর্তন করে উপযোগ সৃষ্টি করে। ফলে উপযোগ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে উপযোগের শ্রেণিবিন্যাসের সারণি দেওয়া হলো–

উপযোগের নাম	পরিবর্তন	উদাহরণ
১. স্থানভিত্তিক	বস্তু একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবর্তন করে উপযোগ সৃষ্টি করা।	গ্রাম থেকে চাল, ডাল, ফলমূল শহরে এনে উপযোগ বৃদ্ধি।
২. রূপভিত্তিক	বস্তুর আকার বা রূপ পরিবর্তন করে উপযোগের সৃষ্টি করা।	গাছ থেকে তুলা, তুলা থেকে কাপড় তৈরি।
৩. সময়ভিত্তিক	উৎপাদিত দ্রব্য কিছু সময় মজুদ রেখে বেশি দামে বিক্রি করে উপযোগ বৃদ্ধি করা।	ধান, ডাল, আলু কিছুকাল মজুদ রেখে সংকটকালে বিক্রি।
৪. সেবাভিত্তিক	শ্রম ও সেবাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি করা।	শিক্ষক, ডাক্তার, সেবিকার সেবা।
৫. মালিকানা/ স্বত্বভিত্তিক	বস্তুর মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তরিত করে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়।	বাড়ি, গাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মালিকানা হস্তান্তর।

সুতরাং উৎপাদন হলো তৈরিকৃত বস্তু বা সেবাতে উপযোগ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন (Production) বলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে উৎপাদন কী? *[রাবি ক ইউনিট (গ্রুপ-৩) ২০২০-২১]*
২. ডাক্তারের চিকিৎসা কোন ধরনের উপযোগে? *[ঢা. বো. ২০২২]*
৩. উপযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৪. কোনো বস্তুর আকার পরিবর্তন করে যে উপযোগ তৈরি করা হয় তাকে কী বলে?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ধান থেকে চাল, কাঠ থেকে টেবিল, আখ থেকে চিনি, SMC-এর খাবার স্যালাইন, ব্যক্তির ক্রয় করা জমিখণ্ড, শিক্ষকের শিক্ষকতা। ছক তৈরি করে পূরণ করো এবং কোনটি কোন ধরনের উপযোগ নির্দেশ কর?

---

১ "If consumption means extracting utility from then production means putting utility into"— Bernard William Fraser.

পাঠ ২ উৎপাদনের উপকরণ; উৎপাদনের উপকরণের বৈশিষ্ট্য; উৎপাদনের উপকরণের শ্রেণিবিভাগ; উৎপাদনের উপকরণসমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব এবং উৎপাদন কৌশলের প্রকারভেদ

৩.৩ উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production)

উৎপাদন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত সীমিত যোগানবিশিষ্ট যেকোনো বস্তু বা সেবাকে উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়। প্রকৃতির উপাদান (বাতাস, সূর্যের আলো ইত্যাদি) ছাড়া মাটি, খনিজ ও জলজ পদার্থ, মানুষের শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যা কিছু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাকেই উৎপাদনের উপকরণ বলে অর্থনীতিতে বিবেচনা করা হয়। উৎপাদনের চারটি প্রধান উপকরণ রয়েছে। যেমন— ১. ভূমি, ২. শ্রম, ৩. মূলধন ও ৪. সংগঠন।

১. **ভূমি (Land):** উৎপাদনে সাহায্য করে এমন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। মাটি, মাটির উর্বরাশক্তি, খনিজদ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্গত।

২. **শ্রম (Labour):** উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। এ অর্থে জেলে বা ঠেলাগাড়ির চালকের শারীরিক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি ডাক্তার বা উকিলের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রম।

৩. **মূলধন (Capital):** যেসব দ্রব্যসামগ্রী মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত এবং সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় অর্থনীতিতে সেগুলোকে মূলধন বলে। অর্থাৎ, মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। মূলধন প্রকৃতির দান নয়, এটি মনুষ্যসৃষ্ট। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কলকারখানা প্রভৃতি হলো মূলধন।

৪. **সংগঠন (Organization):** উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রিত করে ও তাদের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। এ কাজ যে ব্যক্তি সম্পাদন করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ইত্যাদি।

কোনো কিছু উৎপাদনে ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন— এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অভাব হলে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদনক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধন ও সংগঠনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি। আবার যুক্তরাষ্ট্র শিল্পপ্রধান দেশ বলে সেখানে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধন ও সংগঠনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

৩.৪ উৎপাদন উপকরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Factors of Production)

১. **ভূমি:** উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান হলো ভূমি। ভূমি মনুষ্য সৃষ্ট নয়, এটি প্রকৃতির দান। এর কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই। ভূমির ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই। এটি একটি চিরস্থায়ী উপকরণ। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বিকল্প ব্যবহারযোগ্য।

২. **শ্রম:** শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ বা উপাদান। এটি ক্ষণস্থায়ী। এর যোগান বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। শ্রম ছাড়া অন্যান্য উপকরণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এটি একটি গতিশীল উপাদান।

জেনে রাখো

উৎপাদনের উপকরণ হলো—

১. ভূমি (Land): প্রাকৃতিক সম্পদ
২. শ্রম (Labour): দৈহিক ও মানসিক কর্ম প্রচেষ্টা
৩. মূলধন (Capital): উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান
৪. সংগঠন (Organization): বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ।

৩. **মূলধন:** মূলধন প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। এটি মনুষ্যসৃষ্ট। এর উৎপাদন ব্যয় আছে। এটি একটি নিষ্ক্রিয় উপকরণ।

৪. **সংগঠন:** উৎপাদন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান এর সাথে সংগঠন সম্পৃক্ত। এটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে। এর মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা।

৩.৫ উৎপাদনের উপকরণসমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব (Comparative Importance of Factors of Production)

কোনো দ্রব্য উৎপাদনে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন-এ চারটি উপাদানই অপরিহার্য। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব নয়। তবে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাদানের গুরুত্বে খানিকটা তারতম্য লক্ষ করা যায়।

ভূমির গুরুত্ব: ভূমি হলো উৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রকৃতি প্রদত্ত যত সম্পদ বা ঐশ্বর্য রয়েছে এবং যা মানুষের কল্যাণে অকাতরে দান করেছে তাই ভূমি। যেমন— মাটি, খনি, বনভূমি, মাছ ধরার জলাশয়, গোচারণ ভূমি, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি। ভূমিকে বাদ দিয়ে উৎপাদন সম্ভব নয়। বর্তমানকালে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসেবে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম।

শ্রমের গুরুত্ব: শ্রম উৎপাদনের দ্বিতীয় উপকরণ। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। তবে শুধু আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করা হলে, তাকে শ্রম বলা হয় না। এ কারণে যে নিজের আনন্দের জন্য গান গায়, ছবি আঁকে তার পরিশ্রম, শ্রম নয়। কিন্তু যে গায়ক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গান গায়, তার গান শ্রম হিসেবে গণ্য হবে।

মূলধনের গুরুত্ব: উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে মূলধন অন্যতম। সাধারণ অর্থে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োজিত অর্থকে মূলধন বোঝায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন বলতে, মানুষের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত এমন উপাদানকে বোঝায় যা ভোগের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় না বরং পুনরায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থায়ী উপাদান হিসেবে কাজ করে উৎপাদন কার্যক্রমকে চালু এবং অধিক উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। আধুনিক সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে মূলধনের প্রয়োজন অত্যধিক এবং মূলধনকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ধরা হয়।

সংগঠনের গুরুত্ব: সংগঠন বলতে জমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয়সাধন বা সংযোগ স্থাপনের কাজকে বোঝায়। অসংখ্য বিশেষীকৃত উপাদানের সাহায্যে বর্তমানকালের বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ফলে বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৬ উৎপাদন কৌশলের প্রকারভেদ (Types of Technique of Production)

উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদান স্থির ধরে সমাজে প্রচলিত কারিগরি জ্ঞানের সহায়তায় শ্রম ও মূলধনের একটি অনুপাত ব্যবহারের মাধ্যমে যে উৎপাদন কৌশল নির্ধারণ করা হয়, তাকে উৎপাদনে প্রযুক্তি বলে।

অধ্যাপক হিক্স তিন ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. **মূলধননিবিড় প্রযুক্তিগত কৌশল** (Capital Intensive Technology): মূলধন > শ্রম অর্থাৎ $K > L$
২. **শ্রমনিবিড় প্রযুক্তিগত কৌশল** (Labour Intensive Technology): শ্রম > মূলধন অর্থাৎ $L > K$
৩. **নিরপেক্ষ প্রযুক্তিগত কৌশল** (Neutral Technology): মূলধন = শ্রম অর্থাৎ $K = L$

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শ্রম বেশি কিন্তু মূলধন কম। আবার উন্নত দেশে মূলধন বেশি কিন্তু শ্রম কম ব্যবহৃত হয়। তাই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শ্রমনিবিড় কৌশল বেশি উপযুক্ত এবং উন্নত দেশে মূলধননিবিড় কৌশল বেশি প্রয়োগ করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণের নাম কী? *[ঢা. বো. ২০২২, য. বো. ২০২১]*
২. অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ কয়টি? *[রা. বো. ২০২৩]*
৩. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে? *[সি. বো. ২০২৩; য. বো. ২০২২]*
৪. অর্থনীতির দৃষ্টিতে কোন ধরনের সম্পদকে ভূমির অন্তর্ভুক্ত করা হয়? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*
৫. সঞ্চয় কোন উপকরণের উৎস? *[ম. বো. ২০২১]*
৬. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে? *[দি. বো. ২০২১]*
৬. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনটি উপাদান নয়? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

নিচের জিনিস বা পেশা কোনটি কোন উপকরণের আওতাধীন প্রকারভেদ অনুযায়ী টেবিল তৈরি করো; ১. ট্রাক্টর, ২. আইনজীবী, ৩. বায়ুমণ্ডল, ৪. শ্রমিক ৫. বনভূমি, ৬. কৃষক, ৭. খনি, ৮. জেলেদের জাল, ৯. সাবান বানানোর যন্ত্র ও ১০. মাটি।

পাঠ ৩ উৎপাদন অপেক্ষক ও উৎপাদন অপেক্ষকের প্রকারভেদ

৩.৭ উৎপাদন অপেক্ষক (Production Function)

আগের পাঠের আলোচনা থেকে উৎপাদনের উপকরণ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ। এবার উৎপাদন অপেক্ষক সম্পর্কে আলোচনা করব। Function শব্দটির অর্থ কাজ। তবে গণিতশাস্ত্রে এর অর্থ অপেক্ষক। দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর কৌশলকে ফাংশন বা অপেক্ষক বলে। যেমন, Y চলক X চলকের ওপর নির্ভরশীল হলে, $Y = f(X)$। আবার X ও Y চলকদ্বয়ের ওপর যদি Z নির্ভরশীল হয়, তবে $Z = f(X, Y)$। অর্থাৎ চলকের ব্যবহার অনুযায়ী অপেক্ষকের পরিধিও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন যদি L, K, P, R, S, T চলকগুলোর ওপর Q চলক নির্ভরশীল হয় তবে $Q = f(L, K, P, R, S, T)$ হবে।
উৎপাদনের উপাদানগুলোর পরিমাণের ওপর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ভর করে। উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিলে, কারিগরি কৌশল অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের সর্বাধিক পরিমাণ কত হবে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। উৎপাদনের উপকরণ হলো— ভূমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital) এবং সংগঠন (Organization)। সাধারণভাবে উৎপাদনের উপাদানের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

■ অধ্যাপক **পল. এ. স্যামুয়েলসন** বলেন, "উৎপাদন অপেক্ষক হলো এমন একটি কৌশলগত সম্পর্ক যা উৎপাদনের প্রত্যেক উপকরণ এবং একগুচ্ছ নির্দিষ্ট উপকরণসমূহ কী পরিমাণ উৎপাদন করতে সক্ষম তা প্রকাশ করে।"

বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের উপাদানের সাথে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কারিগরি বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যের সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক (Production Function) বলে।

উৎপাদন অপেক্ষক হলো $Q = f(\text{Land, Labour, Capital, Organization})$
বা, $Q = f(L_a, L_b, K, O, A)$

এখানে Q = উৎপাদন, f = অপেক্ষক, L_a = ভূমি, L_b = শ্রম, K = মূলধন, O = সংগঠন, A = দক্ষতার সহগ বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান।
সরল বিশ্লেষণের জন্য দুটি উপাদান L (শ্রম) ও K (মূলধন) বিবেচনা করা হয়।
ধরি, দুটি উপাদান শ্রম (L), মূলধন (K) এবং উৎপন্ন দ্রব্য (Q)
তাহলে, উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K)$

লক্ষ করো: ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনকে উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চিত্রে black box-এ প্রচলিত প্রযুক্তি স্থান পায়। সেই প্রযুক্তির ভিত্তিতে উপকরণগুলো সমন্বিত হয়ে উৎপাদন সৃষ্টি করে। এভাবে উৎপাদন অপেক্ষকের সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

উৎপাদন অপেক্ষকের তাৎপর্য: একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে L ও K এর সাথে Q কীভাবে সম্পর্কিত রয়েছে তা উক্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব কারিগরি তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

ধরি, একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K) = 5LK$. যদি উপাদান L = 4 একক এবং K = 5 একক ব্যবহৃত হয়, তবে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হবে $Q = 5\times4\times5 = 100$ একক। উৎপাদন Q = 100 একক পাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কৌশল (শ্রমনিবিড় অথবা মূলধননিবিড়) প্রয়োজন হয়।
লক্ষ করো: উপাদান দুটির যেকোনো সংমিশ্রণ ব্যবহার করে কতটুকু উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া সম্ভব তা উৎপাদন অপেক্ষক দ্বারা জানা যায়।

উপাদান ও ইনপুট (Input) কি একই?

উৎপাদন প্রক্রিয়ার যেসব বস্তু বা সেবা ব্যবহারযোগ্য হিসেবে নেওয়া তাদেরকে ইনপুট বলে। উৎপাদনের সাথে ইনপুট মিশে যায়, কিন্তু উপাদানগুলো উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন— জমিতে যখন ফসল ফলে তখন ঐ জমির ফসলে জমির সেবা প্রবেশ করে ঠিকই, তবে জমি পড়ে থাকে। মোটকথা চাষির শ্রম কেবল কাজে আসে, চাষি নয়।

৩.৮ উৎপাদন অপেক্ষকের প্রকারভেদ (Types of Production Function)

ক. সময়ভিত্তিক: সময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক দুই প্রকার। যথা— ১. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক এবং ২. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক।

১. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক: স্বল্পকালে উৎপাদনের উপকরণের সাথে উৎপাদনের পরিমাণের যে প্রযুক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে। স্বল্পকালে উৎপাদনক্ষেত্রে স্থির ও পরিবর্তনীয় উভয় উপকরণ বিদ্যমান থাকে। যেমন, $Q = f(L, \bar{K}) = 4L + 3$ একটি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক। এখানে, L = শ্রম, K = মূলধন, $\bar{K} = 3$ স্থির এবং L কে পরিবর্তনশীল ধরা হয়েছে। উৎপাদন Q এর মান শ্রম L এর মানের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন ঘটে।

২. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক: দীর্ঘকালে উৎপাদনের উপকরণের সাথে উৎপাদনের পরিমাণের যে প্রযুক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাকে দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে। দীর্ঘকালে উৎপাদনের কোনো উপকরণই স্থির নয়, সব উপকরণই পরিবর্তনীয়। যেমন, $Q = f(L, K)$; এখানে L = শ্রম, K = মূলধন উভয় উপকরণই পরিবর্তনশীল। ফলে অপেক্ষকটি একটি দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক।

খ. সমভিত্তিক: সমজাতীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক দুই প্রকার। যথা– ১. সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক এবং ২. অসমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক।

১. সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক: যে উৎপাদন অপেক্ষক স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বিধি মেনে চলে অর্থাৎ উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনও যদি সেই নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক বলে। যেমন: কব ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক, $Q = AL^{\alpha} K^{\beta}$; (এখানে $\alpha + \beta = 1$)

২. অসমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক: যে উৎপাদন অপেক্ষক স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বিধি মেনে চলে না অর্থাৎ উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করলে উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না তাকে অসমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক বলে। যেমন: $Q = L^{\alpha} K^{\beta} + 10$

গ. খাতভিত্তিক: খাতভিত্তিক উৎপাদন অপেক্ষক দুই প্রকার। যেমন–

১. **কৃষিখাতে উৎপাদন অপেক্ষক:** স্পিলম্যান উৎপাদন অপেক্ষক: $Y = m - ar^{x}$
এখানে Y = উৎপাদন, x = পরিবর্তনীয় উপকরণ, m = সর্বাধিক উৎপন্ন, r = উৎপাদন হার বা অনুপাত, a = সর্বাধিক উৎপন্নের পরিমাণ যা, পরিবর্তনীয় উপকরণ দ্বারা যোগ করা যায়।

২. **শিল্পখাতে উৎপাদন অপেক্ষক:** কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক $Q = AL^{\alpha} K^{\beta}$, এখানে Q = উৎপাদন, L = শ্রম, K = মূলধন, A = কারিগরি জ্ঞান, α = শ্রম (L) এর পরামিতি, β = মূলধন (K) এর পরামিতি। $\alpha + \beta = 1$, একমাত্রার সমজাতীয় উৎপাদন বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদনের অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য হলো:

স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক	দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক
১. যে উৎপাদন অপেক্ষকে পরিবর্তনশীল উপকরণের সাথে স্থির উপকরণ বিবেচনা করা হয় তা স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক।	১. যে উৎপাদন অপেক্ষকের সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল তা দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক।
২. অন্তত একটি হলেও স্থির উপকরণ বিদ্যমান।	২. এ অপেক্ষকে কোনো স্থির উপকরণ থাকে না।
৩. পরিবর্তনশীল উপকরণ বিধির সাথে সম্পর্কিত।	৩. মাত্রাগত উৎপাদন বিধির সাথে সম্পর্কিত।
৪. উদাহরণ: $Q = f(L, \bar{K})$; এখানে L বা শ্রম পরিবর্তনশীল উপকরণ কিন্তু মূলধন $\bar{K}$ স্থির।	৪. উদাহরণ: $Q = f(L, K)$; এখানে শ্রম ও মূলধন উভয়ই পরিবর্তনশীল।
৫. 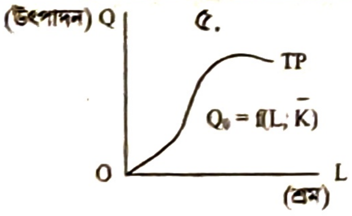 চিত্র: স্বল্পকালীন উৎপাদন	৫. 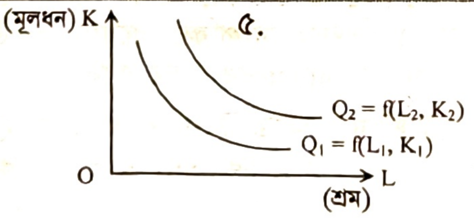 চিত্র: দীর্ঘকালীন উৎপাদন

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদন ও উপাদানের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ক যে অপেক্ষকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে কী বলে? *[চ. বো. ২০২২]*

২. $Q = f(L_a, L_b, K, O, A)$ এটি কোন অপেক্ষক?

৩. সময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক কত প্রকার?

৪. কোন উৎপাদন অপেক্ষকে স্থির ও পরিবর্তনীয় উভয় উপকরণ বিদ্যমান থাকে?

৫. $Q = f(L, \bar{K})$ এটি কোন উৎপাদন অপেক্ষক?

৬. সমজাতীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক কত প্রকার?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উদাহরণসহ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের মধ্যে তিনটি পার্থক্য তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ৪ উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ ও উৎপাদন অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য

৩.৯ উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ (Production Function Showing in a Diagram)

স্বল্পকালে একটি উপকরণ স্থির থাকে। যদি $Q = f(L, K)$ এ উৎপাদন অপেক্ষকে K স্থির ও L পরিবর্তনশীল ধরা হয়, তবে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের রূপ দাঁড়ায়: $Q = f(L, \bar{K})$। যেখানে K'র উপর বার (bar) দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, K এর পরিমাণ স্থির। K স্থির থেকে L পরিবর্তিত হলে L ও $\bar{K}$ নিয়োগের অনুপাত পরিবর্তিত হয় এবং তার প্রভাবও উৎপাদনের ওপর পড়ে। স্থির উপাদান উহ্য রেখে একক পরিবর্তনীয় উপাদান সম্পন্ন উৎপাদন অপেক্ষককে অনেক সময় দেখানো হয়: $Q = f(L)$ দ্বারা। একটি পরিবর্তনীয় উপাদান ও একটি উৎপন্ন দ্রব্য সম্বলিত উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ করা হলো–

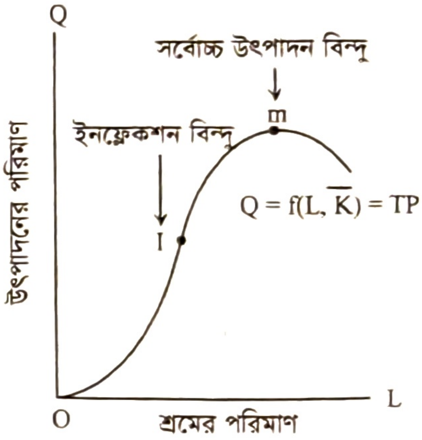

চিত্র: উৎপাদন অপেক্ষক

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) বিবেচনা করা হয়েছে। চিত্রে শ্রম (L) বাড়লে m বিন্দুর পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদন (Q) বাড়ে। তবে I বিন্দু পর্যন্ত উৎপাদন (Q) ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এবং I'র পরে m-এর পূর্ব পর্যন্ত Q বাড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে। m বিন্দুতে উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়। তবে m বিন্দুর পরে উৎপাদন কমতে থাকে। উল্লেখ্য, শ্রম (L) এর ওপর উৎপাদন (Q) এর নির্ভরশীলতা নির্দিষ্ট প্রযুক্তি সাপেক্ষে পরিচালিত হয়। এভাবে উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে দেখানো যায়।

৩.১০ উৎপাদন অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Production Function)

উৎপাদন অপেক্ষক শুধু শ্রম ও মূলধন উপকরণের ওপরই নির্ভর করে না; বরং মাত্রাগত উৎপাদন, উপকরণসমূহের দক্ষতা, কৃতকৌশলের পরিবর্তন, সময়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। সবদিক বিবেচনা করে উৎপাদন অপেক্ষকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়:

১. উৎপাদন অপেক্ষক একটি বস্তুগত ধারণা এবং কারিগরি ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট।
২. উৎপাদন অপেক্ষক বস্তুগত দ্রব্যের পরিবর্তনের প্রবাহ ধারণা। উৎপাদন ধারায় এক বস্তু অপর বস্তুতে পরিবর্তন হয় এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে।
৩. উৎপাদন সুবিধার জন্য অনেক সময় উৎপাদন অপেক্ষকে ব্যবহৃত উপকরণ স্থির ও পরিবর্তনশীল উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪. উৎপাদনের পরিবর্তনের ধারায় কম-বেশি প্রকৌশলগত আচরণ অব্যাহত থাকে।
৫. উৎপাদনের উপকরণ প্রকৃতি প্রদত্ত ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট হতে পারে। উপকরণ আবার মাধ্যমিক পণ্য বা উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।
৬. উৎপাদনক্ষেত্রে অপেক্ষক বলতে উপকরণের পরিমাণগত রূপান্তর বোঝায়। যেমন— লোহা পরিবর্তিত হয়ে লৌহজাত দ্রব্য সৃষ্টি হয়। আবার সেবা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— রাস্তা, ব্রিজ, ট্রেন ইত্যাদি।
৭. উৎপাদন অপেক্ষক দ্বারা উৎপাদন কৌশলটি শ্রমনিবিড় না মূলধননিবিড় তা বোঝা যায়।
৮. এটি উপাদানের পরিবর্তনের ফলে মাত্রাগত উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বল্পকালে উৎপাদনের একটি উপকরণ কী অবস্থায় থাকে?
২. $Q = f(L, \bar{K})$ এটি কোন ধরনের উৎপাদন অপেক্ষক?
৩. উৎপাদন অপেক্ষক বস্তুগত দ্রব্যের পরিবর্তন কী ধরনের ধারণা?
৪. কোন অপেক্ষক বস্তুগত ধারণা ও কারিগরি ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উৎপাদনে নিয়োজিত উপকরণসমূহ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৫ মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা; পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধি: উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক এবং কোন স্তরে উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত?

৩.১১ মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা (Concept of Total Product, Average Product and Marginal Product)

১. মোট উৎপাদন (Total Product): উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারের ফলে মোট উৎপাদনে পরিবর্তন দেখা দেয়। তাই উপকরণের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের সমষ্টিকে মোট উৎপাদন বলে। ব্যাপকার্থে বলা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ নিয়োগের ফলে যে পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন (TP) বলে। ধরি, শ্রম (L) ও মূলধন (K) দুটি উপাদান। এদের সাহায্যে উৎপাদন অপেক্ষক হবে $Q = f(L, \bar{K})$, এখানে K যেহেতু স্থির, তাই পরিবর্তনশীল চলক L এর সাপেক্ষে অপেক্ষকটিকে লেখা যায়, $Q = f(L)$। এখন উৎপাদক যদি শ্রম (L) নিয়োগকে বৃদ্ধি করে তাহলে মোট উৎপাদন (Q)- তে যে পরিবর্তন আসবে এটিই মোট উৎপাদন।

তালিকা ও চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা:

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (Q)
10	100
12	110
14	120

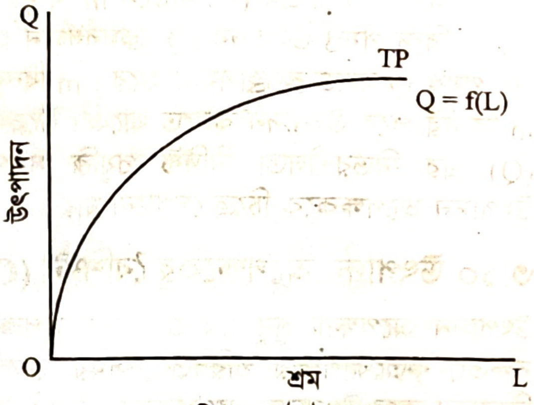

চিত্র : মোট উৎপাদন

উপরের তালিকায় দেখা যায়, শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ 10 থেকে 12 এবং 14 পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট উৎপাদনও 100 থেকে 110 এবং 120 পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পাশের চিত্রে এ তথ্যগুলোর আলোকে একটি TP রেখা আঁকা হলো। চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম এবং লম্ব অক্ষে উৎপাদন দেখানো হলো। চিত্রে দেখা যায়, শ্রম ব্যবহারের সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে; তাই TP রেখা ক্রমবর্ধমান।

২. গড় উৎপাদন (Average Product): অন্যান্য উপকরণকে স্থির ধরলে পরিবর্তনীয় উপকরণের একক প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণকে গড় উৎপাদন বলে। ফলে দেখা যায়, মোট উৎপাদনের পরিমাণ (TP)-কে পরিবর্তনশীল উপাদান দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন (AP) পাওয়া যায়।

$$\text{গড় উৎপাদন (AP)} = \frac{\text{মোট উৎপাদন (TP)}}{\text{পরিবর্তনশীল উপকরণ (L)}}$$

$$\text{বা,}\quad AP = \frac{TP_L}{L}$$

তালিকার সাহায্যে ব্যাখ্যা:

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP = Q)	গড় উৎপাদন $\left(\frac{Q}{L}\right)$
10	100	$\frac{100}{10} = 10$
12	132	$\frac{132}{12} = 11$
14	168	$\frac{168}{14} = 12$

উপরের তালিকায় দেখা যায়, শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট উৎপাদনকে শ্রম দিয়ে ভাগ করে গড় উৎপাদন 10, 11 ও 12 একক পর্যন্ত পাওয়া যায়।

৩. প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Product) : অন্যান্য উপাদান স্থির ধরে পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিবর্তন সাপেক্ষে মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বলে। ব্যাপকার্থে, অতিরিক্ত এক একক উপকরণ নিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় তাই প্রান্তিক উৎপাদন। শ্রম এবং মূলধনকে পরিবর্তনশীল উপাদান ধরলে প্রান্তিক উৎপাদন নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়:

$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \text{ এবং } MP_K = \frac{\Delta Q}{\Delta K}$$

যেখানে, MP_L = শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন,
MP_K = মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন
ΔQ = উৎপাদনের পরিবর্তন
ΔL = শ্রমের পরিবর্তন এবং
ΔK = পুঁজি বা মূলধনের পরিবর্তন।

৩.১২ পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধি: উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক (Law of Variable Proportion: Relation of Input-Output)

স্বল্পকালে কোনো কিছু উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদনের কিছু উপকরণ থাকে স্থির এবং কিছু হয় পরিবর্তনীয়। এর ফলে উপকরণগুলোর মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক বিরাজ করে। উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিবর্তনীয় উপকরণগুলোর পরিবর্তন ঘটালে উপকরণগুলোর অনুপাতের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে যা পরিবর্তনীয় অনুপাত বলে পরিচিত। অর্থাৎ স্থির উপকরণগুলোর সাথে পরিবর্তনীয় উপকরণের পরিবর্তনশীল অনুপাতই হলো পরিবর্তনীয় অনুপাত। যেমন— স্থির উপকরণের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনীয় উপকরণের পরিমাণ বাড়াতে থাকলে তাদের মধ্যে বিদ্যমান অনুপাত বাড়তে থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় উপকরণের অনুপাত বাড়াতে থাকলে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের যে প্রবণতা দেখা দেয় তাকে পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধি বলে। এ বিধিতে উৎপাদনের ওপর উপকরণগুলোর অনুপাত পরিবর্তনের মূলত ঐ প্রভাব পর্যালোচনা করা হয় যা পরিবর্তনীয় উপকরণ নিয়োগের তুলনায় উৎপাদনের কম হারে বৃদ্ধি প্রকাশ করে।

■ বিধিটি বর্ণনা প্রসঙ্গে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **পি. এ. স্যামুয়েলসন** বলেন, "বিদ্যমান প্রযুক্তির অধীনে অন্য স্থির উপকরণগুলোর তুলনায় কিছু উপকরণের বৃদ্ধি ঘটালে তা উৎপাদন বাড়ায়। কিন্তু একটি বিন্দুর পর পরিবর্তনীয় উপকরণগুলোর একই পরিমাণ বৃদ্ধিজনিত বাড়তি উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।"[২]

উল্লেখ্য, অনেকের কাছে এ বিধিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে পরিচিত হয়ে আসলেও তা পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধির একটি দিকমাত্র।

বিধিটির অনুমিতিসমূহ: পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধিটি নিম্নোক্ত কতকগুলো অনুমিতির ওপর নির্ভরশীল।
১. ব্যবহৃত উপকরণগুলোর অনুপাত পরিবর্তনযোগ্য, ২. অন্যান্য উপকরণ স্থির থাকাকালীন একটি উপকরণের পরিমাণ পরিবর্তনীয়, ৩. পরিবর্তনীয় উপকরণের এককগুলো সমজাতীয়, ৪. উৎপাদনের কলাকৌশল স্থির, ৫. স্বল্পকালীন অর্থনীতি বিবেচ্য।

বিধিটি বিশ্লেষণ: নিচের ছকে উদাহরণের সাহায্যে পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো—

স্থির উপাদান (K)	পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP_L) (একক)	গড় উৎপাদন (AP_L) (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) (একক)	উৎপাদনের পর্যায়
১ একক	১ একক	১০	১০	১০	১ম স্তর MP > AP
১ একক	২ একক	২২	১১	১২	
১ একক	৩ একক	৩৬	১২	১৪	

[২] An increase in some inputs relative to other fixed inputs will, in a given state of technology, causes output to increase; but after a point the extra output resulting from the same addition of extra inputs will become less and less. – P.A. Samuelson: Economics

স্থির উপাদান (K)	পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP_L) (একক)	গড় উৎপাদন (AP_L) (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) (একক)	উৎপাদনের পর্যায়
১ একক	৪ একক	৪৮	১২	১২	২য় স্তর
১ একক	৫ একক	৫৫	১১	৭	MP = AP, MP = 0
১ একক	৬ একক	৫৫	৯.১৭	০	TP = সর্বোচ্চ
১ একক	৭ একক	৪৯	৭	– ৬	৩য় স্তর
১ একক	৮ একক	৪০	৫	– ৯	MP < 0

সূচির সাহায্যে ব্যাখ্যা: উপরে প্রদত্ত সূচির সাহায্যে নিচে বর্ণনা করা হলো:

প্রথম স্তরে, উপরের সূচিতে লক্ষ করা যায়, পরিবর্তনীয় উপাদান ১ম একক থেকে ৩য় একক পর্যন্ত বাড়ানো হলে TP_L ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে; যা যথাক্রমে ১০, ২২ ও ৩৬ একক হয়। এই পর্যায়ে গড় উৎপাদন (AP_L) বাড়ে এবং তা ১০, ১১ ও ১২ একক হয়। ফলে, প্রান্তিক উৎপাদনও বেড়ে তা যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৪ একক হয়। AP_L ও MP_L এর সমান হওয়ার পূর্বাবস্থা পর্যন্ত উৎপাদনের পর্যায়কে ১ম পর্যায় বলে। এই পর্যায়ের সর্বত্রই AP_L বাড়ে।

দ্বিতীয় স্তরে, ৪র্থ ও ৫ম এককের ক্ষেত্রে TP_L ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে, ফলে MP_L ক্রমেই কমতে থাকে। TP_L বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ ও ৫৫ হলে MP_L কমে যথাক্রমে ১২ ও ৭ একক হয়। AP_L কমে যথাক্রমে ১২ ও ১১ একক হয়। পরিবর্তনীয় উপাদানের ৬ষ্ঠ এককের ক্ষেত্রে TP_L পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ সর্বোচ্চ অবস্থা হিসেবে ৫৫ একক এ থাকে এবং MP_L এক্ষেত্রে ০ (শূন্য) হয়। AP_L তখন কমে দাঁড়ায় ৯.১৭। TP_L যখন সর্বোচ্চ MP_L তখন শূন্য হয়। যা উৎপাদনের ২য় পর্যায় হিসেবে গণ্য হয়। এটি যুক্তিযুক্ত উৎপাদন স্তর।

তৃতীয় স্তরে, পরিবর্তনীয় উপাদানের ৭ম এককের বেলায় মোট উৎপাদন ৪৯ একক এবং MP_L ঋণাত্মক অর্থাৎ – ৬ একক ও AP_L হয় ৭ একক। তারপর শ্রমের একক ৮ম হলে TP_L আরও কমে (৪০ একক); MP_L হবে – ৯ একক। MP_L এর শূন্যাবস্থার পর থেকে ঋণাত্মক অবস্থাকে উৎপাদনের ৩য় পর্যায় বলে।

চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা: চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে।

১ম স্তর: ভূমি অক্ষে পরিবর্তনশীল উপাদান শ্রম (L) বাড়লে মোট উৎপাদন অধিক হারে বাড়ে, ফলে প্রথমে TP_L রেখা ক্রমবর্ধমানভাবে উপরে উঠে। b' বিন্দুতে TP = ৩৬ একক হলে, b বিন্দুতে MP = ১৪ একক সর্বোচ্চ। অর্থাৎ b' বিন্দুতে থেকে TP_L রেখা মোড় নেয়। এ বিন্দুর পর মোট উৎপাদন (TP_L) ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে এবং প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাধিক হয়। এ বিন্দুর পর MP_Lও কমতে থাকে। b' বিন্দুর পর MP ক্রমহ্রাসমান, কিন্তু AP_L বাড়ে। b বিন্দুর পূর্ব পর্যন্ত ১ম স্তর যা ক্রমবর্ধমান স্তর নির্দেশ করে।

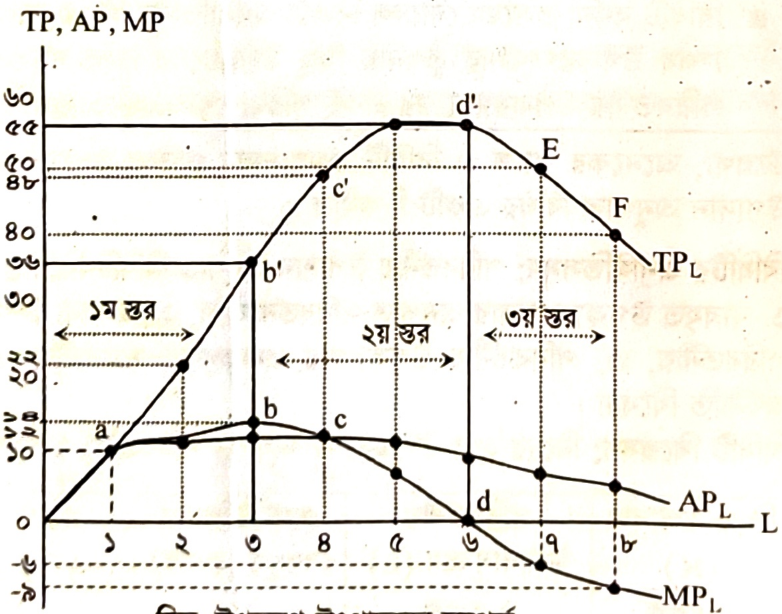

চিত্র: উপকরণ-উৎপাদনের সম্পর্ক

২য় স্তর: c' বিন্দুতে TP = ৪৮ একক এবং c বিন্দুতে $AP_L = MP_L$ = ১২ একক হয়। $AP_L = MP_L$ হওয়ার পর যদি পরিবর্তনশীল উপাদান (L) বাড়ানো হয় (4L এর পর) তবে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। তাই এ স্তরে MP_L রেখা কমতে থাকে। d' বিন্দুতে মোট উৎপাদন যখন সর্বাধিক (৫৫ একক), MP_L তখন (০) শূন্য। b বিন্দুর থেকে d পর্যন্ত ২য় স্তর। যা ক্রমহ্রাসমান স্তর নির্দেশ করে। ২য় স্তর উৎপাদনকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর। একজন উৎপাদনকারী ৪র্থ একক শ্রম (L) নিয়োগ পর্যন্ত উৎপাদন করবে।

৩য় স্তর: ৭ম একক শ্রম (L) যদি পরিবর্তনশীল উপাদান আরও বৃদ্ধি করা হয় তবে TP_L কমতে থাকে। d' বিন্দুর পর মোট উৎপাদন (TP_L) কমতে থাকে। E বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) ঋণাত্মক (-৬) এবং AP_L ধনাত্মক (৭) থাকে। অতএব ৬L-এর পর যদি উপাদান বাড়ানো হয়, তবে TP_Lও আরও কমে; অর্থাৎ উৎপাদন স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয় এবং এ স্তরকে ঋণাত্মক প্রাপ্তি (Negative Return) স্তর বলা হয়।

সুতরাং তিনটি স্তর থেকে লক্ষ করা যায় যে, ১ম স্তরে এক সময় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। তারপর ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। দ্বিতীয় স্তরে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বেড়ে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌছে। ৩য় স্তরে MP_L ঋণাত্মক হওয়ায় মোট উৎপাদন কমতে থাকে। ৩য় স্তরে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আর উৎপাদন করে না। অর্থাৎ ফার্ম ২য় স্তরে উৎপাদন করতে সম্মত থাকবে। আর এ বিধিই হলো পরিবর্তনের অনুপাত বিধি।

৩.১৩ কোন স্তরে উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত? (At which Stage Output is Justified?)

উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধির তিনটি পর্যায় থেকে লক্ষ করা যায় যে,

প্রথম স্তরে, উপাদান নিয়োগের সাথে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা পর্যন্ত MP_L ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। ফলে মোট উৎপাদনও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এ থেকে বলা যায় শ্রম উপাদান দক্ষতা সম্পন্ন। ফলে এ অবস্থায় উৎপাদন অবশ্যই চালিয়ে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় স্তরে, পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান। MP_L ক্রমবর্ধমান হলে মোট উৎপাদন বাড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত মোট উৎপাদন বাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন করা উচিত। দ্বিতীয় স্তরে MP_L যখন শূন্য হয় তখন TP_L সর্বোচ্চ হয়। কাজেই এই অবস্থায় উৎপাদক, উপাদান নিয়োগ দ্বারা উৎপাদন স্থির করে নেবে। কারণ এরপর উৎপাদন করতে গেলে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হবে। অতএব উৎপাদনকারীর নিকট দ্বিতীয় স্তর পর্যন্তই উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় স্তরে, MP_L ঋণাত্মক হওয়ায় মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ থেকে কমতে থাকে। কাজেই এ স্তরে উৎপাদন করা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তবে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় যদি শ্রম উপাদানের মূল্য খুবই কম হয় তখন উৎপাদনকারী স্বল্প সময়ের জন্য তৃতীয় স্তরে বিশেষ অবস্থায় উৎপাদন করতে পারে।

সুতরাং, একজন যুক্তিবাদী উৎপাদনকারীর উচিত দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদন করা। তবে দ্বিতীয় স্তরের কোন বিন্দুতে উৎপাদন নির্ধারণ করবে তা নির্ভর করে উপাদান মূল্যের আপেক্ষিক অবস্থার ওপর। যদি শ্রম উপাদানের তুলনায় অন্যান্য উপাদানের মূল্য কম থাকে তবে d' বিন্দুর (উপকরণ-উৎপাদনের সম্পর্ক চিত্রে লক্ষণীয়) পূর্বে যেকোনো বিন্দুতে উৎপাদন নির্ধারণ করতে পারে। আর যদি শ্রম উপাদানের মূল্য আপেক্ষিকভাবে কম থাকে তবে দ্বিতীয় স্তরের শেষ বিন্দুতেই কাম্য উৎপাদন নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মোট উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, প্রান্তিক উৎপাদন তখন কী হারে বাড়ে? *[চ. বো. ২০২১]*

২. মোট শ্রম উপকরণ দ্বারা মোট উৎপাদনকে ভাগ করলে কী পাওয়া যায়?

৩. প্রান্তিক উৎপাদনের কোন পর্যায়ে মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়?

৪. কোন স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন সমান হয়?

৫. কোন স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম হয়?

৬. কোন স্তরে উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো।

২. পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধিটি গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন চিত্রে এঁকে দেখাও।

পাঠ ৬

উৎপাদন বিধি; ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি; কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ

৩.১৪ উৎপাদন বিধি (Law of Production)

একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে উপকরণ তথা ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠনের প্রয়োজন হয়। ফলে এসব উপকরণের জন্য খরচ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপকরণ খরচ বৃদ্ধি পায়, কখনও কখনও সমান থাকে আবার কখনোবা খরচ হ্রাস পায়। অর্থাৎ উপকরণ নিয়োগের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং, **উপকরণগুলোর নিয়োগ পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণে নিয়ম অনুযায়ী যে পরিবর্তন হয়, তাকে উৎপাদন বিধি (law of Production) বলে।** অন্যভাবে, যে বিধির সাহায্যে উপকরণসমূহের নিয়োগ বা উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদনের অনুপাত জানা যায় তাকে উৎপাদন বিধি বলা হয়।

- ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **এ. কুটসোয়ানিস** (A. Koutsoyiannis) এর মতে, "উৎপাদনস্তর বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারিগরি প্রক্রিয়াকে উৎপাদন বিধি বলে।"[৩]

এ বিধির তাৎপর্য: এ বিধিটি উপাদান নিয়োগের পরিমাণ এবং উৎপাদনের পরিমাণের আপেক্ষিক সম্পর্ক নির্দেশ বা প্রকাশ করে। একজন উৎপাদক বা উদ্যোক্তা এ বিধি অনুসরণ করে তার উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

উৎপাদন বিধিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)
২. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Marginal Returns) এবং
৩. স্থির বা সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Constant Marginal Returns)

৩.১৫ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)

ক্লাসিক্যাল, নিওক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। অষ্টাদশ শতকে ফরাসি অর্থনীতিবিদ টারগো (Turgo) সর্বপ্রথম এ বিধিটি সম্পর্কে ধারণা দেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক এডওয়ার্ড ওয়েস্ট, মার্শাল, রিকার্ডো এবং ম্যালথাস উনবিংশ শতাব্দীর দিকে এ বিধির বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা প্রদান করেন। আধুনিক অর্থনীতিবিদ স্টিগলার ও পি.এ. স্যামুয়েলসন এ বিধি সমর্থন করেন। মূলত অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শালের হাতে এ বিধিটি পরিশালিত রূপ লাভ করে।

এ তত্ত্বটির প্রধান প্রবক্তা মূলত একজন স্কটিশ কৃষক। তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ করেন যে, একখণ্ড নির্দিষ্ট জমিতে তিনি যতই নিবিড়ভাবে শ্রম এবং পুঁজি নিয়োগ করেন ততই উৎপাদন কমতে থাকে।

- **মার্শাল** বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে চাষের জন্য অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে থাকলে সাধারণত আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।"[৪]
- অধ্যাপক **বেনহাম**-এর মতে, "অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে উপাদানের একটি সংমিশ্রণের মধ্যে যদি কোনো একটির অনুপাত বৃদ্ধি করা হয়, তবে এরূপ বৃদ্ধির ফলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পর, প্রথমে সে উপাদানের প্রান্তিক এবং পরে গড় উৎপাদন হ্রাস পাবে।"

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটির নিয়োগ বাড়লে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এ বিধিটি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে উপকরণ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়তে পারে। মনে করি, আমাদের ভূমি ও শ্রম দুটি উপকরণ আছে। ভূমির পরিমাণ স্থির। প্রথমে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রান্তিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকে। এ কারণে প্রান্তিক শ্রমের বৃদ্ধির চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত অধিক পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। এর কারণ হলো অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করায় প্রতি একক শ্রমের জন্য ভূমি কম থাকে। ফলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

---

[৩] The laws of production describe the technically possible ways of increasing the level of production. –A. Koutsoyiannis.

[৪] An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes in general less than proportionate increase in the amount of produced raised. – A Marshall.

মূল বক্তব্য: অন্যান্য উপাদান স্থির রেখে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিবর্তনে, মোট উৎপাদনের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে ব্যাখ্যা করা হয়। ১. পরিবর্তনীয় উপাদান বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, এ অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদনও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। ২. দ্বিতীয় অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে কমতে থাকলে, মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। আবার প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য অবস্থায় মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়। ৩. আবার তৃতীয় পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হলে, মোট উৎপাদন কমতে থাকে। এই তিনটি অবস্থাই এ বিধিতে ব্যাখ্যা করা হয়।

অনুমিত শর্তসমূহ: এ বিধিটি নিম্নলিখিত অনুমিত শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত-

১. ভূমির যোগান এবং উর্বরতা স্থির।
২. দুটি উপকরণের মধ্যে একটি স্থির রেখে অন্যটি পরিবর্তন করা হয়।
৩. পরিবর্তনশীল উপকরণের এককগুলো সমজাতীয়।
৪. উপাদানগুলোর অনুপাত পরিবর্তনযোগ্য।
৫. উৎপাদনে নিয়োজিত কারিগরি জ্ঞানের মাত্রা অপরিবর্তিত।
৬. উৎপাদনের পরিমাণ বস্তুগত এককে পরিমাপযোগ্য। যেমন- কুইন্টাল, কেজি ইত্যাদি।
৭. স্বল্পকালীন সময়ে বিধিটি কার্যকর হয়।

উদাহরণের সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা: একটি গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে বিধিটি ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নের তালিকায় দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট ১ বিঘা জমিতে ১০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করলে ১০ মণ ধান উৎপাদন হয়। দ্বিতীয় বার ঐ ১ বিঘা জমিতে ২০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ২২ মণ। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১২ মণ। এক্ষেত্রে খরচ বাড়ার তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হারে বেড়েছে। তবে তৃতীয় বার সংমিশ্রণ C অনুযায়ী ঐ একই পরিমাণ জমিতে ৩০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০ মণ। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হয় ৮ মণ।

চতুর্থ বার ঐ ১ বিঘা জমিতে ৪০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬ মণ। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হয় ৬ মণ।

উপাদান সংমিশ্রণ	ভূমি (বিঘা)	শ্রম ও মূলধন (টাকা)	মোট উৎপাদন (মণ)	প্রান্তিক উৎপাদন (মণ)
A	১	১০০	১০	১০
B	১	২০০	২২	১২
C	১	৩০০	৩০	৮
D	১	৪০০	৩৬	৬

উপরের গাণিতিক উদাহরণটি রেখাচিত্রের মাধ্যমেও দেখানো যায়। পাশের চিত্রে OX অক্ষে শ্রমের পরিমাণ এবং OY অক্ষে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো। পাশের 'ক' চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন TP নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় উপকরণ নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে (১০ মণ, ২২ মণ, ৩০ মণ ও ৩৬ মণ) বৃদ্ধি পায়। চিত্রে a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন (TP-Total Product) রেখাটি পাওয়া যায়।

পাশের 'খ' চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমের পরিমাণ যখন ১০০ তখন প্রান্তিক উৎপাদন ১০ মণ। শ্রমের পরিমাণ যখন ২০০ তখন প্রান্তিক উৎপাদন ১২ মণ যখন শ্রমের পরিমাণ ৩০০ প্রান্তিক উৎপাদন তখন ৮ মণ এবং শ্রমের পরিমাণ যখন ৪০০ তখন প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় ৬ মণ। এভাবে দেখা যায় যে, শ্রমের পরিমাণ ২০০ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকে। এরপর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রমের পরিমাণ বাড়াতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। $a_1b_1c_1d_1$ রেখাটি প্রান্তিক উৎপাদন MP (Marginal Product) রেখা যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করে।

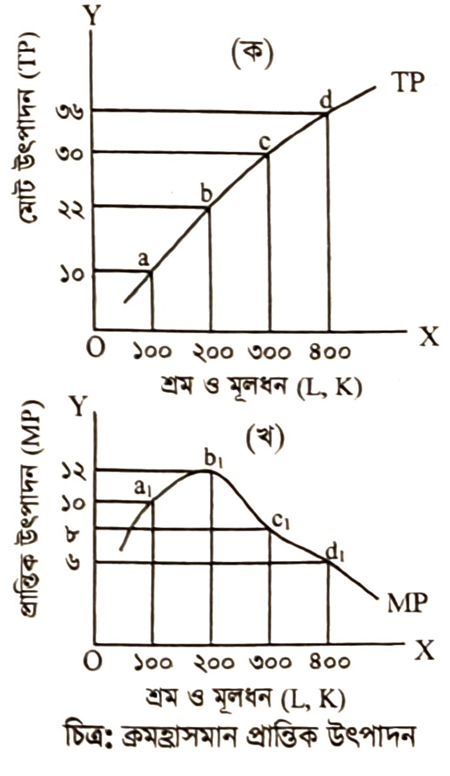

চিত্র: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন

বিধিটির ব্যতিক্রম বা সীমাবদ্ধতা (Limitations of this Law): নিচে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সমালোচনা/সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হলো:

১. **জমির আয়তন:** একটি নির্দিষ্ট জমিতে অধিক শ্রম বা মূলধন নিয়োগ করা হলে এ বিধি কার্যকর হবে। তবে জমির আয়তন বৃদ্ধি পেলে এ বিধি কার্যকর হবে না।

২. **উৎপাদন পর্যায়:** উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে উপকরণসমূহ নতুন ও বেশি হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। তাই উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিধি কার্যকর হয় না।

৩. **অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ:** জমিতে অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের সাথে সাথে যদি বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয় তবে এ বিধি কার্যকর হবে না।

৪. **জমির অবস্থা:** উৎপাদনের মাঝে জমির কোন উন্নতি বা অবনতি ঘটলে এ বিধি কার্যকর হবে না।

৫. **প্রাকৃতিক কারণ;** প্রাকৃতিক কারণে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে এ বিধি কার্যকর হয় না।

৬. **উৎপাদন কৌশল পরিবর্তন:** উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তনে এ বিধি কার্যকর হয় না। কৃষিক্ষেত্রে সনাতনি পদ্ধতিতে চাষাবাদের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ করলে উৎপাদন না কমে বরং বেড়ে যায়।

৭. **শ্রমের দক্ষতা:** উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে অথবা উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে অদক্ষ এবং পরবর্তী সময়ে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের কারণে এ বিধি কার্যকর হয় না। সাধারণত জমিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৮. **উপাদানের কাম্য সংমিশ্রণ:** স্থির ও পরিবর্তনশীল উপাদানের মধ্যে কাম্য সংমিশ্রণ ঘটার পর এ বিধিটি কার্যকর হয়, তবে তার আগে নয়।

এসব ব্যতিক্রম ছাড়া দীর্ঘকালে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয়। এ বিধিটি চাষিদের বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রচিত। তাই **স্যামুয়েলসন**-এর মতে, "এ বিধি অর্থনীতি ও কারিগরি বিদ্যার একটি মৌলিক নিয়ম।"

৩.১৬ কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ
(Application of Law of Diminishing Marginal Returns in Agriculture)

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অনুসারে উৎপাদনের অন্যান্য সকল উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে যেকোনো একটি উপাদানের ব্যবহার বাড়াতে থাকলে মোট উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়।
নিম্নোক্ত কারণে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১. **উর্বরশক্তি:** ভূমির উর্বরশক্তি সব সময় সমান থাকে না। একই ভূমি বারবার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে উর্বরশক্তি হ্রাস পায়। যার দরুন উৎপাদনও হ্রাস পায়।

২. **ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ:** ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে ভূমির ওপর কৃষি নির্ভরশীল। ভূমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে যে উপকরণ ব্যয় করা হয় উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না।

৩. **যন্ত্রপাতির ব্যবহার:** শিল্পক্ষেত্রে যে ধরনের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় কৃষিক্ষেত্রে তার তুলনায় নিম্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. **প্রজনন সম্বন্ধীয় কাজ:** কৃষিকাজ হলো এমন এক ধরনের কাজ, যা প্রজনন সম্বন্ধীয়। আবহাওয়া, তাপমাত্রা, প্রকৃতি, অবস্থান ইত্যাদি দ্বারা ভূমির উৎপাদনক্ষমতা প্রভাবিত হয়। যান্ত্রিক কলাকৌশল যেটি শিল্পে ব্যবহার করা হয় তা ভূমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না।

৫. **শ্রমবিভাগ:** উন্নত ধরনের উৎপাদন কৌশল এখানে উপযুক্তভাবে ব্যবহার হয় না বিধায় শ্রমবিভাগে পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৬. **ঋতুভিত্তিক পেশা:** কৃষিকাজ সারা বছর ধরে হয় না, ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ হয় বলে এ বিধি কৃষিতে বেশি প্রযোজ্য।

সুতরাং বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ বিধি প্রয়োগ করা যায়।

৩.১৭ অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ
(Application of Law of Diminishing Marginal Returns to Other Fields)

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি শুধু কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং শিল্প প্রতিষ্ঠান, মৎস্য, খনিজ ক্ষেত্রসহ সকল উৎপাদন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

১. **শিল্পক্ষেত্র:** শিল্প ক্ষেত্রে বিলম্বে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়। কেননা প্রথম দিকে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্পে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা পাওয়ার কারণে একক প্রতি উৎপাদন খরচ (AC) হ্রাস পায়। তখন উৎপাদন ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত সুবিধা অর্জন করে। কিন্তু কোনো কারখানার আয়তন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর শ্রম ও মূলধন অধিক নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে না; বরং ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে।

২. **খনিজক্ষেত্র:** খনিজ পদার্থ যেমন- কয়লা, লৌহ ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য যত গভীরে যেতে হয়, এর জন্য তত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে খরচ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু খরচের অনুপাতে উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না। এক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর।

৩. **মৎস্যক্ষেত্র:** নদী, বিল, পুকুর যে কোনো মৎস্য ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেই যত খুশি মাছ ধরা যায় না। ক্রমাগত অধিক সংখ্যক মাছ ধরর জন্য বেশি পরিমাণ শ্রম, নৌকা, জাল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে ধৃত মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু মাছ সংগ্রহের হার উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় কম হবে।

৪. **বনজ সম্পদ:** বনজ সম্পদ আহরণের জন্য যতই গভীর অরণ্যে যেতে হয় ততই আহরিত সম্পদ হতে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বিধিটি প্রযোজ্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কেবল কৃষিক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না, উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা— শিল্প, খনিজ, মৎস্য ক্ষেত্রেও এটি কার্যকরী।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবক্তা কে? *[দি. বো. ২০২২]*
২. উৎপাদন বিধি কীসের পরিমাণ নির্দেশ করে?
৩. উৎপাদন বিধি কত প্রকার?
৪. সর্বপ্রথম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি সম্পর্কে ধারণা দেন কে?
৫. সাধারণত কোন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি অধিক কার্যকর?
৬. মার্শাল, রিকার্ডো ও ম্যালথাস কখন ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটির বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা দেন?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. বিভিন্ন প্রকার প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সংজ্ঞা লেখো।
২. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটির চিত্র অঙ্কন করো।

পাঠ ৭ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ও সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

৩.১৮ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Marginal Returns)

উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে **কোনো নির্দিষ্ট উপকরণ তথা শ্রম অথবা মূলধন যে হারে নিয়োগ করা হয় মোট উৎপাদন যদি উপকরণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হারে বৃদ্ধি পায় তবে তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।** এখানে উপকরণ নিয়োগের হারের চেয়ে উৎপাদন বেশি হারে বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা: শিল্পক্ষেত্রে অধিকহারে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে অন্যান্য উপকরণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। উপকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান অবস্থায় উপকরণের অতিরিক্ত নিয়োগের ফলে গড় ও প্রান্তিক খরচ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

জমির পরিমাণ	শ্রম (L) ও মূলধন (K) উপকরণ ব্যয়	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ একর	৫০	৫ মণ	৫ মণ
১ একর	১০০	১২ মণ	৭ মণ
১ একর	১৫০	২৭ মণ	১৫ মণ

সূচিতে দেখা যায় যে, শ্রম ও মূলধন একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করার পর মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব (OY) অক্ষে মোট উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে।

চিত্রে, দেখা যায়, শ্রম ও মূলধন ৫০ একক থেকে ১০০ একক বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন (TP) বেড়ে ৫ মণ থেকে ১২ মণ হয় তথা a থেকে a_1 বিন্দু পর্যন্ত। প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বেড়ে ৫ মণ থেকে ৭ মণ হয় যা MP রেখা বরাবর a ও b_1 বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে।

আবার, শ্রম ও মূলধন ১০০ থেকে ১৫০ একক বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন (TP) বেড়ে ১২ মণ থেকে ২৭ মণ হয় তথা a_1 থেকে a_2 বিন্দু পর্যন্ত। প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বেড়ে ৭ মণ থেকে ১৫ মণ হয় যা MP রেখা বরাবর b_1 থেকে b_2 বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখানে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

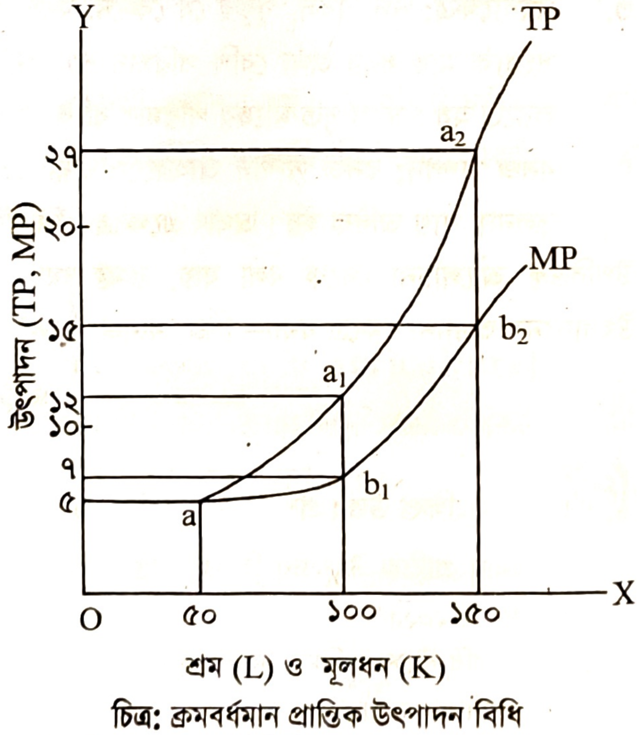

চিত্র: ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

চিত্র ও সূচিতে লক্ষ করা যায়, শ্রম ও মূলধন একই হারে (৫০ একক) বৃদ্ধি করলেও মোট উৎপাদন প্রথমে ১২ একক ও পরে ২৭ একক বৃদ্ধি পায়। আবার, প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে ৭ একক ও ১৫ একক বৃদ্ধি পায়। যা ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করেছে। এক্ষেত্রে MP রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

প্রয়োগ ক্ষেত্র: এ বিধি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর হয়। তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রথম দিকে উন্নত চাষ পদ্ধতি চালু করা হলে এ বিধিটি কার্যকর হতে পারে।

৩.১৯ সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Constant Marginal Returns)

উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোনো **একটি নির্দিষ্ট উপকরণ তথা শ্রম অথবা মূলধন যে হারে নিয়োগ করা হয়, ঠিক সেই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির এ হার বা প্রবণতাকে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।** অন্যভাবে, উৎপাদন ক্ষেত্রে যদি উপাদান নিয়োগ এবং উৎপাদন সমান হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে সমহার উৎপাদন বিধি বলা হয়। এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন সর্বক্ষেত্রে সমান থাকে।

সূচির সাহায্যে ব্যাখ্যা :

জমির পরিমাণ	শ্রম (L) ও মূলধন (K) উপকরণ ব্যয়	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ একর	৫০	৫ মণ	৫ মণ
১ একর	১০০	১০ মণ	৫ মণ
১ একর	১৫০	১৫ মণ	৫ মণ

সূচিতে দেখা যায় যে, শ্রম ও মূলধন একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করার পর মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়ে।

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব (OY) অক্ষে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, মোট উৎপাদন (TP) বাড়ে a থেকে d তে অর্থাৎ ৫০ মণ থেকে ১০০ মণ হয়। প্রান্তিক উৎপাদন (MP) স্থির থাকে যা সকল ক্ষেত্রে MP = ৫ মণ।

আবার শ্রম ও মূলধন ১০০ একক থেকে ১৫০ একক বৃদ্ধি পেলে TP রেখা d থেকে e বিন্দুতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ মোট উৎপাদন (TP) ১০ মণ থেকে ১৫ মণ বাড়ে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন (MP) স্থির থাকে যা সকল ক্ষেত্রে MP = ৫ মণ বজায় থাকে।

এখানে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ একই হারে বৃদ্ধি করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন স্থির (৫ মণ) থাকে এবং মোট উৎপাদন একই হারে (৫ একক করে) বৃদ্ধি পায়। যা স্থির বা সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করছে।

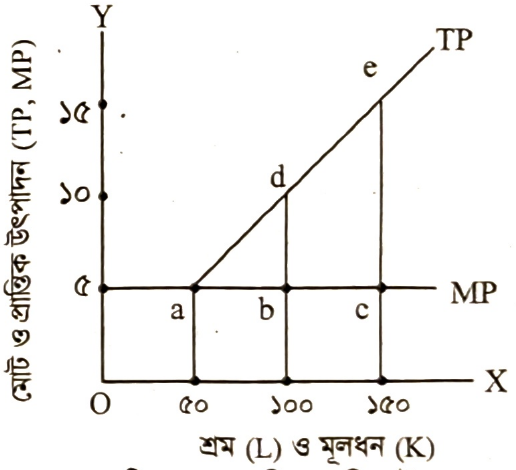

চিত্র: সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন

প্রয়োগ ক্ষেত্র: বাস্তবে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। তবে শিল্পক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হতে পারে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন বিধিতে উপকরণ নিয়োগের হারের চেয়ে উৎপাদন বেশি হারে বৃদ্ধি পায়?

২. কোন ক্ষেত্রে অধিকহারে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে অন্যান্য উপকরণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে?

৩. উৎপাদন ক্ষেত্রে উপাদান নিয়োগ এবং উৎপাদন সমান হারে বৃদ্ধি পায় তখন তাকে কী বলে?

৪. মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন সর্বক্ষেত্রে কেমন থাকে?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উৎপাদন ক্ষেত্রে তুমি কোন কোন মাত্রাগত উৎপাদন ধারণা পেয়েছো তার মধ্যে দুইটি বর্ণনা করো।

পাঠ ৮ সম-উৎপাদন রেখা; উৎপাদন অপেক্ষক থেকে সম-উৎপাদন রেখা অংকন; সম-উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য এবং সম-উৎপাদন মানচিত্র

৩.২০ সম-উৎপাদন রেখা (Iso-Quant Curve)

অর্থনীতিতে 'সম-উৎপাদন' এর প্রতিশব্দ Iso-Quant। Iso-Quant একটি গ্রিক শব্দ। গ্রিক ভাষায় Iso এর অর্থ সমান (Equal) এবং Quant এর অর্থ পরিমাণ (Quantity)। সুতরাং পারিভাষিক দিক থেকে বলা যায় সম-উৎপাদন রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে সম পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশিত হয়। সম-উৎপাদন রেখা হলো বিভিন্ন বিন্দু নিয়ে গঠিত সঞ্চার পথ (locus of points), যার প্রত্যেক বিন্দুতে দুটি উপকরণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায় এবং সেই সংমিশ্রণগুলো থেকে উৎপাদক সম (একই) পরিমাণ উৎপাদন লাভ করে। প্রতিটি সংমিশ্রণ থেকে একই পরিমাণ উৎপাদন লাভ করে বলে উৎপাদক সংমিশ্রণগুলোর প্রতি নিরপেক্ষ থাকে। তাই সম-উৎপাদন রেখাকে অনেক সময় উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখাও (Producer Indifference Curve) বলে। অর্থাৎ, **যে রেখার সকল বিন্দু দুটি উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণে সমান উৎপাদন নির্দেশ করে, তাকে সম-উৎপাদন রেখা বলে।**

মনে করি, একজন উৎপাদনকারী শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে।

উৎপাদন অপেক্ষক, $Q = f(L,K)$

এখানে Q = উৎপাদন, L = শ্রম, K = মূলধন।

উৎপাদনকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন লাভ করার জন্য L ও K এর একাধিক বিকল্প সংমিশ্রণ ব্যবহার করতে পারে। তবে L এর পরিমাণ বাড়ালে K এর পরিমাণ কমাতে হয়। আবার K এর পরিমাণ বাড়ালে L এর পরিমাণ কমাতে হয়। এক কথায়, L এবং K এর বিভিন্ন মিশ্রণ থেকে একই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। তাই উপকরণের কোন্ সংমিশ্রণটি ব্যবহার করা দরকার এ ব্যাপারে উৎপাদনকারী নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। এজন্য সম-উৎপাদন রেখাকে আবার উৎপাদন নিরপেক্ষ রেখাও (Production Indifference Curve) বলা হয়।

৩.২১ উৎপাদন অপেক্ষক থেকে সম-উৎপাদন রেখা অঙ্কন (Drawing Iso-Quant Curve From Production Function)

মনে করি, $Q = f(L,K)$

এখানে L এবং Kএর সংমিশ্রণের পরিবর্তন হলেও মোট উৎপাদন (Q) স্থির থাকবে। অর্থাৎ $\Delta Q = 0$। উৎপাদন প্রদত্ত অবস্থায় L এবং K এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ থেকে সম-উৎপাদন রেখা অংকন করা যায়।

নিম্নে L এবং K এর বিভিন্ন মিশ্রণের একটি কাল্পনিক তালিকা দেয়া হলো:

শ্রম (L)	মূলধন (K)	মিশ্রণ	উৎপাদন (Q)
১ একক	৬ একক	A	১০ একক
২ একক	৩ একক	B	১০ একক
৩ একক	২ একক	C	১০ একক

তালিকানুসারে L এবং K এর ৩টি সংমিশ্রণ A, B এবং C বিন্দুতে ১০ একক উৎপাদন তথা সমান পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করে। তালিকা থেকে পাশে একটি সম-উৎপাদক রেখা অংকন করা হলো— চিত্রে OX এবং OY অক্ষে যথাক্রমে শ্রম (L) এবং মূলধন (K) উপকরণ পরিমাপ করা হয়েছে। ১ একক L এবং ৬ একক K-কে A বিন্দু দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, ২ একক L ও ৩ একক K এবং ৩ একক L ও ২ একক K-কে যথাক্রমে B এবং C বিন্দু দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। A, B ও C প্রতিটি বিন্দু সমান পরিমাণ উৎপাদন ১০ একক নির্দেশ করে। সুতরাং A, B ও C বিন্দু যোগ করে যে রেখাটি পাওয়া যায় সেটি সম-উৎপাদন রেখা (IQ)।

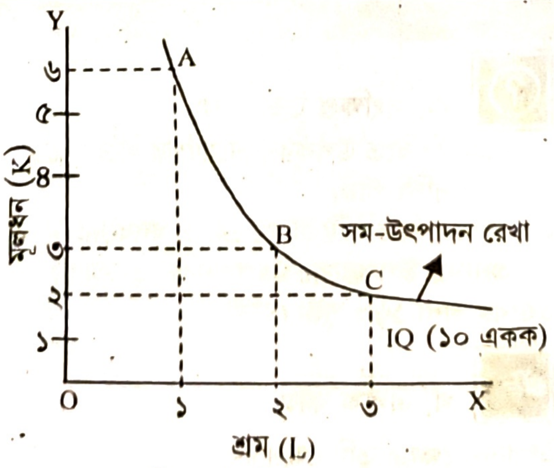

চিত্র: সম-উৎপাদন রেখা

৩.২২ সম-উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Iso-Quant Curve)

১. সম-উৎপাদন রেখার সকল বিন্দু সমান উৎপাদন নির্দেশ করে।

২. সম-উৎপাদন রেখা সাধারণত বাম থেকে ডানে নিম্নগামী হয়ে থাকে। কারণ সমান পরিমাণ উৎপাদন লাভ করার জন্য একটি উপকরণ বেশি ব্যবহার করলে অপরটির ব্যবহার কমাতে হয়। তাই সম-উৎপাদন রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সম-উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী বা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে না।

৩: সম-উৎপাদন রেখা সাধারণত মূল বিন্দুর দিকে উত্তল (Convex) হয়। এর কারণ হলো একটি উপকরণ নিয়োগের পরিবর্তে অন্য উপকরণ বদলের হার বা প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার (MRTS) কমতে থাকে

৪. নিচের সম-উৎপাদন রেখার তুলনায় উপরের সম-উৎপাদন রেখা অধিক উৎপাদন নির্দেশ করে।
২টি বা ৩টি সম-উৎপাদন রেখা অংকন করলে নিচের রেখার তুলনায় উপরের রেখার কোন বিন্দুতে উপকরণ বেশি ব্যবহৃত হয়। বেশি উপকরণ নিয়োগ করে অবশ্যই বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।

৫. দুটি সম-উৎপাদন রেখা পরস্পর ছেদ করতে পারে না। কারণ ছেদক বিন্দুতে দুটি রেখা সমান উৎপাদন নির্দেশ করে যা ৪নং বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দুটি সম-উৎপাদন রেখা ছেদ করলে গাণিতিক অসামঞ্জস্যতা (Mathematical Inconsistency) দেখা দেয়।

৩.২৩ সম-উৎপাদন মানচিত্র (Map of Iso-Quant)

যখন দুটি অক্ষের মধ্যে একাধিক সম-উৎপাদন রেখার সন্নিবেশ ঘটে তাকে সম-উৎপাদন মানচিত্র বলে। সম-উৎপাদন মানচিত্রে উপরের দিকে সম-উৎপাদন রেখায় উৎপাদকের উৎপাদন বেশি হয়। মনে করা যাক IQ_1, IQ_2, IQ_3 তিনটি সম-উৎপাদন রেখা। চিত্রের তিনটি রেখাতে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে Q_1, Q_2, ও Q_3 নির্দেশ করে। অবস্থানগত দিক থেকে $IQ_3 > IQ_2 > IQ_1$ হওয়ায় IQ_3তে বেশি উৎপাদন নির্দেশ করে।
সূচিভিত্তিক চিত্রে তা দেখানো হলো-

IQ	বিন্দু	উপাদান সংমিশ্রণ	প্রাপ্ত উৎপাদন
IQ_1	e	OL_1, OK_1	Q_1
IQ_2	f	OL_2, OK_2	Q_2
IQ_3	g	OL_3, OK_3	Q_3

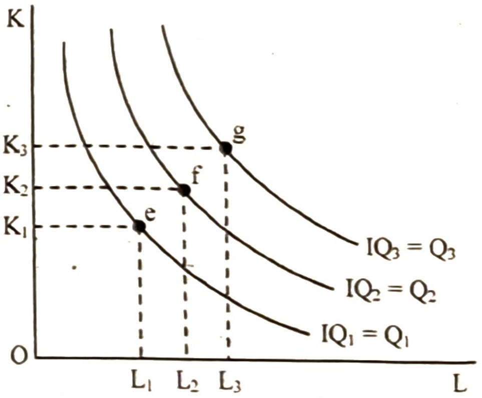

চিত্র: সম-উৎপাদন মানচিত্র

উপাদান সংমিশ্রনের পরিমাণগত দিক থেকে $(OL_3, OK_3) > (OL_2, OK_2) > (OL_1, OK_1)$। পাশের চিত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদনের দিক থেকে IQ_1'র তুলনায় IQ_2 তে এবং IQ_2'র তুলনায় IQ_3 তে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। সম-উৎপাদন মানচিত্রের যতই উপরের দিকে যাবে ততই উৎপাদকের উৎপাদন বাড়বে। কারণ দুটি উপকরণের কম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা নিশ্চয় উৎপাদন বাড়বে। আর বেশি উৎপাদন উৎপাদকের নিকট অধিক কাম্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে 'সম-উৎপাদন' এর প্রতিশব্দ কী?
২. Iso-Quant শব্দটি কোন ধরনের শব্দ?
৩. যে রেখার সব বিন্দু দুটি উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণে সমান উৎপাদন নির্দেশ করে, তাকে কী বলে?
৪. সম-উৎপাদন রেখার প্রতিটি বিন্দুতে কী পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করে?
৫. সম-উৎপাদন রেখা আকৃতি সাধারণত কেমন হয়ে থাকে?
৬. দুটি সম-উৎপাদন রেখা ছেদ করলে কী দেখা দেয়?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

একটি কাল্পনিক ছক তৈরি করে সম-উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো।

পাঠ ৯ ও ১০ মাত্রাগত উৎপাদন ও এর প্রকারভেদ

৩.২৪ মাত্রাগত উৎপাদন (Returns to Scale)

দীর্ঘকালে সকল উপাদান পরিবর্তনশীল। ফলে দীর্ঘকালে সকল উপাদানকে সমানভাবে বাড়ানো যায়। মাত্রাগত উৎপাদন দীর্ঘকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। **দীর্ঘকালে উৎপাদনের সব উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত পরিবর্তন বা মাত্রাগত উৎপাদন (Returns to scale) বলে।** অন্যভাবে, কোনো উৎপাদন অপেক্ষকের সমস্ত উপাদানের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনে যে পরিবর্তন আসে বা সাড়া দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে। আরও সহজভাবে বলা যায়, উপাদান পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় এবং এ পরিবর্তন যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে মাত্রা রেখা বলে। এ মাত্রা রেখায় যে ধরনের উৎপাদন পরিলক্ষিত হয় তাই হলো মাত্রাগত উৎপাদন রেখা।

৩.২৫ মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ (Types of Returns to Scale)

মাত্রাগত উৎপাদন তিন প্রকার। যেমন— ১. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন ২. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন ৩. সমানুপাতিক বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন।

১. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন (Decreasing Returns to Scale): উৎপাদনের সকল উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন যদি তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

যেমন, $Q = f(L, K)$ হলে $(\lambda L, \lambda K) = \frac{1}{2}\lambda Q$। অর্থাৎ L ও K কে এক একক λ হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদন বাড়ে $\frac{1}{2}\lambda$ হারে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে মূলধন (K) নির্দেশিত হয়েছে। IQ_1, IQ_2, IQ_3 তিনটি হলো সম-উৎপাদন রেখা।

L এবং K দ্বারা $IQ_1 = 10$ একক উৎপাদন হয় যা ভারসাম্য বিন্দু e_1 দ্বারা প্রকাশ পায়। 2L এবং 2K দ্বারা $IQ_2 = 15$ একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু e_2 হয়। 3L এবং 3K দ্বারা $IQ_3 = 18$ একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু হয় e_3। এখন e_1, e_2, e_3 ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে Ep একটি মাত্রাগত রেখা পাওয়া যায়। যা ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন (DRS) নির্দেশ করে।

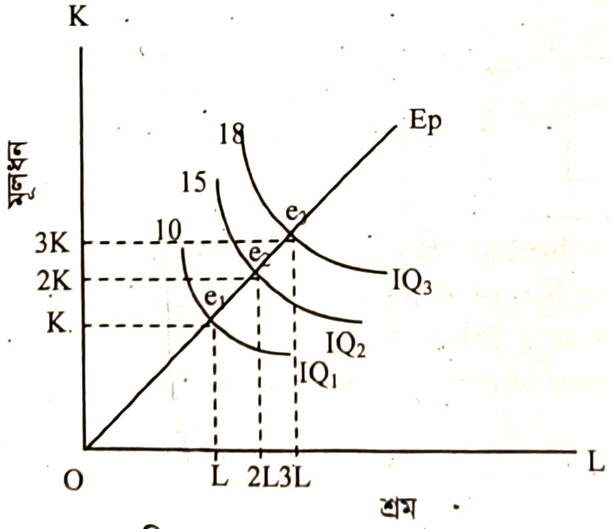

চিত্র: ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন রেখা

২. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন (Increasing Returns to Scale): উৎপাদনের সকল উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন যদি তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

যেমন: উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K)$

$(\lambda L, \lambda K) = 3\lambda Q > \lambda Q$

এখানে এক একক λ অনুপাতে উপাদান বৃদ্ধির পর উৎপাদন তার চেয়ে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এটি ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে মূলধন (K) নির্দেশিত হয়েছে। IQ_1, IQ_2, IQ_3 তিনটি সম-উৎপাদন রেখা।

L এবং K দ্বারা Q = 10 একক উৎপাদন হয় যা e_1 ভারসাম্য বিন্দু দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। 2L এবং 2K দ্বারা 3Q = 30 একক উৎপাদন হয় যা e_2 দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। 3L এবং 3K দ্বারা 6Q = 60 একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু e_3। এখন e_1, e_2, ও e_3 ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে E_P একটি মাত্রা রেখা পাওয়া যায়, যা ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে, কারণ $IQ_1 > IQ_2 > IQ_3$ বা 60 > 30 > 10.

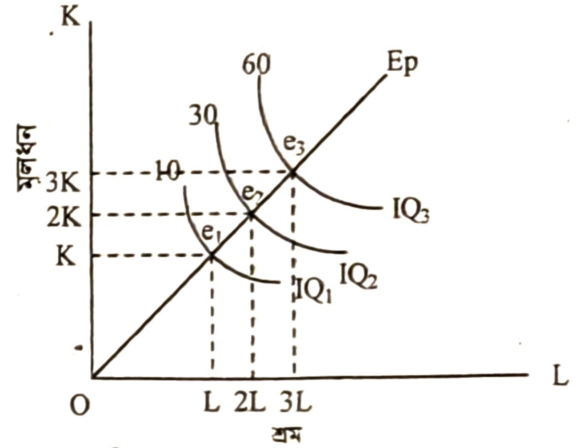

চিত্র: ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন রেখা

৩. সমানুপাতিক বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন (Constant Returns to Scale): উৎপাদনের সকল উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনও যদি একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে সমানুপাতিক বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

যেমন— উৎপাদন অপেক্ষক Q = f(L, K)

উপাদান L এবং K কে λ হারে বাড়ানো হলে, উৎপাদনও (Q) λ হারে বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

যেমন, $(\lambda L, \lambda K) = \lambda Q$

L এবং K কে λ হারে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদনও λ হারেই বৃদ্ধি পায়। তাই এটি স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে মূলধন (K) নির্দেশিত। IQ_1, IQ_2, IQ_3 তিনটি সম-উৎপাদন রেখা।

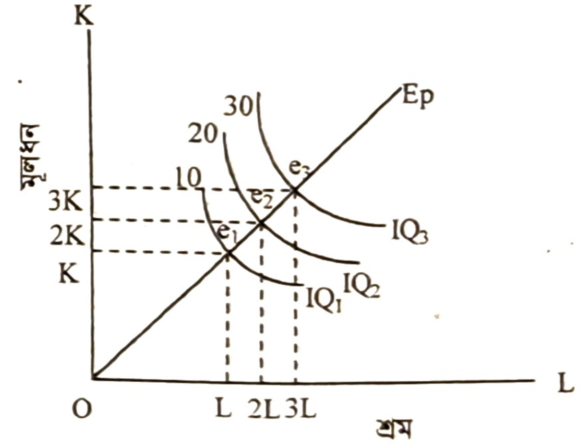

চিত্র: সমানুপাতিক মাত্রাগত উৎপাদন রেখা

L এবং K দ্বারা $IQ_1 = 10$ একক উৎপাদন হয়।

2L এবং 2K দ্বারা $IQ_2 = 20$ একক উৎপাদন হয়। 3L এবং 3K দ্বারা $IQ_3 = 30$ একক উৎপাদন হয়। এসব উৎপাদনের সাথে সম-খরচ রেখাসমূহের স্পর্শক বিন্দুগুলো e_1, e_2, e_3 যোগ করে Ep একটি scale বা মাত্রা রেখা পাওয়া যায়। এখানে L এবং K কে যে হারে বাড়ানো হয়েছে উৎপাদনও সেই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এটি স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মাত্রাগত উৎপাদন কত প্রকার? *[কু. বো. ২০২১]*
২. উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে কী বলে? *[য. বো. ২০২১]*
৩. মাত্রাগত উৎপাদনে দীর্ঘকালে সব উৎপাদনকে কী হারে বাড়ানো যায়?
৪. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন কী হারে বৃদ্ধি পায়?
৫. 6Q > 3Q > Q হলে এটি কোন ধরনের মাত্রাগত উৎপাদন?
৬. Q >1.5Q>1.8 Q হলে এটি কোন ধরনের মাত্রাগত উৎপাদন?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

অপেক্ষকের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদনের উদাহরণ দাও।

পাঠ ১১ উৎপাদন ব্যয়; স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়

৩.২৬ উৎপাদন ব্যয় (Production Cost)

কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হয়। এ সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে যে ব্যয় হয়, তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে। **কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণের যে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে।** একজন উৎপাদনকারীকে সাধারণত কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে কারখানা-ঘর নির্মাণ বা ভাড়ায় গ্রহণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের সুদ, দ্রব্য বাজারজাতকরণ প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করে। এই অর্থ ব্যয়ই মূলত উৎপাদন ব্যয় হিসেবে অভিহিত। সংক্ষেপে উৎপাদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় বা উৎপাদন খরচ বলে। গাণিতিকভাবে, $C = g(Q)$ এখানে, C = উৎপাদন ব্যয়, Q = উৎপাদনের পরিমাণ, g = ফাংশন বা অপেক্ষক, ব্যয় অপেক্ষক C এর মান Q এর ওপর নির্ভরশীল।

৩.২৭ স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় (Short Run Production Cost)

স্বল্পকালে উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (ভূমি, শ্রম, মূলধন) ক্রয়ের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে যে ব্যয় (খাজনা, মজুরি, সুদ) নির্বাহ করতে হয় তাকে বলা হয় স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়। স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়ের দুটি অংশ রয়েছে-

i. স্থির ব্যয় ও ii. পরিবর্তনীয় ব্যয়।

i. স্থির ব্যয় (Fixed Cost): স্বল্পকালে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে কিছু স্থির উপাদান বিবেচিত হয় যেগুলো ক্রয় বাবদ সংগঠন কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই ব্যয়িত অর্থকে উৎপাদনের স্থির ব্যয় বলে। যেমন- জমি ক্রয়, কারখানা ঘরের ভাড়া, দীর্ঘকালীন ঋণ বা মূলধনের সুদ ইত্যাদি। উৎপাদন পরিচালনার জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত এ সকল ব্যয়ই হলো স্থির ব্যয়।

ii. পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost): উৎপাদন ক্ষেত্রে কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো উৎপাদনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এসকল উপাদানকে পরিবর্তনশীল উপাদান বলে। উৎপাদন কার্য পরিচালনায় উদ্যোক্তা কর্তৃক সংঘটিত পরিবর্তনশীল উপকরণ বাবদ যে ব্যয় হয় তাকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন— কাঁচামাল ক্রয়, অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ, হালকা যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

৩.২৮ দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় (Long Run Production Cost)

দীর্ঘকাল বলতে এমন সময় কালকে নির্দেশ করা হয় যে সময়ের মধ্যে উৎপাদনের সকল উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব। আর এই **দীর্ঘকালে উৎপাদন পরিচালনায় সকল পরিবর্তনশীল উপাদান ক্রয়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যে ব্যয় নির্বাহ করে তাই দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়।** যেমন- গুদাম নির্মাণ, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, উৎপাদন কৌশল ও কাঠামোগত উন্নয়ন ব্যয় ইত্যাদি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দীর্ঘকালে কোন ধরনের ব্যয় অনুপস্থিত থাকে? *[য. বো. ২০২২]*

২. কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণের যে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, তাকে কী ব্যয় বলে?

৩. $C = f(Q)$ কোন অপেক্ষক?

৪. উৎপাদন ব্যয় কমে গেলে কী বাড়ে? *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা (মানবিক) ২০১০-১১]*

৫. উৎপাদন ব্যয় কয় ধরনের?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উৎপাদন ব্যয়ের প্রকারভেদগুলো প্রবাহচিত্রে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১২ ও ১৩ স্থির ব্যয় ও পরিবর্তশীল ব্যয়ের মধ্যে তুলনা; স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা

৩.২৯ স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে তুলনা (Comparison between Fixed Cost and Variable Cost)

দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য যে ব্যয় করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে। এ উৎপাদন ব্যয় দুটি সময় বা মেয়াদের ওপর নির্ভর করে। যেমন- ১. স্বল্পকাল ২. দীর্ঘকাল।

স্বল্পকাল হলো সেই সময় যখন ফার্মের পক্ষে কেবল পরিবর্তনশীল উপকরণ বাড়ানো বা কমানো যায়, কিন্তু স্থির উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না। তাই স্বল্পকালে ফার্মের জন্য দুই ধরনের ব্যয় হয়। যথা—

১. মোট স্থির ব্যয় (TFC) ২. মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)। এ দুই ধরনের ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. ফার্মের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন হ্রাসের সাথে সেসব ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদন না হলেও বা শূন্য হলেও যেসব ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না; তাদের সমষ্টিকে মোট স্থির ব্যয় বলে। ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে যেসব ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটে, তাদের সমষ্টিকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।

২. সাংকেতিকভাবে, TFC = মোট স্থির ব্যয়, TVC = মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়।

৩. সময় বিবেচনায়, শুধু স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় প্রযোজ্য। কিন্তু স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ে TVC প্রযোজ্য।

৪. ক. কারখানার ভাড়া খ. স্থায়ী মূলধনের সুদ গ. স্থায়ী কর্মচারীর বেতন ঘ. সম্পত্তির ওপর কর ঙ. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় হলো মোট স্থির ব্যয় এর উদাহরণ। অপরদিকে, ক. কাঁচামালের জন্য ব্যয় খ. অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, গ. চলতি মূলধনের জন্য দেয় সুদ, ঘ. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও বিজ্ঞাপন ব্যয়, ঙ. প্যাকিং ব্যয় ইত্যাদি হলো মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ।

৫. উৎপাদন যাই হোক না কেন, এমন কি উৎপাদন না হলেও (Q = 0) ফার্মকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয়। তাই লম্ব অক্ষের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে TFC শুরু হয়। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ও শূন্য হয়। তাই TVC রেখা মূল বিন্দু থেকে উৎপত্তি হয়।

৬. মোট স্থির ব্যয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। TVC রেখা প্রথমে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে এবং পরে তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে।

৭. TFC-এর ঢাল শূন্য। TVC-এর ঢাল ধনাত্মক তবে পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ উৎপাদন বাড়লে TVC বাড়ে।

৩.৩০ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা (Comparison between Short Run and Long Run Production Cost)

স্বল্পকালে তথা পরিবর্তনশীল ও স্থির উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত মোট অর্থ বা সম্পদকে স্বল্পকালীন ব্যয় বলে। আর দীর্ঘকালে নির্দিষ্ট প্রযুক্তি সাপেক্ষে সকল পরিবর্তনশীল উপকরণের ব্যয়কে দীর্ঘকালীন ব্যয় বলে।

নিচে স্বল্পকালীন উপাদান ব্যয় ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করা হলো:

১. স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় হলো মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টি।

অপরপক্ষে, দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় হলো, শুধু মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়।

২. STC = TFC + TVC। অন্যদিকে, LTC = TVC

৩. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় অপেক্ষক C = f(Q) + b। এখানে, C = মোট ব্যয়, Q = উৎপাদন, f = অপেক্ষক, b = স্থির ব্যয়। অপরপক্ষে, দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় অপেক্ষক C = f(Q), C = মোট ব্যয়, Q = উৎপাদন।

৪. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা বক্র আকৃতির হয়। দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা প্রায় সরলাকৃতির হয়।

৫. স্বল্পকালে SAC > SMC অর্থাৎ TC = aQ + b হলে

$$SAC = \frac{TC}{Q} = \frac{aQ+b}{Q} = a + \frac{b}{Q}, \quad SMC = \frac{d(TC)}{dQ} = \frac{d}{dQ}(aQ+b) = a \quad \therefore SAC > SMC$$

দীর্ঘকালে, $LAC = \frac{aQ}{Q} = a, \quad LMC = \frac{d(TC)}{dQ} = \frac{d}{dQ}(aQ) = a \quad \therefore LAC = LMC$

৬. স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা U আকৃতির হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা এনভেলাপ বা খাম আকৃতির হয়।

৭. স্বল্পকালে উৎপাদন পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থির ব্যয় পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে, দীর্ঘকালে প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরিবর্তনীয় ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে।

৮. স্বল্পকালীন মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় পাওয়া যায় $SAC = \frac{TC}{Q}$

অপরপক্ষে, স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের সমষ্টি হলো দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় $LAC = \Sigma(SAC)$.

৯. স্বল্পকালে উৎপাদনক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাত বিধি (Law of Variable Proportion) কার্যকর থাকে। অন্যদিকে, দীর্ঘকালে সকল খরচ পরিবর্তনশীল হওয়ায় উৎপাদনক্ষেত্রে মাত্রাগত উৎপাদন বিধি (Law of Returns to Scale) কার্যকর থাকে।

স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল কী?

অর্থনীতিতে স্বল্পকাল বলতে সেই সময় বা মেয়াদকে বোঝানো হয়, যেখানে ফার্ম কর্তৃক ব্যবহৃত উপকরণগুলোর মধ্যে ন্যূনতম একটি উপকরণ স্থির থাকে। দীর্ঘকাল হলো এমনই একটি সময় মেয়াদ, যেখানে নির্দিষ্ট প্রযুক্তি সাপেক্ষে সকল উপকরণই পরিবর্তনযোগ্য। সুতরাং স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল বলতে কোনো সুনির্দিষ্ট বা ক্যালেন্ডার সময়কে বোঝানো হয় না, বরং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া বা উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের ভিত্তিতে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল চিহ্নিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন খরচের পার্থক্য কী দ্বারা নির্ধারিত? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. কোন ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি পায়? *[কু. বো. ২০২২]*

৩. বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যয় কোন উৎপাদনের ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত?

৪. স্বল্পকালে যে ব্যয় পরিবর্তন করা যায় না তাকে কী ব্যয় বলে?

৫. মূল বিন্দু থেকে শুরু হয় কোন রেখা?

৬. কোন রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল? *[ঢা. বো. ২০২১]*

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

৫ জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করো। প্রথম দল উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক দেখিয়ে TC, TFC, TVC, STC, LTC, AC ও MC কাল্পনিক তথ্য সূচি তৈরি করবে। অন্যদল ঐ তথ্যের ভিত্তিতে রেখাচিত্র অঙ্কন করবে।

পাঠ ১৪ ও ১৫ মোট ব্যয় বা খরচ; স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ ও দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় বা খরচ

৩.৩১ মোট ব্যয় বা খরচ (Total Cost (TC))

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানের জন্য যে খরচ হয়, তাকে মোট খরচ বলা হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে মোট খরচ দুই প্রকার। যথা— ক. স্বল্পকালীন মোট খরচ (Short Run Total Cost) খ. দীর্ঘকালীন মোট খরচ (Long Run Total Cost)

৩.৩২ স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ (Short Run Total Cost (STC))

স্বল্পকালীন মোট ব্যয় দুই ধরনের। যথা— ১. স্থির ব্যয় এবং ২. পরিবর্তনীয় ব্যয়।

১. **স্থির ব্যয় (Fixed Cost):** উৎপাদন কার্যে যেসব উপকরণ নিয়োগ করা হয় তাদের মধ্যে কতকগুলো উপকরণ অপরিবর্তিত থাকে এবং তাদের জন্য যে ব্যয় করা হয় তা সর্বদা স্থির থাকে। ঐ ব্যয়ের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলা হয়। **অপরিবর্তনীয় বা স্থির উপকরণের জন্য স্বল্পকালে যে খরচ বহন করতে হয়, তাকে স্বল্পকালীন মোট স্থির ব্যয় বলে।** যেমন— কারখানার ভাড়া, অবচয় ব্যয়, দীর্ঘকালীন মূলধনের জন্য সুদ, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, সম্পত্তির ওপর দেয়া কর, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। উৎপাদনের পরিমাণ যতই হোক না কেন ঐ ব্যয়গুলো মূলত চুক্তিবন্ধ থাকে, তাদের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

২. **পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost):** উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস পেলে যেসব ব্যয় হ্রাস পায়, তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। **যেসব উপকরণ পরিবর্তন করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে হয় সেসব উপকরণের জন্য যে খরচ হয়, তাকে স্বল্পকালীন মোট পরিবর্তনীয় খরচ বলে।** যেমন— কাঁচামালের খরচ। এ ব্যয়কে প্রাথমিক ব্যয়ও (Primary Cost) বলা হয়। উৎপাদন শুরু হলে এ ব্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে এ ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। যেমন— কাঁচামালের জন্য ব্যয়, অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, চলতি মূলধনের সুদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়, সরকারকে দেয় উৎপাদনমূলক ও বিক্রি করা পণ্যের জীবন বিমা, প্যাকিং খরচ ইত্যাদি হচ্ছে পরিবর্তনশীল ব্যয়।

উৎপাদনের একক	মোট স্থির ব্যয় TFC (টাকা)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় TVC (টাকা)	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC
০	১০	০	১০ + ০ = ১০
১	১০	১০	১০ + ১০ = ২০
২	১০	১৮	১০ + ১৮ = ২৮
৩	১০	২৫	১০ + ২৫ = ৩৫
৪	১০	২৮	১০ + ২৮ = ৩৮
৫	১০	৩৫	১০ + ৩৫ = ৪৫

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন মোট স্থির ব্যয় (TFC = ১০) সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে কোনোরূপ পরিবর্তনশীল ব্যয় থাকে না। তবে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনশীল ব্যয়ও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ উৎপাদনের একক হলে ০, ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ মোট স্থির ব্যয় (TFC = ১০) অপরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তনীয় ব্যয় যথাক্রমে ০, ১০, ১৮, ২৫, ২৮ ও ৩৫ টাকা। এই মোট স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের যোগফল হতে উৎপাদনের স্বল্পকালীন মোট ব্যয় (STC) পাওয়া যায়। তালিকায় ১০, ২০, ২৮, ৩৫, ৩৮ ও ৪৫ টাকা উৎপাদনের মোট ব্যয় নির্দেশ করছে যা উৎপাদনের একক বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা:

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) উৎপাদন ব্যয় (TC, TFC ও TVC) দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট স্থির ব্যয় (TFC = ১০) স্থির থাকায় TFC রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) প্রথমে ক্রমহ্রাসমান হারে এবং পরে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়; যা চিত্রে TVC রেখা দ্বারা নির্দেশিত। আবার যেহেতু স্বল্পকালীন মোট ব্যয় (STC) হলো মোট স্থির খরচ (TFC) ও মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC) এর যোগফল (STC = TFC + TVC) সেহেতু STC ও প্রথমে ক্রমহ্রাসমান ও পরে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং STC রেখা TVC এর উপরে অবস্থান করে।

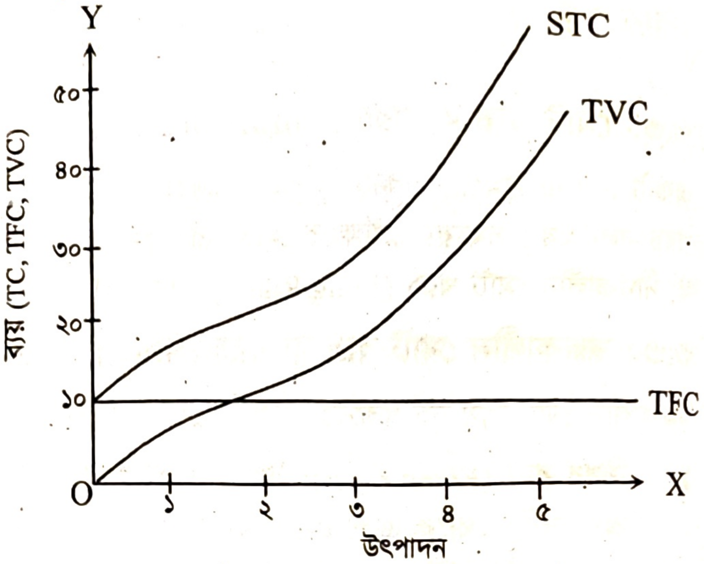

চিত্র: স্বল্পকালীন মোট খরচ রেখা

৩.৩৩ দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় বা খরচ (Long Run Total Cost (LTC))

দীর্ঘকাল হলো এমন একটি সময়, যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায়। তখন স্থির উপকরণ বলতে আর কোনো উপকরণ থাকে না। সব উপকরণই পরিবর্তন হয়। সুতরাং, **দীর্ঘকালে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে যে খরচ বহন করতে হয়, তার সমষ্টিকে দীর্ঘকালীন মোট খরচ বলা হয়।**

দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা: নিচে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়ের একটি সূচি তৈরি করা হলো–

Q	0	1	2	3	4	5
C	0	20	28	36	56	100

এখন সূচির ভিত্তিতে রেখাচিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো-

পাশের চিত্রে, উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন বিন্দুর a, b, c, d, e সংমিশ্রণে গঠিত LTC রেখাটি দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা প্রকাশ করে। চিত্রের LTC রেখাটি ঊর্ধ্বগামী এবং তার ঢাল ধনাত্মক। ধনাত্মক ঢাল হওয়াতে উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে ব্যয়ও বাড়ে।

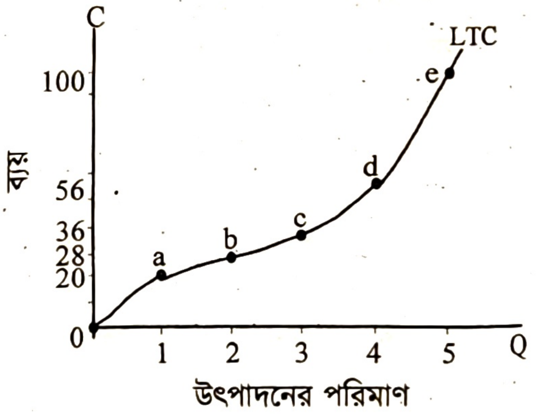

চিত্র: দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. TFC ও TVC এর সমষ্টিকে কী বলে? *[ব. বো. ২০২১]*
২. ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল? *[দি. বো. ২০২১]*
৩. TFC = 10, TVC = 20 উৎপাদনের পরিমাণ Q = 10 হলে TC = কত? *[দি. বো. ২০২১]*
৪. সময়ের প্রেক্ষিতে মোট খরচ কত প্রকার?
৫. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় কত ধরনের?
৬. মোট স্থির খরচ রেখার আকৃতি কেমন? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৮-১৯]*
৭. কোন ব্যয় রেখা অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল? *[গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা খ ইউনিট ২০২২-২৩]*

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

TFC, TVC, TC রেখাগুলো খাতায় মুক্তহস্তে তিনবার করে অঙ্কন করো।

পাঠ ১৬ গড় ব্যয়

৩.৩৪ গড় ব্যয় (Average Cost (AC))

কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয় বা খরচকে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় বা খরচ পাওয়া যায়। অর্থাৎ গড় ব্যয় $= \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}$, প্রতীক চিহ্নে; $AC = \frac{TC}{Q}$

এখানে, AC = গড় ব্যয় (Average Cost)

TC = মোট ব্যয় (Total Cost)

Q = উৎপাদনের পরিমাণ (Quantity of Production)

উদাহরণ: ২০টি কলম উৎপাদনে মোট উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা। গড় ব্যয়, $AC = \frac{TC}{Q} = \frac{১০০}{২০} = ৫$ টাকা।

উৎপাদনের প্রথমদিকে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে গড় ব্যয় হ্রাস পায়। একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয়, তারপর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে (কাম্য m বিন্দুর পর) গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় (SAC) রেখা ইংরেজি বর্ণ ‘U’ আকৃতির হয়।

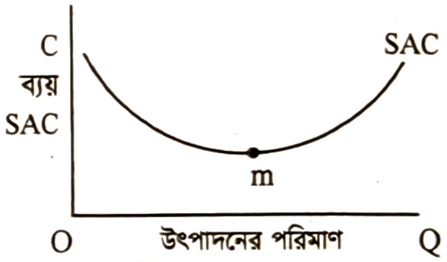

চিত্র: স্বল্পকালীন গড় ব্যয়

স্বল্পকালে ফার্মের গড় ব্যয়ের দুটি অংশ থাকে। যথা–

i. গড় স্থির ব্যয় ও ii. গড় পরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনশীল ব্যয়

i. **গড় স্থির ব্যয় (Average Fixed Cost – AFC): মোট স্থির ব্যয়কে, মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) পাওয়া যায়।** গড় স্থির ব্যয় কখনোই শূন্য বা ঋণাত্মক হয় না। কারণ দুটি ধনাত্মক সংখ্যার ভাগফল কখনোই শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না।

গড় স্থির ব্যয়কে প্রকাশ করা যায়— গড় স্থির ব্যয় (AFC) $= \frac{\text{মোট স্থির ব্যয় (TFC)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$

ii. **গড় পরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনশীল ব্যয় (Average Variable Cost– AVC):** স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়। **মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় পাওয়া যায়।**

অর্থাৎ, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) $= \frac{\text{মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$

স্বল্পকালে মোট ব্যয় বিশ্লেষণ করে AC, AFC এবং AVC নির্ণয়:

স্বল্পকালে STC = TFC + TVC

স্বল্পকালীন গড় ব্যয় $SAC = \frac{STC}{Q} = \frac{STFC+STVC}{Q}$ বা, $SAC = \frac{STFC}{Q} + \frac{STVC}{Q}$

SAC = SAFC + SAVC

এখানে, Q = উৎপাদনের পরিমাণ, STC = স্বল্পকালীন মোট ব্যয়, TFC = মোট স্থির ব্যয়, TVC = মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়, SAC = স্বল্পকালীন গড় ব্যয়, AFC = গড় স্থির ব্যয়, AVC = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

দীর্ঘকালীন গড় খরচ LAC নির্ণয়: $LAC = \frac{LTC}{Q} = \frac{TVC}{Q} = AVC.$

দীর্ঘকালে TFC = 0, ফলে AFC = 0 হয়, তখন LAC = AVC হয়।

নিচে তালিকা বা সূচির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের ব্যয় নির্ণয় করে দেখানো হলো—

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	স্থির ব্যয় (FC)	পরিবর্তনীয় ব্যয় (VC)	মোট ব্যয় TC = FC + VC	গড় স্থির ব্যয় $AFC = \frac{FC}{Q}$	গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় $AVC = \frac{TVC}{Q}$	গড় ব্যয় AC = TC ÷ Q
1	10	10	20	10	10	20
2	10	18	28	5	9	14
3	10	25	35	3.3	8.3	11.6
4	10	32	42	2.5	8	10.5
5	10	50	60	2	10	12

গড় ব্যয় রেখার পরিচিতি: স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = স্বল্পকালীন গড় স্থির ব্যয় + স্বল্পকালীন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়। অর্থাৎ SAC = SAFC + SAVC, যা ইংরেজি বর্ণ ইউ (U) আকৃতির হয় তবে দীর্ঘকালীন বড় ব্যয় LAC এনভেলাপ এর মতো হয়, যা নিচের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো।

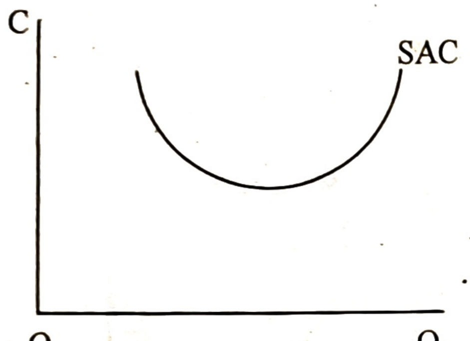

চিত্র: স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা

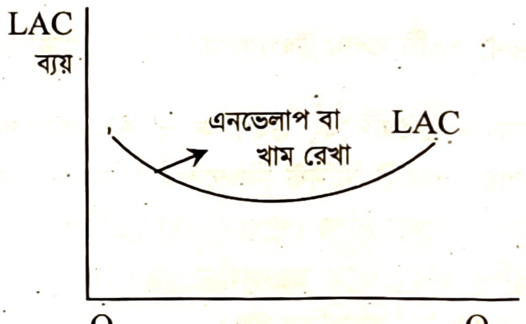

চিত্র: দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা

SAC রেখা 'U' আকৃতির হওয়ার কারণ—

মোট খরচকে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যে খরচ পাওয়া যায় তাকে গড় খরচ বলে। উৎপাদনের বিভিন্ন গড় খরচের বিভিন্নতার জন্য যে রেখা পাওয়া যায় তা ইংরেজি বর্ণ 'U' আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

ক. উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে গড় খরচ (AC) হ্রাস পায় এবং পরবর্তীতে গড় খরচ (AC) বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতির হয়।

খ. স্বল্পকালে প্লান্ট অকাম্যস্তরে ব্যবহার করা হলে গড় খরচ হ্রাস পায়। যখন কাম্যস্তরে ব্যবহার হয় তখন গড় খরচ সর্বনিম্ন স্তরে পৌছে। অন্যদিকে প্লান্ট অতিরিক্ত ব্যবহার হলে গড় খরচ পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এতে করে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতি ধারণ করে।

গ. পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাত বিধি কার্যকর থাকে বলে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতির হয়।

ঘ. গড় খরচের দুটি অংশ; একটি গড় স্থির খরচ (AFC) অপরটি গড় পরিবর্তনীয় খরচ (AVC)। উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় উভয় খরচ কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে গড় স্থির খরচ ও গড় পরিবর্তনশীল খরচ সমান হয়। এরপর উৎপাদন আরও বাড়তে থাকলে গড় স্থির খরচ কমতে থাকলেও গড় পরিবর্তনীয় খরচ বৃদ্ধি পায়। এই খরচের সম্মিলিত প্রভাবে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতি ধারণ করে। বিষয়টি নিচে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো—

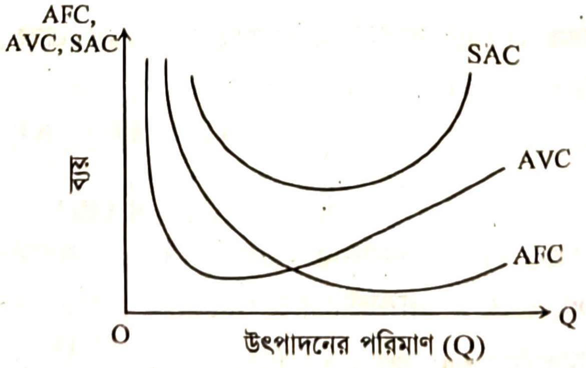

চিত্র: U আকৃতির SAC রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় খরচ (AC), গড় স্থির খরচ (AFC) ও গড় পরিবর্তনশীল খরচ (AVC) দেখানো হয়েছে। চিত্রানুসারে, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে AFC এবং AVC এর সম্মিলিত প্রভাবে ইংরেজি বর্ণ 'U' আকৃতির SAC রেখা পাওয়া যায়।

LAC রেখা এনভেলাপ আকৃতির হওয়ার কারণ:

দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা (LAC) পাওয়া যায়। দীর্ঘকালে ফার্মে ব্যবহৃত সকল উপাদানই পরিবর্তনশীল। এখানে স্থির ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। এ সময়ে ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করতে চাইলে উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে কারখানার আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদি পরিবর্তন করে।

ফার্মের আয়তন স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা (SAC) দ্বারা নির্দেশিত। প্রতিটি ফার্ম ব্যবহৃত আয়তন তথা স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করতে চায়। এ সকল বিন্দুসমূহ যোগ করে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা পাওয়া যায়। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার (LAC) এনভেলপ আকৃতির কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

ক. উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর থাকে বলে দীর্ঘকালে গড় খরচ (LAC) হ্রাস পায়। একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর পর স্থির মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর হওয়ায় LAC ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর হওয়ায় LAC বৃদ্ধি পায়। ফলে LAC রেখা এনভেলাপ বা সম্প্রসারিত 'U' আকৃতির হয়।

খ. দীর্ঘকালে ফার্মের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সুবিধার কারণে খরচ কমে ফলে LAC নিম্নগামী হয়। যখন এ সুবিধা সর্বোচ্চ হয় তখন LAC সর্বনিম্ন হয়। কাম্যস্তরের পর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় অসুবিধা হেতু LAC ঊর্ধ্বগামী হয়। ফলে LC রেখা এনভেলাপ বা সম্প্রসারিত 'U' আকৃতির হয়।

গ. প্রত্যেকটি স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা একেকটি প্লান্টের আয়তন নির্দেশ করে যার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ফার্ম উৎপাদন করতে চায়। এরূপ বিন্দুগুলোকে বাহ্যিক বেষ্টন করে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা যাওয়া যায়। ফলে এটি এনভেলাপ আকৃতি ধারণ করে।

নিচে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো– চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) উৎপাদন খরচ (SAC, LAC) পরিমাপ করা হয়েছে। SAC_1, SAC_2, SAC_3 দ্বারা উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের প্রেক্ষিতে প্লান্টের বিভিন্ন আয়তন নির্দেশিত হয়েছে। যেগুলো সর্বনিম্ন বিন্দু যথাক্রমে a, b ও c এখন এই বিন্দুগলো যোগ করে LAC রেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ LAC রেখা অনেক SAC রেখাকে আচ্ছাদিত করে রাখে বলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা (LAC) এনভেলাপ আকৃতি ধারণ করে।

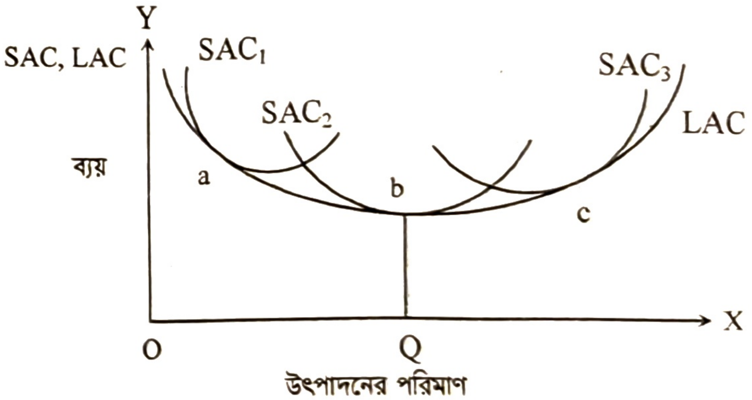

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. AFC ও AVC এর সমষ্টিকে কী বলা হয়? *[ব. বো. ২০২২]*

২. গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কেমন হয়? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]*

৩. ফার্মের কোন ব্যয় রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়? *[সি. বো. ২০২১]*

৪. মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে কী পাওয়া যায়?

৫. একটি প্রতিষ্ঠানের মোট খরচ সমীকরণ দ্বারা প্রদত্ত। (TC = 500 + 20Q টাকা) যেখানে Q উৎপাদিত পরিমাণ। যদি প্রতিষ্ঠানটি ৫০ ইউনিট পরিমাণ উৎপাদন করে, তবে গড় খরচ কত? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

৬. দীর্ঘকালীন LTC রেখার আকৃতি কেমন হয়?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. গড় স্থির ব্যয়ে ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় এর সমন্বয় গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করো।

২. গড় ব্যয় রেখা U আকৃতির হয় কেন? চারটি বাক্যে লেখো।

পাঠ ১৭ প্রান্তিক ব্যয়

৩.৩৫ প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost (MC))

উৎপাদনের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। **মোট উৎপাদন এক একক পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের বা মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।**

সূত্র: $\text{প্রান্তিক ব্যয় (MC)} = \dfrac{\text{মোট ব্যয়ের পরিবর্তন } (\Delta TC)}{\text{মোট উৎপাদনের পরিবর্তন } (\Delta Q)} = \dfrac{\Delta TC}{\Delta Q} = \dfrac{d(TC)}{dQ}$

অন্যভাবে, $MC = (TC_n - TC_{(n-1)})$. অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে nতম একক উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় হলো nতম একক উৎপাদন এবং (n–1) তম একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পার্থক্য।

উদাহরণ: মনে করি, ১০টি শার্ট তৈরির জন্য ব্যয় হয় ৫০০০ টাকা এবং ১১টি শার্ট তৈরির জন্য ব্যয় হয় ৫৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১টি শার্টের জন্য ব্যয় হয় (৫৫০০–৫০০০) টাকা = ৫০০ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় (MC) = ৫০০ টাকা।

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	10	10
2	18	8
3	21	3
4	24	3
5	28	4
6	35	7
7	47	12

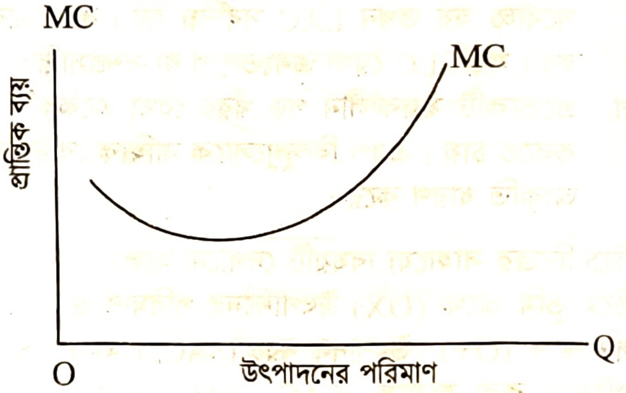

চিত্র: প্রান্তিক ব্যয়

প্রান্তিক খরচ হচ্ছে মোট খরচের পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ মোট খরচ রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে উহার ঢাল (slope)-ই হচ্ছে প্রান্তিক খরচ। তাই মোট খরচ রেখার ঢাল যখন কমতে থাকে তখন প্রান্তিক খরচ রেখা নিম্নগামী এবং মোট খরচ রেখার ঢাল যখন বাড়তে থাকে তখন প্রান্তিক খরচ রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। মোট খরচ রেখা প্রথমে উপরের দিকে উত্তল এবং পরে নিচের দিকে উত্তল হয়। উপরের দিকে উত্তল হওয়ার মানে রেখাটির ঢাল কমছে অর্থাৎ মোট খরচ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে। ফলে প্রান্তিক খরচ রেখা এই পর্যায়ে নিম্নগামী। পরে মোট খরচ রেখা নিচের দিকে উত্তল হওয়ার মানে রেখাটির ঢাল বাড়ছে। অর্থাৎ মোট খরচ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ফলে প্রান্তিক খরচ রেখা এই পর্যায়ে ঊর্ধ্বগামী। অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ রেখা 'U' আকৃতি বিশিষ্ট। এর কারণ এই যে ফার্মের দক্ষ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যবহারের আগ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়লে দক্ষতা বাড়ে এবং খরচ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। আবার দক্ষ উৎপাদন ক্ষমতা পেরিয়ে গেলে উৎপাদন অপরিচালনীয় হয়ে পড়ে এবং খরচ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, বাড়তি (Additional) এক একক উৎপাদন করতে গিয়ে যে বাড়তি ব্যয় তথা অতিরিক্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় সংযুক্ত হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাকে কী বলে? *[ম. বো., রা. বো. ২০২২]*

২. $\Delta TC/\Delta Q$ = কী? *[য. বো. ২০২২]*

৩. ১০টি শার্ট তৈরির জন্য ব্যয় হয় ১০০০০ টাকা এবং ১১টি শার্ট তৈরির জন্য ব্যয় হয় ১৫০০০ টাকা। প্রান্তিক ব্যয় কত?

৪. প্রান্তিক খরচ হচ্ছে কোন খরচের পরিবর্তনের হার?

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

৫ জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করো। একদল একটি কাল্পনিক সূচি তৈরি করবে এবং অন্যদল এই সূচি থেকে MC রেখা অঙ্কন করবে।

পাঠ ১৮ ও ১৯ গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক; মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা

৩.৩৬ গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক
(Relationship between Average Cost and Marginal Cost)

গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিচে চিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা হলো।

পণ্য বা সেবা উৎপাদনে প্রতি এককের ব্যয়কে গড় ব্যয় (AC) বলে। অন্যদিকে, এক একক অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) বলে। এ দুই ব্যয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক তিনটি বিবৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করা যায়। যথা—

(i) প্রান্তিক ব্যয় যখন গড় ব্যয়ের নিচে অবস্থান করে, গড় ব্যয় তখন কমে এবং প্রান্তিক রেখা নিম্নগামী হয়।

(ii) প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় যখন সমান, তখন গড় ব্যয় সর্বনিম্ন এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে ছেদ করে।

(iii) প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের উপরে অবস্থান করলে গড় ব্যয় বাড়ে অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখাটি উর্ধ্বগামী হয়।

AC ও MC এর মধ্যে এই সম্পর্ক তিনটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে AC ও MC পরিমাপ করা হয়েছে।

১. উৎপাদনের প্রথমদিকে MC এবং AC উভয়ই হ্রাস পায়। প্রান্তিক ব্যয় (MC) যখন গড় ব্যয়ের (AC) নিচে অবস্থান করে, গড় ব্যয় তখন কমে এবং গড় ব্যয় রেখা নিম্নগামী হয়। ফলে AC > MC হয়।

২. গড় ব্যয় (AC) যখন সর্বনিম্ন হয়, তখন প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা, গড় ব্যয় (AC) রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে। ফলে AC = MC হয় যা E বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে।

৩. E বিন্দুর পর AC এবং MC উভয় রেখাই উর্ধ্বগামী হয়। তখন MC বৃদ্ধির হার, AC বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়। তাই প্রান্তিক ব্যয় (MC), গড় ব্যয় (AC)-এর উপরে অবস্থান করে। ফলে MC > AC হয়।

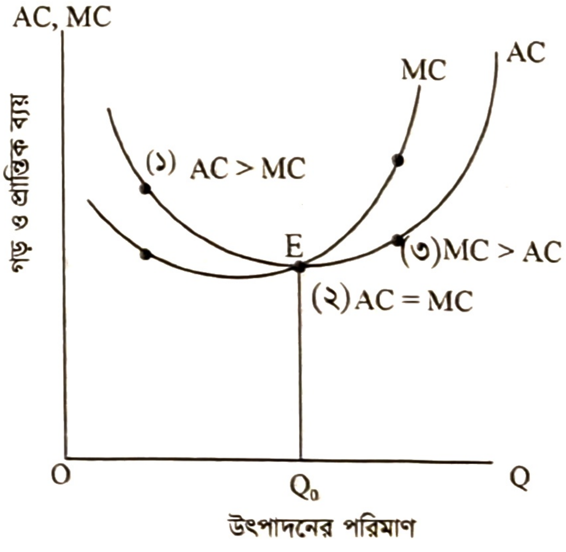

চিত্র: গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

সুতরাং, E বিন্দুর পূর্বে AC > MC, E বিন্দুতে AC = MC হয়। যখন AC সর্বনিম্ন এবং E বিন্দুর পরে MC > AC হয়।

৩.৩৭ মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
(Comparison Among Total Cost, Average Cost and Marginal Cost)

নিচে মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করা হলো:

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য যে খরচ বা ব্যয় হয়, তাদের যোগফল বা সমষ্টিকে মোট ব্যয় বলে। দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের মোট ব্যয়কে, মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে ব্যয় পাওয়া যায় তাকে গড় ব্যয় বলে। অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয়ের সাথে অতিরিক্ত যে ব্যয় যুক্ত হয়, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

২. উৎপাদনের প্রথম দিকে মোট ব্যয় (TC) বাড়লেও গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই হ্রাস পায়।

৩. উৎপাদনের শেষ পর্যায়ে মোট ব্যয়ের চেয়ে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় বেশি হারে বাড়ে।

৪. মোট ব্যয়কে TC, গড় ব্যয়কে AC এবং প্রান্তিক ব্যয়কে MC দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

৫. ক. স্বল্পকালে মোট ব্যয় STC = TFC + TVC, কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় LTC = TVC

খ. স্বল্পকালে $SAC = \frac{STC}{Q}$, কিন্তু দীর্ঘকালে $LAC = \frac{LTC}{Q}$

গ. স্বল্পকালে $SMC = \frac{d(STC)}{dQ}$, কিন্তু দীর্ঘকালে $LMC = \frac{d(LTC)}{dQ}$

জেনে রাখো

STC = Short Run Total Cost
TFC = Total Fixed Cost
TVC = Total Varible Cost
LTC = Long Run Total Cost
LAC = Long Run Average Cost
SMC = Short Run Marginal Cost
SAC = Short Run Average Cost
Q = Production

৬. **চিত্রভিত্তিক তুলনা:**

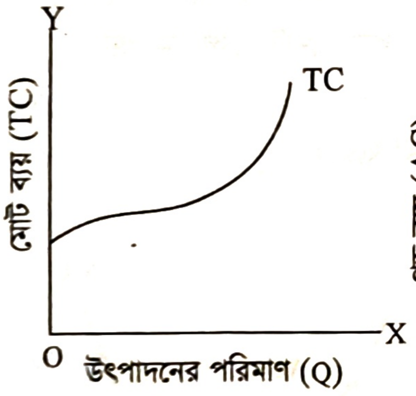

চিত্র: ক

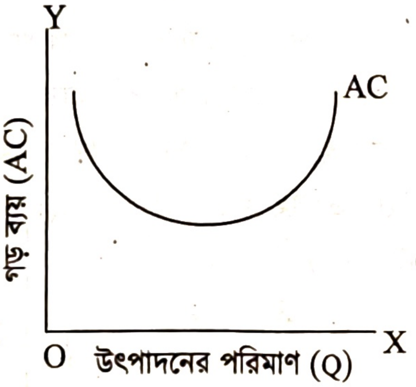

চিত্র: খ

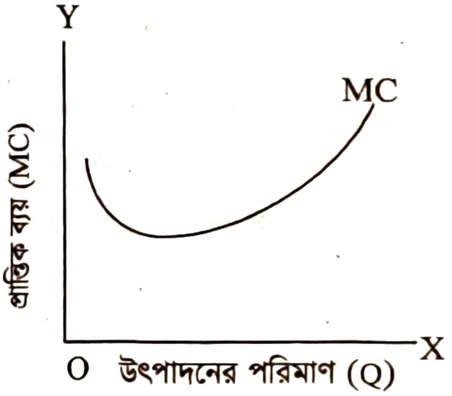

চিত্র: গ

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এসব ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের অংশ, যা ফার্ম বা উৎপাদক উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিশোধ বা নির্বাহ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) কখন পরস্পর সমান হবে? *[চ. বো. ২০২২, য. বো. ২০২১]*

২. পণ্য ও সেবার প্রতি একক ব্যয়কে কী বলে?

৩. গড় ব্যয় রেখাটি প্রথম দিকে কেমন আকৃতির হয়?

৪. গড় ব্যয় রেখাটি যখন উর্ধ্বগামী তখন প্রান্তিক ব্যয়ের আকৃর্তির কেমন হয়?

৫. গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর মধ্যে কত ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান?

৬. স্বল্পকালে TFC + TVC = ?

৭. AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে কী হয়? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]*

উত্তরের জন্য ১৬০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে ছকে পার্থক্য উপস্থাপন করো।

পাঠ ২০ মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণা

৩.৩৮ মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণা

(Concept of Total Revenue, Average Revenue and Marginal Revenue)

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বিক্রি করে কোনো উদ্যোক্তা বা ফার্ম বা উৎপাদনকারী যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাকে আয় বলে। এ আয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ক. মোট আয় খ. গড় আয় গ. প্রান্তিক আয়।

মোট আয়

Total Revenue (TR)

কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী উৎপাদিত দ্রব্য সেবার সবটুকু বিক্রি করে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে মোট আয় বলে। বিক্রয়ের পরিমাণকে, গড় আয় বা দাম দিয়ে গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ R = মোট আয় (TR) = দাম (P) × বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) বা গড় আয় (AR)

$$\therefore R = TR = P \times Q = P \times AR$$

যেমন— একটি ফার্মে প্রতি একক পণ্য 100 টাকা দরে দৈনিক 40টি পণ্য বিক্রি হয়। তাহলে ফার্মের দৈনিক মোট আয় $R = TR = 100 \times 40 = 4000$ টাকা

গড় আয়

Average Revenue (AR)

দ্রব্যের প্রতি একক বিক্রয় করে বিক্রেতা যে আয় পায়, তাকে গড় আয় (AR) বলে।
অন্যভাবে বলা যায়, মোট আয়কে মোট বিক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় একক প্রতি গড় আয়।

$$\text{অর্থাৎ গড় আয় (AR)} = \frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)}}$$

$$\text{গাণিতিকভাবে, } AR = \frac{TR}{Q}$$

যেমন— ফার্ম 40টি পণ্য বিক্রি করে 4000 টাকায়। তাহলে, ফার্মটির গড় আয় (AR) $= \frac{TR}{Q} = \frac{4000}{40} = 100$ টাকা

প্রান্তিক আয়

Marginal Revenue (MR)

উৎপাদিত দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রয়ের দ্বারা যে অতিরিক্ত আয় অর্জিত হয়, তাকে প্রান্তিক আয় বলে। অন্যভাবে, কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়ালে মোট আয় যতটুকু বাড়ে, তার পরিমাণকে প্রান্তিক আয় বলে।

$$\text{অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (MR)} = \frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন } (\Delta Q)}$$

$$\therefore \text{ গাণিতিকভাবে, } MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = \frac{d(TR)}{dQ}$$

এখানে 'Δ' দ্বারা পরিবর্তন বোঝায়। যেমন— একটি ফার্ম ৪০টি পণ্য বিক্রয় করে মোট আয় পায় ৪০০০ টাকা এবং ৪১টি পণ্য বিক্রি করে মোট আয় পায় ৪২০০ টাকা। তাহলে প্রান্তিক আয় (MR) = ৪২০০ − ৪০০০ = ২০০ টাকা। পরিশেষে বলা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের সাপেক্ষে মোট আয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের অনুপাতই হলো প্রান্তিক আয়।

৩.৩৯ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন এবং তাদের আকৃতি ব্যাখ্যা (Drawing TR, AR and MR Curve of a Firm in Perfect Competition Market And explain the Shape of them

কোনো ফার্ম বা বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আয়ের প্রকৃতি ও রেখা বাজার অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় করে। এ বাজারে বিক্রয়রত একটি ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা আঁকার জন্য কাল্পনিক আয় সূচি বিবেচনা করা হলো।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম/বিক্রেতার আয় সূচি (টাকায়)

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) (এককে)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০০	১০০	১০০
২	২০০	১০০	১০০
৩	৩০০	১০০	১০০
৪	৪০০	১০০	১০০
৫	৫০০	১০০	১০০

i. **মোট আয় রেখা ও তার প্রকৃতি:** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোনো বিক্রেতা/ফার্ম তার দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হলে তাকে তা নির্ধারিত দামেই বিক্রয় করতে হয়। এজন্য সে দ্রব্যের প্রতিটি একক থেকে একই আয় পায়। ফলে সে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে বিক্রেতার মোট আয় রেখা (TR) আঁকা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের TR রেখা হলো একটি সরলরেখা যা মূল বিন্দু থেকে উঠে বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে মোট আয় একই হারে বাড়ায় রেখাটি এ রকম আকৃতি বিশিষ্ট হয়েছে।

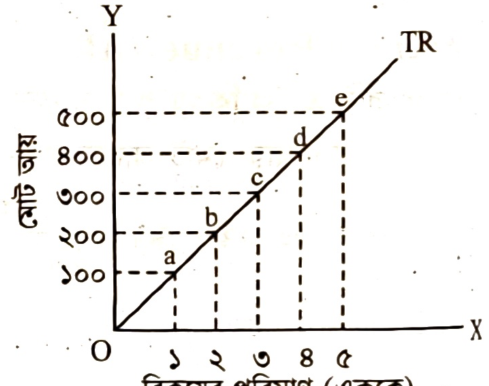

চিত্র: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা

ii. **গড় আয় রেখা ও তার প্রকৃতি:** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোনো বিক্রেতা একই দামে যতটা ইচ্ছা বিক্রয় করতে পারে। এজন্য এ বাজারে প্রতিটি একক থেকে একই দাম তথা গড় আয় পাওয়া যায়। ফলে দাম বা গড় আয়ও সমান থাকে। প্রদত্ত আয় সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্রে গড় আয় রেখা (AR) আঁকা হয়েছে। ২নং চিত্রে দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ ১ একক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলেও গড় আয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে গড় আয় ১০০ টাকা হয়। এ অবস্থায় AR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

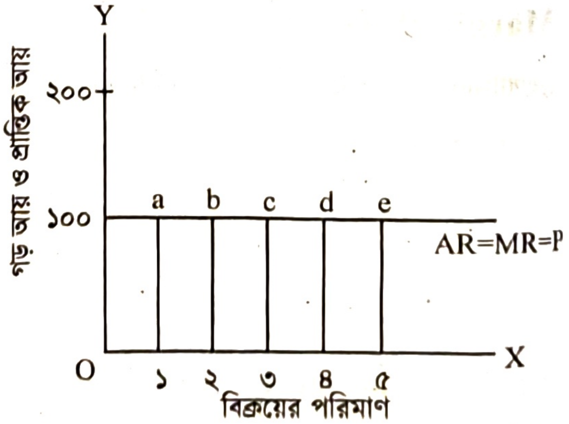

চিত্র: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা

iii. **প্রান্তিক আয় রেখা ও তার প্রকৃতি:** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক আয় হলো গড় আয় বা দামের সমান। এ বাজারে দামের বা গড় আয়ের কোনো পরিবর্তন না ঘটায় অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে মোট আয়ের যে পরিবর্তন হয় তা প্রতিটি বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে স্থির থাকে। ফলে প্রান্তিক আয়ও স্থির থাকে এবং তা গড় আয়ের সমান হয়। প্রদত্ত আয় সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে ২নং চিত্রে যে প্রান্তিক আয় রেখা আঁকা হয়েছে তা গড় আয় রেখা AR-এর আকৃতি ধারণ করে তার সাথে একত্রে অবস্থান করছে। চিত্রে MR হলো কাঙ্ক্ষিত প্রান্তিক আয় রেখা।

৩.৪০ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচেটিয়া বাজারে ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন এবং তাদের আকৃতি ব্যাখ্যা (Drawing TR, AR and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) And explain the Shape of them)

যে বাজারে ক্রেতা বিশেষ করে বিক্রেতার সংখ্যা কম থাকে, বিক্রেতাদের দ্রব্য একই ধরনের হলেও তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে এবং বিক্রেতারা দ্রব্যের দাম কম বেশি প্রভাবিত করতে পারে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। এ বাজারে বিক্রেতাদের সংখ্যা যত কম হয় দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা তাদের তত বেশি হয়। তবে এ বাজারে বিক্রয় বাড়াতে গেলে দাম কমাতে হয়। আবার এখানে যোগান কমিয়ে দাম বাড়ানোর মাধ্যমে আয় বাড়ানো যায়। বিক্রয় বাড়াতে গেলে দাম কমাতে হয় বলে এ বাজারে বিক্রেতার মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। এজন্য গড় ও প্রান্তিক আয়ও হয় ক্রমহ্রাসমান, তবে প্রান্তিক আয়, গড় আয় থেকে কম থাকে। নিচে প্রদত্ত আয় সূচির ভিত্তিতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখাগুলো আঁকা হলো–

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিক্রেতা আয় সূচি (টাকায়)

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) (এককে)	মোট আয় (TR = AR × Q বা P × Q)	গড় আয় (AR = P = TR ÷ Q)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০০	১০০	১০০
২	১৮০	৯০	৮০
৩	২৪০	৮০	৬০
৪	২৮০	৭০	৪০
৫	৩০০	৬০	২০
৬	৩০০	৫০	০০
৭	২৮০	৪০	–২০

প্রদত্ত সূচিতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আয় দেখানো হয়েছে। এ সূচির উপর ভিত্তি করে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো বিক্রেতার মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখাগুলো আঁকা হয়েছে।

১. **মোট আয় (TR) রেখা:** অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, এ বাজারে কোনো বিক্রেতা বিক্রয় বাড়াতে গেলে তাকে দাম কমাতে হয়। এজন্য এ বাজারে বিক্রয় বাড়ার সাথে সাথে তার মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।

পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে মোট আয় (TR) পরিমাপ করা হয়েছে। প্রদত্ত সারণিতে Q ও TR এর মানগুলোকে প্রয়োজনীয়

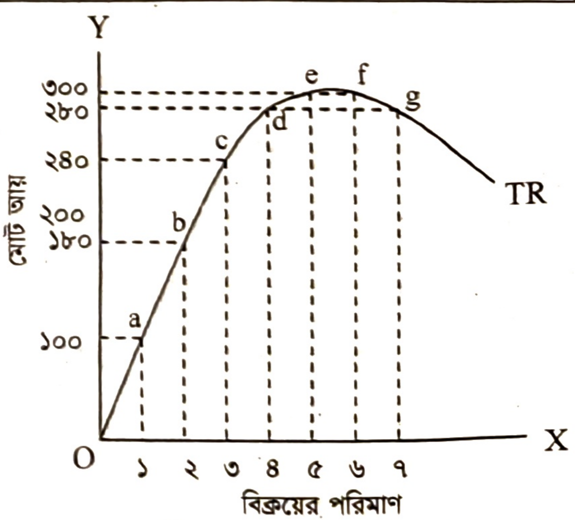

চিত্র: অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা

পরিমাপের সাহায্যে চিত্রে রূপ দিলে মোট আয় রেখা পাওয়া যায়। চিত্রে TR হলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা। TR রেখাটি প্রথমে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে, নির্দিষ্ট সীমার পরে নিম্নগামী হয়েছে। TR ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ার জন্য রেখাটি এ আকৃতি বিশিষ্ট হয়েছে।

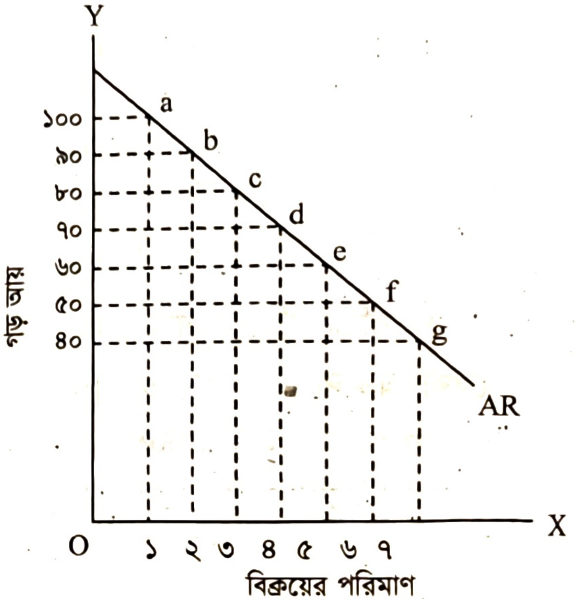

চিত্র: অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা

২. **গড় আয় (AR) রেখা:** অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো বিক্রেতা বেশি বিক্রয় করতে চাইলে তাকে দাম কমাতে হয়। এজন্য এ বাজারে যত বেশি বিক্রয় করা হয় দাম বা গড় আয় ততই কমে আসে। প্রদত্ত সূচির ওপর ভিত্তি করে চিত্রে গড় আয় (AR) রেখা আঁকা হয়েছে।

পাশের চিত্রে ভূমির অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে গড় আয় (AR) পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে Q ও AR এর উল্লিখিত মানগুলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের সাহায্যে চিত্রে রূপ দিলে গড় আয় রেখা পাওয়া যায়। চিত্রে AR হলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা যত কম হয় AR রেখা ততই খাড়া হয়। এর বিপরীতটি ঘটলে AR রেখা ততই ঢালু হয়।

৩. **প্রান্তিক আয় (MR) রেখা:** অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো বিক্রেতা বেশি বিক্রয় করতে গেলে তাকে দাম কমাতে হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়- এ বাজারে বিক্রি বাড়াতে গেলে মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে; এজন্য প্রান্তিক আয়ও ক্রমহ্রাসমান হয়। প্রদত্ত সূচির ওপর ভিত্তি করে চিত্রে প্রান্তিক আয় বা MR রেখা আঁকা হয়েছে।

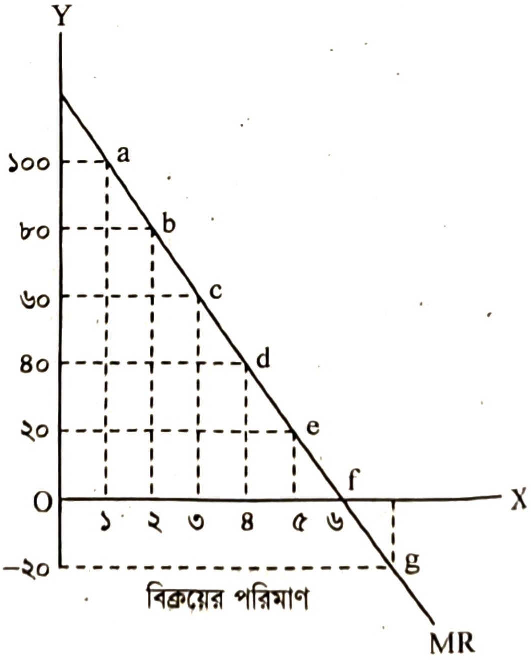

চিত্র: অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের প্রান্তিক আয় রেখা

পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক আয় পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে Q ও MR এর উল্লিখিত মানগুলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের সাহায্যে চিত্রে রূপ দিলে প্রান্তিক আয় রেখা পাওয়া যায়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে MR রেখা AR রেখার মত বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। তবে লক্ষ করলে দেখা যায়, AR রেখাটির তুলনায় MR রেখা অধিক খাড়া। AR এর চেয়ে MR কমার হার বেশি বলে এমনটি হয়।

৩.৪১ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য (Difference Among TR, AR and MR Curve Under Perfect and Imperfect Competition)

নিচে পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচেটিয়া বাজারে মোট, গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো-

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া বাজার
১. **মোট আয় (TR):** এ বাজারে দাম স্থির থাকে। পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে মোট আয় (TR) সমানুপাতিক হারে বাড়ে। ফলে মোট আয় রেখা মূল বিন্দু থেকে ওঠে ডানদিকে কৌণিক সরল রৈখিকভাবে উর্ধ্বগামী হয় এবং ভূমির সাথে 45° কোণ তৈরি করে। 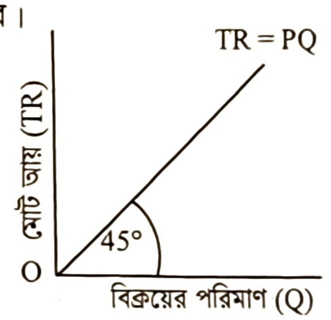	১. **মোট আয় (TR):** অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচেটিয়া বাজারে দাম স্থির নয় বরং পরিবর্তনশীল। তাই পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে প্রথমে মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে, তারপর স্থির হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মোট আয় কমে। 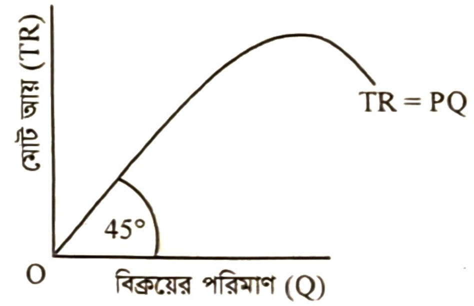
২. **গড় আয়:** এ বাজারে দাম স্থির থাকায়; AR = MR = P হয়। ফলে AR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়। 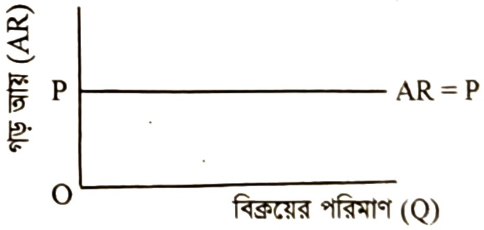	২. **গড় আয়:** এ বাজারে দাম কমলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে। ফলে AR হ্রাস পায়, যা চাহিদা রেখা হিসাবে AR = P নিম্নগামী হয়। 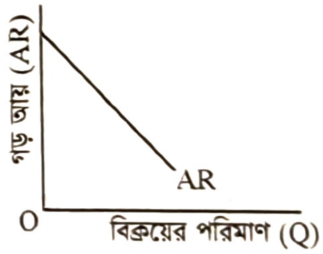
৩. **প্রান্তিক আয় (MR):** এ বাজারে দাম স্থির থাকায় P = AR = MR হয়, ফলে AR ও MR রেখা একই সঙ্গে মিশে অবস্থান করে। তাই এ বাজারকে দাম গ্রহীতার (Price Taken) বাজার বলে। 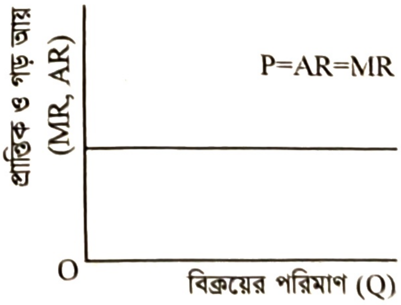	৩. **প্রান্তিক আয় (MR):** এ বাজারে বিক্রেতা দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ বাজারকে Price Maker বাজার বলে। ফলে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে MR হ্রাস পায় এবং বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। MR রেখাটি; গড় আয় রেখা এবং লম্ব অক্ষের মাঝামাঝি দিয়ে নিম্নগামী হয়। তাই MR এর ঢাল > AR এর ঢাল। 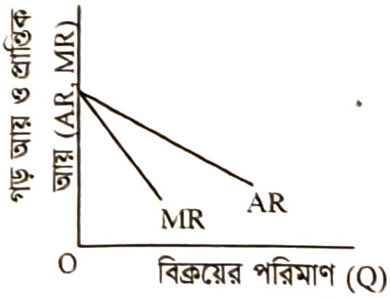

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের মান দিয়ে ভাগ করলে কী পাওয়া যাবে? *[চ. বো. ২০২২]*

২. AR = ? *[দি. বো. ২০২২]*

৩. দাম (P) × বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) = কী?

৪. কোনো দ্রব্যের প্রতিটি এককের মূল্যকে কী বলে?

৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয় রেখার আকৃতি কেমন হয়? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]*

৬. কোন বাজারে AR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়?

উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. একক কাজ

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতা ফার্মের প্রান্তিক আয় ও অপূর্ণপ্রতিযোগিতার প্রান্তিক আয়ের তিনটি পার্থক্য লেখো।

২. একটি ফার্মে প্রতি একক পণ্য 10 টাকা দরে দৈনিক ৪0টি পণ্য বিক্রয় করে। তাহলে ফার্মটির TR ও AR নির্ণয় করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা; ২. সেবাগত; ৩. ৫ ভাগে; ৪. রূপগত।

পাঠ-২: ১. শ্রম; ২. ৪টি; ৩. মূলধন; ৪. সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ; ৫. মূলধন; ৬. সংগঠন; ৭. চাহিদা।

পাঠ-৩: ১. উৎপাদন অপেক্ষক; ২. উৎপাদন; ৩. দুই; ৪. স্বল্পকালীন; ৫. স্বল্পকালীন; ৬. দুই।

পাঠ-৪: ১. স্থির; ২ স্বল্পকালীন; ৩. প্রবাহ; ৪. উৎপাদন।

পাঠ-৫: ১. বৃদ্ধি পায়; ২. গড় উৎপাদন; ৩. শূন্য; ৪. ২য় স্তরে; ৫. ৩য় স্তরে; ৬. ২য় স্তরে।

পাঠ-৬: ১. আলফ্রেড মার্শাল; ২. উৎপাদনের পরিমাণ; ৩. ৩ প্রকার; ৪. টারগো; ৫. কৃষি ক্ষেত্রে; ৬. ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

পাঠ-৭: ১. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি; ২. শিল্পক্ষেত্রে; ৩. সমহার উৎপাদন বিধি; ৪. সমান।

পাঠ-৮: ১. Iso-Quant; ২. গ্রিক; ৩. সম-উৎপাদন রেখা; ৪. সমান; ৫. ডানে নিম্নগামী; ৬. গাণিতিক অসামঞ্জস্য।

পাঠ-৯ ও ১০: ১. তিন; ২. মাত্রাগত উৎপাদন; ৩. সমান হারে; ৪. অধিক হারে; ৫. ক্রমবর্ধমান; ৬. ক্রমহ্রাসমান।

পাঠ-১১: ১. AFC; ২. উৎপাদন ব্যয়; ৩. উৎপাদন; ৪. যোগান বাড়ে; ৫. দুই।

পাঠ-১২ ও ১৩: ১. স্থির খরচ; ২. পরিবর্তনশীল; ৩. পরিবর্তনশীল; ৪. স্থির ব্যয়; ৫. TVC রেখা; ৬. স্থির ব্যয়।

পাঠ-১৪ ও ১৫: ১. TC; ২. উৎপাদন; ৩. 30; ৪. দুই; ৫. দুই; ৬. উৎপাদন অক্ষের সমান্তরাল; ৭. TFC।

পাঠ-১৬: ১. AC; ২. U আকৃতির; ৩. AFC; ৪. গড় স্থির ব্যয়; ৫. ৩০ টাকা; ৬. এনভেলপ।

পাঠ-১৭: ১. প্রান্তিক ব্যয়; ২. প্রান্তিক ব্যয়; ৩. ৫০০০ টাকা; ৪. মোট খরচ।

পাঠ-১৮ ও ১৯: ১. AC যখন সর্বনিম্ন; ২. গড় ব্যয়; ৩. নিম্নগামী; ৪. ঊর্ধ্বগামী; ৫. তিন; ৬. STC; ৭. AC = MC।

পাঠ-২০: ১. প্রান্তিক আয়; ২. $\frac{TR}{Q}$; ৩. মোট আয় (TR); ৪. গড় আয়; ৫. মূল বিন্দু থেকে ঊর্ধ্বগামী; ৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

উৎপাদন	উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থাকাকে বোঝায়। যেমন: বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে রুটি তৈরি করে উপযোগ এবং অর্থ উপার্জন (বিনিময় মূল্য) করা যায়।
উৎপাদনের উপকরণ	কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যে সকল বস্তু বা সেবাকর্ম প্রয়োজন, সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়। তবে অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ বলতে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনকে বোঝায়।
ভূমি	উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে।
শ্রম	উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।
মূলধন	যেসব দ্রব্য সামগ্রী মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত এবং সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় অর্থনীতিতে সেগুলো মূলধন।
সংগঠন	উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রিত করে ও তাদের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে।
স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক	যে উৎপাদন অপেক্ষকে উৎপাদনের স্থির উপকরণ ও পরিবর্তনীয় উপকরণ উভয়ই বর্তমান থাকে, তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে। যেমন— $Q = f(L, \bar{K})$।
দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক	যে উৎপাদন অপেক্ষকে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তনীয় থাকে, তাকে দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে। যেমন— $Q = f(L, K)$; এখানে L, K উভয়ই পরিবর্তনশীল।
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি	কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে চাষের জন্য অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে থাকলে সাধারণত আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নামে পরিচিতি।
ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি	উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোনো নির্দিষ্ট উপকরণ তথা শ্রম অথবা মূলধন যে হারে নিয়োগ করা হয়, মোট উৎপাদন যদি তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।
সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি	উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোনো নির্দিষ্ট উপকরণ তথা শ্রম অথবা মূলধন যে হারে নিয়োগ করা হয়, ঠিক সেই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে, উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রবণতাকে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।
মোট উৎপাদন	উৎপাদনক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো উপকরণের বিভিন্ন একক নিয়োগ করে যে বস্তুগত উৎপাদন সৃষ্টি হয়, তার সমষ্টিকে মোট উৎপাদন বলে।
উৎপাদন অপেক্ষক	কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ এবং বস্তুগত উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।
TC	TC এর পূর্ণরূপ হলো— Total Cost। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানের জন্য যে খরচ হয়, তাকে মোট খরচ বলা হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন	অন্যান্য উপকরণকে স্থির ধরে পরিবর্তনশীল উপকরণের এক একক পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। যেমন- $MP_L = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$
উৎপাদন ব্যয়	কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণের যে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে।
AC	AC এর পূর্ণরূপ হলো— Average Cost। কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয় বা খরচকে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় বা খরচ পাওয়া যায়।
MC	MC এর পূর্ণরূপ হলো— Marginal Cost। উৎপাদনের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।
AR	দ্রব্যের প্রতি একক বিক্রয় করে বিক্রেতা যে আয় পায়, তাকে গড় আয় (AR) বলে।
স্থির ব্যয়	কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় এবং অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে।
পরিবর্তনীয় ব্যয়	উৎপাদনের পরিবর্তনের সাথে সাথে যে ব্যয়ের পরিবর্তন হয়, তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে।
AFC	মোট স্থির ব্যয়কে, মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) পাওয়া যায়।
AVC	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় পাওয়া যায়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ উৎপাদনের ধারণা

প্রশ্ন-১. উৎপাদনের উপকরণ কী?

উত্তর: কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের প্রয়োজন হয় তাদেরকে যৌথভাবে উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production) বলে।

প্রশ্ন-২. উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলো কী কী? *[কু. বো., চ. বো. ২১; দি. বো. ১৭]*

উত্তর: উৎপাদনের প্রধান উপকরণ ৪টি। যথা— ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

প্রশ্ন-৩. উৎপাদন কী? *[ম. বো., দি. বো. ২৫; ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., চ. বো., য. বো. ২৩, ২২; সি. বো. ২২; ম. বো., য. বো. ২১; আলিম ১৯; রা. বো.; কু. বো.; চ. বো., ব. বো. ১৮; দি. বো; ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: যে পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন (Production) বলে।

প্রশ্ন-৪. মূলধন কী?

উত্তর: মানুষের উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

প্রশ্ন-৫. ভূমির মালিকের আয়কে কী বলে? *[রা. বো. ২১]*

উত্তর: ভূমির মালিকের আয়কে খাজনা বলে।

■ উৎপাদন অপেক্ষক

প্রশ্ন-৬. উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে? *[য. বো. ২৫; দি. বো. ২৩; ম. বো. ২৩, ১৯; কু. বো., ব. বো. ২২; রা. বো., চ. বো., সি. বো. ২১; ব. বো. ১৯; আলিম ২২]*

উত্তর: কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ এবং বস্তুগত উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

প্রশ্ন-৭. উৎপাদন বিধি কী? *[দি. বো. ২২; ব. বো. ১৬]*

উত্তর: যে বিধির সাহায্যে উপকরণ নিয়োগ তথা উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদনের আনুপাতিক পরিবর্তন জানা যায়, তাকে উৎপাদন বিধি (Law of Returns) বলে।

প্রশ্ন-৮. মোট উৎপাদন কাকে বলে?

উত্তর: বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে।

■ মাত্রাগত উৎপাদন

প্রশ্ন-৯. মাত্রাগত উৎপাদন কী? *[ম. বো., কু. বো., ব. বো. ২৫; ম. বো. ২৩, ২২, ২১; ব. বো. ২৩; ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., য. বো. ২১; কু. বো., চ. বো. ১৯; য. বো. ১৭]*

উত্তর: দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত পরিবর্তন বা মাত্রাগত উৎপাদন বা Returns to Scale বলে।

প্রশ্ন-১০. প্রান্তিক উৎপাদন কী?

[চ. বো. ২৫; কু. বো., ব. বো. ২২; দি. বো. ১৯]

উত্তর: অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে অথবা এক একক শ্রম নিয়োগ হ্রাস করলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

■ উৎপাদন ব্যয়

প্রশ্ন-১১. উৎপাদন ব্যয় কী? *[আলিম ১৭]*

উত্তর: কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণ বাবদ উৎপাদনকারী যে ব্যয় নির্বাহ করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production) বলে।

প্রশ্ন-১২. মোট ব্যয় কী?

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ফরমের মোট যে অর্থ ব্যয় হয় তাকে মোট ব্যয় বলে।

প্রশ্ন-১৩. স্থির খরচ কী? *[দি. বো., য. বো. ২১; আলিম ২৩]*

উত্তর: কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় এবং অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির খরচ বলে।

প্রশ্ন-১৪. গড় ব্যয় কী? *[কু. বো. ২৩; চ. বো. ২২; ব. বো. ১৯]*

উত্তর: কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-১৫. প্রান্তিক ব্যয় কী? *[ঢা. বো., কু. বো., সি. বো. ২৫; ঢা. বো., সি. বো. ২৩, ২১; ঢা. বো. ১৯; ঢা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. ১৮]*

উত্তর: কোনো দ্রব্যের উৎপাদন অতিরিক্ত এক একক বৃদ্ধি করলে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় এ দুয়ের অনুপাতকে প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) বলে।

প্রশ্ন-১৬. পরিবর্তনীয় ব্যয় কী? *[ব. বো. ২১; আলিম ১৮; য. বো. ১৬]*

উত্তর: ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে যেসব ব্যয় পরিবর্তিত হয় তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost) বলে। যেমন— কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুৎ বিল, জ্বালানি বাবদ খরচ, পরিবহন ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৭. AVC নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। *[ব. বো. ২১]*

উত্তর: মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC)

$$= \frac{\text{মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$$

■ আয়

প্রশ্ন-১৮. মোট আয় কী? *[রা. বো. ২৩; আলিম ২২; কু. বো. ১৬]*

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট দামে (Price) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে কোনো ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় (Total Revenue) বলে।

প্রশ্ন-১৯. গড় আয় কী? *[ঢা. বো. ২৫; ঢা. বো., ম. বো., সি. বো. ২২]*

উত্তর: কোনো দ্রব্যের প্রতিটি একক বিক্রি করে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা যে অর্থ উপার্জন করে তাকে গড় আয় (Average Revenue) বলে।

প্রশ্ন-২০. প্রান্তিক আয় কী? *[রা. বো. ২৫; রা. বো. ২২; চ. বো. ২১]*

উত্তর: উৎপাদিত দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রয়ের দ্বারা যে অতিরিক্ত আয় অর্জিত হয়, তাকে প্রান্তিক আয় বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. উৎপাদনের কোন উপকরণকে তুমি সবচেয়ে বেশি গতিশীল মনে করো? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: শ্রমকে উৎপাদনের সবচেয়ে গতিশীল উপাদান বলে আমি মনে করি।

শ্রমকে যেহেতু একস্থান হতে অন্যস্থান, এক পেশা হতে অন্য পেশায় স্থানান্তর করা যায়, তাই একে গতিশীল উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আবার শ্রমের স্থানান্তর অন্য সব উপাদানের তুলনায় সহজ এবং কম সময়েই সম্পাদিত হয় বলে একে সবচেয়ে গতিশীল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন-২. 'মূলধনকে কেন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো., দি. বো., ব. বো. ২৫; ম. বো., দি. বো., কু. বো. ২২; ম. বো., দি. বো. ২১]*

উত্তর: মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতিতে তাকেই মূলধন বলে। এ অর্থে কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর ইত্যাদি হলো মূলধন। কারণ, এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট এবং সরাসরি ভোগ করা যায় না তবে মানুষ তার বুদ্ধি খাটিয়ে ও পরিশ্রম করে এগুলোকে অধিক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ মূলধন নয়; এটি তখনই মূলধনে রূপান্তরিত হবে যখন মানুষ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা তাকে অধিক উৎপাদনের উপযোগী করে তুলবে। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. সংগঠনকে উৎপাদন ব্যবস্থার কাণ্ডারী বলা হয় কেন? *[রা. বো. ২১]*

উত্তর: উৎপাদন কাজে যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে।

কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্র করেন। তিনি এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে উৎপাদনের যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সব কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি উদ্যোক্তাকেই বহন করতে হয়। এজন্য অর্থনীতিবিদ মার্শাল উদ্যোক্তাকে 'উৎপাদন ব্যবস্থার কাণ্ডারী বা শিল্পাধিনায়ক বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন-৪. শিল্পক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কি কার্যকর? *[ব. বো. ২১,১৬]* *[ব. বো. ২১]*

উত্তর: শিল্পক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি (Law of Diminishing Marginal Returns) বিলম্বে কার্যকর হয়।

কেননা উৎপাদনের প্রথমদিকে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্প অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন সুবিধা লাভ করে। ফলে শিল্পের একক প্রতি উৎপাদন খরচ কমে, এ অবস্থায় শিল্পে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি (Increasing Returns to Scale) কার্যকর থাকে। কিন্তু কোনো কারখানার আয়তন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর শ্রম ও মূলধন অধিক নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে।

প্রশ্ন-৫. স্থির মাত্রাগত উৎপাদন ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। *[ম. বো. ২১]*

উত্তর: উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সব উপকরণ নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়ানো হলে, উৎপাদন যদি একই অনুপাতে বাড়ে তখন তাকে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

উপাদান এক গুণ বৃদ্ধি করায় যদি উৎপাদন এক গুণ বৃদ্ধি পায়, তবে তা স্থির মাত্রাগত উৎপাদনকে নির্দেশ করে। যেমন- উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K)$ উপাদান L এবং K কে λ হারে বাড়ানো হলে, উৎপাদনও (Q) λ হারে বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বলে। যেমন- $(\lambda L, \lambda K) = \lambda Q$ L এবং K কে λ হারে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদনও λ হারেই বৃদ্ধি পায়। তাই এটি স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

প্রশ্ন-৬. গড় ব্যয় কি সর্বদা প্রান্তিক ব্যয়ের সমান? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ২১]*

উত্তর: গড় ব্যয় (AC) সর্বদা প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সমান হয় না।

উৎপাদনের প্রথমদিকে গড় ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। আর গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হওয়ার পর গড় ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয়ের কম হয়। শুধু গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিন্দুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়। তাই বলা যায়, গড় ব্যয় সর্বদা প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় না।

প্রশ্ন-৭. স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উৎপাদনগুলো কী কী? *[কু. বো. ২৩; য. বো. ১৯]*

উত্তর: স্বল্পকালে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে কিছু উপাদান স্থির হিসেবে বিবেচিত হয়, যেগুলো ক্রয় বাবদ সংগঠন কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। যেমন- খাজনা, স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয়, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, ঋণের সুদ ইত্যাদি। মোট স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত উপাদান। স্বল্পকালে এসব উপাদানের ব্যয় স্থির থাকে।

প্রশ্ন-৮. দীর্ঘকাল স্থির ব্যয় থাকে না কেন? *[ম. বো., সি. বো. ২০২৫; ঢা. বো. ২৩; দি. বো., সি. বো. ২৩, ২২, রা. বো. ২৩, ১৯; আলিম ২২, ১৯; চ. বো., য. বো. ২২; ম. বো., কু. বো., চ. বো. ২১; চ. বো., য. বো. ১৭]*

উত্তর: অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায় যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে স্থির ব্যয় (Fixed Cost) ও পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost) উভয়কে বোঝানো হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। কারণ দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। আর এ সময় উৎপাদনের প্রায় সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায়। যেমন— স্বল্পকালে কারখানার যন্ত্রপাতি স্থির থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে তার পরিবর্তন সাধন করা যায়। এজন্যই দীর্ঘকালে কোনো ব্যয়ই স্থির থাকে না; সবই হয় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

প্রশ্ন-৯. গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (Average Variable Cost) বলে।

অর্থাৎ, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) $= \dfrac{\text{মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা পর্যন্ত এই ব্যয় ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট অবস্থার পর উৎপাদন বাড়লে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) ক্রমশ অধিক হারে বাড়তে থাকে। এজন্য AVC রেখাটি 'U' আকৃতির হয়।

প্রশ্ন-১০. উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে— ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ২২]*

উত্তর: স্বল্পকালে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করেও স্থির খরচের কোনোরূপ পরিবর্তন করা যায় না।

স্বল্পকালে উৎপাদন ক্ষেত্রে শুধু পরিবর্তনশীল উপাদান পরিবর্তন করে দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানো যায়। উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য স্বল্পকালে ফার্ম স্থির উপকরণের জন্য যে ব্যয় করে তাই স্থির ব্যয়। যেমন— কারখানার ভাড়া, অবচয় ব্যয়, মূলধনের সুদ, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি। উৎপাদনের পরিমাণ যতই হোক না কেন ফার্ম বা উৎপাদন ক্ষেত্রে এই ব্যয়গুলো মূলত চুক্তিবন্ধ থাকে। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন-১১. দীর্ঘকালে কোন ধরনের ব্যয় বিরাজমান ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৬]*

উত্তর: দীর্ঘকালে উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost) বিদ্যমান।

দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায়, যে সময়ে উৎপাদনের সব উপকরণ পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ে। স্বল্পকালে ফার্মের যেসব ব্যয় (যেমন— কারখানা ঘরভাড়া, বিমা প্রিমিয়াম, কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয়, বিদ্যুৎ বিল প্রভৃতি) স্থির থাকে দীর্ঘকালে তা পরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। ফলে দীর্ঘকালে কোনো স্থির উপকরণ থাকে না; স্থির খরচের অস্তিত্বও দীর্ঘকালে নেই। তাই বলা যায়, দীর্ঘকালে সব উপকরণ পরিবর্তনীয়।

প্রশ্ন-১২. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না কেন? *[সি. বো. ২৩; কু. বো. ২১]*

উত্তর: অর্থনীতিতে স্বল্পকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায়, যে সময়ে ন্যূনতম একটি উপকরণ স্থির থাকে।

স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না। উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন কিছু উপকরণ থাকে, যেগুলো স্বল্পকালে পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ, স্বল্পকালে ন্যূনতম একটি উপকরণ স্থির থাকে। আর উৎপাদন ও উপকরণের এরূপ সম্পর্ককেই স্বল্পকলীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে। মূলত, এ কারণেই এ ধরনের অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর সাথে অতিরিক্ত উপযোগ সংযোজন করাকে কী বলে?
ক. যোগান খ. উৎপাদন
গ. উপযোগিতা ঘ. বিনিয়োগ

২. উৎপাদন কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক. ব্যক্তির খ. সংগঠকের
গ. শ্রমের ঘ. উপকরণের

৩. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

৪. সময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৫. কোনটি দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক?
ক. $Q = f(L, K)$ খ. $Q = f(\bar{L}, K)$
গ. $Q = f(L, \bar{K})$ ঘ. $Q = f(\bar{L}, \bar{K})$

৬. কখন গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয়?
ক. যখন AC নিম্নগামী খ. যখন MC নিম্নগামী
গ. যখন AC সর্বনিম্ন ঘ. যখন MC ঊর্ধ্বগামী

৭. মোট ব্যয়ের পরিবর্তন (ΔTC) ÷ উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন (ΔQ) = কত?
ক. দাম (P) খ. প্রান্তিক ব্যয় (MC)
গ. গড় ব্যয় (AC) ঘ. প্রান্তিক আয় (MR)

৮. দীর্ঘকালীন AC রেখার আকৃতি কেমন?
ক. U আকৃতির খ. ইনভেলাপ আকৃতির
গ. V আকৃতির ঘ. ∩ আকৃতির

৯. TFC = 10, TVC = 20 উৎপাদনের পরিমাণ Q = 10 হলে TC = কত?
ক. 100 খ. 30
গ. 20 ঘ. 10

১০. দ্রব্যের প্রতি একক বিক্রয় করে বিক্রেতা যে আয় পায় তাকে কী বলে?
ক. প্রান্তিক আয় (MR) খ. গড় আয় (AR)
গ. মোট আয় (TR) ঘ. মোট মুনাফা (TP)

১১. কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়ালে মোট আয় যতটুকু বাড়ে তাকে কী বলে?
ক. গড় আয় (AR) খ. মোট আয় (TR)
গ. প্রান্তিক আয় (MR) ঘ. প্রান্তিক বিনিয়োগ (MI)

১২. মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের মান দিয়ে ভাগ করলে কী পাওয়া যায়?
ক. প্রান্তিক আয় (MR) খ. আয় (AR)
গ. দাম (P) ঘ. মোট রাজস্ব (TR)

১৩. উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে যে ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাকে কী বলে?
ক. মোট আয় খ. স্থির ব্যয়
গ. গড় ব্যয় ঘ. পরিবর্তনশীল ব্যয়

১৪. উৎপাদনের 'জীবন্ত উপকরণ' হিসেবে বিবেচিত হয় কোনগুলো?
ক. ভূমি ও শ্রম খ. মূলধন ও সংগঠন
গ. ভূমি ও মূলধন ঘ. শ্রম ও সংগঠন

১৫. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে অন্তত কয়টি উপকরণ স্থির থাকতে হয়?
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৬. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে বোঝায়—
i. নতুন বস্তু সৃষ্টি
ii. নতুন উপযোগ সৃষ্টি
iii. উপযোগ বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. অর্থনীতিতে ভূমি বলতে বোঝায়—
i. ভূ-পৃষ্ঠ ii. নদনদী
iii. বাতাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. মোট উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে তখন—
i. AP ও MP বাড়ে
ii. AP কমে ও MP বাড়ে
iii. AP থেকে MP বেশি থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

১৯. পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত—
i. বাড়িভাড়া ii. কাঁচামালের দাম
iii. শ্রমিকের মজুরি
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. সম-উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য হলো—
i. রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী
ii. রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী
iii. রেখাটির প্রতি বিন্দুতে সমপরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. মোট স্থির ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় না—
i. অবচয় ব্যয়
ii. দীর্ঘকালীন মূলধন ব্যয়
iii. অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. গড় ব্যয় রেখা U আকৃতির হওয়ার কারণ—
i. গড় স্থির ব্যয় ii. প্রান্তিক ব্যয়
iii. গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

২৩. স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়ে জড়িত থাকে—
i. মোট স্থির ব্যয়
ii. মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়
iii. কারখানার ভাড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

২৪. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের—
i. TR রেখা ক্রমহ্রাসমান হারে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়
ii. TR রেখা মূল বিন্দু থেকে উঠে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়
iii. TR রেখা সমহারে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের—
i. AR ও MR রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়
ii. MR রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করে
iii. MR রেখা AR রেখার উপরে অবস্থান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' কোম্পানি ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০০টি দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ায় উক্ত কোম্পানি আরও একজন শ্রমিক নিয়োগ করলে অন্যান্য খরচ বৃদ্ধি না পেলেও মোট উৎপাদন হয় ৫৫০ একক।

২৬. প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক. ৫০ খ. ৪০
গ. ৩০ ঘ. ২০

২৭. উদ্দীপকের ধারণাটি—
i. স্বল্পকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচ্য
ii. মাত্রাগত উৎপাদন বিধি অনুসরণ করে
iii. অন্যান্য উপকরণ স্থির বিবেচনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সালাম সাহেব একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। শুরুতে ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিক এবং পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা খরচ করে ৬০০টি জগ তৈরি করেন।

২৮. সালাম সাহেবের মোট স্থির খরচ এর পরিমাণ কত?
ক. ৪০,০০০ টাকা খ. ৫০,০০০ টাকা
গ. ৬০,০০০ টাকা ঘ. ৭০,০০০ টাকা

২৯. সালাম সাহেবের প্রতিষ্ঠানে—
i. উৎপাদন স্বল্পকালীন
ii. গড় ব্যয় ১০০ টাকা
iii. গড় স্থির ব্যয় নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো., দি. বো. ২৩; সকল বোর্ড ১৮; চ. বো., কু. বো. ১৭; য. বো. ২১, ১৬; রা. বো. ১৯; ব. বো. ২১, ১৭, ১৬]*
ক. নতুন দ্রব্য সৃষ্টি
খ. অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি
গ. নতুন উপযোগ সৃষ্টি
ঘ. উপকরণ একত্রীকরণ

৩১. নিচের কোনটি সঠিক? *[ঢা. বো. ২৫]*
ক. $MC = \frac{\Delta AC}{\Delta Q}$
খ. $AC = \frac{TR}{Q}$
গ. $AR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$
ঘ. $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

৩২. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবক্তা কে? *[য. বো. ২৫]*
ক. মার্শাল
খ. স্যামুয়েলসন
গ. ফিশার
ঘ. রিকার্ডো

৩৩. TC ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে MC রেখা কেমন হবে? *[রা. বো. ২১]*
ক. ডান দিকে উর্ধ্বগামী
খ. ডান দিকে নিম্নগামী
গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ঘ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৩৪. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাকে কী বলে? *[কু. বো., য. বো., সি. বো. ২৩; ম. বো. ২২; ঢা. বো. ১৯; চ. বো. ২১, ১৬]*
ক. সংগঠন
খ. ভূমি
গ. মূলধন
ঘ. শ্রম

৩৫. মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের মান দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হিসেবে যা পাওয়া যাবে— *[চ. বো. ২২]*
ক. প্রান্তিক আয় (MR)
খ. গড় আয় (AR)
গ. মোট রাজস্ব
ঘ. দামস্তর

৩৬. গড় আয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? *[রা. বো., দি. বো. ২৫; চ. বো. ২৩; ব. বো. ১৯]*
ক. $AR = \frac{TR}{Q}$
খ. $AR = \frac{AT}{Q}$
গ. $AR = \frac{AC}{Q}$
ঘ. $AR = \frac{TP}{Q}$

৩৭. একটি উৎপাদন অপেক্ষকে, উৎপাদনের সাথে নিম্নে কোনটির সম্পর্ক প্রকাশ পায়? *[ঢা. বো. ২৩]*
ক. দামের
খ. উপকরণের
গ. যোগান
ঘ. চাহিদার

৩৮. AC রেখা যখন নিম্নগামী তখন নিচের কোনটি সঠিক? *[দি. বো. ২২; রা. বো., চ. বো. ১৯; ব. বো. ২১]*
ক. $AC > MC$
খ. $AC < MC$
গ. $AC = MC$
ঘ. $AC \leq MC$

৩৯. মাত্রাগত উৎপাদন কত প্রকার? *[আলিম ২৩; কু. বো. ২১; ব. বো. ১৯; চ. বো. ১৬, য. বো. ১৬]*
ক. ২ প্রকার
খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার
ঘ. ৫ প্রকার

৪০. কোন রেখার আকৃতি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়? *[চ. বো. ২৫; আলিম ২৫; ঢা. বো. ২১; য. বো. ১৯]*
ক. AFC
খ. TFC
গ. AC
ঘ. TVC

৪১. নিচের কোন রেখাটি মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়? *[দি. বো. ২১; রা. বো. ১৯]*
ক. মোট পরিবর্তনীয় খরচ
খ. মোট স্থির খরচ
গ. মোট খরচ
ঘ. গড় খরচ

৪২. TFC ও TVC-এর সমষ্টিকে কী বলা হয়? *[দি. বো. ২৫; ব. বো. ২১; দি. বো. ১৯]*
ক. AC
খ. MC
গ. TC
ঘ. VC

৪৩. উৎপাদন ও উপকরণের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ককে কী বলে? *[চ. বো. ২৫, ২২]*
ক. উৎপাদন বিধি
খ. উৎপাদন অপেক্ষক
গ. মাত্রাগত উৎপাদন
ঘ. প্রান্তিক উৎপাদন

৪৪. দীর্ঘকালে গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কেমন হয়? *[চ. বো. ২১]*
ক. উর্ধ্বগামী
খ. নিম্নগামী
গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ঘ. সম্প্রসারিত U আকৃতির

৪৫. TFC রেখার আকৃতি কেমন হবে? *[ঢা. বো. ১৭]*
ক. 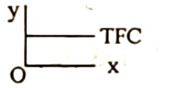

খ.

গ. 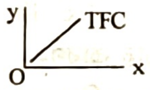

ঘ.

৪৬. ফার্মের কোন রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়? *[ম. বো. ২৫; সি. বো. ২১; ব. বো. ১৬]*
ক. AVC
খ. AFC
গ. AC
ঘ. MC

৪৭. TFC = ১০, TVC = ১৫ এবং Q = ৫ হলে, AC = কত? *[ব. বো. ২৫]*
ক. ৫
খ. ১০
গ. ১৫
ঘ. ২০

৪৮. কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের ফলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে কী বলে? *[ম. বো., রা. বো. দি. বো. ২২, ঢা. বো. ২১; রা. বো. ১৬]*
ক. গড় ব্যয়
খ. প্রান্তিক ব্যয়
গ. মোট ব্যয়
ঘ. গড় পরিবর্তন ব্যয়

৪৯. স্থির ব্যয়কে কী ব্যয় বলে? *[কু. বো. ২৩]*
ক. প্রাথমিক ব্যয়
খ. যৌগিক ব্যয়
গ. পরিপূরক ব্যয়
ঘ. পরিবর্তক ব্যয়

৫০. স্বল্পকালে নিচের চারটি রেখার মধ্যে কোনটির আকৃতি পৃথক? *[রা. বো. ২৫]*
ক. AC
খ. MC
গ. AVC
ঘ. AFC

৫১. কখন গড় ব্যয় (AC) = প্রান্তিক ব্যয় (MC) হয়? *[য. বো. ২৫; সি. বো. ২৫, ১৯; ব. বো. ২১; য. বো. ২১; চ. বো. ২২; দি. বো. ১৬; ঢা. বো. ১৯, ১৬]*

ক. যখন AC নিম্নগামী খ. যখন MC নিম্নগামী
গ. যখন AC সর্বনিম্ন ঘ. যখন MC উর্ধ্বগামী

৫২. উৎপাদন ব্যয় (C) কোনটির ওপর নির্ভরশীল? *[দি. বো. ২১; কু. বো. ১৬]*

ক. মুনাফা খ. বাজার
গ. উৎপাদন ঘ. উপকরণ

৫৩. স্বল্পকালে কোনটি পরিবর্তনীয় ব্যয়? *[দি. বো. ২৩]*

ক. কারখানার ভাড়া খ. কাঁচামালের জন্য খরচ
গ. পরিবহণ খরচ ঘ. অস্থায়ী শ্রমিকের বেতন

৫৪. স্বল্পকালে কোন রেখাটি U আকৃতির হয়? *[আলিম ২২; রা. বো. ২১; সকল বোর্ড ১৮; ঢা. বো. ১৭]*

ক. TC খ. TVC
গ. AC ঘ. AVC

৫৫. AR = ? *[য. বো. ২২]*

ক. $P \times Q$ খ. $\frac{P}{Q}$
গ. $\frac{TR}{Q}$ ঘ. $\frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

৫৬. গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন অবস্থায় কোনটি সঠিক? *[কু. বো. ২২]*

ক. $AC < MC$ খ. $AC > MC$
গ. $AC = MC$ ঘ. $AC \neq MC$

৫৭. ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো— *[য. বো. ২৩; আলিম ২২; চ. বো. ২১]*

i. ভূমি প্রকৃতির দান
ii. যোগান সীমাবদ্ধ
iii. উর্বরা শক্তির পার্থক্য আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৮. অর্থনীতিতে সমপরাবৃত্তাকার রেখার উদাহরণ হলো— *[য. বো. ২৫]*

i. চাহিদা রেখা
ii. গড় স্থির ব্যয় রেখা
iii. সম-উৎপাদন রেখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৯. $Q = f(\bar{L}, K)$ অপেক্ষক হলো—
(যেখানে L = শ্রম, K = মূলধন, f = অপেক্ষক, Q = উৎপাদন) *[কু. বো. ২১]*

i. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক
ii. ব্যয় অপেক্ষক
iii. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬০. AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে— *[চ. বো. ২৫, ২৩; কু. বো. ১৯]*

i. TC সর্বনিম্ন ii. AC = MC হয়
iii. MC রেখা ক্রমবর্ধমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. AC ও MC-এর সমতাস্থলে— *[য. বো. ১৯]*

i. TC সর্বনিম্ন ii. AC সর্বনিম্ন
iii. MC ক্রমবর্ধমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬২. স্বল্পকালে পরিবর্তন করা সম্ভব— *[দি. বো. ২১, ১৬]*

i. যন্ত্রপাতি ii. শ্রমিক
iii. কাঁচামাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রমের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একক	১৪ একক	১৪ একক
২ একক	২২ একক	□ একক
৩ একক	□ একক	৬ একক

[দি. বো. ২৫; ঢা. বো. ১৯]

৬৩. সূচিতে খালি ঘরে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে—

ক. ৩২, ১৮ খ. ২৮, ৮
গ. ১৪, ২৮ ঘ. ২২, ২০

৬৪. উপরিউক্ত উদ্দীপকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিবর্তনের কারণ—

i. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'A' কারখানায় ব্যবহৃত ১টি মেশিনের সাহায্যে ৩ জন শ্রমিক ৫টি দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। নতুন ১ জন শ্রমিক নিয়োগ দিলে উক্ত কারখানার উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৮টি, তবে ৫ম শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কারখানাটির উৎপাদন আর বাড়ে না। *[দি. বো. ২১; সি. বো. ১৭]*

৬৫. ৪র্থ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন (MP) কত?

ক. ৩ খ. ৫
গ. ৮ ঘ. ১৩

৬৬. উক্ত কারখানার ক্ষেত্রে—

i. $Q = f(\bar{L}, K)$, যেখানে শ্রম (L) স্থির ও মূলধন (K) পরিবর্তনীয়
ii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর
iii. উৎপাদন অপেক্ষক স্বল্পকালীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিমের একটি গোলাপ ফুলের বাগান আছে। প্রতিদিন সে প্রতি ফুল ৫ টাকা করে ১০০০টি ফুল বিক্রি করে এবং প্রতি ফুলের জন্য তার ব্যয় ৩ টাকা। ফুল বিক্রি থেকে অর্জিত আয়ের মাধ্যমে সে আরও এক একর জমি ক্রয় এবং শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এতে তার আয় দিন দিন বেড়ে চলেছে। /চ. বো. ১৯/

৬৭. করিমের গোলাপ ফুল বিক্রির মোট মুনাফা কত?
ক. ২০০০ টাকা খ. ৩০০০ টাকা
গ. ৪০০০ টাকা ঘ. ৫০০০ টাকা

৬৮. করিমের জমিতে কার্যকর হয়েছে—
i. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
iii. শ্রমনিবিড় উৎপাদন অপেক্ষক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জমির পরিমাণ (একর)	শ্রম	মোট উৎপাদন
১	১০	৩০০
১	২০	৪৫০
১	৩০	৫৫০
১	৪০	৬০০

/ব. বো. ১৯/

৬৯. সূচি অনুসারে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন কত হবে?
ক. ৩০০ খ. ১৫০
গ. ১০০ ঘ. ৫০

৭০. উদ্দীপকে কোন বিধি কার্যকর হয়েছে?
ক. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
খ. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
গ. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি
ঘ. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্রমিক সংখ্যা	মোট উৎপাদন (একক)
১	৪০
২	৯০
৩	১২৫
৪	১৫০
৫	১৬৫
৬	১৭৫

/ব. বো. ২১/

৭১. ছকে উল্লিখিত ৬ষ্ঠ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক. ১০ একক খ. ১৫ একক
গ. ১৬৫ একক ঘ. ১৭৫ একক

৭২. এক্ষেত্রে কোন উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে?
ক. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদক বিধি
খ. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদক বিধি
গ. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি
ঘ. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি

নিচের সূচি হতে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (কেজি)
1	30
2	16
3	12
4	8
5	4

/কু. বো. ২২/

৭৩. পঞ্চম একক মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কত একক?
ক. 4 খ. 8
গ. 12 ঘ. 16

৭৪. উদ্দীপকে প্রান্তিক উৎপাদনের প্রকৃতি কেমন?
ক. ক্রমবর্ধমান খ. স্থির
গ. ক্রমহ্রাসমান গ. ঋণাত্মক

উদ্দীপকটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মোতালেব একটি সাবান কারখানা স্থাপন করল। সাবান উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, বিদ্যুৎ বিল, পরিবহন ব্যয় ও দিবা প্রহরীর বেতন বাবদ যথাক্রমে ১৫,০০০, ১,৮০০, ৩,০০০ ও ২,০০০ টাকা খরচ হয়। /য. বো. ২১; সি. বো. ১৬/

৭৫. মোতালেবের সাবান কারখানায় মোট পরিবর্তনীয় খরচের (TVC) পরিমাণ কত?
ক. ১৮,০০০ টাকা খ. ১৯,৮০০ টাকা
গ. ২০,০০০ টাকা ঘ. ২১,৮০০ টাকা

৭৬. মোতালেবের সাবান কারখানাটির উৎপাদনের ক্ষেত্রে—
i. দীর্ঘকালীন উৎপাদন
ii. মোট স্থির খরচ ২,০০০ টাকা
iii. গড় পরিবর্তনীয় খরচ নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সংমিশ্রণ	জমি	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	১ একর	১০০ টাকা	৫ মণ	৫ মণ
B	১ একর	২০০ টাকা	৯ মণ	৪ মণ
C	১ একর	৩০০ টাকা	১২ মণ	৩ মণ

/কু. বো. ২১/

৭৭. উদ্দীপকে উৎপাদনের যে বিধি কার্যকর তা হলো—
i. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
iii. সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৭৮. উদ্দীপকে যে উৎপাদন বিধি কার্যকর তা কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য?
ক. শিল্প খাত
খ. বাণিজ্য খাত
গ. কৃষি খাত
ঘ. সেবা খাত

নিচের চিত্র থেকে ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

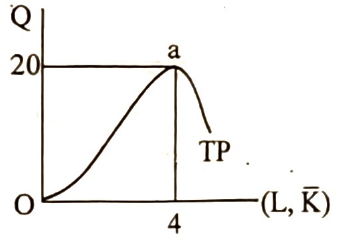

[য. বো. ২২]

৭৯. a বিন্দুতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে AP_L ও MP_L এর মান কত?
ক. $AP_L = 4, MP_L < 0$
খ. $AP_L = 5, MP_L = 0$
গ. $AP_L = 5, MP_L > 0$
ঘ. $AP_L = 20, MP_L = 4$

৮০. প্রদত্ত চিত্রটি কোন ধরনের উৎপাদন নির্দেশ করে?
ক. স্বল্পকালীন
খ. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
গ. দীর্ঘকালীন
ঘ. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
১	৮
২	১৬
৩	২৪
৪	৩২

[য. বো. ২৫]

৮১. উদ্দীপকে গড় আয় কত?
ক. ৮ খ. ১৬
গ. ২৪ ঘ. ৩২

৮২. গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখার আকৃতি হবে—
ক. AR ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ও MR নিম্নগামী
খ. AR ও MR ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
গ. AR ঊর্ধ্বগামী ও MR নিম্নগামী
ঘ. AR নিম্নগামী ও MR ঊর্ধ্বগামী

উত্তরমালা

১	খ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	গ	১২	ক
১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ	২১	ক	২২	খ	২৩	ক	২৪	গ
২৫	ক	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	গ	৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	ক
৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	খ	৪১	ক	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	ঘ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	খ
৪৯	গ	৫০	ঘ	৫১	গ	৫২	গ	৫৩	ঘ	৫৪	গ	৫৫	গ	৫৬	গ	৫৭	ঘ	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	গ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	গ	৬৫	ক	৬৬	গ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	ক	৭১	ক	৭২	ক
৭৩	ক	৭৪	খ	৭৫	খ	৭৬	ক	৭৭	খ	৭৮	গ	৭৯	খ	৮০	ক	৮১	ক	৮২	খ				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন অপেক্ষক বলতে কী বোঝায়?
২. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের বর্ণনা দাও।
৩. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের বর্ণনা দাও।
৪. উৎপাদনের বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করো।
৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করো।
৬. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কি কেবল কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো।
৭. মাত্রাগত উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
৮. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন কী?
৯. পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাত বিধি ব্যাখ্যা করো।
১০. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন ব্যাখ্যা করো।
১১. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
১২. স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয় বলতে কী বোঝ?
১৩. স্থির উৎপাদন ব্যয় বলতে কী বোঝ?
১৪. পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় বলতে কী বোঝ?
১৫. পরিবর্তনশীল ব্যয় ও স্থির ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।
১৬. গড় ব্যয়রেখা 'U' আকৃতির হয় কেন?
১৭. গড় আয় ও প্রান্তিক আয় বলতে কী বোঝ?
১৮. গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?
১৯. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় গড় আয় রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন ও ব্যাখ্যা করো।
২০. অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় গড় আয় রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন ও ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় সূচি নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	২০	১০
২	২০	১৬
৩	২০	১৯
৪	২০	৩২
৫	২০	৪৫

[ঢা. বো. ২০২৫]

ক. গড় আয় কী? ১
খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে TFC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

২.

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	১০	১০
২	১০	২৬
৩	১০	৩৮
৪	১০	৫৪
৫	১০	৮০
৬	১০	১১০

[চ. বো. ২০২২]

ক. গড় ব্যয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) অঙ্কন করো এবং রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৩.

শ্রম (L) (একক)	মোট উৎপাদন (Q)
১	৪
২	১০
৩	১৪
৪	১৭

[ঢা. বো. ২০২৩]

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪. একজন কৃষক তার এক বিঘা জমিতে ১ একক মূলধন ও ১ একক শ্রম নিয়োগ করে ৪০ একক পাট উৎপাদন করে। ভূমি ও মূলধন স্থির রেখে শ্রম ২, ৩ ও ৪ একক নিয়োগ করে যথাক্রমে ৮৮, ১২০ ও ১৪০ একক উৎপাদন করে। [ঢা. বো. ২০২১]

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. স্বল্পকালে একটি ফার্মকে কী কী ধরনের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়?— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে কিনা?— ব্যাখ্যা দাও। ৪

৫.

উৎপাদন (Q)	স্থির খরচ (TFC)	মোট খরচ (TC)
1	10	20
2	10	25
3	10	28
4	10	35
5	10	45
6	10	60

[ঢা. বো. ২০২২]

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে TVC ও MC নির্ণয় করে সূচি আকারে দেখাও। ৩
ঘ. প্রাপ্ত সূচি থেকে MC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.

উৎপাদন একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	৫	৫
২	৫	১৩
৩	৫	১৯
৪	৫	২৭
৫	৫	৪০
৬	৫	৫৫

[ম. বো. ২০২৫]

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৭. নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

উপকরণ ব্যয়	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০
মোট উৎপাদন	৩	৮	১৫	২৫	৩৭	৫২

[রা. বো. ২০২১]

ক. ভূমির মালিকের আয়কে কী বলা হয়? ১
খ. শ্রমিক কেন তার শ্রমকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে না— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকটি কোন ধরনের উৎপাদন বিধি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের উৎপাদন বিধি দেখানো হয়েছে তা বাস্তবে কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে কার্যকর হয় কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৮. সাবান কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (একক) টাকা	মোট স্থির টাকা ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১৫	৪
২	১৫	১০
৩	১৫	১৫
৪	১৫	২২
৫	১৫	৩৪

[রা. বো. ২০২৫]

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. 'মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে গড় খরচ (AC) সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কীরূপ হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. বেলায়েত তার জমিতে ধান চাষ করতে প্রথম বছর ৫০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ১৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। পরবর্তী তিন বছর অধিক উৎপাদনের আশায় যথাক্রমে ১০০০, ১৫০০, ২০০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ২০০, ২৩০, ২৫০ কেজি ধান পেলেন। *[দি. বো. ২০২৫]*

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা (TP) অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বেলায়েতের চাষাবাদে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.

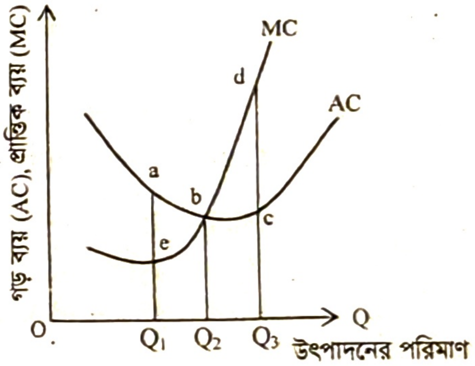

[য. বো. ২০২৫]

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. স্বল্পকালে স্থির উপাদান থাকে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে AC এবং MC-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. AC রেখা U আকৃতির হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. মি. 'X' একজন কৃষি উদ্যোক্তা। তিনি তাঁর ১ একর জমিতে ১ম বছর ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ২০০ কেজি মাল্টা উৎপাদন করেন। মাল্টা উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় পরবর্তী তিন বছর অতিরিক্ত ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং উৎপাদন পান যথাক্রমে ৩৫০ কেজি, ৪৫০ কেজি এবং ৫০০ কেজি। এতে তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আসে। *[ব. বো. ২০২৫]*

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মাল্টার মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. মাল্টা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২. একটি ফার্মের মোট ব্যয় নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)
1	80
2	140
3	180
4	240
5	350
6	480

[য. বো. ২০২১]

ক. স্থির ব্যয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রান্তিক ব্যয় সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. মি. 'খ' তার কৃষি খামারে অন্যান্য উপকরণ ও কলা-কৌশল স্থির রেখে শুধু শ্রম বৃদ্ধি করে। যার ফলে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন নিম্নে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়—

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ জন ও ১০০ টাকা	১২ একক	১২ একক
২ জন ও ১০০ টাকা	২২ একক	১০ একক
৩ জন ও ১০০ টাকা	৩০ একক	৮ একক
৪ জন ও ১০০ টাকা	৩৬ একক	৬ একক

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR সমান হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি খামারে মোট উৎপাদন রেখা অংকন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খামারে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? বিধিটি কোন ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর? মতামত দাও। ৪

১৪. একটি ফার্মে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৫, ১০, ১৫ একক এবং পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০, ২০০০, ৩০০০ একক। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন যথাক্রমে ১০০, ১৭০, ২০০ একক।

[দি. বো. ২০২৩]

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মাত্রাগত উৎপাদনের সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের মাত্রাগত উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫. একটি দ্রব্যের মোট উৎপাদন ও মোট ব্যয় নিচে দেয়া হলো:

উপকরণ সংমিশ্রণ	ভূমি (একরে)	শ্রম ও মূলধন ব্যয় (টাকায়)	মোট উৎপাদন (মণ)
A	2	9,000	80
B	2	12,000	140
C	2	20,000	180
D	2	24,000	200

[য. বো. ২০২১]

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. ফার্মকে কখন স্থির ব্যয় বহন করতে হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটির কৃষিক্ষেত্রে কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬. 'আসলাম অ্যান্ড সন্স' রাজশাহীর একটি বিখ্যাত প্লাস্টিক চেয়ার উৎপাদনকারী ফার্ম। নিচে ফার্মটির উৎপাদন চিত্র দেওয়া হলো:

উৎপাদন (হাজারে)	০	১০	২০	৩০	৪০	৫০
মোট স্থির ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩০	৩৬	৪২	৫৪	৮০	১৫০

[ঢা. বো. ২০১৯]

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১
খ. উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদ বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) রেখাটি অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

১৭. নিচের সূচিতে একটি ফার্মের উৎপাদনের (Q) ও মোট ব্যয় (TC)-এর তথ্য দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC)
১	৫
২	৮
৩	৯
৪	১২
৫	২০

[কু. বো. ২০২৩]

ক. প্রান্তিক ব্যয় (MC) কাকে বলে? ১
খ. স্বল্পকালীন মোট স্থির ব্যয় (STFC) রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে ফার্মের মোট ব্যয় (TC) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮. একটি পোশাক কারখানায় ব্যবহৃত উপকরণ ও শার্ট তৈরির তথ্য নিম্নরূপ—

কর্মীর সংখ্যা	সেলাই মেশিনের সংখ্যা	শার্টের সংখ্যা
50	10	200
100	20	400
150	30	600

[য. বো. ২০২২]

ক. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে? ১
খ. সিলেটের কমলা ঢাকায় আনাকে কি উৎপাদন বলা যায়? বুঝিয়ে বলো। ২
গ. পোশাক কারখানাটিতে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পোশাক কারখানাটিতে কি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা যাবে? কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯.

উৎপাদন একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	১০	৬
২	১০	১৪
৩	১০	২৬
৪	১০	৫০

[চ. বো. ২০২৫]

ক. উৎপাদন ব্যয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকেনা কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট খরচ রেখা (TC) অঙ্কন করো।৩
ঘ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা অঙ্কন করে রেখাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৪

২০. একটি ফার্মের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
1	6	4
2	6	10
3	6	15
4	6	22
5	6	34

[ব. বো. ২০২২]

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে গড় খরচ (AC) সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা অঙ্কন করো এবং কোন উৎপাদন স্তরে AC = MC তা নির্ণয় করো। ৪

২১.

উৎপাদন (Q)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
1	4
2	10
3	14
4	30
5	50

মোট স্থির ব্যয় (TFC) = 10

[ঢা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. ২০১৮]

ক. প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR = MR হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে AC বের করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে AC ও MC এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. একটি ফার্মের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q) (একক)	মোট ব্যয় (TC) (টাকা)
১	২০
২	২৫
৩	২৯
৪	৪০
৫	৫৬

[কু. বো. ২০২২]

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক ব্যয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. "প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে"— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩. গার্মেন্টস ব্যবসায়ী মি. নাহিন-এর তৈরি পোশাক কারখানায় উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট স্থির ব্যয় মোট = টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১০	৮
২	১০	১৪
৩	১০	২০
৪	১০	৩৮
৫	১০	৮০

[সি. বো. ২০২৩]

ক. প্রান্তিক খরচ কাকে বলে? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির খরচ থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে মোট খরচ (TC) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কেমন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৪. নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	৩০
২	৭০
৩	১৩০
৪	২১০

[ব. বো. ২০২৩]

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সূচিটি উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫. একটি পোশাক কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১ একক	১০ টাকা	৮ একক
২ একক	১০ টাকা	১৪ একক
৩ একক	১০ টাকা	২০ একক
৪ একক	১০ টাকা	৩৮ একক
৫ একক	১০ টাকা	৬০ একক

[সি. বো. ২০২৫]

ক. প্রান্তিক খরচ কাকে বলে? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির খরচ থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুসারে মোট খরচ (TC) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কেমন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৬. মিজান বর্তমান সরকারের উদ্যোগের ফলে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন দেখে একটি পোশাক কারখানা স্থাপনে উৎসাহী হন। তিনি একটি সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি মেশিন ও ১০ জন শ্রমিক নিয়োজিত করে ১০০টি পোশাক তৈরি করতে সক্ষম হন। এতে তার প্রচুর মুনাফা হওয়ায় পরবর্তীতে তিনি ৪টি মেশিন ও ৪০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৪০০টি পোশাক উৎপাদন করেন। *◄১ ও ৩ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. কর্জে হাসানা কী? ১
খ. দীর্ঘকালে কোন ধরনের ব্যয় বিদ্যমান থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মিজানের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মিজানের পোশাক কারখানায় পরবর্তীতে যে ধরনের উৎপাদন পরিলক্ষিত হয়েছে, তা চিত্রসহ আলোচনা করো। ৪

২৭.

উৎপাদন বা যোগান (Q)	দাম (P)	মোট ব্যয় (TC)
১	৫	৫
২	৭	৮
৩	৯	৯
৪	১১	১২
৫	১৩	২০

◄২ ও ৩ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. উৎপাদন ব্যয় কী? ১
খ. স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. প্রদত্ত তথ্যের আলোকে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করে আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৪

বাজার

Market

এডওয়ার্ড হেস্টিংস চেম্বারলিন (১৮৯৯-১৯৬৭)

প্রধান প্রধান শব্দ

- বাজার
- স্থানীয় বাজার
- আন্তর্জাতিক বাজার
- জাতীয় বাজার
- স্বল্পকালীন বাজার
- দীর্ঘকালীন বাজার
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
- একচেটিয়া বাজার
- Price Taker
- Price Maker
- অলিগোপলি
- ডুয়োপলি
- মনোপসনি
- ডুয়োপসনি
- ফার্ম

বাজারকে কেন্দ্র করেই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বাজার কাঠামোতে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা এবং দ্রব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে বাজার ও বাজারের শ্রেণিবিভাগ, বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার, অলিগোপলি, মনোপসনি, ফার্ম ও শিল্পের ধারণা, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা তথা দাম নির্ধারণ এবং একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা তথা দাম নির্ধারণ আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- উৎপাদনের ধারণা
- বাজার সম্পর্কে অর্থনীতির ধারণা
- বাজারের শ্রেণিবিভাগ
- বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক বাজারের মধ্যে তুলনা
- ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন দাম নির্ধারণ লেখচিত্র অঙ্কন
- একচেটিয়া বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন দাম নির্ধারণ লেখচিত্র অঙ্কন

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	বাজার ও বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি
পাঠ ২	বাজারের শ্রেণিবিভাগ; আয়তন ও সময় অনুসারে
পাঠ ৩	প্রতিযোগিতা অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা এবং বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ
পাঠ ৪	অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার; একচেটিয়া বাজার; একচেটিয়া ফার্ম দাম সৃষ্টিকারী এবং গড় আয় রেখাকে কেন ফার্মের চাহিদা রেখা বলা হয়?
পাঠ ৫	একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও এর বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৬	অলিগোপলি বাজার; অলিগোপলি বাজারের প্রকারভেদ ও এর বৈশিষ্ট্য এবং অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজারের তুলনা
পাঠ ৭	মনোপসনি বাজার; ডুয়োপলি বাজার; ডুয়োপসনি বাজার; দ্বিপাক্ষিক ও দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার
পাঠ ৮-৯	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা; ফার্ম ও শিল্পের ধারণা
পাঠ ১০	মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি
পাঠ ১১-১৩	ফার্মের ভারসাম্য; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
পাঠ ১৪	একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য

পাঠ ১ বাজার ও বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি

৪.১ বাজার (Market)

সাধারণত বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বোঝায় যেখানে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝায় না। বাজার বলতে কোনো একটি পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতার অস্তিত্ব আছে এবং তাদের দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে পণ্যটির লেনদেন বোঝায়। লেনদেন যেকোনো স্থানে হতে পারে অথবা যেকোনো যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারে। পণ্যের অস্তিত্ব এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উদাহরণ-১: জানুয়ারি মাসের কোনো এক শনিবার কাপাসিয়া বাজারে কৃষক আলফাজ ১ মণ ধান বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। বাজারে বহু ক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে মি. হাসান ১ মণ ধান ৮০০ টাকায় কিনে নেন।

উদাহরণ-২: শান্তা ইসলাম একজন চাকরিজীবী। তিনি জানুয়ারি মাসে কারওয়ান বাজারে তার সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী- চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ, মাছ, মাংস ও তরিতরকারি ইত্যাদির দাম যাচাই করে বিভিন্ন বিক্রেতার কাছ থেকে নগদ টাকায় এসব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করলেন।

চিত্র: নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার

দুটি উদাহরণে লক্ষ করা যায়, নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট স্থান, এক বা একাধিক দ্রব্য, দরকষাকষির মাধ্যমে দাম নির্ধারণ, ক্রেতা, বিক্রেতা, চাহিদা ও যোগান পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তি, এসবের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের বাজার; যেমন— ধানের বাজার, পাটের বাজার; সবজির বাজার, কলম ও বই-খাতার বাজার, সোনার বাজার, শেয়ারবাজার, শ্রমবাজার ইত্যাদি।

- **ইংরেজ অর্থনীতিবিদ স্যার সিডনি চ্যাপম্যান** (Sydney Chapman; 1888–1970) বলেন, "বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না বরং এক বা একাধিক দ্রব্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়।"[১]
- **ফরাসি অর্থনীতিবিদ অ্যান্টোনি আগস্টিন কুর্নট** (Antoine Augustin Cournot; 1801–1877)-এর মতে, "অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না, বরং যেকোনো অঞ্চলের সমগ্রকে বোঝান, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবাধ সংযোগের মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য সহজে ও দ্রুততার সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখায়।"[২]

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বাজারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা শর্ত পাওয়া যায়। যথা—

১. একটি নির্দিষ্ট সময়;
২. ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য এক বা একাধিক দ্রব্য বা সেবা;
৩. দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা;
৪. দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এক বা একাধিক অঞ্চল;
৫. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব।

সুতরাং, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে অর্থনীতিতে বাজার বলে।

---

১ "Economically interpreted, the term market refers not to a place but to a commodity or commodities, the buyers & sellers of which are in competition with each other."– Sydney Chapman

২ "Economists understand by the term Market, not any particular market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the prices of the same goods tend to equality, easily and quickly"– Antoine Augustin Cournot.

৪.২ বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি (Conditions of Extended Market)

সব বাজারে আয়তন সমান হয় না। কোনো বাজারের আয়তন সংকীর্ণ আবার কোনো পণ্যের বাজার বিস্তৃত। যে পণ্যের চাহিদা ও যোগান ব্যাপক এবং পণ্যটি স্থায়ী হয়, সে পণ্যের বাজারকে বিস্তৃত বাজার বলা হয়। নিচে বিস্তৃত বাজারের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি উল্লেখ করা হলো।

১. **চাহিদার প্রকৃতি:** যে দ্রব্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী, তার বাজারও প্রসারিত হবে। যেমন— স্বর্ণের বাজার। আবার যে দ্রব্যের চাহিদা কম তার বাজার সংকীর্ণ। যেমন— চট্টগ্রামের শুঁটকি মাছের বাজার।

২. **যোগানের প্রকৃতি:** চাহিদা অধিক হলে যোগানের প্রাচুর্য অধিক হবে। অন্যথায় বাজার বিস্তৃতি লাভ করবে না। যেমন— যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর গম উৎপন্ন হয় বলেই বিশ্বের সব দেশেই তার যোগান দেয়া সম্ভব হয়।

৩. **দ্রব্যের স্থায়িত্ব:** যেসব দ্রব্য টেকসই ও স্থায়ী তাদের বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু যদি পণ্য অস্থায়ী ও ভঙ্গুর হয়, তাহলে বাজার সংকীর্ণ হতে বাধ্য। যেমন— দুধ, মাছ, শাক-সবজির বাজার সংকীর্ণ। কিন্তু লোহা, পাট, তুলা, স্বর্ণ, কাপড়ের বাজার বিস্তৃত।

৪. **বহনযোগ্যতা:** যে দ্রব্য সহজে বহনযোগ্য সেসব পণ্যের বাজার বড় এবং যেসব দ্রব্যের বহনযোগ্যতা সহজ নয়, সেসব দ্রব্যের বাজার ছোট।

৫. **সহজ পরিচিতি ও বিভাজ্যতা:** উৎকৃষ্ট গুণের দ্রব্য আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি অর্জন করলে তার বাজার প্রসারিত হয়। দ্রব্যের অংশ বিশেষ নমুনাস্বরূপ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রেরণ করে চাহিদা আকর্ষণীয় করা যায়।

৬. **শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ:** যে সব দ্রব্য গুণাগুণ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ করা যায় তাদের বাজার বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে, যেসব পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাব রয়েছে, সেসব পণ্যের বাজার সংকীর্ণ হয়।

৭. **পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:** দ্রব্য সহজে দেশ-বিদেশে প্রেরণ করার জন্য পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা থাকতে হবে। ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমগুলো উন্নত হলেও বাজার বিস্তৃত হয়।

৮. **শান্তি ও নিরাপত্তা:** দেশের ভিতরে ও বাইরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদান অবাধ হয়। এতে বাজারের বিস্তৃতি ঘটে। যুদ্ধের সময় শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বাজার সংকীর্ণ হয়।

৯. **সরকারের বাণিজ্য নীতি:** সরকারের বাণিজ্য নীতি সহজ ও উদার হলে বাজার সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে বাজার সংকীর্ণ হয়।

১০. **আর্থিক নীতি:** সরকার সহজ আর্থিক নীতি গ্রহণ করলে ব্যবসার প্রসার হয়, ফলে বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু যদি আর্থিক নীতির কারণে বিনিয়োগ হ্রাস পায়, তাহলে বাজার সংকুচিত হয়।

১১. **শ্রমবিভাগ:** শ্রমবিভাগের ফলে অতিমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খরচ হ্রাস পায়। ফলে বাজার সম্প্রসারিত হয়।

১২. **প্রচারণা:** বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা থাকলে বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা না থাকলে বাজার সংকীর্ণ হয়।

এসব বিষয়গুলো বাজারের আয়তনকে প্রভাবিত করে থাকে। যদি শর্তসমূহ বাজারের পক্ষে থাকে তাহলে বাজার সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু যদি বিপক্ষে থাকে তবে বাজার সংকুচিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে বাজার বলতে কী বোঝায়? *[রা. বো. ২০২২; য. বো. ২০২১]*
২. সাধারণ অর্থে বাজার বলতে কী বোঝায়?
৩. কীসের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজার ধারণা আলোচনা করা হয়?
৪. কীসের ভিত্তিতে বাজারের ধরন ভিন্ন হতে পারে?
৫. ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে কীসের মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়?

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বিস্তৃত বাজারে বিক্রি হয় এমন দ্রব্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২ বাজারের শ্রেণিবিভাগ; আয়তন ও সময় অনুসারে

৪.৩ বাজারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Market)

আয়তন বা পরিধি, সময় এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে বিভক্ত করা যায়। বাজারের শ্রেণিবিভাগ বিভিন্নভাবে করা হয়। নিচে ছকের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো—

চিত্র: বাজারের শ্রেণিবিভাগ

৪.৪ আয়তন বা পরিধি অনুসারে (According to Area)

আয়তন বা পরিধি অনুসারে বাজারকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা— ১. স্থানীয় বাজার, ২. জাতীয় বাজার ও ৩. আন্তর্জাতিক বাজার।

১. **স্থানীয় বাজার (Local Market):** যে পণ্যের বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থানীয় বাজার বলে। যেমন— একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাছের বাজার, চালের বাজার, শাক-সবজির বাজার প্রভৃতি।

২. **জাতীয় বাজার (National Market):** কোনো পণ্যের বাজার যদি দেশজুড়ে বিস্তৃত হয় তাহলে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন— দেশীয় বস্ত্র, প্রসাধনী প্রভৃতির বাজার জাতীয় বাজার। অর্থাৎ বাবুর হাটের বা টাঙ্গাইলের কাপড়ের বাজার, তারাবো বিসিকের, জামদানি পল্লি, মিরপুর বেনারসি পল্লি প্রভৃতি।

৩. **আন্তর্জাতিক বাজার (International Market):** কোনো দ্রব্যের বাজার যদি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কয়েকটি দেশজুড়ে তথা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত থাকে, তবে তার বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন— বাংলাদেশের পাটের বাজার, চায়ের বাজার, তৈরি পোশাকের বাজার, বাহরাইনে মুক্তার বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি। তাই এসব দ্রব্যের বাজার আন্তর্জাতিক বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

৪.৫ সময় অনুসারে (According to Time)

সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. অতি স্বল্পকালীন বাজার, ২. স্বল্পকালীন বাজার, ৩. দীর্ঘকালীন বাজার ও ৪. অতি দীর্ঘকালীন বাজার।

১. **অতি স্বল্পকালীন বাজার (Very Short Period Market):** যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন স্থায়ী হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেমন— মাছ, দুধ, শাকসবজি ইত্যাদির বাজার। অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের মতে, যে বাজারের স্থায়িত্ব কয়েক ঘণ্টা, একদিন, দুদিন বা কয়েক দিন হয় তাই অতি স্বল্পকালীন বাজার। এ ধরনের বাজার যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ এ বাজারে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় এবং চাহিদার পরিবর্তনে দামের পরিবর্তন ঘটে।

২. **স্বল্পকালীন বাজার (Short Period Market):** যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান সামান্য পরিবর্তিত হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে। অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের মতে, 'যে বাজার কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস স্থায়ী হয় তাই হলো স্বল্পকালীন বাজার'। যেমন— শাড়ি, লুঙ্গি প্রভৃতির বাজার স্বল্পকালীন বাজার। এ ধরনের বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে পুরাতন উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা যোগান কিছুটা বাড়ানো যায় এবং চাহিদা কমে গেলে পুরাতন উপাদানের ব্যবহার কমিয়ে যোগান কিছুটা কমানো যায়। তবে স্বল্পকালীন বাজারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বা সংখ্যা পরিবর্তন করা যায় না। ফলে এই ধরনের বাজারে চাহিদার সাথে যোগানের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে যোগান দামের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও দামের উপর চাহিদার প্রভাব যোগানোর প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি।

৩. **দীর্ঘকালীন বাজার (Long Period Market):** যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাড়া দিয়ে যোগান পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। এক্ষেত্রে সব উপকরণই পরিবর্তনযোগ্য। এ বাজারে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। যেমন— উড়জাহাজ, আসবাবপত্রের বাজার। এরূপ বাজারে চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন, সংখ্যা ও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করে চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। ফলে দীর্ঘকালে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে যোগান বাড়ানো যায় এবং চাহিদা হ্রাস ঘটলে যোগান হ্রাস করা যায়।

৪. **অতি দীর্ঘকালীন বাজার (Very Long Period Market):** যে বাজারের স্থিতিকাল অতি দীর্ঘ এবং যেখানে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে তাকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলে। এ বাজারে ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস, জ্ঞান ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে। ফলে চাহিদারও ব্যাপক পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকে। যেমন— সোনার বাজার।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? *[রা. বো. ২০২৩]*
২. কোনো বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবন্ধ দ্রব্যের বাজারকে কী বলে? *[দি. বো. ২০২২]*
৩. কোন বাজারে শুধু চাহিদার ভিত্তিতে দ্রব্যের দাম উঠানামা করে? *[দি. বো. ২০২২]*
৪. অতি স্বল্পকালে বাজারে দাম বিশেষ করে কিসের ওপর নির্ভর করে? *[চ. বো. ২০১৬]*
৫. আয়তনের ভিত্তিতে বাজারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? *[ব. বো. ২০২৩]*
৬. সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

প্রতিযোগিতামূলক বাজারসমূহের প্রত্যেক বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩ প্রতিযোগিতা অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা এবং বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ

৪.৬ প্রতিযোগিতা অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ (Types of Market According to Competition)

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও ২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

৪.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfect Competitive Market)

যে দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একই সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে দরকষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন: বিভিন্ন ধরনের সবজি, ধান-চালের বাজার, পাটের বাজার, তৈরি পোশাকের বাজার প্রভৃতি।

- **ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন** (Joan Robinson) এর মতে, "যে বাজারে প্রতিটি উৎপাদনকারী উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা পরিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।"[৩]

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়—

১. **বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা:** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। এর ফলে কোনো ক্রেতা দ্রব্যের চাহিদাকে কিংবা কোনো বিক্রেতা দ্রব্যের যোগানকে এককভাবে প্রভাবিত করে দাম বাড়াতে বা কমাতে পারে না। এ বাজারকে দামগ্রহীতার বাজার হিসেবে (Price Taker) গণ্য হয়।

২. **সমজাতীয় দ্রব্য:** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো—এখানে একটি সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সমজাতীয় দ্রব্য বলতে এমন দ্রব্যকে বোঝানো হয় যার বিভিন্ন একক, গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই এবং অভিন্ন এককগুলো পরস্পরের পূর্ণ পরিবর্তক হয়।

৩. **বাজার সম্বন্ধে ক্রেতা বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান:** এ বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই দ্রব্যের গুণাগুণ ও দাম সম্পর্কিত সব তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকে। এজন্য কোনো ক্রেতার পক্ষে নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কম দাম দেয়া কিংবা কোনো বিক্রেতার পক্ষে বেশি দাম চাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে বাজারে একই দাম বিরাজ করে বা দাম স্থির থাকে।

৪. **দীর্ঘকালে বাজারে প্রবেশ ও সেখান থেকে প্রস্থানের অবাধ অধিকার:** এ বাজারে দীর্ঘকালীন কোনো বিক্রেতা লোকসানের সম্মুখীন হলে সে বাজার ছেড়ে যেতে পারে। আবার বিদ্যমান বিক্রেতারা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে থাকলে বাইরের কোনো বিক্রেতা সেখানে অবাধে আসতে বা প্রবেশ করতে পারে।

৫. **উপকরণগুলোর পূর্ণ গতিশীলতা:** এ বাজারে উৎপাদনের উপকরণগুলো বিভিন্ন ব্যবহার ও স্থানের মধ্যে পূর্ণ গতিশীলতা থাকে। ফলে সর্বত্র উপকরণগুলোর একই বা স্থির দাম বিদ্যমান।

৬. **পরিবহন ব্যয় বিবেচনা বহির্ভূত:** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে পণ্য লেনদেন করা হয়, তার জন্য কোনো পরিবহন ব্যয় বিবেচনা করা হয় না। যদি পরিবহন ব্যয় বিবেচনা করা হতো, তবে সমজাতীয় দ্রব্য হলেও স্থানভেদে পণ্যের দাম বিভিন্ন হতে পারত। কাজেই দামের বিভিন্নতার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরিবহন ব্যয় বিবেচনার বাইরে রাখা হয়।

৭. **বাহ্যিক বিধিনিষেধ অনুপস্থিত:** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো বাহ্যিক বিধিনিষেধ যেমন- কর, ভর্তুকি বা রেশনিং ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে না।

---

[৩] "Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic"- Joan Robinson.

৮. **ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে। বিক্রেতাদের মধ্যে কোনো জোটবদ্ধতা থাকে না। ফার্ম মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে উৎপাদন ও উপকরণ নিয়োগ সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্রেতা স্বেচ্ছাধীনে ক্রয় পরিচালনা করে, অপর কারো দ্বারা সে প্ররোচিত হয় না।

৯. **উৎপাদন ও বিক্রয়:** প্রতিটি ফার্ম দ্রব্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে।

১০. **মুনাফা লাভ:** মুনাফা লাভের জন্য ফার্ম ব্যয় সর্বনিম্ন করে।

১১. **ভারসাম্যের শর্ত:** ফার্মের ক্ষেত্রে, প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC)। কিন্তু শিল্প বা বাজারের ক্ষেত্রে চাহিদা (D) = যোগান (S)।

এসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাস্তবে বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পৃথিবীর কোথাও নেই। তবে গ্রামীণ কৃষিপণ্যের বাজার হলো এ বাজারের উদাহরণ।

৪.৮ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা (A Firm under Perfect Competition Market is a Price Taker)

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অসংখ্য ফার্ম বা বিক্রেতা ও ক্রেতা থাকে। প্রত্যেক ফার্ম সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন করে। একটি ফার্ম আলাদাভাবে বাজারের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। তাই এককভাবে কোনো ফার্ম বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। বরং চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে যে দাম বাজারে নির্ধারিত হয় প্রত্যেক বিক্রেতা সে দাম গ্রহণ করে। এজন্য **পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে 'দামগ্রহীতা' (Price Taker) বলা হয়**। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাজারে পূর্ব থেকে নির্ধারিত দাম বিক্রেতা মেনে নেয়।

আবার বাজারে কোনো নতুন ফার্ম প্রবেশ করলে তাকে পূর্ব নির্ধারিত দাম মেনে নিতে হয়। কারণ সমগ্র বাজারের তুলনায় ফার্মটি এতই ক্ষুদ্র যে তার উৎপাদন সিদ্ধান্ত দ্বারা বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই পূর্বের প্রতিষ্ঠিত দাম গ্রহণ করেই সে ব্যবসায়ে প্রবেশ করে। যদি একটি ফার্ম পূর্ব নির্ধারিত দাম গ্রহণ করে তবে তার চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হবে। অর্থাৎ দাম স্থির থাকলে AR = MR হয়। AR = MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। যেমন—

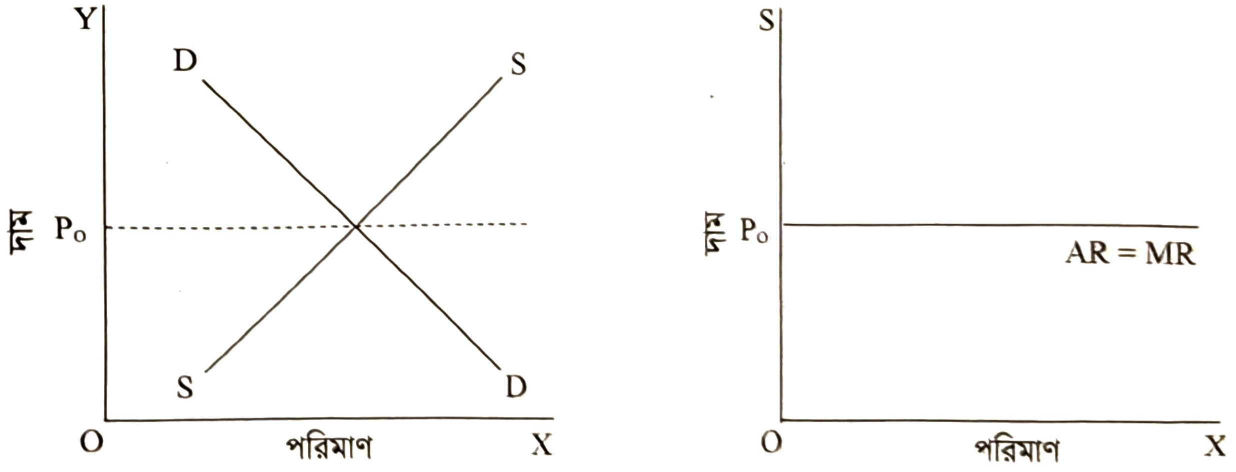

ক. বাজার ভারসাম্য   খ. ফার্মের চাহিদা রেখা

চিত্র: ফার্মের আনুভূমিক চাহিদা রেখা

চিত্রের ক. অংশে SS এবং DD রেখার ছেদক বিন্দুতে বাজার দাম P_0 নির্ধারিত হয়েছে। একটি ফার্ম P_0 দাম মেনে নেয় বা গ্রহণ করে। এ দামে একটি ফার্ম যত খুশি বিক্রি করতে পারে। P_0 এর বেশি দামে কোনো পণ্য বিক্রি হবে না। আবার, ফার্ম P_0 এর চেয়ে দাম কমাবে না। কারণ P_0 দামে যত খুশি বিক্রি করতে পারলে দাম কমানোর কোনো যুক্তি নেই। তাই প্রতিযোগী ফার্মকে 'দামগ্রহীতা' বলা হয়। P_0 দামের ওপর ভিত্তি করে খ. চিত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা AR = MR অংকন করা হয়েছে— যা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। এ রেখার স্থিতিস্থাপকতা অসীম (∞) কিন্তু ঢাল শূন্য (০)।

৪.৯ বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ: পচনশীল ও স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে (Application of Perfect Competitive Market: for Perishable and Durable Goods)

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল দ্রব্যের দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের সাথে সময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সময়ের উপর ভিত্তি করে তিনি বাজারকে অতি স্বল্পকাল, স্বল্পকাল, দীর্ঘকাল এবং অতি দীর্ঘকাল এ চারভাগে ভাগ করেছেন। বাজারে একটি নির্দিষ্ট পণ্যের দামকে বাজার দাম বলে। এ সময়ে স্থির ও পরিবর্তনশীল উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বাজার কালে দ্রব্যের যোগান মজুদ দ্বারা সীমিত হয়। কিন্তু বাজারে যোগান মোট মজুদের সমান হয় না। বাজার সময়কালে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে দ্রব্যের প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করে। বাজারে পচনশীল দ্রব্য এবং রক্ষণশীল বা স্থায়ী দ্রব্য দেখা যায়।

১. **পচনশীল দ্রব্য (Perishable Goods):** যেসব দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায় না, বিশেষত কৃষিজাত দ্রব্য হলো পচনশীল দ্রব্য। পচনশীল দ্রব্যের সম্পূর্ণ মজুদ বাজারে বিক্রির জন্য যোগান দেওয়া হয়। তাই এসব দ্রব্যের বাজারে যোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বা লম্ব (Y) অক্ষের সমান্তরাল হয়। এ বাজারে চাহিদার বিভিন্নতা অনুসারেই দামের পার্থক্য ঘটে তথা চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে এবং চাহিদা কমলে দাম কমে। যেমন, দুধ ও শাকসবজির বাজার যেখানে অনেকক্ষণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

২. **স্থায়ী বা রক্ষণশীল দ্রব্য (Durable Goods):** বাজারে অধিকাংশ দ্রব্যই স্থায়ী এবং এদেরকে মজুদ করে রাখা যায়। এগুলোর চাহিদা বাড়লে মজুদ থেকে এদের যোগান বাড়ানো যায়। এসব দ্রব্যের দুটি দামস্তর থাকে। একটি হলো সর্বোচ্চ সীমা এবং অন্যটি সর্বনিম্ন সীমা। সর্বোচ্চ দাম হলো, যে দামে বিক্রেতা তার সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করতে রাজি থাকে। সর্বনিম্ন দাম হলো, যে দামের নিচে কোনো বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রয় করে না, এ দামকে সংরক্ষণ দাম (Reserve Price) বলা হয়। সংরক্ষণ দাম নির্ভর করে—

১. বিক্রেতার ভবিষ্যৎ দাম প্রত্যাশার ওপর; ২. বিক্রেতার তরল অর্থের প্রয়োজনীয়তার ওপর; ৩. দ্রব্যের গুদামজাত খরচের ওপর; ৪. দ্রব্যের স্থায়িত্বের মাত্রার ওপর; ৫. দ্রব্যের পুনঃউৎপাদন খরচের ওপর; ৬. দ্রব্যের ভবিষ্যৎ চাহিদা সংক্রান্ত প্রত্যাশার ওপর; ৭. বিক্রেতার ঝুঁকিপ্রিয়তার ওপর।

এ দুই দামের মধ্যে দাম পরিবর্তনের সঙ্গে যোগান পরিবর্তিত হয়। রক্ষণশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতা কম দামে অল্প দ্রব্য যোগান দেয় এবং উচ্চ দামে বেশি দ্রব্য যোগান দেয়। মজুদ দামে যোগানের পরিমাণ শূন্য হয় এবং দাম বৃদ্ধির সঙ্গে যোগান বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধি সকল উচ্চ দাম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই স্থায়ী দ্রব্যের যোগান রেখা একটা নির্দিষ্ট দামস্তর পর্যন্ত ডানে উর্ধ্বগামী এবং এ দামের পর খাড়া সরল রেখা বা লম্ব (Y) অক্ষের সমান্তরাল হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন বাজারে একটি ফার্ম এককভাবে মূল্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*
২. কোনটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৩. কোন বাজারকে দামগ্রহীতা বলে? *[ঢা. বো. ২০২৩; চ. বো. ২০২২; য. বো. ২০২১]*
৪. কোন বাজারে বিক্রেতারা দামকে প্রভাবিত করতে পারে না? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৫. কোন বাজারে P = AR = MR হয়? *[জা. বি. অ. ভর্তি পরীক্ষা ২০০৯-১০]*
৬. কর আরোপ, ভর্তুকি প্রদান, রেশনিং— এ ধরনের সরকারি প্রভাব নেই কোন বাজারে? *[রা. বো. ২০১৯]*
৭. কোন বাজারের পণ্য সমজাতীয়? *[কু. বো. ২০২৩]*

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

তুমি একটি বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হিসেবে কীভাবে চিহ্নিত করবে ৫ বাক্যে লেখো।

পাঠ ৪ অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার; একচেটিয়া বাজার; একচেটিয়া ফার্ম দাম সৃষ্টিকারী এবং গড় আয় রেখাকে কেন ফার্মের চাহিদা রেখা বলা হয়?

৪.১০ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Imperfect Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বিপরীত হলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এখানে বাজার প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে সব শর্ত বা বৈশিষ্ট্য থাকে, তার যেকোনো একটির অভাব ঘটলে যে বাজার পরিলক্ষিত হয়, তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। সুতরাং, **যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা কখনও কম, কখনও বেশি থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি অসমজাতীয় দ্রব্য আংশিক বা অসম প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়।** যেমন- বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিমান প্রস্তুতকারক কম্পানি, বেসরকারি ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়—

১. ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা কম।
২. দ্রব্যের গুণাগুণ বিভিন্ন হবে।
৩. দাম সম্পর্কে অজ্ঞতা।
৪. দাম বিভিন্ন হবে।
৫. ক্রেতাদের যুক্তিসঙ্গত আচরণের অভাব।
৬. বিজ্ঞাপন খরচ বিবেচ্য।
৭. চাহিদা রেখা নিম্নগামী।

বাস্তবে এ ধরনের বাজারই বেশি লক্ষ করা যায়।

বিজ্ঞাপন ব্যয়/বিক্রয় ব্যয় কী?

প্রত্যেক ফার্ম তার নিজ নিজ দ্রব্যের অধিক বিক্রয়ের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া, খবরের কাগজ, রেডিও, টিভিসহ নানা রকম প্রচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এটাই বিজ্ঞাপন ব্যয়। বিজ্ঞাপন ব্যয়কে বিক্রয় ব্যয় হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪.১১ একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)

যে বাজারে একজন বিক্রেতা বা একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের মোট যোগান প্রদান করে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। ইংরেজি 'Monopoly' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ একচেটিয়া বাজার। 'Mono' শব্দের অর্থ এক এবং 'Poly' শব্দের অর্থ বিক্রেতা। তাই এক বিক্রেতা বিশিষ্ট বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। যেমন- এদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, বাংলদেশ রেলওয়ে, বিদ্যুৎ ও ওয়াসার পানি বিক্রির ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থার পরিলক্ষিত হয়।

অর্থনীতিবিদ **এ. কুটসোয়ানিস** (A. Koutsoyiannis) এর মতে, "একচেটিয়া বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার কাঠামো যেখানে একজন বিক্রেতা থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যের কোনো ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক থাকে না এবং বাজারে প্রবেশে বাধা বিদ্যমান।"[৪]

অর্থনীতিবিদ **জি. জে. স্টিগলার** (G. J. Stigler)-এর মতে, "একচেটিয়া কারবার এমন একটি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যার কোনো নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই।"[৫]

আর. জি. লিপসির মতে, The monopolist is the industry. অর্থাৎ "একচেটিয়া হলো একটি শিল্প"।

অধ্যাপক **ই. এইচ. চেম্বারলিন** (Prof. E.H. Chamberlin)-এর মতে, "যে বাজারে ফার্ম বা শিল্পের কোনো বিশেষ পণ্য বা সেবার ওপর বিক্রেতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।"

একচেটিয়া কারবার উদ্ভবের মূল কারণ: একচেটিয়া কারবার উদ্ভবের নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য।

১. **পণ্যের স্বল্প চাহিদা:** কোনো কোনো পণ্যের বাজারে চাহিদা নিতান্তই কম থাকে। তখন একটি ফার্ম হয়তো সেই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় অন্য কোন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করে লাভবান হবে না বলে মনে করে। তখন সেই পণ্যের বাজারে একচেটিয়া কারবার দেখা দেয়।

---

৪ "Monopoly is a market structure in which there is a single seller, there are no close substitutes for the commodity it produces and there are barriers to entry"– A. Koutsoyiannis.

৫ Monopoly is such a firm producing a commodity of which there are no close substitutes. – G. J. Stigler.

২. **উপকরণের গতিশীলতার অভাব:** উপকরণ যদি সহজে স্থানান্তরযোগ্য না হয়, তবে উৎপাদকদের মধ্যে উপকরণ নিয়ে কোন প্রতিযোগিতা নাও থাকতে পারে। আবার উপকরণ কখনও কখনও আইনগত বিধি নিষেধের কারণে এক শিল্প থেকে অপর শিল্পে যেতে পারে না। তখন উৎপাদনক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। একইভাবে প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল একজনের দখলে থাকলেও একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হতে পারে।

৩. **প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের মুনাফা সম্পর্কিত অজ্ঞতা:** একটি বৃহৎ ফার্ম যখন উৎপাদন পরিচালনা করে তখন তার মুনাফা সম্পর্কে অন্যান্য ফার্ম জানতে পারে না। ফলে বৃহৎ ফার্ম কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তার মুনাফা বাড়াচ্ছে, এ সম্পর্কে স্বল্পকালে অন্য ফার্ম সহজে জানতে পারে না। এ অবস্থায় একচেটিয়া কারবার থাকতে পারে।

৪. **ব্যয় সংক্রান্ত সুবিধা:** কোন ফার্ম অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সুবিধা অর্জন করতে পারে। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীনে উৎপাদন পরিচালিত হলে একটি ফার্ম যত খুশি উৎপাদন করতে পারে। তখন অপর কোন ফার্ম শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বিবেচ্য ফার্ম একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়।

৫. **স্বাভাবিক একচেটিয়া:** বাজারের পরিস্থিতি এমনই হতে পারে যে, সেখানে কেবল একটি ফার্ম/প্ল্যান্ট থাকা যুক্তিযুক্ত। যেমন, টেলিফোন ক্যাবল সংযোগ প্রদানে ভিন্ন ভিন্ন ফার্ম/প্ল্যান্ট থাকলে অযথা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় একাধিক ফার্ম কাম্য হয় না। যদি বাজারের পরিস্থিতি কেবল একটি ফার্মকে অনুমোদন করে তবে সেক্ষেত্রে যে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়, তাকে স্বাভাবিক একচেটিয়া (Natural Monopoly) বলে।

৬. **সরকারি উদ্যোগ:** সাধারণত সরকার সেই কারবারকে অধিগ্রহণ করে, যেখানে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য/ সেবার ক্ষেত্রে ভোক্তারা একচেটিয়া কারবার দ্বারা শোষিত হওয়ার আশংকা থাকে। আবার কখনও সরকার নিজেই পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এভাবেও একচেটিয়া কারবার দেখা দেয়।

৭. **প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি :** পূর্বাবস্থিত ফার্ম (Existing firm) সীমাবদ্ধ দামনীতি (Limit Pricing Policy) অবলম্বন করতে পারে। নতুন ফার্মের প্রবেশের ক্ষেত্রে এ নীতি বাধা জন্মায়। এ ছাড়া বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার বা উৎপন্ন দ্রব্য পৃথকীকরণ- নতুন ফার্মের অনুপ্রবেশে ক্ষেত্রে বাধা জন্মায়। নতুন ফার্ম তখন উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রবেশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে একচেটিয়া কারবারী নিজের উৎপাদন চালিয়ে যায়।

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য: একচেটিয়া বাজারে যে সব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ—

১. **একক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা:** একচেটিয়া বাজারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কেবল একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে। এ কারণে দ্রব্যের যোগান অথবা দামের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।

২. **নিকট বিকল্প দ্রব্যের অনুপস্থিতি:** একচেটিয়া বাজারে যে দ্রব্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় হয় তার ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক দ্রব্য বা সেবা থাকে না। ফলে একচেটিয়া কারবারি দ্রব্য বা সেবার দাম অথবা যোগানের ওপর একক প্রাধান্য বিস্তার করে।

৩. **দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ:** একচেটিয়া কারবারি ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্য সেবার দাম অথবা তার যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই এ বাজার দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বাজার। তবে সে একই সঙ্গে উভয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৪. **বাজারে প্রবেশের পথে বাধা:** এ বাজারে যেহেতু কেবল একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে সেহেতু এখানে নতুন কোনো প্রতিযোগীর প্রবেশ কিংবা বাজার ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

৫. **ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য না থাকা:** একচেটিয়া বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। এজন্য এখানে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

৬. **বিজ্ঞাপনের অনাবশ্যকতা:** একচেটিয়া কারবারির কোনো প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান না থাকায় তাকে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপনের জন্য কোনো ব্যয় বহন করতে হয় না।

৭. **বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই:** বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীকে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় করতে হয় না। তবে জনস্বার্থে তথ্যমূলক বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৮. **মুনাফা:** এ কারবারে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ইচ্ছামতো দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।

৯. **আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য:** একচেটিয়া বাজারের দ্রব্যে নিকট বিকল্পহীন, ফলে এর আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য।

১০. **নিম্নগামী গড় আয় বা চাহিদা রেখা:** একচেটিয়া বাজারে কম দামে বেশি বিক্রয় অথবা বেশি দামে কম পণ্য সেবা বিক্রয় করা যায়। এ বাজারে তাই দ্রব্যের গড় আয় (AR) বা চাহিদা (D) রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় এবং প্রান্তিক আয় (MR), গড় আয় থেকে কম হয়। অর্থাৎ $AR = D$ হয় এবং $MR < AR$ হয়।

৪.১২ একচেটিয়া ফার্ম দাম সৃষ্টিকারী (A Monopoly Firm is a Price Maker)

বাজারে একটি ফার্ম থাকলে, উৎপাদিত পণ্যের নিকট বিকল্প না থাকলে এবং সর্বোপরি প্রতিযোগী ফার্মের প্রবেশ অধিকার না থাকলে পণ্যের যোগানের ওপর ঐ ফার্মের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে একটি ফার্ম পণ্যের দামের ওপর একক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রয়োজনে দাম বাড়াতে পারে আবার ইচ্ছা করলে দাম কমাতে পারে। এ বাজারে দাম নির্ধারণে ক্রেতার কোনো ভূমিকা নেই। বিক্রেতা নিজেই তার পণ্যের দাম ঠিক করে। এজন্য একচেটিয়া ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বলা হয়।

উল্লেখ্য, একচেটিয়া কারবারি দাম বাড়িয়ে ক্রেতাকে অধিক পরিমাণে ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারে না। তবে দাম কমিয়ে ক্রেতাকে অধিক পরিমাণে ক্রয় করতে উৎসাহিত করতে পারে। এক কথায় ক্রেতা এক্ষেত্রে মার্শালীয় চাহিদা বিধি দ্বারা পরিচালিত। এজন্য একচেটিয়া ফার্ম বাজারে যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তা বাম থেকে ডানে নিম্নগামী।

৪.১৩ গড় আয় রেখাকে কেন ফার্মের চাহিদা রেখা বলা হয়? (Why AR Curve is called Firm's Demand Curve?)

আমরা জানি, ফার্মের চাহিদা রেখা বিভিন্ন দামে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করে। একচেটিয়া বাজারে দাম এবং চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক বিপরীত হয় বলে ভোক্তার চাহিদা রেখা এবং ফার্মের চাহিদা রেখা সমার্থক হয়ে পড়ে। আবার AR রেখাও বিভিন্ন দামে বিক্রয়ের বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ প্রতি একক পণ্য কি দামে বিক্রি হয় তা AR রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কাজেই গড় আয় রেখা এবং ফার্মের চাহিদা রেখা ও ক্রেতার চাহিদা রেখা একচেটিয়া বাজারে সমার্থক হয়ে পড়ে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই? *[কু. বো. ২০২২; দি. বো. ২০২১]*

২. কোন বাজারে পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না? *[সি. বো. ২০২২; দি. বো. ২০২১]*

৩. কোন বাজারে ফার্ম 'দাম সৃষ্টিকারী'? *[ব. বো. ২০২১]*

৪. কোন বাজারে সাধারণত $P > MC$ হয়? *[য. বো. ২০২৩; ব. বো. ২০১৭]*

৫. কখন একচেটিয়া কারবার দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেয়?

৬. কোন ধরনের বাজার কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা যায়? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. বাংলাদেশ থেকে একচেটিয়া বাজারের দুটি উদাহরণ লেখো।

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ৫টি পার্থক্য ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৫ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও এর বৈশিষ্ট্য

৪.১৪ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competition)

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এডওয়ার্ড হেস্টিংস চেম্বারলিন (Prof. E. H. Chamberlin) একচেটিয়া প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করেন। পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার-এ দুটি বিশ্লেষণ বাজার কাঠামোর দুটি মেরুতে অবস্থিত। এদের মাঝামাঝি বিশ্লেষণ হলো একচেটিয়া প্রতিযোগিতা। অধ্যাপক চেম্বারলিন পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পান। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ধারণার মধ্যে সেই সমন্বয় প্রয়াস নিহিত। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের সংমিশ্রণ ঘটে।

সুতরাং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বলতে এমন একটি বাজার কাঠামো বোঝায়, যার বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকে— যথেষ্ট ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যা, তারা সদৃশ্য কিন্তু সামান্য বিভেদীকৃত দ্রব্য উৎপাদন করে, তাদের বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা থাকে এবং বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার জ্ঞান থাকে অপূর্ণাঙ্গ। (Monopolistic competition is a market structure characterized by a large number of relatively small firms, similar but slightly different products, freedom of entry and exit and imperfect knowledge.)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার প্রবক্তা আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ই. এইচ. চেম্বারলিন।* পরবর্তীতে তার সাথে যুক্ত হন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন (The Economics of Imperfect Competition, Joan Robinson)। চেম্বারলিন দ্রব্য পৃথকীকরণ ও বিজ্ঞাপনের ওপর এবং রবিনসন দাম বৈষম্যকরণ ও শোষণ এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে এমন বাজার কাঠামোকে বোঝায়, যেখানে বহুসংখ্যক বিক্রেতা বাজারে অবাধে প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা নিয়ে কর্মরত থাকে এবং প্রত্যেক বিক্রেতা দ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে (রঙ, গন্ধ, ট্রেডমার্ক, ব্রান্ড ও লেবেল, মোড়ক, পরিবেশনার উপায়) কিছুসংখ্যক ক্রেতার ওপর কিছুটা একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে। চেম্বারলিন পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। সুতরাং, যে বাজারে একচেটিয়া বাজারের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং বহুলাংশে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, সে বাজারকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

■ **ই. এইচ. চেম্বারলিন** এর মতে, "যে বাজারে, বহুসংখ্যক বিক্রেতা একই জাতীয় কিন্তু পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রি করে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।"[৬]

এ বাজারে ফার্মের সংখ্যা দশ-এর চেয়ে অধিক হয়। এরূপ বাজারে বিক্রেতা বিভিন্ন ট্রেডমার্ক এবং ব্রান্ডের মাধ্যমে দ্রব্য পৃথকীকরণের চেষ্টা করে। যেমন— বিভিন্ন রকম টুথপেস্ট, সাবান, বিভিন্ন কোম্পানির শাড়ি-কাপড়, ব্লেড ইত্যাদি।

৪.১৫ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Monopolistic Competition Market)

১. বহুসংখ্যক ছোট ফার্ম মোট উৎপাদনের সামান্য পরিমাণ বাজারে পণ্যসেবার যোগান দেয়।

২. প্রত্যেক বিক্রেতা নানাভাবে; যেমন– ট্রেডমার্ক, ব্রান্ড, লেবেল, মোড়ক, বিজ্ঞাপন, আকৃতি, রঙ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রব্য পৃথকীকরণ করে থাকে।

---

* The Theory of Monopolistic Competition, 1933, E. H. Chamberlin

৬ Monopolistic competition refers to the market organisation in which there are many sellers of a defferentionted product.– E.H.Chamberlin.

৩. নতুন ফার্মের বাজারে প্রবেশের কোনো বাধা নেই আবার পুরাতন ফার্মের প্রস্থানেও কোনো বাধা নেই।

৪. উৎপাদিত পণ্যগুলো প্রয়োজন ও ব্যবহারের দিক থেকে একই ধরনের হলেও একটি পণ্য অন্যটির নিকট বিকল্প প্রকৃতির হয়।

৫. বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দাম হ্রাস করতে হয়। ফলে গড় আয় বা চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। এ বাজারে চাহিদা রেখার ঢাল; একচেটিয়া বাজারের চাহিদা রেখার ঢাল অপেক্ষা কম হয়।

৬. বিক্রেতা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রি করে এবং সে কম-বেশি স্বাধীন দাম নীতি অনুসরণ করতে পারে।

জেনে রাখো

E. H. Chamberlin একচেটিয়া প্রতিযোগিতার আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমদিকে ধরে নেন যে প্রতিটি গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ফার্মের একই রকম ব্যয় এবং চাহিদা রেখা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ফার্ম একই রকম ব্যয় ও চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়। সে জন্য একচেটিয়া বাজারের ফার্মগুলো একই ধরনের হয়।

৭. ক্রেতারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি, গুণাগুণ ও দাম সম্পর্কে আগাম ধারণা পেয়ে থাকে।

৮. পণ্যভেদ থাকায় বিক্রয় খরচ অপরিহার্য। প্রত্যেক বিক্রেতা বাজার দখল ও ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যয় ও বিক্রয় খরচ বহন করে।

৯. বাজারে দলীয় বা গ্রুপ ভারসাম্য কার্যকর হয়।

১০. আদর্শ উৎপাদন (Ideal Output) সংক্রান্ত ধারণা এবং তার সাথে জড়িত অতিরিক্ত সামর্থ্যের (the excess capacity) ধারণা উভয়ই দীর্ঘকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি ফার্মের আদর্শ উৎপাদন বলতে সেই অবস্থাকে নির্দেশ করা হয় যে উৎপাদনক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ন্যূনতম (The ideal output of a firm was generally regarded as that output associated with minimum long run average cost.)

১১. একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় 'সদৃশ্য অথচ পৃথকীকৃত দ্রব্যের' অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে ক্রেতা সম্পূর্ণ অবহিত নয়। আবার বিক্রেতা বা ফার্ম অপরাপর ফার্মের আচরণ বা গতিবিধি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত নয়।

১২. স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হলেও দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রবক্তা কে?
২. কোন বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও এর চাহিদা শূন্য হয় না?
৩. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে ফার্ম কী ধরনের মুনাফা অর্জন করতে পারে?
৪. কোন বাজারে জোট বা দলভুক্ত ফার্ম থাকে?
৫. বাস্তব জগতের অধিকাংশ বাজারই কোন ধরনের?
৬. কোন দুটি বাজারের সমন্বিত রূপ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার?

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

৫ জন করে শিক্ষার্থীদের দল গঠন করো। প্রথম দল সাবান, টুথপেস্ট, ফেসিয়াল ক্রিমসহ বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত দ্রব্যের তালিকা তৈরি করবে এবং অন্য দল এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ যাচাই করবে।

পাঠ ৬ অলিগোপলি বাজার; অলিগোপলি বাজারের প্রকারভেদ ও এর বৈশিষ্ট্য এবং অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজারের তুলনা

৪.১৬ অলিগোপলি বাজার (Oligopoly Market)

যে বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিক্রেতা সমজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে তাকে অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার বলে।

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ফেলনার (William Fellner) এরূপ বাজারকে 'স্বল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ওষুধ, মোবাইল ফোন কোম্পানি, ঢেউটিন, ইস্পাত, মোটরগাড়ি, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বাজার পরিলক্ষিত হয়।

অলিগোপলি অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে এমন একটি বাজার, যেখানে দুইয়ের অধিক বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক নয় এবং একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করে তবে তাকে অলিগোপলি বাজার বলে। এ ধরনের বাজারকে আবার কয়েকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও (competition among few) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, যখন বিক্রেতার সংখ্যা দুই থেকে দশ জন পর্যন্ত থাকে তখন অলিগোপলি বাজার সৃষ্টি হয়।

৪.১৭ অলিগোপলি বাজারের প্রকারভেদ (Types of Oligopoly)

অলিগোপলি বাজারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. **বিশুদ্ধ অলিগোপলি ও পৃথকীকৃত অলিগোপলি:** স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে এমন বাজারকে বিশুদ্ধ অলিগোপলি বলে। কিন্তু বাজারে স্বল্পসংখ্যক প্রতিযোগী বিক্রেতা প্রায় একই দ্রব্য অথচ সম্পূর্ণ সমজাতীয় নয় এরূপ দ্রব্য বিক্রি করলে সে বাজারকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি বাজার বলা হয়।

২. **খোলা অলিগোপলি ও বন্ধ অলিগোপলি:** যে অলিগোপলির বাজারে নতুন প্রতিযোগী ফার্ম সহজেই প্রবেশ করতে পারে তাকে খোলা অলিগোপলি বলে। অন্যদিকে, যে অলিগোপলির বাজারে নতুন প্রতিযোগী ফার্ম সহজেই প্রবেশ করতে পারে না তাকে বন্ধ অলিগোপলি বলা হয়।

৩. **আংশিক অলিগোপলি ও পূর্ণ অলিগোপলি:** যে অলিগোপলি বাজারে মাত্র একটি বা অতি অল্পমাত্র বৃহদায়তন ফার্ম থাকে এবং বাজারে সে ফার্মগুলো দাম বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন ফার্ম সেই দাম মেনে চলে তাকে আংশিক অলিগোপলি বলে। অপরপক্ষে, যে অলিগোপলি বাজারে প্রত্যেক ফার্ম নিজের ইচ্ছামতো বা স্বাধীনভাবে দ্রব্যের যোগান দেয় বা দাম নির্ধারণ করে সেই অলিগোপলি বাজারকে পূর্ণ অলিগোপলি বাজার বলে।

৪. **যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি ও যোগসাজশবিহীন অলিগোপলি:** যে অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতা ও ফার্মগুলোর মধ্যে যোগসাজশ থাকে তাকে যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি নামে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে, যে অলিগোপলি বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মসমূহের মধ্যে কোনো যোগসাজশ থাকে না তাকে যোগসাজশবিহীন বা ষড়যন্ত্রহীন অলিগোপলি বলা হয়।

৪.১৮ অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Oligopoly)

১. ফার্মসমূহের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় থাকায় স্বল্প ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান এ বাজারে দ্রব্যের দাম এবং উৎপাদন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফার্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়।

২. অলিগোপলিতে একজন বিক্রেতা অপর বিক্রেতার সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। অন্যের কাছ থেকে ক্রেতা কীভাবে ছিনিয়ে নেয়া যায় এবং নিজ দ্রব্যের ভোক্তাদেরকে কীভাবে ধরে রাখা যায় এ বিষয়ে প্রত্যেক বিক্রেতা চিন্তিত। তাই নিজ দ্রব্যের গুণাগুণ প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নেয়।

৩. মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য কয়েকটি ফার্ম দলীয়ভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করতে পারে আর এই দলীয় মনোভাব সমঝোতামূলক বা চুক্তিমাফিক হতে পারে।

৪. অলিগোপলি বাজারে অবস্থিত ফার্মসমূহ আয়তনের দিক দিয়ে ছোট হতে পারে। আর এই আয়তনের পার্থক্যের কারণেই ফার্মসমূহের মধ্যে খরচের ব্যবধান হয়ে থাকে।

৫. মুষ্টিমেয় বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় একজনের পরিবর্তিত দামের দ্বারা অন্যজনের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যেমন— একটি ফার্ম দাম কমালে প্রতিযোগী ফার্মগুলো দাম কমাবে না কি অপরিবর্তিত রাখবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আবার দাম যদি হ্রাস করে তবে তা কতটুকু হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

৬. অলিগোপলি বাজারে দ্রব্যসমূহ সমজাতীয় বা অসমজাতীয় অর্থাৎ গুণগত বা আকৃতিতে পার্থক্য থাকে।

৭. এ বাজারে দাম অনমনীয় থাকে। তাই কোনোরূপ অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য দামের যুদ্ধে উৎপাদনকারীরা অবতীর্ণ হতে চায় না। তাছাড়া চুক্তিমাফিক যে দাম নির্ধারিত হয় তা হ্রাসবৃদ্ধি করে অযথা দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় না। ফলে এ বাজারে দামের অনমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

৪.১৯ অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজারের তুলনা (Comparison among Oligopoly and other Markets)

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ফার্ম থাকে। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা যথেষ্ট। মনোপলিতে একটি ফার্ম থাকে। কিন্তু অলিগোপলিতে ফার্মের সংখ্যা একাধিক, তবে সংখ্যা সীমিত। কাজেই বিক্রেতার সংখ্যার দিক থেকে অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজার কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

২. একচেটিয়া কারবারে যেহেতু একজন বিক্রেতা ভূমিকা রাখে, তাই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো সুযোগ নাই। অপরদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতাতে অসংখ্য ফার্ম থাকায় ফার্ম উপলব্ধি করতে পারে যে, এখানে প্রতিদ্বন্দ্বি করে কোনো লাভ নেই। বরং চলতি দাম মেনে নিয়ে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন চালানো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অলিগোপলিতে প্রতিদ্বন্দ্বি ফার্মগুলোর মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কখনও কখনও তারা গোপন চুক্তির ভিত্তিতে ষড়যন্ত্রমূলক জোট গঠন করে।

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দ্রব্য সমজাতীয় হয়, সেখানে দ্রব্য পৃথকীকরণের সুযোগ থাকে না। একচেটিয়া প্রতিযোগিতাতে দ্রব্য সামান্য পৃথকীকরণ থাকতে পারে। অলিগোপলিতে কখনও সামান্য, আবার কখনও যথেষ্ট পৃথকীকরণ দ্রব্য পরিলক্ষিত হয়।

৪. অলিগোপলি হলো সেই স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতার বাজার যেখানে ফার্মগুলো একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং অপরজন কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে একটি ফার্ম সবসময় সজাগ থাকে। অলিগোপলি ফার্মের এ ধরনের আচরণ পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় দেখা যায় না।

৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শিল্প সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় যে, সমজাতীয় দ্রব্য নিয়ে অসংখ্য ফার্মের সমন্বয়ে একটি শিল্প গঠিত হয়। অপরদিকে একচেটিয়া কারবারে একক ফার্মই শিল্প বলে গণ্য হয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় শিল্প কথার পরিবর্তে গ্রুপ কথাটি ব্যবহৃত হয়। শিল্প বা গ্রুপ পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতা যেভাবে উৎপাদন ও দাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, অলিগোপলিতে তা সম্ভব হয় না। তাই অলিগোপলিতে দাম ও উৎপাদন নির্ধারণের একক কোনো মডেল পাওয়া যায় না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন বাজারকে মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার বলা হয়? *[সি. বো. ২০২২; কু. বো. ২০২১]*

২. অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কয়জন থাকে? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৮-১৯]*

৩. 'Competition among few' মার্কেট বলা হয় কোন বাজারকে? *[য. বো. ২০১৬]*

৪. অলিগোপলি বাজারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

৫. কোন বাজার ব্যবস্থায় গুটিকয়েক উৎপাদক থাকে? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

৬. কে অলিগোপলি বাজারকে 'স্বল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন?

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

অলিগোপলির সাথে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামোর তিনটি পার্থক্য লেখো।

পাঠ ৭ মনোপসনি বাজার; ডুয়োপলি বাজার; ডুয়োপসনি বাজার; দ্বিপাক্ষিক ও দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার

৪.২০ মনোপসনি বাজার (Monopsony Market)

'Mono' শব্দের অর্থ এক এবং 'sony' শব্দের অর্থ ক্রেতা। সাধারণ অর্থে মনোপসনি বলতে একজন মাত্র ক্রেতাকে বোঝায়। মনোপসনি বাজার, মনোপলি বাজারের বিপরীত অবস্থা। **যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা কিন্তু বিক্রেতা অনেক থাকে তাকে মনোপসনি বাজার বলে।** আখ চাষের অঞ্চলে আখ চাষি অনেক থাকলেও চিনি কল থাকে মাত্র একটি। এক্ষেত্রে চিনি কল ক্রেতার এবং আখ চাষিরা বিক্রেতার ভূমিকা পালন করে।

মনোপসনি বাজারের বৈশিষ্ট্য:

১. এ বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক।
২. এ বাজারে ক্রেতার সংখ্যা একজন।
৩. এ বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা কর্তৃক শ্রমিকের শোষণ পরিমাপ করা যায়।

উপকরণ বাজারে মনোপসনি থাকলে একটি ফার্ম উপকরণ বাজারে একাই ক্রেতা এবং সেখানে অসংখ্য বিক্রেতা থাকে। অর্থাৎ উপকরণ বাজারে মনোপসনি কিন্তু পণ্য বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

৪.২১ ডুয়োপলি বাজার (Duopoly Market)

ডুয়োপলি (Duopoly) শব্দে, ডুয়ো (Duo) যার অর্থ দুই এবং পলি (Poly) যার অর্থ বিক্রেতা। কাজেই ডুয়োপলি শব্দটির অর্থ দুইজন বিক্রেতা।

যে বাজারে কেবল দুটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা দুজন বিক্রেতা থাকে, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে, তাকে ডুয়োপলি বাজার বলে। এ বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন অথবা যোগান এ দুজন বিক্রেতাই নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন— সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ডেসকো এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি।

ডুয়োপলি বাজারের বৈশিষ্ট্য:

১. বিক্রেতা মাত্র দুজন।
২. ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য।
৩. দুজন বিক্রেতা ছাড়া অন্য কোনো বিক্রেতা বাজারে প্রবেশ করতে পারে না।

৪.২২ ডুয়োপসনি বাজার (Duopsony Market)

যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুজন, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে তাকে ডুয়োপসনি বাজার বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'ক' অঞ্চলে পাট চাষির সংখ্যা অনেক কিন্তু সেখানে পাটকলের সংখ্যা মাত্র দুটি। উক্ত 'ক' অঞ্চলে পাট চাষিরা বিক্রেতা এবং পাটকল ক্রেতা। এটিকে ডুয়োপসনি বাজার বলা যায়। এরূপ আরও একটি বাজার হলো অলিগোপসনি (Oligopsony)। যে বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্রেতা কিন্তু বিক্রেতা অসংখ্য, সে বাজারকে অলিগোপসনি বাজার বলে।

৪.২৩ দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার (Bilateral Monopoly Market)

বাজারে একজন বিক্রিতা এবং একজন ক্রেতা থাকলে তাকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বলা হয়। সাধারণত উপকরণের বাজারে এরূপ দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটে। কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের একজন বিক্রেতা এবং একজন ক্রেত থাকলে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজারের সৃষ্টি হয়। উপকরণের একজন বিক্রেতাকে Monopoly Seller বলা হয় এবং একজন ক্রেতাকে Monopsony Buyer বলা হয়। **কাজেই Monopoly Seller এবং Monoposny Buyer নিয়ে গঠিত বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে।**

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। মনে করি, বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানি (BTC) সিগারেট উৎপাদনে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। BTC সিগারেট উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ 'তামাক' এর একমাত্র ক্রেতা (Monoposny)। আবার তামাক উৎপাদনকারী কৃষকগণ 'সমবায় সমিতি' গঠন করলে সমিতি হবে তামাকের একমাত্র বিক্রেতা (Monopoly)। কাজেই BTC এবং সমবায় সমিতির উপস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার গড়ে উঠবে। কিংবা সিগারেট উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকগণ 'শ্রমিকসংঘ' গঠন করলে শ্রমিকসংঘ শ্রমের একমাত্র বিক্রেতা বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে BTC এবং শ্রমিক সংঘের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া গড়ে উঠবে।

৪.২৪ দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার (Price Discriminating Monopoly Market)

একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম থাকে, উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকট বিকল্প থাকে না এবং সর্বোপরি নতুন প্রতিযোগি ফার্মের প্রবেশ নিষেধ। এমতাবস্থায় একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম ও পণ্যের যোগানের উপর এককভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে Price Maker বলা হয়। এজন্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে বিভেদমূলক দামনীতি অনুসরণ করা সম্ভব। তাই **বৈষম্যমূলক দামনীতিকে সাধারণভাবে বৈষম্যমূলক একচেটিয়া কারবারও (Discriminating Monoply) বলা হয় থাকে।**

দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজারের কতিপয় উদাহরণ—

১. দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বিভেদমূলক দাম। যেমন, একই বই বোর্ড-বাঁধানো হলে একটি দাম এবং সাধারণ কাগজের প্রচ্ছদসহ (পেপার ব্যাক) হলে অপর একটি দাম দেওয়া হয়। টুথপেস্টের ছোট আকারের টিউবের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি এবং আবার ইকোনমি সাইজগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে কম।

২. গ্রাহকদের মর্যাদা দ্বারা বিভেদমূলক দাম নিরূপিত হয়। যেমন- সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন সিনেমা হলে বা যানবাহনের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের দিক থেকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

৩. দ্রব্যের ব্যবহারের ভিন্নতার উপর নির্ভর করে বিভেদমূলক দাম। যেমন, গৃহে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য যে চার্জ নেওয়া হয়, তার চেয়ে শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের চার্জ কম। রেলওয়ে ওয়াগনে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য পরিবহনে এক ধরনের চার্জ, সৌখিন দ্রব্যাদি পরিবহনে ভিন্ন ধরনের চার্জ। ওয়াগনে কয়লা পরিবহনে এক ধরনের চার্জ, আবার কাপড়ের গাঁট পরিবহনে আর এক ধরনের চার্জ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন সে বাজারকে কী বলে? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩; ঢা. বো. ২০২২; য. বো. ২০২৩]*

২. কোন বাজারটি মনোপসনি বাজারের বিপরীত অবস্থা নির্দেশ করে? *[কু. বো. ২০২২]*

৩. কোন বাজারে দুজন ক্রেতা থাকে? *[ব. বো. ২০২৫; য. বো. ২০২২]*

৪. একজন ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকে কোন বাজারে? *[য. বো., কু. বো., ব. বো. ২০২১]*

৫. যে বাজারে একজন ক্রেতা এবং একজন বিক্রেতা বিদ্যমান সেই বাজারকে কী বলে? *[দি. বো. ২০১৯]*

৬. যুদ্ধ বিমান কোন বাজারের পণ্য?

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মনোপসনি, ডুয়োপলি, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া এবং দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজারের একটি করে উদাহরণ দাও।

পাঠ ৮ ও ৯ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা; ফার্ম ও শিল্পের ধারণা

৪.২৫ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা (Comparison among Perfect Competition, Monopoly and Monopolistic Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	একচেটিয়া বাজার	একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
১. অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা বিদ্যমান।	অসংখ্য ক্রেতা কিন্তু একজন মাত্র বিক্রেতা বিদ্যমান।	ক্রেতা ও বিক্রেতা অনেক কিন্তু অসংখ্য নয়।
২. সমজাতীয় পণ্য বিদ্যমান।	একটিমাত্র পণ্য কিন্তু এটির পূর্ণ বিকল্প পণ্য নাই।	পণ্যগুলো একই ধরনের হলেও অভিন্ন নয়।
৩. বাজারে নতুন প্রতিযোগীর অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে।	নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ পথ রুদ্ধ।	নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা নেই।
৪. উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।	উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা নিম্নগামী।	উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা নিম্নগামী।
৫. উৎপাদনের কাম্য অবস্থায়, প্রান্তিক ব্যয়, দামের সমান হয়। অর্থাৎ MC = P	উৎপাদনের কাম্য অবস্থায়, প্রান্তিক খরচ, প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। অর্থাৎ MC = MR	কাম্য অবস্থায়, বিক্রয় খরচসহ প্রান্তিক খরচ, প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। অর্থাৎ MC = MR
৬. স্বল্পকালে ভারসাম্যবস্থায়, MC = MR = AR = P এবং ঢাল MR < ঢাল MC হয়।	ভারসাম্যব্যস্থায়, MC = MR, (MR < AR = P)। এবং ঢাল MR < ঢাল MC হয়।	ভারসাম্যবস্থায়, MC = MR ও MR < AR এবং ঢাল MR < ঢাল MC হয়।
৭. বাজার তথ্য সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা জ্ঞাত।	বাজার তথ্য সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পূর্ণভাবে জ্ঞাত নয়।	বাজার তথ্য সম্পর্কে ক্রেতা বিক্রেতা পূর্ণভাবে জ্ঞাত নয়।
৮. অন্যান্য বাজার থেকে কম খরচে উৎপাদন বেশি হয়।	অন্যান্য বাজারের চেয়ে উৎপাদন কম হয়।	অন্যান্য বাজারের চেয়ে উৎপাদন কম হয়।
৯. অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম কম থাকে।	অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম বেশি থাকে।	অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম বেশি থাকে।
১০. স্বল্পকালে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও ক্ষতি স্বীকার করলেও দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।	স্বল্পকালে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও ক্ষতি স্বীকার করলেও দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।	স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করলেও অবাধে প্রবেশের ফলে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

৪.২৬ ফার্ম ও শিল্পের ধারণা (Concept of Firm and Industry)

১. **প্ল্যান্ট (Plant):** একটি দ্রব্য উৎপাদনে একই ব্যবস্থাপনায় কতগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট বা একক থাকে। উৎপাদনের এসব স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট বা এককগুলোকে প্ল্যান্ট (plant) বলে। তাঁতের কাপড় বা পাটকলে প্রতিটি তাঁত বা লুম হলো এক একটি প্ল্যান্ট।

২. **ফার্ম (Firm):** একই ব্যবস্থাপনায় একটি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ একাধিক প্ল্যান্ট থাকতে পারে। এসব প্ল্যান্টের সমষ্টিই হলো ফার্ম। সুতরাং, একই ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের সকল ইউনিটের সমষ্টিকে ফার্ম (Firm) বলে। যেমন—
   ১. তিব্বত সাবান কারখানা হলো ফার্ম, এ কারখানার অধীনে প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হলো প্ল্যান্ট।
   ২. আকিজ জুট মিল হলো ফার্ম এবং এর অধীনে প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হলো প্ল্যান্ট।
   ৩. বনরূপা টেক্সটাইল মিল হলো ফার্ম এবং এর অধীনে প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হলো প্ল্যান্ট।

৩ **শিল্প (Industry):** বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। অন্যভাবে, কোনো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একক উৎপাদন ইউনিটকে ফার্ম এবং সব ফার্মকে একত্রে শিল্প বলে। যেমন–

১. বাংলাদেশে অবস্থিত কাপড় কাচা সাবানের ফার্মগুলোর সমষ্টিকে সাবান শিল্প বলা হয়।
২. বাংলাদেশের জুট মিলসমূহ একত্রে পাট শিল্প।
৩. বাংলাদেশের টেক্সটাইল মিলগুলো একত্রিত হয়ে টেক্সটাইল শিল্প।
৪. বাংলাদেশের সকল চিনির মিল নিয়ে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে।

৪.২৭ ফার্ম ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Firm and Industry)

ফার্ম ও শিল্পের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো–

দাম গ্রহীতা কী?

দাম গ্রহীতা বলতে প্রচলিত দাম মেনে নেওয়া বোঝায়। পূর্ব নির্ধারিত দাম মেনে নিয়ে যে ফার্ম উৎপাদন বা বিক্রয় কাজ পরিচালনা করে, সেই ফার্ম দাম গ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ফার্মের বৈশিষ্ট্য: ১. একই ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বা একাধিক প্ল্যান্টের সমষ্টি হলো ফার্ম।
২. একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
৩. একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনকারী একক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ফার্ম গঠিত হয়।
৪. ফার্মের পরিধি সীমিত।
৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল, কারণ দাম স্থির থাকে।
৬. ফার্মের যোগান মোট উৎপাদনের তুলনায় খুবই কম।
৭. দামের ওপর কারও প্রভাব নেই। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফার্ম দামগ্রহীতা তথা Price Taker হিসেবে কাজ করে।
৮. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; কারণ একটি ফার্মই হলো শিল্প।
৯. ফার্ম ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়।
১০. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় এবং একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। তবে দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে, একচেটিয়ায় দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য: ১. বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে; ২. শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত; ৩. একই দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মকে নিয়ে শিল্প গঠিত হয়; ৪. শিল্পের পরিধি ব্যাপক; ৫. শিল্পের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী; ৬. শিল্পের যোগান ফার্মের তুলনায় বেশি; ৭. শিল্পে, চাহিদা যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়; ৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে; ৯. শিল্প বৃহৎ আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়; ১০. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে কিন্তু স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিক, ক্ষতি ও অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

৪.২৮ ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Firm & Industry)

ক্রমিক নং	বিষয়	ফার্ম	শিল্প
১.	সংজ্ঞা	একই মালিকানায় উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বা একাধিক প্ল্যান্ট থাকে, তাদের সমষ্টিকে ফার্ম বলে।	বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।
২.	ব্যবস্থাপনা	ফার্ম একক বা একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।	শিল্প বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।
৩.	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনকারী একক প্রতিষ্ঠান হলো ফার্ম।	সমজাতীয় বা একই দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মকে একত্রে শিল্প বলা হয়।
৪.	পরিধি	ফার্মের পরিধি সীমিত।	শিল্পের পরিধি বিস্তৃত।
৫.	উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ নীতি	ফার্মে দাম ও উৎপাদন নীতি ক্ষুদ্রতর।	শিল্পে দাম ও উৎপাদন নীতি বৃহত্তর।

ক্রমিক নং	বিষয়	ফার্ম	শিল্প
৬.	দাম নির্ধারণ	দামের ওপর প্রভাব নেই। তাই দাম গ্রহীতা হিসেবে কাজ করে।	দ্রব্যের দাম নির্ধারণে শিল্প বড় ভূমিকা পালন করে।
৭.	যোগান	ফার্মের যোগান শিল্পের তুলনায় ছোট।	শিল্পের যোগান অনেক বেশি।
৮.	চাহিদা রেখা	পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।	শিল্পের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী এবং যোগান রেখা উর্ধ্বগামী।
৯.	রেখাচিত্র	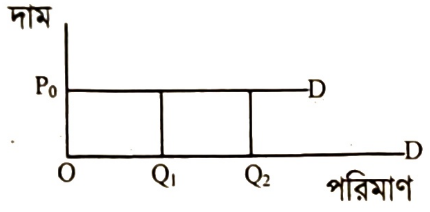	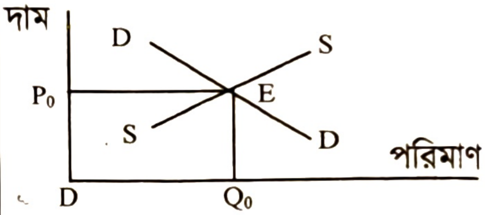
১০.	বাজার	একচেটিয়ায় ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।	পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।
১১.	মুনাফা	স্বল্পকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ও একচেটিয়ায় ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা; অস্বাভাবিক মুনাফা ও ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে। তবে দীর্ঘকালে ফার্ম পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক মুনাফা ও একচেটিয়ায় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।	পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এবং একচেটিয়ায় শিল্প অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মনোপলি বাজারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য শর্ত কী? *[য. বো. ২০১৯, ঢা. বো. ২০১৬]*
২. কোন বাজারের দ্রব্যের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?
৩. একই পণ্য উৎপাদনকারী ফার্মসমূহের সমন্বয়ে কী গঠিত হয়?
৪. কোন ধরনের বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই বলে বিবেচিত? *[দি. বো. ২০২১]*
৫. কখন পূর্ণ প্রতিযোগিতায় উৎপাদনের কাম্য অবস্থায় থাকে?
৬. দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ম কী অর্জন করে?
৭. একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখার প্রকৃতি কেমন? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]*

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দলগতভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ফার্ম ও শিল্পের তালিকা তৈরি করো এবং এদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরো।

গ. শ্রেণির কাজ

বিভিন্ন বাজার যেমন- পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা, অলিগোপলির জন্য নিচের ছকটি পূরণ করো:

বিক্রেতার সংখ্যা	দ্রব্যের প্রকৃতি	প্রবেশ ও প্রস্থান	বাংলাদেশের উদাহরণ

পাঠ ১০ মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি

৪.২৯ মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি (Conditions of Profit Maximization)

উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সাংগঠনিক কাজের পারিতোষিককে মুনাফা বলে।

- অধ্যাপক **আলফ্রেড মার্শালের** মতে, "মুনাফা হলো উদ্যোক্তার মজুরি।"
- অধ্যাপক **টাউজিগ**-এর মতে, "মুনাফা হলো উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার পারিশ্রমিক।"

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের বা ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে মুনাফা (Profit) বলে।

সূত্রানুসারে $\pi = R - C$ বা $\pi = TR - TC$

এখানে, $R = TR =$ মোট আয়, $C = TC =$ মোট ব্যয়; $\pi =$ পাই, (গ্রিক অক্ষর) = মুনাফা।

মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit Maximization): প্রতিটি ফার্মের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। ভারসাম্য অর্জনের মাধ্যমে ফার্ম মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করে। ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হলে উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর কোনো প্রবণতা থাকে না।

ফার্মের ভারসাম্য তথা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যথা –

১. **সনাতন পদ্ধতি:** মোট আয় (TR) ও মোট ব্যয় (TC) পদ্ধতি (Total Revenue and Total Cost Method)

২. **আধুনিক পদ্ধতি:** প্রান্তিক আয় (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) পদ্ধতি (Marginal Revenue and Marginal Cost Method)

এ দুটি পদ্ধতি নিচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো –

১. **সনাতন পদ্ধতি** (মোট আয় ও মোট ব্যয় পদ্ধতি): মোট আয় ও ব্যয়ের পার্থক্যই হলো মুনাফা।
অর্থাৎ $\pi = TR - TC$, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দুটি শর্ত রয়েছে।
১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: মোট আয় রেখা, মোট ব্যয় রেখার উপরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ $TR > TC$ হবে।
অন্যভাবে, $\frac{d\pi}{dQ} = 0$ হবে। অর্থাৎ উৎপাদনের সাপেক্ষে মুনাফা রেখার সর্বোচ্চ হবে এবং এর পরিবর্তন হবে না।
২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত: যে বিন্দুতে মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য সর্বাধিক হবে; সে বিন্দুতে মুনাফা সর্বোচ্চ হবে।
অন্যভাবে, $\frac{d^2\pi}{dQ^2} < 0$ হবে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হওয়ার পর মুনাফা রেখা ধরে ডানে পরিবর্তন হলে মুনাফা কমে যাবে অর্থাৎ মুনাফা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হবে।

২. **আধুনিক পদ্ধতি (প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতি):** ভারসাম্য বা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের-
১ম শর্ত: $MR = MC$ হবে। অর্থাৎ MR ও MC পরস্পরকে ছেদ করবে।
২য় শর্ত: MR রেখার ঢাল < MC রেখার ঢাল। অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দুতে তথা সর্বোচ্চ মুনাফা স্তরে MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে যাবে।
অতিরিক্ত শর্ত: মুনাফা নির্ধারণে AC রেখা অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
স্বল্পকালে পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ক্ষেত্রে $(P = AR) > AC$ এবং দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় $P = AC$ হয়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় $P > AC$ হয়।
তাই অতিরিক্ত শর্ত: $P > AC$ অর্থাৎ দাম বা AR রেখা, গড় ব্যয় রেখার বেশি হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'মুনাফা হলো উদ্যোক্তার মজুরি'– কোন অর্থনীতিবিদ বলেছেন?
২. মুনাফা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো।
৩. আধুনিক পদ্ধতিতে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত কী?
৪. ফার্মের ভারসাম্য তথা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের কয়টি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে?

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্ত লেখো।

পাঠ ১১-১৩ ফার্মের ভারসাম্য এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

৪.৩০ ফার্মের ভারসাম্য (Equilibrium of a Firm)

যে প্রতিষ্ঠান মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সর্বনিম্ন ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন বাজার উপাদান পণ্য বা উপকরণ ক্রয় করে পণ্য বা সেবা বিক্রির জন্য যোগান দেয় তাকে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বলে। ফার্মের মূল লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য হলো মুনাফা।

মোট আয় = পণ্যের দাম × উৎপাদনের পরিমাণ। অর্থাৎ $R = TR = P \times Q$

মোট ব্যয় = পণ্যের গড় খরচ × উৎপাদনের পরিমাণ। অর্থাৎ $C = TC = AC \times Q$

মোট ব্যয় অপেক্ষা মোট আয় যত বেশি হবে মুনাফার পরিমাণও তত বেশি হবে। ফার্মের যে বিন্দুতে বা যে পরিমাণ উৎপাদনে মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয় সবচেয়ে বেশি হয় সে বিন্দুতে ফার্ম কাম্য অবস্থায় তথা ভারসাম্যে পৌঁছে এবং মুনাফা সর্বাধিক হয়।

একটি ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ভারসাম্যের মাধ্যমে কাম্যতা অর্জন করে। যে উৎপাদনে তার মুনাফা সর্বোচ্চ হয়, সে উৎপাদন বিন্দুকে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু বলে। ভারসাম্য বিন্দুতে সর্বদাই দুটি শর্ত পালিত হয়।
শর্তগুলো হলো–

১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: MR = MC। অর্থাৎ ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হতে হবে।
২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত: MR এর ঢাল < MC এর ঢাল। অর্থাৎ MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক দিয়ে ছেদ করে উপরের দিকে যাবে।

৪.৩১ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য (Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition)

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা পূর্ণ জ্ঞানে একটি সমজাতীয় পণ্য দরকষাকষির মাধ্যমে স্থির দামে ক্রয় বিক্রয় করে সে বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। এ বাজারের অনুমিতিসমূহ-

১. সমজাতীয় বা একই জাতীয় দ্রব্য,
২. অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা এবং তাদের বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং সরকারি হস্তক্ষেপ নেই।
৩. বাজারে পণ্যের দাম স্থির থাকে।
৪. উৎপাদক শিল্পে সহজে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারে।
৫. উপাদানসমূহ গতিশীল থাকে অর্থাৎ একই উপাদান বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে।
৬. পরিবহণ ব্যয় ধরা হয় না।

স্বল্পকাল হলো এমন একটি সময়কাল যখন ফার্ম তার পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহ পরিবর্তনে সক্ষম হলেও স্থির উপাদান পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ ফার্মকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খরচের সম্মুখীন হতে হয়। কোনো ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে ফার্ম যখন তখন উৎপাদন বন্ধ করতে পারে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা, অস্বাভাবিক মুনাফা ও ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে।
ভারসাম্যের দুটি শর্ত রয়েছে। যথা—

১. **১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary Condition):** ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ MR = MC হবে।

২. **২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient Condition):** ভারসাম্য বিন্দুতে MR এর ঢাল < MC এর ঢাল। অর্থাৎ MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক দিয়ে ছেদ করে উপরে যাবে।

গাণিতিকভাবে ফার্মের ভারসাম্য শর্ত প্রাপ্তি:

ধরি, ফার্মের মোট আয় (R) = TR, প্রান্তিক আয় MR, মোট ব্যয় (C) = TC এবং প্রান্তিক ব্যয় MC।

তাহলে মুনাফা অপেক্ষক $\pi = TR - TC$

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ১ম শর্ত হলো:

আমরা জানি, সর্বোচ্চ মুনাফায় মুনাফা অপেক্ষকের ঢাল শূন্য।

$$\therefore \frac{d(\pi)}{dQ} = 0$$

বা, $\frac{d}{dQ}(TR - TC) = 0$

বা, $\frac{d}{dQ}(R - C) = 0$

বা, $\frac{dR}{dQ} - \frac{dC}{dQ} = 0$

বা, $MR - MC = 0$

$\therefore MR = MC$

যা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত।

> **জেনে রাখো**
>
> **অন্তরীকরণ:** কোনো রাশিমালাকে অন্য কোনো চলকের সাপেক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বা ভাগ করাকে বলে অন্তরীকরণ।
>
> **অন্তরীকরণ সূত্র:**
>
> $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ (১ম অন্তরক)
>
> $\frac{d^2}{dx^2} = (x^n) = n(n-1)x^{n-2}$ (২য় অন্তরক)

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত হলো: সর্বোচ্চ মুনাফায় মুনাফা অপেক্ষকের ২য় অন্তরকের মান শূন্যের চেয়ে ছোট হয়।

$$\therefore \frac{d^2\pi}{dQ^2} < 0$$

বা, $\frac{d}{dQ}(MR - MC) < 0$

বা, $\frac{d(MR)}{dQ} - \frac{d}{dQ}(MC) < 0$

$\therefore \frac{d}{dQ}(MR) < \frac{d}{dQ}(MC)$

> **ঢাল কী?**
>
> কোনো অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে ঢাল বলে।

MR এর ঢাল < MC এর ঢাল; যা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত।

অতিরিক্ত শর্ত: স্বল্পকালীন AC এর অবস্থানের ওপর ফার্মের মুনাফার অবস্থা নির্ভর করে।

১. P = AC হলে, ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

২. P > AC হলে, ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

৩. P < AC বা AC > P > ন্যূনতম AVC হলে, ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করবে।

এ তিনটি অবস্থা নিচের চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো–

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit): চিত্রে e_1 বিন্দুতে MR = MC, মুনাফা সর্বোচ্চের ১ম শর্ত এবং MR এর ঢাল < MC এর ঢাল, ২য় শর্ত পালিত হয়েছে। ফলে e_1 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। পাশের চিত্রে 40 টাকা ভারসাম্য দাম এবং 20 একক ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং

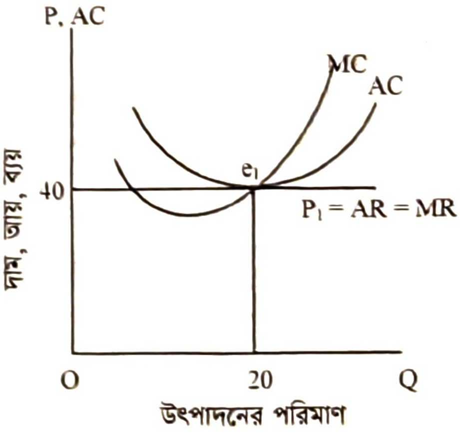

চিত্র: স্বাভাবিক মুনাফা

P = AC হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

কারণ মোট আয় (TR) = দাম × উৎপাদনের পরিমাণ = 40 × 20 = 800

মোট ব্যয় (TC) = AC × উৎপাদনের পরিমাণ = $40 \times 20 = 800$

সুতরাং মুনাফা, $\pi = TR - TC = 800 - 800 = 0$

$\therefore \pi = 0$ টাকা

AC এর মধ্যে উৎপাদকের পারিশ্রমিক ধরা রয়েছে তাই $\pi = 0$ হওয়া সত্ত্বেও এখানে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে।

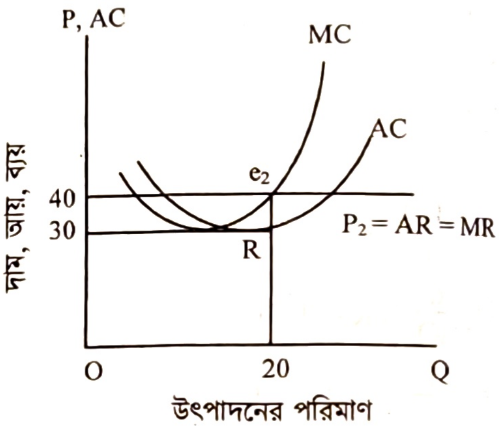

চিত্র: অস্বাভাবিক মুনাফা

অস্বাভাবিক মুনাফা (Super Normal Profit): চিত্রে e_2 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম ও ২য় শর্ত পালিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য দাম 40 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 20 একক নির্ধারিত হয়েছে এবং P > AC অর্থাৎ 40 > 30 হওয়ায় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

মোট আয় (TR) = $40 \times 20 = 800$

মোট ব্যয় (TC) = $30 \times 20 = 600$

$\therefore$ মুনাফা $\pi = TR - TC = 800 - 600 = 200$ টাকা, যা অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করছে। কারণ AC এর মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা নিহিত রয়েছে, তার ওপরেও মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

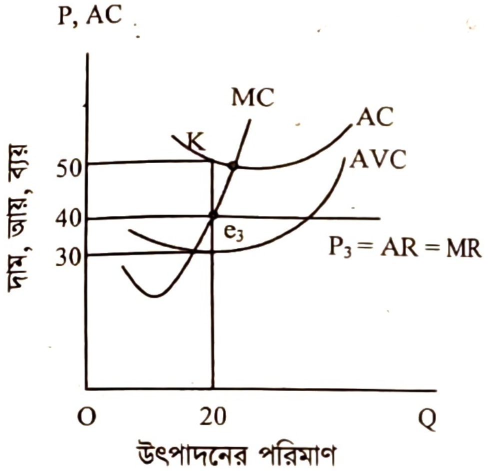

চিত্র: ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন

ক্ষতি স্বীকার (Loss): চিত্রে e_3 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম ও ২য় শর্ত পালিত হয়েছে ফলে 40 টাকা ভারসাম্য দাম এবং 20 একক ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং AC > P > AVC হওয়ায় ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে।

মোট আয়, (TR) = $40 \times 20 = 800$

মোট ব্যয়, TC = $50 \times 20 = 1000$

$\therefore$ ক্ষতি = $TR - TC = 800 - 1000 = -200$ টাকা (– ঋণাত্মক মানে ক্ষতি)

সুতরাং, স্বল্পকালে ফার্ম ভারসাম্যে পৌছালে কেবল ধনাত্মক মুনাফা অর্জন করবে এরূপ নিশ্চয়তা নেই। তবে দীর্ঘকালে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফার্মের ভারসাম্যের পর্যাপ্ত শর্তটি লেখো। *[কু. বো. ২০২২]*

২. ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যে প্রয়োজনীয় শর্ত কী? *[রা. বো. ২০২১]*

৩. ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে কয়টি শর্ত পালিত হয়?

৪. মোট ব্যয় কী?

৫. মোট আয় কী?

৬. একটি মুনাফা সর্বোচ্চকারী পূর্ণপ্রতিযোগী ফার্ম কখন উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করবে? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ২০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য স্তরে গড় খরচ ১৬ টাকা, প্রান্তিক খরচ ১৮ টাকা এবং ভারসাম্য উৎপাদন ৩০ একক হলে কী ধরনের মুনাফা হবে তা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৪ একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য

৪.৩২ একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য: উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ (Equilibrium under Monopoly Market: Determination of Price and Output)

যে বাজারে একজন মাত্র উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে এবং দ্রব্যের কোনো নিকট পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য থাকে না তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। অর্থনীতিবিদ লিপসির ভাষায় "The monopolist is the industry"। এ বাজারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় একচেটিয়া কারবারি দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একচেটিয়া কারবারির লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন।

অনুমিত শর্ত:

১. এ বাজারে ক্রেতা অনেক কিন্তু বিক্রেতা একজন।
২. প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।
৩. নিকট বিকল্প দ্রব্য নেই।
৪. উৎপাদক দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
৫. AR ও MR রেখা নিম্নগামী তবে MR রেখা AR এর নিচে অবস্থান করে।

ভারসাম্য: এ বাজারে ভারসাম্যের শর্ত দুটি—

১. ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary Condition): ভারসাম্য বিন্দুতে ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হবে।
২. ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient Condition): MR এর ঢাল < MC এর ঢাল, ফলে MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে ওপরে ওঠবে।

একচেটিয়া কারবারি স্বল্পকালে তিন অবস্থায় ভারসাম্য পৌঁছতে পারে। যথা—

ক. স্বাভাবিক মুনাফা (যেখানে, $P = AC$ বা $TR = TC$)
খ. অস্বাভাবিক মুনাফা (যেখানে, $P > AC$ বা $TR > TC$)
গ. ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন (যেখানে, $AC > P > AVC$)।

নিচের যথাক্রমে তিনটি অবস্থা আলোচনা করা হলো:

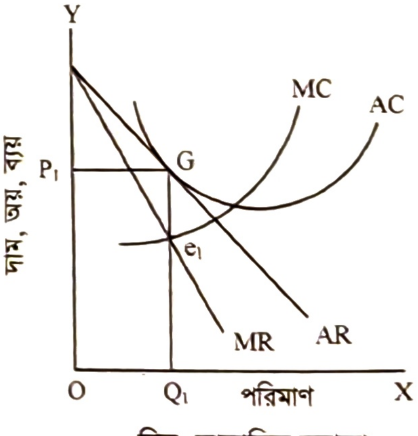

চিত্র: স্বাভাবিক মুনাফা

স্বাভাবিক মুনাফা: e_1 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম শর্ত MR = MC এবং ২য় শর্ত MR এর ঢাল < MC এর ঢাল, উভয় শর্ত পালিত হয়েছে, এবং $P = AC$ হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য দাম OP_1 এবং ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OQ_1.

মোট আয় $= TR = OP_1 \times OQ_1 = OP_1GQ_1$

মোট ব্যয় $= TC = AC \times OQ_1 = Q_1G \times OQ_1 = OP_1GQ_1$

মুনাফা $\pi = TR - TC = OP_1GQ_1 - OP_1GQ_1 = O$

AC এর মধ্যে মুনাফা অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক দেওয়া থাকায় $\pi = O$ অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে।

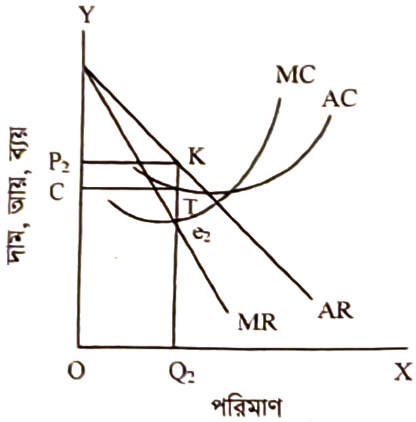

চিত্র: অস্বাভাবিক মুনাফা

অস্বাভাবিক মুনাফা: e_2 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম ও ২য় শর্ত পালিত হয়েছে এবং $P > AC$ হওয়ায় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

ফলে OP_2 ভারসাম্য দাম এবং OQ_2 ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে।

মোট আয় $= TR = OP_2 \times OQ_2 = OP_2KQ_2$

মোট ব্যয় $= TC = AC \times OQ_2 = Q_2T \times OQ_2 = OCTQ_2$

$\therefore$ অস্বাভাবিক মুনাফা $\pi = TR - TC = OP_2KQ_2 - OCTQ_2$

$= CP_2KT$, যা অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে,

কারণ AC এর ওপরে মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন: e_3 বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্ত পালিত হয়েছে। ফলে OP_3 ভারসাম্য দাম এবং OQ_3 ভারসাম্য পরিমাণ এবং $AC > P >$ ন্যূনতম AVC হওয়ায় ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন নির্ধারিত হয়েছে।

মোট আয় $= TR = OP_3 \times OQ_3 = OP_3KQ_3$

মোট ব্যয় $= TC = AC \times OQ_3 = Q_3L \times OQ_3 = OQ_3LC$

ক্ষতি $= TC - TR = OQ_3LC - OP_3KQ_3 = P_3CLK$,

কারণ $TR > TC$

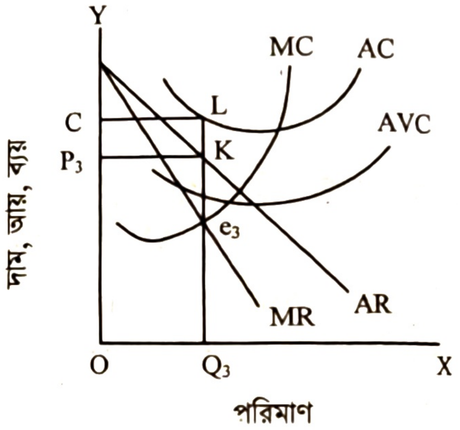

চিত্র: ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একচেটিয়া কারবারি স্বল্পকালে কয়টি অবস্থায় ভারসাম্য পৌঁছতে পারে?
২. কখন একটি ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করবে? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৩. একচেটিয়া কারবারি কখন স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফায় ভারসাম্য অর্জন করে?
৪. কখন একচেটিয়া কারবারি স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফায় ভারসাম্য অর্জন করে?
৫. The monopolist is the industry কে বলেছেন?
৬. সাধারণত একচেটিয়া কারবারির ভারসাম্য অর্জনের শর্ত কয়টি?

উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. একক কাজ

অস্বাভাবিক মুনাফার অর্জনের চিত্রটি অঙ্কন করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. নির্দিষ্ট দামে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়; ২. নির্দিষ্ট স্থান; ৩. দ্রব্যের; ৪. দ্রব্যের ধরনের; ৫. দরকষাকষি।

পাঠ-২: ১. দুইভাগে;২. স্থানীয় বাজার; ৩. অতি স্বল্পকালীন; ৪. চাহিদার ; ৫. তিনভাগে; ৬. চারভাগে।

পাঠ-৩: ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক; ২. সহজে প্রবেশ ও প্রস্থান; ৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতা; ৪. গড় আয় (AR) রেখা; ৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে; ৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতা; ৭. সমজাতীয়।

পাঠ-৪: ১. একচেটিয়া; ২. একচেটিয়া বাজারে; ৩. মনোপলি বাজার; ৪. একচেটিয়া; ৫. নতুন ফার্ম প্রবেশ করলে; ৬. একচেটিয়া।

পাঠ-৫: ১. এডওয়ার্ড চেম্বারলিন; ২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক; ৩. অস্বাভাবিক; ৪. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক; ৫. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক; ৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজার।

পাঠ-৬: ১. অলিগোপলি; ২. দুই জনের বেশি; ৩. অলিগোপলি বাজারকে; ৪. চার; ৫. ২টি থেকে ১০টির কম; ৬. অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ফেলনার।

পাঠ-৭: ১. মনোপসনি বাজার; ২. মনোপলি; ৩. ডুয়োপসনি; ৪. মনোপসনি; ৫. দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া বাজার; ৬. মনোপসনি।

পাঠ-৮ ও ৯: ১. $MR < AR = P$; ২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক; ৩. শিল্প; ৪. একচেটিয়া বাজারে; ৫. $MC = P$; ৬. স্বাভাবিক মুনাফা; ৭. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

পাঠ-১০: ১. অধ্যাপক মার্শাল; ২. $\pi = TR - TC$; ৩. $MR = MC$; ৪. দুইটি।

পাঠ-১১-১৩: ১. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল; ২. $MR = MC$; ৩. দুইটি; ৪. $TC = AC \times Q$; ৫. $TR = P \times Q$; ৬. গড় খরচ সর্বনিম্ন অবস্থায়।

পাঠ-১৪: ১. তিনটি; ২. যখন $AC > P > AVC$ হয়; ৩. যখন $P = AC$ বা $TR = TC$ হয়; ৪. যখন $P > AC$ বা $TR > TC$ হয়; ৫. অর্থনীতিবিদ লিপসি; ৬. দুইটি।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

বাজার	ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে অর্থনীতিতে বাজার বলে।
স্থানীয় বাজার	যে দ্রব্যের বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে স্থানীয় বাজার বলে। যেমন: দেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাছের বাজার, চালের বাজার প্রভৃতি।
আন্তর্জাতিক বাজার	কোনো দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হলে, সে বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন: বাংলাদেশের প্রস্তুতকৃত তৈরি পোশাকের বাজার।
জাতীয় বাজার	কোনো দ্রব্যের বাজার সারা দেশব্যাপী হলে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন: টাঙ্গাইলের শাড়ির বাজার।
স্বল্পকালীন বাজার	এরূপ বাজারে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে দ্রব্যের যোগানের সামান্যতম সমন্বয় সাধন সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, আয়তন ও যন্ত্রপাতির কোনো পরিবর্তন করা যায় না। ফলে এ ধরনের বাজারে চাহিদার সাথে যোগানের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় না।
দীর্ঘকালীন বাজার	যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। যেমন: আসবাবপত্রের বাজার।
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	যে বাজার বহু সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একই দামে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।
একচেটিয়া বাজার	যে বাজারে একজনমাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যে কোনো ঘনিষ্ট পরিবর্তক থাকে না এবং অপর বিক্রেতার জন্য বাজারে প্রবেশে বাধা থাকে, তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।
Price Maker	একচেটিয়া কারবারি তার ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে তাকে 'Price Maker' বলা হয়।
Price Taker	পূর্ণপ্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে Price Taker বলা হয়।
অলিগোপলি বাজার	অলিগোপলি অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে এমন একটি বাজার, যেখানে দুয়ের অধিক বিক্রেতা/উৎপাদনকারী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অধিক নয় এবং একটি দ্রব্য উৎপাদন ও তার দাম বাজারে অবস্থিত অন্য ফার্মগুলোর দামের ভিত্তিতে উৎপাদনকারী নির্ধারণ করেন।
মনোপসনি বাজার	যখন কোনো বাজারে বিক্রেতা অসংখ্য কিন্তু ক্রেতা মাত্র একজন তাকে মনোপসনি বাজার বলে। যেমন: কোনো অঞ্চলে আখ চাষি অনেক কিন্তু চিনি কল একটি। এখানে আখ চাষি বিক্রেতা, যারা সংখ্যায় অসংখ্য এবং চিনিকল ক্রেতা।
ডুয়োপসনি বাজার	যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুজন, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে তাকে ডুয়োপসনি বাজার বলে।
ফার্ম	একই ব্যবস্থাপক বা মালিকানায় উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বা একাধিক প্ল্যান্ট থাকতে পারে। এ প্ল্যান্টগুলোর সমষ্টিকে ফার্ম বলে। ফার্ম একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় বলে এর আয়তন সীমিত।
শিল্প	কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। যেমন: বাংলাদেশের সকল কাগজকলের সমষ্টি হলো কাগজ শিল্প।
ফার্মের ভারসাম্য	উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম কর্তৃক উৎপাদনের যেক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয় সবচেয়ে বেশি, সেখানে মুনাফা সর্বাধিক। সেই অবস্থায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অর্জিত হয়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ বাজারের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রশ্ন-১. বাজার কাকে বলে? *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., য. বো. ২৫; ম. বো., সি. বো. ২৩; ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো. ২২; আলিম ২২]*

উত্তর: ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে কোনো পণ্যের ক্রয় বিক্রয়কে বাজার বলে।

প্রশ্ন-২. স্বল্পকালীন বাজার কী? *[রা. বো. ২৫, ২১]*

উত্তর: যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান সামান্য পরিবর্তিত হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার (Short Period Market) বলে। যেমন– শাড়ি, লুঙ্গি প্রভৃতি দ্রব্যের বাজার।

প্রশ্ন-৩. স্থানীয় বাজার কী? *[দি. বো. ২১]*

উত্তর: যে পণ্যের বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থানীয় বাজার (Local Market) বলে।

প্রশ্ন-৪. জাতীয় বাজার কী? *[ব. বো. ২৩]*

উত্তর: যেসব দ্রব্যের কেনাবেচা দেশের মধ্যে সমগ্র এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন- চাল, কাপড়, কাগজ ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৫. আন্তর্জাতিক বাজার কাকে বলে? *[ব. বো. ২১]*

উত্তর: যেসব দ্রব্যের চাহিদা ও ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সেগুলোর বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে।

■ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

প্রশ্ন-৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী?
[ম. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২; কু. বো., চ. বো. ২১; ব. বো. ১৭, ১৯]

উত্তর: যে বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfect Competition Market) বলে।

প্রশ্ন-৭. ভারসাম্য কাকে বলে? *[ঢা. বো. ২২; কু. বো. ১৬]*

উত্তর: ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির ভিত্তিতে বাজার চাহিদা ও যোগানের যে সমতা পরিলক্ষিত হয় তাকে ভারসাম্য বলে।

■ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার; অলিগোপলি; মনোপসনি

প্রশ্ন-৮. একচেটিয়া বাজার কী? *[দি. বো., কু. বো. ২৫; য. বো. ২৩; সি. বো. ২১; রা. বো. ১৬; আলিম ১৯]*

উত্তর: যে বাজারে মাত্র একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্যটির নিকট পরিবর্তিত দ্রব্য থাকে না তাকে একচেটিয়া (Monopoly Market) বাজার বলে।

প্রশ্ন-৯. দ্বিপাক্ষিক বাজার কাকে বলে?
[ব. বো. ২৫; ঢা. বো. ২৩; কু. বো. ১৯]

উত্তর: বাজারে একজন বিক্রিতা এবং একজন ক্রেতা থাকলে তাকে দ্বিপাক্ষিক বলা হয়।

প্রশ্ন-১০. ডুয়োপলি বাজার কাকে বলে? *[সি. বো., য. বো. ২১; ঢা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. ১৮]*

উত্তর: যে বাজারে মাত্র দুজন বিক্রেতা সমগ্র বাজারে পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ডুয়োপলি বাজার বলে।

প্রশ্ন-১১. ডুয়োপসনি বাজার কী ?
[ঢা. বো. ২১; য. বো. ১৯; আলিম ২৩]

উত্তর: যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুইজন, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে তাকে ডুয়োপসনি বাজার বলে।

প্রশ্ন-১২. মনোপসনি বাজার কী? *[ম. বো., সি. বো. ২৫; য. বো., ব. বো. ২২; কু. বো. ২১; রা. বো. ২৩, ১৮; কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮; য. বো. ১৭; আলিম ১৮]*

উত্তর: যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হলেও ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন হয় তাকে মনোপসনি বাজার (Monopsony Market) বলে।

প্রশ্ন-১৩. অলিগোপলি বাজার কী?
[ঢা. বো. ২৫; দি. বো. ২১; ম. বো. ২২]

উত্তর: যে বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিক্রেতা সমজাতীয় অথবা পৃথিকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে, তাকে অলিগোপলি বাজার বলে।

■ **ফার্ম ও শিল্পের ধারণা: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারণ; একচেটিয়া বাজারে দাম নির্ধারণ**

প্রশ্ন-১৪. ফার্ম কী? *[ঢা. বো. ২৩, ১৬, ১৯; দি. বো., কু. বো. ২৩, ২২, চ. বো. ২২; সি. বো. ২১; আলিম ২৩]*

উত্তর: অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম (Firm) বলা যায়।

প্রশ্ন-১৫. শিল্প কাকে বলে?
[ম. বো., রা. বো., য. বো. ২৫; চ. বো. ২৩; ব. বো. ২২; ব. বো. ২১]

উত্তর: কোনো সমজাতীয় দ্রব্য (Homogeneous goods) উৎপাদনে নিয়োজিত সব ফার্মের (Firm) সমষ্টিকে শিল্প (Industry) বলা হয়।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেন AR = MR হয়? *[ঢা. বো. ২৫; য. বো. ২৩, ২২; রা. বো. ২২; ঢা. বো. ২২,২১]*

উত্তর: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে (Perfect Competition Market) অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য (Homogeneous goods) একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ফলে কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার একজন বিক্রেতা পণ্যের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে পণ্যের বাজার যোগান রেখা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান রেখা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের গড় আয় (AR) = প্রান্তিক আয় (MR) হয়।

প্রশ্ন-২. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে দামগ্রহীতা বলা হয় কেন? *[কু. বো., ব. বো. ২৫; রা. বো. ২৩, ১৯; কু. বো., দি. বো. ২২; চ. বো., ব. বো. ২১; সি. বো. ১৬]*

উত্তর: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে এমন একটি বাজারকে বোঝায় যেখানে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় করে।

এ বাজারে দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট থাকে। ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। ক্রেতা-বিক্রেতা সবাইকে এ দামকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই এ বাজারকে দামগ্রহীতা বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে 'দাম সৃষ্টিকারী' বলা হয় কেন?
[ম. বো., কু. বো. ২৩; চ. বো., সি. বো. ২১, ঢা. বো., ব. বো. ১৯]

উত্তর: একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বলা হয়। কারণ ফার্ম তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

একচেটিয়া বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই ফার্মটি তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে। এজন্যই একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. একচেটিয়া বাজারে AR রেখা নিম্নগামী হয় কেন?
[দি. বো. ২৩; ব. বো. ২২]

উত্তর: একচেটিয়া বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে গড় আয় হ্রাস পায়, ফলে AR রেখা নিম্নগামী হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্ম বা বিক্রেতাকে বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করতে হলে তা কম দামে বিক্রয় করতে হয়। অন্য কথায়, দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করতে গেলে দাম কমাতে হয়। এজন্য এরূপ বাজারে যত বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়, দাম বা গড় আয় ততই হ্রাস পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ফার্ম বা বিক্রেতার গড় আয় তথা AR রেখা নিম্নগামী হয়।

প্রশ্ন-৫. একচেটিয়া কারবারি কীভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? *[চ. বো., সি. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; ঢা. বো. ২১]*

উত্তর: একচেটিয়া কারবারে বিবেচ্য দ্রব্যের কোনো নিকট পরিবর্তক না থাকায় বিক্রেতা ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যটির দাম নির্ধারণ করতে পারে।

একচেটিয়া কারবারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়। সাধারণত একচেটিয়া কারবারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য কেবল একটিমাত্র ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই একচেটিয়া কারবারি দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে বা কমিয়ে দ্রব্যটির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবে একচেটিয়া কারবারি তার ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যের যোগান পরিবর্তন করে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

প্রশ্ন-৬. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন— ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো., ম. বো. ২৩, ২২; ঢা. বো. ২২; দি. বো., কু. বো., সি. বো. ২১; চ. বো. ১৯; য. বো. ২৩, ১৭; আলিম ১৮]*

উত্তর: একটি মাত্র ফার্ম উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন হয়।

অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয়। আবার, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম বা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য থাকে না।

প্রশ্ন-৭. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? *[ম. বো. ২২, ২১; আলিম ২৩]*

উত্তর: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম স্থির থাকার কারণে চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

শিল্পক্ষেত্রে বা বাজারে নির্দিষ্ট দ্রব্যের বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের সমতার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। নতুন কোনো ফার্ম বাজারে প্রবেশ করলে সেও বাজারে প্রচলিত দাম মেনে নেয়। কারণ সমগ্র বাজারের তুলনায় ফার্মটি এত ক্ষুদ্র যে তার উৎপাদন সিদ্ধান্ত দ্বারা বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। ফলে বাজারের সর্বত্র একই মূল্য বিরাজ করে। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ালে বা কমলেও দাম স্থির থাকে। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

প্রশ্ন-৮. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। *[দি. বো. ২৫; রা. বো. '২২]*

উত্তর: ফার্ম ও শিল্প এক নয়।

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী একক কোনো প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে। অন্যদিকে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সব ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। ফার্ম সাধারণত একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। কিন্তু শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-৯. একচেটিয়া বাজারে AR > MR হয় কেন? *[ঢা. বো. ২৩; চ. বো. ২২]*

উত্তর: একচেটিয়া বাজারে গড় আয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি হয়।

একচেটিয়া বাজারে, ব্যবসায়ী ইচ্ছা অনুযায়ী দামস্তর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে হলে তাকে দাম কমাতে হয়। আর বিপরীতে দাম বাড়ালে কম বিক্রয় করতে হয়। তাই প্রান্তিক আয় ও গড় আয় রেখা দুটোই ডান দিকে নিম্নগামী হয়। কিন্তু প্রান্তিক আয় গড় আয়ের চেয়ে অধিকতর নিম্নগামী হয়। তাই একচেটিয়া বাজারে AR > MR হয়।

প্রশ্ন-১০. অবাধ প্রবেশ এবং প্রস্থান একচেটিয়া বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা করে—ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো. ২২]*

উত্তর: অবাধ প্রবেশ এবং প্রস্থান একচেটিয়া বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা থাকায় প্রচুর নতুন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে। ফলে বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য হওয়ায় বাজারে একক বিক্রেতার প্রভাব থাকে না। অন্যদিকে, একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতার অবাধ প্রবেশের সুযোগ না থাকায় একজন বিক্রেতা অবস্থান করতে থাকে। ফলে তার বাজার প্রভাবও একচেটিয়ার মতোই বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন-১১. একচেটিয়া বাজারে বিজ্ঞাপন খরচ নেই কেন? *[রা. বো. ২১]*

উত্তর: একচেটিয়া কারবারির কোনো প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান না থাকায় তাকে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপনের জন্য কোনো ব্যয় বহন করতে হয় না।

একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীকে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় করতে হয় না। কারণ তার পণ্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক বাজারে অনুপস্থিত। তবে জনস্বার্থে তথ্যমূলক বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এ বাজারের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিজ্ঞাপন খরচ নেই।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পণ্যের গুণাগুণ এবং দাম সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি জানে' বৈশিষ্ট্যটি কোন বাজারের?

ক. একচেটিয়া খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
গ. অলিগোপলি ঘ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক

২. দামের ওপর বিক্রেতার প্রভাব কোন বাজারে?

ক. মনোপসনি খ. ডুয়োপসনি
গ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
ঘ. একচেটিয়া বাজার

৩. সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে একত্রে বলে—

ক. ফার্ম খ. শিল্প
গ. অংশীদারি কারবার ঘ. যৌথ মূলধনী কারবার

৪. আয়তনের ভিত্তিতে বাজারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৭

৫. অতি স্বল্পকালীন বাজার কোনটি?

ক. ধান খ. শাকসবজি
গ. পেঁয়াজ ঘ. আলু

৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দাম (P) রেখা কীরূপ হয়?

ক. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী খ. ডানদিকে নিম্নগামী
গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৭. সবজির চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও একজন সবজি বিক্রেতা হঠাৎ সরবরাহ বাড়াতে পারে না। এক্ষেত্রে সবজির বাজার কোন ধরনের বাজারের উদাহরণ?

ক. স্বল্পকালীন খ. অতি স্বল্পকালীন
গ. দীর্ঘকালীন ঘ. অতি দীর্ঘকালীন

৮. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রবক্তা কে?

ক. জোয়ান রবিনসন খ. এডওয়ার্ড চেম্বারলিন
গ. আর.জি লিপসি ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

৯. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR রেখা সাধারণত কোন দিকে গমন করে?

ক. বামদিকে ঊর্ধ্বগামী খ. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী
গ. বামদিকে নিম্নগামী ঘ. উভয় ডানদিকে নিম্নগামী

১০. ক্লোজআপ টুথপেস্ট কোন বাজারের পণ্য?

ক. ডুয়োপলি
খ. অলিগোপলি
গ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা
ঘ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক

১১. অলিগোপলি বাজারের অধীনে ফার্মের সংখ্যা কয়টি?

ক. ২টি খ. ২টি থেকে ১০টির কম
গ. ১০ এর অধিক ঘ. অসংখ্য

১২. ডুয়োপসনিতে কতজন ক্রেতা থাকে?

ক. ১ জন খ. ২ জন
গ. ৩ জন ঘ. ৪ জন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৩. সময়ের ভিত্তিতে বাজার হলো—

i. অতি স্বল্পকাল
ii. স্বল্পকালীন
iii. দীর্ঘকালীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হলো—

i. MR = MC
ii. ঢাল MR < ঢাল MC
iii. ঢাল MR > ঢাল MC

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫. ফার্মের পরিধি শিল্পের তুলনায়—

i. ক্ষুদ্র ii. সীমিত
iii. বিস্তৃত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. আকিজ জুট মিল হলো—

i. শিল্প
ii. ফার্ম
iii. অনেকগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. বাজারের অপরিহার্য শর্ত হলো—
i. নির্দিষ্ট সময় ও দাম
ii. এক বা একাধিক অঞ্চল ও ক্রেতা-বিক্রেতা
iii. ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য এক বা একাধিক দ্রব্য সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার হলো—
i. অলিগোপলি বাজার
ii. একচেটিয়া বাজার
iii. শেয়ারবাজার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

১৯. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতারা পণ্যের পৃথকীকরণের চেষ্টা করে—
i. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে
ii. আকৃতি ও রঙের মাধ্যমে
iii. ট্রেডমার্কের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. একচেটিয়া বাজারে—
i. AR ও MR উভয় রেখা ডানে নিম্নগামী
ii. AR রেখা ফার্মের চাহিদা নির্দেশ করে
iii. AR রেখা MR রেখার নিচে অবস্থান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্ত হলো—
i. MR = MC
ii. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল
iii. MR = AR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের একমাত্র গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। গ্যাসের দাম নির্ধারণ ও উৎপাদন তারাই নিয়ন্ত্রণ করে।

২২. উদ্দীপকে কোন ধরনের বাজারের কথা বলা হয়েছে?
ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক খ. অলিগোপলি
গ. ডুয়োপলি ঘ. একচেটিয়া

২৩. উদ্দীপকে আলোচিত বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. অসংখ্য ক্রেতা থাকে
ii. একজন বিক্রেতা থাকে
iii. নিকট পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

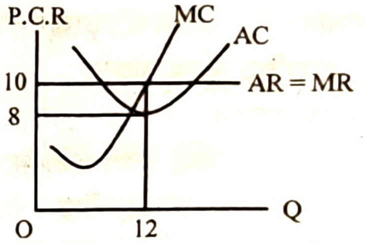

২৪. উদ্দীপকের উৎপাদনকারীর মুনাফার পরিমাণ কত?
ক. ১২০ খ. ৯৬
গ. ৮০ ঘ. ২৪

২৫. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্ম কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে-
i. স্বল্পকালে
ii. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে
iii. অস্বাভাবিক মুনাফায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নাজমা নারিকেল তেল কেনার জন্য বাজারে যায়। বাজারে বিক্রেতা তাকে গন্ধরাজ নারিকেল তেলের একটি কৌটা দেয়। কিন্তু জুই নারিকেল তেলের সুন্দর বোতল দেখে সে জুই নারিকেল তেল নিয়ে আসে।

২৬. নাজমার নারিকেল তেল কোন বাজারের পণ্য?
ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতা খ. একচেটিয়া
গ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ঘ. ডুয়োপলি

২৭. নাজমা যে বাজার থেকে নারিকেল তেল কেনে সে বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায়
ii. দলীয় ভারসাম্য
iii. বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮. পালংশাকের বাজারকে সময়েরভিত্তিতে কোন ধরনের বাজার বলা হয়? *[রা. বো. ২৫; য. বো. ২২]*
ক. অতিস্বল্পকালীন বাজার খ. স্বল্পকালীন বাজার
গ. অতি দীর্ঘকালীন বাজার ঘ. দীর্ঘকালীন বাজার

২৯. সময়ের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার? *[য. বো. ২৫; ব. বো. ১৯]*
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৩০. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার প্রধানত কত প্রকার? *[কু. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; ম. বো. ২২; য. বো. ২১; ব. বো. ২১, ১৭, ১৬]*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৩১. যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন সে বাজারকে বলা হয়— *[য. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২]*
ক. মনোপসনি খ. মনোপলি
গ. ডুয়োপলি ঘ. ডুয়োপসনি

৩২. কোন বাজারকে দাম গ্রহীতা বলে? *[চ. বো. ২২]*
ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতা খ. অলিগোপলি
গ. মনোপলি ঘ. বাইলেটারাল মনোপলি

৩৩. কোন বাজারের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল? *[সি. বো., রা. বো. ২৩; ঢা. বো. ১৯]*
ক. একচেটিয়া খ. অলিগোপলি
গ. একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা
ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা

৩৪. কোন বাজারে দাম রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল? *[দি. বো. ২৫]*
ক. একচেটিয়া খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা
গ. অলিগোপলি ঘ. ডুয়োপলি

৩৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে— *[য. বো. ২৫]*
i. P = MR i. P = AR
iii. AR = MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬. কোন বাজারে শিল্প একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়? *[য. বো. ২১]*
ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতা খ. মনোপলি
গ. অলিগোপলি ঘ. মনোপসনি

৩৭. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনটি সত্য? *[ম. বো. ২৫; য. বো., ব. বো. ২১; কু. বো. ২৫, ১৭; দি. বো. ১৬]*
ক. P = AR > MC খ. P = AR < MC
গ. P = AR = MC ঘ. P = AR > MR

৩৮. ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যে প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি? *[সি. বো., চ. বো. ২৩; রা. বো. ২১; আলিম ২৩]*
ক. MR < AR
খ. MR > AR
গ. MR = MC
ঘ. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল

৩৯. কোন বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়? *[ব. বো. ২১; চ. বো. ১৯, রা. বো. ১৬]*
ক. মনোপলি খ. ডুয়োপলি
গ. অলিগোপলি ঘ. মনোপসনি

৪০. একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত কী? *[সি. বো. ২৫; চ. বো. ১৯]*
ক. MR = MC খ. MR > MC
গ. MR < MC ঘ. AR > MC

৪১. মনোপলি বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? *[সি. বো. ২১; য. বো. ১৯, ঢা. বো. ১৬]*
ক. AR = P > MR খ. MR > AR = P
গ. AR > P = MR ঘ. P > AR = MR

৪২. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই? *[ব. বো. ২৫; কু. বো. ২৫, ২২; দি. বো. ২১; সি. বো. ১৯, ১৭]*
ক. একচেটিয়া খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা
গ. অলিগোপলি
ঘ. একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা

৪৩. কোন বাজারে সাধারণত P > MC হয়? *[য. বো. ২৩; ব. বো. ১৭]*
ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
খ. একচেটিয়া বাজার
গ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
ঘ. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার

৪৪. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে যদি— *[ম. বো. ২৫; য. বো. ২৩; কু. বো., সি. বো., ব. বো. ২১]*
ক. AC < P > AVC খ. AC < P < AVC
গ. AC > P > AVC ঘ. AC = P = AVC

৪৫. কোন বাজারে কোনো পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না? *[দি. বো. ২১; ব. বো. ১৬]*
ক. একচেটিয়া খ. ডুয়োপলি
গ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা

৪৬. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্ত কোনটি? *[ঢা. বো. ১৭]*
ক. TR = TC খ. MR = MC
গ. MR = AC ঘ. MC = AR

৪৭. কোনো নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত একাধিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান মিলে গঠিত হয়— *[চ. বো. ২২]*
ক. প্লান্ট খ. শিল্প
গ. বাজার ঘ. ফার্ম

৪৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের TR রেখার আকৃতি কেমন হবে? *[কু. বো. ২২]*
ক. বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী খ. বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৪৯. 'যে বাজারে বিক্রেতা দুইয়ের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয়' এরূপ বাজারকে কী বলে? *[চ. বো. ২১]*
ক. ডুয়োপলি খ. মনোপলি
গ. ডুয়োপসনি ঘ. অলিগোপলি

৫০. 'বিক্রেতা নয়, ক্রেতা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে' এমন বাজারকে বলে— [য. বো. ২১; সকল বোর্ড ১৮]
ক. ডুয়োপলি বাজার খ. মনোপলি বাজার
গ. মনোপসনি বাজার ঘ. অলিগোপলি বাজার

৫১. কোন বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা দু'জন থাকে? [চ. বো. ২৫; ঢা. বো. ২১; দি. বো. ১৭]
ক. মনোপলি খ. ডুয়োপলি
গ. অলিগোপলি ঘ. মনোপসনি

৫২. একজন ক্রেতা এবং বহু বিক্রেতার বাজারকে কী বলে? [ঢা. বো. ২৫, ১৭; ম. বো. ২৩, ২১; দি. বো. ২৩; ব. বো., কু. বো. ২১, ১৭; য. বো., রা. বো. ১৭; সি. বো. ১৬]
ক. মনোপলি খ. মনোপসনি
গ. অলিগোপলি ঘ. মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন

৫৩. মনোপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কত? [চি. বো. ২৩; রা. বো. ২১]
ক. একজন খ. দুইজন
গ. স্বল্পসংখ্যক ঘ. অসংখ্য

৫৪. নিচের কোন বাজারে P = AR = MR হয়? [ম. বো. ২৩; রা. বো., চ. বো., সি. বো. ২১]
ক. একচেটিয়ামূলক বাজার
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
গ. অলিগোপলি বাজার
ঘ. ডুয়োপলি বাজার

৫৫. "মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার" নিচের কোনটিকে বলা হয়? [কু. বো. ২১]
ক. ডুয়োপলি খ. অলিগোপলি
গ. মনোপসনি ঘ. ডুয়োপসনি

৫৬. বাজার বলতে বোঝায়— [কু. বো., চ. বো. ২১; য. বো. ১৭]
i. একটি নির্দিষ্ট স্থান
ii. একটি পণ্যকে কেন্দ্র করে লেনদেন প্রক্রিয়া
iii. নির্ধারিত দামে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৭. অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটি সম্পর্কিত হলো— [দি. বো., কু. বো., ব. বো. ২১; য. বো. ১৬]
i. চাহিদার সাথে ii. সময়ের সাথে
iii. যোগানের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৮. পাট, সোনা ও তৈরি পোশাকের বাজার— [কু. বো. ২১; য. বো. ১৬]
i. স্থানীয় বাজার ii. আন্তর্জাতিক বাজার
iii. জাতীয় বাজার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৯. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায়— [দি. বো. ১৯]
i. অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে
ii. স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে
iii. ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬০. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে— [ম. বো. ২৫; দি. বো. ২১; ঢা. বো. ১৯]
i. MR = MC ii. AR = MR
iii. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. P = AR = MR হয়— [রা. বো. ২৩; ঢা. বো. ২১]
i. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে
ii. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে
iii. দামস্তর স্থির থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৬২. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR রেখার ক্ষেত্রে— [কু. বো. ২১; চ. বো. ১৬; আলিম ১৮]
i. ডানে নিম্নগামী ii. AR > MR
iii. AR < MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে— [ঢা. বো. ২৫]
i. পরিবহণ ব্যয় বিবেচনা করা হয়
ii. P = AR = MR
iii. উপকরণগুলো পূর্ণ গতিশীল থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৪. একচেটিয়া বাজারে— [ব. বো. ২৫]
i. P = MR ii. P = AR
iii. AR > MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

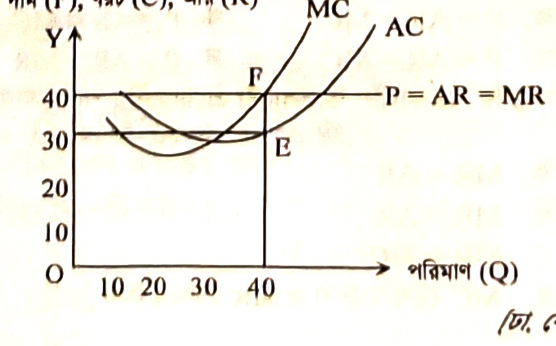

[ঢা. বো. ২২]

৬৫. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মটির ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ কত?
ক. 10 খ. 20 গ. 30 ঘ. 40

৬৬. উদ্দীপকে AC রেখা F বিন্দুতে স্পর্শ করলে কী হবে?
ক. স্বাভাবিক মুনাফা হবে খ. অস্বাভাবিক মুনাফা হবে
গ. ক্ষতি হবে ঘ. মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাসেলের গ্রামের অধিকাংশ কৃষক আখ চাষ করে। এলাকার একমাত্র চিনিকলে সবাই আখ বিক্রি করে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় চিনিকলটি ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণ করে। এতে বেশির ভাগ সময়ই কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। [দি. বো. ২২]

৬৭. রাসেলের এলাকার চিনিকলটি কোন বাজারকে নির্দেশ করে?
ক. মনোপলিস্টিক খ. ডুয়োপলি
গ. মনোপসনি ঘ. বাইলেটারাল মনোপলি

৬৮. উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. একজন ক্রেতা ii. বিক্রেতা বহুসংখ্যক
iii. পৃথকীকৃত দ্রব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

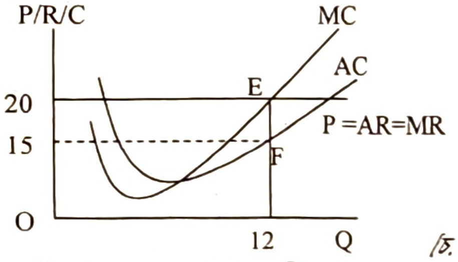

[চ. বো. ১৯]

৬৯. উদ্দীপকে উৎপাদকের মুনাফার পরিমাণ কত হবে?
ক. ৪৭ খ. ৬০ গ. ১৮০ ঘ. ২৪০

৭০. উদ্দীপকে AC রেখা E বিন্দুতে MC রেখাকে স্পর্শ করলে কী হবে?
ক. মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে
খ. ক্ষতি হবে
গ. স্বাভাবিক মুনাফা হবে
ঘ. অস্বাভাবিক মুনাফা হবে

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

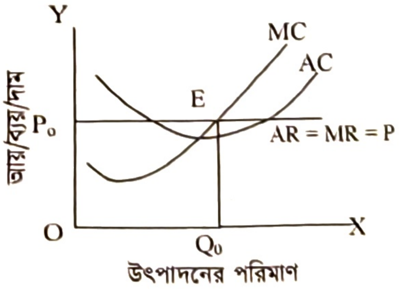

[রা. বো. ১৯]

৭১. উদ্দীপকে চাহিদা রেখা কোনটি?
ক. AR খ. AC গ. MR ঘ. MC

৭২. চিত্রের E বিন্দুতে নির্দেশিত হয়েছে—
i. দাম = গড় ব্যয়
ii. দাম = প্রান্তিক আয়
iii. প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৭৩ ও ৭৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

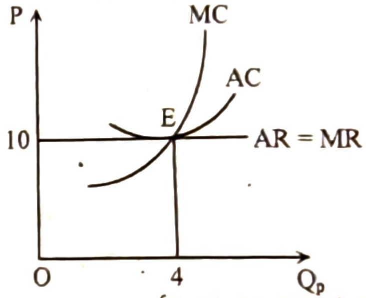

[য. বো. ২৫; কু. বো. ২৩; ব. বো. ১৭, ১৬]

৭৩. চিত্রানুযায়ী মোট আয় কত?
ক. ১০ খ. ২০ গ. ৩০ ঘ. ৪০

৭৪. চিত্রে E বিন্দুতে—
i. দাম = গড় আয় ii. দাম = গড় ব্যয়
iii. গড় আয় = গড় ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটির আলোকে ৭৫ ও ৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

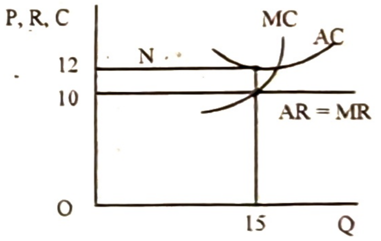

[য. বো. ২১; রা. বো. ১৬]

৭৫. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট আয় কত?
ক. 180 খ. 150 গ. 120 ঘ. 30

৭৬. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে— [ঢা. বো. ২৩]
i. স্বল্পকালে ii. লোকসান অবস্থায়
iii. সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৭৭ ও ৭৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

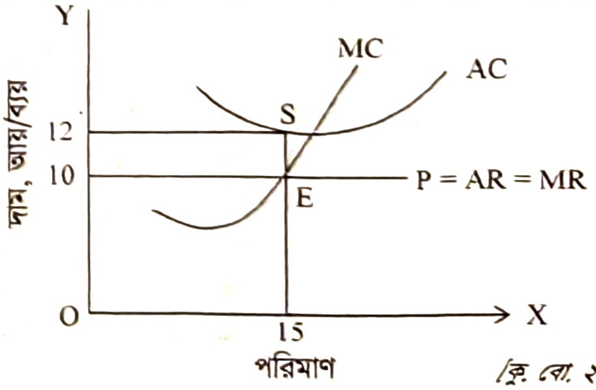

[কু. বো. ২৫]

৭৭. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট ব্যয় কত?

ক. ১৫০ খ. ১৭০

গ. ১৮০ ঘ. ২০০

৭৮. উদ্দীপকের চিত্রে ক্ষতির পরিমাণ কত?

ক. ২০ খ. ৩০

গ. ৪০ ঘ. ৫০

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জ্বালানি গ্যাসের বিল মাসে ৩০০ টাকা বেড়ে গেছে। বাজারে অন্য কোনো গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান না থাকায় জনাব মুশফিক বেশি দামে গ্যাস কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। /ম. বো. ২১/

৭৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্যাসের বাজার—

ক. একচেটিয়া খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা

গ. অলিগোপলি ঘ. ডুয়োপলি

৮০. উক্ত বাজারে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে—

i. MR < AR ii. MR > AR

iii. MC এর ঢাল > MR এর ঢাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিক্রয় (Q) পরিমাণ	মোট আয় (TR)
১	১০
২	২০
৩	৩০

/ব. বো. ২১/

৮১. উদ্দীপকটি কোন বাজারের সাথে সম্পর্কিত?

ক. একচেটিয়া খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা

গ. অলিগোপলি ঘ. মনোপসনি

৮২. উদ্দীপক অনুযায়ী—

i. দাম স্থির ii. TR = MR

iii. AR = P

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

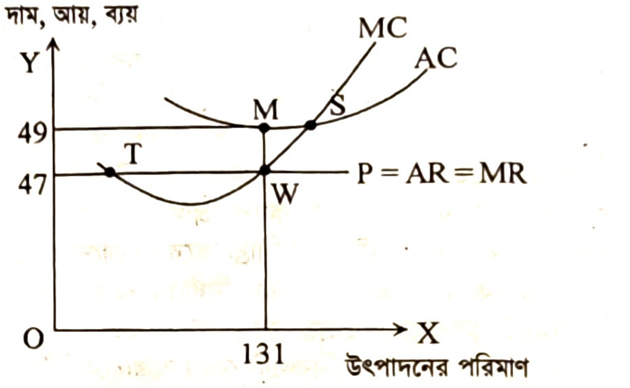

/ম. বো. ২২/

৮৩. উদ্দীপকের ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?

ক. M খ. S

গ. T ঘ. W

৮৪. চিত্রে AC রেখা দাম রেখার নিচে স্থানান্তরিত হলে ফার্ম অর্জন করবে—

i. স্বাভাবিক মুনাফা ii. অস্বাভাবিক মুনাফা

iii. গড় ব্যয়ের তুলনায় গড় আয় অধিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

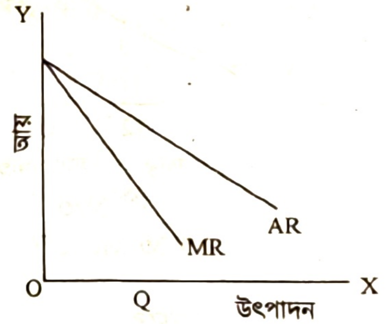

/দি. বো. ২৫/

৮৫. চিত্রটি কোন বাজারের সাথে সম্পর্কিত নয়?

ক. অলিগোপলি খ. ডুয়োপলি

গ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা ঘ. একচেটিয়া

৮৬. উক্ত বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?

ক. AR > MR খ. AR < MR

গ. AR = MR ঘ. P > AR

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	খ	১২	খ
১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ঘ
২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক	৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	খ
৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	ক	৪১	ক	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ক
৪৯	ঘ	৫০	গ	৫১	খ	৫২	খ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	গ	৫৭	ঘ	৫৮	গ	৫৯	ঘ	৬০	ঘ
৬১	গ	৬২	ক	৬৩	গ	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	ক	৬৭	গ	৬৮	ক	৬৯	খ	৭০	গ	৭১	ক	৭২	গ
৭৩	ঘ	৭৪	ঘ	৭৫	খ	৭৬	ক	৭৭	গ	৭৮	খ	৭৯	ক	৮০	খ	৮১	খ	৮২	খ	৮৩	ঘ	৮৪	গ
৮৫	গ	৮৬	গ																				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাজারের বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলো কী? বুঝিয়ে লেখো।
২. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার বাজার ব্যাখ্যা করো।
৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? বর্ণনা করো।
৪. একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৫. কেন একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়? ব্যাখ্যা করো।
৬. অলিগোপলি বাজারের প্রকারভেদগুলো বর্ণনা করো।
৭. ডুয়োপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।
৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য কীভাবে নির্ধারিত হয়? বর্ণনা করো।
৯. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো।
১০. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ক এবং খ দুই ধরনের দ্রব্য। ক দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য অনেকগুলো কোম্পানি রয়েছে। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রঙের মোড়কে প্রক্রিয়াজাত হয়ে দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় হয়। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে খ দ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি বিক্রয় হয়।

[ম. বো., রা. বো., য. বো. ২০২৫]

ক. শিল্প কী? ১
খ. ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক দ্রব্য কোন বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্রব্য দুটির বাজারের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২. কালাম সাহেব ক ও খ দুটি পণ্য ক্রয় করলেন। তিনি দেখলেন 'ক' পণ্যটির সরবরাহকারী একজন। অপরদিকে 'খ' পণ্যের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতিতে একই দামে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। *[দি. বো. ২০২১]*

ক. স্থানীয় বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া কারবারে AR > MR হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য দুটি কোন কোন বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পণ্য দু'টির বাজারের মধ্যে তুলনা করো। ৪

৩. 'ক' এমন একটি দ্রব্য যার বিক্রেতা মাত্র একজন। 'খ' এমন একটি দ্রব্য যা সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায়।

ক. বাজার কী? ১
খ. ফার্ম ও শিল্প বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'ক' দ্রব্যটি কোন বাজারের পণ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খ' দ্রব্যটির বাজারের সাথে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. নিচের ছকে দুটি বাজারের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মোট আয় দেয়া আছে:

A বাজার		B বাজার	
বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)	বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
১	৮	১	৬
২	১৪	২	১২
৩	১৮	৩	১৮
৪	২০	৪	২৪
৫	২০	৫	৩০

[রা. বো. ২০২১]

ক. অলিগোপলি বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে বিজ্ঞাপন খরচ নেই কেন? ২
গ. A বাজারের গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখা অংকন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের A ও B বাজারের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. রিমি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের ব্যাগ ব্যবহার করে। সে নতুন একটি ব্যাগ বাজারে কিনতে গেলে দাম আগের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায়। এর কারণ জানতে

চাইলে দোকানি জানায় যে উক্ত ব্যাগ একটি মাত্র কোম্পানি আমদানি করে। কোম্পানি দাম বাড়ালে তাদের কিছু করার থাকে না। অনুরূপ কোনো ব্যাগ বাজারে না থাকায় রিমিকে উচ্চ দরে ব্যাগটি ক্রয় করতে হয়।

ক. উপকরণ কাকে বলে? ১

খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রিমির ক্রয়কৃত পণ্যটি কোন বাজারের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে রিমির ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের পরিধি কতটুকু? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. মি. রফিক X বাজারে গিয়ে দেখলেন অনেক বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য একই দামে বিক্রি করছেন। ক্রেতাগণ কোনো প্রকার দরকষাকষি না করে নির্ধারিত দামে পণ্য ক্রয় করছেন। রফিক সাহেব একটি পণ্যের ৩ একক ক্রয় করলেন। রফিক সাহেব Y বাজারে গিয়ে দেখলেন কোথাও সমজাতীয় পণ্য নেই। নির্ধারিত দামের অস্তিত্ব নেই। সব বিক্রেতাই ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বিক্রি করছেন। রফিক সাহেব দরকষাকষি করে T পণ্যের ২ একক ক্রয় করলেন। এমন সময় বশির মিয়া যেখানে এলেন। বশির মিয়া বিক্রেতার কাছে T পণ্য ৬ একক ক্রয়ের আগ্রহ দেখালেন। বিক্রেতা রফিক সাহেবের তুলনায় কম দামে ৬ একক T পণ্য বশির মিয়ার কাছে বিক্রি করলেন। এই পরিস্থিতিতে রফিক সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন। *[ব. বো. ২০২১]*

ক. আন্তর্জাতিক বাজার কাকে বলে? ১

খ. "বাস্তবে বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কোথাও নেই"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. X বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত X ও Y বাজারের মধ্যে কোন বাজারে ভোক্তা সন্তুষ্টি অর্জন করে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৭. 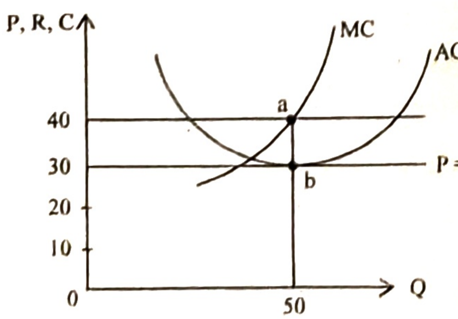

[ঢা. বো. ২০২৫]

ক. অলিগোপলি বাজার কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. AC রেখা যদি 'a' বিন্দুতে স্পর্শ করে তবে ফার্মের মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. ছকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

A	B
একজন বিক্রেতা বহুসংখ্যক ক্রেতা দাম নিয়ন্ত্রণ	বহুসংখ্যা বিক্রেতা বহুসংখ্যক ক্রেতা দ্রব্যের একটি নির্ধারিত দাম

[ম. বো. ২০২৩]

ক. মুনাফা কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন কেন? ২

গ. A কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত বাজার দুটির মধ্যে ক্রেতারা কোন বাজারে অধিকতর সন্তুষ্টি অর্জন করে? যুক্তিসহকারে আলোচনা করো। ৪

৯. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

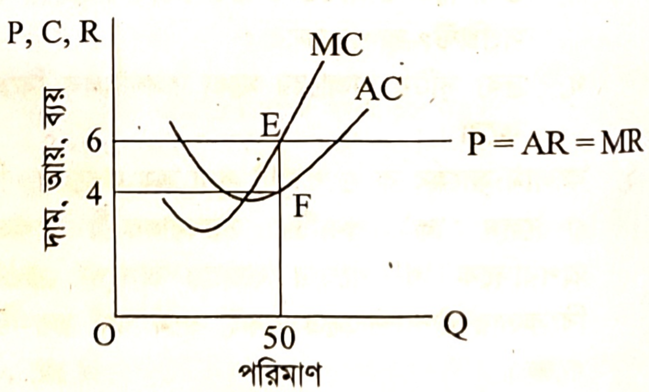

[রা. বো. ২০২৫]

ক. স্বল্পকালীন বাজার কী? ১

খ. ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপক হতে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গড় ব্যয় (AC) রেখা স্থানান্তরিত হয়ে E বিন্দু দিয়ে ছেদ করলে মুনাফার ক্ষেত্রে কি কোন পরিবর্তন আসবে? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১০. একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

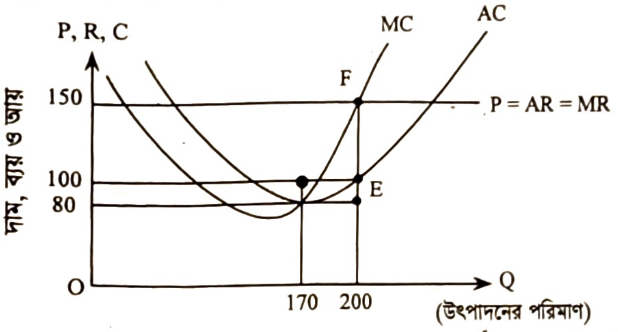

[য. বো. ২০২৩]

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR = MR হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রের গড় ব্যয় রেখার (AC) অবস্থান কেমন পরিবর্তন হলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১. উদ্দীপকটি লক্ষ করো:

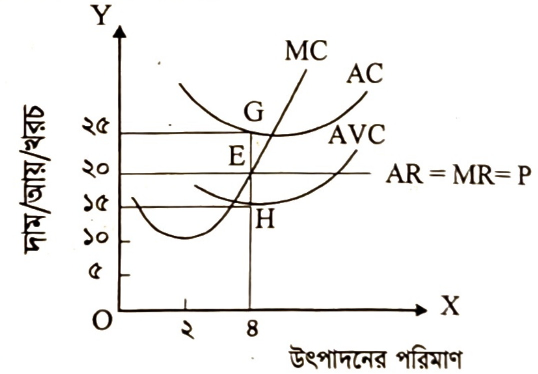

[রা. বো. ২০২২]

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী? ১
খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ভারসাম্য অবস্থায় স্বল্পকালে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং উত্তর দাও:

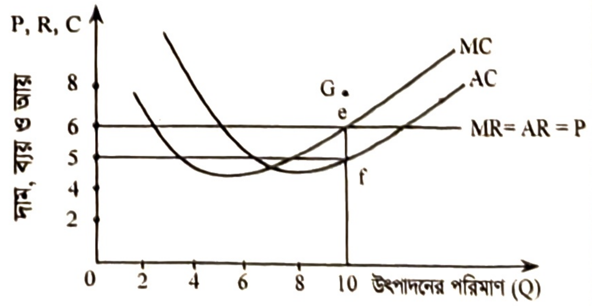

[দি. বো. ২০২৫]

ক. অর্থনীতিতে বাজার বলতে কী বোঝায়? ১
খ. ফার্ম ও শিল্পের পার্থক্য দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র থেকে ফার্মটির ক্ষতি বা মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চিত্রে AC রেখাটি যদি স্থানান্তরিত হয়ে G বিন্দু দিয়ে গমণ করে তবে উৎপাদকের মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও:

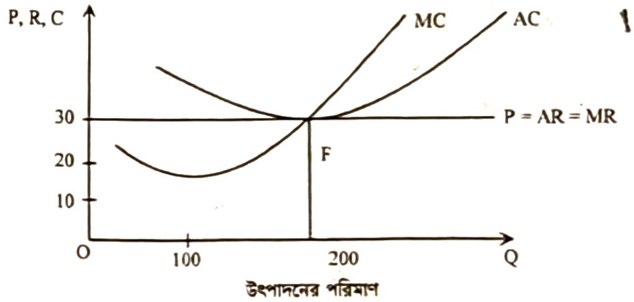

[ঢা. বো. ২০২৩]

ক. দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজার কী? ১
খ. "একচেটিয়া বাজারে AR > MR"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ফার্মটির ভারসাম্য নির্ণয় করে মুনাফার পরিমাণ বের করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ফার্মটি গড় ব্যয় (AC) F বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. বেলাবো উপজেলার সবজি চাষি আব্দুর রহমান প্রতি কেজি ১০ টাকা দামে ১০০০ কেজি টমেটো যাত্রাবাড়ী পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন। কিন্তু তার উৎপাদন ব্যয় ও পরিবহন ব্যয় প্রতি কেজিতে ৬ টাকা করে পড়ে এবং বাজারে প্রচলিত দাম ছিল কেজি প্রতি ১০ টাকা।

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী? ১
খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। ২
গ. আবদুর রহমানের ১০০০ কেজি টমেটো বিক্রিতে লাভ না ক্ষতি হয়েছে তা চিত্রে প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যদি প্রতি কেজিতে দালালি খরচ ৫ টাকা হয় তবে তার লাভ না ক্ষতি হবে তা চিত্রে দেখিয়ে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

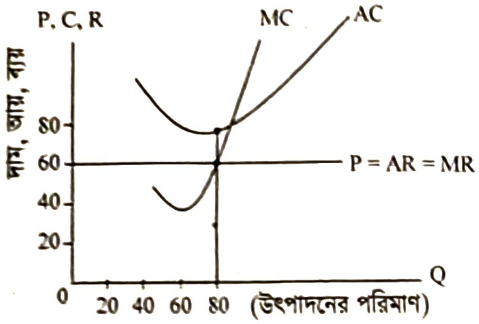

[কু. বো. ২০২৫]

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে 'দাম গ্রহীতা' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে ফার্মটির মুনাফা/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফার্মটির গড় ব্যয় রেখার কী পরিবর্তন হলে সে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে? চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

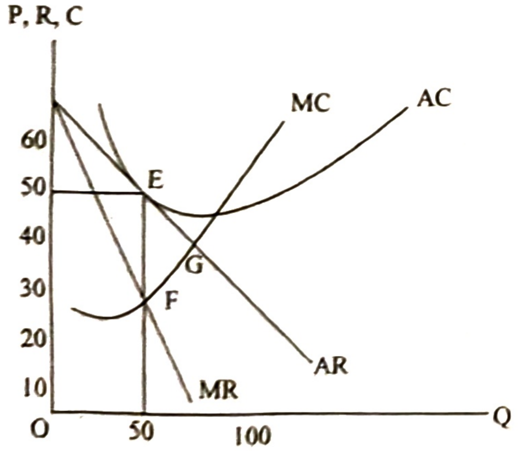

[য. বো. ২০২১]

ক. বাজার কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে AR > MR হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কোন বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্যের শর্তগুলো পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে ফার্মের ভারসাম্যের ধরন বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭. 'X' ও 'Y' দুটি পণ্য। 'X' পণ্যটির বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা। অপরদিকে, 'Y' পণ্যের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম রয়েছে এবং সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনে প্রতিযোগীরা অবাধে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ পায়। [ঢা. বো. ২০২২]

ক. ভারসাম্য কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR = MR হয় কেন? ২

গ. 'X' পণ্যের বাজারটি কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই ধরনের বাজারের পার্থক্য লেখো। ৪

১৮. নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো উত্তর দাও।

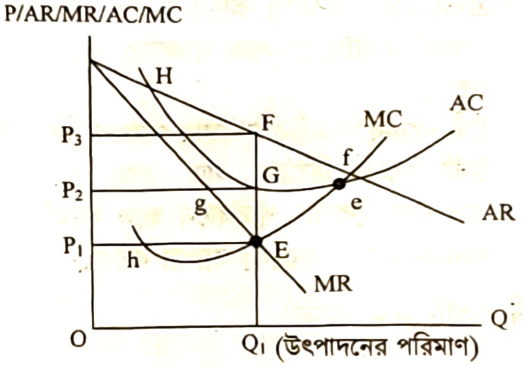

[চ. বো. ২০২৩]

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের শর্ত উল্লেখ করো। ১

খ. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করে কেন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ফার্মটির ভারসাম্য দাম, উৎপাদনের পরিমাণ ও অস্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফার্মটি যদি স্বাভাবিক মুনাফা করে তবে চিত্রের রেখাগুলো কীভাবে পুনর্বিন্যস্ত হবে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯. একটি শহরে 'W' নামের প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ করে। প্রতিষ্ঠানটির মাসিক গড় ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা নিম্নরূপ:

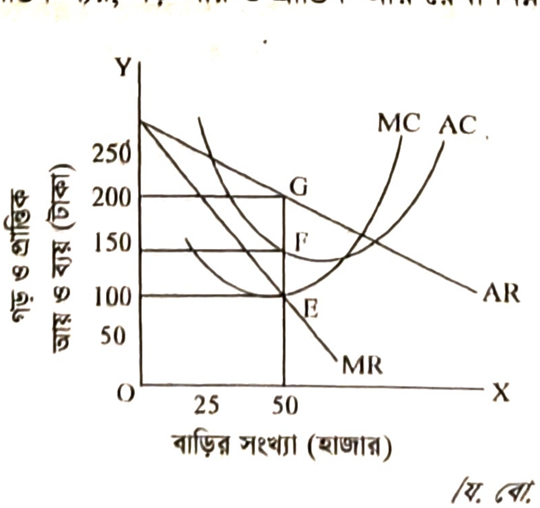

[য. বো. ২০২২]

ক. মনোপসনি বাজার কাকে বলে? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেন প্রান্তিক আয় ও গড় আয় দামের সমান হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে AC রেখা যদি G বিন্দুকে স্পর্শ করে তাহলে মুনাফার পরিমাণ ব্যাখ্যা করো। ৪

২০. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

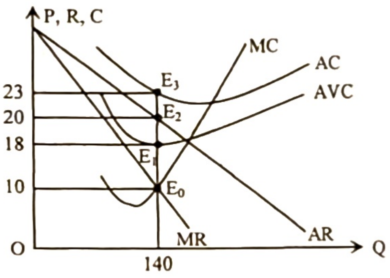

[ঢা. বো. ২০২৩]

ক. ফার্ম কী? ১

খ. "ক্রেতা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিক্রেতা নয়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের AC রেখা E_2 বিন্দু দিয়ে গমন করলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২১. নিচের চিত্রে A ও B বাজারের AR ও MR রেখা দেখানো হলো:

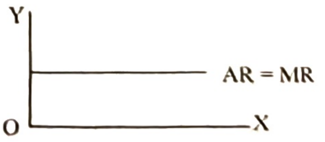

চিত্র: A বাজার

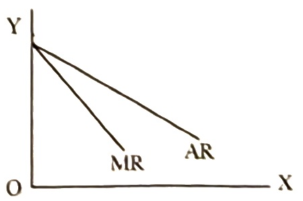

চিত্র: B বাজার

[দি. বো. ২০২৩]

ক. মনোপসনি কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না কেন? ২

গ. চিত্রে A ও B কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. A বাজারের ভারসাম্য ব্যাখ্যা কর যখন AC রেখা AR রেখার উপরে অবস্থান করে। ৪

২২.

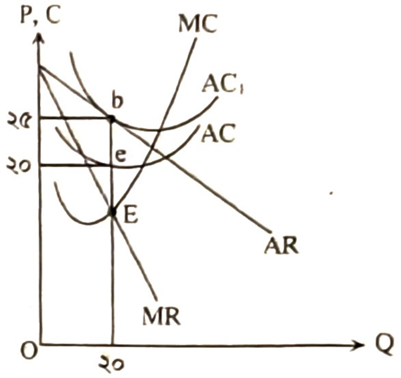

[আলিম ২০১৯]

ক. একচেটিয়া বাজার বলতে কী বোঝো? ১

খ. "মনোপসনি বাজারে বিক্রেতার স্বাধীনতা নাই"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একচেটিয়া বাজারের মুনাফা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গড় ব্যয় (AC) রেখাটি b বিন্দুতে স্পর্শ করলে উৎপাদনকারী কোন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হবে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩.

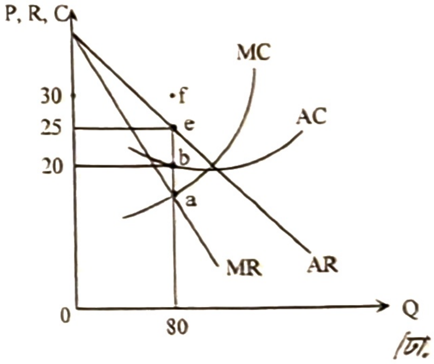

[ঢা. বো. ২০২৫]

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেন AR = MR হয়? ২

গ. উদ্দীপক হতে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু নির্দেশ করো এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা 'f' বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

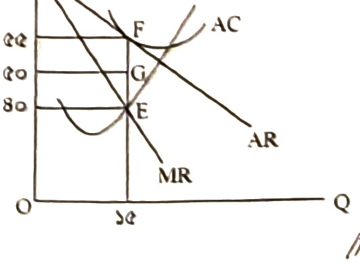

[সি. বো. ২০২৫]

ক. মনোপসনি বাজার কী? ১

খ. একচেটিয়া কারবারি কীভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. যদি AC রেখা G বিন্দুতে স্পর্শ করে তবে কোন ধরনের মুনাফা অর্জিত হবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫. এসএমএস্রের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ডিমের বাজার। এ চক্রকে থামানো না গেলে ডিমের দাম আরও বাড়বে বলে অভিযোগ খামারিদের। এ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান, ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক। পরবর্তীতে সংস্থাটি কিছু পদক্ষেপ নিলেও ডিমের দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ডিমের বিক্রয় কমে যায়।

ক. সময়ের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার? ১

খ. অতি স্বল্পকালীন বাজারে যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ডিমের বাজারটি কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চক্রটি ডিমের দাম বাড়ালে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে না। উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২৬. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

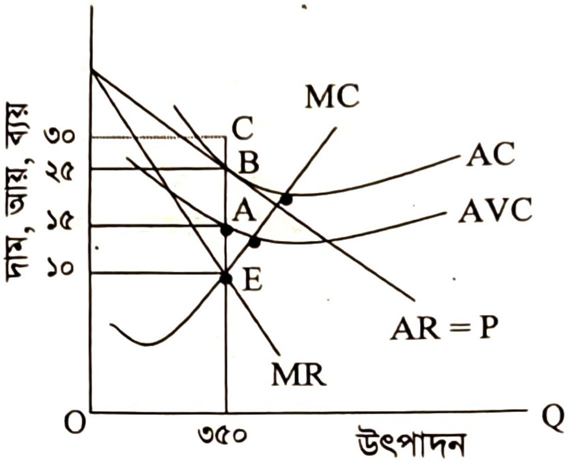

[ব. বো. ২০২৫]

ক. ডুয়োপলি বাজার কী? ১

খ. ফার্ম এবং শিল্প কী একই? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ফার্মটি কী ধরনের মুনাফা অর্জন করছে তা উল্লেখপূর্বক মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. AC রেখা C বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে ফার্মটির ভারসাম্য মুনাফার কীরূপ পরিবর্তন হবে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৭. কামাল 'X' দ্রব্য উৎপাদন করে। তার বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। তার উৎপাদিত দ্রব্যটি ওজনে হালকা হওয়ায় সে সহজে বাজারজাত করতে পারে। নিচের তালিকায় বিভিন্ন দামে 'X' দ্রব্যের যোগান ও চাহিদা দেখানো হলো-

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
৩০	১০০	৩০০
২০	২০০	২০০
১০	৩০০	১০০

◀ অধ্যায় ২ ও ৪ এর সমন্বয়ে

ক. শিল্প কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা ও যোগানের শক্তি দ্বারা কীভাবে দাম নির্ধারিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য অবলম্বনে চিত্র অঙ্কন করে 'X' দ্রব্যের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া বের করো। ৩

ঘ. পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'X' দ্রব্যটি কোন ধরনের বাজারের পণ্য তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রকাশ করো। ৪

২৮.

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) একক	দাম (P) টাকা
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10

◀ ৩ ও ৪ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. সর্বদা AC > AVC হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক আয়ের তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যাবলি যে বাজারের সাথে সম্পর্কিত সে বাজারে কেন অন্যান্য বাজারের তুলনায় ভোক্তার স্বার্থ অধিক সংরক্ষিত হয়? ৪

৫

শ্রমবাজার

Labour Market

জন ইলিয়াট কেয়ার্নস
(১৮২৩-১৮৭৫)

প্রধান প্রধান শব্দ

- শ্রম
- শ্রমবাজার
- উৎপাদনশীল শ্রম
- শ্রমের দক্ষতা
- অনুৎপাদনশীল শ্রম
- শ্রমের গতিশীলতা
- পেশা
- শ্রমের চাহিদা
- শ্রমের যোগান
- আর্থিক মজুরি
- প্রকৃত মজুরি
- মজুরি
- আয়

উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো শ্রম। এর মধ্যে নিহিত আছে সমাজের অস্তিত্ব ও উন্নতির ভিত্তি। মানুষের মধ্যেই শ্রম নিহিত থাকে। শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ কর্মজীবনে প্রবেশ এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করে। শ্রমশক্তি এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি যুক্তভাবে কাজ করে। কার্যত শ্রম হলো মানুষ ও প্রকৃতির যোগসূত্র। সমাজের অস্তিত্ব ও উন্নতির ভিত্তি হলো মানুষের শ্রম। এ অধ্যায়ে শ্রমের ধারণা, শ্রমের বাজার, পেশা, দক্ষতা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমের চাহিদা, শ্রমের যোগান, শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ, আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি, আয় এবং শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- শ্রমের ধারণা
- তথ্য ও উপাত্তের আলোকে পেশা, দক্ষতা ও অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের বাস্তব পরিস্থিতি
- শ্রমের চাহিদার ধারণা
- শ্রমের যোগানের ধারণা
- শ্রমের চাহিদা ও যোগানের আলোকে লেখচিত্র অঙ্কন করে শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ
- বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্য
- মজুরির সাথে আয়ের তুলনা করা

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	শ্রমের ধারণা ও শ্রমের বৈশিষ্ট্য; শ্রমবাজার;
পাঠ ২	শ্রমবাজারের প্রকারভেদ; শ্রমের দক্ষতা ও এর নির্ধারকসমূহ; বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা;
পাঠ ৩	বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়; শ্রমবাজারের অপরিপূর্ণতা ও শ্রমের গতিশীলতা
পাঠ ৪	বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের বাস্তব অবস্থা; বাংলাদেশে শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি হারের কারণ
পাঠ ৫	বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ও বাংলাদেশের দক্ষতাভিত্তিক শ্রমবাজার
পাঠ ৬	বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য দেশভিত্তিক শ্রমবাজার
পাঠ ৭	বাংলাদেশি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার হারানোর কারণ ও বাংলাদেশের শ্রমবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ
পাঠ ৮	শ্রমের চাহিদা ও এর নির্ধারকসমূহ
পাঠ ৯	শ্রমের যোগান ও এর নির্ধারক উপাদান; শ্রমের দক্ষতা ও কার্যকর শ্রমের যোগান এবং পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা
পাঠ ১০ ও ১১	শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ; আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি; আর্থিক মজুরি থেকে প্রকৃত মজুরি নির্ণয়; আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে তুলনা; প্রকৃত মজুরি কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ একই পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ .
পাঠ ১২	শ্রমিক সংঘ; শ্রমিক সংঘের কার্যাবলি, শ্রমিক সংঘ কি মজুরি বাড়াতে পারে?; মজুরি ও আয়; মজুরির সাথে আয়ের তুলনা

পাঠ ১ শ্রমের ধারণা, শ্রমের বৈশিষ্ট্য ও শ্রমবাজার

৫.১ শ্রমের ধারণা (Concept of Labour)

শ্রম বলতে সাধারণত শারীরিক পরিশ্রমকেই বোঝায়। তবে অর্থনীতিতে শ্রম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। **উৎপাদনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন হয় তাকেই অর্থনীতিতে শ্রম বলে।**

- অধ্যাপক **আলফ্রেড মার্শাল** বলেন, "মানসিক বা শারীরিক যেকোনো প্রকারের পরিশ্রম যা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো উপকারের জন্য করা হয় তাই শ্রম।"[১]
- অধ্যাপক **নিকোলসনের** (Nicholson) মতে, "শ্রম বলতে সকল ধরনের সর্বোন্নত পেশাগত দক্ষতাসহ তাদের শ্রমকেও বোঝায় যারা অদক্ষ শ্রমিক ও কারিগর এবং শিক্ষা, শিল্প-কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিচার-প্রশাসন ও সরকারের সকল শাখায় নিয়োজিত।"

এই অর্থে মুটে, রিকশাচালক, কামার, কুমোর, তাঁতির কাজ শারীরিক শ্রম এবং শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, বিচারক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাজ মানসিক শ্রম। তবে কোনো শ্রমই এককভাবে শারীরিক কিংবা মানসিক নয়। প্রত্যেক কাজে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সমন্বয় ঘটে।

শ্রমকে দুইভাবে চিন্তা করা হয়। যথা- ১. উৎপাদনশীল এবং ২. অনুৎপাদনশীল শ্রম।
বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

ফিজিওক্রাট মতবাদ: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ফিজিওক্রাট নামে এক শ্রেণির লেখকের উদ্ভব ঘটে। তাদের মতে, "যে শ্রম অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করে তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলে। যেমন- কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমই উৎপাদনশীল শ্রম। অপরপক্ষে যে শ্রম অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করে না তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। যেমন- ব্যবসায় বা এরূপ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক।"

ক্লাসিক্যাল মতবাদ: অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জে. এস. মিল প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে, "যে শ্রমের সাহায্যে দৃশ্যমান বা বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলে।" যেমন- কৃষক, তাঁতি প্রভৃতির শ্রম উৎপাদনশীল। পক্ষান্তরে যে শ্রমের সাহায্যে দৃশ্যমান বা বস্তুগত কোনো দ্রব্য উৎপাদিত হয় না তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে। যেমন- শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, গায়ক প্রভৃতির শ্রম হলো অনুৎপাদনশীল।

আধুনিক মতবাদ: আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, যে শ্রম বস্তুগত ও অবস্তুগত যেকোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে বা কোনো উপযোগ সৃষ্টি করে তাকেই উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এক্ষেত্রে ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, প্রকৌশলী প্রভৃতির শ্রমই উৎপাদনশীল। অন্যদিকে, যে শ্রম কোনো উপযোগ সৃষ্টি করে না বা যার কোনো বিনিময় মূল্য নেই তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে।

৫.২ শ্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Labour)

উৎপাদনের মৌলিক উপাদান হিসেবে শ্রমের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ—

১. **শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ:** শ্রমিকের জীবন আছে তাই শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ বা উপাদান। শ্রমিক যতদিন জীবিত থাকে ততদিন শ্রমের অস্তিত্ব থাকে। কারণ শ্রম ও শ্রমিক একই সূত্রে গাঁথা।

২. **শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছিন্ন:** শ্রমিকের মধ্যেই শ্রম দানের ক্ষমতা নিহিত থাকে। শ্রমিক থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্ন করার উপায় নেই। অধ্যাপক মার্শালের মতে, শ্রমিক তার শ্রম বিক্রি করে মাত্র, কিন্তু নিজেকে বিক্রি করে না। তাই বলা যায়, শ্রমিক ও শ্রম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

৩. **শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে কিন্তু নিজেকে নয়:** একজন শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম বিক্রি করে কিন্তু নিজেকে নয়। যেমন—একটি পশু ক্রয় করলে তার দেহ ও সেবার মালিক হওয়া যায়। কিন্তু মজুরির বদলে একজন শ্রমিকের কেবল সেবাই নেওয়া যায়; কিন্তু তার দেহ ও মনের ওপর অধিকার জন্মায় না।

---

[১] Any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some good other than pleasure, derived directly from the work is called labour."- Prof. A. Marshal.

৪. **শ্রমের সচলতা:** শ্রম একটি গতিশীল উপাদান। একস্থান থেকে অন্যস্থানে শ্রমিক সহজেই চলাচল করতে পারে। তবে ভৌগোলিক বাধা, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য, পরিবহন ব্যয় এসব শ্রমিক চলাচলের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

৫. **শ্রমের যোগান পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ:** জনসংখ্যার আয়তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিক্ষা, শ্রমের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর শ্রমের যোগান নির্ভর করে। এ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। তাই মজুরি বাড়ানোর সাথে সাথে শ্রমের যোগান বাড়ানো যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি মজুরি কমলে তার যোগানও কমানো যায় না। ফলে সময় সাপেক্ষে শ্রমের যোগানের পরিবর্তন হয়।

৬. **শ্রমিকের সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ কার্যকর:** শ্রমিক মানুষ বলে তার মধ্যে মানবিকতা ও সামাজিকতা উভয়ই বিদ্যমান। শ্রমিকের কাজের সময় ও কাজের প্রকৃতিতে মানবিক দিক বিবেচনা করা হয়। যেমন— শিশুশ্রম মানবিকভাবে কাম্য নয়। শ্রমিকের বয়স ও কাজের সময়সীমা নির্ধারণ সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়।

৭. **শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা:** শ্রম ক্ষণস্থায়ী এবং সংরক্ষণের অযোগ্য। ফলে অব্যবহৃত শ্রম চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রমের এ ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের জন্যই শ্রমিক নিয়োগকর্তার সাথে মজুরির হার নিয়ে বেশি দরকষাকষি করতে পারে না। তাই শ্রমিক খুব কম মজুরিতেও কাজ করতে বাধ্য হয়।

৮. **শ্রমের যোগান তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক:** মজুরি বাড়লেও শ্রমের যোগান বাড়তে সময় লাগতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দক্ষ শ্রমিকের যোগান সময়সাপেক্ষ, কারণ দক্ষতা অর্জনে সময় লাগে। কাজেই শ্রমের দাম বাড়ানো হলেও শ্রমিকের যোগান বাড়বে এমনটি সব সময় নাও হতে পারে। আর বাড়লেও মাত্রাগত দিক থেকে তা কম হবে।

৯. **মজুরি হারের সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক বিপরীত:** শ্রমের ক্ষেত্রে মজুরি বাড়লে শ্রমিক বিশ্রাম বা অবসর বেশি নেয়। আবার মজুরি কমলে আয় বাড়ানোর জন্য বেশি শ্রম প্রদান করে। ফলে মজুরি হারের সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। পাশের চিত্রে দেখা যায়, মজুরিস্তর OW_0 এর উপরে উঠলে শ্রমের যোগান রেখা SS′ বামদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

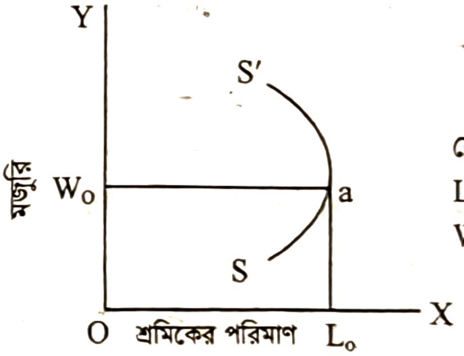

যেখানে,
L = শ্রমের যোগান
W = মজুরি

চিত্র: শ্রমের যোগান

১০. **শ্রম সক্রিয় উপকরণ:** ভূমি ও মূলধন নিজে নিজেই উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে না, তাই এরা নিষ্ক্রিয় উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়। মানুষ কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করলেই কেবল তারা উৎপাদন করতে পারে। তাই শ্রম একটি সক্রিয় উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়।

১১. **শ্রম ক্ষণস্থায়ী:** জমি ফেলে রাখলে বা খনিজ সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় রাখলে তা নষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রমিক শ্রম প্রদান না করলে শ্রমিকের বয়সক্রমে শ্রম ক্ষমতা কমে আসবে। যে সময়ের জন্য শ্রমিক কর্মহীন থাকল, সেই সময় আর ফিরে আসবে না। কাজেই শ্রম প্রদানের বিষয়টি সময়ের প্রেক্ষিতে ক্ষণস্থায়ী। শ্রম প্রদান না করলে তা মূল্যহীন। কিন্তু জমি ফেলে রাখলেও তা মূল্যবান থাকে।

৫.৩ উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল শ্রম (Productive and Unproductive Labour)

শ্রম দুই প্রকার। যেমন- ১. উৎপাদনশীল শ্রম ও ২. অনুৎপাদনশীল শ্রম। উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল শ্রম বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ের অর্থনীতিবিদদের মতবাদ নিচে তুলে ধরা হলো ।

১. **ফিজিওক্র্যাটদের মতবাদ (Physiocrates views):** অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ফিজিওক্র্যাটদের মতে, যে শ্রম অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করতে পারে, তাই উৎপাদনশীল শ্রম। যেমন- কৃষি, শিল্প বা নিজ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করলে তাদের শ্রম উৎপাদনশীল। আবার যে শ্রম নতুন কিছু উৎপাদন করে না, তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে। ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের শ্রম অনুৎপাদনশীল। কারণ এরা নতুন কিছু উৎপাদন করে না, তারা শুধু দ্রব্য হস্তান্তর করে।

২. **ক্লাসিক্যাল মতবাদ (Classical views):** অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জেএস মিল প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, যে শ্রম বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে, তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলে। যেমন- কৃষক, তাঁতি বা

কারখানার শ্রমিক বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে বলে তাদের শ্রম উৎপাদনশীল। অন্যদিকে যে শ্রম বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে না, তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে। যেমন- আইনজীবী, ডাক্তার, গায়ক প্রভৃতি শ্রমিকের শ্রম অনুৎপাদনশীল । কারণ এরা অবস্তুগত দ্রব্য তৈরি করে।

৩. **আধুনিক মতবাদ (Modern views):** আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ উপরের মতবাদ দুটো সমর্থন করেন না। তাদের মতে, যে শ্রম বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে মানুষের অভাব মোচন করতে পারে, তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলে। সহজ কথায়, যে শ্রম উপযোগ সৃষ্ট করে এবং তার বিনিময়ে আর্থিক মূল্য পেয়ে থাকে, তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবীদের শ্রমকেও আমরা উৎপাদনশীল বলতে পারি। পক্ষান্তরে, যে শ্রম কোনো উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন রাজমিস্ত্রি যদি একটি দালান পুরোপুরি তৈরি করতে পারে, তবে তার শ্রম উৎপাদনশীল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু রাজমিস্ত্রি যদি দালানটি আংশিকভাবে তৈরি করে পুনরায় ভেঙে ফেলে, তাহলে তার শ্রমকে আমরা অনুৎপাদনশীল বলব।

৫.৪ শ্রমবাজার (Labour Market)

শ্রমবাজার বলতে শ্রমের ক্রেতা অর্থাৎ উৎপাদক বা নিয়োগকারী ও শ্রমের বিক্রেতা অর্থাৎ শ্রমিকদের মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দাম তথা মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয়কে বোঝায়। শ্রমিকরা উৎপাদনে সহায়তা করে বলে উৎপাদক বা নিয়োগকারীদের দিক থেকে শ্রমের জন্য চাহিদা সৃষ্টি হয়। আর শ্রমিকরা কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে বলে তাদের দিক থেকে আসে শ্রমের যোগান। সুতরাং দ্রব্য বাজারের মতোই শ্রমবাজারেও শ্রমের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত একটি মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয় চলে। এ ক্রয়-বিক্রয় দেশের কোনো একটি অঞ্চল বা সমগ্র দেশে কিংবা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে সংঘটিত হতে পারে বলে শ্রমের বাজার আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক হতে পারে। এখানে শ্রমের মজুরি ও কাজের বিভিন্ন শর্তাবলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শ্রম ক্রয়-বিক্রয় হয়। শ্রমবাজারে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে পারে সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন শ্রম বিনিময় এজেন্সি বা সংস্থা। সংগঠিতভাবে শ্রমবাজারে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে 'শ্রম সংঘ'।

শ্রমবাজার বলতে তাই কোনো একক বাজারকে বোঝায় না, পরস্পর সম্পর্কিত অনেক শ্রমবাজারকে বোঝায়।

শ্রমবাজারকে পৃথকভাবে অধ্যয়নের দরকার আছে কী?

শ্রমবাজারকে পৃথকভাবে অধ্যয়নের গুরুত্ব রয়েছে। কারণ শ্রমসেবা থেকে অর্জিত আয়ই হলো এদেশের পরিবারসমূহের বৃহৎ অংশের আয়ের প্রাথমিক উৎস। এদেশের জাতীয় আয়ের তিন-চতুর্থাংশই হলো মজুরি, বেতন ও উদ্যোক্তার আয়ের মজুরি উপাদান। তাই শ্রম শুধু উৎপাদনের উপকরণ হিসেবেই নয়, আয়ের উৎস হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোনটি উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ? *[কু. বো. ২০১৯]*

২. উৎপাদনের কোন উপকরণটি সবচেয়ে বেশি গতিশীল? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*

৩. কখন শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হয়? *[চ. বো. ২০১৯]*

৪. শ্রমের মালিক কে? *[য. বো. ২৩; রা. বো. ২০১৬]*

৫. মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন হয় তাকে কী বলে?

৬. কীসের যোগান পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

প্রত্যেক কাজে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সমন্বয় ঘটে এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

পাঠ ২ শ্রমবাজারের প্রকারভেদ; শ্রমের দক্ষতা ও এর নির্ধারকসমূহ, বাংলাদেশ শ্রমিকের দক্ষতা

৫.৫ শ্রমবাজারের প্রকারভেদ (Types of Labour Market)

শ্রমবাজার প্রধানত দুই প্রকার। যথা- ক. অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার এবং খ. আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার।

ক. অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার : অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **কৃষি শ্রমের বাজার:** গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন দিনমজুর আশপাশের কৃষিজমিতে কাজ করে অথবা কাজবিহীন অঞ্চলের শ্রমিকগণ এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে কাজপ্রবণ অঞ্চলে গমন করে এবং দরকষাকষির মাধ্যমে কাজে নিযুক্ত হয়।

২. **শহরে শ্রমের বাজার:** প্রতিদিন সকাল বেলা বিভিন্ন শহরে বিশেষ বিশেষ স্থানে নানা পেশার লোক কাজের জন্য সমবেত হয়। মানুষ এ শ্রমিক সমাবেশ থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত লোক দরকষাকষির মাধ্যমে নির্বাচন করে কাজে লাগায়।

৩. **শিক্ষিত লোকের শ্রমবাজার:** বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি সংস্থা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে লোক নিয়োগ করে।

খ. আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার: শ্রমবাজার যখন কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে অন্যকোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বিস্তৃত হয় তখন তাকে সরকার সরাসরি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং বায়রার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে লোক প্রেরণ করে থাকে।

৫.৬ শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labour)

শ্রমের দক্ষতা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সাধারণভাবে শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। যে শ্রমিক যতো কাজ করতে পারে সে ততো দক্ষ। **অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কাজের গুণাগুণকে অক্ষুণ্ন রেখে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বা সেবা-কর্ম উৎপাদন করতে পারে, তাকে শ্রমের দক্ষতা বলে।**

■ অর্থনীতিবিদ **হেটাল মেহেতা** (Mehta) বলেন, "শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের সামর্থ্যকে বোঝায় যা থেকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি হয়।"

শ্রমের দক্ষতা ধারণাটি নিচের সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{শ্রমের দক্ষতা} = \frac{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}{\text{সময়}}$$

$E_L = \frac{Q}{WT}$; যেখানে E_L = Efficiency of Labour (শ্রমের দক্ষতা)

Q = Quantity of Production (উৎপাদনের পরিমাণ)

WT = Work Time (কাজের সময়)

এ সমীকরণে WT-এর মান স্থির থেকে Q-এর মান বৃদ্ধি পেলে শ্রমের দক্ষতা বেশি হয়। আবার Q-এর মান অপরিবর্তিত থেকে WT-এর মান হ্রাস পেলে সে ক্ষেত্রেও শ্রমের দক্ষতা বাড়ছে বলা যাবে। উদাহরণ— বাংলাদেশের একজন পোশাক শ্রমিক ৫ ঘণ্টায় ৫টি প্যান্ট তৈরি করতে পারে। তাহলে তার দক্ষতা $= \frac{৫}{৫} = ১$।

অন্যদিকে, জাপানের একজন পোশাক শ্রমিক একই সময়ে (৫ ঘণ্টায়) ১৫টি প্যান্ট তৈরি করতে পারে। তাহলে তার দক্ষতা $= \frac{১৫}{৫} = ৩$। এখানে ৩ > ১ হওয়ায় জাপানের শ্রমের দক্ষতা বেশি এবং বাংলাদেশের শ্রমের দক্ষতা কম।

সুতরাং, বাংলাদেশের একজন পোশাক শ্রমিকের তুলনায় জাপানের একজন পোশাক শ্রমিক ৩ গুণ বেশি দক্ষ।

৫.৭ শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ (Determinants of Efficiency of Labour)

শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে। শ্রমের দক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিক বলতে কম সময়ে অধিক পণ্য উৎপাদন করতে পারে এমন শ্রমিকদের বোঝায়। উন্নত দেশগুলোতে শ্রমের দক্ষতা বেশি হওয়ায় সেখানে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান দুই-ই বেশি। একজন শ্রমিক দক্ষ নাকি অদক্ষ তা অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ হলো—

১. **কাজ করার ইচ্ছা:** শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছার ওপর শ্রমের দক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে। শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছাও আবার অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

   ক. **চাকরির স্থায়িত্ব:** শ্রমিকের চাকরি যদি স্থায়ী হয় তাহলে সে বেশি কাজ করতে আগ্রহী হবে। ফলে তার দক্ষতা বাড়বে।

   খ. **পদোন্নতি:** চাকরিতে পদোন্নতি হলে কাজের আগ্রহ বাড়বে। ফলে শ্রমিকের দক্ষতাও বাড়বে।

   গ. **মজুরি:** শ্রমিকের মজুরি বেশি হলে সে কাজ করতে বেশি আগ্রহী হয়। কেননা মজুরি বেশি হলে তার জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়।

   ঘ. **অনুকূল শর্তাবলি:** কাজের শর্তাবলি যদি শ্রমিকের অনুকূলে থাকে তাহলে কর্মদক্ষতা বাড়বে।

   ঙ. **অন্যান্য সুবিধা:** উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা; যেমন- চাকরির ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা, নিয়মিত মজুরি প্রদান, লভ্যাংশের অংশ প্রদান, ভাতা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ, চাকরির সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর দক্ষতা নির্ভর করে।

২. **কাজ করার ক্ষমতা:** কাজ করার সামর্থ্যের ওপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভরশীল। কাজ করার সামর্থ্য আবার নির্ভর করে শ্রমিকের শারীরিক যোগ্যতা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, জলবায়ু, খাদ্য, বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক ও চরিত্রগত গুণাগুণ, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর।

৩. **কারখানার পরিবেশ:** কারখানার চারপাশ ও ভিতরের অবস্থা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রচুর আলো-বাতাস যুক্ত হলে এবং কারখানায় শৃঙ্খলা থাকলে শ্রমিকের দেহ-মন সুস্থ থাকে। ফলে তার দক্ষতা বাড়ে।

৪. **আধুনিক যন্ত্রপাতি:** কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হলে শ্রমিকরা কাজে উৎসাহ বোধ করে। এর ফলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। উন্নত দেশের শ্রমিক নিত্য-নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে বলে তাদের দক্ষতা অনেক বেশি।

৫. **সংগঠনের নৈপুণ্য:** কারখানার পরিচালন ব্যবস্থা দক্ষ ও উচ্চমানসম্পন্ন হলে সেখানকার শ্রমিকের দক্ষতা এবং কাজের ইচ্ছা সহজেই বৃদ্ধি পায়।

৬. **সামাজিক নিরাপত্তা:** কারখানায় কাজের সময় কোনো দুর্ঘটনায় শ্রমিক পঙ্গু বা অসুস্থ হয়ে কর্মহীন হতে পারে বা তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। এরকম অবস্থায় আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দান, বিমা, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা প্রচলিত থাকলে শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতার অবসান ঘটে। ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বাড়তে পারে।

এছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গঠনমূলক শ্রমিক সংঘ, নিয়োগকারীর সাথে সুসম্পর্ক, কারখানার অব্যাহত উন্নতি প্রভৃতি বিষয় শ্রমিকের দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয়।

৫.৮ বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা (Labour Efficiency in Bangladesh)

উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের দক্ষতা খুব কম। এজন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী।

১. বাংলাদেশে অধিকাংশ কল-কারখানার সামগ্রিক পরিবেশ ভালো নয়। কারখানার ভিতরে আলো-বাতাসের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কাজে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। এরকম মন্দ পরিবেশের কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা কম হয়। এছাড়া আমাদের দেশে বেশিরভাগ কলকারখানায় পুরাতন ও জরাজীর্ণ যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার হয়। উৎপাদন কলাকৌশলও পুরনো এবং ব্যবহৃত কাঁচামাল নিম্নমানের। এ কারণেও শ্রমিকদের দক্ষতা কম।

২. উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে এ দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু। ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক কর্মোদ্যম কম। এছাড়া উষ্ণ জলবায়ু আমাদের শ্রমিকদের কাজের সামর্থ্যকে ব্যাহত করে।

৩. নিম্ন মজুরি, কাজের প্রতিকূল শর্তাবলি, কাজের স্থায়িত্ব, চাকরিতে উন্নতির অভাব, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব প্রভৃতি কারণে এ দেশের শ্রমিকদের কাজে অনীহা সৃষ্টি হয়। ফলে তাদের দক্ষতা বাড়ে না।

৪. বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা নিম্নমানের ও ত্রুটিপূর্ণ। দুর্ঘটনা ও অন্যান্য বিপদকালে শ্রমিকরা খুব কমই সাহায্য পায়। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ। এসব কারণে এ দেশের অধিকাংশ শ্রমিকের দক্ষতা কম।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত হলে তাকে কী বলে? */সি. বো. ২০১৯/*

২. শ্রমবাজার প্রধানত কয় প্রকার?

৩. অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

৪. শ্রমের দক্ষতার সূত্রটি লেখো।

৫. শ্রমের দক্ষতা কীসের ওপর নির্ভরশীল?

৬. শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে কী বলে?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শ্রমের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে এমন পাঁচটি উপাদানের নাম লেখো।

পাঠ ৩ বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়; শ্রমবাজারের অপরিপূর্ণতা ও শ্রমের গতিশীলতা

৫.৯ বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় (Way of Increments of Labour Efficiency in Bangladesh)

১. শ্রমিকের কাজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যুক্তিসজ্গত বেতন-ভাতা, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করতে হবে। এতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং কাজের দক্ষতা বাড়বে।

২. শ্রমিকদের কাজ করার ইচ্ছা বৃদ্ধির জন্য চাকরির স্থায়িত্ব, চাকরিতে উন্নতি, অবসর ভাতা, বিপদকালীন সাহায্য, বোনাস, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

৩. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও দক্ষ হলে শ্রমিকদের কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। সাথে সাথে তাদের দক্ষতাও বাড়বে।

৪. কলকারখানার পরিবেশ যাতে উন্নত হয় সেজন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা দরকার।

৫. শ্রমিকরা যাতে উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল শিখতে পারে সেজন্য কলকারখানায় আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। সাথে সাথে উদ্যোক্তাগণ নব নব উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করতে পারেন।

৬. শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক শ্রম আইন প্রণয়ন করতে হবে। গঠনমূলক ও সুপরিচালিত শ্রমিক সংঘ গঠনের সুযোগ থাকতে হবে। দেশে যথাসম্ভব সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি বজায় রাখতে হবে। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও তা বজায় রাখতে হবে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এ দেশে শ্রমের দক্ষতা বাড়বে এবং দেশের শিল্পোন্নয়নে সহায়ক হবে।

৫.১০ শ্রমবাজারের অপরিপূর্ণতা (Imperfections of Labour Market)

শ্রমবাজার সম্পর্কে অপূর্ণাজ্গ তথ্য পরিবেশনকে শ্রমবাজারের অপরিপূর্ণতা বলে। একটি দেশের জনশক্তির পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে মৌসুমি বেকারত্ব, স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান এবং শিক্ষিত জনশক্তি সম্পর্কে জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে বিস্তারিত তথ্যের ওপর। শ্রমবাজার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে শ্রমশক্তি সম্পর্কিত জাতীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকরী হয় না। তখনই শ্রমবাজারে অপরিপূর্ণতা দেখা যায়।

যেমন– পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেল যে, ৩ লক্ষ ৪ হাজার চাকরির পদের জন্য ৯ লক্ষ ৬০ হাজার চাকরি প্রার্থী ছিল। অথচ একই সময়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা গেল যে, ঐ সময়ে মাত্র ২০,০০০ কর্মখালি ছিল। একই সময়ের দুটি সমীক্ষার ফলাফল থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, কর্মসংস্থানগত পরিসংখ্যান সুসমন্বিত নয়, যা শ্রমবাজারের অপরিপূর্ণতা তুলে ধরে। এমনও দেখা যায়, 'অনেক কাজ কিংবা কর্মখালি পড়ে আছে, তথাপি বহুলোক বেকার।' (There are many works to do, yet many people are without work.)

জেনে রাখো

শ্রমবাজার থেকে বেকারের সংখ্যা ও বেকারত্বের হার নির্ণয়:

১. বেকারের সংখ্যা = চাকরি প্রার্থী – চাকরিতে কর্মরত পদের সংখ্যা।

২. বেকারত্বের হার = শ্রমশক্তি (%) – কর্মসংস্থান (%) হার।

৫.১১ শ্রমের গতিশীলতা (Mobility of Labour)

শ্রমের গতিশীলতা বলতে শ্রমিকের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, এক পেশা থেকে আরেক পেশা গ্রহণ, কিংবা একই পেশায় এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়াকে বোঝায়। একজন শ্রমিক তার নিজস্ব প্রয়োজন এবং স্বার্থে এক পেশা থেকে অন্য পেশা গ্রহণ, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন, একই কাজে এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে গমন করতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনই হলো শ্রমের গতিশীলতা। যেমন– একজন শ্রমিক গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরি থেকে ঔষধের ফ্যাক্টরিতে কাজ নিতে পারে, চট্টগ্রামের শ্রমিক ঢাকায় গিয়ে কাজ করতে পারে।

শ্রমের গতিশীলতার প্রকারভেদ: শ্রমের গতিশীলতার বিভিন্ন ধরনকে নিচে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

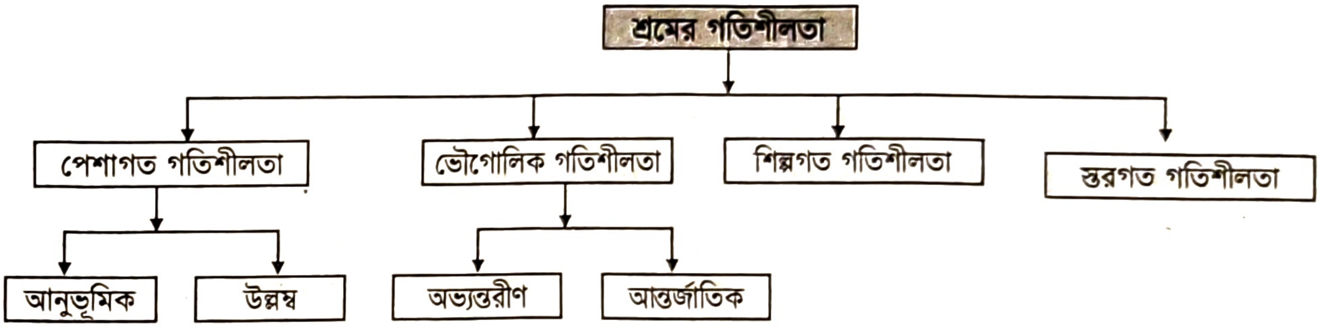

চিত্র: শ্রমের গতিশীলতার প্রকারভেদ

১. **পেশাগত গতিশীলতা (Occupational mobility):** শ্রমিকের এক পেশা থেকে আরেক পেশায় নিয়োজিত হওয়াকে শ্রমিকের পেশাগত গতিশীলতা বলে। যেমন– একজন কৃষি শ্রমিক কৃষিকাজ ছেড়ে রিক্শা চালক হলে তাকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। পেশাগত গতিশীলতা দু'ধরনের। একটি হলো আনুভূমিক গতিশীলতা, অপরটি হলো উল্লম্ব গতিশীলতা।

ক. **আনুভূমিক গতিশীলতা:** শ্রমিকের এক পদে বা সমপর্যায়ের এক পেশা থেকে অন্য পেশা গ্রহণকে আনুভূমিক গতিশীলতা বলে। যেমন– একজন তাঁত শ্রমিক যদি শাড়ির কারখানা থেকে লুঙ্গি তৈরির কারখানায় তাঁতি হিসেবে কাজ করে তাহলে তাকে আনুভূমিক গতিশীলতা বলে।

খ. **উল্লম্ব গতিশীলতা:** একই শিল্পে বা পেশায় নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়োগ লাভকে শ্রমিকের উল্লম্ব গতিশীলতা বলে। যেমন— একজন কারখানার শ্রমিক ঐ কারখানারই সুপারভাইজার পদে উন্নীত হলে তাকে উল্লম্ব গতিশীলতা বলে।

২. **ভৌগোলিক গতিশীলতা (Geographical mobility):** কাজের সন্ধানে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পেশা গ্রহণ করাকে ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে। এরকম গতিশীলতা দুই রকম। যথা-

ক. **অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা:** দেশের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কর্মে নিয়োগকে অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। যেমন- বগুড়া জেলার কোনো শ্রমিক ঢাকায় কাজে নিয়োজিত হলে তাকে অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে।

খ. **আন্তর্জাতিক গতিশীলতা:** এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশে কাজে নিয়োজিত হলে তাকে আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বলে। যেমন— বাংলাদেশের কোনো শ্রমিক সৌদি আরবে কাজে নিয়োজিত হলে তাকে আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বলে।

৩. **শিল্পগত গতিশীলতা (Industrial mobility):** শ্রমিকের এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে কাজে নিয়োজিত হওয়াকে শ্রমের শিল্পগত গতিশীলতা বলে। যেমন- বিস্কুট কারখানার একজন শ্রমিক মিষ্টির কারখানায় কাজে নিয়োজিত হলে তাকে শিল্পগত গতিশীলতা বলে।

৪. **স্তরগত গতিশীলতা (Stair mobility):** একই পেশায় বা একই শিল্পে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়াকে স্তরগত গতিশীলতা বলে। যেমন— একজন কলেজ শিক্ষক 'সহকারী অধ্যাপক' হতে 'সহযোগী অধ্যাপক' এবং 'সহযোগী অধ্যাপক' হতে 'অধ্যাপক' পদে উন্নীত হলে তাকে স্তরগত গতিশীলতা বলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রমের গতিশীলতা কয় প্রকার?
২. শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে কী করতে হবে?
৩. শ্রমিকরা যাতে আধুনিক কলাকৌশল শিখতে পারে সেজন্য কী করতে হবে?
৪. শ্রমের পেশাগত গতিশীলতা কত প্রকার?
৫. শ্রমের ভৌগোলিক গতিশীলতা কত প্রকার?
৬. শ্রম একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হলে তাকে কী বলে?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাঁচটি উপায় লেখো।

পাঠ ৪ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের বাস্তব অবস্থা; বাংলাদেশে শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি হারের কারণ

৫.১২ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের বাস্তব অবস্থা (Real situation of Domestic Labour Market in Bangladesh)

কর্মক্ষম জনসংখ্যার আয়তন: বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে একটি বিরাট শ্রমবাজার রয়েছে। দেশের কর্মক্ষম জনসাধারণই এখানে শ্রমের যোগান দেয়। শ্রমশক্তি বলতে জনসংখ্যার ১০ বছর ও তার বেশি বয়সের সেসব লোককে বোঝায়, যারা কোনো কাজে নিয়োজিত বা নিয়োজিত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক এবং যারা পরিবারের কোনো লাভজনক অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের সাথে জড়িত। এ অর্থে যারা পারিবারিক পরিমণ্ডলে মজুরিবিহীন অবস্থায় কাজ করে তারাও দেশের শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত। ইতোপূর্বে ৩-৫ বছরের ব্যবধানে এলএফএস জরিপ পরিচালনা করলেও ২০১৫ সাল থেকে বিবিএস ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় প্রকাশিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৭.৩৫ কোটি (পুরুষ ৪.৮০ কোটি এবং মহিলা ২.৫৫ কোটি)। এর মধ্যে ৭.১১ কোটি শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।* এ দেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বিরাট অংশ বিদেশে কর্মরত।

বাংলাদেশে পেশাভিত্তিক শ্রমবাজার:

মানুষ যে কর্মে নিয়োজিত তাকে পেশা বলে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৭.১০ কোটি লোক বাস করে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ৭.৩৫ কোটি লোক কর্মক্ষম। এদের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিখাতে নিয়োজিত। দেশে শিল্পখাতের আশানুরূপ উন্নতি না ঘটায় মোট শ্রমশক্তির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এ খাতে নিয়োজিত। পাশে সর্বশেষ পরিচালিত জরিপে খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশগ্রহণের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

জেনে রাখো

শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ
(১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে)

খাত	শতাংশ [LFS-2022]
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৫.৩৬
খনিজ ও খনন	০.০৭
ম্যানুফ্যাকচারিং	১১.২৬
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২১
নির্মাণ	৫.৪৪
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১২.৮৯
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.৫১
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	৪.৫৬
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	৬.৭৪
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৪.৭৪
মোট	১০০.০০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪, পৃষ্ঠা-২৩।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার: বাংলাদেশে এক বিরাট কর্মক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। এদেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হলো ৭.৩৫ কোটি। কিন্তু দেশে ধীর গতিতে উন্নয়ন ঘটায় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। কর্মক্ষম জনসংখ্যার বেশিরভাগই কৃষিখাতে নিয়োজিত। এদের অধিকাংশই আবার স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে চিরাচরিতভাবে কৃষিখাতেই কাজকর্মে লিপ্ত। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুযায়ী ৪৫.৩৬% কৃষিতে, সেবাখাতে ৩৮.০০% এবং শিল্পখাতে ১৭.০০% নিয়োজিত। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ৪৪.৩%, চাকুরিজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে ৩৯.১% ও ১১.৫%। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদার তুলনায় যোগান অনেক বেশি। তাই চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নিয়মের প্রেক্ষিতেই এখানে শ্রমবাজারে মজুরির হার অতি নিম্ন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ৮৫.১% হলেও আগের বছরগুলোয় এ হার আরো বেশি ছিল।*

নিচে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পেশাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

২. তথ্যসূত্র: শ্রমশক্তি জরিপ, বিবিএস

১. **কৃষিখাত:** বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদেশের শ্রমজীবী মানুষের ৪৫.৩৬% জনগণ কৃষি, মৎস্য ও বনায়নের কাজে জড়িত।[২]

২. **ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ:** বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১১.২৬% এবং নির্মাণ খাতে ৫.৪৪% শ্রমিক নিয়োজিত।

জেনে রাখো

শ্রমশক্তিতে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের তরুণ শ্রমশক্তি হিসেবে ধরা হয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে থাকা ২.১ কোটি তরুণ-তরুণী কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে এমন তরুণের সংখ্যা বেড়ে ২ কোটি ৬৮ লাখ ২০ হাজার হয়েছে।

৩. **প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশের অফিস-আদালতে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজে নিয়োজিত। এখাতে ০.৬% শ্রমশক্তি নিয়োজিত।

৪. **পরিবহন ও যোগাযোগ:** মানুষ ধীরে ধীরে কৃষি নির্ভরতা কমিয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের দিকে ঝুঁকছে। বর্তমানে এখাতে শ্রমশক্তির ৮.৫১% নিয়োজিত।

৫. **সেবা ও বিক্রয় কর্মীর:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের চাহিদা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নতুন নতুন দ্রব্যের জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত বাজারমুখী হচ্ছে। এর ফলে প্রতি বছর বিক্রয়কর্মীর সংখ্যাও বাড়ছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী এখাতে ১৬.৫% মানুষ নিয়োজিত রয়েছে।

৬. **দাপ্তরিক কর্মী:** দাপ্তরিক কাজে অধিকাংশ অফিস আদালতে পুরুষ কর্মীর সংখ্যাই দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ১.৫% জনগণ দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

৭. **নির্মাণ ও উৎপাদন:** নির্মাণ ও উৎপাদন খাতের কর্মীরা জাতীয় আয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এখানে মোট শ্রমশক্তির ৫.৪৪% বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত।

৮. **বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট:** বাংলাদেশের শ্রমশক্তির একটা বড় অংশ হোটেল রেস্টুরেন্টে ও বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। শ্রমশক্তি জপির ২০২২ অনুসারে এ খাতে ১২.৮৯% লোক কর্মে নিয়োজিত ছিল।

৯. **খনিজ ও খনন অনুসন্ধান:** বাংলাদেশের বিভিন্ন খনিজ ও খনন অনুসন্ধানে বহুসংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। দেশের প্রাকৃতি গ্যাস, কয়লা, চিনামাটি ইত্যাদি খনিজে এসব শ্রমিক কাজ করে। এখানে শ্রমশক্তির ০.০৯% মানুষ নিয়োজিত।

১০. **গার্মেন্টস খাত:** বাংলাদেশে বর্তমানে পোশাক শিল্পখাতে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক কর্মে নিয়োজিত। এদের প্রায় ৮০% নারী শ্রমিক স্বল্প মজুরিতে এসব নারী শ্রমিক কাজ করে।

৫.১৩ বাংলাদেশে শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Labour Force in Bangladesh)

বাংলাদেশের শ্রমবাজার অনুন্নত। এদেশের শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. **শ্রমশক্তির যোগান অফুরন্ত:** বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমশক্তির যোগান অনেক বেশি। তাই এদেশের প্রায় ৬ কোটি শ্রমশক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করা যায় না। ফলে পরিবারে নির্ভরশীলতার হার অনেক বেশি।

২. **গুণগত মান নিম্ন:** এদেশে শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে শ্রমশক্তির গুণগত মান ও দক্ষতা অনেক নিচু।

৩. **নিম্ন উৎপাদনশীলতা:** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে শ্রমিকদের নিম্ন উৎপাদনশীলতা দেখা যায়।

৪. **শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার বেশি:** এদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার (২.২%) অপেক্ষা শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। তাই এদেশে বেকারত্ব কমছে না।

৫. **প্রাথমিক পেশাভিত্তিক শ্রমশক্তি:** এদেশের মোট কর্মক্ষম শ্রমশক্তির ৪৫.৩৬% (প্রায়) কৃষি, বনজ ও মৎস্য খাতে নিয়োজিত, যা প্রাথমিক পেশা কৃষিকে নির্দেশ করে।

[২] তথ্যসূত্র: শ্রমশক্তি জরিপ, বিবিএস

৬. **নারী শ্রমিকের স্বল্পতা:** এদেশের ৭.৩৫ কোটি কর্মক্ষম শ্রমশক্তির মধ্যে ২.৫৯ কোটি শ্রমিক মহিলা, যা প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের নারী শ্রমিকের চেয়ে কম। তবে এদেশে নগরায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে মহিলা শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. **গতিশীলতার অভাব:** বাংলাদেশে শিক্ষা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, যৌথ পরিবার, দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন পেশায় শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৫.১৪ বাংলাদেশে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি হারের কারণ (Causes of Low Wage Rate of Labour in Bangladesh)

উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি হার খুবই কম। বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি হারের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. **শ্রমিকের স্বল্প দক্ষতা:** দক্ষতার দিক থেকে বাংলাদেশের শ্রমিকরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় পিছিয়ে। তাই এদেশের শ্রমিকদের মজুরি অল্প।

২. **শ্রমের সহজলভ্যতা:** বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান বেশি। এ কারণেই শ্রমিকের মজুরি কম।

৩. **কর্মসংস্থানের ঘাটতি:** বাংলাদেশে শ্রমের যোগান বেশি হলেও কর্মসংস্থানের পরিমাণ কম। তাই শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত কম মজুরি দিলেও তারা কাজ করতে ইচ্ছুক থাকে।

৪. **শিক্ষার অভাব:** বাংলাদেশের শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। শিক্ষার অভাবে তারা কম দক্ষতাসম্পন্ন ও নিম্নমানের কাজ করে। ফলে মজুরিও কম পায়।

৫. **শ্রমিক সংঘের অভাব:** শক্তিশালী শ্রমিক সংঘের উপস্থিতি এদেশে কম লক্ষণীয়। ফলে মজুরির হার বৃদ্ধিতে চাপ সৃষ্টিকারী দলের অভাবে শ্রমিকরা কম মজুরিতে কাজ করে।

৬. **ত্রুটিপূর্ণ মজুরি কাঠামো:** এদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানায় মজুরি হার নির্ধারণের কিছু নিয়ম-কানুন বিদ্যমান থাকলেও বেসরকারি কল-কারখানায় তা অনুপস্থিত। ফলে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়।

৭. **শ্রমিকের দারিদ্র্য:** বাংলাদেশে অধিকাংশ শ্রমিক দরিদ্র। আবার তারা শিক্ষাগত যোগ্যতায়ও পিছিয়ে। যে কারণে তারা দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কম মজুরিতেই কাজ করে।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও শ্রমবাজারের অপূর্ণাঙ্গতা, সনাতনী উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রমিক শোষণ, শ্রমিকের শারীরিক দুর্বলতা, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি কারণেও বাংলাদেশের শ্রমিকেরা কম মজুরি পায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০২৪ অনুসারে বাংলাদেশে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির পরিমাণ কত?
২. বাংলাদেশের শ্রমিকদের গুণগত মান নিম্ন কেন?
৩. শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী কৃষিতে শতকরা কতভাগ শ্রমিক নিয়োজিত?
৪. শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ম্যানুফ্যাকচারিং এ শতকরা কতভাগ শ্রমিক নিয়োজিত?
৫. এদেশের ৭.৩৫ কোটি কর্মক্ষম শ্রমশক্তির মধ্যে নারী শ্রমিক কত কোটি?
৬. শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী সেবাখাতে শতকরা কতভাগ শ্রমিক নিয়োজিত?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

৫ জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করো। প্রথম দল বাংলাদেশে পেশাভিত্তিক শ্রমিকের কত শতাংশ নিয়োজিত আছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে, এবং অন্যদল তার ভিত্তিতে একটি দণ্ড চিত্র বা পাই চার্ট তৈরি করবে।

পাঠ ৫ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ও বাংলাদেশের দক্ষতাভিত্তিক শ্রমবাজার

৫.১৫ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার (International Labour Market in Bangladesh)

চিত্র: আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বিস্তৃত ও অনেক সম্ভাবনাময়। দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় বহু আগে থেকে এদেশের বহু লোক কর্মসংস্থানের অন্বেষায় মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বেড়েছে তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণও। নিচের সারণিটি পর্যালোচনা করলে এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ হয়ে যায়। সারণিতে দেখা যায়, সময়ের উত্তরণের সাথে সাথে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণও। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

সারণি: বিগত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা ও তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ[৩]

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
২০১৫-১৬	৬৮৫	১৪৯৩১.১৪	১১৬৮৫৬.৭০
২০১৬-১৭	৯০৫	১২৭৬৯.৪৫	১০১০৯৯.৬২
২০১৭-১৮	৮৮০	১৪৯৮১.৬৯	১২৩১৫৬.০১
২০১৮-১৯	৬৯৩	১৬৪১৯.৬৩	১৩৮০০৭.০০
২০১৯-২০	৫৩১	১৮২০৫.০১	১৫৪৩৫২.০০
২০২০-২১	২৮০	২৪৭৭৭.৭১	২১০১৩০.৬
২০২১-২২	৯৮৯	২১০৩১.৬৮	১৮১৫৮০.৫৪
২০২২-২৩	১১৩৮	২১৬১০.৭৩	২১৫০৭৩.৬১
২০২৩-২৪*	৮৫০	১৫০৭৭.৩৯	১৬৫৮১২.৬৮

[৩] *উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।*

**জুলাই-ফেব্রুয়ারি*

৫.১৬ বাংলাদেশে দক্ষতাভিত্তিক শ্রমবাজার (Efficiency based Labour Market in Bangladesh)

একজন অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় একজন দক্ষ শ্রমিক উত্তম। দক্ষ শ্রমিক উৎপাদনের পরিমাণ ও মান বাড়ায়। বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বিশাল হলেও তাদের অধিকাংশই শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকায় কাজ কর্মে দক্ষ নয়। তাই দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে অদক্ষ শ্রমিকের যোগান বেশি; এজন্য এখানে মজুরির হার বেশ কম। অবশ্য সাম্প্রতিককালে দেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটায় শ্রমবাজারের এ চিত্র বদলাচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে দেশে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। উন্নততর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য এমনটি সম্ভব হচ্ছে। শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিকের যোগানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির বিষয়টি বিদেশে প্রেরিত শ্রমিকদের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয়।

সারণি: শ্রেণিভিত্তিক বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা[৪]

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০১২	৩৬০৮৪	১৭৩৩৩১	১০৪৭২১	২৯৩৬৬২	৬০৭৭৯৮
২০১৬	৪৬৩৮	৩১৮৮৫১	১১৯৯৪৬	৩০৩৭০৬	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৪৫০৭	৪৩৪৩৪৪	১৫৫৫৬৯	৪০১৭৯৬	১০০৮৫২৫
২০১৮	২৬৭৩	৩১৭৫২৮	১১৭৭৩৪	২৮৩০০২	৭৩৪১৮১
২০১৯	১৯১৪	৩০৪৯২১	১৪২৫৩৬	২৫০৭৮৮	৭০০১৫৯
২০২০	৩৭৮	৬১৬৯০	৯৪১২	১৪৬১৮৯	২১৭৬৬৯
২০২১	৮২৪	১২৯০৫৭	১৯৮৭০	৪৬৭৪৫৮	৬১৭২০৯
২০২২	৩৬৪০	২৫২৩৬২	৪২৭৭১	৮৩৭১০০	১১৩৫৮৭৩
২০২৩	৫৪১৮৬	৩২৩৯৮৬	২৭৪৮৬৬	৬৫২৪১৫	১৩০৫৪৫৩

জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ৯ বছরে স্বল্প দক্ষ জনশক্তির গড়হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৪৪.০৮%। অন্যদিকে, দক্ষ কর্মী রপ্তানির হার মোট কর্মী রপ্তানির প্রায় ৩৭.১৪%। উপরে শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, করোনার কারণে ২০২০ সালে সব শ্রেণিতে জনশক্তি রপ্তানি ২০১৯ সালের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল। তবে বর্তমানে তা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

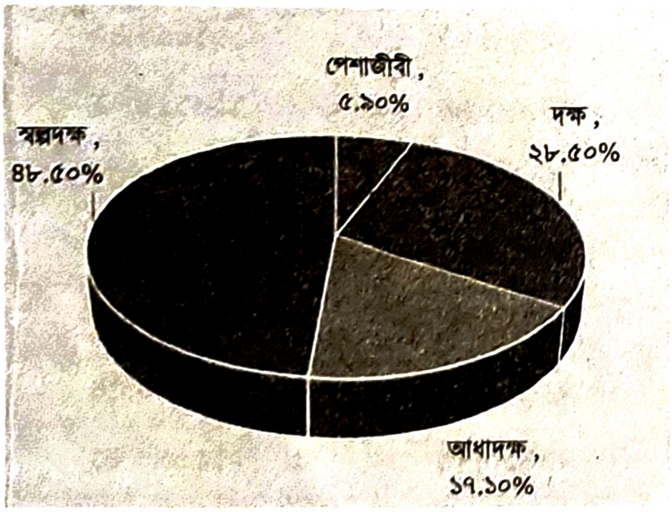

লেখচিত্র: ২০১২ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

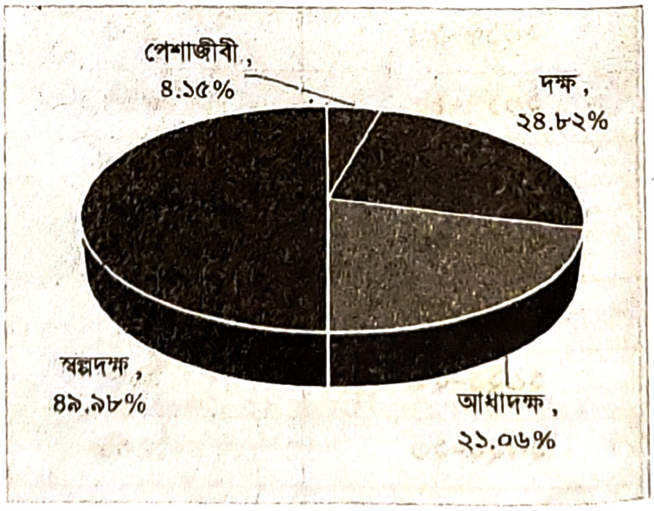

লেখচিত্র: ২০২৪ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক

---

[৪] *উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়*

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে কোন ধরনের শ্রমিকের যোগান বেশি?
২. কোন ধরনের শ্রমিক উৎপাদনের পরিমাণ ও মান বাড়ায়?
৩. কোনটির ওপর শ্রমের যোগান নির্ভর করে?
৪. ২০২৩ সালে দক্ষ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা শতকরা কত ভাগ?
৫. ২০২৩ সালে আধা-দক্ষ প্রবাসী কর্মী গমনের সংখ্যা কত?
৬. ২০২৩ সালে দক্ষ প্রবাসী কর্মী গমনের সংখ্যা কত?
উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ক. পেশা; খ. দক্ষতা, এবং গ. শিক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৬ বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য দেশভিত্তিক শ্রমবাজার

৫.১৭ বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য দেশভিত্তিক শ্রমবাজার
(Country based Labour Market for Bangladeshi Labour)

আগে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য গুটিকয়েক দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, কাতার প্রভৃতি প্রধান। বর্তমানকালে পৃথিবীর আরও অনেক দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য শ্রমবাজারের দরজা খোলা রয়েছে। বর্তমানকালে প্রবাসী বাংলাদেশি অধিকাংশ শ্রমিকই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ৭০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কাজ করছে। নিচে সারণিতে ২০১৪-২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা এবং লেখচিত্রে ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের জন্য দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা দেখানো হলো:

সারণি: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	কাতার	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	মোট
২০১৪	১০৬৫৭	৩০৯৪	২৪২৩২	২৩৩৭৮	১০৫৭৪৮	৫১৩৪	৫৪৭৫০	৮৭৫৭৫	১৬৬৪০	২০৩৩৮	৭৪১৩৮	৪২৫৬৮৪
২০১৫	৫৮২৭০	১৭৪৭২	২৫২৭১	২০৭২০	১২৯৮৫৯	৩০৪৮৩	৫৫৫২৩	১২৩৯৬৫	১৯১১৩	২২০৯৩	৫৩১১২	৫৫৫৮৮১
২০১৬	১৪৩৯১৩	৩৯১৮৮	৮১৩১	৭২১৬৭	১৮৮২৪৭	৪০১২৬	৫৪৭৩০	১২০৩৮২	১৫০৯৫	২৩০১৭	৫২৭৩৫	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৫৫১৩০৮	৪৯৬০৪	৪১৩৫	১৯৩১৮	৮৯০৭৪	৯৯৭৮৭	৪০৪০১	৮২০১২	৮৩২৭	২০৪৪৯	৪৪১১০	১০০৮৫২৫
২০১৮	২৫৭৩১৭	২৭৬৩৭	৩২৩৫	৮১১	৭২৫০৪	১৭৫৯২৭	৪১৩৯৩	৭৬৫৬০	৫৯৯১	৯৭২৪	৬৩০৮২	৭৩৪১৮১
২০১৯	৩৯৯০০০	১২২৯৯	৩৩১৮	১৩৩	৭২৬৫৪	৫৪৫	৪৯৮২৯	৫০২৯২	৪৮৬৩	২০৩৪৭	৮৬৮৭৯	৭০০১৫৯
২০২০	১৬১৭২৬	১৭৪৪	১০৮২	৩	২১০৭১	১২৫	১০০৮৫	৩৬০৮	৪৮৮	৩৭৬৯	১৩৯৬৮	২১৭৬৬৯
২০২১	৪৫৭২২৭	১৮৪৮	২৯২০২	১১	৫৫০০৯	২৮	২৭৮৭৫	১১১৫৮	২৩৫	১৩৮১৬	২০৮০০	৬১৭২০৯
২০২২	৬১২৪১৮	২০৪২২	১০১৭৭৫	১০	১৭৯৬১২	৫০০৯০	৬৪৩৮৩	২৪৪৪৭	৮৫৮	১২২৩১	৬৯৬২৭	১১৩৫৮৭৩
২০২৩	৪৯৭৬৭৪	৩৬৫৪৮	৯৮৪২২	০১	১২৭৮৮৩	৩৫১৬৮৩	৫৩২৬৫	৫৬১৪৮	২৫৯৪	৬৪৭	৮০৫৮৮	১৩০৫৪৫৩
২০২৪*	৩৬৪৮৬৯	২৫৫৬৩	৭৩৮৪১	১	৫১৫০৬	১৯৪০৬৪	৩৩৬০৪	৪৮৫৩২	২০৬০	৭৬২৪	৪৮৩৭১	৮৫০০৩৫

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা হ্রাসের কারণে বেশিরভাগ বাংলাদেশি প্রবাসী সৌদি আরব, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়েছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে মোট ৮,৫০,০৩৫ জন শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। দেশভিত্তিক কর্মসংস্থানের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) ৩,৬৪,৮৬৯ জন বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়েছে, যা মোট অভিবাসনের ৪২.৯২%। এর পরেই রয়েছে মালয়েশিয়া (২২.৮৩%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮.৬৯%), ওমান (৬.০৬%), কাতার (৫.৭১%), সিঙ্গাপুর (৩.৯৫%) এবং অন্যান্য দেশ (৫.৬৯%)।

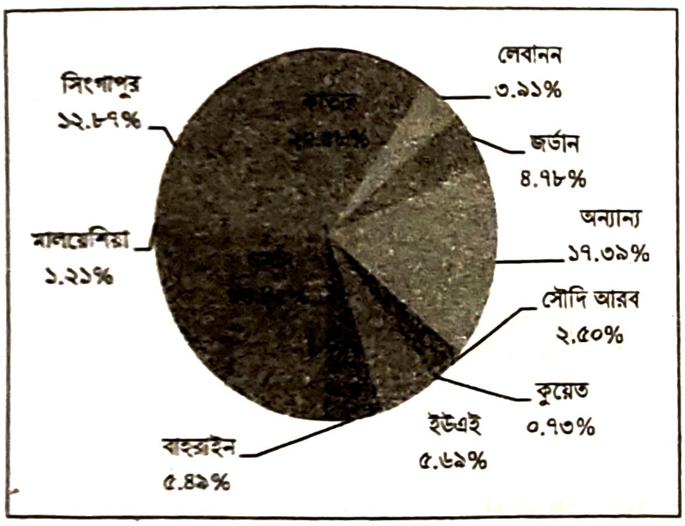

লেখচিত্র: ২০১৪ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

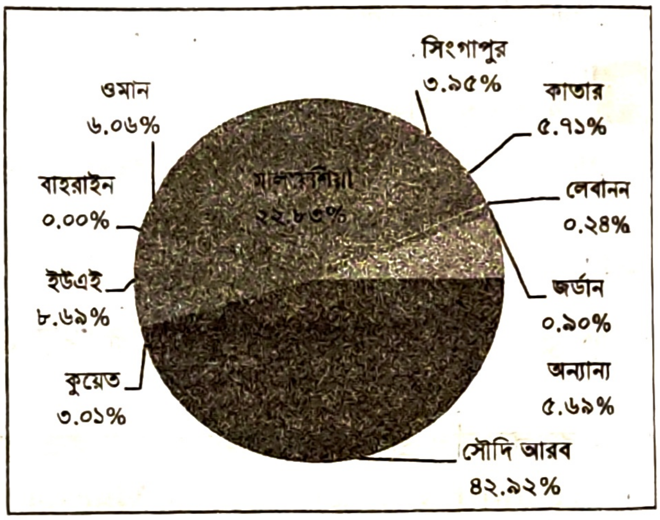

লেখচিত্র: ২০২৪ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। বর্তমানে অবশ্য ইউরোপ, আমেরিকা থেকেও বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছে। নিচের সারণি ও লেখচিত্রে ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং একই সময়ে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ে শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো—

সারণি: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	ইউএই	কাতার	ওমান	কুয়েত	বাহরাইন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১৬-১৭	২২৬৭.২	২০৯৩.৫	৫৭৬.০	৮৯৭.৭	১০৩৩.৩	৪৩৭.১	১৬৮৮.৯	৮০৮.২	১১০৩.৬	৩০০.৯	১৫৬৩.১	১২৭৬৯.৫
২০১৭-১৮	২৫৯১.৬	২৪৩০.০	৮৪৪.১	৯৫৮.২	১১৯৯.৭	৫৪১.৬	১৯৯৭.৫	১১০৬	১১০৭.২	৩৩০.২	১৮৭৫.৬	১৪৯৮১.৭
২০১৮-১৯	৩১১০.৪	২৫৪০.৪	১০২৩.৯	১০৬৬.১	১৪৬৩.৪	৪৭০.১	১৮৪২.৯	১১৭৫.৬	১১৯৭.৬	৩৬৮.৩	২১৬০.৯	১৬৪১৯.৬
২০১৯-২০	৪০১৫.২	২৪৭২.৬	১০১৯.৬	১২৪০.৫	১৩৭২.২	৪৩৭.২	২৪০৩.৪	১৩৬৪.৯	১২৩১.৩	৪৫৭.৪	২১৯০.৭	১৮২০৫.০
২০২০-২১	৫৭২১.৪	২৪৪০.০	১৪৫০.২	১৫৩৫.৬	১৮৮৬.৫	৫৭৭.৭	৩৪৬১.৭	২০২৩.৬	২০০২.৪	৬২৪.৯	৩০৫৩.৭	২৪৭৭৭.৭
২০২১-২২	৪৫৪২.০	২০৭১.৯	১০৪৬.৫	৮৯৭.৪	১৬৮৯.৬	৫৬৬.৬	৩৪৩৮.৪	২০৩৯.২	১০২১.৯	৩৮৫.২	৩০৩৩.১	২১০৩১.৭
২০২২-২৩	৩৭৬৫.৩	৩০৩৩.৯	১৪৫২.৭	৭৯০.৭	১৫৫৫.২	৫২৮.৩	৩৫২২.০	২০৮০.৪	১১২৫.৯	৪২৩.৩	৩৩৩৩.১	২১৬১০.৮২
২০২২-২৩*	১৭৮৭.৩	২৯০৬.১	৭৫০.৬	৬০৩.১	৯৭৫.৬	৩৬৪.৩	১৬৭৫.১	১৮৮০.৮	৯৬৯.১	৩৮৬.১	২৭৭৯.৩	১৫০৭৭.৪

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।* জুলাই-ফেব্রুয়ারি

লেখচিত্র ৩.৬: ২০১৩-১৪ এবং ২০২৩-২৪* অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র

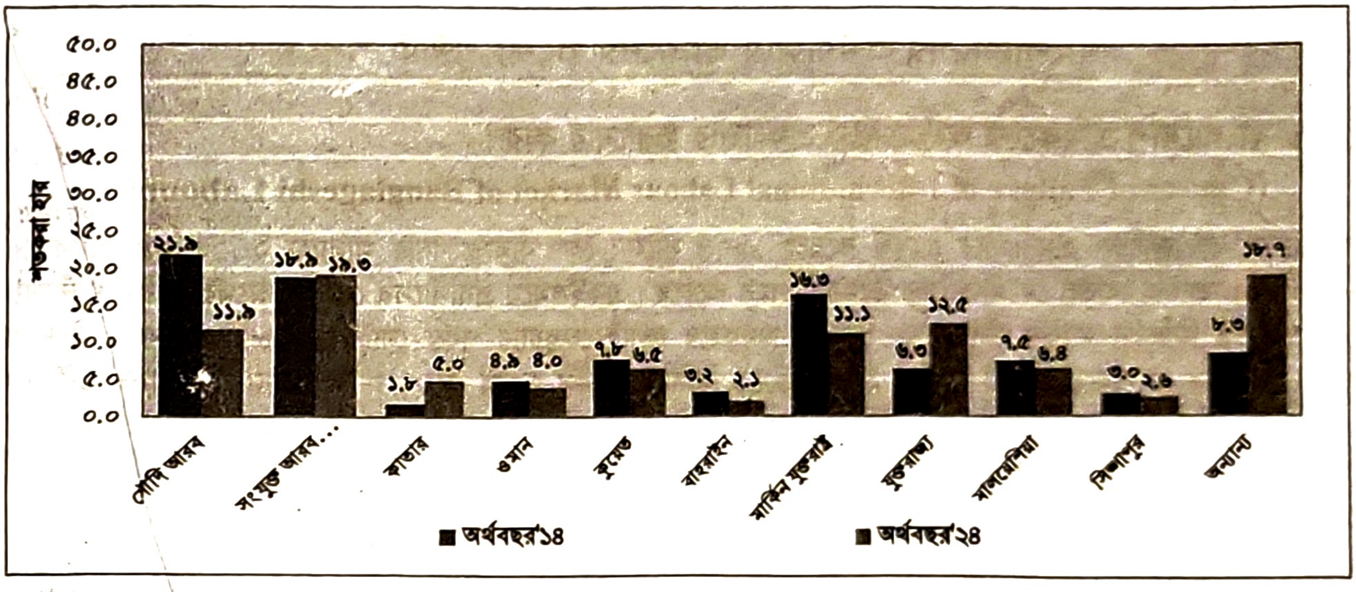

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে আসে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স (১৯.৩%) এসেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের তথ্য দেখাচ্ছে যে, যুক্তরাজ্য থেকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা প্রায় ১২.৫%। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরব (১১.৯%), যুক্তরাষ্ট্র (১১.১%), কুয়েত (৬.৫%) এবং মালয়েশিয়া (৬.৪%)। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহের দেশভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যানের শতকরা অংশ এবং দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ উপরের সারণি এবং লেখচিত্রে দেখানো হলো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সর্বাধিক জনশক্তি রপ্তানি করে কোন দেশে? *[৪৬তম বিসিএস]*

২. ২০২৪ সালে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি কোন দেশে কর্মরত রয়েছে?

৩. মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কাজ করছে?

৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বাধিক রেমিট্যান্স এসেছে কোন দেশ থেকে?

৫. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে কোন দেশ থেকে?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার স্তম্ভচিত্রে উপস্থান করো।

পাঠ ৭ বাংলাদেশি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার হারানোর কারণ ও বাংলাদেশের শ্রমবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

৫.১৮ বাংলাদেশি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার হারানোর কারণ
(Causes of Failure of International Labour Market of Banglageshi Labour)

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে ১৯৭৬ সালে। বৈধ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮,৫০,০০০ শ্রমিক বিভিন্ন দেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমন করেছে। একইসময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০৭৭.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১১,৩৮,০০০ কর্মী বিদেশে গমন করেছে। এ সময়ে প্রবাসী কর্মীরা ২১৫০৭৩.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন।[৫] করোনা ভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং অচলাবস্থার কারণে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার হারানোর অনেক কারণ রয়েছে। যেমন-

১. আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি।
২. জনশক্তি রপ্তানিতে সঠিক ও কার্যকরী নীতিমালার অভাব।
৩. প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলোর চক্রান্ত।
৪. বাংলাদেশি মিশনগুলোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব।
৫. আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি।
৬. জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলোর সাথে যথাযথ কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাব।
৭. বাংলাদেশি শ্রমিকদের অদক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব।

৫.১৯ বাংলাদেশের শ্রমবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ
(Measures taken for the Development of Bangladeshi Labour Market)

তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার পথ ধরে বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পেতে ই-কমার্স, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। এপ্রেক্ষিতে যুবকের সম্ভাবনাময় পেশায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপেক্ষিতে এ অঞ্চলে শ্রমশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশকে বেশ কিছু সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার সাথে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জি টু জি প্লাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যেই একটি আলাদা শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে হংকং, জাপান, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, কানাডা, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, অ্যাঙ্গোলাসহ মোট ৫৩টি দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। উল্লেখ্য– জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে বোয়েসেলকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণে উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সরকার প্রকল্প গ্রহণসহ বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকরি নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে এসব সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু দিক আলোচনা করা হলো। যেমন—

১. জনশক্তি রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
২. বাংলাদেশি মিশনগুলোকে জনশক্তির বাজার বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
৩. জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন বাজার খুঁজতে হবে।
৪. রিক্রুটিং এজেন্টদের দক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করতে হবে।

---

[৫] উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

৫. অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বাংলাদেশি মিশন থেকে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
৭. জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
৮. বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করতে হবে।
৯. সাধারণ জনশক্তিকে শ্রম সম্পদে (Labour Resources) পরিণত করতে হবে।

সরকারি গৃহীত উদ্যোগ

১. ২০১১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসন ঋণ প্রদান করছে।
২. নতুন শ্রমবাজার খোঁজার জন্য প্রতিনিধি দল গঠন করে আন্তঃসরকারের (G to G) মধ্যে কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশে জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় কমী প্রেরণের বিষয়ে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে অথবা তা স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিনা খরচে জর্ডানে গৃহকর্মী পাঠানোর পাশাপাশি গার্মেন্টস খাতে ন্যূনতম ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।
৩. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কল্যাণ শাখা স্থাপিত হয়েছে। এই ব্যুরোর কাজ হচ্ছে বাংলাদেশি কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, মৃতের লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট হতে প্রাপ্য মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়, ইন্স্যুরেন্স ও বকেয়া বেতনের অর্থ আদায় প্রভৃতি।
৪. ডিজিটাইলেনের মাধ্যমে বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন করেছে। এতে করে রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাচ্ছে এবং বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ নিবন্ধন থাকায় প্রতারণা রোধ হচ্ছে।
৫. বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্সের প্রেরণে উৎসাহিতকরণ। যেমন- ক. সরকারি গ্রাহক পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণ ও ড্রয়িং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
   খ. বহুজাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানির সাথে স্বাক্ষর।
   গ. ২৪টি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

জেনে রাখো

শ্রম সম্পদ: সব রকমের মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টা, যা উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদন কাজকে সংগঠিত করতে ব্যবহৃত হয়, তা শ্রম সম্পদের অন্তর্গত। শ্রমিক ও উদ্যোক্তা উভয়ই শ্রম সম্পদের অন্তর্গত। একটি সমাজে শ্রম সম্পদের পরিমাণ কত হবে, তা নির্ভর করে জনসংখ্যার আয়তন, বয়স কাঠামো, আয়ু, কাজের প্রতি মনোভাব ইত্যাদির ওপর। শ্রম সম্পদকে অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে সমন্বয় করে বিবেচনা করা হয়। যেমন, শ্রম প্রচেষ্টার সাথে দক্ষতা যুক্ত হলে সেই সমন্বিত সম্পদ মূলধন সম্পদে পরিণত হয়। শিক্ষা ও ট্রেনিংসম্পন্ন শ্রম বা সেবা মূলধনের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই শ্রমের কার্যকারিতা বা তার অবদান মানবীয় মূলধন তথা দক্ষতার ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করে?
২. আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কোন ধরনের শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে?
৩. কোন সাল থেকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ঋণ প্রদান করছে?
৪. বৈধ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কত হাজার শ্রমিক বিভিন্ন দেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমন করেছিল?
৫. বর্তমানে মোট কতটি দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে?
৬. কোনটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পাঁচটি উপায় লেখো।

পাঠ ৮ শ্রমের চাহিদা ও এর নির্ধারকসমূহ

৫.২০ শ্রমের চাহিদা (Demand for Labour)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত মজুরিতে নিয়োগকারীগণ যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে শ্রমের চাহিদা বলে। একটি দেশে সকল নিয়োগকারী একত্রে যে মজুরিতে যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে ইচ্ছুক; সে পরিমাণ শ্রমকে দেশের মোট শ্রমের চাহিদা বলে।

শ্রমিক উৎপাদনে সাহায্য করে। তাই তার উৎপাদনশীলতা থেকে শ্রমের চাহিদার উৎপত্তি হয়। এজন্য শ্রমের চাহিদা হলো উদ্ভূত চাহিদা (Derived demand)। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত বেশি হয় নিয়োগকারীর কাছে শ্রমের চাহিদাও তত বেশি হয়। এ জন্য নিয়োগকারীর কাছে শ্রমের চাহিদা-দাম তথা মজুরি কখনই তার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের চেয়ে বেশি হয় না। উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর থাকায় নিয়োগকারী ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করে, যতক্ষণ মজুরি কমে, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান না হয়। সুতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য তালিকার সাহায্যে শ্রমের চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। যেহেতু শ্রমিকের অধিক প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যে অধিক মজুরি ও কম প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যে কম মজুরি দেয়া হয় এজন্য শ্রমের চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। নিচে শ্রমের চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো।

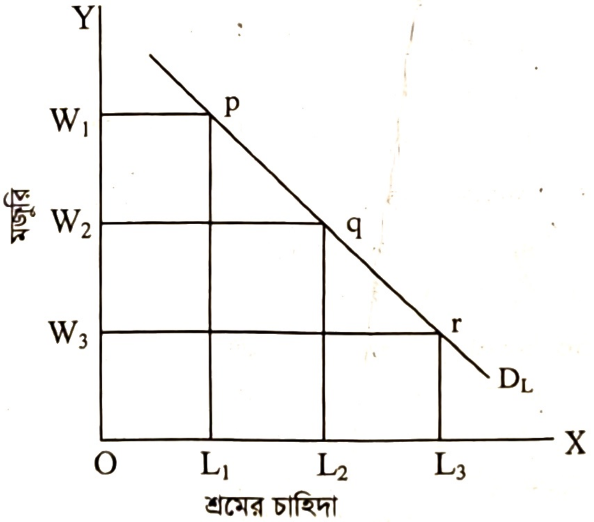

চিত্র: শ্রমের চাহিদা রেখা

পাশের চিত্রে ভূমি (X) অক্ষে শ্রমের চাহিদা (L) এবং লম্ব (Y) অক্ষে শ্রমের মজুরি (W) পরিমাপ করা হয়েছে। মজুরি যখন W_1, W_2 ও W_3 তখন শ্রমের চাহিদা যথাক্রমে L_1 (p বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত), L_2 (q বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) এবং L_3 (r বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) হয়। এখন p, q ও r বিন্দুগুলো যোগ করলে শ্রমের চাহিদা রেখা D_L পাওয়া যায়।

মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক থাকায় D_L রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শ্রমের চাহিদা আর্থিক মজুরির ওপর নির্ভরশীল হলেও বাস্তবে তা প্রকৃত মজুরির ওপর নির্ভরশীল। আর্থিক মজুরিকে গড় দাম তথা দামস্তর দিয়ে ভাগ করলে প্রকৃত মজুরি পাওয়া যায়। প্রকৃত মজুরি কম হলে নিয়োগকারীর নিকট শ্রমিক নিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার প্রকৃত মজুরি বেশি হলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায় ফলে শ্রমিক নিয়োগের চাহিদা কমে যায়। তাই প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক ঋণাত্মক বা বিপরীত হয়। সেজন্য শ্রমের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

৫.২১ শ্রমের চাহিদার নির্ধারকসমূহ (Determinants of Demand for Labour)

শ্রমের চাহিদা বিভিন্ন বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেসব বিষয়গুলো দ্বারা শ্রমের চাহিদা প্রভাবিত হয় তাদেরকে শ্রমের চাহিদার নির্ধারক বলে। নিচের শ্রমের চাহিদার নির্ধারকগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **মজুরি (Wage):** শ্রমের চাহিদার অন্যতম প্রধান নির্ধারক হলো মজুরি। মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার বিপরীত বা ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পায়, আবার মজুরি হ্রাস পেলে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

২. **শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labour):** শ্রমের দক্ষতা ও এর চাহিদার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। উৎপাদনকারী উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান বজায় রাখতে ও অধিক উৎপাদনের জন্য দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করতে আগ্রহী হয়। অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশি হয়।

৩. **শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (Marginal Productivity of Labour):** শ্রমের চাহিদা এর উৎপাদনশীলতার ওপর নির্ভর করে। শ্রমিক যদি দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কাজের প্রতি আন্তরিক হয় তাহলে তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়বে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মজুরি নির্ধারণে শ্রমের উৎপাদনশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরি অপেক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত বেশি থাকে উৎপাদনকারী ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করতে থাকে।

৪. **উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা (Demand for Commodities Produced):** শ্রমের চাহিদা মূলত তাড়িত চাহিদা। বাজারে যদি শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তবে শ্রমের চাহিদাও বাড়বে। পক্ষান্তরে যদি উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমে তবে দ্রব্য উৎপাদনের শ্রমের/শ্রমিকের চাহিদাও কমবে।

৫. **বিনিয়োগের পরিবেশ (Investment Environment):** বিনিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের পরিবেশের ওপর। বিনিয়োগের পরিবেশ বলতে অনুকূল আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে বোঝায়। বিনিয়োগের পরিবেশ বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। আর অধিক বিনিয়োগ অধিক শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে।

৬. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade):** কোনো পণ্যের চাহিদা যদি আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পায় তাহলে ঐ পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। আর এই অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমের চাহিদার সৃষ্টি হয়।

৭. **উৎপাদন কৌশল (Production Strategy):** কারিগরি অবস্থার প্রকৃতির ওপরও শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে। উৎপাদনক্ষেত্রে যদি শ্রম নিবিড় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শ্রমের চাহিদা অবশ্যই বাড়বে। পক্ষান্তরে যদি মূলধন নিবিড় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শ্রমের চাহিদা কমবে।

৮. **উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (Number of Production Firms):** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকারীর সংখ্যা বেশি হলে বেশি উৎপাদন হবে। আর বেশি উৎপাদনের জন্য বেশি শ্রমিকের চাহিদা হবে। পক্ষান্তরে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হলে শ্রমের চাহিদাও কমবে।

৯. **বাণিজ্য চক্র (Business Cycle):** বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির অবস্থার সময় উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে ফলে শ্রমের চাহিদাও বাড়ে। পক্ষান্তরে মন্দার সময় ব্যবসায়ীর মুনাফা কমে ফলে আয়ও কমে। তাই নিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণও কমে।

১০. **জলবায়ু (Climate):** জলবায়ুর ওপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বেশি। আর দক্ষ শ্রমিকের চাহিদাও বেশি হয়।

এভাবে নানাবিধ বিষয় দ্বারা শ্রমের চাহিদা প্রভাবিত হয়। কোনো কোনো বিষয়ের সাথে শ্রমের চাহিদা সরাসরি সম্পর্কে সম্পর্কিত আবার কোনো কোনো বিষয়ের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। ফলে কিছু নির্ধারকের ইতিবাচক পরিবর্তনে শ্রমের চাহিদার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। আবার কিছু নির্ধারকের নেতিবাচক পরিবর্তনে এর নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রমের চাহিদা কোন ধরনের চাহিদা?
২. মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক কীরূপ?
৩. শ্রমের চাহিদার উৎপত্তি হয় কোথা থেকে?
৪. শ্রমের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ?
৫. শ্রমের দক্ষতা ও এর চাহিদার মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক?
৬. একজন নিয়োগকারীর কাছে কোনটি কখনই তার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের চেয়ে বেশি হয় না?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

একটি কাল্পনিক শ্রমের চাহিদা সূচি তৈরি করে তা থেকে শ্রমের চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।

পাঠ ৯ শ্রমের যোগান ও এর উপাদান; শ্রমের দক্ষতা ও কার্যকর শ্রমের যোগান এবং পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা

৫.২২ শ্রমের যোগান (Supply of Labour)

একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যতজন শ্রমিক শ্রম প্রদানে রাজি থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলে। কর্মক্ষম জনসংখ্যার আয়তন ও দামের ওপর শ্রমের যোগান নির্ভর করে। যে পারিশ্রমিকে তথা মজুরিতে শ্রমিকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমশক্তি যোগান দিতে রাজি থাকে; তাই হলো শ্রমের যোগান দাম। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান, কাজের প্রকৃতি, শ্রমিক সংঘের শক্তি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর শ্রমের যোগান-দাম নির্ভর করে। সাধারণত দেখা যায়, শ্রমের যোগান-দাম বেশি হলে শ্রমের যোগান বাড়ে এবং যোগান-দাম কম হলে যোগান কমে। এ জন্য শ্রমের যোগান সাধারণত বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

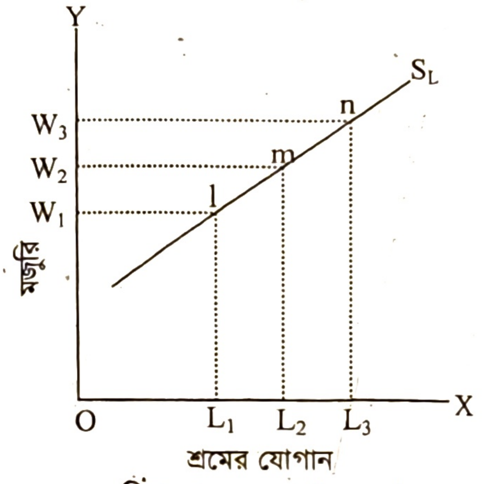

চিত্র: শ্রমের যোগান রেখা

পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের যোগান এবং লম্ব অক্ষে মজুরি পরিমাপ করা হয়েছে। মজুরি যখন W_3 তখন শ্রমিকরা L_3 পরিমাণ শ্রম দিতে রাজি হয় যা n বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন মজুরি কমে W_2 ও W_1 হলে শ্রমের যোগানও কমে যথাক্রমে L_2 ও L_1 হয়, যা আবার যথাক্রমে m ও l বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন l, m ও n বিন্দুগুলো যোগ করে শ্রমের যোগান রেখা S_L পাওয়া যায়। মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের ঋণাত্মক বা সমমুখী সম্পর্ক থাকায় S_L রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে।

৫.২৩ শ্রমের যোগানের নির্ধারক উপাদান (Supply of Labour and its Determining Factors)

শ্রমের যোগান বলতে একটি সমাজের জনসংখ্যাকে বোঝায় না; শ্রমের যোগান বলতে বিবেচ্য সময়ের আওতায় নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমিক মোট কত সময় (ঘণ্টা) শ্রম দান করছে তাকেই বোঝানো হয়। কাজেই শ্রমিকের সংখ্যা এবং প্রত্যেক শ্রমিকের গড় শ্রম দানের সময় (ঘণ্টা) এই দুয়ের গুণফলই শ্রমের যোগান। শ্রমিকের সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে, শ্রম দানের সময়ও পরিবর্তন হতে পারে। তাই শ্রমের যোগানও পরিবর্তনযোগ্য। শ্রমের যোগান যেসব উপাদানের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. **স্বল্পকাল:** স্বল্পকালে শ্রমের মোট যোগান নির্ভর করে– ১. জনসংখ্যার পরিমাণ; ২. কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যার অনুপাত; ৩. প্রতি সপ্তাহে বা মাসে শ্রমিকরা গড়ে কত ঘণ্টা কাজ করে ৪. শ্রমিকের দক্ষতা ৫. কাজের প্রতি শ্রমিকের মনোভাব ইত্যাদি।

২. **দীর্ঘকাল:** দীর্ঘকালে শ্রমের মোট যোগান নির্ভর করে– ১. জন্মহার ও মৃত্যুহারের ওপর ২. মজুরির হার বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার ওপর।

৫.২৪ শ্রমের দক্ষতা ও কার্যকর শ্রমের যোগান (Efficiency of Labour and Effective Supply of Labour)

দুটি দেশের জনসংখ্যা (বা শ্রমিক সংখ্যা) এক হলেও শ্রমের যোগান এক নাও হতে পারে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থেকে শ্রমের দক্ষতা বিভিন্ন হওয়ার ফলে শ্রমের যোগান বিভিন্ন (স্বল্প বা অধিক) হয়। শ্রমের কার্যকর যোগান নির্ভর করে শ্রমিক কতটা দক্ষ তার উপর। শ্রমিকের সংখ্যা কম হলেও তাদের দক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি হলে কার্যকর শ্রমের যোগান বেশি বলে ধরা হবে। কাজেই শ্রমের যোগান আপাতদৃষ্টিতে পরিমাণ বা সংখ্যাগত দিক থেকে বিবেচিত হলেও শ্রমের গুণগত দিককে অস্বীকার করার উপায় নেই।

দুটি বিষয় দ্বারা শ্রমের দক্ষতা সৃষ্টি হয়, আর তার ভিত্তিতে শ্রমের যোগানও প্রভাবিত হয়। যথা—

১. **শ্রমিকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে নৈপুণ্য:** শ্রমিকের শক্তি-সামর্থ্য এবং নৈপুণ্য শ্রমিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবে দুটি দেশের শ্রমিক সংখ্যা এক হলেও শ্রমের যোগান ভিন্ন হয়।

২. **শ্রমিক সংগঠন ও তার সুষ্ঠু পরিচালনা:** সংগঠক তথা পরিচালকের পরিচালন ক্ষমতার ওপর শ্রম-দক্ষতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কী নিয়মের ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ হয়, কী ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং সরবরাহ করা হয়, এসবের ওপর শ্রমিকের নৈপুণ্য অনেকখানি নির্ভর করে। শ্রমিকের নৈপুণ্য আবার সংগঠকের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।

৫.২৫ পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা (Backward Bending Supply Curve of Labour)

শ্রমিকের দাম হলো মজুরি। সাধারণত শ্রমিকের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কাজেই মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সরাসরি সম্পর্ক আছে। কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, মজুরি বাড়ালে শ্রমিক পূর্বের চেয়ে কম সময় কাজ করতে রাজি থাকে। এর কারণ হলো মজুরি বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক যদি মনে করে তার জীবনে পূর্বের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে, তবে সে অধিক বিশ্রামের প্রতি মনোযোগী হবে। যদি মজুরি বাড়লে কোনো শ্রমিক বিশ্রামকে বেশি কাম্য মনে করে, তবে সেক্ষেত্রে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান হ্রাস পাবে। এ ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা পিছন দিকে বেঁকে যায়।

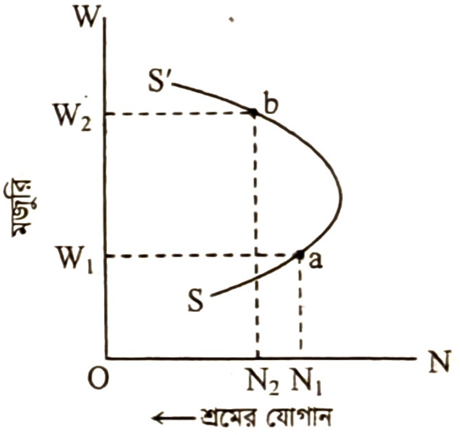

চিত্র: পশ্চাৎ দিকে বাঁকানো শ্রমের যোগান রেখা

মজুরির হার বৃদ্ধির দুটি প্রভাব লক্ষ করা যায়, যথা— ১. পরিবর্তক প্রভাব এবং ২. আয় প্রভাব। মজুরির হার বাড়লে শ্রমিকের কাছে বিশ্রাম ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ বেশি বিশ্রাম করার অর্থ হলো আয়ের সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা। কাজেই বিশ্রামের জন্য তার ব্যয় পূর্বের চেয়ে বেড়ে যায়। মজুরির হার বাড়লে বিশ্রামের সময় কমিয়ে অধিক সময় পরিশ্রম করলে যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাকে পরিবর্তক প্রভাব বলা হয়। অপরদিকে যদি শ্রমিক বিশ্রামকে অধিকতর কাম্য বলে মনে করে, তবে সেই প্রভাবকে আয় প্রভাব বলা হয়। পরিবর্তক প্রভাব যদি আয় প্রভাবের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়, তাহলে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়বে। অপরদিকে পরিবর্তক প্রভাব অপেক্ষা আয় প্রভাব যদি শক্তিশালী হয়, তবে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান কমবে। উপরের চিত্রের a বিন্দুতে W_1 মজুরিতে শ্রম যোগানের পরিমাণ ON_1। যখন মজুরি বেড়ে W_2 হয়, তখন শ্রম যোগানের পরিমাণ হয় ON_2। Sa অংশটি (a বিন্দু পর্যন্ত) স্বাভাবিক যোগান রেখার মতো। কিন্তু a বিন্দু থেকে অগ্রসর হয়ে b বিন্দুর দিকে গেলে দেখা যায়— মজুরি বাড়লেও শ্রম যোগান কমে আসে। এরূপ অবস্থায় বিশ্রামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে মজুরি বেশি পেলেও শ্রমিকের কাছে প্রান্তিক মজুরির আকাঙ্ক্ষা যদি কম হয় এবং বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা যদি বেশি হয়, তবে যোগান রেখা স্বাভাবিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী না হয়ে পশ্চাৎমুখী হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, শ্রমের যোগান রেখা যখন পিছন দিকে বেঁকে যায়, তখন বুঝতে হবে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তক প্রভাব, আয় প্রভাব অপেক্ষা কম শক্তিশালী।

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Eliot J. Berg এর মতে, শ্রমিকরা যদি একটি নির্দিষ্ট মজুরিতেই সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাদের বেশি মজুরি দেওয়া হলে শ্রমের যোগান কমে যাবে। আর তা হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর। ঔপনিবেশিক শাসনামলে আফ্রিকার শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃতি সম্পর্কে উপনিবেশ স্থাপনকারীরা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সাত দিনের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন, তা যদি চার দিনেই পাওয়া যায়, তবে বাকি তিন দিন শ্রমিকরা কোনো পরিশ্রম না করে অলসভাবে কাটিয়ে দেবে। সুতরাং শ্রমের মজুরি যদি বাড়ানো হয়, তবে মজুরি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কমে আসবে এবং বিশ্রামের প্রতি তা বাড়বে। অর্থাৎ কম মজুরিতে শ্রমিকরা যে পরিমাণ কাজ করতে প্রস্তুত, বেশি মজুরিতে শ্রম দানের ইচ্ছা তার চেয়ে কমে আসে। তাই শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী ও ঢাল তার নিম্নগামী হয়। এ অবস্থার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি কেমন?
২. কোন রেখাকে 'Backward Bending Supply Curve' বলা হয়?
৩. শ্রমের যোগান কয়টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল?
৪. মজুরির হারের সাথে কোনটির সম্পর্ক সমমুখী?
৫. কর্মক্ষম জনসংখ্যার আয়তন ও দামের ওপর কিসের যোগান নির্ভর করে?
৬. মজুরির হার বৃদ্ধিতে কয়টি প্রভাব কাজ করে?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হওয়ার তিনটি কারণ লেখো।

পাঠ ১০ ও ১১ শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ; আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি; আর্থিক মজুরি থেকে প্রকৃত মজুরি নির্ণয়; আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে তুলনা; প্রকৃত মজুরি কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ; একই পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ

৫.২৬ শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ (Determination of Wages in Labour Market)

মজুরি হচ্ছে শ্রমের দাম। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, অন্যান্য দ্রব্যের দাম যেমন তার মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়, তেমনি শ্রমের দাম তথা মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রমের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা। অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে নির্ধারিত হয় শ্রমিকের মজুরি এবং নিয়োগের পরিমাণ। নিচে মজুরি নির্ধারণের এ ধারণাটি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে মজুরি নির্ধারণ দেখানো হলো।

শ্রমবাজারে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণ: মজুরি নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়। যখন শ্রমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয় তখন নির্ধারিত হয় ভারসাম্য মজুরি ও নিয়োগের পরিমাণ। রেখাচিত্রের সাহায্যে মজুরি নির্ধারণের এ বিষয়টি দেখানো হলো।

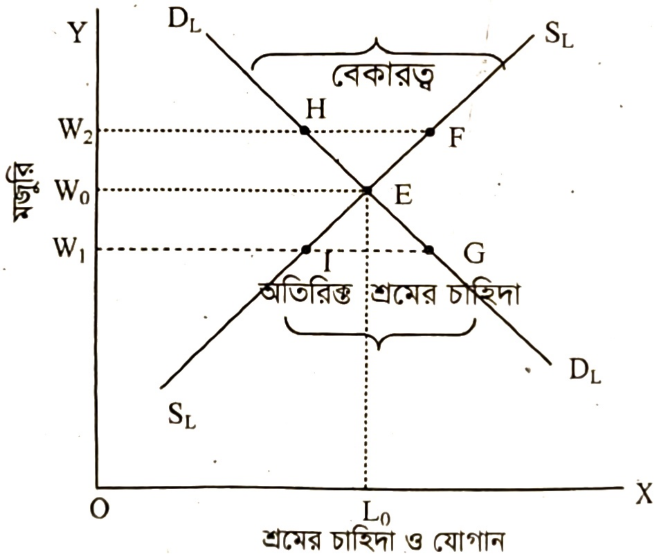

চিত্র: শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ

পাশের চিত্রে ভূমি (X) অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগান (L) এবং লম্ব (Y) অক্ষে মজুরি (W) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা যথাক্রমে D_L ও S_L রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করায় শ্রমিকের ভারসাম্য মজুরি W_0 এবং শ্রম নিয়োগের পরিমাণ L_0 নির্ধারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, E বিন্দু ছাড়া অন্য কোনো বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি ও নিয়োগ নির্ধারিত হয় না। যেমন- শ্রমের মজুরি বেড়ে W_2 হলে শ্রমের চাহিদা W_2H এর চেয়ে শ্রমের যোগান W_2F পরিমাণ বেশি থাকে। এক্ষেত্রে শ্রমবাজারে HF পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রমিক থাকবে, ফলে কাজ পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি W_2 থেকে W_0-তে নেমে আসবে। আবার শ্রমের মজুরি কমে W_1 হলে শ্রমের যোগান W_1I এর চেয়ে শ্রমের চাহিদা W_1G পরিমাণ বেশি হবে। এক্ষেত্রে শ্রমবাজারে IG পরিমাণ শ্রমের স্বল্পতা থাকায় নিয়োগকারীদের মধ্যে বেশি মজুরি দিয়ে শ্রমিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হবে; এর ফলে শ্রমের মজুরি W_1 থেকে বেড়ে W_0 তে আসবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, E হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু, W_0 শ্রমের ভারসাম্য মজুরি এবং L_0 শ্রমের ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ। এভাবে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে মজুরি ও নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

৫.২৭ আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real Wages)

সাধারণ অর্থে শ্রমিকের পারিশ্রমিককেই মজুরি বলে। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় উৎপাদনকাজে নিযুক্ত হয়ে শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক লাভ করে তাকে মজুরি (Wage) বলে। মজুরি সাধারণত দুই প্রকার। যথা– আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি।

ক. **আর্থিক মজুরি (Money Wage):** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে। আর্থিক মজুরিকে W দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন, একজন শ্রমিক তার কর্মস্থলে এক মাস কাজ করে ৫,০০০ টাকা মজুরি পেলে ঐ অর্থই হবে তার আর্থিক মজুরি। এক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি হবে W = ৫,০০০ টাকা।

খ. **প্রকৃত মজুরি (Real Wage):** শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং চাকরিস্থল থেকে যে সব আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বলতে বিনামূল্যে প্রাপ্ত বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ওষুধপত্র, যানবাহন, ফোন বিল ইত্যাদি সুবিধা বোঝায়। সুতরাং প্রকৃত মজুরির মানদণ্ড হলো দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম। একজন শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা তার আর্থিক মজুরির ওপর নির্ভর করে না বরং তা নির্ভর করে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির ওপর।

প্রকৃত মজুরির সূত্র: $W_r = \frac{W + OA}{P} + C$; এখানে, W_r = প্রকৃত মজুরি, W = আর্থিক মজুরি, OA = অর্থের মাধ্যমে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, C = অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়।

৫.২৮ আর্থিক মজুরি থেকে প্রকৃত মজুরি নির্ণয় (Find out Real Wages from Money Wages)

চিত্রানুযায়ী দ্রব্যমূল্য P_0 প্রদত্ত স্তরে আর্থিক মজুরি W_0 হলে প্রকৃত মজুরি হবে $W_0 = \frac{W_0}{P_0}$ । এখন যদি আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে W_2 হয় তাহলে প্রকৃত মজুরিও বৃদ্ধি পেয়ে $W_2 = \frac{W_2}{P_0}$ হবে। আবার আর্থিক মজুরি হ্রাস পেয়ে W_1 হলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়ে $W_1 = \frac{W_1}{P_0}$ হবে। আর্থিক মজুরি স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়। আবার দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়।

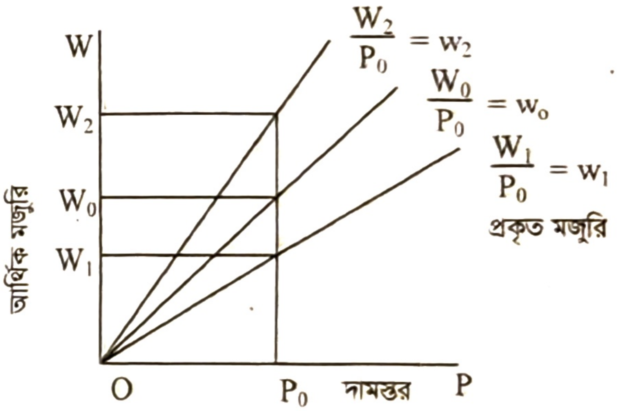

চিত্র: দামস্তর স্থির আর্থিক মজুরির পরিবর্তন

চিত্রানুযায়ী আর্থিক মজুরি W_0 স্তরে স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য P_0 হলে প্রকৃত মজুরি $W_0 = \frac{W_0}{P_0}$ হবে। এখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে P_2 হলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়ে $W_2 = \frac{W_0}{P_2}$ হবে। আবার দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়ে P_1 হলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে $W_1 = \frac{W_0}{P_1}$ হবে।

সুতরাং দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনশীল হলে আর্থিক মজুরি শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করতে পারে না। সেজন্য প্রকৃত মজুরিকে একটি গ্রহণযোগ্য সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়।

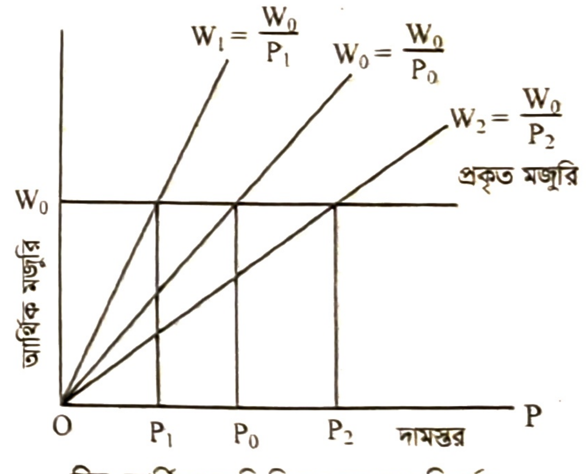

চিত্র: আর্থিক মজুরি স্থির দামস্তর পরিবর্তন

৫.২৯ আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে তুলনা (Comparison between Money Wages and Real Wages)

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে নিম্নোক্তভাবে তুলনা করা যায়—

১. শ্রমিক অর্থের হিসাবে যে মজুরি পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে। এ মজুরি অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। যেমন- কোনো শ্রমিক কারখানায় এক মাস কাজ করে ৭,০০০ টাকা পেলে তা হবে তার আর্থিক মজুরি।

পক্ষান্তরে, আর্থিক মজুরি দ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ এবং কর্মক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এ দুয়ের সমষ্টি হলো প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত মজুরি দ্রব্য ও সেবা প্রাপ্তির পরিমাণ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। যেমন- কোনো

শ্রমিক মাসিক ৭,০০০ টাকায় প্রাপ্ত আর্থিক মজুরি দিয়ে সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় যতগুলো দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মসংস্থান থেকে বিনামূল্যে যে পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, পরিবহন সুবিধা লাভ করে এসব মিলিয়ে হবে তার প্রকৃত মজুরি।

২. আর্থিক মজুরির পরিমাণ দামস্তরের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর্থিক মজুরি স্থির থাকা অবস্থায় দামস্তর বাড়লে প্রকৃত মজুরি কমে; কারণ সে অবস্থায় একই সমান অর্থ দিয়ে আগের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ক্রয় করা যায়। বিপরীত অবস্থায় তাই প্রকৃত মজুরি বাড়ে।

৩. আর্থিক মজুরি অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায়। অন্যদিকে প্রকৃত মজুরি দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের পরিমাপ দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

৪. কাজের প্রতি শ্রমিকের আগ্রহ আর্থিক মজুরির ওপর কম নির্ভর করে। প্রকৃত মজুরি বিচার করেই শ্রমিক কোনো কাজের প্রতি কম বা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। যেমন- একজন শ্রমিক 'A' মিলে কাজ করে মাসিক মজুরি হিসেবে কেবল ৯,০০০ টাকা পেতে পারে। তবে সে যদি 'B' মিলে কাজ করে তার মাসিক মজুরি হিসেবে ৮,০০০ টাকা ও বিনামূল্যে বাসস্থান, পরিবহণ সুবিধা ইত্যাদি পায় তাহলে সে দ্বিতীয় কাজটিই বেছে নেবে। কারণ এখানে প্রকৃত মজুরি বেশি। অধ্যাপক এ. মার্শাল বলেন, 'কোনো কাজের প্রতি আকর্ষণ আর্থিক উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং নিট সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়।'

৫. শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক কল্যাণ আর্থিক মজুরির চেয়ে প্রকৃত মজুরির ওপর বেশি নির্ভর করে। অর্থনীতিবিদ **অ্যাডাম স্মিথ** বলেন, "শ্রমিক ধনী না দরিদ্র, উপযুক্ত না অনুপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় তা প্রকৃত মজুরির দ্বারা বিচার করতে হয়, আর্থিক মজুরি দ্বারা নয়।"

৬. আর্থিক মজুরি অর্থের আকারে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়। এটি পরিমাণগত ধারণা। অন্যদিকে প্রকৃত মজুরি পরিমাণগত ধারণার সাথে সাথে মানসিক সন্তুষ্টির বিষয়টি জড়িত থাকে।

৫.৩০ প্রকৃত মজুরি কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল (Factors on which Real Wages Depend on)

যেসব বিষয়ের ওপর প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **অর্থের ক্রয়ক্ষমতা:** আর্থিক মজুরি যাই হোক না কেন প্রকৃত মজুরি অর্থের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বেশি হলে প্রকৃত মজুরি বেশি হবে এবং কম হলে প্রকৃত মজুরি কম হবে।

২. **কাজের প্রকৃতি:** প্রকৃত মজুরি কাজের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। যেসব কাজে স্বাস্থ্যহানি ও জীবননাশের আশঙ্কা থাকে ঐসব কাজে আর্থিক মজুরি বেশি হলেও প্রকৃত মজুরি কম। যেমন: কয়লা খনির শ্রমিক, ড্রাইভার, বৈমানিক প্রভৃতি পেশা। পক্ষান্তরে কোনো কাজ যদি প্রীতিকর হয় তাহলে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হবে।

৩. **চাকরির স্থায়িত্ব:** চাকরির স্থায়িত্বের ওপর প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে। কোনো কাজ যদি স্থায়ী হয় এবং উন্নতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাতে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হবে। অপরদিকে চাকরি যদি অস্থায়ী হয় তাহলে তাতে আর্থিক মজুরি বেশি হলেও প্রকৃত মজুরি কম হবে।

৪. **কাজের সময়:** প্রকৃত মজুরি কাজের সময়ের ওপর নির্ভর করে। কোনো শ্রমিক দৈনিক ৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করে যে আর্থিক মজুরি পায় সেই একই পরিমাণ আর্থিক মজুরি লাভ করতে যদি অপর একজন শ্রমিককে দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করতে হয় তাহলে প্রথমোক্ত শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বেশি হবে।

৫. **পেশাগত খরচ:** যেসব কাজে পেশাগত খরচ কম সেসব কাজে প্রকৃত মজুরি বেশি। যেমন: একজন শিক্ষকের কোনো পেশাগত খরচ নাই। তাই তার প্রকৃত মজুরি বেশি। পক্ষান্তরে একজন ডাক্তারকে কম্পাউন্ডার রাখতে হয় এবং একজন উকিলকে মুহুরি রাখতে হয়। ডাক্তার এবং উকিলকে তাদের আয় হতে কম্পাউন্ডার এবং মুহুরির বেতন দিতে হয়। এ কারণে আর্থিক আয় বেশি হলেও প্রকৃত আয় কম হবে।

৬. **আনুষঙ্গিক সুবিধা:** যেসব কাজে আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বেশি সেসব কাজে প্রকৃত মজুরি বেশি। আবার যেসব কাজে আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা কম সেসব কাজে প্রকৃত মজুরি কম হয়। যেমন : অনেক চাকরিতে শ্রমিকগণ আর্থিক মজুরি ছাড়াও বাসস্থান, চিকিৎসা, যানবাহন, রেশন, পোশাক ইত্যাদি সুবিধা পেয়ে থাকেন। ঐসব চাকরিতে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হয়।

৭. **অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা:** যেসব কাজে মজুরি ছাড়াও অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা পাওয়া যায় সেখানে প্রকৃত মজুরি বেশি। যেমন: সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারগণ প্রাইভেট রোগী দেখে অতিরিক্ত আয় করে বলে তাদের প্রকৃত মজুরি বেশি।

৮. **পদোন্নতির সম্ভাবনা:** যেসব চাকরিতে ভবিষ্যতে পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা থাকে সেখানে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হয়।

৯. **সামাজিক মর্যাদা:** যেসব কাজে সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা যায় সেসব কাজে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হয়। যেমন : একজন ঝাড়ুদারের চেয়ে অফিস পিয়নের সামাজিক মর্যাদা বেশি এবং তার আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি।

১০. **অন্যান্য বিষয়:** যে চাকরিতে পেনশন, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান সে চাকরিতে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি।

১১. **দামস্তর:** দ্রব্যের দাম বাড়লে একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে। ফলে তার প্রকৃত মজুরি কমে যায়। আবার দ্রব্যের দাম কমলে সে পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য কিনতে পারে বলে তার প্রকৃত মজুরি বাড়ে।

১২. **শিক্ষাগত ব্যয়:** যেসব পেশা শিখতে বেশি ব্যয় হয় সেসব পেশায় আর্থিক মজুরি বেশি হলেও প্রকৃত মজুরি কম হয়। পক্ষান্তরে যেসব পেশা শিখতে অল্প ব্যয় হয় সেসব পেশায় আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি।

কোনো শ্রমিকের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা তার আর্থিক মজুরির ওপর নির্ভর করে না নির্ভর করে তার প্রকৃত মজুরির ওপর। অ্যাডাম স্মিথ-এর মতে, 'কোনো শ্রমিক ধনী অথবা গরিব, উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত তার বিচার আর্থিক মজুরির অনুপাতে হয় না, প্রকৃত মজুরির অনুপাতে হয়।'

৫.৩১ বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ (Causes of Difference in Wages in Different Occupations)

প্রত্যেক মানুষই বেশি মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু সবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। কেউ বেশি মজুরিতে কাজ করে আবার কেউ কম মজুরিতেও কাজ করতে বাধ্য হয়। সাধারণ লোকেরা এটাকে 'ভাগ্যের লেখন, না যায় খণ্ডন' বলে মনে করতে পারে, কিন্তু অর্থনীতি তা মেনে নেয় না। অর্থনীতি এর পেছনের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে। বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারের পার্থক্যের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. **কাজের প্রকৃতি:** বিভিন্ন পেশায় কাজের প্রকৃতি ও ঝুঁকি এক রকম হয় না। ঝুঁকিবহুল ও বিপজ্জনক কাজে (যেমন: খনির কাজ) মজুরির হার বেশি না হলে শ্রমিকরা এসব পেশায় আকৃষ্ট হবে না। অন্যদিকে যেসব কাজ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বা ঝুঁকি কম (যেমন: অফিসের কাজ) সেসব কাজে মজুরি কম হলেও শ্রমিকরা কাজ করতে রাজি থাকে। তাই বিভিন্ন কাজের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যের দরুন মজুরির হারের মধ্যে তারতম্য ঘটে।

২. **কাজের স্থায়িত্ব:** কাজের সংস্থান যদি স্থায়ী হয় তাহলে মজুরির হার কম হলেও শ্রমিকরা কাজ করতে রাজি থাকে। কিন্তু কাজের সংস্থান যদি অস্থায়ী হয় এবং পেশা যদি অনিয়মিত হয় তাহলে মজুরির হার স্বভাবতই বেশি হবে।

৩. **কাজের ঝুঁকি:** যেসব কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি অনেক বেশি সেসব কাজের জন্যে অনেক বেশি হারে মজুরি দিতে হয়। অপরদিকে যে কাজে দায়িত্ব ও ঝুঁকি কম সে কাজে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম। যেমন : একজন মোটর চালকের দায়িত্ব ও ঝুঁকি অনেক বেশি থাকায় সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা বেশি হারে মজুরি পায়।

৪. **শিক্ষার ব্যয় ও সময়:** অনেক পেশা আছে যা শিক্ষা লাভ করতে সময় বেশি লাগে এবং শিক্ষা খরচও বেশি হয়। যেমন : ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশা। তাই ঐসব পেশায় মজুরি বেশি। আর যেসব পেশায় শিক্ষার ব্যয় কম সেসব পেশায় মজুরিও কম হয়। যেমন : সাধারণ শ্রমিকদের পেশায় শিক্ষার কোনো খরচ নেই বলে মজুরিও কম হয়ে থাকে।

৫. **স্বাভাবিক নৈপুণ্যের তারতম্য:** স্বাভাবিক নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্যে বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির হারের তারতম্য দেখা যায়। যেসব শ্রমিকের কর্মদক্ষতা উচ্চমানের স্বভাবতই তাদের মজুরি বেশি হয়। কিন্তু স্বল্পদক্ষতার শ্রমিকের মজুরি কম হয়।

৬. **সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য:** সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যের জন্যে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মীর উপার্জনের হারে তারতম্য দেখা দেয়। দুজন শ্রমিক সমশিক্ষিত ও সমদক্ষ হলেও সুপারিশের জোরে একজন হয়তো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে অধিক মজুরি পেতে পারে।

৭. **পেশাগত গতিশীলতার অভাব:** এক পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে হলে শ্রমিকদের পেশাগত শিক্ষা ও কলাকৌশলগত জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এছাড়াও নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব অসুবিধার জন্যে কোনো কাজে মজুরি বেশি না হলে শ্রমিকরা এক পেশা হতে অন্য পেশায় যেতে চায় না। ফলে বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারে তারতম্য দেখা দেয়।

৮. **আনুষঙ্গিক সুবিধা:** অনেক পেশা আছে যেখানে আর্থিক মজুরি ছাড়াও আনুষঙ্গিক সুবিধা; যেমন: বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, পোশাক, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে অন্যান্য পেশার সাথে এসব পেশার মজুরির তারতম্য দেখা দেয়।

৯. **সামাজিক মর্যাদা:** যেসব পেশায় সামাজিক মর্যাদা পাওয়া যায় সেসব কাজে সাধারণত মজুরি কম হয়। যেমন: শিক্ষকতার পেশা সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মজুরি অন্যান্য পেশার তুলনায় কম।

১০. **শ্রমিক সংঘের প্রভাব:** শ্রমিক সংঘভুক্ত শ্রমিকগণ, শ্রমিক-সংঘবহির্ভূত শ্রমিক অপেক্ষা বেতন বেশি পেতে পারে। কারণ শ্রমিকগণ শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মালিকদের সাথে দরকষাকষি করে তাদের বেতন বৃদ্ধির সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে যেসব পেশায় শ্রমিক সংঘ গড়ে ওঠে নি সেসব পেশায় শ্রমিকের মজুরি হার সাধারণত কম হয়ে থাকে।

১১. **ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা:** যেসব পেশায় ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে সেসব কাজে প্রারম্ভিক মজুরি কম হয়। কিন্তু একজন মোটর চালকের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কম হওয়ায় তার মজুরি বেশি হয়ে থাকে।

১২. **চাহিদা ও যোগানের পার্থক্য:** যেসব পেশায় শ্রমিকের যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি সেসব পেশায় শ্রমিকের মজুরির হারও বেশি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যেসব পেশায় শ্রমিকের যোগানের তুলনায় চাহিদা কম সেসব পেশায় মজুরির হারও কম হয়ে থাকে।

১৩. **শ্রমের বাজারে অপূর্ণাঙ্গ ব্যবহার:** শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় থাকলে মজুরির হারে তারতম্য ঘটে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গ বাজার পরিস্থিতি বিরাজ করে।

১৪. **প্রতিযোগিতার অভাব:** অনেক পেশা আছে যেখানে বিশেষ ধরনের শ্রমিক ছাড়া অন্যের দ্বারা সে কাজ সম্ভব হয় না। তাই রাজমিস্ত্রি পেশায় প্রতিযোগিতা কম বলে সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় তাদের মজুরি বেশি।

সুতরাং সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে মজুরির হারের তারতম্য হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক শ্রমিকেরই এমন কিছু যোগ্যতা অর্জন করা উচিত যা তাকে বেশি মজুরি পেতে সাহায্য করবে। শ্রমিকের মজুরি হার নির্ধারকগুলোর মধ্যে ঝুঁকি বহন, শিক্ষা, স্থায়িত্ব ও কাজের প্রকৃতি অন্যতম।

৫.৩২ একই পেশায় মজুরির পার্থক্যের কারণসমূহ (Causes of Difference in Wages in the same Occupation)

যে সকল কারণে একই পেশায় নিয়োজিত লোকের মজুরির পার্থক্য হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **দক্ষতার পার্থক্য:** দক্ষতার পার্থক্যের কারণে একই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেসব শ্রমিক বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে স্বভাবতই তাদের মজুরি বেশি হয়। পক্ষান্তরে যেসব শ্রমিকের দক্ষতা কম তাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়।

২ **অভিজ্ঞতার পার্থক্য:** অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণেও একই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কর্মক্ষেত্রে বেশি দিন ধরে কাজ করছে এমন শ্রমিকদের মজুরি একজন কম অভিজ্ঞ শ্রমিকদের তুলনায় কম হয়।

৩. **শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্য:** একই পেশায় নিয়োজিত বেশি শিক্ষিত ব্যক্তি কম শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি মজুরি পেয়ে থাকে। সরকারি বেসরকারি প্রায় সব চাকরিতেই শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করে বেশি মজুরি দেয়া হয়।

৪. **চাকরির শর্ত:** একই পেশায় নিয়োজিত পূর্ণ সময়ের শ্রমিক খণ্ডকালীন শ্রমিক অপেক্ষা বেশি মজুরি পেয়ে থাকে। সাধারণত পূর্ণকালীন শ্রমিক অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা, সততা ও নিষ্ঠার দিক থেকে একজন খণ্ডকালীন শ্রমিকদের চেয়ে উন্নত হয়। ফলে তার মজুরি সাধারণত বেশি হয়।

৫. **দায়িত্ব ও পদমর্যাদার পার্থক্য:** উচ্চতর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সাধারণত বেশি হয় বলে তাদের মজুরিও বেশি হয়। যেমন: কোনো কলেজে একজন প্রভাষকের চেয়ে অধ্যক্ষ অধিক দায়িত্ব পালন করেন এবং তার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অধিক বলে তিনি উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। ফলে প্রভাষকদের চেয়ে তার বেতন অনেক বেশি।

৬. **গতিশীলতার অভাব:** শ্রমিকের ভৌগোলিক গতিশীলতার অভাবে একই পেশায় মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক প্রয়োজন প্রভৃতি কারণে এক স্থানে দীর্ঘদিন কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারী বেশি মজুরিতেও দূরবর্তী কোনো স্থানে যেতে চায় না। ফলে এ ধরনের শ্রমিক বেশি মজুরি ত্যাগ করে কম মজুরিতেই নিয়োজিত থাকে।

৭. **শারীরিক যোগ্যতা:** কায়িক শ্রমের পেশায় নিয়োজিত বলিষ্ঠ দেহের কর্মঠ শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বেশি হয় বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে বেশি মজুরি দেয়া হয়। দিনমজুর, ইটভাটার শ্রমিক, মাটি কাটার শ্রমিকদের বেলায় এটা লক্ষ করা যায়।

৮. **কাজের পরিবেশ:** একই পেশায় ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিবেশে কর্মরত শ্রমিকরা বেশি মজুরি পেয়ে থাকে। যেমন: দমকল বিভাগের সম্মুখ পর্যায়ের কর্মচারীরা সরাসরি আগুন নিভানোর কাজ করে বলে অন্যান্য কর্মচারীদের তুলনায় তাদেরকে অতিরিক্ত ভাতা দেয়া হয়।

৯. **কাজের ভিত্তিতে মজুরি:** অনেক সময় কাজের ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিক যত বেশি কাজ করে তার মজুরি তত বেশি হয়। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম কাজ করতে পারে বলে একই পেশায় পুরুষদের তুলনায় মহিলারা কম মজুরি লাভ করে।

সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে মজুরির হারে তারতম্য হয়ে থাকে। তবে যে-কোনো কাজে একজন ব্যক্তি বা শ্রমিকের সার্বিক দিক বিবেচনা সাপেক্ষে মজুরি নির্ধারিত হয়। শ্রমিকের মজুরি হবে নির্ধারকগুলো মধ্যে ঝুঁকি বহন, শিক্ষা, স্থায়িত্ব ও কাজের প্রকৃতি অন্যতম।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রকৃত মজুরি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। *[ঢা. বো. ২০১৯]*

২. $\frac{W}{P}$ কী নির্দেশ করে? *[চ. বো. ২০১৯]*

৩. যদি $DL = 25 - 5w$ এবং $SL = 5 + 5w$ হয় তবে ভারসাম্য মজুরি কত?

৪. শ্রমের পারিশ্রমিককে কী বলে? *[চ. বো. ২০১৭]*

৫. মজুরি কী?

৬. প্রকৃত মজুরি কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

৭. সাধারণত কয়টি পদ্ধতিতে মজুরি নির্ধারিত হয়?

৮. আর্থিক মজুরি স্থির রেখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি কী হবে?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখো।

পাঠ ১২ শ্রমিক সংঘ; শ্রমিক সংঘের কার্যাবলি, শ্রমিক সংঘ কি মজুরি বাড়তে পারে?; মজুরি ও আয়; মজুরির সাথে আয়ের তুলনা

৫.৩৩ শ্রমিক সংঘ (Trade Union)

শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্ষণস্থায়ী এবং নিয়োগকারীর তুলনায় সে দরিদ্র, দুর্বল এবং অসহায়। তাই শ্রমিকরা একক প্রচেষ্টায় মালিকদের নিকট হতে ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারে না। বরং মালিকরা শ্রমিকদের এ দুর্বলতা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর অন্যায় শোষণ চালায়। তাদেরকে ন্যায্য মজুরি হতে বঞ্চিত রাখে। একারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকেরা তাদের স্বার্থরক্ষা ও ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন বা সংঘ গড়ে তোলে। শ্রমিক শ্রেণিও তার ব্যতিক্রম নয়। কথায় আছে, 'Unity is strength'। শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে শ্রমিক সংঘ বলা হয়।

শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও চাকরির অবস্থান উন্নতি সাধনের এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিয়োগকর্তার সাথে দরকষাকষি করে মজুরি বৃদ্ধির জন্যে কর্মক্ষেত্রে যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকেই শ্রমিক সংঘ বলে।

অর্থনীতিবিদ সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েব এর মতে, 'শ্রমিক সংঘ হলো চাকরির বর্তমান অবস্থান বজায় রাখা কিংবা উক্ত অবস্থান উন্নতির জন্যে শ্রমজীবীদের একটি স্থায়ী সংগঠন।' (A Trade union is a continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the condition of their employment.– Sydney and Beatrice Webb)

সুতরাং শ্রমিকদের একক প্রচেষ্টায় যেসব ন্যায্য দাবি ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব হয় না, শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের সহায়ক সংগঠন।

৫.৩৪ শ্রমিক সংঘের কার্যাবলি (Functions of Trade Union)

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. কল্যাণমূলক কার্যাবলি (Welfare functions) ২. সংগ্রামমূলক কার্যাবলি (Millitant functions), ৩. রাজনৈতিক কার্যাবলি (Political functions) এবং ৪. আপসমূলক কার্যাবলি (Compromising functions)।

১. **ভ্রাতৃত্বমূলক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলি:** দৈহিক ও মানসিক উন্নতি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রমিক কল্যাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শ্রমিক সংঘ যেসব কাজ করে থাকে তাকে কল্যাণমূলক কাজ বলা হয়। কল্যাণমূলক কাজগুলো নিম্নরূপ:

ক. **আর্থিক সাহায্য:** শ্রমিক সংঘ সদস্য শ্রমিকদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে যৌথ তহবিল গঠন করে। এ তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রমিক এবং আহত ও মৃতশ্রমিক পরিবারকে আপদকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

খ. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা: শ্রমিক সংঘ** শ্রমিকদের কাজের মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

গ. **সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা:** শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের জন্যে বার্ধক্য ভাতা, উৎসব বোনাস, চিকিৎসা ভাতা প্রভৃতি প্রদান করে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে থাকে।

ঘ. **সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা:** শ্রমিক সংঘ বয়স্কদের জন্যে নৈশবিদ্যালয় এবং শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্যে দিবাবিদ্যালয় স্থাপন করে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

ঙ. **চিকিৎসা ব্যবস্থা:** শ্রমিক সংঘ অসুস্থ শ্রমিক ও তাদের পরিবারস্থ লোকদের চিকিৎসার্থে দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা, ওষুধপথ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা করে থাকে।

চ. **বিনোদনের ব্যবস্থা:** শ্রমিক সংঘ পাঠাগার, শরীরচর্চা কেন্দ্র, ক্লাব, নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিকদের ছেলেমেয়ের জন্যে বিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে।

২. **সংগ্রামী কার্যাবলি:** শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্যে অনেক সময় সংগ্রামে রত হয়। তাদের এরূপ কার্যাবলিকে সংগ্রামমূলক কার্যাবলি বলে। সংগ্রামমূলক কাজগুলো নিম্নরূপ:

ক. **যৌথ দরকষাকষি:** শ্রমিক সংঘ মালিকদের সাথে যৌথভাবে দরকষাকষি করে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যে শ্রমিক সংঘ এ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

খ. **কাজের শর্ত নির্ধারণ:** অধিক মুনাফালোভী মালিকগণ সাধারণত শ্রমিকদের অধিক সময় কাজে খাটাতে চেষ্টা করে। তাছাড়া মালিকরা সর্বদাই কাজের শর্ত তাদের অনুকূলে রাখতে চায়। শ্রমিক সংঘ বিভিন্ন উপায়ে কাজের সময় ও শর্ত উন্নতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ. **উপযুক্ত মজুরি আদায়:** শ্রমিক সংঘ মালিকপক্ষের ওপর সম্মিলিতভাবে চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত মজুরি আদায় করে নিতে পারে।

ঘ. **চাকরির নিরাপত্তা:** মালিকপক্ষ অনেক সময় নিজেদের সুবিধার্থে অযৌক্তিকভাবে কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করতে পারে। কিন্তু শ্রমিক সংঘ উপযুক্ত কারণ ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করার জন্যে মালিকপক্ষকে চাপ দেয়।

ঙ. **আন্দোলন:** শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের জন্যে উপযুক্ত মজুরি আদায়, কাজের সময় নির্ধারণ, চাকরির নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি কাজে সফল না হলে আন্দোলন করে ও ধর্মঘটের ডাক দেয়।

চ. **অন্যায়ের মোকাবিলা:** মালিকপক্ষ যেন শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ ও অন্যায়ভাবে নির্যাতন করতে না পারে সেজন্যে শ্রমিক সংঘ তাদের সংগ্রামী কার্যাবলি অব্যাহত রাখে।

ছ. **বিমার ব্যবস্থা:** শ্রমিকরা যে-কোনো সময় দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হতে পারে। শ্রমিক সংঘ এরূপ আহত বা নিহত শ্রমিকদের জন্যে বিমার ব্যবস্থা করে।

জ. **মালিকানা:** শ্রমিক সংঘ অনেক সময় সংগ্রামের মাধ্যমে কারখানার শেয়ার ক্রয় করে মালিকানার অধিকার লাভ করে থাকে।

৩. **রাজনৈতিক কার্যাবলি:** শ্রমিক সংঘ যখন অনুভব করে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ছাড়া তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয় তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্যে তারা যেসব কর্মপ্রচেষ্টা চালায় বা গ্রহণ করে তাকে রাজনৈতিক কার্যাবলি বলে। শ্রমিকসংঘের রাজনৈতিক কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. **শ্রমিক রাজনৈতিক দল গঠন:** দাবি-দাওয়ার রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায় এবং আইন পরিষদে শ্রমিকদের অনুকূলে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে শ্রমিক সংঘ রাজনৈতিক দল গঠন করে থাকে। ব্রিটেনের শ্রমিক দল (Labour Party)-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খ. **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা:** শ্রমিক সংঘ নিবার্চনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে আইনসভায় পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গ. **শ্রমস্বার্থ রক্ষাকারী আইন পাস :** আইনসভার মাধ্যমে নিম্নতম মজুরি আইন, ক্ষতিপূরণ আইন, কারখানা আইন ইত্যাদি শ্রমস্বার্থ রক্ষাকারী আইন পাসের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা।

৪. **আপসমূলক কার্যাবলি:** মালিক ও শ্রমিক বিপরীতমুখী স্বার্থ ধারণ করায় এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরাচরিত। অর্থাৎ মালিক চায় ব্যয় কমিয়ে মুনাফা সর্বোচ্চ, আর শ্রমিক চায় সর্বোচ্চ মজুরি। সেক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ মালিক পক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যম শ্রমিকদের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করে থাকে।এ ধরনের কাজকে শ্রমিক সংঘের আপসমূলক কার্যাবলি।

৫.৩৫ শ্রমিক সংঘ কি মজুরি বাড়াতে পারে? (Can Trade Union Increase Wages?)

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, শ্রমিক সংঘ মালিকপক্ষের সাথে দরকষাকষি করে প্রত্যক্ষভাবে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে না। তবে পরোক্ষভাবে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে। বর্তমানে শ্রমিক সংঘ নিম্নলিখিত উপায়ে মজুরি বাড়াতে পারে :

১. **দরকষাকষির মাধ্যমে :** শিল্পে নতুন নতুন উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের মাত্রা এবং মুনাফা বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকগণ পূর্ব চুক্তি মোতাবেকই মজুরি লাভ করে থাকে। এমতাবস্থায় শ্রমিক সংঘ যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে মজুরির হার বাড়াতে পারে। তাছাড়া অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার চেয়ে কম বলেই শিল্পপতিগণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এমতাবস্থায় শ্রমিক সংঘ দরকষাকষির মাধ্যমে মজুরির হার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

২. **উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে :** শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিক সংঘ প্রশিক্ষণ দিতে পারে। শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এভাবে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে শ্রমিক সংঘ মজুরির হার বৃদ্ধি করার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৩. **শ্রমিকের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে :** শ্রমিক সংঘ শ্রমিকের যোগান হ্রাস করে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে :

   ক. শ্রমিক দ্বারা যেসব পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় তার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে শ্রমিকের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক হবে। শ্রমিকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধি পাবে।

   খ. শ্রমিকের মোট মজুরি মোট উৎপাদন ব্যয়ের সামান্য অংশ হলে শ্রমিক সংঘ মালিককে চাপ সৃষ্টি করে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে। এতে মালিকের নিকট মজুরিও বেশি মনে হবে না।

   গ. উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানে পেশা পরিবর্তন সম্ভব নয় কিন্তু শ্রমিকের গতি সচলতা বলে তারা বেশি মজুরি না পেলে অন্যত্র চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ অনায়াসেই শ্রমিকদের জন্যে অধিক মজুরি আদায় করতে পারে।

শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের কল্যাণার্থে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। যেসব দেশে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের বিশেষ প্রসার ঘটেনি সেখানে সংগ্রামমূলক কাজই শ্রমিক সংঘের প্রধান কাজ। তবে সাধারণত সব দেশেই শ্রমিক সংঘগুলো কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠনের সাথে জড়িত থাকে।

৫.৩৬ মজুরি ও আয় (Wage and Income)

মজুরি: শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টার বিনিময়ে যা পায় তাকে মজুরি বলে। মজুরি শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন ফরাসি শব্দ Wagies or gagier থেকে। যার আভিধানিক অর্থ প্রতিজ্ঞা বা বন্ধক। ধারণাটি শুধু শ্রম আয়ের সাথে সম্পর্কিত। মজুরি দুই প্রকার। যথা- ১. আর্থিক মজুরি ও ২. প্রকৃত মজুরি।

আয়: আয় হচ্ছে তৃপ্তির প্রবাহ। অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সেবামূলক কাজ হতে যে তৃপ্তির প্রবাহ সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যকে আয় বলে। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিনিময়ে সামগ্রিকভাবে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে আয় বলে। আয় শব্দটির ইংরেজি শব্দ 'Income'। যার উৎপত্তি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ 'Incuam' থেকে 'Income' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ব্যবসায় বা শ্রম থেকে প্রাপ্ত উপার্জন। আয় দুই প্রকার। যথা- ১. ব্যক্তিগত আয় ও ২. ব্যয়যোগ্য আয়।

আবার সাধারণত আয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- ১. আর্থিক আয় ও ২. প্রকৃত আয়।

১. **আর্থিক আয়:** নগদ অর্থ হিসেবে উপার্জিত আয়কে আর্থিক আয় বলা হয়। আর্থিক আয় দ্বারা ব্যক্তির বা একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে প্রকৃত আয় আবশ্যক হয়।

২. **প্রকৃত আয়:** আর্থিক আয়ের সাথে ব্যক্তি অন্যান্য যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তার সমষ্টিকে প্রকৃত আয় বলে। প্রকৃত আয় ব্যক্তির বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরতে পারে।

৫.৩৭ মজুরির সাথে আয়ের তুলনা (Comparison between Wage and Income)

মজুরি এবং আয় পরস্পর সম্পর্কিত ধারণা। মজুরি এবং আয় ধারণা দুটির মধ্যে নিম্নোক্তভাবে তুলনা করা যায়—

১. শ্রমের আর্থিক আয়কে মজুরি বলে। উৎপাদন বা ব্যবসায় পণ্য বা সেবা বিক্রয় থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে আয় বা রাজস্ব বলে।
২. মজুরি হলো চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্তি; কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে এরকম চুক্তির কোনো অস্তিত্ব থাকে না।
৩. মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট; একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তা একই থাকে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়; একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তা কম-বেশি হতে পারে।
৪. মজুরি প্রকাশিত থাকে; কিন্তু আয় অপ্রকাশিত থাকে।
৫. অধিক কায়িক বা মানসিক শ্রম দিলেও মজুরির তারতম্য ঘটে না; কিন্তু অধিক কায়িক বা মানসিক শ্রম দিয়ে আয় অনেক বাড়ানো যায়।
৬. মজুরি একটি ক্ষুদ্র ধারণা, কিন্তু আয় একটি বৃহত্তর ধারণা। কারণ আয় মজুরিকে ধারণ করে।
৭. মজুরি একটি বন্ধ (Stock) ধারণা। কিন্তু আয় একটি প্রবাহ (Flow) ও বিস্তৃত ধারণা।
৮. মজুরির সংকেত W (Wage) এবং আয়ের সংকেত বা TR বা R = (Revenue)।
৯. একজন শ্রমিক তার কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যা অর্জন করে তাকে মজুরি বলে। অন্যদিকে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত আর্থিক সুবিধাই হলো আয়।
১০. মজুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম থাকে। কিন্তু আয় প্রাপ্তির পিছনে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে।
১১. মজুরির উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অন্যদিকে, আয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও মানবিক উদ্দেশ্য, সামাজিক উদ্দেশ্য, জাতীয় উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক উদ্দেশ্য জড়িত থাকে।
১২. শ্রম দিতে না পারলে মজুরি পাওয়া যায় না। যেমন— বৃদ্ধ বয়সে মজুরি পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রম না দিতে পারলেও আয় হতে পারে। যেমন— বৃদ্ধ বয়সে অবসর ভাতা বা অতীতে বিনিয়োগ হতে বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে আয় পেতে পারে।

দাম ও দর-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

দর হলো কিছু পরিমাণ জিনেসের দাম। যেমন— এক কেজি আলুর দাম (দর বলা উচিৎ), এক পিস চপের দাম (দর বলা উচিৎ), ইত্যাদি। অন্যদিকে, দর অনুসারে যে পরিমাণ জিনিস নেওয়া হচ্ছে, তার জন্য মোট কত টাকা দিতে হবে, সেটাই হলো দাম। যেমন— পাঁচ কিলো আলুর দাম, দশ পিস চপের দাম ইত্যাদি। 'দর' কথাটার ইংরেজি হলো Rate আর 'দাম' হলো Amount.

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে কী ধরনের সংঘ গড়ে তোলে?
২. শ্রমিক সংঘের কার্যাবলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. শ্রমিক সংঘ কোন প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে মজুরি বাড়াইতে পারে?
৪. মজুরি কত প্রকার?
৫. আয় কত প্রকার?
৬. কোন আয় দ্বারা ব্যক্তির বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়?

উত্তরের জন্য ২৫২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মজুরি ও আয়ের মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. শ্রম; ২. শ্রম; ৩. মজুরি বৃদ্ধির সাথে শ্রমের যোগান হ্রাস পেলে; ৪. শ্রমিক; ৫. শ্রম; ৬. শ্রমিকের।

পাঠ-২: ১. শ্রমবাজার; ২. দুই প্রকার; ৩. তিনভাগে; ৪. $E_L = \frac{Q}{wt}$; ৫. কাজ করার সামর্থ্য; ৬. শ্রমের দক্ষতা।

পাঠ-৩: ১. চার প্রকার; ২. কল্যাণমূলক শ্রম আইন; ৩. আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার; ৪. দুই প্রকার; ৫. দুই প্রকার; ৬. শ্রমের গতিশীলতা।

পাঠ-৪: ১. ৭.৩৫ কোটি; ২. কারিগরি জ্ঞানের অভাব; ৩. ৪৫.৩৬%; ৪. ১১.২৬%; ৫. ২.৫৫ কোটি; ৬. ৩৮%।

পাঠ-৫: ১. অদক্ষ; ২. দক্ষ শ্রমিক; ৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ; ৪. ২৪.৮২%; ৫. ২৭৪৮৬৬; ৬. ৩২৩৯৮৬।

পাঠ-৬: ১. সৌদি আরব; ২. সৌদি আরবে; ৩. ৭০ শতাংশেরও বেশি; ৪. সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে; ৫. যুক্তরাজ্য।

পাঠ-৭: ১.১৯৭৬ ২. শিক্ষিত ও দক্ষ; ৩. ২০১১ সালে; ৪. ৮,৫০,০০০; ৫. ৫৩টি দেশে; ৬. আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স।

পাঠ-৮: ১. উদ্ভূত চাহিদা; ২. বিপরীতমুখী; ৩. শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা; ৪. বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী; ৫. প্রত্যক্ষ সম্পর্ক; ৬. শ্রমের চাহিদা-দাম তথা মজুরি।

পাঠ-৯: ১. উর্ধ্বগামী; ২. শ্রমের যোগান রেখা; ৩. দুইটি; ৪. শ্রমের যোগান; ৫. শ্রমের যোগান; ৬. দুটি।

পাঠ-১০ ও ১১: ১. $W \div P$; ২. প্রকৃত মজুরি; ৩. ২; ৪. মজুরি; ৫. শ্রমের দাম; ৬. দামস্তর; ৭. ২টি; ৮. কমবে।

পাঠ-১২: ১. শ্রমিক সংঘ; ২. চার ভাগে; ৩. দরকষাকষি মাধ্যমে; ৪. দুই প্রকার; ৫. দুই প্রকার; ৬. প্রকৃত আয়।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

শ্রম	উৎপাদনে ব্যবহৃত মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন হয় তাকে অর্থনীতিতে শ্রম বলে। যেমন— কৃষকের শ্রম।
শ্রমবাজার	যে বাজারে শ্রমের চাহিদা সৃষ্টিকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগান দানকারী শ্রমিকের দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে বা মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে শ্রমবাজার বলে।
শ্রমের দক্ষতা	দ্রব্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিকের অধিক উৎপাদন করার ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে।
শ্রমের গতিশীলতা	শ্রমিকের নিজস্ব প্রয়োজনে তাদের স্থান, শিল্প ও পেশাগত স্তর পরিবর্তনকে শ্রমের গতিশীলতা বলে। যেমন: রংপুরের শ্রমিক ঢাকায় এসে রিকশা চালানো।
পেশা	মানুষ যে কর্মে নিয়োজিত থাকে তাকে পেশা বলে।
শ্রমের চাহিদা	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে নিয়োগকারী বা উৎপাদক যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকে তাকে শ্রমের চাহিদা বলে। শ্রমিকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে।
শ্রমের যোগান	একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে কোনো দেশে যে পরিমাণ শ্রমিক শ্রম দিতে রাজি থাকে, তাকে শ্রমের যোগান বলে। প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমিকের পরিমাণ দ্বারা শ্রমের যোগান নির্ধারিত হয়। প্রকৃত মজুরির ওপর শ্রমের যোগান নির্ভর করে।
আর্থিক মজুরি	কোনো শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে অর্থের হিসাবে যে মজুরি বা বেতন পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে। উদাহরণ: কোনো ব্যক্তির মাসিক মূল বেতনকে আর্থিক মজুরি বলে।

প্রকৃত মজুরি	শ্রমিক আর্থিক মজুরি দ্বারা যেসব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং অন্যান্য যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় তার সমষ্টিই হলো প্রকৃত মজুরি।
মজুরি	উৎপাদন কাজে নিযুক্ত হয়ে শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক লাভ করে তাকে মজুরি বলে। শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের ভিত্তিতে মজুরি পেয়ে থাকে।
আয়	উৎপাদন, ব্যবসায় বা সেবা বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে আয় বলে। আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা কম-বেশি হতে পারে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ শ্রমের ধারণা

প্রশ্ন-১. শ্রমবাজার কী? *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: যে বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা আর্থিক মজুরি নির্ধারিত হয় তাকে শ্রমবাজার বলে।

প্রশ্ন-২. অর্থনীতিতে শ্রম বলতে কী বোঝায়?
[ঢা. বো., রা. বো. ১৯; ব. বো. ১৬; আলিম ১৯]
উত্তর: উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে অর্থনীতিতে শ্রম (Labour) বলে।

প্রশ্ন-৩. শ্রমের দক্ষতা কাকে বলে? *[কু. বো., চ. বো. ১৯]*
উত্তর: শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা তথা উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labour) বলে।

■ শ্রমের চাহিদা ও যোগান

প্রশ্ন-৪. শ্রমের চাহিদা কাকে বলে?
[ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮; আলিম ১৭]
উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে উৎপাদনকারী বা নিয়োগকর্তা যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে চায়, তাকে শ্রমের চাহিদা (Demand for Labour) বলে।

প্রশ্ন-৫. শ্রমের যোগান কী? *[য. বো. ১৬]*
উত্তর: বিভিন্ন মজুরি হারে যে সংখ্যক শ্রমিক কাজ করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে শ্রমের যোগান (Supply of Labour) বলে।

প্রশ্ন-৬. শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় কখন?
উত্তর: শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে।

■ আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি

প্রশ্ন-৭. মজুরি কী? *[ব. বো. ১৯; দি. বো., য. বো. ১৭; আলিম ১৮]*
উত্তর: শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

প্রশ্ন-৮. আর্থিক মজুরি কী? *[দি. বো. ১৯]*
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে।

প্রশ্ন-৯. প্রকৃত মজুরি বলতে কী বোঝ?
[রা. বো., চ. বো., ব. বো., কু. বো. ১৮; ঢা. বো. ১৭; রা. বো. ১৬]
উত্তর: দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে—এ দুয়ের সমষ্টিকে শ্রমের প্রকৃত মজুরি বলে।

প্রশ্ন-১০. কোন মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়? *[য. বো. ১৯]*
উত্তর: প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রশ্ন-১১. শ্রমের গতিশীলতা কী?
উত্তর: শ্রমিকের নিজস্ব প্রয়োজনে তাদের স্থান, শিল্প ও পেশাগত স্তর পরিবর্তনকে শ্রমের গতিশীলতা বলে।

প্রশ্ন-১২. আয় কী?
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ সম্পদ ব্যবহারের দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে আয় বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হয় কেন?
[রা. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮; আলিম ১৯]

উত্তর: শ্রমিকের দক্ষতার জন্য একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হয়।

শ্রমের দক্ষতা বলতে বোঝায়। কাজের গুণাগুণ, শর্ত ও সময় ঠিক রেখে একজন শ্রমিকের দ্বারা বেশি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন অথবা একই পরিমাণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন। শ্রমের দক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ হয়, যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহারের ফলে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং দক্ষতার কারণেই একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হয়।

প্রশ্ন-২. শ্রমের দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা তথা উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে।

শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাকে বোঝায়। শ্রমের দক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি বাড়ে, সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ হয় এবং দেশের উৎপাদন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশসমূহে শ্রমিক অধিক উৎপাদনশীল। শ্রমের দক্ষতার বিশেষত্ব হচ্ছে এটি শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িয়েও এর যোগান বৃদ্ধি করা। এটি মূলত শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৩. শ্রমের যোগান রেখা কখন বামদিক পশ্চাৎগামী হয়? বুঝিয়ে লেখো। *[রা. বো., কু. বো. ১৯]*

উত্তর: মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বলে শ্রমের যোগান পশ্চাৎমুখী হয়।

শ্রমের মজুরি বাড়লে একজন শ্রমিক বেশি শ্রম দেয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির সাথে শ্রমের যোগান বাড়বে। একপর্যায়ে মজুরি যখন অধিক হবে তখন শ্রমিক আরাম-আয়েশে মত্ত হবে। তখন শ্রমিক শ্রমঘণ্টা কমিয়ে বিশ্রামের সময় বাড়ালে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। তাই দেখা যায়, প্রথম অবস্থায় শ্রমের মজুরি ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করলেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরির পর, মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে। এ কারণে শ্রমের ব্যক্তিগত যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হয়।

প্রশ্ন-৪. দামস্তর প্রকৃত মজুরিকে প্রভাবিত করে— ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৭]*

উত্তর: প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

দামস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং দাম স্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই দামস্তরের সাথে প্রকৃত মজুরির বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। তাছাড়া প্রকৃত মজুরি শ্রমিকের আর্থিক মজুরির পরিমাণ এবং জিনিসপত্রের বাজার দামের (দামস্তর) ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৫. শ্রমের গতিশীলতা বলতে কী বোঝ? *[দি. বো. ১৯]*

উত্তর: শ্রমিকের নিজস্ব প্রয়োজনে তাদের স্থান, পেশা ও পেশাগত স্তর পরিবর্তনকে শ্রমের গতিশীলতা বলে।

একজন শ্রমিক তার নিজস্ব প্রয়োজন এবং স্বার্থে এক পেশা থেকে অন্য পেশা গ্রহণ, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন, একই কাজে এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে গমন করতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনই হলো শ্রমের গতিশীলতা। যেমন— একজন শ্রমিক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে ঔষধের ফ্যাক্টরিতে কাজ নিতে পারে, চট্টগ্রামের শ্রমিক ঢাকায় গিয়ে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন-৬. শ্রমের চাহিদা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট মজুরিতে উৎপাদনকারীগণ যে সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ প্রদানে সম্মত থাকে তাকে শ্রমের চাহিদা (Demand for labour) বলে।

মজুরির সঙ্গে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত। কেননা, মজুরি বাড়লে শ্রমিকের চাহিদা কমে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী কম সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে। আবার, মজুরি হ্রাস পেলে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ উৎপাদনকারী বেশিসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে।

প্রশ্ন-৭. শ্রমের দক্ষতা কীভাবে মজুরিকে প্রভাবিত করে?
[চ. বো. ১৬]

উত্তর: শ্রমিকের দক্ষতার পার্থক্যের কারণে মজুরির হারে পার্থক্য হয়ে থাকে।

যেসব শ্রমিকের কর্মদক্ষতা উচ্চমানের স্বভাবতই তাদের মজুরি অধিক হয়। পক্ষান্তরে, যেসব শ্রমিকের কর্মদক্ষতা

কম তাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়। দক্ষতার পার্থক্যের কারণে একই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এভাবেই শ্রমের দক্ষতা মজুরিকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-৮. আর্থিক মজুরি ও দামস্তর সমান হারে পরিবর্তন হলে প্রকৃত মজুরির কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে কিনা ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ১৭]*

উত্তর: আর্থিক মজুরি ও দামস্তর সমান হারে পরিবর্তন হলে প্রকৃত মজুরির কোনো পরিবর্তন হবে না।

প্রকৃত মজুরি বলতে আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিকে বোঝায়। এখন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা স্থির থেকে আর্থিক মজুরি ও দামস্তর একই হারে বাড়লে বা কমলে ক্রয়ক্ষমতা স্থির থাকে। এর ফলে প্রকৃত মজুরিও স্থির থাকে। তাই বলা যায়, আর্থিক মজুরি ও দামস্তর সমান হারে পরিবর্তিত হলে প্রকৃত মজুরির কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না।

প্রশ্ন-৯. 'প্রকৃত মজুরি অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়'— ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: প্রকৃত মজুরি অর্থ দ্বারা পরিমাপ নয়, কারণ প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি।

আর্থিক মজুরি থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দৃশ্যমানও হতে পারে, অদৃশ্যমানও হতে পারে। প্রকৃত মজুরিকে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করা হয় বলে এটি অর্থের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। কেননা প্রকৃত মজুরি হলো শ্রমিকের অর্জিত দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ। এর সাথে অর্থের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তাই বলা যায়, প্রকৃত মজুরি অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়।

প্রশ্ন-১০. দক্ষতার পার্থক্য এবং শ্রমিক সংঘ কীভাবে মজুরিকে প্রভাবিত করে?

উত্তর: দক্ষতার পার্থক্য এবং শ্রমিক সংঘ মজুরিকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা বেশি মজুরি পায়। যেসব শ্রমিকের কর্মদক্ষতা উচ্চমানের স্বভাবতই তাদের মজুরি অধিক হয়। কিন্তু অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি কম হয়। অন্যদিকে, শ্রমিক সংঘ দরকষাকষির মাধ্যমে মজুরির হার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিক সংঘ প্রশিক্ষণ দিতে পারে। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এভাবে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে শ্রমিক সংঘ মজুরির হার বৃদ্ধি করার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন-১১. প্রকৃত মজুরি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: কোনো শ্রমিক আর্থিক মজুরির মাধ্যমে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করতে পারে এবং নিয়োগকর্তার কাছে অন্যান্য যে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পায় তার সমষ্টি হলো প্রকৃত মজুরি।

কোনো শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক মজুরির পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন— বাসস্থান সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা, পরিবহন ভাতা ইত্যাদি পেয়ে থাকে। প্রকৃত মজুরির সূত্র: $W_r = \frac{W + OA}{P} + C$;

এখানে, W_r = প্রকৃত মজুরি, W = আর্থিক মজুরি, OA = অর্থের মাধ্যমে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, C = অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়।

প্রশ্ন-১২. মজুরি ও আয় একই কিনা ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৬]*

উত্তর: মজুরি ও আয় এক নয়, এরা পরস্পর আলাদা।

একজন শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যা উপার্জন করে তা হলো মজুরি। আর উৎপাদন বা ব্যবসায় দ্রব্য বা সেবা বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যায় তা হলো আয়। মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই থাকে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়; একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা কম-বেশি হতে পারে। মজুরি প্রকাশিত থাকলেও আয় থাকে অজানা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাম্প্রতিককালে বিদেশে বাংলাদেশিদের জন্যে সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার কোথায়?
ক. সৌদি আরব খ. ওমান
গ. ইউএই (UAE) ঘ. সিঙ্গাপুর

২. নিচের কোন দেশটিতে অতীতে বাংলাদেশিদের জন্য বড় শ্রমবাজার থাকলেও বর্তমানে নেই?
ক. মালয়েশিয়া খ. বাহরাইন
গ. কুয়েত ঘ. যুক্তরাজ্য

৩. মজুরির হারের সাথে কোনটির সম্পর্ক বিপরীত?
ক. শ্রমিক খ. সংগঠন
গ. মূলধন ঘ. শ্রমের চাহিদা

৪. শ্রমিকের কর্মস্থলের সুনাম, কর্মপরিবেশ, নিয়োগকর্তার ভালো আচরণ নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
ক. আর্থিক মজুরি খ. প্রকৃত মজুরি
গ. আর্থিক আয় ঘ. প্রকৃত আয়

৫. শ্রমিক খুব কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয় কেন?
ক. শ্রমের ক্ষণস্থায়িত্ব
খ. দরকষাকষির অদক্ষতা
গ. মালিকদের মানসিকতা
ঘ. আইনের অভাব

৬. LFS-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Labourer Force Survey
খ. Labour Force Survey
গ. Labour Foreign Survey
ঘ. Labour Forces System

৭. কোনটি শ্রমের দক্ষতার সূত্র?
ক. $E_L = Q/t$ খ. $E_L = Q \times t$
গ. $E_L = Q - t$ ঘ. $E_L = Q + t$

৮. কীসের ওপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভরশীল?
ক. ধর্ম খ. বর্ণ
গ. বংশমর্যাদা ঘ. জলবায়ু

৯. মোট শ্রমশক্তির কত ভাগ শিল্প খাতে নিয়োজিত?
ক. এক-তৃতীয়াংশ খ. এক-চতুর্থাংশ
গ. এক-পঞ্চমাংশ ঘ. এক-দশমাংশ

১০. মজুরি কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

১১. শ্রমের মজুরি কী দ্বারা নির্ধারিত হয়?
ক. প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা খ. প্রান্তিক উপযোগ
গ. প্রান্তিক আয় ঘ. প্রান্তিক ব্যয়

১২. শ্রমের যোগান কীরূপ?
ক. স্থিতিস্থাপক খ. অস্থিতিস্থাপক
গ. অপরিবর্তনীয় ঘ. ক্ষণস্থায়ী

১৩. প্রকৃত মজুরির সাথে সামগ্রিক চাহিদার কোন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান?
ক. সমধর্মী খ. ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
গ. বিপরীত সম্পর্ক ঘ. একমুখী সম্পর্ক

১৪. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে শ্রমের যোগান কেমন?
ক. চাহিদার চেয়ে কম খ. চাহিদার তুলনায় বেশি
গ. চাহিদার সমান ঘ. চাহিদার অর্ধেক

১৫. আয়ের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কী?
ক. শূন্য খ. ঋণাত্মক
গ. অসীম ঘ. ধনাত্মক

১৬. মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক কীরূপ?
ক. সমমুখী খ. বিপরীত
গ. পৌনঃপুনিক ঘ. গুণিতক

১৭. রাজন গত মাসে সাত দিন বেকার ছিল বলে শ্রমের সময়টুকু নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণ কী?
ক. শ্রম তৎক্ষণাত নষ্ট হয় খ. শ্রম দীর্ঘস্থায়ী বলে
গ. শ্রম বিক্রয়যোগ্য বলে ঘ. শ্রম হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৮. মি. রমজান একজন দক্ষ শ্রমিক। তাঁর দক্ষতা নির্ধারিত হবে তার—
i. কাজ করার সামর্থ্যের ওপর
ii. উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানের ওপর
iii. সামগ্রিক পরিবেশের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. বাংলাদেশের শ্রমবাজারের অদক্ষতার কারণ হলো—
i. শিক্ষার অভাব
ii. সুস্বাস্থ্যের অভাব
iii. নিম্ন জীবনযাত্রার মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. শ্রমের চাহিদার নির্ধারক —
i. শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা
ii. পণ্যটির বাজার দাম
iii. জলবায়ু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. শ্রমবাজারে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়—
i. শ্রমের চাহিদা দ্বারা ii. শ্রমের উদ্বৃত্ত দ্বারা
iii. শ্রমের যোগান দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. শামছুল হক জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও রপ্তানি ব্যুরোর অধীনে রিক্রুটিং এজেন্টের সনদ নিয়ে বিদেশে লোক প্রেরণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

২২. মি. শামছুল হকের ব্যবসা কোন ধরনের বাজারের?
ক. সেবার বাজার খ. শ্রমবাজার
গ. উপাদান বাজার ঘ. দ্রব্য বাজার

২৩. মি. শামছুল হকের ব্যবসা হলো—
i. অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার
ii. আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার
iii. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশ সফরে যান। তিনি বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কৃষক নেওয়ার জন্য দেশটির সরকারকে আহ্বান জানান। তিনি নিজ দেশের কৃষক বিদেশে পাঠিয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন।

২৪. পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশে কী সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন?
ক. শ্রমবাজার খ. শ্রমিক
গ. দক্ষ শ্রম ঘ. চাহিদা

২৫. শ্রমবাজার সৃষ্টির মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য—
i. জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করা
ii. বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন
iii. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাকির সাহেব ২০০ টাকা প্রতি ঘণ্টা পারিশ্রমিকে দিনে ৩ ঘণ্টা কাজ করেন। পারিশ্রমিক প্রতি ঘণ্টা ৩০০ টাকা হওয়ায় তিনি দিনে ৫ ঘণ্টা কাজ করেন। দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মালিক তার পারিশ্রমিক প্রতি ঘণ্টা ৫০০ টাকা নির্ধারণ করেন। জাকির সাহেব এখন প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা কাজ করেন।

২৬. প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হলে শ্রমের গতিশীলতা কী রূপ হবে?
ক. স্তরগত খ. পেশাগত
গ. শিক্ষাগত ঘ. ভৌগোলিক

২৭. উদ্দীপকে জাকির সাহেবের শ্রমের যোগান রেখা হবে—
ক. বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী
খ. বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী
গ. ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়ে বামদিকে বেঁকে যাবে
ঘ. ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়ে নিচের দিকে বেঁকে যাবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. শফিক একজন সরকারি কর্মকর্তা। তার মাসিক মূল বেতন ৩০,০০০ টাকা। এছাড়া তিনি প্রতি মাসে চিকিৎসা ভাতা ৭০০ টাকা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ৩০০ টাকা ও বাড়িবাড়া ভাতা ১৫,০০০ টাকা পেতেন। পে-স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বর্তমানে তাঁর বেতন প্রায় দ্বিগুণ। এতে তিনি খুব খুশি।

২৮. শফিক সাহেবের আর্থিক মজুরি কত টাকা?
ক. ৩০,০০০ টাকা খ. ৩১,০০০ টাকা
গ. ৪৫,০০০ টাকা ঘ. ৪৬,০০০ টাকা

২৯. শফিক সাহেবের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে, যদি—
i. দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে
ii. আর্থিক মজুরির ন্যায় দামস্তর সমহারে বাড়ে
iii. আর্থিক মজুরির চেয়ে দামস্তর কম হারে বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০. শ্রমের মালিক কে? *[রা. বো. ১৬]*
ক. ভূস্বামী খ. শ্রমিক
গ. সংগঠক ঘ. শিল্পপতি

৩১. নিচের কোনটি সঞ্চয় করা যায় না? *[সি. বো. ১৬]*
ক. মজুরি খ. খাজনা
গ. অর্থ ঘ. শ্রম

৩২. কোনটি উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ?
[কু. বো. ১৯; দি.বো. য.বো. ১৬]
ক. ভূমি খ. শ্রম
গ. মূলধন ঘ. সংগঠন

৩৩. নিচের কোনটি মজুত করা যায় না? *[য. বো. ১৯]*
ক. মজুরি খ. মুদ্রা
গ. শ্রম ঘ. মূলধন

৩৪. একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত হলে তাকে কী বলে? *[সি. বো. ১৯]*
ক. দ্রব্য বাজার খ. শ্রমবাজার
গ. অর্থ বাজার ঘ. মূলধন বাজার

৩৫. কোনটি শ্রমের চাহিদার নির্ধারক নয়? *[সি. বো. ১৬]*
ক. প্রকৃত মজুরি খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ. দামস্তর ঘ. মুনাফা

৩৬. শ্রমের চাহিদার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? /সি. বো. ১৬/
ক. শ্রমের চাহিদা পরিবার থেকে আসে
খ. শ্রমের চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী
গ. শ্রমের চাহিদার সাথে প্রকৃত মজুরির সম্পর্ক বিপরীত
ঘ. শ্রমের চাহিদাকে $(W/p)_L$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়

৩৭. প্রকৃত মজুরি নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? /ঢা. বো. ১৯/
ক. $W \times P$ খ. $W \div P$
গ. $P \div W$ ঘ. $W \times P$

৩৮. $\frac{W}{P}$ কী নির্দেশ করে? /চ. বো. ১৯/
ক. আর্থিক মজুরি খ. শ্রমের যোগান
গ. শ্রমের চাহিদা ঘ. প্রকৃত মজুরি

৩৯. শ্রমের পারিশ্রমিককে কী বলে? /চ. বো. ১৭/
ক. বেতন খ. আয়
গ. পাওনা ঘ. মজুরি

৪০. শ্রমিকের সেবার বিনিময়ে যে দাম দেওয়া হয় তাকে বলা হয়— /আলিম ১৮/
ক. বেতন খ. আয়
গ. মজুরি ঘ. ভাতা

৪১. শ্রমিকের কর্মস্থলের সুনাম, কর্মপরিবেশ, নিয়োগকর্তার ভালো আচরণ নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত? /কু. বো. ১৬/
ক. আর্থিক মজুরি খ. প্রকৃত মজুরি
গ. আর্থিক আয় ঘ. প্রকৃত আয়

৪২. প্রকৃত মজুরি সূত্র কোনটি? /ব. বো., ঢা.বো. ১৬/
ক. $\frac{w}{p}$ খ. $W + P$
গ. $W - P$ ঘ. $\frac{P}{W}$

৪৩. শ্রমের বৈশিষ্ট্য হলো— /ব. বো. ১৯/
i. এটি জীবন্ত
ii. এটি গতিশীল
iii. এটি ক্ষণস্থায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৪. শ্রমের যোগান রেখা স্বল্পকালে পশ্চাৎগামী হয়, যদি— /রা. বো. ১৯/
i. মজুরি বেড়ে যায়
ii. বিশ্রাম অপছন্দনীয় হয়
iii. বিশ্রাম পছন্দীয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৫. শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যদি— /য. বো. ১৯/
i. দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়
ii. আর্থিক মজুরি হ্রাস পায়
iii. শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৬. একই পেশায় মজুরি হারের পার্থক্যের কারণ— /দি. বো. ১৯/
i. শিক্ষাগত যোগ্যতা
ii. দক্ষতার পার্থক্য
iii. শারীরিক যোগ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৭. দ্রব্যমূল্যের সাথে প্রকৃত মজুরির সম্পর্ক— /ব. বো. ১৭/
i. সমমুখী
ii. বিপরীতমুখী
iii. সম্পর্ক নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪৮. প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে যার ওপর— /চ. বো. ১৬/
i. আর্থিক মজুরি
ii. দামস্তর
iii. কাজের সময়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৯. প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে যদি— /রা. বো. ১৬/
i. দামস্তর হ্রাস পায়
ii. আর্থিক মজুরি ও দামস্তর সমহারে বাড়ে
iii. আর্থিক মজুরির চেয়ে দামস্তর কম হারে বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫০ ও ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিপ্লব সাহেব দুইবছর ধরে দুবাই-এ কাজ করছেন। সেখান থেকে তিনি SMS এর মাধ্যমে বাংলাদেশের তাঁর পরিবারের নিকট মুহূর্তের মধ্যেই টাকা পাঠিয়ে থাকেন। /দি. বো. ১৭/

৫০. বিপ্লব সাহেবের দুবাই গমন কোন ধরনের গতিশীলতা?
ক. পেশাগত খ. স্তরগত
গ. শিল্পগত ঘ. ভৌগোলিক

৫১. বিপ্লব সাহেবের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
i. তার আয় বাংলাদেশের GDP এর অন্তর্ভুক্ত
ii. তিনি মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন
iii. তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে শ্রম প্রদান করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নিম্নে একটি শ্রমবাজার এর চাহিদা ও যোগান নিম্নরূপ:

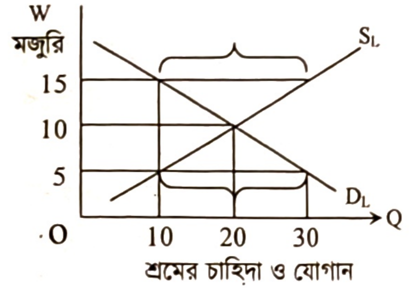

[কু. বো. ১৭]

৫২. উদ্দীপকে প্রদর্শিত শ্রমবাজারে ভারসাম্য মজুরি ও ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ হলো যথাক্রমে—

ক. (15, 10) খ. (10, 20)
গ. (5, 10) ঘ. (5, 20)

৫৩. দামস্তর স্থির রেখে শ্রমবাজারে মজুরি 10 টাকা হতে হ্রাস পেয়ে 5 টাকা হলে—

i. শ্রমের ঘাটতি দেখা দিবে
ii. শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাবে
iii. প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৪ ও ৫৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শামীম আহাম্মেদ একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। তিনি প্রতিমাসে মজুরি বাবদ ১৫,০০০ টাকা বেতন পান, ৫,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া পান ও চিকিৎসা ভাতা ১,০০০ টাকা পান। আগামী মাসে তার বেতন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [চ. বো. ১৭]

৫৪. উদ্দীপক অনুসারে শামীম আহাম্মেদের প্রতিমাসে আর্থিক মজুরি কত টাকা?

ক. ৫,০০০ খ. ১৫,০০০
গ. ২০,০০০ ঘ. ২১,০০০

৫৫. আগামী মাসে তার বেতন বৃদ্ধি প্রকৃত মজুরিকে বাড়াবে; যদি—

i. দামস্তর ও বেতন একই হারে বাড়ে
ii. দামস্তরের চেয়ে বেতন বেশি হারে বাড়ে
iii. দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২০১২ সালে মি. সাদমান ২,০০০ ডলার মূল বেতনে চাকুরিতে প্রবেশ করেন। মূল বেতনের সাথে ১,০০০ ডলার বাড়ি ভাড়া, ও ৫০০ ডলার চিকিৎসা ভাতা পান। ২০১৩ সালে তাঁর বেতন ভাতাদির কোনো পরিবর্তন না হলেও বাজারে গড় দামস্তর কমে যায়। [চ. বো. ১৬]

৫৬. মি. সাদমানের আর্থিক মজুরির পরিমাণ কত ডলার?

ক. ৩,৫০০ খ. ৩,০০০
গ. ২,৫০০ ঘ. ২,০০০

৫৭. ২০১৩ সালে মি. সাদমানের—

i. আর্থিক মজুরি কমবে
ii. প্রকৃত মজুরি বাড়বে
iii. জীবন যাত্রার মান বাড়বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. 'ক' এর মাসিক মূল বেতন ৫৬,০০০ টাকা। এছাড়া তিনি প্রতিমাসে বাড়ি ভাড়া ২৮,০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১,৫০০ টাকা এবং শিক্ষা ভাতা ১,০০০ টাকা পান। ঐ সময়ের দামস্তর ১০০ টাকা। [কু. বো. ১৭]

৫৮. মি. 'ক' এর প্রকৃত মজুরি কত?

ক. ৫৬০ টাকা খ. ৫৮৫ টাকা
গ. ৮৪০ টাকা ঘ. ৮৬৫ টাকা

৫৯. মি. 'ক' এর প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে, যদি—

i. দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে
ii. দামস্তর ও আর্থিক মজুরি সমহারে বাড়ে
iii. আর্থিক মজুরির চেয়ে দামস্তর কম হারে বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	ক	১২	খ
১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক
২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ	৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	গ
৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	ঘ	৪০	গ	৪১	খ	৪২	ক	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	ঘ	৪৭	খ	৪৮	ঘ
৪৯	গ	৫০	ঘ	৫১	গ	৫২	খ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	গ	৫৮	ঘ	৫৯	খ		

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শ্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করো।
২. কী কী বিষয়ের ওপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে? ব্যাখ্যা করো।
৩. শ্রমের গতিশীলতার শ্রেণিবিভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৪. বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা কম হওয়ার জন্য দায়ী কারণগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৫. প্রকৃত মজুরি হারের সাথে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো।
৬. শ্রমের পশ্চাৎমুখী যোগান রেখাটি অঙ্কন করে দেখাও।
৭. আর্থিক মজুরির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।
৮. প্রকৃত মজুরির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।
৯. বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্য হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
১০. মজুরির সাথে আয়ের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব 'M' একজন কৃষক। পূর্বে তিনি তার দুই ছেলেকে নিয়ে ধান চাষ করতেন। সম্প্রতি ধান চাষে মুনাফা কমে যাওয়ায় তার এক ছেলে মালয়েশিয়া গমন করে, অন্য ছেলে স্থানীয় একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যোগদান করে। শ্রমবাজার উন্নয়নে জনাব 'M'-এর দেশের সরকার ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন এবং নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[সি. বো. ২০১৯]*

ক. শ্রমের দক্ষতা কী? ১
খ. মজুরি বৃদ্ধিতে কি সর্বদা শ্রমের যোগান বাড়ে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব 'M'-এর ছেলেদের শ্রমের গতিশীলতার ধরন চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো শ্রমবাজার উন্নয়নে কতটুকু সফল হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২. আফিয়া মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত। বর্তমানে তার মাসিক বেতন ৮০,০০০ টাকা। তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ ৪০,০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬,০০০ টাকা ও ইউটিলিটি বিল ৬,০০০ টাকা পান। তিনি অফিসের গাড়িতে যাতায়াত করেন। ওই সময়ে তার দেশের দামস্তর ২০ টাকা। আগামী বছর আফিয়ার কোম্পানি আফিয়ার কাজের গুণগত মান বিবেচনা করে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. ২০১৯]*

ক. অর্থনীতিতে শ্রম বলতে কী বোঝায়? ১
খ. শ্রমের যোগানরেখা কখন বামদিকে পশ্চাৎগামী হয়? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে বর্তমানে জনাব আফিয়ার প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. আফিয়ার কোম্পানির গৃহীত পদক্ষেপের ফলে তার শ্রমের দক্ষতা কীভাবে প্রভাবিত হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত লেখো। ৪

৩. সাভারের মালেক একজন শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে। এ জন্যে খুব ভোর থেকে সে সাভার বাসস্ট্যান্ডের উত্তরপাশে এসে দাঁড়ায়। সেখানে তার মতো আরও অনেকে কাজ পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে। যারা বাড়িতে কাজ করানোর জন্যে শ্রমিক ভাড়া করে তারা মজুরি নিয়ে দরকষাকষি করলে মালেক তেমন কিছু বলতে পারে না। ফলে অনেক সময় কম মজুরিতেও তাকে কাজ করতে হয়।

ক. শ্রমের যোগান কী? ১
খ. শ্রমের চাহিদা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. মালেকের উপার্জিত মজুরিকে প্রকৃত মজুরির সাথে তুলনা করো। ৩
ঘ. মালেক যে বাজারে মজুরি নিয়ে দরকষাকষি করে সে বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. সখিনা জি. কে গার্মেন্টসের একজন সেলাই মেশিন অপারেটর। সেলাইয়ের কাজ সে নিখুঁতভাবে করতে পারে। এখানে সে মাসিক ৫,০০০ টাকা বেতন পাচ্ছিল। কিন্তু মিজান গার্মেন্টস তাকে ৯,০০০ টাকা মাসিক বেতনের অফার দিলে সে মিজান গার্মেন্টসে যোগদান করে। স্মরণযোগ্য যে, আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের তুলনায় শ্রমের যোগান অনেক বেশি। এদেশে তাই সখিনার মতো আরও অনেক শ্রমিক রয়েছে।

ক. শ্রমবাজার কাকে বলে? ১
খ. শ্রমের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. সখিনার জি. কে গার্মেন্টস থেকে মিজান গার্মেন্টসে যোগদানের সম্ভাব্য কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো? ৩
ঘ. 'দক্ষতার ওপর শ্রমের যোগান নির্ভর করে' — উক্তিটি উদ্দীপক ও তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

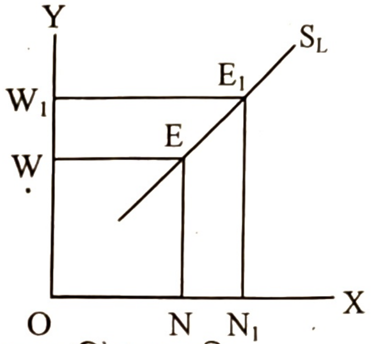

ক. শ্রমিকের চাহিদা দাম কী? ১
খ. প্রকৃত মজুরির ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে চিত্রটি দ্বারা যে বিষয়টি নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'B' শ্রমের S_L রেখাটির মাধ্যমে মজুরি (W) ও শ্রমের যোগানের (S_L) মধ্যকার যে সম্পর্ক প্রকাশ পায় তা সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সুইটি ওয়্যারস লি. নামের একটি ফার্মে প্রতিদিন ২০০ টাকা মজুরিতে ২০০ জন শ্রমিক কাজ করে। ফার্মের মালিক উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করলে ৪০০ জন শ্রমিক কাজ করতে রাজি হয়। মজুরি আরও বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হলে ৬০০ জন শ্রমিক কাজ করতে রাজি হয়। অন্যদিকে, চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় ধান কাটার মৌসুমের প্রথম দিকে মজুরি বাড়ানো হলে অধিকসংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায়। কিন্তু মজুরির পরিমাণ বাড়তে থাকলেও একসময় শ্রমিকের যোগান কমে আসে। ফলে ধানচাষিরা খুবই বিপাকে পড়েন।

ক. ভূমিবাদীদের মতে শ্রম কী? ১
খ. শ্রম ও শ্রমিক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সুইটি ওয়্যারস লি. এর শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. মতলব থানার কৃষি শ্রমিকদের শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি কীরূপ হবে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. 'আজাদ ফেব্রিকস' ঢাকার একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা। আফসার এবং তার স্ত্রী এই কারখানায় চাকরি করে। প্রথমে তারা কাজে খুব একটা দক্ষ ছিল না, ফলে মজুরি কম পেত। পরবর্তীতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারের শ্রমনীতির কারণে তাদের মজুরি বাড়তে থাকে। এই দম্পতির মজুরি হার ও শ্রমের যোগান সূচি নিম্নরূপ:

মজুরি (প্রতি ঘণ্টায়)	শ্রমের যোগান (ঘণ্টা)
২৫	১৬
৪০	২০
৬০	২৪
৭৫	২০
১০০	১৮

[ঢা. বো. ২০১৯]

ক. শ্রম কী? ১
খ. শ্রমের গতিশীলতা বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে আফসার দম্পতির শ্রমের যোগান রেখাটি আঁক। ৩
ঘ. অন্যান্য পণ্যের যোগান রেখার সাথে শ্রমের প্রাপ্ত যোগান রেখার এই ভিন্নতার বিষয়টি তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৮. একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের একজন শ্রমিক ঘণ্টাপ্রতি ৪০ টাকা মজুরিতে ৬ ঘণ্টা, ৮০ টাকা মজুরিতে ৮ ঘণ্টা কাজ করেন। কিন্তু ঘণ্টাপ্রতি মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ টাকা হওয়ায় তিনি ৬ ঘণ্টা কাজ করেন। [দি. বো. ২০১৯]

ক. আর্থিক মজুরি কাকে বলে? ১
খ. আর্থিক মজুরি ও দামস্তর সমান হারে পরিবর্তন হলে প্রকৃত মজুরির কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে কিনা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিকের যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত শ্রমিকের যোগান রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৯. 'সুবর্ণা' ফার্মে প্রতিদিন ৩০০ টাকা মজুরিতে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিকের অতিরিক্ত প্রয়োজন হলে ৪০০ টাকা মজুরিতে ২০০ জন এবং ৫০০ টাকা মজুরিতে ৩০০ জন শ্রমিক কাজ করে। অপরপক্ষে, 'আশা' ফার্মের শ্রমিক রাহিব দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরিতে ৭ ঘণ্টা, ৪০০ টাকা মজুরিতে ৯ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকা করা হলে সে ৮ ঘণ্টা কাজ করতে সক্ষম হয়। [য. বো. ২০১৯]

ক. কোন মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়? ১
খ. 'প্রকৃত মজুরি অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়'— কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'সুবর্ণা' ফার্মের যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আশা' ফার্মের রাহিবের যোগান রেখা অঙ্কন করে আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

১০. একটি ফার্মের শ্রমিকের মজুরি ও যোগান সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

মজুরি (টাকা)	শ্রমের যোগান
২০০	৫ জন
৪০০	৮ জন
৬০০	১০ জন
৮০০	৭ জন

[ব. বো. ২০১৯]

ক. মজুরি কী? ১
খ. শ্রম ও শ্রমিককে অবিচ্ছেদ্য বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত উপাত্ত কি বাস্তবসম্মত বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. রবিন একজন সেলাই মেশিন শ্রমিক। সে নিখুঁতভাবে সেলাই কাজ করতে পারে। তার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা। ঐ বেতনে তার সংসার চলে না। সে বেশি বেতনের চাকরি খুঁজতে থাকে। ভাগ্যক্রমে সে ৭০০০ টাকা বেতনে একই ধরনের চাকরি পায়। রবিন ভাবে বাংলাদেশে লোকসংখ্যা বেশি, কিন্তু চাকরির সুবিধা কম, তাই বেতন কম।

ক. অর্থনীতিতে শ্রম বলতে কী বোঝায়? ১
খ. শ্রমকে জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. রবিনের বেতনের সম্ভাব্য পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রবিনের ভাবনার আলোকে শ্রমবাজারে মজুরির নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

১২.

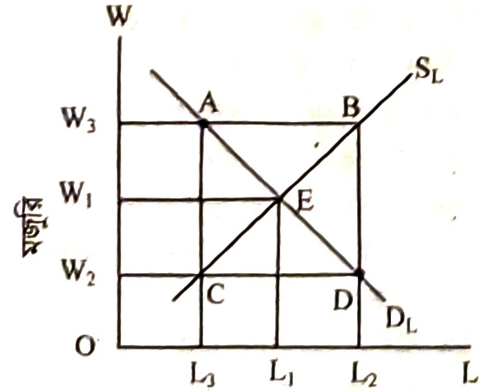

শ্রমের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

ক. কর্মভিত্তিক মজুরি কী? ১
খ. শ্রমিক সংঘের ধারণাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র হতে D_L ও S_L রেখার আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর:

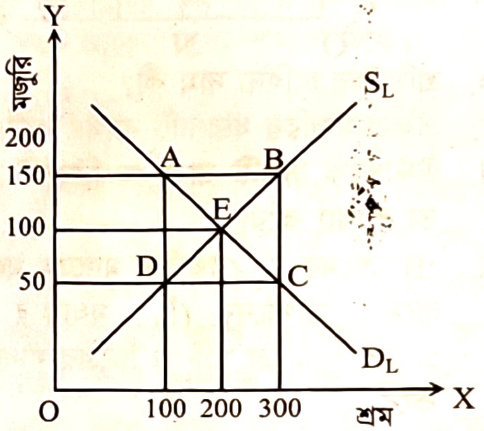

[চ. বো. ২০১৯]

ক. শ্রমের দক্ষতা কী? ১
খ. 'আর্থিক মজুরি নয়, প্রকৃত মজুরির মাধ্যমে শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শ্রমবাজারে কীভাবে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 50 ও 150 টাকা মজুরিতে শ্রমবাজারে কীরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. সারণি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

মজুরি	শ্রমের চাহিদা	শ্রমের যোগান
১০	১৫	৫
২০	১০	১০
৩০	৫	১৫

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. প্রকৃত মজুরি কী? ১
খ. একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সারণি থেকে শ্রম বাজারে ভারসাম্য মজুরি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩
ঘ. শ্রমের চাহিদা প্রতি ক্ষেত্রে ১০ একক বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের কী পরিবর্তন হবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. জনাব নিশাত আহমেদ থ্রি স্টার রেস্তোরাঁয় চাকরি করেন। তিনি মাসিক ১০,০০০ টাকা বেতন পান। এছাড়াও তিনি অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে তিন বেলা খাবার ও আবাসন সুযোগসহ সপ্তাহে একবার সিনেমা দেখার টিকেট পান।

ক. আয় কী? ১

খ. শ্রমের যোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয় কেন? ২

গ. জনাব নিশাত আহমেদ যে মজুরি পান সেটিই কি প্রকৃত মজুরি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব নিশাত আহমেদের জীবনমানের অবস্থা আর্থিক মজুরির আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. রফিক সাহেব সরকারি চাকরি করেন। তার ভাই একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। উভয়ের বেতন যথাক্রমে ৪০ হাজার ও ৬০ হাজার। কিন্তু রফিক সাহেব বেতন ছাড়াও বাসস্থান, পরিবহণ প্রভৃতি সুবিধা ভোগ করেন এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করেন। অন্যদিকে, রফিক সাহেবের ভাই অন্য কোনো সুবিধা পান না। *[য. বো. ২০১৭]*

ক. মজুরি কাকে বলে? ১

খ. শ্রমের যোগান কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে রফিক সাহেব ও তার ভাইয়ের মজুরির মধ্যে পার্থক্য লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কার প্রকৃত মজুরি বেশি এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭.

দৈনিক মজুরি (টাকা)	শ্রমের যোগান
৫০০	১০
১০০০	৩০
১৫০০	২০

[ঢা. বো. ২০১৭]

ক. প্রকৃত মজুরি কী? ১

খ. খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি বেশি হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. কারণসহ শ্রমের যোগান রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

১৮. মি. 'X' মাসিক ৫০,০০০ টাকা মজুরিতে একটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন। কোম্পানি থেকে তাকে আর কোনো সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় না। অপরদিকে তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'Y' মাসিক ৩৫,০০০ টাকা মজুরিতে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি শুরু করেন। বেতনের বাইরে তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ ১০,০০০ টাকা, চিকিৎসা বাবদ ৫,০০০ টাকা, যাতায়াত খরচ বাবদ ৩,০০০ টাকা এবং মোবাইল খরচ বাবদ ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত সুবিধা পান। উক্ত সময়ে দেশে দামস্তর ছিল ১০০ টাকা। *[কু. বো. ২০১৭]*

ক. শ্রমের দক্ষতা কাকে বলে? ১

খ. শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হয় কখন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. 'Y'-এর প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. মি. 'X' ও মি. 'Y'-এর প্রাপ্ত মজুরির মধ্যে কোন মজুরি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে তোমার নিকট অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯. মি. আরমান এবং মি. জামান দুই বন্ধু। তারা পাশাপাশি দুটি কোম্পানিতে একই বেতনে (৪০,০০০ টাকা) চাকরি করেন। মি. আরমান আর কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না। মি. জামান বেতন ছাড়াও বাড়ি ভাড়া ১২,০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১,৫০০ টাকা এবং ভ্রমণ ভাতা ২,০০০ টাকা পান। এতে ঝামেলামুক্ত জীবনযাপন করেন। *[আলিম ২০১৭]*

ক. শ্রম কী? ১

খ. একই পেশায় মজুরি ভিন্ন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. জামান এর আর্থিক মজুরি ও প্রকৃতি মজুরি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আরমান ও মি. জামানের জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২০. মি. 'গ' একটি সিমেন্ট কারখানায় কাজ করে। সে ঘণ্টায় ৬০ টাকা মজুরিতে দৈনিক ৮ ঘণ্টার কাজ করে। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টায় ৭০ টাকা হওয়ায় সে কারখানায় শ্রম ২ ঘণ্টা আরও বাড়িয়ে দেয়। উক্ত টাকা দিয়ে সে ভালোভাবেই তার সংসার পরিচালনা করে আসছে। কিছুদিন পরে মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ টাকা হওয়ায় সে কারখানায় শ্রম ৩ ঘণ্টা কমিয়ে দেয়। সপ্তাহ অন্তে সে পরিবার নিয়ে স্বজনদের বাড়িতে, পার্কে বেড়াতে যায়। *[রা. বো. ২০১৭]*

ক. শ্রমবাজার কী? ১

খ. 'শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কাজ ও বিনোদন সম্পর্কে মি. 'গ' এর মনোভাব ব্যাখ্যা করে যোগান রেখার আকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করো। ৪

২১. জনাব হাসান সাহেব একজন শিল্প শ্রমিক। তার সহকর্মীরা অনেকেই কষ্ট করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমেছে। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মজুরি বাড়েনি। একারণে শ্রমিকরা তাদের কর্মঘণ্টা হ্রাস করেছেন।

ক. শ্রমের দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। ১

খ. "শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছেদ্য" ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান ও প্রকৃত মজুরির সম্পর্ক রেখা চিত্রে দেখাও। ৩

ঘ. প্রকৃত মজুরি কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল? বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. মামুন কুমিল্লায় একটি দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করে সামান্য অর্থ উপার্জন করে। এতে তার জন্য সংসার চালানো কষ্টকর। তার কয়েকজন বন্ধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে গিয়ে ভালো বেতনে চাকরি করে আর্থিকভাবে সচ্ছল। এজন্য মামুনও বিদেশে কাজ করতে যেতে আগ্রহী। কিন্তু সে কোনো কাজেই দক্ষ নয়। তার মতো অদক্ষ শ্রমিকরা বিদেশে গেলেও কাঙ্ক্ষিত পারিশ্রমিক পায় না। তাই সে বিদেশে যাওয়ার জন্য যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে। *[আলিম ২০১৭]*

ক. শ্রমের চাহিদা বলতে কী বোঝো? ১

খ. দামস্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায় কেন? ২

গ. মামুন বিদেশে যাবার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন— তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে হলে দক্ষ শ্রমিকের বিকল্প নেই— উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৩. রাজধানীর বসুন্ধরায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি হলে একটি চা মেলার আয়োজন করা হয়। এ চা মেলায় দেখা মিলেছে ২১ ধরনের চায়ের। ফলে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের চায়ের খোঁজে ভিড় জমাচ্ছেন দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীরা। মেলায় আসা এক দর্শনার্থী বলেন, বাংলাদেশের চা কেমন তা দেখার জন্য তিন-চারটা কোম্পানির চা কিনেছি। আরেক দর্শনার্থী বলেন, এবারের মেলায় পুরোনো ব্র্যান্ডের পাশাপাশি নতুন নতুন ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছে। অংশ নিয়েছে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও। *◀৩ ও ৫ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. শ্রমের অভ্যন্তরীণ গতিশীলীতা কী? ১

খ. উৎপাদনকারী কেন উৎপাদনের দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদন করে? ২

গ. উদ্দীপকে আয়োজিত মেলার পণ্যটি কোন বাজারের? এ বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের চা প্রক্রিয়াজাতকরণের যন্ত্রপাতি হচ্ছে উৎপাদনের তৃতীয় উপকরণ'— বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৬

মূলধন

Capital

বম-বাওয়ার্ক (১৮৫১-১৯১৪)

প্রধান প্রধান শব্দ

- মূলধন
- সঞ্চয়
- স্থায়ী মূলধন
- চলতি মূলধন
- ব্যক্তিগত মূলধন
- জাতীয় মূলধন
- নিমজ্জিত মূলধন
- বিনিয়োগ
- ভোগ্য মূলধন
- মূলধনের যোগান
- মূলধনের গতিশীলতা

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত মূলধনের ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ বাড়ে এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। উৎপাদনের চারটি উপকরণের মধ্যে মূলধন হলো মানবসৃষ্ট উপকরণ। মানুষ এ উপকরণটি ভোগ না করে পুনরায় নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। এ অধ্যায়ে মূলধনের ধারণা ও প্রকারভেদ, মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান, মূলধনের যোগান, মূলধন গঠনের উপায় এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- মূলধনের ধারণা
- মূলধনের প্রকারভেদ
- মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
- মূলধনের যোগান ধারণা
- মূলধন গঠনের উপায়সমূহ
- সঞ্চয়ের অভ্যাস গঠনে অনুপ্রাণিত হওয়া

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১, ২ ও ৩	মূলধনের ধারণা, মূলধনের বৈশিষ্ট্য ও মূলধনের কার্যাবলি
পাঠ ৪ ও ৫	মূলধনের প্রকারভেদ; সম্পদ, মূলধন, অর্থ ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য এবং অর্থ কি মূলধন?
পাঠ ৬ ও ৭	অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব; মূলধনের গতিশীলতা; মূলধনের গতিশীলতার প্রকারভেদ; মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান; মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব
পাঠ ৮-১০	মূলধনের যোগান; মূলধনের যোগানের উৎস; মূলধন গঠন; মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া; মূলধন গঠনের হার; মূলধন গঠনের সমস্যা

পাঠ ১ মূলধনের ধারণা

৬.১ মূলধনের ধারণা (Concept of Capital)

আহাদ সাহেব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তাই তিনি তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে 'রাফস' নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা অর্গানিক জিনিসপত্র গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র মোহাম্মদপুরের স্থানীয় ক্রেতাসাধারণের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চুক্তি মোতাবেক আহাদ সাহেব ব্যবসায়ের প্রারম্ভে ৫০,০০০ টাকা নগদ অর্থ, তার বন্ধুদের কেউবা প্রয়োজনীয় আসবাব, কেউবা অফিস হিসেবে নিজের বাড়ির কয়েকটি রুম, কেউবা দিয়েছেন মালামাল আনা-নেয়ার জন্য ভ্যানগাড়ি। ব্যবসায় পরিচালনায় আহাদ সাহেবের নগদ টাকা এবং তার বন্ধুদের আসবাব, অফিস রুম, ভ্যানগাড়ি ইত্যাদি ব্যবসায়ের পুঁজি বা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ নগদ টাকা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তাদের ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে একে মূলধন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত এক কোটি টাকা মূল্যের একটি বাড়িতে আহাদ সাহেব বসবাস করলেও তা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত না হওয়ায়, সেটি মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে না। এক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ভ্যানগাড়ি, আসবাব, অফিস রুম ইত্যাদি উৎপাদিত উপাদান। অন্যদিকে, নগদ অর্থ হলো সঞ্চয়ের অংশ যা ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে ভবিষ্যৎ উৎপাদনে সহায়তা করে। সুতরাং উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদন কাজে সহায়তা করে এরূপ উপাদান, যা প্রকৃতির দান নয়, তাকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা হয়।

মূলধন উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। সাধারণ অর্থে, মূলধন বলতে আমরা অর্থকে বুঝে থাকি। কিন্তু **অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের মাধ্যমে তৈরি সে সব দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায় যা বর্তমানে ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে ভবিষ্যৎ উৎপাদনে সহায়তা করে।** যেমন– ভ্যানগাড়ি, আসবাব, অফিস রুম ইত্যাদি। তাই বলা যায়, উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদন কাজে সহায়তা করে এ ধরনের উপাদান যা প্রকৃতির দান নয়, তাকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা হয়। মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়। অর্থাৎ মূলধন ছাড়া উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মূলধন বলতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে বোঝায়। **কিন্তু মানুষের উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।**

মূলধনের শর্ত কী কী?

১. মূলধনের প্রয়োজনীয় শর্ত: উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে অধিকতর উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে।
২. মূলধনের পর্যাপ্ত শর্ত: অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়ে নতুন আয় প্রবাহ সৃষ্টি করবে।

- অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ বম-বাওয়ার্ক (১৮৫১-১৯১৪) বলেন, "মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।"[১]
- ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)-এর মতে, "মূলধন হলো ভবিষ্যৎ সম্পদ উৎপাদনের জন্য অতীত শ্রমের সংগৃহীত উৎপন্ন।"[২]
- সুইডেনের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোহান গুস্তাভ উইকসেলের (১৮৫১-১৯২৬) মতে, "সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত ফলই মূলধন।"[৩]
- ইংরেজ অর্থনীতিবিদ স্যার সিডনি জন চ্যাপম্যানের (১৮৭১-১৯৫১) মতে "যে সমস্ত সম্পদ কোনো আয় সৃষ্টি করে অথবা আয় উপার্জনে সহায়তা করে তাকে মূলধন বলে।"[৪]

মূলধনের যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয় তা নিরসনের জন্য ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলেকজান্ডার কেয়ার্নক্রস (Cairncross) মূলধনের তিনটি রূপ উল্লেখ করেন– ১. বস্তুগত মূলধন, যেমন– উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি; ২. অর্থকরী মূলধন, যেমন– ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োজিত অর্থ; ৩. ঋণ মূলধন যেমন– শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য, ভোগ্যদ্রব্য ও উৎপাদক দ্রব্যের মধ্যে কোনোরূপ গুণগত পার্থক্য নেই। একটি দালানকে বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহার করা হলে তা ভোগ্যপণ্য, কিন্তু সেখানে যদি কোনো কারখানা স্থাপন করা হয়, তবে সেটি মূলধন হিসেবে গণ্য হবে।

---

[১] "Capital is the produced means of production."– Bohm- Bawerk.
[২] "Capital is the accumulated product of past labours destined for the production of future wealth."– John Stuart Mill.
[৩] "Capital is single coherent mass of saved-up labour and saved-up land which is accumulated in course of years."– Johan Gustaf Wicksell.
[৪] "Capital is a wealth, which yields an income or aids in the production of an income, or is in tended to do so." – Sydney John Chapman.

মূলধনকে প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়।

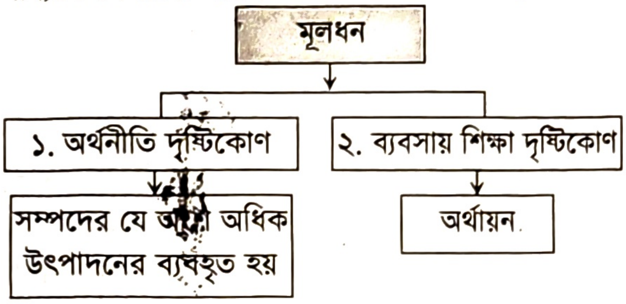

চিত্র: অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষার দৃষ্টিকোণে মূলধন

উক্ত আলোচনা এবং অর্থনীতিবিদদের মতামত থেকে মূলধন সম্পর্কে যে ধারণাসমূহ পাওয়া যায় তা হলো—

- মূলধন পুনরুৎপাদনে ব্যবহৃত মানবসৃষ্ট উপাদান;
- মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান;
- উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় কিন্তু যা প্রকৃতির দান, তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয় না (জমি, খনি, বন, সমুদ্র প্রভৃতি মূলধন নয়);
- উৎপাদিত দ্রব্য যা বর্তমানে ভোগে ব্যবহৃত হয় তা মূলধন নয় (নিজের বা পরিবারের জন্য কাপড়, খাদ্য, বসতবাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি মূলধন নয়)।

বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যেসব দ্রব্য মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে আবার অধিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। এ অর্থে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কলকারখানা, গুদামঘর প্রভৃতি হলো মূলধন। আধুনিককালে অর্থ অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে। মূলধন বলতে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ঐ অংশ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা অধিক উৎপাদনের জন্য উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। এজন্য সরাসরি উৎপাদনে নিয়োজিত অর্থসহ শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও বিভিন্ন ঋণপত্রে নিয়োজিত অর্থও মূলধন হিসেবে গণ্য হয়।

মূলধন এক প্রকার সম্পদ, যা অধিক উপার্জনে বা আয় সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, অনেক সম্পদ আছে যা মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় কিন্তু আয় উপার্জন করে না কিংবা অধিক আয় সৃষ্টি করে না। যে সম্পদ শুধু ভোক্তার জন্য ব্যবহার হয়, তা মূলধন নয়। আবার ব্যবহারভেদে কোনো জিনিসও মূলধন হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে গৃহে ব্যবহারের জন্য টেবিল এবং চেয়ার শুধুই সম্পদ। কিন্তু একজন ব্যবসায়ী যদি তার ব্যবসায়ের কাজে অফিসে ব্যবহারের জন্য চেয়ার, টেবিল ক্রয় করেন, তখন তা একই সাথে মূলধন এবং সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল হলো মূলধন। তাই সকল মূলধন সম্পদ কিন্তু সকল সম্পদ মূলধন নয়।

সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় তা যদি পুনরুৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং আয় সৃষ্টিতে সহায়তা করে, তবে তাকে মূলধন বলে। এ প্রসঙ্গে Marshall মূলধনকে আয়ের উৎস বলে অভিহিত করে বলেছেন "Capital is a fund and income is it's flow" অর্থাৎ, মূলধন হলো একটি তহবিল এবং আয় হলো তার একটি প্রবাহমান ধারা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের আয় দ্বারা সৃষ্ট উপাদানের নাম কী? /য. বো. ২০১৯/
২. মূলধন হলো 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— বক্তব্যটি কোন অর্থনীতিবিদের? /কু. বো. ২০১৯/
৩. মূলধন উৎপাদনের কততম উপাদান?
৪. মূলধন কী?
৫. উৎপাদনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে কী বলে?
৬. কোন অর্থনীতিবিদ মূলধনের তিনটি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন?

উত্তরের জন্য ২৮১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. বাড়ির কাজ

রহমান সাহেব বিদেশ থেকে এসে সর্বমোট ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জুস কারখানা চালু করলেন। প্রথম বছরে আয় ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং অবচয় ব্যয় ৯৫ হাজার টাকা হলো। সরকার দেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের জন্য ঋণ সুবিধা, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক তুলে দেয়ায় এবং আরও নানারূপ সুবিধা দেয়ায় রহমান সাহেব জুস কারখানা বন্ধ করে কিছু ঋণ নিয়ে "প্রিয় বাংলা" পোশাক কারখানা চালু করলেন। এতে তার বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ লক্ষ টাকা এবং অবচয় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা হলো।

১. উদ্দীপক হতে প্রথম বছরে নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
২. উদ্দীপকে মূলধনের গতিশীলতার ওপর কী কী প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান পেয়েছ— তা বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ২ ও ৩ মূলধনের বৈশিষ্ট্য ও মূলধনের কার্যাবলি

৬.২ মূলধনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Capital)

মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। মূলধনের কতগুলো লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মূলধনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. **উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান:** উৎপাদনে জমি ও শ্রমিক মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। মূলধন উৎপাদনের নিরেট মৌলিক উপাদান নয়। তবে মূলধন উৎপাদনক্ষেত্র থেকেই সৃষ্টি হয়। উৎপাদিত দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার হলে তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়। কাজেই প্রকৃতির প্রাথমিক দান হিসেবে মূলধন গণ্য হয় না।

২. **মূলধন সঞ্চয়ের ফল:** মানুষ আয়ের একটি অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হলে তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়। মূলধন সৃষ্টি হতে হলে মানুষকে তার আয়ের একটি অংশকে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে সঞ্চয় করতে হয়। সুতরাং সঞ্চয় দ্বারা মূলধন সৃষ্টি হয়।

৩. **অস্থায়ী উপাদান:** মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়। উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বাড়িঘর সবই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, মূলধনকে অস্থায়ী উপাদান বলা যায়।

৪. **উৎপাদন ব্যয়:** অনেক সময় ভূমির যোগান দাম ধরা হয় না। তাই ভূমির কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই মনে করা হয়। কিন্তু মূলধন মানুষের দ্বারা উৎপাদিত এবং পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই মূলধনের উৎপাদন খরচ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। মূলধন প্রকৃতির দান নয়। মূলধন পাওয়ার জন্য কিছু না কিছু ব্যয় করতে হয়।

৫. **গতিশীল:** উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা মূলধন তুলনামূলকভাবে গতিশীল। কারণ মূলধন বিভিন্ন খাতে ব্যবহারযোগ্য এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থানান্তরযোগ্য।

৬. **বিভিন্ন বস্তুর জটিল সমষ্টি:** মূলধনকে সমজাতীয় দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা যায় না। বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া থেকে মূলধন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন উৎপাদিত বস্তু একত্র করে যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। কাজেই বিভিন্ন বস্তুর জটিল সমষ্টিকরণের মাধ্যমে মূলধন পাওয়া যায়।

৭. **ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস:** মূলধন ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে তা ভবিষ্যতে অধিক আয়ের পথ সৃষ্টি করে।

৮. **নিষ্ক্রিয় উপাদান:** মূলধন নিজে কোনো কিছু উৎপাদন করতে পারে না। যেমন— যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা কিছু উৎপাদন করে না, যদি এর সাথে শ্রমিক যুক্ত হয় তখনই উৎপাদন সম্ভব হয়। তাই মূলধন হলো নিষ্ক্রিয় উপাদান।

৯. **অতীত শ্রমের ফল:** মূলধন হলো অতীত শ্রমের ফল। এটি প্রকৃতি প্রদত্ত ভূমির মতো কোনো উপকরণ নয়। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি যা মূলধন হিসেবে বিবেচিত তা অতীত শ্রম দ্বারা সৃষ্ট।

১০. **সমজাতীয় নয়:** মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সকল মূলধন সমজাতীয় নয়। বাস্তবে মূলধন হলো স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর একটি জটিল সমষ্টি। তাই বিভিন্ন মূলধনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের উৎপাদনশীলতাও এক রকম নয়।

৬.৩ মূলধনের কার্যাবলি (Functions of Capital)

আধুনিক যুগে উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে যার ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। একসময় মূলধনকে 'প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি' (Engine of Growth) বলা হতো। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের পার্থক্যের মূলে রয়েছে মূলধনের প্রাপ্যতার পার্থক্য। যে দেশ মূলধনে যত বেশি উন্নত সে দেশ উৎপাদনে তত বেশি উন্নত। উৎপাদন পদ্ধতি জটিল এবং বৃহদায়তন হওয়ায় মূলধনের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে:

১. **প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খনিজ, বনজ, জলজ সম্পদসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার একমাত্র মূলধনের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব। এ সব সম্পদ আহরণ, উত্তোলন ও ব্যবহার করতে মূলধন একান্ত প্রয়োজন।

২. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গঠন:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গঠন করা প্রয়োজন। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শক্তি, সেচ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংক প্রভৃতি মৌলিক শিল্প কারখানা গঠন করতে মূলধনের একান্ত প্রয়োজন।

৩. **শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি:** উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নতমানের মূলধন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের ফলে আমেরিকা, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশের শ্রমিকেরা দক্ষতা অর্জন করেছে।

৪. **বেকার সমস্যা দূরীকরণ:** অধিক হারে মূলধন গঠিত হলে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা, রাস্তাঘাট, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় ও বেকারত্ব হ্রাস পায়।

৫. **কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণ:** কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে উন্নত যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন কৌশল আধুনিক হয়।

৬. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নত ও অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহৃত হলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনও বাড়ে।

৭. **উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে:** উৎপাদনক্ষেত্রে অধিক মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এজন্য উৎপাদনের গড় ব্যয় কমে যায়। জনসাধারণ কম দামে পণ্য ক্রয় করতে পারে এবং মোট সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

৮. **শ্রমবিভাগ প্রবর্তন:** অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহৃত হলে উৎপাদন পদ্ধতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। ফলে বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণির ওপর ন্যস্ত করা যায়।

৯. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** অধিক মূলধন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে মজুরি বাড়ে এবং শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

১০. **আবিষ্কারের সূচনা করে:** শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে শ্রমিকদের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়। একই যন্ত্র নিয়ে বার বার কাজ করার ফলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও কৌশল আবিষ্কার করতে পারে।

১১. **শিল্পোন্নয়ন:** শিল্পোন্নয়ন মূলত মূলধনের ওপর নির্ভরশীল। কেননা মূলধনের যোগান বাড়লে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে।

১২. **উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা:** উৎপাদনক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মূলধন ব্যবহৃত হলে উৎপাদন অবিরাম গতিতে চলতে থাকে ফলে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

আধুনিক ও উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসারের জন্য মূলধন ব্যবহার অপরিহার্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের স্বল্পতার জন্যই উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙে উন্নয়ন ঘটাতে মূলধনই একমাত্র হাতিয়ার। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মূলধন উৎপাদনের কী ধরনের উপাদান?
২. উৎপাদনের কোন উপকরণকে অতীত শ্রমের ফল বলা হয়?
৩. কোনটি বেশি হলে দেশে মূলধন গঠনের পরিমাণও বেশি হয়?
৪. মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণের নাম কী?
৫. 'মূলধনকে কীসের চালিকাশক্তি' (Engine of Growth) বলা হয়?
৬. উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের পার্থক্যের মূলে রয়েছে কোনটি?

উত্তরের জন্য ২৮১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মূলধনের পাঁচটি গুরুত্ব লেখো।

পাঠ ৪ ও ৫ মূলধনের প্রকারভেদ; সম্পদ, মূলধন, অর্থ ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য এবং অর্থ কি মূলধন?

৬.৪ মূলধনের প্রকারভেদ (Classification of Capital)

মূলধন অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন:

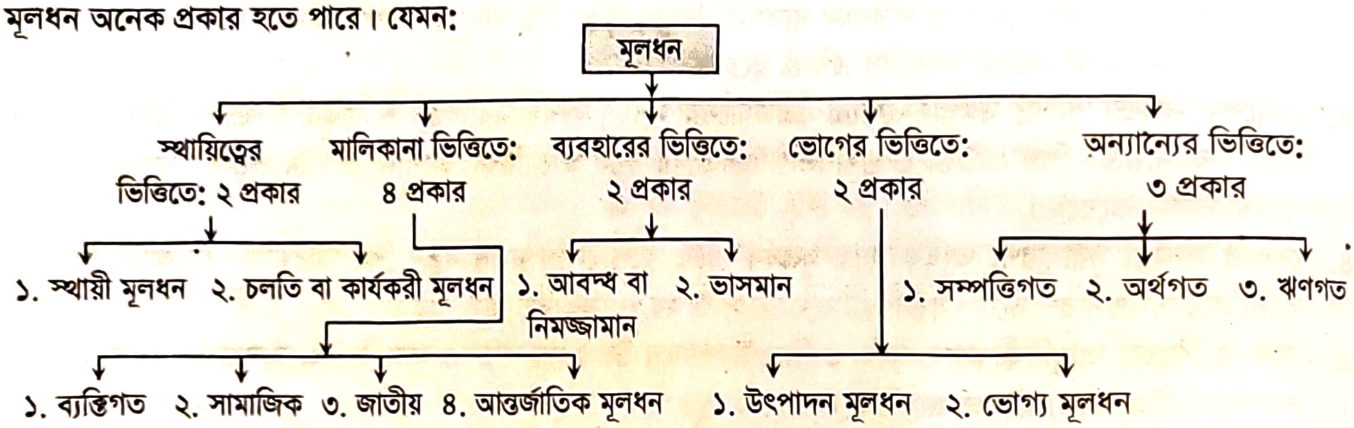

চিত্র: মূলধনের প্রকারভেদ

মূলধনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। মূলধনকে স্থায়িত্ব, প্রকৃতি, মালিকানা অনুযায়ী বিভক্ত করা যায়। নিচে এসব শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো—

ক. স্থায়িত্বের ভিত্তিতে: স্থায়িত্বের ভিত্তিতে মূলধনকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. স্থায়ী মূলধন এবং ২. চলতি মূলধন।

চিত্র: রেললাইন

১. **স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital):** যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা হলেও এদের কোনো ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। যেমন- কারখানাঘর, সেখানকার ভারী যন্ত্রপাতি, রেললাইন, সমুদ্রগামী জাহাজ, দালান-কোঠা ইত্যাদি। একজন শিল্পপতি তার কারখানায় যে ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপন করে তা একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং তা বারবার ব্যবহার হয়ে অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে এবং দীর্ঘকাল টিকে থাকে। তবে ব্যবহারজনিত কারণে মূলধনের অবচয় বা ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে। স্থায়ী মূলধনের বৈশিষ্ট্য—
(১) দীর্ঘকালীন উৎস হতে এ মূলধন সংগৃহীত হয় (২) দৃশ্যমান (৩) ক্ষয়-ক্ষতিজনিত কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এ মূলধন পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন (৪) বার বার ব্যবহার করা যায় (৫) প্রতিষ্ঠানের আকার-আয়তনের ওপর এরূপ মূলধন বৃদ্ধি নির্ভর করে এবং (৬) এরূপ মূলধনের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়।

২. **চলতি/কার্যকরী মূলধন (Working Capital):** যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায় বা একবার ব্যবহার করলেই অন্যরূপ ধারণ করে তাকে চলতি মূলধন বলা হয়। এ ধরনের মূলধন উৎপাদন ক্রিয়ার মধ্যে বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও (Circulating Capital) বলে। যেমন— ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ হলো মূলধন। বীজ দ্বারা ধান উৎপাদিত হলে তার কিছু অংশ আবার ব্যবহারের জন্য বীজ হিসাবে রাখা হয়। আবার কয়লার কথাই ধরা যাক, এ কয়লা কোনো কারখানায় একবার ব্যবহার করা হলে এর অস্তিত্ব আর থাকে না। এটা পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, তুলা হতে সুতা তৈরি করলে তুলা আর তুলা থাকে না। সুতরাং, যেসব মূলধন ক্ষণস্থায়ী, একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় সেগুলোই চলতি মূলধন। চলতি মূলধনের বৈশিষ্ট্য— (১) ক্ষণস্থায়ী (২) রূপগত পরিবর্তন হয় (৩) স্থায়ী সম্পত্তি সচল রাখে (৪) ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি করে (৫) অধিক স্থিতিস্থাপক (৬) দৈনিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় (৭) স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে সংগৃহীত হয়।

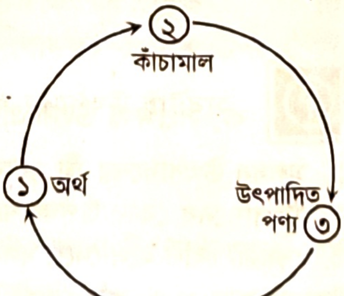

চিত্র: আবর্তিত মূলধনের প্রবাহ

খ. **মালিকানার ভিত্তিতে:** মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **ব্যক্তিগত মূলধন (Private Capital):** যেসব মূলধনের মালিকানা ব্যক্তি বিশেষের হাতে থাকে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলা হয়। কারো মালিকানায় থাকা একটি গম ভাঙার কল, ব্যক্তিগত কারখানা, ঘর-বাড়ি, শেয়ার ইত্যাদি হলো ব্যক্তিগত মূলধনের উদাহরণ।

২. **সামাজিক মূলধন (Social Capital):** সমাজের সকল শ্রেণির জনগণের মালিকানায় যে মূলধন থাকে, তাকে সামাজিক মূলধন বলে। যেমন- সড়ক, উদ্যান, হাসপাতাল প্রভৃতি।

৩. **জাতীয় মূলধন (National Capital):** একটি দেশের সরকারি ও বেসরকারি মূলধনের সমষ্টিকে জাতীয় মূলধন বলে। অর্থাৎ সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূলধনের সমষ্টি হচ্ছে জাতীয় মূলধন। যেমন- বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের একটি সমুদ্রগামী জাহাজ হলো জাতীয় মূলধন। এ ধরনের মূলধনের মালিকানা রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের হাতে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ রেলওয়ে, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যাংক ও বিমা, পোস্ট-অফিস, বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর প্রভৃতি জাতীয় মূলধনের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **আন্তর্জাতিক মূলধন (International Capital):** বিশ্বের সকল স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ যে সব মূলধনের যুক্ত মালিক তাকে আন্তর্জাতিক মূলধন বলে। যেমন– বিশ্বব্যাংক, IMF, WHO প্রভৃতি।

গ. **ব্যবহারের ভিত্তিতে:** ব্যবহারের ভিত্তিতে মূলধনকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **আবন্ধ বা নিমজ্জমান মূলধন (Sunk Capital):** যে মূলধন কেবল একজাতীয় উৎপাদন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং অন্যক্ষেত্রে বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে না তাকে আবন্ধ বা নিমজ্জমান মূলধন বলা হয়। যেমন– লাঙল, রেলইঞ্জিন, লৌহ গলানোর চুল্লি ইত্যাদি। কাঠের লাঙল কেবল জমি চাষের কাজেই লাগে, অন্য কোনো কাজে লাগে না। আবার রেলইঞ্জিন কেবল রেলের বগি বা রেলগাড়ি টানার কাজে লাগে, অন্য কোনো কাজে লাগে না। এগুলো তাই আবন্ধ মূলধন।

২. **অনাবন্ধ বা ভাসমান মূলধন (Floating Capital):** যেসব মূলধন একাধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলে। যেমন কাঁচামাল, বিদ্যুৎ, কয়লা ইত্যাদি। এ ধরনের মূলধন যেকোনো জায়গায় ব্যবহার করা যায়।

ঘ. **ভোগের ভিত্তিতে:** ভোগের ভিত্তিতে মূলধনকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **উৎপাদক মূলধন (Producer's Capital):** যেসব মূলধন প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে উৎপাদক মূলধন বলা হয়। যেমন– কারখানা ভবন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

২. **ভোগ্য মূলধন (Consumer's Capital):** যেসব মূলধন উৎপাদন চলাকালে শ্রমিকদের ভরণ-পোষণ ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে ভোগ্য মূলধন বলা হয়। যেমন– শ্রমিকদের খাদ্যবস্তু, বাসস্থান ইত্যাদি।

ঙ. **অন্যান্য মূলধন:** আরও কিছু মূলধন হলো–

১. **সম্পত্তিগত মূলধন (Property Capital:** সম্পত্তিগত মূলধন এমন সব দ্রব্যের সমন্বয়ে গঠিত, যা অর্থমূল্যে পরিমাপকৃত এবং যা থেকে আয়প্রবাহ আশা করা যায়। অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল উৎপাদকের মূলধনকে 'বাণিজ্য মূলধন' এবং ভোক্তার মূলধনকে 'ভোগ্য মূলধন' বলে অভিহিত করেন।

২. **অর্থগত মূলধন (Monetary Capital):** সাধারণত অর্থের মাপকাঠিতে মূলধন পরিমাপ করা হয়। তবে অর্থের সবটাই উৎপাদন কাজে ব্যবহার হলো কিনা এবং তা থেকে আয় সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা এ বিষয়টি অর্থের মাপকাঠিতে মূলধন পরিমাপ করার সময় বিবেচনা করতে হয়। যেমন, কোনো ব্যবসায়ী নিজ ভোগের জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রাখলেন, তখন সেই টাকা মূলধন বলে গণ্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে, যন্ত্রপাতি কিংবা কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য টাকা আলাদা করে রাখলে তাকে মূলধন বলা যাবে।

৩. **ঋণগত মূলধন (Debt Capital):** বন্ড (Bonds) বা সরকারি ঋণপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা থাকে। ঋণপ্রদানকারীর আয়ের উৎস হিসেবে তা গণ্য হয়। ঋণ কালক্রমে অর্থগত মূলধনে রূপান্তর হয়। ব্যবসায়ীরা উৎপাদন কাজে ঋণ প্রদান করে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং, ব্যবসায়ে খাটানো সকল অর্থই ঋণগত মূলধন হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৬.৫ সম্পদ, মূলধন, অর্থ ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য (Relationship or Difference among Wealth, Capital, Money and Investment)

সম্পদ, মূলধন, আয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যে সম্পর্ক বা পার্থক্য রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. কোনো উৎপাদিত দ্রব্য বর্তমান অভাব পূরণের জন্য ব্যবহৃত হলে তা সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু ঐ একই দ্রব্যকে ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদন কাজে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা মূলধন হিসাবে গণ্য হবে। যে সম্পদ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয় তাকে মূলধন বলা যায় না। সকল প্রকার অর্থনৈতিক দ্রব্য হলো সম্পদ কিন্তু মূনধন হলো সম্পদের একটি অংশ মাত্র। বস্তুত সকল মূলধন সম্পদ কিন্তু সকল সম্পদ মূলধন নয়।

২. অর্থ হলো বিনিময়ের মাধ্যম এবং এর দ্বারা উৎপাদনের উপাদানের মূল্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য প্রকাশ করা হয়। অর্থকে যদি বাক্সে বা লোহার সিন্দুকে আটকে রাখা যায় তাহলে তা মূলধন নয়। কিন্তু অর্থকে যখন ব্যবসায়ের কাজে বিনিয়োগ করা হয় তখন তাকে মূলধন বলা যায়।

৩. মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য যা পুনরায় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলা হয়। বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে মূলধন গঠিত হয় এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, সাধারণভাবে জমিজমা, ঘরবাড়ি, পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থকে বিনিয়োগ বলে মনে হলেও অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয়কে বিনিয়োগ বলে না। কারণ এ ধরনের আর্থিক ব্যয় সমাজের প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোনো অবদান রাখে না। এটি দিয়ে কেবল একজনের সম্পদ অন্যজনের নিকট স্থানান্তর করা বোঝায়। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে নতুন মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে অর্থলগ্নি করাকে বোঝায়।

৬.৬ অর্থ কি মূলধন? (Is Money Capital?)

অর্থ মূলধন হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে। ব্যবহারগত দিক বিবেচনায় এনে অর্থকে মূলধন বলা যাবে কি না, সে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থ মূলধন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের পূর্বে অর্থ ও মূলধন কী, তা বুঝতে হবে। অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন ও মূল্যের পরিমাপক। অন্যদিকে, মূলধন হচ্ছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান, যা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, উৎপাদনের যেকোনো উপাদান, যা উৎপাদনে অবদান রাখে তা-ই মূলধন। এ অর্থে, অর্থ যদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তবে তাকে মূলধন বলা যায়।

উৎপাদনের জন্য জমি কেনা, দালান-কোঠা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি কেনা ও স্থাপন, শ্রমিকদের মজুরি দিতে অর্থের প্রয়োজন। এছাড়া উৎপাদনকে গতিশীল রাখতে অন্যান্য আরও অনেক ধরনের ব্যয় রয়েছে যার জন্য প্রয়োজন অর্থ। এক্ষেত্রে অর্থ সরাসরি ভূমিকা রাখছে। তাই অর্থ এখানে মূলধন। আবার, ব্যবহারগত তারতম্যের কারণে এ অর্থকেই আমরা মূলধন বলতে পারি না। যে অর্থ সঞ্চয় করে রাখা হয় অথবা ভোগের জন্য ব্যয় করা হয়, সেই অর্থ মূলধন নয়। কারণ ঐ পরিমাণ অর্থ উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয় নি। অতএব, অর্থ যদি মুনাফা অর্জনে বিনিয়োগ করা হয়, যা উৎপাদনে অবদান রাখবে, তা মূলধন হিসেবে গণ্য হবে।

তাই বলা যায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিকা শক্তি। আর এরূপ অর্থ এ শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মূলধনে রূপান্তরিত হতে পারে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্থায়িত্বের ভিত্তিতে মূলধনকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
২. কোন ধরনের মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়?
৩. মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? [ব. বো. ২০১৯]
৪. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কয়লা কোন ধরনের মূলধন?
৫. যে মূলধন একাধিক উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাকে কী বলে? [দি. বো. ২০১৯]
৬. সাধারণত কোনটির মাপকাঠিতে মূলধন পরিমাপ করা হয়?

উত্তরের জন্য ২৮১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. বাড়ির কাজ

জনাব শ্যামল একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের জন্য ব্যাংক থেকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ নিলেন। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের পাশাপাশি যন্ত্রপাতি এবং শ্রমিক যোগান দিলেন। এসব খরচের পরও তার কাছে কিছু অর্থ রয়ে গেছে। তিনি মনে করেন অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংককে ফেরত না দিয়ে নিজের কাছে রাখলেই ভালো। ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের কাজে লাগানো যাবে।

১. জনাব শ্যামলের সংগৃহীত কাঁচামালকে কি মূলধন বলা যায়? ব্যাখ্যা করো।
২. তুমি কি মনে করো অতিরিক্ত অর্থ জনাব শ্যামলের কারখানার উৎপাদনের গতি বজায় রাখতে সহায়তা করবে? মতামত দাও।

পাঠ ৬ ও ৭ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব; মূলধনের গতিশীলতা; মূলধনের গতিশীলতার প্রকারভেদ; মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান; মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব

৬.৭ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব (Importance of Capital in Economic Development)

মূলধনের গুণগত বৈশিষ্ট্য এই যে, যা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মানুষ যখন খালি হাতে ফলমূল আহরণ, মৎস্য শিকার এবং পশু শিকারের পর্যায় থেকে প্রস্তর যুগ পরে লৌহ যুগে প্রবেশ করল তখন থেকেই মূলধনের গুরুত্ব বাড়তে আরম্ভ করে। প্রাচীন পশু শিকারি মানুষের কাছে পাথরের বর্শা বোধ হয় তার প্রথম মূলধন। ক্রমে মানুষের কারিগরি প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব বাড়তেই থাকে। বর্তমানে কল-কারখানাতে এত বেশি যন্ত্রপাতি ও কলকজা ব্যবহৃত হচ্ছে যে পরিমাণের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে মূলধন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আজ মেশিন বা রোবট শ্রমিকের আংশিক বিকল্পের ভূমিকা পালন করছে। তাই বলা যায় যে, যদিও ভূমি ও শ্রম অপরিহার্য উপাদান তবুও কারিগরি প্রযুক্তির প্রসারের ফলে আজ দ্রুত ও বিপুল উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে মূলধনের ভূমিকা মুখ্য। নিচে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো—

১. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো গঠন:** যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, বন্দর, বিদ্যুৎ শক্তি, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদিকে সামাজিক অবকাঠামো বলে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গঠন করা প্রয়োজন। এ কাজে মূলধনের ব্যবহার অপরিহার্য।

২. **প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার:** একটি দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে। এসব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের ওপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। একমাত্র মূলধনের ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারাই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৩. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** মূলধন ব্যবহারের ফলে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ও শ্রমিকের মজুরি বাড়ে। ফলে শ্রমিকরা বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৪. **শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি:** মূলধন শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ফলে দেশে দক্ষ জনশক্তির সৃষ্টি হয়। এরূপ জনশক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** মূলধন ব্যবহারের ফলে মানুষের আয় বাড়ে। ফলে মূলধন গঠিত হয় যা পরবর্তীতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটে।

৬. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** মূলধন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। ফলে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদনক্ষেত্রে কিছু সময়ের জন্য ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়। এতে কম খরচে সমাজের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৭. **কৃষি উন্নয়ন:** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক চাষপদ্ধতির প্রবর্তন এবং উত্তম বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির প্রয়োগ করতে হয়। এসব উপকরণের জন্য মূলধন একান্ত প্রয়োজন।

৮. **শিল্পোন্নয়ন:** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিল্পোন্নতির ওপর নির্ভর করে। মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে।

৯. **নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার:** মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ ও গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করা যায়। ফলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির হার বৃদ্ধি পায়।

১০. **পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন:** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য। তবে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধন দরকার। প্রয়োজনীয় মূলধন ছাড়া পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করা যায় না।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, কোনো দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব অনেক বেশি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের স্বল্পতার জন্যই উন্নয়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। তাই একমাত্র উচ্চহারে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের দ্বারাই এসব দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই মূলধনকে অর্থনীতির 'প্রাণশক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মূলধন আধুনিক ও বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার চালিকাশক্তি।

৬.৮ মূলধনের গতিশীলতা (Mobility of Capital)

সাধারণ অর্থে মূলধনের স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। একই মূলধন বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে; এক শিল্প থেকে অধিক লাভের প্রত্যাশায় অন্য শিল্পে নিয়োজিত হতে পারে। এভাবে মূলধনের এক কাজ থেকে অন্য কাজে ব্যবহার, এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে নিয়োগ, এক অঞ্চল বা দেশ থেকে অন্য অঞ্চল বা দেশে স্থানান্তর করাকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। যেমন– একটি পাটের গুদামঘর তুলার গুদামঘরে রূপান্তর হতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র কাগজের মিল থেকে কাপড়ের মিলে স্থানান্তর করা যায়। অধিক লাভের আশায় একজন পুঁজিপতি তার মূলধন এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যেতে পারে। মূলধন এক কাজে কম উৎপাদনক্ষম হলে তা অন্য কাজে লাগিয়ে বা অন্যত্র স্থানান্তর করে অধিক উৎপাদনক্ষম করে তোলা যায়।

সুতরাং, মূলধনসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারের স্থানান্তর করাকেই মূলধনের গতিশীলতা বলে।

৬.৯ মূলধনের গতিশীলতার প্রকারভেদ (Types of Mobility of Capital)

মূলধনের গতিশীলতা তিন প্রকার। যথা–

১. **ভৌগোলিক গতিশীলতা:** মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা দুই প্রকার। যথা—

   ক. **অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা:** একটি দেশের এক অঞ্চল/শহর/বিভাগ থেকে অন্য অঞ্চলে/শহরে/বিভাগে মূলধন স্থানান্তরকে অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। যেমন– গাজীপুর থেকে ঢাকায় বা ঢাকা শহর থেকে কুমিল্লা শহরে বা ঢাকা বিভাগ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগে কোনো মূলধন স্থানান্তর করে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করলে তাকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে।

   খ. **আন্তর্জাতিক গতিশীলতা:** অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে মূলধনের স্থানান্তর করা হলে তাকে আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বলে। যেমন– চীনের বা জাপানের মূলধন বাংলাদেশে ব্যবহার করা হলে তাকে আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বলে।

২. **স্তরগত গতিশীলতা:** অধিক মুনাফা লাভের আশায় একস্তর থেকে মূলধন অন্যস্তরে স্থানান্তর করাকে স্তরগত গতিশীলতা বলে। যেমন– চলতি মূলধন হতে স্থায়ী মূলধনে রূপান্তর হলে তাকে স্তরগত গতিশীলতা বলে।

৩. **কারবারগত গতিশীলতা:** অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক শিল্প বা কারবার থেকে অন্য শিল্প বা কারবারে মূলধন স্থানান্তর করা হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে। যেমন– পাটশিল্প থেকে মূলধন গার্মেন্টস শিল্পে স্থানান্তর করা হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে।

৬.১০ মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors Affecting Mobility of Capital)

যেকোনো উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার হলে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি পায়। কোনো কিছু উৎপাদনের সূচনা, পরিচালনা ও তা থেকে প্রাপ্ত ফল সবই মূলধনের ব্যবহারের ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। তবে মূলধনের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই মূলধন দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে ও উৎপাদন কার্যক্রম বিঘ্নিত বা গতিহীন হয়ে পড়ে। এজন্য মূলধনের গতিশীলতার অভাবকে দায়ী করা হয়। বিভিন্ন কারণে মূলধনের গতিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

নিচে মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **মূলধনের ধরন:** মূলধনের ধরনের ওপর মূলধনের গতিশীলতা নির্ভর করে। যেমন- রেলপথকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। লৌহ গলানোর চুল্লির মতো মূলধন দ্রব্যকে লৌহ শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। আবার দালানকোঠার মতো মূলধন দ্রব্য একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা যায় না। তাই বলা যায় যে, নিমজ্জমান মূলধন এর ক্ষেত্রে মূলধনের গতিশীলতা কম। অন্যদিকে, ভাসমান মূলধনের গতিশীলতা বেশি।

২. **বিনিয়োগের আকর্ষণীয় পরিবেশ:** কোনো দেশে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় পরিবেশের ওপর মূলধনের গতিশীলতা নির্ভর করে। বিনিয়োগের পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় বা আকর্ষণীয় না হয়, তবে সেখানে মূলধন প্রবাহ অত্যন্ত ধীর গতির হবে।

৩. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে মূলধনের গতিশীলতা বেশি থাকে। আবার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কম হলে মূলধনের গতিশীলতা কম থাকে।

৪. **মানবসম্পদ:** কোনো দেশের মানবসম্পদের ওপরও মূলধনের গতিশীলতা নির্ভর করে। দক্ষ মানবসম্পদ সমৃদ্ধ দেশে মূলধন অধিক গতিশীল হয়।

৫. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা যত শক্তিশালী ও প্রসারিত হবে, মূলধনের গতিশীলতাও তত বেশি ও ব্যাপক হবে।

৬. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তা অধিক হলে মূলধনের গতিশীলতা বেশি হয়। অপরদিকে, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে মূলধনের গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়।

৭. **শান্তি ও নিরাপত্তা:** দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকলে ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হলে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে ফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। এ অবস্থায় মূলধনের গতিশীলতা বাড়ে। একই কারণে বিপরীত অবস্থায় তার গতিশীলতা কমে।

৮. **সরকারি বাধা-নিষেধ:** যে দেশে মূলধনের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যত কম সরকারি বাধা-বিপত্তি থাকে সে দেশে মূলধন তত বেশি গতিশীল হয়। এজন্যই অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বিধি-নিষেধের কারণে মূলধনের সঠিক গতিশীলতা থাকে না।

৯. **উন্নত অবকাঠামো:** যে দেশের অবকাঠামো উন্নত সেখানে বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি মূলধনের গতিশীলতাকে বৃদ্ধি করে।

সুতরাং বলা যায়, মূলধনের গতিশীলতা অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৬.১১ মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব (Importance of Mobility of Capital)

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি। অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** কৃষি, শিল্পসহ বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য দেশের সর্বত্র মূলধনের অবাধ গতিশীলতার মাধ্যমে মূলধন সামগ্রীকে সহজলভ্য করতে হবে।

২. **কৃষি উন্নয়ন:** উন্নত দেশসমূহে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে মূলধন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, উফশী বীজ, কীটনাশক, পানি সেচ, যান্ত্রিক চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি মূলধন সামগ্রীর ব্যবহার ক্রমশ বেড়েছে। এ অবস্থায় দেশের ভিতরে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

৩. **শিল্প উন্নয়ন:** বর্তমানে শিল্প উৎপাদন একান্তভাবে মূলধন নির্ভর। বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যাপকভাবে মূলধন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় মূলধন দ্রব্যের অবাধ গতিশীলতা থাকলে বিভিন্ন প্রকার শিল্প স্থাপন সহজ হয়।

৪. **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার:** দেশের কোনো এলাকায় অথবা কোনো একটি দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মূলধন সামগ্রী দরকার। সেক্ষেত্রে মূলধনের সহজলভ্যতার জন্য দেশের ভিতরে এবং আন্তঃদেশীয় পর্যায়ে মূলধন সামগ্রীর গতিশীলতা থাকতে হবে।

৫. **ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ:** দেশে রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণে মূলধনের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই মূলধন সামগ্রী আমদানির দ্বারা মূলধনের অবাধ গতিশীলতা ও যোগান বৃদ্ধি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৬. **বৈদেশিক বিনিয়োগ:** বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ আহ্বান করা হয়। এরূপ বিনিয়োগের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধন সামগ্রী বিদেশ থেকে আনতে হয়। এক্ষেত্রে অনুকূল সরকারি নীতিমালা দ্বারা প্রয়োজনীয় মূলধন সামগ্রীর আন্তঃদেশীয় গতিশীলতা বৃদ্ধি করে বৈদেশিক বিনিয়োগ কার্যক্রমকে সহায়তা করা যায়।

৭. **উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য হ্রাস:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন সামগ্রী গতিশীল ও সহজলভ্য হলে এসব সামগ্রীর দামের পার্থক্য হ্রাস পায়। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল বা শিল্পে উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য হ্রাসের ফলে উৎপাদিত পণ্যের দামের সমতা বিধান করা যায়।

৮. **সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দেশের অনগ্রসর এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি বৃদ্ধির জন্য মূলধন সামগ্রীর অবাধ গতিশীলতা নিশ্চিত করা দরকার।

৯. **বিনিময় হার:** আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, বৈদেশিক দেনা পরিশোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিময় হার ভূমিকা পালন করে। মূলধনের গতিশীলতার উপর বিনিময় হারের নমনীয়তা নির্ভরশীল।

সুতরাং মূলধনের গতিশীলতা বিভিন্ন দিক থেকে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'মূলধন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় আবার মূলধন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে'– কীভাবে?

মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। যা একবার উৎপাদিত হয়েছে এবং পুনরায় উৎপাদন কাজে সহায়তা করে তাকেই মূলধন বলে। উৎপাদনের মৌলিক উপাদান হিসেবে মূলধন শ্রমের যোগান দেয় এবং শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে। মূলধন উন্নত যন্ত্রপাতি, শ্রম শাসনকারী ও শ্রম দক্ষতা বর্ধনকারী কলাকৌশল ব্যবহারে সহযোগিতা করে। শ্রমিকের প্রশিক্ষণের জন্য মূলধন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেয়। তাদের দক্ষ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ইউনিট স্থাপন করে। একই সাথে কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম করে। এভাবে মূলধন শ্রমিককে দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে উৎপাদন কাজ সম্পাদনে সহযোগিতা করে। আবার শ্রমিকের জন্য ভালো মজুরির ব্যবস্থা, তাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা ও তার সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতামূলক কার্যাদিও সম্পাদন করে থাকে। এভাবে মূলধন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বাড়ায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন পশু শিকারি মানুষের কাছে প্রথম মূলধন কী ছিল?
২. পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য কী প্রয়োজন?
৩. মূলধনের গতিশীলতা কত প্রকার?
৪. মূলধনের গতিশীলতা বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো. ২০১৯]*
৫. চলতি মূলধন হতে স্থায়ী মূলধনে রূপান্তর হলে তাকে মূলধনের কী ধরনের গতিশীলতা বলে?
৬. পাটশিল্প থেকে মূলধন গার্মেন্টস শিল্পে স্থানান্তর করা হলে তা কী ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি করে?

উত্তরের জন্য ২৮১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মূলধনের গতিশীলতার উপাদানগুলোর তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৮-১০ মূলধনের যোগান; মূলধনের যোগানের উৎস; মূলধন গঠন; মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া; মূলধন গঠনের হার; মূলধন গঠনের সমস্যা

৬.১২ মূলধনের যোগান (Supply of Capital)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও অর্থ-তহবিল পাওয়া যায় তাকে মূলধনের যোগান বলে।

উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন পড়ে। প্রধানত, কৃষিখাতেই বেশিরভাগ কাঁচামাল উৎপাদিত হয়। তবে কিছু কিছু কাঁচামাল শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যও হয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত কাঁচামাল হিসেবে পাট, আখ, তামাক, চামড়া ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলোর যোগান সন্তোষজনক। দেশে কৃষির উন্নতির সাথে সাথে কৃষিজ কাঁচামালের যোগান আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। উৎপাদনে কিছু শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন পোশাক শিল্পের জন্য কাপড়, বস্ত্র শিল্পের জন্য সুতা; সার, ওষুধ, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পের জন্য রাসায়নিক পদার্থ। এসবের বেশির ভাগ দ্রব্যই বিদেশ থেকে উচ্চ মূল্যে সংগ্রহ করতে হয়। এগুলোর যোগান প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম।

বিভিন্ন ধরনের মূলধনী যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা হলে প্রয়োজনমাফিক এর যোগান দেয়া সম্ভব হয়। আর এগুলো যদি আমদানি করা হয় তাহলে প্রয়োজন অনুসারে অনেকক্ষেত্রে যোগান দেয়া সম্ভব হয় না।

সাম্প্রতিককালে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ-তহবিলকে উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এটি দেশের অভ্যন্তর ও বাহির থেকেও সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি থেকে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল পাওয়া যায়। এর যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বিদেশি উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত ঋণ-তহবিলও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম।

৬.১৩ মূলধনের যোগানের উৎস (Sources of Supply of Capital)

যেকোনো দেশে মূলধনের যোগান দুভাবে হতে পারে। যথা– ক. অভ্যন্তরীণ উৎস এবং খ. বৈদেশিক উৎস।

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources): মূলধন যোগানের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ হলো–

১. **রাজস্ব উদ্বৃত্ত (Revenue Surplus):** সরকার বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ করে তার পরিমাণ যদি রাজস্ব আয় থেকে কম হয়, তখন রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে যা মূলধন যোগানের উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

২. **অতিরিক্ত কর আরোপ (Additional Taxation):** দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকার অনেক সময় বাজেটে বিদ্যমান করের হার বৃদ্ধি করে এবং অতিরিক্ত কর আরোপ করে মূলধনের যোগান সৃষ্টি করে।

৩. **নিট মূলধন আয় (Net Capital Receipts):** ব্যাংক জনসাধারণের নিকট সরকারি বন্ড ও বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র বিক্রয় করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তা সরকারের নিট মূলধন আয় হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাষিত সংস্থার সংরক্ষিত তহবিল এবং সঞ্চয় হতে সরকার মূলধন যোগান দিয়ে থাকে।

৪. **বেসরকারি সঞ্চয় (Private Savings):** দেশের ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের অর্থ সঞ্চিত থাকে। এসব সঞ্চয় থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে মূলধনের যোগান দেয়া যায়।

৫. **বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Different Financial Institute):** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং NGOসহ বিভিন্ন উন্নয়নধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূলধনের যোগান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া সরকার নতুন মুদ্রা ছাপিয়েও এরূপ তহবিল গঠনে ভূমিকা রাখে।

খ. বৈদেশিক উৎস (External Sources): মূলধনের যোগানের বৈদেশিক উৎস প্রধানত দুটি। যথা—

১. **বৈদেশিক ঋণ (Foreign Debt):** বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নত দেশ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহ থেকে দান-অনুদান, ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। এই সাহায্য ও ঋণ ঐসব দেশগুলোর মূলধন হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. **প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment- FDI):** অনেক সময় বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমন— IMF, World Bank) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজে মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে। এটি মূলধন যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত।

৬.১৪ মূলধন গঠন (Capital Formation)

'মূলধন গঠন' বলতে অধিক পরিমাণে মূলধন সামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বোঝায়। যে প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণে মূলধন সামগ্রী বৃদ্ধি পায় তা হলো মূলধন গঠন প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে পরিমাণ মূলধন সামগ্রী বৃদ্ধি করতে সামর্থ্য হয় তাই হলো মূলধন গঠন।

- অর্থনীতিবিদ র‍্যাগনার নার্কস (Ragnar Nurkse;1907-1959) এর মতে, "কোনো দেশ তার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার সম্পূর্ণটা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহার না করে ঐ ক্ষমতার একটি অংশকে সরঞ্জাম ও মূলধন সামগ্রী উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করলে তাকে মূলধন গঠন বলা হয়।"[৫]
- ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ফ্রেডেরিক বেনহাম (Frederic Benham; 1900-1962) এর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজ তার মূলধনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি সাধন করে, তাকে উক্ত সময়ের মূলধন গঠন বলা হয়।"[৬]

এভাবে কোনো দেশের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের প্রকৃত মূলধন গঠনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

একটি উদাহরণ লক্ষ কর, ধরি ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত একটি দেশে ২০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। কিন্তু পরবর্তী বছর ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের মোট মূলধন বেড়ে ২৫,০০০ কোটি টাকা হলো। তাহলে এক বছরে অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ হলো ৫,০০০ কোটি টাকা। সুতরাং, কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃত মূলধন দ্রব্য তথা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা ঘর, পরিবহন দ্রব্য, সেতু, বাঁধ, বিদ্যুৎ, সেচ ইত্যাদির মজুদ বৃদ্ধি বা বেশি করে তৈরি করাকে মূলধন গঠন বলে। দেশে মানুষের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করলে মূলধন সৃষ্টি হয়। সুতরাং, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ এবং মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে তা বিনিয়োজিত করা হয় তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলে।

মূলধন গঠন নিম্নরূপ হতে পারে: ১. প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন গঠন, ২. সামাজিক মূলধন গঠন ও ৩. মানবীয় মূলধন গঠন।

উদাহরণের সাহায্যে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া:

সময়কাল	উৎপাদন (Y)	মেশিনের সংখ্যা	পুঁজির মূল্য	বিনিয়োগ (I)	বিনিয়োগের পরিবর্তন (%)
১	১০০০	১০০টা	২০০০	০	০
২	১১০০	১১০টা	২২০০	২০০	১০
৩	১২০০	১২০টা	২৪০০	৪০০	২০

১ম পিরিয়ডে ১০০টা মেশিন দিয়ে ১০০০ টাকার দ্রব্য উৎপাদিত হয়। প্রতিটি মেশিনের দাম ২০০ টাকা হলে ১ম পিরিয়ডে মোট পুঁজি খাটছে ২০০০ টাকার তখন পুঁজির উৎপাদন অনুপাত (COR) = ২০০০ ÷ ১০০০ = ২

২য় পিরিয়ডে ১১০০ টাকার দ্রব্য উৎপাদন করতে হয় তাই আরও ১০টা মেশিন উৎপাদনের কাজে লাগবে। পূর্বের COR = ২ বজায় থাকলে মোট পুঁজি খাটবে ২২০০ টাকার। ২০০ টাকা বিনিয়োগ করে এই বাড়তি পুঁজি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, ২য় পিরিয়ডে বিনিয়োগ বাড়লো ১০%।

৩য় পিরিয়ডে ১২০০ টাকার দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এবং পুঁজির মূল্য দাঁড়াবে (COR=২ অনুযায়ী) = ২৪০০ টাকা। ৩য় পিরিয়ডে বিনিয়োগ বাড়বে ২০%। এভাবে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন হয়ে থাকে।

গাণিতিকভাবে মূলধন অপেক্ষক $K = f(Y, P, C)$

এখানে K = মূলধন, Y = আয়, P = দামস্তর, C = ভোগ

$\frac{dK}{dY} > 0$, $\frac{dK}{dP} > 0$, কিন্তু $\frac{dK}{dC} < 0$

মূলধনের সাথে আয় ও দাম স্তরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং ভোগের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

---

৫ The meaning of 'capital formation' is that society does not apply the whole of its current productive activity to the needs and desires of immediate consumption, but directs a part of it to the tools and making of capital goods.— Ragnar Nurkse.

৬ "The amount which a community adds to its capital during a period is known as the amount of its investment or capital formation during the period."— Frederic Benham.

৬.১৫ মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া (Process of Capital Formation)

মানুষ তার অর্জিত আয়ের একটি অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে এবং বাকি অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। তাই এই সঞ্চিত অর্থ নানাভাবে বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে বিনিয়োগের পরিমাণও তত বেশি হবে। বিনিয়োগ বাড়লে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, **মূলধন গঠন প্রাথমিকভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে।** প্রকৃতপক্ষে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে মূলধনী দ্রব্যাদি উৎপাদনে বিনিয়োগ করলে মূলধন সৃষ্টি হয়।

একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্ত, যথা– ১. আর্থিক সঞ্চয়ের সৃষ্টি ২. আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান এবং ৩. আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

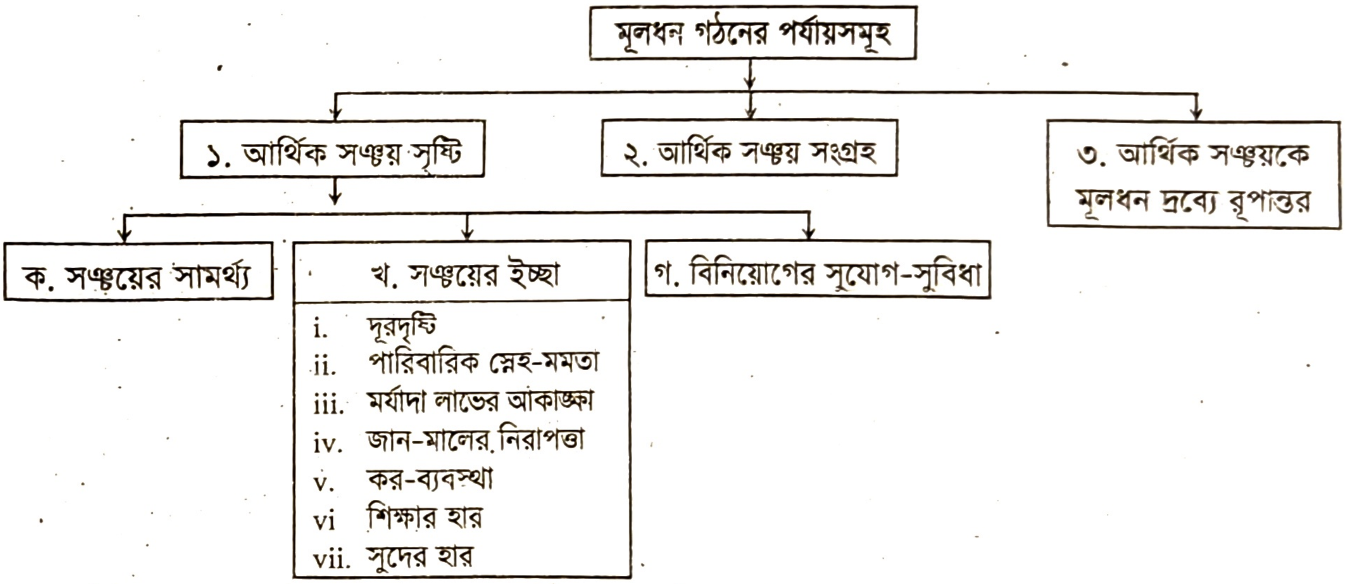

চিত্র: মূলধন গঠনের পর্যায়সমূহ

নিচে মূলধন গঠনের এ প্রক্রিয়া আলোচিত হলো:

১. **আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি:** সঞ্চয় মূলধন গঠনের জন্য অপরিহার্য। এজন্য মূলধন গঠন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে- সঞ্চয় সৃষ্টি। পুঁজিবাদী ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। অবশ্য সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয় নির্ভর করে তার সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর।

ক. **সঞ্চয়ের সামর্থ্য:** মূলত আয়ের ওপর মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয় বেশি হলে সাধারণত সঞ্চয় বেশি হয়। এজন্যই দেখা যায় দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে সঞ্চয়ের হার অনেক বেশি।

খ. **সঞ্চয়ের ইচ্ছা:** সঞ্চয়ের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলেই কেবল সঞ্চয় বাড়ে এবং মূলধন গঠন সম্ভব হয়। কোনো দেশের মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নিম্নোক্ত কতগুলো বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

i. **দূরদৃষ্টি:** ভবিষ্যতে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন (Foresight) লোকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। তাই লোকজনের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে।

ii. **পারিবারিক স্নেহ-মমতা:** পরিবারের স্নেহশীল পিতা-মাতা তাদের ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। তাই সমাজ-সংসারে পারিবারিক স্নেহ-মমতার (Family affection) প্রবণতা বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে।

iii. **মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা:** বিত্তশালীরা সাধারণত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হয়। তাই অনেকে সমাজে ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হওয়ার জন্য সঞ্চয়ী হয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। এভাবে তারা ভবিষ্যতে প্রচুর মূলধনের মালিক হয়ে থাকে।

iv. **জান-মালের নিরাপত্তা:** দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকলে এবং আইন-কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে জান-মালের নিরাপত্তা থাকে। তখন মানুষ বর্তমান ভোগ ত্যাগ করে ভবিষ্যতে বেশি ভোগের আশায় সঞ্চয় করে।

v. **কর-ব্যবস্থা:** সরকারের করনীতিও জনসাধারণের সঞ্চয়-অভ্যাসকে প্রভাবিত করে। সম্পত্তি, সঞ্চয় বা আয়ের ওপর স্বল্প হারে করারোপ করলে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়ে, বিপরীত অবস্থায় তা আবার কমে।

vi. **শিক্ষার হার:** দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণ নিজেদের অনাগত ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে।

vii. **সুদের হার:** সুদের হার সঞ্চয়কারীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই ব্যাংক ও পোস্ট অফিস বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ প্রদান করতে থাকলে জনসাধারণের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়ে।

viii. **কার্পণ্য:** কৃপণ ব্যক্তিরা সর্বদা অভ্যাসবশত কম ভোগ করে সঞ্চয় করার চেষ্টা করে। অর্থ সঞ্চয় করাটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়াও দেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকার সঞ্চয় করতে পারে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অবণ্টিত মুনাফা সঞ্চয় করে রাখতে পারে, যা প্রকৃত মূলধনী দ্রব্যাদি উৎপাদনে কাজে লাগে। তাছাড়া সরকারও সঞ্চয় করতে পারে। উদ্বৃত্ত কর-রাজস্ব ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অর্জিত মুনাফা হলো সরকারি সঞ্চয়।

গ. **বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা:** দেশে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকলে মানুষ বেশি পরিমাণ সঞ্চয় করে। সরকার দেশে বিনিয়োগের খাত তৈরি করলে মানুষ বেশি করে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়।

২. **আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ:** মূলধন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তা যোগান দেওয়া দরকার। দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অলস সঞ্চয় ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল হিসেবে প্রস্তুত রাখা যায়। একাজে দেশের মূলধন বাজার যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

৩. **আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর:** মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর করা প্রয়োজন। সঞ্চিত অর্থ কার্যকরভাবে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করতে পারলে তবেই দেশে মূলধন গঠিত হয়। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন হলো দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এছাড়াও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হলো সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্রয়োজনানুযায়ী বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ, সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান, সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি, আর্থিক নীতি, বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি প্রভৃতি। সর্বোপরি মূলধন গঠন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন একদল অভিজ্ঞ, সৎ ও নিবেদিত প্রাণ উদ্যোক্তা, যারা উৎপাদনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত।

৬.১৬ মূলধন গঠনের হার (Rate of Capital Formation)

মূলধন গঠনের হার বলতে কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) মূলধন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়। সঞ্চয় হতে মূলধনের উৎপত্তি। সঞ্চয় মূলধনে রূপান্তরিত হলে মূলধন গঠন হয়। মূলধন গঠনের জন্য সঞ্চয়কে অবশ্যই মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। সুতরাং, সঞ্চয়ের কোনো অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠা, যন্ত্রপাতির উৎপাদন এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হলে মূলধন গঠন হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যত বেশি হবে মূলধন গঠনের হারও তত বৃদ্ধি পাবে।

কোনো দেশের মূলধন গঠনের হার কীভাবে নিরূপণ করা যায়, তা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোনো দেশে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯,০০০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন বিনিয়োগের ফলে মোট মূলধনের পরিমাণ দাড়ায় ১০,০০০ কোটি টাকা। ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ হলো ১০০০ কোটি টাকা। ঐ সময় মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ৩০০ কোটি টাকা হলে নিট মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় = ১০০০ − ৩০০ = ৭০০ কোটি টাকা। অতএব, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মূলধন বৃদ্ধির হার $= \frac{৭০০\times১০০}{৯০০০} =$ ৭.৭৮%। কোনো দেশের মূলধনের এরূপ নিট বৃদ্ধির হারকে মূলধন গঠনের হার বলে।

৬.১৭ মূলধন গঠনের সমস্যা (Problems of Capital Formation)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন গঠন প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে মূলধন গঠনের হার অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। বিভিন্ন ধরনের উপাদান মূলধন গঠনে বাধার সৃষ্টি করে।

১. **স্বল্প মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য:** মূলধন গঠনের প্রধান উপাদান হলো সঞ্চয় বৃদ্ধি। সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আয়। কিন্তু বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় কম। বর্তমানে তা প্রায় ২৮২৪ মার্কিন ডলার। এ রকম স্বল্প আয় ও ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্য এদেশের সঞ্চয়ের হার খুব কম। সুতরাং, এদেশে মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা হলো স্বল্প আয় ও স্বল্প সঞ্চয়।

২. **সঞ্চয়ের ইচ্ছার অভাব:** এদেশের অধিকাংশ লোকের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম, আবার ইচ্ছাও কম। দূরদৃষ্টি ও শিক্ষার অভাব, সুদের স্বল্প হার, কর ব্যবস্থা এবং অদৃষ্টবাদী মনোভাবের কারণে এদেশের জনসাধারণের সঞ্চয় প্রবণতা কম। বরং তারা তাদের স্বল্প উদ্বৃত্ত অর্থ জমি বা অলংকার ক্রয় এবং অন্যান্য অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করে। ফলে প্রকৃত বিনিয়োগ কম হয়।

৩. **সঞ্চয় সংগ্রহের অসুবিধা:** এদেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয় রয়েছে তা ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগ করা যায় না। কেননা এদেশের গ্রামে-গঞ্জে এখনও পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যাংকের শাখা নেই। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকের টাকা রাখার অভ্যাসও গড়ে ওঠেনি। সঞ্চয় সংগ্রহের অসুবিধার জন্য এদেশে বিনিয়োগ কম এবং এ জন্য মূলধন গঠন কম।

৪. **কারিগরি জ্ঞানের অভাব:** বাংলাদেশে শ্রমিকদের আধুনিক ও উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এদেশে উৎপাদনের কলা-কৌশলও পুরাতন। এ কারণে এখানে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

৫. **বিনিয়োগের স্বল্পতা:** বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিনিয়োগ কম হলে কলকারখানায় উৎপাদনও কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হারও কম হয়ে থাকে।

৬. **প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ:** মূলধন গঠনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশে অব্যাহত বিনিয়োগ চালু রাখা দরকার। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে। এ জন্য কলকারখানায় বিনিয়োগ বিঘ্নিত হয়। ফলে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৭. **ব্যাংক ঋণ:** এদেশে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অধিক, ফলে উদ্যোক্তরা কম ঋণ গ্রহণে আগ্রহী। তাই এখানে উৎপাদন ও আয় স্বল্প হয় এবং মূলধন গঠনও হ্রাস পায়।

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বল্পতা, সম্পদের অপচয় এবং অনুন্নত অবকাঠামো ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মূলধন যোগানের উৎস কয়টি? *[সি. বো. ২০১৬]*
২. আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া কয়টি স্তরে বিভক্ত?
৩. মূলধন গঠন কখন শূন্য হয়?
৪. মূলধন গঠনের প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর কী?
৫. সঞ্চয়ের সামর্থ্য কীসের ওপর নির্ভর করে?
৬. মূলধনের সাথে আয় ও দাম স্তরের কী ধরনের সম্পর্ক?

উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. একক কাজ

তুমি কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করতে পার, ৫টি উদাহরণ দাও।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. মূলধন; ২. বম-বাওয়ার্ক; ৩. তৃতীয়; ৪. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান; ৫. মূলধন; ৬. আলেকজান্ডার কেয়ার্নক্রস।
পাঠ-২ ও ৩: ১. অস্থায়ী; ২. মূলধনকে; ৩. সঞ্চয়; ৪. মূলধন; ৫. প্রবৃদ্ধির; ৬. মূলধনের প্রাপ্যতায়।
পাঠ-৪ ও ৫: ১. দুইভাগে; ২. চলতি মূলধন; ৩. চারভাগে; ৪. ভাসমান; ৫. আবদ্ধ বা নিমজ্জমান মূলধন; ৬. অর্থের।
পাঠ-৬ ও ৭: ১. পাথরের বর্শা; ২. মূলধন; ৩. তিন; ৪. মূলধনের স্থানান্তর; ৫. স্তরগত গতিশীলতা; ৬. কারবারগত গতিশীলতা।
পাঠ-৮, ৯ ও ১০: ১. ২টি; ২. তিনটি; ৩. আয়-ব্যয় = ০ হলে; ৪. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি; ৫. আয়ের ওপর; ৬. প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

মূলধন	মূলধন উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। সাধারণ অর্থে মূলধন বলতে টাকা-পয়সাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন বলতে শ্রমের মাধ্যমে তৈরি সেসব দ্রব্য সামগ্রীকে বোঝায় যা বর্তমানে ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে ভবিষ্যৎ উৎপাদনে সহায়তা করে।
সঞ্চয়	আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে।
স্থায়ী মূলধন	যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হলেও এদের কোনো ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় না, তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। স্থায়ী মূলধন বলতে, কলকারখানা, সেখানকার ভারি যন্ত্রপাতি, রেললাইন, সমুদ্রগামী জাহাজ, দালানকোঠাকে বোঝায়, যা উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহৃত হয়।
চলতি মূলধন	যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায় বা একবার ব্যবহার করলেই অন্য রূপ ধারণ করে তাকে চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধন ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় একবার ব্যবহারেই এর রূপগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন: তুলা থেকে সুতা তৈরি করলে তুলা আর তুলা থাকে না।
ব্যক্তিগত মূলধন	যেসব মূলধন ব্যক্তিবিশেষের মালিকানায় থাকে এবং সে তা হতে যে আয় করে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমন: ব্যক্তিগত জমি, ভবন, যানবাহন, কারখানা প্রভৃতি। তবে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সুনামও ব্যক্তিগত মূলধন হিসেবে স্বীকৃত।
জাতীয় মূলধন	দেশের সকল জনগণের সামগ্রিক বা যৌথ মূলধনের সমষ্টি হচ্ছে জাতীয় মূলধন। যেমন: দেশপ্রেম, কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যাংক-বিমা, বিমান বন্দর প্রভৃতি।
নিমজ্জিত মূলধন	যে মূলধনী দ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত এবং একটি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে আবদ্ধ বা নিমজ্জিত মূলধন বলে। যেমন: উইভিং মেশিন একমাত্র বস্ত্র নির্মাণ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এখন উইভিং মেশিন ক্রয়ে যে মূলধন ব্যবহৃত হয় তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।
বিনিয়োগ	অর্থনীতিতে নতুন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে অর্থলগ্নি করাকে বিনিয়োগ বলে।
ভোগ্য মূলধন	যেসব মূলধন উৎপাদন চলাকালে শ্রমিকদের ভরণ-পোষণ ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে ভোগ্য মূলধন বলা হয়। যেমন: শ্রমিকদের খাদ্য।
মূলধনের যোগান	মূলধনের যোগান বলতে জনগণের হাতে সংরক্ষিত সেই পরিমাণ অর্থকে নির্দেশ করে, যা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে নির্দিষ্ট সুদের হারে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকে।
মূলধনের গতিশীলতা	সাধারণ অর্থে মূলধনের স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। অর্থনীতিতে, মূলধন সামগ্রী এক স্থান হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকেই মূলধনের গতিশীলতা বলে।
অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা	একটি দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মূলধনের স্থানান্তরকে অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। যেমন- গাজীপুর থেকে ঢাকায় বা ঢাকা বিভাগ থেকে খুলনা বিভাগে কোনো মূলধন স্থানান্তর করা হলে তাকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে।
কারবারগত গতিশীলতা	অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক শিল্প বা কারবার থেকে অন্য শিল্প বা কারবারে মূলধন স্থানান্তর করা হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে।
মূলধন গঠন	যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত করা হয় তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলে।

মূলধন গঠনের হার

মূলধন গঠনের হার বলতে কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) মূলধন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১-২২ অর্থবছরে কোনো দেশে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯,০০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট মূলধনের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা, অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা, মূলধনের ক্ষতি বাবদ ব্যয় ৩০০ কোটি টাকা। ঐ সময়ে ঐ দেশে নিট মূলধনের পরিমাণ ১০০০ – ৩০০ = ৭০০ কোটি টাকা।

$\therefore$ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূলধন বৃদ্ধির হার $= \frac{৭০০ \times ১০০}{৯০০০}\% = ৭.৮\%$।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ মূলধনের ধারণা

প্রশ্ন-১. মূলধন কী? *[কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৯; সকল বোর্ড ১৮; য.বো. ১৭; দি. বো. ১৬; আলিম ১৯]*

উত্তর: মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন— যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং, কাঁচামাল, শস্যের বীজ প্রভৃতি।

প্রশ্ন-২. উৎপাদক মূলধন কী?

উত্তর: যে মূলধন উৎপাদন কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তাকে উৎপাদক মূলধন বলে।

■ মূলধনের প্রকারভেদ

প্রশ্ন-৩. ভাসমান মূলধন বলতে কী বোঝায়? *[য. বো. ১৬]*

উত্তর: যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিংবা বিভিন্নভাবে কাজে লাগে তাকে ভাসমান মূলধন বলে।

প্রশ্ন-৪. চলতি মূলধন কী? *[সি. বো. ১৬]*

উত্তর: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে।

প্রশ্ন-৫. স্থায়ী মূলধন কী?
[ঢা. বো. রা. বো. দি. বো. ১৯; আলিম ১৭]

উত্তর: যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা হলেও এদের কোনো ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. নিমজ্জমান মূলধন কাকে বলে? *[য. বো. ১৯; ব. বো. ১৭]*

উত্তর: যেসব মূলধন শুধু একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনের কাজে এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে।

■ মূলধনের গতিশীলতা

প্রশ্ন-৭. মূলধনের গতিশীলতা কাকে বলে? *[কু. বো. ১৭]*

উত্তর: মূলধন সামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকেই মূলধনের গতিশীলতা বলে।

■ মূলধন গঠনের উপায়

প্রশ্ন-৮. মূলধন গঠন কী? *[চ. বো. ১৭]*

উত্তর: মূলধন গঠন বলতে অধিক পরিমাণে মূলধন সামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

প্রশ্ন-৯. কোন দেশে সঞ্চয় প্রবণতা কম দেখা যায়? *[য. বো. ১৯]*

উত্তর: অনুন্নত দেশে সঞ্চয় প্রবণতা কম দেখা যায়।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. মূলধনের গতিশীলতা কীভাবে সৃষ্টি হয়? *[ব. বো. ১৭]*

উত্তর: মূলধনের স্থানান্তর হচ্ছে মূলধনের গতিশীলতা।
কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো বিশেষ অঞ্চলে সস্তায় শ্রম পাওয়া গেলে বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন নিয়ে যায়। একটি দেশের বা বিশেষ অঞ্চলে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নত থাকে তাহলে ওই অঞ্চলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার নতুন এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে বলে সেখানে মূলধন স্থানান্তরিত হয়।

প্রশ্ন-২. মূলধন কি একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ১৯; আলিম ১৮]*

উত্তর: হ্যাঁ, মূলধনকে একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান।

মূলধন অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে। তবে উৎপাদনে এ সাহায্য করার কাজটি মূলধন নিজে করতে পারে না। মূলধন মনুষ্যসৃষ্ট হওয়ায় মানুষের সহযোগিতায় তা উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া সংগঠকের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মূলধনের নিজস্ব কোনো কার্যক্ষমতা নেই। এজন্য মূলধনকে একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-৩. চলতি মূলধন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে একবার ব্যবহার হয় তাই চলতি মূলধন।

যেসব মূলধন উৎপাদনক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যরূপ ধারণ করে সেসবকে চলতি মূলধন বলে। যেমন— কাঁচামাল, পাট, তুলা, শ্রমিকের দৈনন্দিন খাদ্য ইত্যাদি চলতি মূলধন। কয়লা কোনো কারখানায় ব্যবহার করা হলে তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আবার শ্রমিক কারখানায় তার জন্য বরাদ্দ খাদ্য ভোগ করলে ঐ খাদ্য মূলধন না থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৪. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৭; দি. বো. ১৬; আলিম ২২, ১৯]*

উত্তর: মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ, যা উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মানুষের শ্রমে উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাই হলো মূলধন। এ অর্থে কারখানাঘর, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, গুদামঘর ইত্যাদি হলো মূলধন। কারণ এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট এবং এগুলো সরাসরি ভোগ করা যায় না; তবে মানুষ তার বুদ্ধি খাটিয়েও পরিশ্রম করে এগুলোকে অধিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে। তাই মূলধনকে উৎপাদনে উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

প্রশ্ন-৫. সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? *[চ. বো. ১৭]*

উত্তর: সুদের হার সঞ্চয়ের হ্রাস বৃদ্ধি করে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে

সুদের হারের পরিবর্তনের ফলে মূলধন গঠনের হারেও পরিবর্তন হয়। মূলধন গঠন মূলত নির্ভর করে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর, আর সঞ্চয় সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বেশি হলে মানুষ বেশি সঞ্চয় করে। বিনিয়োগকারীরা মূলধন হিসেবে সে টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। আর যদি সুদের হার কম হয় তাহলে সঞ্চয়ও কম হবে যার ফলে মূলধন গঠনের হারও কমে যাবে। সুতরাং বলা যায়, সুদের হার মূলধন গঠনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-৬. সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে?

[য. বো. ১৭; কু. বো., চ. বো. ১৭]

উত্তর: সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে, আর সঞ্চয় কমলে মূলধন কমে, এভাবেই সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আবার যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও হ্রাস পায়। সুতরাং সঞ্চয়ের সাথে মূলধন গঠনের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-৭. মূলধন গঠনের হার বলতে কী বোঝ?

উত্তর: মূলধন গঠনের হার বলতে কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ে মূলধন বৃদ্ধির হারকে বুঝায়।

সঞ্চয় হতে মূলধনের উৎপত্তি। সঞ্চয় বিনিয়োগে রূপান্তরিত হলে মূলধন গঠিত হয়। সুতরাং মূলধন গঠনের জন্য সঞ্চয়কে অবশ্যই মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের যে অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠা, যন্ত্রপাতির উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হলে মূলধন গঠিত হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যত বেশি হবে মূলধন গঠনের হারও তত বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন-৮. অর্থ ও মূলধন কি এক? ব্যাখ্যা করো।

[রা. বো., য. বো. ১৯]

উত্তর: অর্থ মূলধন হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে।

অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন ও মূল্যের পরিমাপক। অন্যদিকে, মূলধন হচ্ছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান, যা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনকে গতিশীল রাখতে অনেক ধরনের ব্যয় রয়েছে যার জন্য প্রয়োজন অর্থ। এক্ষেত্রে অর্থ সরাসরি ভূমিকা রাখছে। তাই অর্থ এখানে মূলধন। আবার, ব্যবহারগত তারতম্যের কারণে এ অর্থকেই আমরা মূলধন বলতে পারি না। যে অর্থ সঞ্চয় করে রাখা হয় অথবা ভোগের জন্য ব্যয় করা হয়, সেই অর্থ মূলধন নয়। অতএব, অর্থ যদি মুনাফা অর্জনে বিনিয়োগ করা হয়, যা উৎপাদনে অবদান রাখবে, তা মূলধন হিসেবে গণ্য হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মূলধন কী?
ক. ভোগের ব্যবহৃত উপাদান
খ. প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উপাদান
গ. সঞ্চয় গঠনের উপাদান
ঘ. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান

২. মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের বা বস্তুর যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হয়, তাকে কী বলে?
ক. সঞ্চয় খ. আয়
গ. মুনাফা ঘ. মূলধন

৩. যে মূলধন একবার ব্যবহৃত হলেই নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে কী বলে?
ক. স্থায়ী মূলধন খ. চলতি মূলধন
গ. নিমজ্জমান মূলধন ঘ. ঘূর্ণায়মান মূলধন

৪. যে মূলধন বহুদিন উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় তাকে কী বলে?
ক. স্থায়ী মূলধন খ. অস্থায়ী মূলধন
গ. নিমজ্জমান মূলধন ঘ. চলতি মূলধন

৫. ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক কী?
ক. মাথাপিছু আয় কম খ. সঞ্চয় কম
গ. মূলধন গঠন কম ঘ. শ্রমের মজুরি কম

৬. ব্যবহারের ভিত্তিতে মূলধন কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৭. কোনটি মূলধনের বৈশিষ্ট্য?
ক. জীবন্ত উপকরণ খ. অতীত শ্রমের ফল
খ. যোগান সময় সাপেক্ষ ঘ. ক্ষণস্থায়ী

৮. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কয়লা কোন ধরনের মূলধন?
ক. নিমজ্জিত খ. ভাসমান
গ. তরল ঘ. জাতীয়

৯. কোনটি মূলধনের কাজ?
ক. শ্রমের দক্ষতা সৃষ্টি
খ. শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি
গ. শ্রমের গতিশীলতা সৃষ্টি
ঘ. শ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি

১০. নিচের কোনটি সামগ্রিক মূলধনের উদাহরণ?
ক. রাইস মিল খ. রেলপথ
গ. সমুদ্রগামী জাহাজ ঘ. যন্ত্রপাতি

১১. কোন মূলধনের গতিশীলতা বেশি?
ক. ভাসমান খ. নিমজ্জমান
গ. ব্যক্তিগত ঘ. জাতীয়

১২. মূলধনের মালিকানা যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে তখন তাকে কোন মূলধন বলে?
ক. ব্যক্তিগত মূলধন খ. সামগ্রিক মূলধন
গ. আবন্ধ মূলধন ঘ. অনাবন্ধ মূলধন

১৩. সমাজের বা জনসাধারণের মালিকানায় যে মূলধন থাকে তাকে কোন মূলধন বলে?
ক. ব্যক্তিগত মূলধন খ. সামগ্রিক মূলধন
গ. আবন্ধ মূলধন ঘ. অনাবন্ধ মূলধন

১৪. 'সম্পদের পিতা হলো শ্রম আর মাতা হলো ভূমি।'— কে বলেছেন?
ক. উইলিয়াম পেটি খ. কেয়ার্নক্রস
গ. বমবাওয়ার্ক ঘ. অধ্যাপক পিগু

১৫. এক সময় কোনটিকে 'প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি' বলা হতো?
ক. মূলধন খ. শ্রম
গ. বিনিয়োগ ঘ. উৎপাদন

১৬. শিল্পোন্নয়ন মূলত মূলধনের কিসের ওপর নির্ভরশীল?
ক. বিনিয়োগ খ. শ্রম
গ. মূলধন ঘ. উৎপাদন

১৭. একটি সমুদ্রগামী জাহাজ কোন ধরনের মূলধন?
ক. জাতীয় মূলধন খ. ব্যক্তিগত মূলধন
গ. সামাজিক মূলধন ঘ. স্থায়ী মূলধন

১৮. উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
ক. জনসংখ্যা খ. বিনিয়োগ
গ. মূলধন ঘ. সঞ্চয়

১৯. মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া কয়টি স্তরে বিভক্ত?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২০. সরকারের কোন নীতি জনসাধারণের সঞ্চয় অভ্যাসকে প্রভাবিত করে?
ক. করনীতি খ. ভোগ নীতি
গ. ভর্তুকি নীতি ঘ. উৎপাদন

২১. কেয়ার্নক্রস মূলধনের কয়টি রূপ উল্লেখ করেন?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২২. সকল ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক/যৌথ মূলধনের সমষ্টি কোন মূলধন?
ক. ব্যক্তিগত মূলধন খ. সামগ্রিক মূলধন
গ. আবন্ধ মূলধন ঘ. জাতীয় মূলধন

২৩. কোনটি মূলধনের যোগানের নির্ধারক?
ক. সঞ্চয় খ. ভোগ
গ. বিনিয়োগ ঘ. জাতীয় আয়

২৪. মূলধন ব্যবহার করার জন্য মূলধন ব্যবহারকারী মূলধনদাতাকে কি প্রদান করে?
ক. খাজনা খ. মজুরি
গ. সুদ ঘ. মুনাফা

২৫. ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?
ক. স্থায়ী মূলধন
খ. চলতি মূলধন
গ. সংরক্ষণ তহবিল
ঘ. ব্যাংক তহবিল

২৬. নিচের কোনটি ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে?
ক. যন্ত্রপাতি খ. বিনিয়োগ
গ. ভূমি ঘ. মূলধন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৭. উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার বেশি হওয়ার কারণ—
i. সঞ্চয় গঠনের হার বেশি
ii. বিনিয়োগ সুবিধা বেশি
iii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে যদি—
i. সাম্রাজিক নিরাপত্তা থাকে
ii. সামাজিক অবকাঠামো উন্নত হয়
iii. বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. করিমের ১টি আম বাগান আছে। করিম সেখান থেকে আম খায়, প্রতিবেশীদের দেয় এবং বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। এক্ষেত্রে আম করিমের জন্য কোন ধরনের মূলধন?
i. ভোগ্য মূলধন
ii. অলাভজনক মূলধন
iii. উৎপাদক মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের স্তরগুলো হলো—
i. আর্থিক সঞ্চয়ের সৃষ্টি
ii. আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান
iii. আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধন দ্রব্যে রূপান্তর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১. মূলধন ব্যবহারের ফলে বাড়ে—
i. মাথাপিছু উৎপাদন
ii. শ্রমিকের মজুরি iii. জীবনযাত্রার মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩২. পুঁজিবাদী সমাজে আর্থিক স্বয় সৃষ্টি হয়—
i. ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে
ii. কারবারি প্রতিষ্ঠানের অবণ্টিত মুনাফা বিনিয়োগ না করে
iii. রাজস্ব উদ্বৃত্তের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. আবর্তিত মূলধনের বৈশিষ্ট্য—
i. এই মূলধন একবারই ব্যবহার হয়
ii. এই মূলধন ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয় না
iii. ব্যবহারের ফলে এর রূপগত পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. বাংলাদেশের মানুষের সঞ্চয়ের হার খুব কম হওয়ার কারণ হলো—
i. স্বল্প আয়
ii. পারিবারিক স্নেহ-মমতা
iii. ব্যাপক দারিদ্র্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫. সঞ্চয় কম হলে বিনিয়োগ কম হয়, বিনিয়োগ কম হলে –
i. মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়
ii. উৎপাদন কম হয়
iii. মূলধন গঠনের হারও কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রবি একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে পাঁচ বছর চাকরি করেছেন। তার অনেক দিনের ইচ্ছা তিনি একটি টেইলারের দোকান দেবেন। তাই তিনি মূলধন গঠনের জন্য অল্প অল্প করে সঞ্চয় করেছেন। জমানো টাকা দিয়ে সেলাই মেশিনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নতুন ব্যবসা শুরু করেন।

৩৬. রবির সেলাই মেশিনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিকে অর্থনীতির পরিভাষায় কী বলা হয়?
ক. যোগান খ. সঞ্চয়
গ. মূলধন ঘ. বিনিয়োগ

৩৭. রবির মূলধন বৃদ্ধি নির্ভর করেছে—
i. সঞ্চয়ের সামর্থ্য, সঞ্চয়ের ইচ্ছা
ii. উৎপাদন ক্ষমতা, প্রযুক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা
iii. বিনিয়োগের সুযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
M সিমেন্ট শ্রমিকদের জন্য কারখানা এলাকায় সম্প্রতি আবাসনের ব্যবস্থা করেছে এবং আরও দুটি উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে শেয়ার বাজারে দরপতন ঘটেছে। চলতি অর্থবছরে সরকার ব্যাংক হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৩৮. ব্যবহারের ভিত্তিতে M সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সংযোজিত মূলধন কোন ধরনের?
ক. নিমজ্জিত মূলধন খ. ভারসাম্য মূলধন
গ. ভোগ্য মূলধন ঘ. উৎপাদন মূলধন

৩৯. মালিক পক্ষ চিন্তিত কারণ—
i. প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের খরচ বেড়ে যাবে
ii. মূলধন বাজার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হবে
iii. মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪০ ও ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হাবিবুর রহমান ঢাকার সাভারে সোয়েটার কারখানা স্থাপনের জন্য একটি তিন তলা বিল্ডিং কেনেন। সেখানে আরও যন্ত্রপাতি স্থাপন করে তিনি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেন।

৪০. হাবিবুর রহমানের ক্রয় কৃত বিল্ডিংটি কোন ধরনের মূলধন?
ক. ভাসামন খ. চলতি
গ. স্থায়ী ঘ. আবদ্ধ

৪১. এ ধরনের মূলধনের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. বার বার ব্যবহার করা যায়
ii. দীর্ঘকালীন উৎস থেকে গৃহীত
iii. স্বল্পকালে বিবেচ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪২. নিচের কোনটি মূলধন? *[য. বো. ১৭; দি.বো. ১৬]*
ক. টাকা খ. স্বর্ণ
গ. লাঙল ঘ. ব্যাংক আমানত

৪৩. কোনটি মূলধনের বৈশিষ্ট্য? *[সি. বো. ১৯]*
ক. সক্রিয় খ. গতিহীন
গ. উৎপাদনশীল ঘ. চিরস্থায়ী

৪৪. মূলধন হলো 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— বক্তব্যটি কোন অর্থনীতিবিদের? *[কু. বো. ১৯; রা. বো., য. বো. ১৬; আলিম ১৭]*
ক. বম-বয়ার্ক খ. স্যামুয়েলসন
গ. চ্যাপম্যান ঘ. মার্শাল

৪৫. নিচের কোনটি মানুষের আয় দ্বারা সৃষ্ট উপাদান? *[য. বো. ১৯]*
ক. শ্রম খ. মূলধন
গ. ভূমি ঘ. সংগঠন

৪৬. মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে কয় ভাগ করা হয়? *[ব. বো. ১৯]*
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

৪৭. রাজশাহী থেকে খুলনায় মূলধনের স্থানান্তরকে কোন ধরনের গতিশীলতা বলা হয়? *[ব. বো. ১৯]*
ক. আঞ্চলিক খ. ভৌগোলিক
গ. স্তরগত ঘ. আন্তর্জাতিক

৪৮. রেলপথ কোন ধরনের মূলধন? *[চ. বো. ১৯]*
ক. উৎপাদক খ. নিমজ্জমান
গ. ভাসমান ঘ. ব্যক্তিগত

৪৯. বুনন যন্ত্র (Weaving machine) কোন ধরনের মূলধন? *[ঢা. বো. ১৯]*
ক. ঘূর্ণায়মান মূলধন খ. নিমজ্জিত মূলধন
গ. ভাসমান মূলধন ঘ. ব্যক্তিগত মূলধন

৫০. যে মূলধন একাধিক উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাকে কী বলে? *[দি. বো. ১৯]*
ক. চলতি মূলধন খ. ভাসমান মূলধন
গ. নিমজ্জমান মূলধন ঘ. স্থায়ী মূলধন

৫১. নিচের কোনটি নিমজ্জমান মূলধনের উদাহরণ? *[চ. বো. ১৭]*
ক. রেলপথ খ. বাড়ি
গ. বিদ্যুৎ ঘ. কাঁচামাল

৫২. ঢাকার ব্যবসায়ী তার গার্মেন্টস কারখানা চট্টগ্রামে স্থানান্তর করলেন। এক্ষেত্রে কোন ধরনের মূলধনের গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে? *[চ. বো. ১৭]*
ক. আন্তর্জাতিক খ. অভ্যন্তরীণ
গ. স্তরগত ঘ. শিল্পগত

৫৩. একজন শিক্ষক শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করলেন। এটি শ্রমের কোন ধরনের গতিশীলতা? *[য. বো. ১৭; দি.বো. ১৬]*
ক. ভৌগোলিক গতিশীলত
খ. স্তরগত গতিশীলতা
গ. শিল্পগত গতিশীলতা
ঘ. পেশাগত গতিশীলতা

৫৪. নিমজ্জমান মূলধন কোনটি? *[রা. বো. ১৭; আলিম ১৯]*
ক. বস্ত্র খ. কয়লা
গ. কাঁচামাল ঘ. সেলাই মেশিন

৫৫. রংপুর ও কুড়িগ্রামে প্রচুর পাট উৎপাদন হয়। পাটের বীজ কোন ধরনের মূলধন? *[য. বো. ১৬]*
ক. চলতি খ. স্থায়ী
গ. আবদ্ধ ঘ. সম্পত্তিগত

৫৬. নিচের কোনটি চলতি মূলধনের পর্যায়ভুক্ত? *[কু.বো.,সি.বো. ১৬]*
ক. সমুদ্রগামী জাহাজ খ. দালানকোঠা
গ. কাঁচামাল ঘ. বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু

৫৭. এক ফার্ম হতে অন্য ফার্মে মূলধন স্থানান্তরিত হলে, তাকে কী বলে? *[সি. বো. ১৯]*
ক. মূলধনের গতিশীলতা খ. মূলধনের গঠন
গ. মূলধনের চাহিদা ঘ. মূলধনের যোগান

৫৮. মূলধনের গতিশীলতা হলো— *[ঢা. বো. ১৯]*
ক. মূলধনের যোগান খ. মূলধনের চাহিদা
গ. মূলধন গঠন ঘ. মূলধন স্থানান্তর

৫৯. 'বঙ্গবন্ধু সেতু' কোন ধরনের মূলধনের অন্তর্গত? *[আলিম ১৮]*
ক. ভাসমান
খ. চলতি
গ. নিমজ্জমান
ঘ. স্থায়ী

৬০. মূলধন যোগানের উৎস কয়টি? *[সি. বো. ১৬]*
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৬১. বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে— *[রা. বো. ১৯]*
i. মোট ব্যয় বাড়ে
ii. গড় ব্যয় বৃদ্ধি থাকে
iii. উৎপাদন বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬২. উৎপাদনে মূলধনের কাজ হচ্ছে— *[য. বো. ১৬]*
i. কাঁচামাল ক্রয়
ii. শ্রমিক সংগ্রহ
iii. যন্ত্রপাতি ক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৩. নিমজ্জিত মূলধনের বৈশিষ্ট্য হলো— *[রা. বো. ১৭]*
i. এ মূলধন কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়
ii. এ মূলধনের ব্যবহার সীমিত
iii. বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৪. সেলাই মেশিন হলো— *[সি. বো. ১৭]*
i. স্থায়ী মূলধন
ii. নিমজ্জমান মূলধন
iii. ভাসমান মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৫. মূলধনের গতিশীলতার কারণে— *[চ. বো. ১৬]*
i. বিনিয়োগ বাড়ে
ii. আঞ্চলিক বৈষম্য কমে
iii. শ্রমের চাহিদা বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৬. সঞ্চয় নির্ভর করে— *[য. বো. ১৯]*
i. আয়ের ওপর
ii. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার ওপর
iii. সুদের হারের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৭. মূলধন গঠনের হার নির্ভর করে যার ওপর— *[য. বো. ১৭]*
   i. সুদের হার
   ii. বিনিয়োগের সুবিধা
   iii. সঞ্চয়ের ইচ্ছা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৬৮. মূলধন গঠন নির্ভর করে— *[কু. বো. ১৭; আলিম ১৭, ১৮]*
   i. সঞ্চয়ের সামর্থ্য
   ii. সঞ্চয়ের ইচ্ছা
   iii. বিনিয়োগের সুযোগ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সালাম সাহেব গাজীপুরে একখণ্ড জমি কিনে ৫ তলা একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। যেখানে আরও যন্ত্রপাতি স্থাপন করে সোয়েটার উৎপাদন করেন। *[সকল বোর্ড ১৮]*

৬৯. সালাম সাহেবের নির্মাণকৃত বিল্ডিংটি কোন ধরনের মূলধন?
   ক. ভাসমান   খ. স্থায়ী
   গ. চলতি   ঘ. আবদ্ধ

৭০. এ ধরনের মূলধনের বৈশিষ্ট্য হলো—
   i. বার বার ব্যবহার করা যায়
   ii. দীর্ঘকালীন উৎস থেকে এ মূলধন সংগৃহীত
   iii. দৃশ্যমান নয়
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশে ২০১৫ সালে মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি ডলার। ২০১৬ সালে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩০ ডলার হয়েছে। *[ঢা. বো. ১৭]*

৭১. উদ্দীপকের আলোকে মূলধন গঠনের হার কত?
   ক. ৫%   খ. ১০%
   গ. ১৫%   ঘ. ২০%

৭২. বাংলাদেশের মূলধন বৃদ্ধির কারণ কী?
   i. সঞ্চয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি
   ii. সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি
   iii. ভোগের ইচ্ছা বৃদ্ধি
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. জাকিরের দেশে ২০14 সালে মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০০০ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১২০০ কোটি টাকা হয়। কিন্তু ব্লেয়ারের দেশে মূলধন গঠনের হার প্রায় ৩৫% যেখানে মাথাপিছু আয় বেশি ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নত। *[ব. বো. ১৬]*

৭৩. মি. জাকিরের দেশে মূলধন গঠনের হার কত?
   ক. ১০%   খ. ২০%
   গ. ৩০%   ঘ. ৪০%

৭৪. ব্লেয়ারের দেশে মূলধন গঠনের হার বেশি হওয়ার কারণ—
   i. সঞ্চয় গঠনের হার বেশি
   ii. বিনিয়োগ সুবিধা বেশি
   iii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ঘ	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	গ	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	ক	১২	ক
১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	গ
২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ঘ	৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	গ
৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ঘ	৪০	গ	৪১	ক	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	খ
৪৯	খ	৫০	খ	৫১	ক	৫২	খ	৫৩	ঘ	৫৪	ঘ	৫৫	ক	৫৬	গ	৫৭	ক	৫৮	ঘ	৫৯	ঘ	৬০	খ
৬১	খ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	ক	৬৫	ঘ	৬৬	ঘ	৬৭	ঘ	৬৮	ঘ	৬৯	খ	৭০	ক	৭১	খ	৭২	ক
৭৩	খ	৭৪	ঘ																				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মূলধনের কার্যাবলি বর্ণনা করো।
২. কীভাবে মূলধন গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
৩. মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা করো।
৪. মূলধনের যোগানের বৈদেশিক উৎস কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৬. একটি আধুনিক ও মুক্ত অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের উপায় বর্ণনা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একরাম উল্লাহর বিস্কুটের একটি কারখানা আছে। বিস্কুট উৎপাদন করতে গিয়ে সে লক্ষ করে ইস্ট, চিনি, ময়দা ইত্যাদি জিনিস তাকে বারবার কিনতে হলেও বিস্কুট বানানোর যন্ত্রটি সে প্রথমাবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত একইভাবে ব্যবহার করছে।

ক. ভাসমান মূলধন কী? ১
খ. মূলধনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. একরাম উল্লাহ তার বিস্কুটের কারখানায় যে চলতি মূলধন ব্যবহার করে তার একটি কাল্পনিক তালিকা তৈরি করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একরাম উল্লাহর উপাদান খরচ ও বিস্কুট বানানোর যন্ত্রটির খরচের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২. সনেট সাহেব তার সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ বছর আগে ২০টি ফ্যান ক্রয় করেছিলেন। বর্তমানে প্রায় সবগুলো ফ্যান অকেজো হয়ে পড়েছে। সনেট সাহেব ভাবলেন উন্নতমানের ফ্যান ক্রয় করবেন যেন আরও বেশিদিন সেবা দিতে পারে। ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে তিনি ফ্যানের পাশাপাশি ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং অধিক লোক নিয়োগ দিলেন। আগামী বছর উৎপাদন বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদী।

ক. জাতীয় মূলধন কী? ১
খ. মূলধন গঠনের হার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে ফ্যান অকেজো হওয়ার সাথে মূলধনের কোন বৈশিষ্ট্যটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সনেট সাহেবের আশাবাদী হওয়ার সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩. মি. 'খ' এর নিকট ৮০ লক্ষ টাকা আছে। তিনি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ঢাকায় একটি প্লট কিনেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি দোকান ক্রয় করেন। দোকানে বিক্রয়ের জন্য ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য-সামগ্রী কিনেন। ১০ লক্ষ টাকায় গ্রামে একটি লিচু বাগান কিনেন এবং বাগানের চারাগাছ বাবদ আরো ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাকি টাকা মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় বাবাদ নিজের কাছে রেখে দেন। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*

ক. মূলধন কী? ১
খ. মূলধনের সঙ্গে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কী? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'খ' এর স্থায়ী ও চলতি মূলধনের একটি সারণি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধির কোনো সুযোগ আছে কি? মতামত দাও। ৪

৪. পঞ্চগড় জেলার দাইমুল সাহেবের চাকরির পাশাপাশি একটি পারিবারিক প্রকাশনা ব্যবসা আছে। সন্তোষজনক বেতন না পাওয়ায় তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৫০ লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পারিবারিক ব্যয়ের জন্য রাখেন। ১০ লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৫ লক্ষ টাকায় ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করেন। ১২ লক্ষ টাকায় ঐ দোকানে বিক্রয়ের জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনেন। অবশিষ্ট টাকায় একটি লিচু বাগান ক্রয় করেন। প্রকাশনা ব্যবসা লাভজনক না হওয়ার এ ব্যবসা ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে উক্ত টাকায় ভাড়ার উদ্দেশ্যে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন, যেটি বগুড়ায় দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে চলে। *[চ. বো. ২০১৬]*

ক. ভোগ্য মূলধন কী? ১
খ. খনির প্রাকৃতিক গ্যাস কেন মূলধন নয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দাইমুল সাহেবের স্থায়ী মূলধন চিহ্নিত করে তার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. জনাব দিপু একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী। এজন্য অর্থসংস্থান করতে হয়। যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কর্মচারীদের বেতন, মজুদ পণ্য, কাঁচামালের মূল্য, পরিবহন ব্যয় অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্যে মূলধনের প্রয়োজন। তিনি নিজস্ব তহবিল থেকে পুঁজির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চিন্তা করলেন আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত মূলধনের ওপর নির্ভরশীল।

ক. মালিকানার ভিত্তিতে মূলধন কত প্রকার? ১
খ. মূলধনের গতিশীলতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. জনাব দিপু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কোন কোন মূলধন ব্যবহার করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব দিপুর চিন্তার আলোকে মূলধনের বহুবিদ কাজের বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

৬. মি. আলম কুমিল্লায় একটি পাটকলের মালিক। কৃত্রিম আঁশের উদ্ভাবনের কারণে তিনি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হতে থাকেন। বিশ্বে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি দেখে তিনি তার পাট কলটি বিক্রয় করে দেন। শ্রমিক সহজলভ্য হওয়ায় তিনি গাজীপুরে একটি গার্মেন্টস কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। গার্মেন্টস কারখানাটি স্থাপন করতে গিয়ে তার অর্থ সংকট দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। *[আলিম ২০১৯]*

ক. মূলধন কী? ১
খ. "মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের মূলধনের গতিশীলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আলমের গার্মেন্টস কারখানাটি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কোন কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন? তোমার যুক্তি দাও। ৪

৭. জনাব ছাবের একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি প্রতি মাসে কারখানার বাড়ি ভাড়া বাবদ ১৫,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৫,০০০ টাকা এবং মেশিন মেরামত খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এছাড়া কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২০,০০০ টাকা প্রতি মাসে ব্যয় করেন। কিন্তু গত ৫ বছর যাবত তার প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। সম্প্রতি তিনি জানতে পারলেন রাজশাহীতে আমের জুসের কাঁচামাল সহজলভ্য এবং উৎপাদন ব্যয় কম। তাই তিনি আইসক্রিম ফ্যাক্টরির বন্ধ করে আমের জুস উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। এখন তার কারখানার উৎপাদিত আমের জুস বিদেশে রফতানি হচ্ছে। *[সি. বো. ২০১৯]*

ক. নিমজ্জমান মূলধন বলতে কী বোঝায়? ১
খ. সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মূলধনসমূহের ধরন চিহ্নিত করে পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. জনাব ছাবেরের মূলধন স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কোন উপাদানগুলো ভূমিকা পালন করেছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. করিম সাহেবের চাকরির পাশাপাশি কৃষি খামার আছে। তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ৮০ লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা পারিবারিক ব্যয়ের জন্য রাখেন। ১৫ লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি তৈরি করেন। ২০ লক্ষ টাকায় একটি কাপড়ের দোকান ক্রয় করেন। দোকানে বিক্রয়ের জন্য ১০ লক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করেন। অবশিষ্ট টাকায় তিনি একটি পুকুর ক্রয় করেন। কৃষি খামার বিক্রয় করে ভাড়ায় খাটানোর জন্য তিনি একটি ট্রাক্টর ক্রয় করেন। *[য. বো. ২০১৯]*

ক. নিমজ্জমান মূলধন কী? ১
খ. অর্থ কি মূলধন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. করিম সাহেবের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. মি. রউফ একটি মোটরসাইকেল কারখানার মালিক। ২০১৫ সালে তার প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা। মোটরসাইকেল উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় ২০১৬ সালে তিনি মূলধনের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করলেন। উক্ত সময়ে তার মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি সরকার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সুদের হার কমানো, সঠিক মুদ্রানীতি গ্রহণ, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[দি. বো. ২০১৯]*
ক. স্থায়ী মূলধন কাকে বলে? ১
খ. মূলধন কি একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. রউফ-এর নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকারের পদক্ষেপ যথেষ্ট কিনা? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. রহমান সাহেব একটি পাউরুটি কারখানার মালিক। বিভিন্ন কারণে তার কারখানার লোকসান দেখা দিলে তিনি কারখানার সাধারণ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ভারী ও হালকা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও শিল্পের কাঁচামাল স্থানান্তরিত করে তার ভাইয়ের কারখানায় স্থানান্তরিত করেন এবং ভাইয়ের কারখানা ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তারা এক সাথে ব্যবসায় করে উন্নতি লাভ করেন।
ক. মূলধনের যোগান কাকে বলে? ১
খ. মূলধন কীভাবে গঠিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মূলধনের উক্ত দিকটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. রাহেলা বেগম একজন ব্যবসায়ী। গ্রামে তার একটি ক্ষুদ্র কারখানা আছে যাতে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। পরের বছর এই কারখানায় মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল ১৮ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি সরকার ঘোষিত কিছু বিনিয়োগ বান্ধব শর্তে উৎসাহিত হয়ে, তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কারখানাটিকে শহরে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া তার ৫ লক্ষ টাকার সঞ্চয় পত্রও আছে।
ক. সঞ্চয় কী? ১
খ. যন্ত্রপাতি কি চলতি মূলধন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "ব্যাংক ঋণ না পেলেও রাহেলা বেগমের পক্ষে কারখানা স্থানান্তর সম্ভব"— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১২. জনাব রায়হান দীর্ঘদিন দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাস করেন। সেই সূত্রে কোরিয়ান নাগরিক মি. লি পিংয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। মি. পিং রায়হান সাহেবের নিকট থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং যৌথভাবে এ দেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে মি. রায়হান দেশে ফিরে আসেন এবং তার গ্রামের বাড়ির কিছু জমি বিক্রি করেন এবং সঞ্চিত সকল অর্থসহ মি. পিংয়ের সাথে যৌথভাবে ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায় একটি জুতা তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে যা একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। *[চ. বো. ২০১৯]*
ক. মূলধন কী? ১
খ. 'মূলধন সঞ্চয় দ্বারা সৃষ্ট'— বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে মি. লি পিংয়ের মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মূলধনের গতিশীলতা মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৩. জসিম উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ইটভাটার মালিকানা লাভ করে। সম্প্রতি দেশে পাকা ইমারত নির্মাণের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইটের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। এ বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য প্রথম পর্যায়ে সে ইট পোড়ানোর কাজে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করে। সর্বশেষে তার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে আরও কিছু নতুন মেশিন ক্রয় করে ইটভাটায় সংযোজন করে।
ক. ব্যক্তিগত মূলধন কী? ১
খ. সেগুন কাঠ দিয়ে খাট তৈরি কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জসিমের প্রথম পর্যায়ের কাজটি অর্থনীতির পরিভাষায় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জসিমের শেষের কাজটি মূলধন গঠনের সাথে কতটা সম্পর্কযুক্ত বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৪. প্রথম থেকেই তপনের ইচ্ছা নিজ উদ্যোগে কিছু করা। প্রাইভেট পড়িয়ে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ পরিহার করে ছাত্রজীবনেই সে ৩ লাখ টাকা সঞ্চয়

করে। লেখাপড়া শেষে যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে সে হাঁস ও ভেড়া পালনের প্রশিক্ষণ নেয়। সে তার জমানো টাকা থেকে ১ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র কেনে এবং বাকি ২ লাখ টাকায় হাঁস ও ভেড়ার খামার শুরু করে। প্রথম বছরে তার নিট মুনাফা হয় ৩ লাখ টাকা। এই টাকার মধ্যে সে আবার ২ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র কেনে এবং ১ লাখ টাকা তার খামারে বিনিয়োগ করে। গ্রামের পাশের বিলের পানিতে প্রচুর খাবার পেয়ে তার হাঁসের ব্যবসা জমে ওঠে। দ্বিতীয় বছরে এই ব্যবসা থেকে তার নিট লাভ হয় ৫ লাখ টাকা। তৃতীয় বছরে সে তার খামারের মূলধন ১৫ লাখ টাকায় উন্নীত করতে চায়। ব্যাংকও তাকে ৫ লাখ টাকা ঋণ দেয়। তৃতীয় বছরে তার নিট লাভ হয় ৯ লাখ টাকা। এই বছরে সে কোনো ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেনি। *[ঢা. বো. ২০১৯]*

ক. স্থায়ী মূলধন কী? ১

খ. 'মূলধন হচ্ছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. তপনের পক্ষে কি তৃতীয় বছরের কাঙ্ক্ষিত মূলধন জোগাড় করা সম্ভব? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সহায়তাসমূহ তপনের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. জোবেদা বেগমের দেশের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট মূলধন ছিল ১৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন বিনিয়োগের ফলে মোট মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ হাজার কোটি টাকা। ওই সময়ে মূলধনের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা। সম্প্রতি জোবেদা বেগমের দেশের সরকার ব্যাংক ও পোস্ট অফিসে বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের সুদের হার ১০% থেকে কমিয়ে ৮% করেছে। *[রা. বো. ২০১৯]*

ক. স্থায়ী মূলধন কী? ১

খ. অর্থ ও মূলধন কি এক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে জোবেদা বেগমের দেশের মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী জোবেদা বেগমের দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে উক্ত দেশের সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. শিমুল তার ক্লাসে অর্থনীতির শিক্ষকের নিকট থেকে জানতে পারলো, বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মূলধনের স্বল্পতা। সে আরও জানতে পারে- নিম্ন মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান, দুর্বল অবকাঠামো, সুশাসনের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি মূলধন গঠনকে বাধাগ্রস্ত করেছে। শিক্ষক ক্লাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। *[ব. বো. ২০১৯]*

ক. মূলধন কী? ১

খ. মূলধন গঠন সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো কীভাবে মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের মূলধন গঠন কীভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৭. কামাল সাহেব স্বল্প পুঁজি নিয়ে ঢাকা শহরে একটি পোল্ট্রি শিল্প স্থাপন করে। উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণে লাভ করতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি কাঁচামাল ও শ্রমের সহজলভ্যতার কারণে শহর ছেড়ে গ্রামে পোল্ট্রি শিল্প স্থানান্তর করেন। এতে গ্রামের কিছু বেকার লোকেরও কর্মসংস্থান হয় এবং তিনিও লাভবান হন। *[য. বো. ২০১৭]*

ক. মূলধন কী? ১

খ. সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে? ২

গ. কামাল সাহেবের গ্রামে লাভবান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কামাল সাহেবের শহরেও পোল্ট্রি শিল্পে লাভবান হওয়ার উপায় আছে কি? মতামত দাও। ৪

১৮. মনির সেদিন তার ক্লাসের অর্থনীতির শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারলো বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মূলধনের স্বল্পতা। শিক্ষকের কথা থেকে তার ধারণা হয়েছে দেশের লোকদের আর্থিক সঞ্চয়ের মধ্যেই এর সমাধান নিহিত। সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত মূলধনই মূলধনের স্বল্পতা দূর করতে পারে।

ক. বিনিয়োগ কী? ১

খ. মূলধন গঠন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সঞ্চয় বাড়াতে গেলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে মনিরের বক্তব্যের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মনিরের ধারণায় সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনের স্বল্পতা দূর করতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯. 'A' একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বল্প মাথাপিছু আয়, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের স্বল্পতা, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, বিনিয়োগের বিরূপ পরিবেশ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'B' দেশে ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১,৫০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। ২০১৭ সালের জুন মাসে দেশটির মোট মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮০,০০০ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে দেশটির মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৩,০০০ কোটি টাকা। *[আলিম ২০১৮]*

ক. সঞ্চয় কী? ১

খ. মূলধনকে কেন নিষ্ক্রিয় উপাদান বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে 'B' দেশের মোট মূলধন গঠন ও প্রকৃত মূলধন গঠনের পরিমাণ বের করো। ৩

ঘ. 'A' দেশের মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাগুলো কীভাবে দূর করা যায় তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২০. সফিক সাহেব একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। তিনি প্রাথমিক মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা নিয়ে উৎপাদন কাজ শুরু করেন। কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ১,০০,০০০ টাকা এবং অবচয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সুতা আমদানির ওপর শুল্ক হ্রাস, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সফিক সাহেব তাঁর মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হলেন।

ক. চলতি মূলধন কী? ১

খ. শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ততা কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সফিক সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উদ্যোগসমূহ সফিক সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২১. প্রবাসে কর্মরত লিমন তার সহকর্মীকে বলেন, তার দেশের সরকার তৃতীয় সমুদ্রবন্দর নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এটি হবে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর। তবে বন্দরের নাব্যতা কম থাকায় ক্যাপিটাল ড্রেজিং ছাড়া তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ। এ অবস্থায় বেলজিয়ামের জান্দেনুল কোম্পানিকে নিয়ে যৌথ কোম্পানি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। তিনি আরও বলেন, এটি নির্মাণের মাধ্যমে তার দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হবে। *◀১ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. জাতীয় মূলধন কী? ১

খ. দক্ষ মানবসম্পদ কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সমুদ্রবন্দরটি উৎপাদনের কোন উপকরণ? দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. লিমনের দেশে যে অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. রাজু একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করে। তার স্বপ্ন ছিল নিজের একটি গাড়ি হবে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সে প্রতি মাসে বেশকিছু টাকা ডিপোজিট হিসেবে রাখে। যদিও তার পরিবারের সদস্যরা এতে সন্তুষ্ট নয়। তবে সে তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে মনে করে নিজের মেধা ব্যয়ের দ্বারা উপার্জিত অর্থের কার্যকর ব্যবহার করা উচিত। *◀৫ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা কী? ১

খ. অনুৎপাদনশীল শ্রম কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে শ্রমের কোন বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বপ্ন বাস্তবায়নে রাজুর অর্থ জমানো মূলধন গঠনের কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তা বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৭

সংগঠন

Organization

স্যার ফজলে হাসান আবেদ (১৯৩৬-২০১৯)

প্রধান প্রধান শব্দ

- সংগঠন
- সংগঠক
- সরকারি সংগঠন
- বেসরকারি সংগঠন
- একমালিকানা কারবার
- অংশীদারি কারবার
- যৌথ মূলধনী কারবার
- সমবায় প্রতিষ্ঠান
- এনজিও
- ব্র্যাক
- আশা

আজকের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ভিত্তি হলো সংগঠক বা উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকা। দেশে প্রাপ্ত সম্পদ ও মানবসম্পদকে ব্যবহার করে এবং নিজেদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। এজন্য যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় সংগঠন ও সংগঠকদের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর বাংলাদেশের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সংগঠন এবং সংগঠকদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- সংগঠনের ধারণা
- সংগঠন ও উদ্যোক্তার কার্যাবলি
- বিভিন্ন প্রকার সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- সংগঠন হিসাবে এনজিওর ভূমিকা
- বিভিন্ন ধরনের সংগঠন/সংস্থা

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	সংগঠনের ধারণা ও এর বৈশিষ্ট্য; সংগঠক বা উদ্যোক্তা ও সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি
পাঠ ২	সংগঠকের কার্যাবলি; সংগঠক ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৩	বিভিন্ন প্রকার সংগঠন; সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান; সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য; সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ ৪	ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান; একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য; একমালিকানা কারবারের সুবিধা; একমালিকানা কারবারের অসুবিধা
পাঠ ৫	অংশীদারি কারবার; অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য; অংশীদারি কারবারের সুবিধা; অংশীদারি কারবারের অসুবিধা
পাঠ ৬	যৌথ মূলধনী কারবার; যৌথ মূলধনী কারবারের গঠন প্রণালি; যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধন সংগ্রহ; যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য; যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ ৭	স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান; সমবায় প্রতিষ্ঠান; সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি; সমবায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা; সমবায় প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা; বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানের অবদান
পাঠ ৮	সংগঠন হিসেবে এনজিও-র ভূমিকা; এনজিও সংগঠনের প্রকারভেদ
পাঠ ৯	বাংলাদেশে এনজিও-র ভূমিকা; বাংলাদেশের গ্রাম উন্নয়নে এনজিও'র কার্যক্রম
পাঠ ১০	বাংলাদেশে কতিপয় এনজিও-র কার্যক্রম

পাঠ ১ সংগঠনের ধারণা ও এর বৈশিষ্ট্য; সংগঠক বা উদ্যোক্তা ও সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি

৭.১ সংগঠনের ধারণা (Concept of Organization)

Organization শব্দটি Organ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। তবে এটি ব্যবসায়ে নিয়োজিত অঙ্গ বা সামগ্রীকেও বোঝায়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর মধ্যে সংগঠন অন্যতম। ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সংগঠন। উৎপাদনের উপকরণগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে ভূমির প্রয়োজনীয়তা, সঠিকভাবে ভূমির ব্যবহার, শ্রম বিভাজন, শ্রমিকের দক্ষতা নির্ধারণ, শ্রম নিবিড়তা, মূলধন নিবিড়তা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়। এই সমন্বয়ের কাজটি করে থাকে সংগঠন। সুতরাং, দক্ষতার সাথে উৎপাদনের উপকরণের সমন্বয় সাধনকে সংগঠন বলা হয়।

- অধ্যাপক মিলওয়ার্ড-এর মতে, "কর্ম ও কর্মীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ককে সংগঠন বলে।" অধ্যাপক মার্শাল-এর মতে, "সংগঠক হলো শিল্পের চালক (Captain of the industry)।"

সুতরাং, **উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন এবং উৎপাদনে নিয়োগ করার উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাকে সংগঠন বলে।**

৭.২ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Organization)

সংগঠন হলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত এমন কর্মপ্রক্রিয়া যেখানে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও কার্যাবলি নির্ধারণপূর্বক সেগুলোকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত করা হয় এবং যেখানে দায়িত্ব নির্ধারণ করে তা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। তাই কোনো সংগঠন আদর্শ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত হতে হলে তাতে বেশকিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। যথা-

১. **লক্ষ্যাভিমুখী:** সংগঠন অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানভেদে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা দেখা দেয়। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে সংগঠন কাঠামোতেও ভিন্নতা আসে। তাই আদর্শ সংগঠনে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যবিন্যাস, কর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য বণ্টন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণসহ যাবতীয় কাজ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে পরিচালিত হতে হয়।

২. **দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সুস্পষ্টতা:** প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মীদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই নিজস্ব করণীয় সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে ও পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। এতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও সহজ হয়।

৩. **কর্ম বিভাজন:** আদর্শ বা উত্তম সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি শনাক্তকরণ, প্রকৃতি অনুযায়ী বিভক্তকরণ এবং বিভাজিত কার্যাবলিকে কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী বণ্টন। এর ফলে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় এবং কর্মীদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়।

৪. **কাম্য ব্যবস্থাপনা:** আদর্শ সংগঠনে ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী উক্ত ব্যবস্থাপকের অধীনে কতজন শ্রমিক কর্মী কাজ করবে তার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, যা কাম্য ব্যবস্থাপনা পরিসর হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৫. **দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ভারসাম্য রক্ষা:** আদর্শ সংগঠনের মাধ্যমে বণ্টিত কার্যাবলিতে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারসাম্য থাকে এবং এতে আদেশের ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তি তথা কর্মী অধিক কর্মভারগ্রস্থ অথবা কর্মহীন অবস্থায় থাকে না অথবা কর্মীকে একাধিক নির্বাহীর আদেশ পালন করতে হয় না।

৬. **যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা:** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পক্ষের মধ্য তথ্য বা সংবাদের বিনিময় বা আদান-প্রদানকে যোগাযোগ বলে। আদর্শ সংগঠনের সর্বস্তরে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। পাশাপাশি এতে সর্বত্র কর্মীদের আনুগত্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

৭. **উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার:** একটি আদর্শ সংগঠনে প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার উপায়-উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা থাকে। এর ফলে সকল মানবীয় ও অমানবীয় উপকরণকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সর্বদা নিয়োজিত রাখা যায়। এতে অপচয় হ্রাস পায় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে সাফল্য অর্জন সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

৮. **নমনীয়তার সুযোগ:** উত্তম সংগঠনে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে উপদেষ্টা বা বিশেষায়িত কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে বা নিয়োগ দেয়ার সুযোগ বিদ্যমান থাকে। পাশাপাশি পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনের নিরিখে সংগঠনের কাঠামোতে পরিবর্তন করার সুযোগও এতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংগঠন প্রণয়ন করা হয়। তবে কোনো সংগঠনকে আদর্শ বা উত্তম সংগঠন বলে বিবেচিত হতে হলে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি সম্বলিত হতে হবে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭.৩ সংগঠক বা উদ্যোক্তা (Organizer or Entrepreneur)

১৭২৩ সালে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত একটি অভিধান 'Dictionaire Universal De Commerce' এ সর্বপ্রথম 'Entreprendre' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'Entreprendre' শব্দটির ইংরেজি শব্দ হলো Entrepreneur, যার অর্থ কোনো কিছু করার দায়িত্ব গ্রহণ (To Undertake)। ১৯৩৩ সালে ফ্রান্সে এ সম্পর্কে বলা হয় যে, একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিশেষভাবে মূলধন ও শ্রমিকের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন, তিনি উদ্যোক্তা। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের নিমিত্তে সর্বপ্রকার ঝুঁকি বহন করে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাকে বা তাদেরকে উদ্যোক্তা বলে।

উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজটি সঠিকভাবে যে ব্যক্তি পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলা হয়। সংগঠক বা উদ্যোক্তা ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। অর্থনীতির প্রধান বা অন্যতম সমস্যা– কী পরিমাণ, কীভাবে, কার জন্য উৎপাদন করা হবে এবং কীভাবে বণ্টন করা হবে তা নির্ধারণ করে থাকেন সংগঠক। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ওপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। দক্ষ সংগঠক প্রতিষ্ঠানের সফলতা নিশ্চিত করতে পারেন। তাই অধ্যাপক মার্শাল সংগঠককে 'Captain of the industry' বা শিল্পের চালক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারবারে পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবসায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকি বহনের সার্বিক দায়িত্ব সম্পাদনের নৈপুণ্য উদ্যোক্তার থাকতে হয়।

সুতরাং, **যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে একত্রিত করে উদ্যম, কর্মস্পৃহা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রেরণার সাহায্যে সংগঠনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসার লক্ষ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।** সংগঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী উদ্যোক্তাই সংগঠক, ব্যবস্থাপক, নিয়ন্ত্রক, ঝুঁকিবাহক বা ব্যবসায়ের মালিক বা শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

৭.৪ সফল সংগঠক বা উদ্যোক্তার গুণাবলি (Qualities of a Good Organizer or Entrepreneur)

সংগঠক বা উদ্যোক্তার যোগ্যতা ও গুণাবলির ওপর সংগঠনের সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে। এজন্যই উদ্যোক্তার গুণাবলি ও যোগ্যতার কারণে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বৃহৎ ব্যবসায় রূপ নেয়। আবার দক্ষতার অভাবে বৃহৎ ব্যবসায় ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বাস্তবে এসবের জ্বলন্ত প্রমাণ ও উদাহরণ বিদ্যমান। তাই একজন সফল উদ্যোক্তার যেসব গুণাবলি থাকা আবশ্যক তা হলো:

১. **সাংগঠনিক সক্ষমতা:** সফল উদ্যোক্তার জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য। তা না হলে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

২. **উদ্যোক্তার আকাঙ্ক্ষা:** তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী ব্যক্তিরা শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। কারণ, আকাঙ্ক্ষা অর্জনের তীব্র চাহিদা তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে প্রেরণা যোগায়।

৩. **বুদ্ধিমত্তা:** উপস্থিত ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্যোক্তাকে চৌকস ও বুদ্ধিমান হতে হবে। কারণ, সামান্য পুঁজি ও সম্পদ নিয়ে অনেকে বুদ্ধিমত্তার গুণে সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন।

৪. **নেতৃত্বের যোগ্যতা:** একজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি থাকতে হবে।

৫. **ঝুঁকি গ্রহণ:** একজন সফল উদ্যোক্তাকে সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা নিয়েই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়।

৬. **কর্মে দৃঢ়তা:** একজন সফল উদ্যোক্তা সুদৃঢ়ভাবে কর্মে নিয়োজিত থাকেন এবং কর্মে জয়লাভ করেই ক্ষান্ত হন।

৭. **স্বাধীনচেতা:** একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনচেতা থাকেন। অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা তিনি পছন্দ করেন না।

৮. **সৃষ্টিশীলতা:** উদ্যোক্তা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন। একজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যে সৃজনশীলতা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

৯. **দূরদর্শিতা:** সফল উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ হলো দূরদর্শিতা। এর মাধ্যমেই একজন উদ্যোক্তা বর্তমানে ভবিষ্যৎকে পরিগণনা করেন।

১০. **বিবিধ গুণাবলি:** এসব গুণাবলির পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঠিকতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অধ্যবসায়, ভালো চরিত্র, পূর্ব অভিজ্ঞতা, সততা ইত্যাদি গুণাবলি একজন সফল ও আত্মবিশ্বাসী উদ্যোক্তার মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে সংগঠনের অর্থ কী?
২. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে? *[ঢা. বো. ২০১৯]*
৩. কিছু উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজকে কী বলা হয়? *[দি. বো. ২০১৭]*
৪. উদ্যোক্তাকে Captaion of the industry বলেছেন কে?
৫. সংগঠক উৎপাদনের কয়টি উপাদানের সাথে সমন্বয় সাধন করেন?
৬. উৎপাদনের কোন উপকরণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঞ্জিন বা চালিকাশক্তি বলা হয়?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

একজন সফল সংগঠক বা উদ্যোক্তার গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২ সংগঠকের কার্যাবলি; সংগঠক ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে পার্থক্য

৭.৫ সংগঠক বা উদ্যোক্তার কার্যাবলি (Functions of an Organizer or Entrepreneur)

একজন দক্ষ সংগঠক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান দক্ষভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করেন। নিচে তা আলোচনা করা হলো—

১. **পরিকল্পনা প্রণয়ন:** কীভাবে উৎপাদন করা হবে, ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মিশ্রণ কীরূপ হবে, উৎপাদিত দ্রব্যটি কী হবে, কী ধরনের শ্রমিক নির্ধারণ করা হবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উদ্যোক্তাকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

২. **লক্ষ্য নির্ধারণ:** উৎপাদিত দ্রব্যের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য কতটুকু দ্রব্য উৎপাদন করা উচিত, উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে কীভাবে উৎপাদন খরচ নিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। এরূপ সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তাকে নিতে হয়।

৩. **উপকরণের সমন্বয়সাধন:** উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি, শ্রম ও মূলধন এ তিনটি উপকরণের সমন্বয়সাধন করেন সংগঠক। উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষ শ্রমিক নির্ধারণ করে এবং উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন। তাই আমেরিকান রাজনৈতিক ও অর্থনীতিবিদ জোসেফ এ সুমপিটার (১৮৮৩-১৯৫০) উদ্যোক্তাকে 'Engine of economic development' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. **মূলধন সংগ্রহ:** ব্যাংকের সুদের হার এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হারের সাথে নিজের মূলধনের সমন্বয় সাধনের কাজ উদ্যোক্তাকে করতে হয়।

৫. **শ্রম বিভাজন:** শ্রমবিভাগ বা শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে শ্রমিকদের উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত কাজের জবাবদিহিতা সৃষ্টি করতে পারলে সময়ের অপচয় রোধ হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের মান এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে একজন উদ্যোক্তা শ্রম বিভাজন করে থাকেন।

৬. **ঝুঁকি গ্রহণ:** উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যেকোনো সময়ে লোকসান দেখা দিতে পারে। এই সম্ভাবনা ধরে নিয়েই উদ্যোক্তা অগ্রসর হন। উদ্যোক্তার পর্যবেক্ষণ বা কর্মপ্রক্রিয়া সঠিক হলে, সে মুনাফা অর্জন করবে। অন্যথায় কারবারে লোকসান দেখা দিবে।

৭. **তত্ত্বাবধান:** সংগঠকের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে শ্রমিক ও কর্মচারীদের উৎপাদনের পরিমাণ বা কাজের পরিমাণ। তাই সংগঠককে দক্ষতার সাথে তত্ত্বাবধান করতে হয়।

৮. **পণ্য বাজারজাতকরণ:** উদ্যোক্তাকে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এজন্য উদ্যোক্তাকে ভোক্তার রুচি ও পছন্দের ওপর দৃষ্টি রেখে পণ্য বাজারজাতকরণ করতে হয়।

৯. **আয় বণ্টন:** উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে উদ্যোক্তা আয় করে থাকেন। উপার্জিত আয় উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হবে বা কোন অনুপাতে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে তা উদ্যোক্তা নির্ধারণ করে থাকেন।

১০. **সর্বনিম্ন খরচ:** কম খরচে কীভাবে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, সেজন্য প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের পরিবর্তন আনা উচিত তা উদ্যোক্তাকে নির্ধারণ করতে হয়।

১১. **নতুনত্ব:** উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত পরিবর্তনের ওপর উদ্যোক্তাকে নজর রাখতে হয়। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী উদ্যোক্তাকে উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে নতুনত্ব আনতে হয়। অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্কের মতে, "উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হলো উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে তা প্রবর্তন করা।"

১২. **বিজ্ঞাপন ও প্রচার:** উৎপাদিত দ্রব্যের গুণাগুণ, উপকারিতা সম্পর্কে ভোক্তা অবহিত না হলে দ্রব্য ক্রয়ে ভোক্তারা অনিচ্ছুক থাকবে। সেজন্য উদ্যোক্তাকে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তার উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে ভোক্তাদের অবহিত করতে হয়।

১৩. **মুনাফা অর্জন:** উদ্যোক্তার মূল উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। তিনি উদ্যোগ গ্রহণ, উৎপাদন কার্য পরিচালনা এবং ঝুঁকি বহনের পারিতোষিক হিসাবে মুনাফা অর্জন করেন।

১৪. **বাজার সৃষ্টি:** বিশ্ববাজার ধারণা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে উদ্যোক্তার পণ্য বিপণন নিজ অঞ্চলে বিস্তারের পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বের বাজারে উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে সহজেই উদ্যোক্তা তার প্রয়োজনমতো বাজার সৃষ্টি করতে পারেন।

১৫. **ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি:** উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যের প্রতি ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধির কাজটি উদ্যোক্তাই করে থাকেন।

সুতরাং, বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বা উদ্যোক্তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৭.৬ সংগঠক বা উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between an Organizer or Entrepreneur and Manager)

যদিও অনেকে উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা— অর্থনৈতিক এ পদবাচ্য দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন, প্রকৃত অর্থে উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা এক বিষয় নয়। তেমনিভাবে, উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকও ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট দুটি পৃথক বিষয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জোসেফ এ সুমপিটার উদ্যোক্তাকে ব্যবস্থাপক থেকে আলাদাভাবে দেখেছেন। তার মতে, উদ্যোক্তা উৎপাদনের উপাদানসমূহের সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এবং মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, ব্যবস্থাপক চলমান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং দেখা যায়, উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক শব্দ দুটির অর্থ ভিন্নতর। নিচে উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকের মধ্যকার প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. **কার্য:** উদ্যোক্তা নতুন কোনো পণ্য বা ধারণার উদ্ভাবন, নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন, নতুন বাজার সৃষ্টি, কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান লাভ অথবা নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে, উদ্যোক্তা বা অন্য কারো দ্বারা স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে ও দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে ব্যবস্থাপক তার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্ম প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেন।

২. **মর্যাদা:** উদ্যোক্তা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। কিন্তু ব্যবস্থাপক হলেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা বিশেষ।

৩. **ঝুঁকি গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত সকল ঝুঁকি গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী বিধায় এরূপ কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করেন না।

৪. **উদ্ভাবন:** ক্রেতা বা ভোক্তার নিত্যনতুন চাহিদার সন্তুষ্টি অর্জনে কোন পণ্য কীভাবে উৎপাদন হবে উদ্যোক্তা সে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এজন্য উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবক বলা হয়। অপরদিকে, ব্যবস্থাপক উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রণীত ব্যবসায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। অর্থাৎ তিনি উদ্যোক্তার ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করেন মাত্র।

৫. **অন্যের ওপর নির্ভরতা:** কর্মসম্পাদনে উদ্যোক্তাগণ সাধারণত অন্যের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হতে পছন্দ করেন না। তারা আত্মনির্ভরশীল এবং নিজ প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জনে বিশ্বাসী। অপরপক্ষে, 'Management is getting thing done through others' অর্থাৎ অন্যের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়াই ব্যবস্থাপনা। তাই ব্যবস্থাপকগণ কার্যসম্পাদনে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন এবং অন্যের ওপর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করেন।

৬. **প্রতিক্রিয়া:** উদ্যোক্তাগণ তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল আশা করেন না। কার্যসম্পাদনে তারা বারবার প্রচেষ্টা চালান এবং সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে কাজ করেন। কিন্তু ব্যবস্থাপকগণ কার্যসম্পাদনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল পেতে চান এবং প্রতিক্রিয়া বা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংশোধন করেন।

উপরের আলোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপনা প্রকৃতি, অবস্থান ও কার্য সম্পাদনগত দিক থেকে আলাদা প্রকৃতির। তবে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, একজন উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু একজন ব্যবস্থাপক হয়তো উদ্যোক্তার ভূমিকায় সফল নাও হতে পারেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন অর্থনীতিবিদ সংগঠককে 'Engine of Economic Development' বলেছেন?

২. উৎপাদিত দ্রব্যের মান এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে একজন উদ্যোক্তা কী করে থাকেন?

৩. উৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ করেন কে?

৪. উদ্যোক্তার কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য কী

৫. "উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হলো উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে তা প্রবর্তন করা।" উক্তিটি কার?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সংগঠক এবং ব্যবস্থাপকের মধ্যে ৩টি পার্থক্য ছকে উপস্থাপন করো।

গ. বাড়ির কাজ

রাশেদা বেগম একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারী উদ্যোক্তা। এইচএসসি পাস করার পর তার মাথায় ব্যবসায়িক চিন্তা আসে। মায়ের অনুপ্রেরণায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক-বাটিক ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়ার পর মাত্র দশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। এরপর আর তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। বর্তমানে তার তৈরি করা কাপড় দেশের বিভাগীয় শহরের বড় বড় শপিং মলে বিক্রি হচ্ছে।

১. রাশেদা বেগমের মধ্যে সফল উদ্যোক্তার কোন গুণগুলো খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

২. উদ্যোক্তা হিসাবে রাশেদা বেগম কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন তা বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ৩ বিভিন্ন প্রকার সংগঠন; সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান; সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য; সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা

৭.৭ বিভিন্ন প্রকার সংগঠন (Different Types of Organization)

প্রতিনিয়তই সংগঠনের রূপ, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, আয়তন, আকার, সুবিধার কর্মকাণ্ডের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হচ্ছে। মালিকানা, আয়তন, গঠন পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগঠনের প্রকারভেদ নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

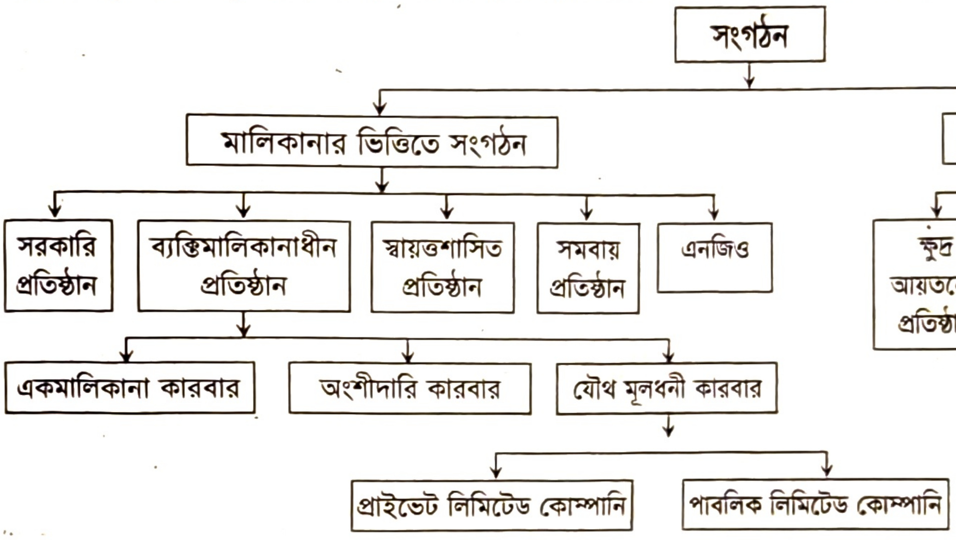

চিত্র: সংগঠনের প্রকারভেদ

৭.৮ সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Public or State-owned Business Enterprise)

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে গঠিত হতে পারে অথবা ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে আংশিক বা সম্পূর্ণ জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতো মুনাফা অর্জন এরূপ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন ও জনগণের কল্যাণ সাধনই এরূপ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়ও অনেক শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে সরকারি হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা থেকে ব্যাংক, বিমাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করে। অবশ্য নানাবিধ সমস্যা ও ত্রুটির কারণে ইতোমধ্যে আবার অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

- **প্রফেসর হ্যানসন** (Professor Hanson) বলেন, "State enterprise is the operation of commercial or industrial undertaking by the state." অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বাণিজ্যিক বা শিল্পসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

৭.৯ সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Public or State-owned Business Enterprise)

দেশের সরকার জনকল্যাণের স্বার্থ বিবেচনা করে কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গড়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যা নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত:** সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারে। রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধ্যাদেশ অথবা জাতীয় সংসদে বিশেষ আইন পাসের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

২. **রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ:** সাধারণত এরূপ ব্যবসায় ১০০% মালিকানা সরকারের হয়ে থাকে। তবে যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫১% শেয়ার সরকারের এবং অবশিষ্ট সর্বোচ্চ ৪৯% শেয়ার বেসরকারি মালিকানায় থাকতে পারে। ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ আনুপাতিক হারে সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে।

৩. **স্বায়ত্তশাসন:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন (Autonomous) ভোগ করে থাকে। বিশেষ অধ্যাদেশ ও আইনের মাধ্যমে এগুলো পরিচালিত হয়।

৪. **রাষ্ট্রীয় পরিচালনা:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধরন অনুযায়ী সরকারি বিভাগীয় সংগঠনগুলো মন্ত্রণালয় বা সরকারি বিভাগের অধীনে এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলো সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাহী ও পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

৫. **আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার ভার সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত থাকে। সাধারণত সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়, এগুলোর ব্যবস্থাপনায়ও তার প্রভাব দেখা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও এদের অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতো কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৭.১০ সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা
(Advantages of Public or State-owned Business Enterprise)

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন এবং জনগণের কল্যাণ সাধন করা। নিচে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো—

১. **আয়ের সুষম বণ্টন:** ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা ব্যবসায়িদের নিকট জমা হতে থাকে। এতে সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং দেশের কতিপয় ব্যক্তির হাতে অধিকাংশ সম্পদ চলে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সমাজের ধনবৈষম্য দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

২. **একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ:** একচেটিয়া ব্যবসায় চলতে থাকলে সাধারণ জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় ও ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। এরূপ অবস্থা রোধ করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা পায়।

৩. **জাতীয় নিরাপত্তা:** জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রস্তুত ও বণ্টন করা হয়। এতে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বজায় থাকে। এগুলো বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানায় থাকলে দেশ হুমকির মুখে পড়তে পারে।

৪. **মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা:** পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতার ওপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। আর অর্থনৈতিক উন্নতি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এজন্য চাহিদা ও সরবরাহের সমতা বিধান ও পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় টিসিবির মতো কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়।

৫. **প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা:** বেসরকারি খাতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ছেড়ে দেয়া হলে মুনাফা ও ব্যক্তিস্বার্থ বিবেচনায় এনে সেগুলোর অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হলে জনস্বার্থ বিবেচনা করেই ব্যবহার করা হয়। ফলে দেশের সব মানুষ এর সুফল পায়।

৬. **ক্ষতিকর পণ্য নিয়ন্ত্রণ:** এমন অনেক পণ্য আছে যা সাধারণভাবে ক্ষতিকারক অথচ ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হয়। যেমন: অ্যালকোহল, আফিম, প্যাথিড্রিন ইনজেকশন প্রভৃতি। রাষ্ট্রীয়ভাবে এরূপ পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন করা হলে এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

৭. **গোপনীয়তা রক্ষা:** ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদনে গোপনীয়তা রক্ষা জাতীয় স্বার্থেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। যেমন: বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা, সমরাস্ত্র তৈরি ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয়ভাবে এরূপ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হলে অধিক গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৮. **গবেষণা ও উন্নয়ন:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তনে গড়ে ওঠে এবং এর আর্থিক সামর্থ্য ভালো থাকে। ফলে এরূপ ব্যবসায়ের গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ বেশি থাকে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই এরূপ ব্যবসায়ের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। এভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত বা অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান। সরকারি বিভিন্ন সহায়তার কারণে এরূপ প্রতিষ্ঠান হতে উপরিউক্ত সুবিধাগুলো পাওয়া যায়।

৭.১১ সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা
(Disadvantages of Public or State-owned Business Enterprise)

মুক্তবাজার অর্থনীতির এ যুগে সর্বোচ্চ দক্ষতা, মেধা আর শ্রম বিনিয়োগ করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাই ব্যবসায়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এরূপ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রয়োজন বর্তমানে সর্বত্র আদৌ আছে কি না, তা প্রশ্নের বিষয়। এরূপ ব্যবসায় যেসব সীমাবদ্ধতার কারণে সমালোচিত হচ্ছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. **অদক্ষ ব্যবস্থাপনা:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার ভার অনেক সময় সরকারি আমলা বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত থাকে। তাদের মানসিকতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই শিল্প ব্যবস্থাপনার উপযোগী থাকে না। ফলে এর ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় অযোগ্যতা ও অদক্ষতা প্রকাশ পায়।

২. **লালফিতার দৌরাত্ম্য:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা বিদ্যমান থাকে। ফলে ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনে সব কাজ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে লালফিতার দৌরাত্ম্য (Red tapism) বা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কাজের গতি অত্যন্ত ধীর ও মন্থর হতে থাকে।

৩. **নমনীয়তার অভাব:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সরকারি নিয়ম-নীতি তথা আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ থাকে। এজন্য পরিবর্তনশীল ব্যবসায় পরিবেশ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়। এরূপ নমনীয়তার অভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না।

৪. **দুর্নীতি:** সাধারণভাবে এ ব্যবসায়ের সাফল্যে কোনো স্বার্থ থাকে না। এতে তাদের কারও কারও মধ্যে অনৈতিকভাবে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে এর অভ্যন্তরে দুর্নীতি বাসা বাঁধে। এছাড়া এরূপ ব্যবসায় অনেক সময় সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আত্মীয় পোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৫. **জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি:** অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, অপচয়, কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি কারণে এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত লোকসান হতে থাকে। এভাবে এদের লোকসান দ্বারা জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পায়। এতে দেশ অধিক মাত্রায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে যার দায় জনগণের ওপরই বর্তায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আয়তনভিত্তিক সংগঠনকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
২. ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংগঠনকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. যৌথ মূলধনী কারবারকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
৪. 'রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বাণিজ্যিক বা শিল্পসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।'—উক্তিটি কার?
৫. সাধারণত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কত শতাংশ মালিকানা সরকারের হয়ে থাকে?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. বাড়ির কাজ

হাসান বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দিলেন। তিনি রেলওয়ের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নিলেন। প্রকল্পটি কর্তৃপক্ষের নিকট সাদরে গৃহীত হলেও এটি অত্যন্ত ধীর ও মন্থরগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। ইতোমধ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ায় তার প্রকল্পটি বাতিল করে দেয়া হলো।

১. হাসানের প্রকল্পটি ধীরগতির হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।
২. হাসানের প্রকল্পটি নতুন সরকার কর্তৃক বাতিল করা বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ৪ ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান; একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য; একমালিকানা কারবারের সুবিধা; একমালিকানা কারবারের অসুবিধা

৭.১২ ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Private Ownership Business Enterprise)

ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান ও দায়ভার এবং ঝুঁকি ব্যক্তিকে বহন করতে হয়। মালিকানার ভিত্তিতে এ জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) একমালিকানা কারবার (২) অংশীদারি কারবার (৩) যৌথ মূলধনী কারবার। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

একমালিকানা কারবার (Sole Proprietorship Business)

জনাব সিদ্দিক চাকরি ছেড়ে জমানো অর্থ নিয়ে একটি ডেইরি ফার্ম শুরু করেন। এর সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্বও তিনিই পালন করেন। কখনও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তার যোগানও তিনিই দেন। অল্প দিনের মধ্যেই তার ফার্মে প্রচুর মুনাফা হয়, যা তিনি একাই ভোগ করেন।

চিত্র: ডেইরি ফার্ম

উপরের ঘটনায় যে ধরনের ব্যবসায়ের চিত্র ফুটে উঠেছে তা-ই হলো একমালিকানা ব্যবসায়। মানব সভ্যতা বিকাশের শুরুর দিকে পণ্যসামগ্রীর বাজার যখন কোনো বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন প্রত্যেকটি পরিবার এক একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হতো এবং প্রত্যেক পরিবারের কর্তা ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করতেন। এ থেকেই একমালিকানা ব্যবসায়ের উৎপত্তি। মূলত একক মালিকানার ভিত্তিতেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এজন্য এ ব্যবসায়কে পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন যোগাড় করে কোনো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করেন বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করেন তখন তা একমালিকানা ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হয়। একমালিকানা ব্যবসায় গঠন করা অত্যন্ত সহজ। যেকোনো ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প পরিমাণ অর্থ নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। তবে প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন এবং অধিক অর্থও বিনিয়োগ করতে পারেন। আইনের দিক থেকে একমালিকানা ব্যবসায় গঠনে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজার বা রাস্তার পাশে কিংবা নিজ বাড়িতে যে কেউ ছোট আকারে এ ধরনের ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। তবে আইন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন বা পৌর এলাকায় উদ্যোক্তাকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যবসায় শুরু করতে হয়। আমাদের দেশে সাধারণত মুদির দোকান, চায়ের দোকান, সবজির দোকানসহ অধিকাংশ খুচরা পণ্যের দোকানসমূহ একমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

- **বি. ও. হুইলার** (B. O. Wheeler) বলেন, "Sole proprietorship is the form of business ownership which is owned and controlled by a single individual."[১] অর্থাৎ "একমালিকানা ব্যবসায় এমন ধরনের ব্যবসায় যার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ একজন মাত্র ব্যক্তির দ্বারা হয়ে থাকে।"

---
[১] B. O. Wheeler, *Business on Introductory Analysis*, P-101.

৭.১৩ একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sole Proprietorship Business)

একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. **ব্যবসায় শুরুর প্রক্রিয়া:** সরকারের প্রচলিত আইন মেনে সামান্য মূলধন নিয়েই এ ব্যবসায় শুরু করা যায়।

২. **মালিকানা ও ঝুঁকি:** এ ব্যবসায় একজন মালিক নিজেই মূলধন সংগ্রহ করে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন। এজন্য উৎপাদনে উপাদান সমন্বয়জনিত জটিলতা বা দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায় না। তবে মালিক একজন হওয়ায় একাই সকল প্রকার ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

৩. **মূলধন সরবরাহ:** মালিক নিজের তহবিল হতে মূলধন সরবরাহ করতে পারেন আবার ঋণের মাধ্যমেও মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

> **জেনে রাখো**
>
> Single Entry হলো একটি অসম্পূর্ণ, অবৈজ্ঞানিক হিসাব ব্যবস্থা যেখানে হিসাবসংরক্ষণে আধুনিক নিয়ম-নীতি মানা হয় না।

৪. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** মালিক একজন হওয়ায় যেকোনো বিষয়ে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

৫. **এককভাবে মুনাফা ভোগ:** এরূপ কারবারের মালিক একজন হওয়ায় সে কারবারের সম্পূর্ণ মুনাফা নিজেই ভোগ করতে পারেন।

৬. **প্রত্যক্ষ সম্পর্ক:** ব্যবসার পরিসর ছোট হওয়ায় মালিকের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারী; ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

৭. **দায় অসীম:** অন্য কারো ওপর ব্যবসায়ের দায় দায়িত্ব হস্তান্তর করা যায় না বলে অসীম দায় একক মালিক নিজেকেই বহন করতে হয়।

৮. **আকার ও মুনাফা ভোগ:** মালিক একাই মূলধন সরবরাহ করে এবং মূলধনের পরিমাণ কম এবং ব্যবসায়ের আয়তনও আকারে ছোট হয়। এককভাবে অর্জিত মুনাফা মালিক একাই ভোগ করেন।

৯. **গোপনীয়তা:** মালিক ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যবসার বিষয় জানতে পারে না বলে গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

১০. **অনিশ্চিত স্থায়িত্ব ও ব্যবসায় বিলোপ:** একক মালিকের ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর এর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। কিন্তু এ ব্যবসার আইনগত অস্তিত্ব না থাকায় স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। ব্যবসায় আইনগত জটিলতা না থাকায়, মালিক ইচ্ছে করলেই ব্যবসা গুটিয়ে নিতে পারেন।

সুতরাং, একমালিকানা ব্যবসায় অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে গঠন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

৭.১৪ একমালিকানা কারবারের সুবিধা (Advantages of Sole Proprietorship Business)

একমালিকানা কারবারের সুবিধা নিম্নরূপ:

১. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনা:** একমালিকানা কারবারে একজন মালিক থাকায়, মতের বিরোধিতার সুযোগ থাকে না। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কারবারের লাভ লোকসান সবকিছু মালিককেই বহন করতে হয়। মালিক সর্বদাই চেষ্টা করেন দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে কারবারের উন্নতি সাধন করতে। ফলে কারবার দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়।

২. **মূলধন গঠন:** মালিক তার মূলধনের দিকে সচেষ্ট থেকে প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেন। এজন্য প্রায়ই স্বল্প মূলধনে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায় এবং সময়ের প্রেক্ষিতে মূলধন গঠিত হতে থাকে।

৩. **অপচয় হ্রাস:** একমালিকানা ব্যবসায় মালিক নিজেই তদারক করেন। কাঁচামাল ব্যবহার থেকে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত অপচয় কম হয়। উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করে উৎকৃষ্টমানের দ্রব্যসেবা তৈরি হয়।

৪. **ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন:** পণ্যের গুণগত মান ও ভোক্তার পছন্দের ওপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ নির্ভর করে। এই বিষয়ের প্রতি মালিক সর্বদাই সর্তক থাকে। Customer is always right নীতিতে বিশ্বাস করেন মালিক। ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকেন।

৫. **মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক:** মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ওপর উৎপাদন কম বেশি নির্ভর করে। উৎপাদন বেশি করার জন্য মালিক শ্রমিকদের সাথে সব সময় ভালো সম্পর্ক বজায় রাখেন। মালিক শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন। ফলে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৬. **হিসাবের সুবিধা:** মালিক একজন থাকায় যেকোনো পদ্ধতিতে হিসাব সম্পন্ন করা যায়। ফলে হিসাবরক্ষণের আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

৭. **উৎসাহ বৃদ্ধি:** মালিক সর্বদাই ব্যবসার উন্নতি নিয়ে চিন্তা করেন এবং লাভের পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় মালিকের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

৮. **ঋণ সুবিধা:** একমালিকানা কারবার সম্প্রসারণের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় না। এ কারবারের মালিককে ঋণদাতারা সহজেই ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকে।

৯. **বিলোপসাধন:** একমালিকানা ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের জন্য সরকারের কোনো পূর্ব অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

১০. **কারবারের সাফল্য:** এ কারবারের সাফল্য অনেকটা নিশ্চিত থাকে। কারণ এ কারবারের দায় সীমাহীন, ফলে মালিক এর সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে।

উপরিউক্ত সুবিধাদির জন্য একমালিকানা কারবার ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৭.১৫ একমালিকানা কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Sole Proprietorship Business)

একমালিকানা কারবারের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

১. **স্বল্প মূলধন:** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। তাই স্বল্প পুঁজির একমালিকানায় বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধন করা যায় না।

২. **ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন:** এসব কারবারের ব্যাপকতা কম থাকে অর্থাৎ আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় উৎপাদন কম হয়। ফলে উৎপাদনের ব্যয় সংকোচন সুবিধা লাভ করতে পারে না।

৩. **ঝুঁকির আধিক্য:** ঝুঁকি ভাগ করার মতো কেউ না থাকায় মালিককে অধিক ঝুঁকি বহন করতে হয়। ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতি হলে একেবারে দেউলিয়া হতে হয়।

৪. **সীমাহীন দায়িত্ব:** মালিককে কারবারের সব দিকে খেয়াল রাখতে হয় অর্থাৎ সীমাহীন দায়িত্ব পালন করতে হয়।

৫. **দক্ষ কর্মচারীর অভাব:** এসব প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্ষুদ্র থাকে; এজন্য কর্মচারীদের বেশি বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬. **দক্ষতা হ্রাস:** প্রত্যেকের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার সীমা নির্দিষ্ট। প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি পেলে মালিকের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। কারণ মালিক একা সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন না।

৭. **দীর্ঘমেয়াদে অস্তিত্বহীন:** মালিক একজন থাকায় তার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় উত্তরাধিকারীগণ দায়িত্ব লাভ করে। প্রায়ই দেখা যায় তারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় উৎসাহী হয় না।

৮. **অধিক উৎপাদন ব্যয়:** এ কারবারে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায় না। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়, তাই এ কারবার প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না।

৯. **তত্ত্বাবধানের অসুবিধা:** একই ব্যক্তি মালিক ও পরিচালক হওয়ায় সকল কর্ম তাকেই সম্পাদন করতে হয়। ফলে উৎপাদনের সকল কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা যায় না।

১০. **সামাজিক মর্যাদা:** এ ধরনের কারবারের কোনোরূপ আইনগত স্বীকৃতি নেই। তাই এ কারবারের সামাজিক মর্যাদা কম। এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ সুবিধার কারণে এ কারবার বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, একমালিকানা কারবারের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তারপরও এর বিশেষ কিছু সুবিধার জন্য বর্তমান সময়ে এটি ব্যাপকভাবে কার্যকর আছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন কোনটি? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০১৫-১৬]*
২. ব্যক্তি মালিকানার ধরন, গঠন পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগঠন কত প্রকার?
৩. কোন কারবারে Customer is always right নীতিতে দ্রব্য উৎপাদন করা হয়?
৪. একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে কী বলে?
৫. একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় কেমন?
৬. একমালিকানা কারবারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কেন?
৭. একচেটিয়া কারবারের হিসাব কোন পদ্ধতিতে রাখা হয়?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

একমালিকানা কারবারের জনপ্রিয়তার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করে একটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ৫ অংশীদারি কারবার; অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য; অংশীদারি কারবারের সুবিধা; অংশীদারি কারবারের অসুবিধা

৭.১৬ অংশীদারি কারবার (Partnership Business)

সাধারণ অর্থে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারি আইনের আওতায় যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাকে অংশীদারি কারবার বলে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। অর্থাৎ পরিচিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে মূলধন সংগ্রহ করে কারবার পরিচালনায় নিয়োজিত হলে তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

- বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে "সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার চুক্তিবন্ধ সম্পর্ককে অংশীদারি কারবার বলে।"

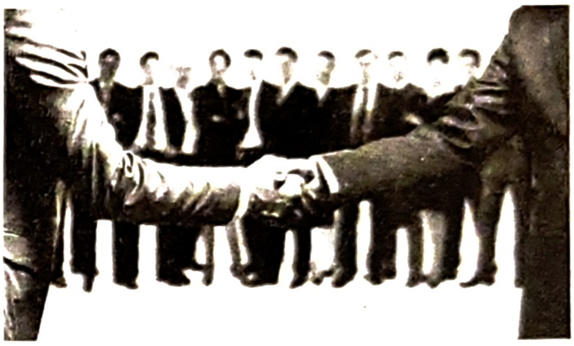

চিত্র: অংশীদারি কারবার

অংশীদারি কারবারে সর্বনিম্ন ২ জন, সর্বোচ্চ ২০ জন এবং ব্যাংকিং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে। এ কারবারের মূলনীতি হলো পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস।

অংশীদারি কারবার চার প্রকার। যথা— ১. অংশগ্রহণভিত্তিক ২. মুনাফা গ্রহণভিত্তিক ৩. দায়ভিত্তিক এবং ৪. আচরণভিত্তিক।

৭.১৭ অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Partnership Business)

অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের কারবার পরিচালিত হয়। এ কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. লিখিত বা মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে পারে। সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন হতে পারে এবং ব্যাংকিং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন।

২. পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, এ কারবারের পূর্বশর্ত। সদস্যদের দায়িত্ব অসীম। দায়ের সীমা নির্দিষ্ট নেই। সংগঠনের দায় মানে সকলের দায়। সকল সদস্য যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অংশীদারদের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। নাবালক ও সীমিত অংশীদারের দায় সীমিত হয়ে থাকে। সদস্যদের কেউ মারা গেলে, পাগল হলে, দেউলিয়া হলে কারবার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এর স্থায়িত্ব খুব কম হয়।

৩. অংশীদারগণের চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহকৃত অর্থ হতে মূলধন সংগৃহীত হয়। চুক্তিতে কিছু না থাকলেও অংশীদারগণ সমানুপাতে মূলধন সরবরাহ করেন।

৪. সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ লাভ লোকসান বণ্টন করেন।

৫. অসীম দায় অংশীদারি ব্যবসায়ের একটি অপরিহার্য উপাদান।

৭.১৮ অংশীদারি কারবারের সুবিধা (Advantages of Partnership Business)

অংশীদারি কারবারের সুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **সহজে গঠন:** এ কারবার গঠন খুবই সহজ। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবন্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করতে পারে।

২. **মূলধন গঠন:** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সহজেই কারবার পরিচালনার জন্য মূলধন গঠন করতে পারে। বেশি মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।

৩. **সিদ্ধান্তের সঠিকতা:** পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এ কারবারে এ সুযোগ পাওয়া যায়।

৪. **শ্রমবিভাগ:** শ্রমবিভাগ কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে। দুই বা এর অধিক ব্যক্তি থাকায় শ্রমিক সংগ্রহ, শ্রমিকদের পরিচালনা ইত্যাদি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা যায়। এ কারবারে শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়।

৫. **ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধি:** সকল অংশীদারগণ তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত থাকায় ব্যবসার উৎপাদন, মুনাফা ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। আবার ক্ষতির ভাগও সকল অংশীদারকে বহন করতে হয়।

৬. **নমনীয়তা:** ব্যবসায়ে নিয়োজিত অংশীদারদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনে অংশীদারের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়।

৭. **করের সুবিধা:** সরকারের কর নীতি অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। ফলে এ কারবারে আয়কর ও অন্যান্য করের প্রাপ্ত সুবিধাকরণে এ কারবারের সাফল্য তুলনামূলকভাবে বেশি।

৮. **দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ:** এ কারবারে যেহেতু মূলধনের পরিমাণ বেশি হয়, তাই এ কারবারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা যায়।

৭.১৯ অংশীদারি কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Partnership Business)

অংশীদারি কারবারের অসুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব:** এই কারবারে অধিক অংশীদার থাকায় সব সময় মতের মিল হয় না। এজন্য অনেক সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

২. **অসীম দায়িত্ব:** সীমাহীন দায়িত্ব পালন এ কারবারের অন্যতম সমস্যা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হলে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান যেকোনো একজন অংশীদারের নিকট হতে সমস্ত টাকা আদায় করতে পারে। এজন্য সেই ব্যক্তিকে প্রায়ই মূলধনসহ স্থায়ী সম্পত্তি হারাতে হয়।

৩. **অদক্ষ অংশীদার:** অংশীদারদের মধ্যে কেউ অদক্ষ হলে সবাইকে সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। আবার অনেক সময় 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হয়।

৪. **বিশ্বাস ও আস্থার অভাব:** এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা দেয়।

৫. **স্থায়িত্ব কম:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মতবিরোধের কারণে অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা যায় না। তাছাড়া কেউ মারা গেলে বা দেউলিয়া হলে আইনগতভাবে এ কারবার বন্ধ হয়ে যায়।

৬. **সময় সীমা:** নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকায় অংশীদারগণ ইচ্ছা করলেই সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারে না। ফলে কারবার সম্প্রসারণে বিঘ্ন ঘটে।

৭. **হস্তান্তর:** সকল অংশীদারই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অধিকারী। চুক্তি মোতাবেক অংশীদারগণ ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদন করেন। কোনো অংশীদার তার অংশ অন্য কাউকে হস্তান্তর করতে পারেন না।

৮. **মতবিরোধ:** এ কারবারে অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে ব্যবসায় ক্ষতিসাধন হয়। এর ফলে অনেক সময় ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সুবিধাগুলোর তুলনায় অংশীদারি কারবারের অসুবিধাগুলো বেশ জটিল বলে মনে হয়। বাস্তবে তাই এ ধরনের কারবারের তেমন একটা প্রচলন দেখা যায় না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা কতজন? *[ঢা. বো. ২০১৯; চ.বো. ২০১৭]*
২. মূলধন সরবরাহ না করেও কোনো ব্যক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে হলে কীসের প্রয়োজন হয়? *[দি. বো. ২০১৯]*
৩. অংশীদারি কারবারে কীভাবে মূলধন সংগ্রহ করা হয়? *[চ. বো. ২০১৯]*
৪. অংশীদারি কারবারের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত? *[সকল. বোর্ড ২০১৮]*
৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের পূর্বশর্ত কী?
৬. অংশীদারি কারবার কত প্রকার?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

পৃথক ছকে একমালিকানা কারবারের সাথে অংশীদারি কারবারের পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

পাঠ ৬ যৌথ মূলধনী কারবার; যৌথ মূলধনী কারবারের গঠন প্রণালি; যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধন সংগ্রহ; যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য; যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা

৭.২০ যৌথ মূলধনী কারবার (Joint Stock Company)

ব্রিটেনে সতেরশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম যৌথ মূলধনী কারবার চালু হয়। বর্তমানে সব দেশে এ কারবার প্রচলিত আছে। একমালিকানা কারবার ও অংশীদারি কারবারের অসুবিধাসমূহ উত্তরণের জন্য যৌথ মূলধনী কারবারের উদ্ভব হয়েছে। **কয়েকজন ব্যক্তি যৌথভাবে মূলধন সংগ্রহ করে কারবার পরিচালনা করলে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।** যৌথ মূলধনী কারবারে বৃহদায়তন উৎপাদন করা যায়।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন ২-১ (খ) ধারায় বলা হয়েছে, কোম্পানি বলতে এ আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়। সুতরাং **বহুসংখ্যক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে মূলধনের যোগান দিয়ে যৌথভাবে যে কারবার প্রতিষ্ঠা করে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।**

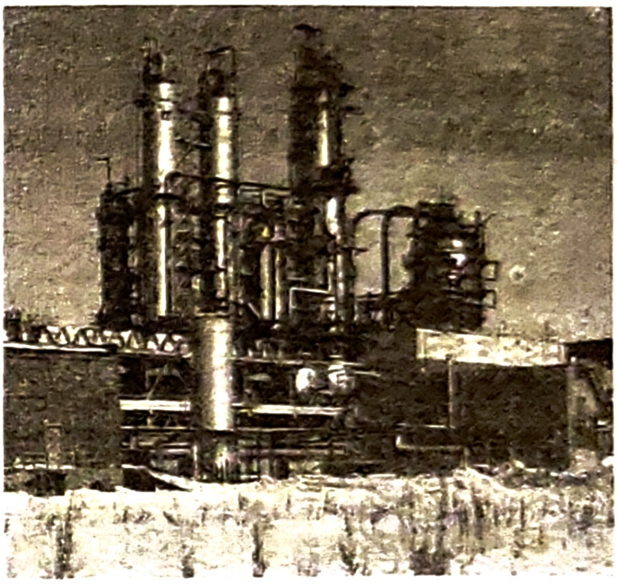

চিত্র: যৌথ মূলধনী কারবারের শিল্প প্রতিষ্ঠান

৭.২১ যৌথ মূলধনী কারবারের গঠন প্রণালি (Formation of Joint Stock Company)

১. সাধারণত কয়েকজন ব্যক্তি যৌথ মূলধনী কারবার গঠনের পরিকল্পনা করেন।
২. কোম্পানির নাম, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি (Article of memorandum) তৈরি করে অনুমোদনের জন্য তা যৌথ মূলধনী কারবারের রেজিস্টারের নিকট দাখিল করতে হয়।
৩. সরকারের অনুমোদনের পর কোম্পানি আইনগতভাবে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে।
৪. তারপর শেয়ার বিক্রি করে কারবারের মূলধন সংগ্রহ করে। যারা কারবারের অংশ (Share) ক্রয় করে তাদেরকে কারবারের অংশীদার (Share holder) বলে।

এসব ধাপ অনুসরণ করে যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হয়।

৭.২২ যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধন সংগ্রহ (Capital Collection of Joint Stock Company)

যৌথ মূলধনী কারবার (ক) শেয়ার বিক্রি করে, (খ) ঋণপত্র বিক্রি করে, (গ) ঋণ গ্রহণ করে, (ঘ) সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করে, (ঙ) জনগণের অর্থ গচ্ছিত রেখে মূলধন সংগ্রহ করে।

১. অনুমোদিত মূলধনের সবটুকু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে না।
২. যে পরিমাণ শেয়ার বাজারে বিক্রির জন্য প্রচার করা হয় তাকে ইস্যুকৃত মূলধন (subscribed capital) বলে।
৩. বিক্রীত মূলধনের যে অংশ ক্রেতাদের থেকে নগদে আদায় করা হয় তাকে paid up capital বলে।

যৌথ মূলধনী কারবার দুই প্রকার। যথা: ১. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও ২. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। প্রাইভেট লিমেটেড কোম্পানি গঠন করা হয় সর্বনিম্ন ২ জন থেকে সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্য নিয়ে। তাই তাদের শেয়ারের মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে না। আবার ন্যূনতম ৭ জন থেকে অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোক নিয়ে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠিত হয় এবং তাদের শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে।

৭.২৩ যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Joint Stock Company)

যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. **আইন অনুযায়ী বণ্টন:** আইনে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হয়। কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আইন মেনে কোম্পানি গঠন করে। আবার কেউ শেয়ার কিনে এর সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারে। আবার তা বিক্রি করে সদস্যপদ বাতিলও করতে পারে।

২. **সদস্য সংখ্যা:** কোম্পানির সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে এ সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ ও সর্বোচ্চ ৫০ এবং পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ ও সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

৩. **শেয়ার বিক্রয়:** এ ধরনের ব্যবসায় অনেক শেয়ার থাকে, সেগুলো বিক্রি করে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

৪. **মুনাফা বণ্টন:** পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রদত্ত শেয়ার বা পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করা হয়। কোনো শেয়ার হোল্ডার ইচ্ছে করলেই নিজের নামের শেয়ারগুলো অন্যকে হস্তান্তর করে দিতে পারেন। যেকোনো ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করেই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার তথা মালিক হতে পারেন।

৫. **শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান:** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের প্রতি শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানাতে হয়।

৬. **ভোটের মাধ্যমে পরিচালক পর্ষদ নিয়োগ:** শেয়ার হোল্ডারগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়ে পরিচালক পর্ষদ নিয়োগ করে এবং পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানি পরিচালিত হয়।

৭. **কর ধার্য:** শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশের ওপরও কোম্পানির অর্জিত মুনাফার কর ধার্য করা হয়।

৮. **কোম্পানি আইন দ্বারা কোম্পানি গঠন:** আইনের মাধ্যমে এ ধরনের কোম্পানি গঠিত হয়। আবার, তা আইনের মাধ্যমেই বিলোপ সাধন ঘটানো যায়।

৭.২৪ যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা (Advantages of Joint Stock Company)

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

১. **উৎপাদন সুবিধা:** অধিক উৎপাদন করলে উৎপাদন খরচ কম হয়। তাছাড়া বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শ্রমিকের সমাবেশ ঘটে। যৌথ মূলধনী কারবারে এই সুবিধা পাওয়া যায়।

২. **মূলধন সংগ্রহ:** যৌথ মূলধনী কারবারে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে শেয়ার হস্তান্তর, বিক্রি করে মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে পারে। ফলে উৎপাদন কাজ পরিচালনায় অসুবিধা হয় না।

৩. **স্থায়িত্ব:** এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বেশি হয়। এখানে কোনো সদস্য মারা গেলে বা দেউলিয়া হলে যৌথ মূলধনী কারবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। ফলে এ কারবার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়।

৪. **সীমাবদ্ধ ব্যয় ও শেয়ার হস্তান্তর:** প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার তার অংশীদারি অনুসারে কোম্পানির দায় বহন করেন। ফলে সীমাবদ্ধ খরচ হয়। যেকোনো বিনিয়োগকারী তার প্রয়োজনে শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারেন।

৫. **অধিক ঝুঁকি বহন:** অধিক ঝুঁকি নিয়ে যৌথ মূলধনী কারবার ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। ফলস্বরূপ, নতুন নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

৬. **দক্ষ পরিচালনা:** যৌথ মূলধনী কারবারে দক্ষ পরিচালকের সাথে সাথে দক্ষ কর্মচারীদের সমাবেশ ঘটে। ফলে অধিকতর দক্ষতার ভিত্তিতে কারবার পরিচালিত হয়ে থাকে।

৭. **জনগণের আস্থা:** সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও যৌথ মূলধনী কারবারের মৌলিক নীতিমালা দেশের আইন অনুযায়ী এ কারবার পরিচালিত হয় বলে জনগণের আস্থা থাকে।

৮. **উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ:** ভারি যন্ত্রপাতি ও উন্নতমানের কলাকৌশল এ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যায়। ফলে উন্নতমানের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়।

৯. **বিস্তৃত বাজার:** এ কারবারে বৃহদায়তনে উৎপাদন পরিচালিত হয়। ফলে উৎপাদন খরচ ও দ্রব্য সেবার মূল্য কম হয়। এর প্রেক্ষিতে বাজার বিস্তৃত হয়। ফলে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় এবং বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বিক্রি করা হয়। ফলে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কম খরচ পড়ে।

১০. **গণতান্ত্রিক পরিচালনা:** যৌথমূলধনী কারবার পরিচালনা ভার কারবারের সদস্যদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যাস্ত থাকে।

৭.২৫ যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Joint Stock Company)

যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

১. **পরিচালক ও অংশীদারদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি:** অসংখ্য শেয়ার হোল্ডার বিরাজমান থাকায় পরিচালকদের সাথে শেয়ার হোল্ডারদের যোগাযোগ থাকে না। ফলে ব্যবসার উন্নতি ঘটে না।

২. **অগণতান্ত্রিক চর্চা বৃদ্ধি:** যারা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন তারা প্রায়ই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। ফলে সকলের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক:** শ্রমিকদের সাথে মালিকদের প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি হয়। এজন্য শ্রমিকরা প্রায়ই ধর্মঘট, হরতাল ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়।

৪. **সাংগঠনিক জটিলতা:** সরকারি নীতিমালা মেনে যৌথ মূলধনী কারবার পরিচালনা করতে হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ সাংগঠনিক জটিলতা লক্ষ করা যায়।

৫. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি:** ব্যবসায় পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। অনেক সময় নিজের আত্মীয় স্বজন কর্মচারীদের অন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ফলে মুনাফা হ্রাস পেয়ে এ ব্যবসা ধ্বংস হয়। পরিচালকগণ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। প্রায়ই তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ফলে এ কারবারে ক্ষতি হয়।

৬. **সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ:** যৌথ মূলধনী কারবারের মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তি অনেক টাকার মালিক হয়। যা সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে এ কারবারের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

৭. **অপচয় বৃদ্ধি পায়:** দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবহেলার কারণে ও কর্মচারীদের আন্তরিকতার অভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অপচয় বৃদ্ধি পায়। ফলে কারবারে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

৮. **ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ:** কতিপয় ক্রেতা বিভিন্নভাবে ও ভিন্ন নামে অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে প্রতিষ্ঠানের আসল নিয়ামক হয়ে ওঠেন। তারা নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেন। ফলে সাধারণ অংশীদারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়।

উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, আইন প্রণয়ন এবং সুচিন্তিত সরকারি নীতির মাধ্যমে যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধাগুলোর অধিকাংশ দূর করা যায়। আধুনিক যুগে উন্নত দেশগুলোতে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে এ ধরনের কারবারের মূল্যবান অবদান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন কারবারের সংক্ষিপ্ত নাম 'কোম্পানি'? *[রা. বো. ২০১৭]*
২. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কত জন? *[চ. বো.; য.বো. ২০১৯]*
৩. একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে কত জন সদস্য থাকে? *[দি. বো. ২০১৯; কু. বো. ২০১৭]*
৪. যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক কে? *[য. বো. ২০১৬]*
৫. সর্বপ্রথম যৌথ মূলধনী কারবার কোথায় চালু হয়?
৬. বাংলাদেশে কোন সালের কোম্পানি আইন প্রচলিত রয়েছে?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পাঁচটি পার্থক্য ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৭

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান; সমবায় প্রতিষ্ঠান; সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি; সমবায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা; সমবায় প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা; বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানের অবদান

৭.২৬ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (Autonomous Enterprise)

সরকারি প্রতিষ্ঠানের জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা ও অ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা কাটিয়ে প্রশাসনে গতিশীলতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। নিজের নিয়ম-কানুন দ্বারা শাসিত প্রতিষ্ঠান হলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। **সরকার কর্তৃক আইনের আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র পরিচালনায় পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।** সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না। এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণত ব্যক্তিমালিকানার সুবিধার পাশাপাশি সরকারি আনুকূল্যও লাভ করতে পারে। এদেশে বিভিন্ন রকম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন—

১. **শিল্প খাত:** বাংলাদেশের বনজ শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশের পাটকল সংস্থা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংস্থা, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
২. **কৃষি খাত:** বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৩. **খনিজ সম্পদ খাত:** বাংলাদেশে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।
৪. **পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত:** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।
৫. **সেবা খাত:** বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ চা বোর্ড, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা, বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা ইত্যাদি।
৬. **নির্মাণ খাত:** রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৭.২৭ সমবায় প্রতিষ্ঠান (Cooperative Enterprise)

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হলো সমিতির উদ্যোগ বা প্রচেষ্টায় কাজ করা। ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব নিয়ে সম্মিলিতভাবে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, তাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার বলা হয়। সমবায় সমিতিগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

- অর্থনীতিবিদ **কার্লভার্টের মতে,** "সমবায় এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য স্বেচ্ছায় সমানাধিকারের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে।"
- অধ্যাপক **চেম্বার্স মনে করেন,** "পণ্যদ্রব্য সরবরাহ অথবা অন্যান্য শিল্প পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাকে সমবায় কারবার বলে।"

এরূপ প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নিজেরাই কারবারের উদ্যোগ গ্রহণ, মূলধন সরবরাহ, কারবার পরিচালনা ও যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

৭.২৮ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি (Principle of Cooperative Enterprise)

সমবায় সংগঠনগুলো কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (International Co-operative Alliance) কর্তৃক সমবায় পরিচিতি নির্দেশিকাতে ৭টি মূলনীতি ঘোষনা করেছে। যথা-

১. স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and Open Membership)
২. সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Democratic Member Control)
৩. সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation)
৪. স্বায়ত্ত্বশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence)
৫. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য (Education, Training and Information)
৬. আন্তঃসমবায় সহযোগিতা (Co-operation among Co-operative)
৭. সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community)

বাংলাদেশের ২০০১ সালে প্রণীত সমবায় আইন/ ২০০১ (সংশোধিত/ ২০০২, সংশোধিত/ ২০০৩)-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলোর স্বতন্ত্র আইনগত ভিত্তি রয়েছে এবং এগুলো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

৭.২৯ সমবায় কারবারের সুবিধা (Advantages of Cooperative Enterprise)

সমবায় কারবারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

১. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদনকে প্রসারিত করা সম্ভব। তখন অর্থনৈতিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা দেখা দেয়। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমানো সম্ভব। তখন বিক্রয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও বাড়ানো সম্ভব।

২. **সঞ্চয় বৃদ্ধি:** সমবায় কারবারে সদস্যদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলধন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে তারা অধিক সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়।

৩. **আয়ের সুষম বণ্টন:** সমবায় সমিতির মাধ্যমে জাতীয় আয় বণ্টন সুষম হতে পারে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে সমবন্টনের নীতি কার্যকর হয়। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের আয় সমবায়ের দ্বারা বাড়ে। ফলে দেশে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. **সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি:** সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বাড়ে। দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বেশি। তাই সদস্যদের আয় বাড়লে দেশের ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। এর ফলে সমাজের মোট চাহিদা বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. **মধ্যবর্তী সুবিধাভোগী দূরীকরণ:** উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দালাল ও ফড়িয়াদের মত কিছু সুবিধা ভোগী ব্যক্তি দেখা যায়। এদের দ্বারা দরিদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরনের দরিদ্র ব্যক্তিরা এক জোট হয়ে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের বিতাড়িত করতে পারে।

৬. **স্বনির্ভরতা:** সমবায়ের মূলনীতি হলো স্বনির্ভর এবং স্বায়ত্তশাসন। সমবায়ের মাধ্যমে সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে একটি চাঙ্গাভাব দেখা দেয়।

৭. **শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক:** সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ফলে উৎপাদনে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

৭.৩০ সমবায় কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Cooperative Enterprise)

সমবায় কারবারে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলো দেখা দিতে পারে।

১. **বিলম্বিত সিদ্ধান্ত:** সমবায় কারবারে পরিচালকমণ্ডলী থাকে। সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে কারবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত গ্রহণ করতে হয়। এ অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যায় না।

২. **পরিচালনায় অদক্ষতা:** সমবায় কারবারে পরিচালকমণ্ডলী সদস্যদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। কিন্তু প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, পরিচালক হিসাবে যারা নির্বাচিত হয়, অনেকেরই প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অদক্ষতা দেখা দেয়।

৩. **মূলধনের অভাব:** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমবায় কারবার দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠন বলে বিবেচিত হয়। তারা দরিদ্র বলে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কঠিন। তাছাড়া প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বাধা বিপত্তি থাকে। ফলে মূলধনের অভাবে সমবায় কারবার তার লক্ষ্য অর্জনে অনেক সময় ব্যর্থ হয়।

৪. **সততার অভাব ও কর্মে শিথিলতা:** সমবায় কারবারের সদস্যরা নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। তখন ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা অসৎ পথ অবলম্বন করে।

৫. **উদ্যোগের অভাব:** সমবায় কারবার ঠিকমতো পরিচালনা করতে হলে উৎপাদনক্ষেত্রে কখনও কখনও ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়তে পারে। উৎপাদন ও ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে ঝুঁকির বিকল্প নেই। কিন্তু সমবায় সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন চরিত্রের হওয়ায় সফল উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৬. **সীমিত কার্যক্ষেত্র:** সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সীমিত গণ্ডির মধ্যে পরিচালিত হয়। এর ফলে কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয় না। তাই সমাজের উদ্যোগী ব্যক্তিরা এই সীমিত কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে চায় না।

৭.৩১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানের অবদান (Contributions of Cooperative Enterprise to Socio-Economic Development of Bangladesh)

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো মূলত সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষের সংগঠন। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান অপরিসীম। যা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো—

১. **স্বনির্ভরতা অর্জন:** সমবায় সমিতির যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা নিজেদের কাজ নিজেরা করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে স্বনির্ভরতা অর্জিত হয়। সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বিরাট মূলধন গঠিত হয় এবং তা সদস্যদের কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়। সদস্যরা তাদের প্রয়োজনমতো ঋণ সুবিধাও পেয়ে থাকে।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পুঁজি, কর্মদক্ষতা, মেধা ইত্যাদির দ্বারা বৃহদায়তন ব্যবসায় গঠন করা যায়। ফলে সদস্যরা বৃহদায়তন উৎপাদন, ক্রয় এবং বিক্রয়ের সুবিধা পেয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় এবং আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

৩. **সম্পদের সুষম বণ্টন:** সমবায় সম্পদের সুষম বণ্টনে সহায়তা করে। সমবায় সমিতি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকজনের আত্মকর্মসংস্থান ও আয়-উপার্জনের সুযোগ করে দেয়। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে থাকে। এভাবে সমাজের নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণির ব্যবধান কমতে থাকে।

৪. **মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস:** সমিতির সদস্যরা উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, ভোক্তার নিকট পৌঁছানোসহ যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। ফলে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর প্রয়োজন হয় না। এতে ন্যায্যমূল্যে উপকরণ সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

৫. **দারিদ্র্য বিমোচন:** কৃষি, মৎস্য চাষ, দুগ্ধ খামার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে গঠিত সমবায় সমিতিগুলো তাদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. **সামাজিক উন্নয়ন:** সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থিক কল্যাণের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, সেচ প্রকল্প স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ইত্যাদি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়নেও অবদান রাখে।

অতএব, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মেহনতি মানুষ অর্থাৎ কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, শ্রমিকসহ সকলের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতির অবদান অপরিসীম।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারের নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটে তবে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয় কোন প্রতিষ্ঠান? *[কু. বো. ২০১৬]*

২. সকলের সমান অধিকার, দায়িত্ব ও অংশীদারিত্বের প্রয়োজন হয় কোন ধরনের সংগঠনে? *[সি. বো. ২০১৭]*

৩. সমবায় কারবারের কয়টি মূলনীতি রয়েছে?

৪. মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব থাকে না কোন কারবারে?

৫. সমবায় কারবারে কীসের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের ৫টি স্বায়ত্তশাসিত ও ৫টি সমবায় প্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।

পাঠ ৮ সংগঠন হিসেবে এনজিও-র ভূমিকা; এনজিও সংগঠনের প্রকারভেদ

৭.৩২ সংগঠন হিসেবে এনজিও-র ভূমিকা (Role of NGO as an Organization)

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, স্মরণাতীতকাল থেকেই সমাজের অগ্রসর মানুষদের মধ্যে একটি অংশ পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য উল্লেখযোগ্য কল্যাণমূলক প্রয়াস গ্রহণ করে থাকে। প্রাক-শিল্প সমাজে এসে তা প্রকট আকার ধারণ করে। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে কিছু দেশীয় ও সামাজিক সংগঠন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ষাটের দশকে এরাই বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন বা NGO নামে পরিচিতি লাভ করে। NGO এর পূর্ণরূপ হলো Non Governmental Organization. ১৯৪৫ সালে যখন ইউনাইটেড ন্যাশন (UN) সৃষ্টি হয় তখনই NGO এর যাত্রা শুরু হয়, যা ছিল আন্তঃসরকারের একটি সংগঠন।

জাতিসংঘ (UN)-এর মতে, **"যেকোনো বেসরকারি সংগঠন যা সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে তাকে NGO বলে। সেখানে মুনাফাবিহীন, সন্ত্রাসবিহীন এবং অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।"**

বেসরকারি সংস্থা বলতে বোঝানো হয় সেসব সংস্থাকে যেগুলো উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। সহজ অর্থে বেসরকারি সংস্থা বলতে কোনো অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বোঝায় যা উন্নয়ন সহযোগিতা অথবা শিক্ষা ও নীতিগত কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকে।[২] বেসরকারি সংস্থাকে একটি সংগঠন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে— "Established and governed by a group of private citizens for a stated philanthropic purpose and supported by voluntary individual contribution।" আবার বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বেসরকারি সংস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে— "NGO's as institutions outside the public and private sectors whose goals are primarily value-driven (humanitarian or co-operative) rather than profit driven।"[৩]

চিত্র: বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের লোগো

সাধারণ অর্থে এনজিও বলতে বোঝানো হয় সেইসব সংস্থাকে যেগুলো উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে। এ ধরনের সংস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো—

১. এসব সংস্থা আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা আঞ্চলিকভাবে সেবামূলক, শিক্ষামূলক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে।
২. এসব সংস্থা বৈদেশিক সহায়তা, স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম, রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স– ১৯৭৮ সালের আওতায় সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত।
৩. এসব সংস্থা যেসব সূত্র থেকে তহবিল পেয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে—
   ক. বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন— ইউএসএআইডি, সিডা, নোরাড ইত্যাদি।
   খ. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা যেমন— অক্সফাম, ভোভিড, এন্টার প্রাইজেস, কুশো ইত্যাদি।
   গ. বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।
৪. এসব সংস্থা বেসরকারি হলেও সরকারি অনুমোদন নিয়েই এরা কাজ করে এবং সরকার গৃহীত পরিকল্পনা নীতির সাথে সম্পর্কিতভাবে বা সরকার নির্দেশিত পথে এদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।
৫. বেশিরভাগ বেসরকারি সংস্থাই বিদেশি সাহায্য দাতাদের নিকট দায়বদ্ধ, উপকারভোগীদের প্রতি নয়।

■ ১৯৬১ সালে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনে বলা হয়, "এনজিও বলতে এমন এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা সমিতি বোঝায়, যা এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমূলক সেবাকর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের চাঁদা ও সাহায্যে সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর হয়ে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত করে।"

এ সংগঠনটি শুরু হওয়ার পূর্বেই রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং এনজিও ব্যুরো এ সংগঠনকে তদারক করে। রেজিস্ট্রেশন এর জন্য কতগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় পূরণ করতে হয়। যেমন–

---

[২] Brodhead, 1987
[৩] World Bank, 1990

ক. পরিচালনা বা উপদেষ্টা পর্ষদ।
খ. ভিশন (Vision), মিশন (Mission) এবং উদ্দেশ্যাবলির (Objective) বর্ণনা।
গ. NGO-র একটি যথার্থ নাম ও মনোগ্রাম, যা ইতোপূর্বে এরূপ কোনো সংগঠনে গৃহীত হয়নি। রেজিস্ট্রেশনের জন্য অন্যান্য যেসব কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তা হলো— ১. মিশন বর্ণনা (Mission Statement) যাতে লিপিবদ্ধ থাকে– i. We have a dream (স্বপ্ন) ii. Mission (মিশন) iii. বিশ্বাস (Belief) iv. লক্ষ্য (a goal) এবং v. মূল্যবোধ (Core Values) যেখানে জ্ঞান ও মানুষকে কাজে লাগানো হয়। ২. সংগঠিত কার্যক্রমের বর্ণনা ৩. প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যমান ৪. কর্মীর সংখ্যা ৫.অর্থায়নের উৎস ৬. এনজিও বোর্ডের তথ্য ৭. Memorandum of Association or Bye laws যেখানে সংগঠনটি পরিচালনার বিধি ও উপবিধি লিপিবদ্ধ থাকে। ৮. বার্ষিক কার্যক্রমের রিপোর্ট ৯. অর্থায়ন ও অডিট রিপোর্ট আয় ব্যয়ের তথ্য ১০. অন্যান্য সমর্থক দলিলাদি যেমন- কার্যনির্বাহী সভার অনুমোদন ইত্যাদি।

৭.৩৩ এনজিও-র প্রকারভেদ (Types of NGO)

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে বহু ধরনের বেসরকারি সংস্থা সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এসব বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতি, পরিধি, আর্থিক উৎস প্রভৃতি বিবেচনায় এদেশে ৫ ধরনের বেসরকারি সংস্থা কর্মরত রয়েছে। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা (Local NGO):** একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় অল্প পরিসরে স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ সংস্থাগুলো কাজ করে; যেমন— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সচেতনতা তৈরি প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত। এদের মধ্যে রয়েছে মেহের পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতি, টিটিএমএস, ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার, স্থানীয় এতিমখানা প্রভৃতি।
২. **আঞ্চলিক বেসরকারি সংস্থা (Regional NGO):** এগুলো হলো অঞ্চলভিত্তিক গড়ে ওঠা বেসরকারি সংস্থা। রংপুর, দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (RDRS) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
৩. **জাতীয় বেসরকারি সংস্থা (National NGO):** গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এর মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস, আশা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
৪. **আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (International NGO):** এসব বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কর্মরত। বিদেশি অর্থ ও কারিগরি সহায়তায় এবং ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সংস্থাগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; যেমন— কেয়ার বাংলাদেশ, এসওএস, সেভ দ্য চিলড্রেন, কনসার্ন, ওয়ার্ল্ড ভিশন, টেরেডেস হোমস ইত্যাদি।
৫. **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা (International Associate NGO):** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচালিত বেসরকারি সংস্থানসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদের কাজ হলো উল্লিখিত সংস্থার অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। ফোর্ড ফাউন্ডেশন, এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, অক্সফাম, ইউকেএইড, ডানিডা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. NGO-এর পূর্ণরূপ কোনটি? *[ব. বো. ২০১৯; রা. বো. ব. বো. ২০১৬]*
২. প্রকৃতি, পরিধি, আর্থিক উৎস প্রভৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে কত ধরনের বেসরকারি সংস্থা রয়েছে?
৩. বিশ্বে NGO-র যাত্রা শুরু হয় কবে?
৪. যেকোনো বেসরকারি সংগঠন যা সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, মুনাফাবিহীন ও অরাজনৈতিক থাকে তাকে কী বলে?
৫. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন কোন সালে প্রণীত হয়?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বেসরকারি সংস্থার প্রকারভেদ ছক আকারে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৯ বাংলাদেশে এনজিও-র ভূমিকা; বাংলাদেশের গ্রাম উন্নয়নে এনজিও'র কার্যক্রম

৭.৩৪ বাংলাদেশে এনজিও-র ভূমিকা (Role of NGO in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা ১৮.৭%, আর দারিদ্র্যের নিম্নসীমা ৫.৬%। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক, কেয়ার, হিড, প্রশিকা, আশা, শক্তি ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস), স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

বাংলাদেশে NGO-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (Function of Microcredit of NGO in Bangladesh)

চিত্র: ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উঠান বৈঠক

ক্ষুদ্রঋণ খাতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য, কার্যক্রমের গুণগত মান ও এ সেক্টরের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৬ সালের ১৬ জুলাই মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন-২০০৬ পাস হয় এবং কার্যকর করা হয় ২৭শে আগস্ট ২০১৬ থেকে। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এ আইন অনুযায়ী, এর সনদ ব্যতিরেকে কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। এমআরএ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৮৯২টি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করেছে। কিন্তু নানা অনিয়মের অভিযোগের কারণে ১৫৫টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল হওয়ায় ৭৩৭টি প্রতিষ্ঠান দেশে কাজ করে যাচ্ছে।*

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। এক হিসাবে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক ৬৪টি জেলার ৪৭৯টি উপজেলার ১০৫.২১ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এর মধ্যে ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩,০৫,২৩৪.০০ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২,৮৮,৮৫৪.০০ কোটি টাকা।

NGO কার্যক্রমের পটভূমি: স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে এক বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কারণ উল্লিখিত ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের কাজ সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সেবামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে। এনজিওগুলো আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থার অর্থায়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এনজিওগুলোর ভূমিকা ছিল যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং এদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহযোগিতা করা। তবে সময়ের বিবর্তনে এদের কার্যক্রমের পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কৃষি, কুটির শিল্প, ঋণদান ও সঞ্চয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পরিচর্যা, স্যানিটেশন, সামাজিক বনায়ন ছাড়াও আরও অনেক

* উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে NGO নিজেদের সম্পৃক্ত করে। এছাড়াও অনেক NGO ছিন্নমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়েও কাজ করছে। তবে এদের মূল কার্যক্রম গ্রামকেন্দ্রিক, অর্থাৎ গ্রাম উন্নয়নই এদের প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশের সূচনালগ্নে এনজিওগুলো বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে। তবে তাদের বেশির ভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় মাঠ পর্যায়ে। অর্থাৎ গ্রামের চাহিদাকে সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেই কার্যক্রমের সূচনা হয়। অপরপক্ষে, সরকারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, শহরের অফিসে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এমনকি সরকারের গৃহীত অনেক কার্যক্রম, গ্রামের দরিদ্র জনগণের কাছে পৌছাতে পারে না। অন্যদিকে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডে NGO-এর সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে এদেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। সরকার ও NGO উভয়ের সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে (২০২৪) ঐ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশে। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও কমবে বলে আশা করা যায়।

৭.৩৫ বাংলাদেশের গ্রাম উন্নয়নে এনজিও'র কার্যক্রম
(Functions of NGO about Rural Development in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের জনগণের বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। তাই এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন আনতে হলে গ্রামের উন্নয়ন করতে হবে। আর তা সম্ভব সরকারি ও NGO-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে। বর্তমানে বাংলাদেশে NGO-এর মধ্যে ব্র্যাক, কেয়ার, প্রশিকা প্রভৃতি NGO বিভিন্নমুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

এনজিও'র গৃহীত কার্যক্রম: গ্রাম উন্নয়নে এনজিওগুলো যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেগুলো সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো—

১. **ত্রাণ তৎপরতা:** বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ বা যেকোনো আপদকালীন বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে থাকে।

২. **সচেতনতা বৃদ্ধি:** দারিদ্র্য বিমোচন ও সঞ্চয় প্রকল্প সংগঠন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে মানবিক মূল্যবোধ তৈরির ক্ষেত্রেও সচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে।

৩. **শিক্ষা কার্যক্রম:** গ্রামের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নে বেশ কিছু NGO অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্র্যাক ও গণস্বাস্থ্য সংস্থা এদের মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে বই সরবরাহ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করা। বাংলাদেশে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার এবং তাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লক্ষ। ব্র্যাক এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

৪. **স্বাস্থ্য কার্যক্রম:** এদেশে এনজিওগুলো স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে জড়িত। যেমন— গর্ভবতী মায়েদের পরামর্শ ও ওষুধ প্রদান, স্বাস্থ্যকর্মীদের বস্তুগত সাহায্য ও পরামর্শদান। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি পায়খানা সরবরাহ করছে।

৫. **আয় ও সঞ্চয় প্রকল্প:** গ্রামের দরিদ্র ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। তাদের সঞ্চয় দিয়ে বা তার সাথে কিছু ঋণ যোগ করে ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে তাদের আয় বৃদ্ধি করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

৬. **কৃষি কার্যক্রম:** বাংলাদেশে কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে একর প্রতি উৎপাদন কম। আর এ উৎপাদন কমের পেছনে কাজ করে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি। এক্ষেত্রে এনজিওগুলো আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে গ্রামের কৃষকদের উৎসাহী করে তোলে। তারা উফশী বীজ, রাসায়নিক সার, কৃষি সরঞ্জাম এবং কৃষিঋণের ব্যবস্থা করে কৃষির উন্নতি সাধনে সহযোগিতা করে। তাছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে কিছু NGO ধানের উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন করে তা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করছে।

৭. **ক্ষুদ্র ঋণদান:** গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলোকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে গরিব মানুষকে মূলধন সরবরাহ করছে। ফলে দেশে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

৮. **কুটির শিল্প উন্নয়ন:** বেসরকারি সংস্থাসমূহ গ্রামীণ কুটির শিল্পসমূহের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঋণদান ও প্রশিক্ষণ ছাড়াও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বেসরকারি সংস্থাসমূহ সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলো প্রথমদিকে ত্রাণ-তৎপরতা পরিচালনা করলেও আশির দশকের শুরু থেকে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশল (Participatory Development Approach) লক্ষ্য নিয়ে দল হিসেবে, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র ও বিভিন্ন অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে অ-কৃষিখাতে কর্মসংস্থান এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক সেবাসমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কালক্রমে বেসরকারি সংস্থা কার্যক্রম একটি আকর্ষণীয় পেশায় রূপান্তরিত হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানও করেছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্যমোচনে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্ম-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্নতা বিদ্যমান। এ সকল বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, নারী ও প্রান্তিক কৃষকদের কেন্দ্র করে। এছাড়া ধর্মীয়ভাবে নিম্নবর্ণের মানুষ এবং অবহেলিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যেও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

চিত্র: কুটির শিল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

৯. **কৃষিঋণ প্রদান:** কৃষিঋণের অভাবে কৃষকরা জমি চাষের ক্ষেত্রে ঠিকমতো উপকরণ ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকেও তারা চাহিদামতো ঋণ পায় না। এতে বাধ্য হয়ে তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে। তাই কৃষকরা যাতে সহজ শর্তে কম সুদে পর্যাপ্ত ঋণ পায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে অধিক পরিমাণে ব্যাংক-বিমার শাখা স্থাপন করতে হবে এবং মহাজনের শোষণ থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান বাড়াতে হবে।

১০. **টার্গেট গ্রুপ পদ্ধতি:** দেশে বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবর্তন ঘটে টার্গেট গ্রুপ পদ্ধতি বা অংশগ্রহণমূলক কৌশলের। এই কৌশলের আওতায় শুধু গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে (প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর, দুঃস্থ মহিলা) টার্গেট গ্রুপ হিসেবে সংগঠিত করে দারিদ্র্য মোচনে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি বেসরকারি সংস্থাসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা কত?
২. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত কতটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করেছে?
৩. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে কত শতাংশই মহিলা?
৪. এমআরএ কী?
৫. এনজিওগুলোর মূল কার্যক্রম কোথায়?
৬. বাংলদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের নিম্নসীমা কত?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার পাঁচটি কার্যক্রম লেখো।

পাঠ ১০ বাংলাদেশে কতিপয় এনজিওর কার্যক্রম

৭.৩৬ বাংলাদেশে কতিপয় এনজিওর কার্যক্রম (Functions of some NGO in Bangladesh)

১. NGO হিসেবে ব্র্যাকের কার্যক্রম (Functions of BRAC as NGO)

ব্র্যাক: ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা। সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ যেমন– অতি দরিদ্র চরবাসী, দুঃস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাঁটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪,৫৬,১৯০.৮৫ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮,৮০৮,৩৩৯ জন। মোট উপকারভোগীর ৮৯ শতাংশই নারী।[৪]

ব্র্যাকের কার্যক্রম: ১৯৭২ সালে স্যার ফজলে হাসান আবেদ এর নির্দেশনা ও পরিচালনায় ব্র্যাকের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। আর যেসব দেশ বা উৎস থেকে ব্র্যাক তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ পেয়ে থাকে সেই সব দেশ বা উৎস হচ্ছে— ইউনিসেফ, সিডা (কানাডিয়ান ইন্টা: ডেভলপমেন্ট এজেন্সি), নোডিব, ফাও, হু, অক্সফাম, ইইউ ইত্যাদি।
বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলোকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. **পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি:** পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রের সুগঠিত দলের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা দল উভয়ই রয়েছে। গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়া অন্যান্য সংস্থাগুলোর মতোই হয়ে থাকে। আর এই গ্রুপের মাধ্যমেই তাদের ঋণ দেওয়া হয়। গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক প্রকল্প হচ্ছে আড়ং। গ্রামীণ মহিলাদের তৈরি কাপড় কিনে আড়ং-এর মাধ্যমে শহরে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২. **শিক্ষা কর্মসূচি:** ব্র্যাকের শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনীমূলক ও কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এ কার্যক্রম দেশব্যাপী অল্প সময়ে শিক্ষা বিস্তার লাভে সাহায্য করেছে। শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ব্র্যাক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেসব বিদ্যালয়ে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে থাকে। সম্প্রতি ঢাকায় ব্র্যাকের পরিচালনায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. **স্বাস্থ্য কর্মসূচি:** ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে খাবার স্যালাইন সম্প্রসারণ কর্মসূচি, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য কর্মসূচি উন্নয়নমূলক গ্রহণ করেছে।

৪. **সহায়ক সেবা কার্যক্রম:** ব্র্যাকের সহায়ক সেবা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে লাইব্রেরি, কম্পিউটার সেন্টার, ব্র্যাক প্রকাশনী, হিমাগার ও বরফকল স্থাপন। এছাড়াও গ্রামের প্রান্তিক চাষিদের সহায়তাদানের জন্য একটি পাস্তুরিত দুধের কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রধান প্রধান এনজিওর সার্বিক কার্যক্রম

আশা: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৯১ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ NGO কার্যক্রম শুরু করে। এটি বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুত বিকাশমান ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাঁড়িয়েছে ৩,৬৮,৫৭৭.০৪ কোটি টাকা।[৫] বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে ৭০,৯৭,৭৩১ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৯০% মহিলা।

---

[৪] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪।

[৫] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪।

প্রশিকা: ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। বর্তমানে প্রশিকা দেশের ৪৩টি জেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১২,২৭৮.৪০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং একই সময় ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ৫,৭৭,৪০৭ জন দরিদ্র মানুষ।*

শক্তি ফাউন্ডেশন: ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান করে। এছাড়া এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সংস্থার বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ২০,৯১৬.৩০ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ১৮,২৫২.১৭ কোটি টাকা।

ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস): টিএমএসএস জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ৬১টি জেলার ৪১০টি উপজেলায় এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃতি লাভ করেছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১,৬০,৬৬,০৪২ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ৫২,১৯৪.০৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস): সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস) ১৯৮৬ আত্মপ্রকাশ করে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। অর্থাৎ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে।

ব্যুরো বাংলাদেশ: ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৫০৭টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ২,৭১৮,৯৮৩ জন উপকারভোগীর মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। উপকারভোগীদের ২,৪১৭,৭৩৯ জন মহিলা। [তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]

কারিতাস: দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের সার্বিক উন্ননের লক্ষ্যে তাদের উন্নয়ন শিক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলার ৮৭টি উপজেলায় কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২,৯৪,৭৬৮ জন উপকারভোগীর মাঝে কারিতাস মোট ৭,৩২৫.০৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও'র নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
২. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩. ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৪. আশা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. প্রশিকা আনুষ্ঠানিকভাবে কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. ব্যুরো বাংলাদেশ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তরের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

বাংলাদেশের পাঁচটি দেশীয় ও পাঁচটি বিদেশি এনজিও-এর নাম লেখো।

---

* উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ : ১. উপকরণগুলোর একত্রীকরণ ও তার সমন্বয় সাধন; ২. সংগঠক; ৩. সংগঠন; ৪. এ. আলফ্রেড মার্শাল; ৫. ৩টি; ৬. সংগঠককে।
পাঠ-২ : ১. জোসেফ এ. সুমপিটার; ২. শ্রম বিভাজন; ৩. উদ্যোক্তা; ৪. সর্বোচ্চ মুনাফা; ৫. জে. বি. ক্লার্কের।
পাঠ-৩ : ১. ৩ ভাগে; ২. তিন; ৩. দুই; ৪. প্রফেসর হ্যানসন; ৫. ১০০%।
পাঠ-৪ : ১. এক মালিকানা; ২. তিন; ৩. একমালিকানায়; ৪. একমালিকানা ব্যবসায়; ৫. অসীম; ৬. মালিক একজন হওয়ায়; ৭. Single Entry।
পাঠ-৫ : ১. ২ থেকে ২০জন; ২. অংশীদারদের সম্মতির; ৩. যৌথভাবে পুঁজি সরবরাহ করে; ৪. দুই; ৫. আস্থা ও বিশ্বাস; ৬. চার।
পাঠ-৬ : ১. যৌথ মূলধনী কারবার; ২. ২-৫০ জন ; ৩. ৭ থেকে অসংখ্য; ৪. শেয়ার ক্রেতারা; ৫. ব্রিটেনে; ৬. ১৯৯৪ সালের।
পাঠ-৭ : ১. স্বায়ত্তশাসিত; ২. সমবায় কারবার; ৩. ৭টি; ৪. সমবায় কারবারে; ৫. সম্পদের।
পাঠ-৮ : ১. Non Government Organization; ২. ৫; ৩. ১৯৪৫ সালে; ৪. বেসরকারি সংগঠন; ৫. ১৯৬১।
পাঠ-৯ : ১. ১৮.৭%; ২. ৮৯২টি; ৩. ৯৭%; ৪. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি; ৫. গ্রামকেন্দ্রিক; ৬. ৫.৬%।
পাঠ-১০ : ১. ব্র্যাক; ২. ১৯৭২ সালে; ৩. চার ভাগে; ৪. ১৯৭৮ সালে; ৫. ১৯৭৬; ৬. ১৯৯০ সালে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

সংগঠন	কোনো দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন এবং উৎপাদনে নিয়োগ করার উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাকে সংগঠন বলে।
সংগঠক বা উদ্যোক্তা	যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন কাজটি সঠিকভাবে পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে।
সরকারি সংগঠন	সরকার কর্তৃক যেসব সংগঠন পরিচালনা করা হয়, তাকে সরকারি সংগঠন বলে। সরকার সাধারণত অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক সংগঠন পরিচালনা করে থাকে। যেমন: ব্যাংক, বিমা, পরিবহন, যাতায়াত, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য সেবাখাত সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।
বেসরকারি সংগঠন	ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি উদ্যোগে কোনো সংগঠন পরিচালিত হলে তাকে বেসরকারি সংগঠন বলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগেই পুঁজি সংগ্রহ করতে হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা।
একমালিকানা কারবার	ব্যবসায়ের অতি প্রাচীন রূপ হলো একমালিকানা কারবার, যে কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে, মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে এবং এর লাভ-লোকসানের জন্যেও তিনি দায়ী থাকেন, তাকে একমালিকানা কারবার বলা হয়।
অংশীদারি কারবার	দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে মূলধন সংগ্রহ করে কারবার পরিচালনায় নিয়োজিত হলে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। এ সংগঠনে সর্বনিম্ন ২ এবং সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্য থাকতে পারে।
যৌথ মূলধনী কারবার	যৌথ মূলধনী কারবার এরূপ একটি কারবার যা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির যৌথ প্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা কোনো কারবার প্রতিষ্ঠা করে তার লাভ-লোকসান ভাগ করার জন্য যৌথভাবে সাধারণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে।
সমবায় প্রতিষ্ঠান	কয়েকজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমানাধিকার ও সমান দায়িত্বের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে কোনো সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সংগঠন বলে। সমবায় সংগঠনের মূলনীতি হলো 'সাম্যের নীতি।'
এনজিও	এনজিও এর পূর্ণরূপ হলো— Non Governmental Organization (NGO)। সাধারণভাবে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এনজিও বলে। তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বাসন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ঋণদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিওগুলো পাশাপাশি সংগঠন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।
ব্র্যাক	ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা। ব্র্যাক সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে যেমন- অতি দরিদ্র চরবাসী, দুঃস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাঁটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

আশা	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আশা বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুত বিকাশমান ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশা'র ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে।
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান	সরকার কর্তৃক আইনের আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র পরিচালনায় পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে। সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানার পাশাপাশি সরকারি আনুকূল্যও লাভ করতে পারে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ সংগঠনের ধারণা

প্রশ্ন-১. সংগঠন কাকে বলে?
[ঢা. বো. ১৯; রা. বো. ১৭; আলিম ১৯, ১৮]

উত্তর: উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

প্রশ্ন-২. সরকারি সংগঠন কী?

উত্তর: সরকার কর্তৃক যেসব সংগঠন পরিচালনা করা হয় তাকে সরকারি সংগঠন বলে।

■ উদ্যোক্তার কার্যাবলি

প্রশ্ন-৩. উদ্যোক্তাকে 'Captain of the Industry' বলে অভিহিত করেছেন কে? *[য. বো. ১৯]*

উত্তর: অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল উদ্যোক্তাকে 'Captain of the Industry' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন-৪. উদ্যোক্তাকে 'Engine of Economic Development' বলেছেন কে?

উত্তর: আমেরিকান অর্থনীতিবিদ জোসেফ এ সুমপিটার।

■ একমালিকানা কারবার

প্রশ্ন-৫. একমালিকানা কারবার কাকে বলে? *[ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮; য. বো. ১৭]*

উত্তর: যে কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে একমালিকানা কারবার (Single Proprietorship) বলে।

প্রশ্ন-৬. সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠনের নাম কী?

উত্তর: সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন হলো একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন।

■ অংশীদারি কারবার

প্রশ্ন-৭. অংশীদারি কারবার কী?
[রা., চ. বো., ব. বো., কু. বো. ১৮; য. বো. ১৬]

উত্তর: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

প্রশ্ন-৮. অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর: অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ২০ জন।

■ যৌথ মূলধনী কারবার

প্রশ্ন-৯. যৌথ মূলধনী কারবার বলতে কী বোঝ? *[ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: যখন একাধিক ব্যক্তি মিলিত হয়ে মূলধন সরবরাহ করে যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করে তখন তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

■ এনজিও

প্রশ্ন-১০. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? *[রা. বো. ১৯]*

উত্তর: NGO-এর পূর্ণরূপ হলো— Non Governmental Organization.

প্রশ্ন-১১. এনজিও কী? *[রা. বো. ১৬]*

উত্তর: ব্যক্তি মালিকানা বা যৌথ উদ্যোগে যে সংগঠন সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে এনজিও বলে।

প্রশ্ন-১২. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?
[দি. বো., কু. বো., চ. বো. ১৯; চ. বো. ১৭; ঢা. বো. ১৬; আলিম ১৭]

উত্তর: যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশের আইন পরিষদের বিশেষ আইনের মাধ্যমে সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. সংগঠককে শিল্পের চালক বলা হয় কেন? *[দি. বো. ১৯]*

উত্তর: উৎপাদন কাজ থেকে শুরু করে সংগঠনের যাবতীয় কাজ সংগঠক পরিচালনা করেন বলে তাকে শিল্পের চালক বলা হয়।

কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সংগঠক উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ একত্রিত করেন। তারপর এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি সংগঠকই বহন করেন। এজন্য তাকে শিল্পের চালক বলা হয়।

প্রশ্ন-২. 'উদ্যোক্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না'— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উদ্যোক্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না কারণ সংগঠন হলো একটি দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা হলেন সেই দক্ষতা ব্যবহারকারী ব্যক্তি।

কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে নীতি-নির্ধারণ, কারবার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, ঝুঁকি বহন প্রভৃতি কাজের সার্বিক দায়িত্ব সম্পাদনের কর্মপ্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে। আর যে ব্যক্তি এসব সাংগঠনিক কাজগুলো সম্পন্ন করেন তাকে বলে উদ্যোক্তা। তাই সংগঠন হলো এক কর্মনৈপুণ্য, আর উদ্যোক্তা হলেন— ঐ কর্মনৈপুণ্যের প্রয়োগকারী ব্যক্তি। কাজেই বলা যায়, উদ্যোক্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না।

প্রশ্ন-৩. দারিদ্র্য বিমোচনে NGO সহায়ক ভূমিকা পালন করে— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: NGO-গুলো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কমাতে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন NGO কৃষি, কুটিরশিল্প, ঋণদান ও সঞ্চয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন ইত্যাদিসহ নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে। এর ফলে দেশে দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন হচ্ছে। অর্থাৎ দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশে দারিদ্র্যের হার দিন দিন কমছে। এছাড়া NGO-গুলোর সবচেয়ে বড় অবদান হলো গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

প্রশ্ন-৪. 'সংগঠন উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো. ১৭]*

উত্তর: সংগঠন উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান।

কারবারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ, কারবার প্রতিষ্ঠা, উপকরণ সংগ্রহ ও সেগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন, ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকি বহন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব সংগঠন পালন করে। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ও পরে ব্যবসায় সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে সংগঠনের নৈপুণ্যের ওপর। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য সংগঠন একটি স্বতন্ত্র অপরিহার্য উপাদান।

প্রশ্ন-৫. একমালিকানা কারবারের দায় কি অসীম? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম, কারণ ব্যবসায়ের মালিক একা সম্পূর্ণ ব্যবসা পরিচালনার কাজ করে থাকেন।

একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক একজন। তিনিই ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি বহন করেন। ব্যবসায়ের মুনাফা যেমন তিনি একাই ভোগ করেন তেমনি দায় বা ক্ষতির জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। ব্যবসায়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব মালিকের নিজের হওয়ায় একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম।

প্রশ্ন-৬. অংশীদারি কারবারে কি পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দান সম্ভব? *[য. বো. ১৬; ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের সংখ্যা সীমিত হয় বলে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দান সম্ভব হয় না।

অংশীদারি কারবারের মালিকেরা সাধারণত সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসেন বলে যথেষ্ট ধন-সম্পদের মালিক হন না। এছাড়া এ কারবারের অংশীদারদের অসীম দায়িত্ব, স্বল্প স্থায়িত্ব, কারবারের ওপর জনগণের আস্থার অভাব ইত্যাদি সমস্যা সবসময়ই বিদ্যমান থাকে। এজন্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও একে ঋণ দিতে চায় না। এসব কারণে অংশীদারি কারবারে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগানদান সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন-৭. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে কী বোঝ?

উত্তর: যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জনে সীমাবন্ধ এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

এ কোম্পানির সদস্য কেবল নিজেরাই শেয়ার ক্রয় করতে পারেন। সদস্য সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এ জাতীয় কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির চেয়ে সাধারণত ছোট হয়ে থাকে। আইন অনুযায়ী এ কোম্পানির পরিচালকের সংখ্যা ২ জন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৮. যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন? *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: যৌথ মূলধনী কারবার আইনের বিধিবিধান দ্বারা গঠিত হয় বলে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারকে এক অর্থে চিরস্থায়ী বলা যায়। কারণ একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে যেরূপ ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, যৌথমূলধনী কারবারে এরূপ কোনো ক্ষতি হয়না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে যেমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থাপনার কারণে যৌথমূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

প্রশ্ন-৯. 'সংগঠকের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে সংগঠনের সাফল্য' — ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ১৯]*

উত্তর: একজন সংগঠক উৎপাদনের সকল উপাদানকে সংগ্রহ ও সমন্বিত করে উৎপাদনকে সফল করে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, সমন্বয়-সাধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো একজন সংগঠককে পরিচালনা করতে হয়। আর এগুলো দক্ষতার সাথে না করতে পারলে উৎপাদন ব্যাহত হবে। তাই বলা হয়, সংগঠকের দক্ষতার ওপর একটি সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে।

প্রশ্ন-১০. বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও বলতে কী বোঝায়? *[য. বো. ১৯]*

উত্তর: বেসরকারি উদ্যোগে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করতে যেসব সংগঠনের জন্ম, সেসব প্রতিষ্ঠানকে এনজিও বলা হয়।

সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধিই এনজিওগুলোর মূল লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাতে পরিবর্তনের ধারাকে এগিয়ে নিতে এবং এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি করতে যেসব বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে তা-ই এনজিও।

প্রশ্ন-১১. আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা হয় কেন? *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: প্রাণ না থাকলে যেমন দেহের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি উদ্যোক্তা না থাকলে কারবারও চলতে পারে না।

উদ্যোক্তা কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং কারবারের মৌলিক সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বড় ও জটিল হয়ে পড়ায় সেখানে জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার, বিনিয়োগ সমস্যার সমাধান এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা হয়।

প্রশ্ন-১২. ব্র্যাক কীভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে?

উত্তর: বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক।

ব্র্যাক ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ যেমন- অতিদরিদ্র চরবাসী, দুস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাঁটাইকৃত সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে। নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. Entrepreneur কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক. গ্রিক শব্দ খ. ফরাসি শব্দ
গ. ল্যাটিন শব্দ ঘ. হিব্রু শব্দ

২. উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন এবং উৎপাদনে নিয়োগ করার উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাকে কী বলে?
ক. বিনিয়োগ খ. সংগঠন
গ. কর্মসংস্থান ঘ. প্রযুক্তি

৩. ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন কে?
ক. মালিক খ. উদ্যোক্তা
গ. শ্রমিক ঘ. প্রশাসন

৪. উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সকল প্রকার ঝুঁকি কে বহন করে?
ক. মালিক খ. উদ্যোক্তা
গ. শ্রমিক ঘ. সরকার

৫. আলফ্রেড মার্শাল সংগঠককে কী নামে অভিহিত করেন?
ক. Leader of the industry
খ. Organizer of the industry
গ. Captain of the industry
ঘ. Entrepreneur of the industry

৬. শায়েখ উপকরণ সংগ্রহ এবং কারবার পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করে। শায়েখের কর্মকাণ্ডের সাথে কার মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
ক. শ্রমিকের খ. উদ্যোক্তার
গ. মহাজনের ঘ. শিল্পপতির

৭. সংগঠনের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ কোনটি?
ক. একমালিকানা খ. অংশীদারি
গ. যৌথ মূলধনী ঘ. এনজিও

৮. একমালিকানা ব্যবসায় সীমিত আয়তনের হয় কেন?
ক. স্বল্প পুঁজি ও একক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য
খ. একক মুনাফা ভোগ করায়
গ. প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জন্য
ঘ. অনিশ্চিত স্থায়িত্বের জন্য

৯. একমালিকানা সংগঠন বা কারবারে সদস্য কতজন থাকে?
ক. ১ জন খ. ২ জন
গ. ৩ জন ঘ. ৪ জন

১০. কোন কারবারের আইনগত অস্তিত্ব নেই?
ক. একমালিকানা খ. অংশীদারি
গ. সমবায় ঘ. যৌথমূলধনী

১১. একমালিকানা কারবারের অসুবিধা কোনটি?
ক. অগণতান্ত্রিক পরিচালনা খ. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি
গ. ঝুঁকির আধিক্য ঘ. সংগঠনের জটিলতা

১২. বাংলাদেশে অংশীদারি সংগঠন কোন সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়?
ক. ১৯১০ খ. ১৯৩০
গ. ১৯৩২ ঘ. ১৯৯৫

১৩. অংশীদারি ব্যবসায় সৃষ্টি হয় কীসের মাধ্যমে?
ক. অর্থের মাধ্যমে খ. অভিজ্ঞতার মাধ্যমে
গ. চুক্তির মাধ্যমে ঘ. বন্ধুত্বের মাধ্যমে

১৪. জহির তার কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করলেন। তাদের এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের কারবারের উদাহরণ?
ক. অংশীদারি কারবার খ. সমবায় কারবার
গ. যৌথ মূলধনী কারবার ঘ. একমালিকানা কারবার

১৫. সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত দলিলকে কী বলা হয়?
ক. সংঘবিধি খ. উপবিধি
গ. চুক্তিপত্র ঘ. সংঘ স্মারক

১৬. দেশের কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোন কারবারকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হয়?
ক. একমালিকানা খ. অংশীদারি
গ. যৌথ মূলধনী ঘ. রাষ্ট্রীয় মালিকানা

১৭. যৌথ মূলধনী কারবার প্রথম কোথায় চালু হয়?
ক. ব্রিটেনে খ. আমেরিকায়
গ. ফ্রান্সে ঘ. জার্মানে

১৮. যৌথ মূলধনী কারবারে যারা কারবারের অংশ ক্রয় করেন তাদেরকে কী বলে?
ক. পরিচালক খ. অংশীদার
গ. সদস্য ঘ. কর্মী

১৯. যৌথ মূলধনী কারবারে সরবরাহকৃত মূলধনকে কী বলা হয়?
ক. পুঁজি খ. শেয়ার
গ. শেয়ার মূলধন ঘ. বিনিয়োগ

২০. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠিত হয় কতজন সদস্য নিয়ে?
ক. ২-৫০ জন খ. ৩-২৫ জন
গ. ৫-৫০ জন ঘ. ১০-৩০ জন

২১. বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম এনজিওর নাম কী?
ক. ব্র্যাক খ. কেয়ার
গ. কারিতাস ঘ. আশা

২২. বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও কোনটি?
ক. BRAC খ. ASHA
গ. PROSHIKA ঘ. TMSS

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৩. বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠে—
i. মালিকানাগত কারণে
ii. বৈশিষ্ট্যগত কারণে
iii. আয়তনগত কারণে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৪. একক মালিকানা কারবারে মূলধন সংগ্রহ করা হয়—
i. নিজস্ব তহবিল থেকে
ii. শেয়ার বিক্রি করে
iii. ব্যাংক ঋণ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৫. মি. আমিন একটি বেকারির মালিক। এক্ষেত্রে তাঁর করণীয় হলো—
i. ভোক্তার চাহিদা পর্যবেক্ষণ
ii. পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ
iii. ঝুঁকি পরিহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও ii   ঘ. i, ii ও iii

২৬. গ্রাম উন্নয়নে এনজিওগুলো গ্রহণ করেছে—
i. স্বাস্থ্য কার্যক্রম
ii. সামাজিক বনায়ন প্রকল্প
iii. আয় ও সঞ্চয় প্রকল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৭. এনজিও-এর কাজ হলো—
i. জনস্বার্থ উন্নয়ন
ii. মুনাফা অর্জন
iii. দারিদ্র্য বিমোচন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিম মিয়া ও তার বন্ধু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব, সরবরাহকৃত মূলধন ও প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান তারা সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

২৮. রহিম ও তার বন্ধু কোন ধরনের কারবার গড়ে তোলে?
ক. একমালিকানা   খ. অংশীদারি
গ. যৌথ মূলধনী   ঘ. সমবায়

২৯. রহিম ও তার বন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারবারের সুবিধা হলো—
i. সম দায়িত্ব
ii. সহজ পদ্ধতি
iii. স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব নূরুল ইসলাম ৫০০০ টাকা মূলধন নিয়ে একটি নার্সারি গড়ে তোলেন এবং চারা বিক্রি করে সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা আনেন। কিন্তু এ বছর খরায় অনেক চারা মরে যায়। তাই তিনি পূর্বের সঞ্চিত আয় দিয়ে নার্সারি সম্প্রসারণ করেন।

৩০. জনাব নূরুল ইসলামের ব্যবসা কোন ধরনের?
ক. ব্যক্তিগত   খ. একমালিকানা
গ. সমবায়   ঘ. সামাজিক

৩১. জনাব নূরুল ইসলাম এর ব্যবসার অসুবিধা হলো—
i. স্বল্প মূলধন
ii. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
iii. ঝুঁকির আধিক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিম ও করিম দুই বন্ধু মিলে ব্যবসা করে। ১ বছর পর তারা তাদের আর এক বন্ধু জব্বারকে তাদের ব্যবসায় অংশীদার হিসেবে নিল।

৩২. রহিম, করিম ও জব্বার যে কারবার পরিচালনা করে তাকে কী বলে?
ক. একমালিকানা কারবার   খ. যৌথ মালিকানা কারবার
গ. সমবায় সংগঠন   ঘ. অংশীদারি কারবার

৩৩. রহিম, করিম ও জব্বার এর ব্যবসার সুবিধা হলো —
i. বেশি পুঁজি সংগ্রহ
ii. ঝুঁকি বণ্টন
iii. ঋণের সুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জারবিউল বিদেশি অর্থে পরিচালিত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা, ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

৩৪. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. সরকারি   খ. যৌথমূলধনী
গ. এনজিও   ঘ. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

৩৫. এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সুবিধা হলো—
i. সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে
ii. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত
iii. গরিবদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সদর থেকে ৪ কি.মি. দূরের কয়েকটি গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে 'নিপা' প্রতিষ্ঠানটি। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সরকার অনুমোদিত এবং নিজস্ব ও বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট।

৩৬. কোনটি 'নিপা' প্রতিষ্ঠানটির মতো?
ক. ADB খ. ASEAN
গ. IDB ঘ. ASHA

৩৭. 'নিপা' প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার ক্ষেত্র হলো—
i. ক্ষুদ্রঋণ প্রদান
ii. স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ
iii. শেয়ার হস্তান্তর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৮. Entrepreneur-এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? *[আলিম ১৯]*
ক. সংগঠক খ. সংগঠন
গ. ব্যবস্থাপক ঘ. মহাব্যবস্থাপক

৩৯. কিছু উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজকে কী বলা হয়? *[দি. বো. ১৭]*
ক. সংগঠন খ. উদ্যোক্তা
গ. সংগঠক ঘ. ব্যবস্থাপক

৪০. সংগঠনের মূল লক্ষ্য কী? *[য. বো. ১৬]*
ক. মুনাফা অর্জন করা খ. মূলধন গঠন করা
গ. নীতিমালা তৈরি করা ঘ. চাহিদা বাড়ানো

৪১. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে? *[ঢা. বো. ১৯]*
ক. ভূমি খ. শ্রম
গ. সংগঠন ঘ. মূলধন

৪২. উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয়ের কাজকে বলা হয়— *[কু. বো. ১৭, সি. বো. ১৬]*
ক. সংগঠন খ. ভূমি
গ. মূলধন ঘ. শ্রম

৪৩. সংগঠককে 'শিল্পাধিনায়ক' (Captain of the industry) কে বলেছেন? *[রা. বো. ১৬; আলিম ১৮]*
ক. অ্যাডাম স্মিথ খ. মার্শাল
গ. জে এস মিল ঘ. রবিন্স

৪৪. কে বলেছেন উদ্যোক্তা কারবারের কর্তা? *[ঢা. বো. ১৭]*
ক. অধ্যাপক মার্শাল খ. অধ্যাপক হানি
গ. অধ্যাপক মিলওয়ার্ড ঘ. অধ্যাপক পিগু

৪৫. অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা কতজন? *[ঢা. বো. ১৯; চ.বো. ১৭; ঢা. বো., চ.বো., দি. বো. ১৬]*
ক. ২ থেকে অসংখ্য খ. ২ থেকে ৫০
গ. ২ থেকে ৩০ ঘ. ২ থেকে ২০

৪৬. মূলধন সরবরাহ না করেও কোনো ব্যক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে হলে কীসের প্রয়োজন হয়? *[দি. বো. ১৯]*
ক. দক্ষতার খ. অভিজ্ঞতার
গ. সুনামের ঘ. অংশীদারদের সম্মতির

৪৭. অংশীদারি কারবারের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত? *[সকল. বোর্ড ২০১৮]*
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

৪৮. অংশীদারি কারবারে সর্বাধিক কতজন সদস্য হতে পারে? *[রা. বো. ১৬]*
ক. ১৫ খ. ২০
গ. ২৫ ঘ. ৩০

৪৯. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কত জন? *[চ. বো., য.বো. ১৯]*
ক. ২-৫০ খ. ২-৬০
গ. ২-৭০ ঘ. ২-৮০

৫০. একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে কত জন সদস্য থাকে? *[দি. বো. ১৯; কু. বো. ১৭]*
ক. ২ থেকে ২০ জন খ. ২০ থেকে ৫০ জন
গ. ২ থেকে অসংখ্য ঘ. ৭ থেকে অসংখ্য

৫১. একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে কতজন সদস্য থাকে? *[কু. বো. ১৭]*
ক. ২ থেকে ২০ খ. ২ থেকে ৫০
গ. ২ থেকে অসংখ্য ঘ. ৭ থেকে অসংখ্য

৫২. কোন কারবারের সংক্ষিপ্ত নাম 'কোম্পানি'? *[রা. বো. ১৭]*
ক. অংশীদারি কারবার খ. যৌথ মূলধনী কারবার
গ. একক মালিকানা কারবার
ঘ. বহু মালিকানা কারবার

৫৩. যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক কে? *[য. বো. ১৬]*
ক. শেয়ার বিক্রেতারা খ. শিল্পপতিরা
গ. শেয়ার ক্রেতারা ঘ. মহাজন

৫৪. সকলের সমান অধিকার, দায়িত্ব ও অংশীদারিত্বের প্রয়োজন হয় কোন ধরনের সংগঠনে? *[সি. বো. ১৭]*
ক. অংশীদারি কারবার খ. যৌথ মূলধনী কোম্পানি
গ. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ঘ. সমবায় কারবার

৫৫. NGO-এর পূর্ণরূপ কোনটি? *[ব. বো. ১৯; রা. বো., ব. বো. '১৬]*
ক. Non Government Organization
খ. Non government Office
গ. Non Group Organization
ঘ. Navy Group Organization

৫৬. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও কোনটি? [সকল বোর্ড ২০১৮]
ক. আশা খ. প্রশিকা
গ. ডাক দিয়ে যাই ঘ. ব্র্যাক

৫৭. NGO-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [দি. বো. ১৭]
ক. ঋণ প্রাপ্তির জন্য জামানত প্রয়োজন
খ. ঋণের অপরিকল্পিত ব্যবহারে সংকট বাড়ে
গ. মহিলারা স্বাবলম্বী হওয়ায় বড় পরিবার গঠনে উৎসাহিত হয়
ঘ. প্রদত্ত ঋণ সর্বদা উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার হয়

৫৮. উদ্যোক্তার কার্যাবলি হলো — [আলিম পরীক্ষা '১৬]
i. উৎপাদনের পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ
ii. উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন
iii. ঝুঁকি বহন ও আয় বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৯. একমালিকানা কারবারের সুবিধা হলো—[সকল বোর্ড '১৮]
i. অধিক মূলধন
ii. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
iii. মালিক শ্রমিকের সুসম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬০. একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য হলো— [চ. বো. ১৬]
i. অধিক মূলধন
ii. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
iii. মালিক শ্রমিক সুসম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. অংশীদারি কারবারের অসুবিধা— [ব. বো. ১৯]
i. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
ii. স্থায়িত্ব কম
iii. বিশ্বাস ও আস্থার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬২. যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহের উপায়— [রা. বো. ১৭]
i. শেয়ার বিক্রি ii. ঋণপত্র বিক্রি
iii. ঋণ গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৩. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— [রা. বো. ১৬]
i. শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে
ii. সর্বনিম্ন সদস্য ২ জন
iii. এটি একটি যৌথ মূলধনী কারবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দীর্ঘ প্রবাসজীবন কাটিয়ে মাসুক মিয়া দেশে এসে একটি পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলে। এতে গ্রামের কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়। অল্প দিনের মধ্যে মুরগির বাচ্চা এবং ডিম বিক্রি করে মাসুক মিয়া প্রচুর টাকা উপার্জন করে। [রা. বো. ১৭]

৬৪. অর্থনীতির ভাষায় মাসুক মিয়াকে কী বলা হয়?
ক. ব্যবসায়ী খ. উদ্যোক্তা
গ. শ্রমিক ঘ. বিক্রেতা

৬৫. মাসুক মিয়ার কাজ হলো—
i. ঝুঁকি বহন
ii. মুনাফা অর্জন
iii. কাঁচামালের যোগান দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহুল, আসিফ ও বাপ্পী মিলে একটি মৎস্য খামার স্থাপন করে। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে চুক্তিবন্ধ হয়ে তারা খামারটি গড়ে তুলেছে। তারা নিজেদের মূলধনের অনুপাতে লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেয়। [রা. বো. ১৯]

৬৬. রাহুল, আসিফ ও বাপ্পী কোন ধরনের সংগঠন গড়ে তুলেছে?
ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
গ. অংশীদারি কারবার
ঘ. সমবায় কারবার

৬৭. এরূপ কারবারের অসুবিধা হলো—
i. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
ii. স্থায়িত্ব কম
iii. হস্তান্তরযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' তার সাতজন বন্ধুকে নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবার সমান দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন প্রদান করে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে। [সি. বো. ১৯]

৬৮. জনাব 'ক' এর প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন?
ক. প্রাইভেট লি. কোম্পানি
খ. অংশীদারি কারবার
গ. সমবায় প্রতিষ্ঠান
ঘ. পাবলিক লি. কোম্পানি

৬৯. জনাব 'ক' এর প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা হলো— *[সি. বো. ১৬]*
    i. স্থায়িত্ব কম   ii. সীমিত দায়িত্ব
    iii. অদক্ষ অংশীদার
    নিচের কোনটি সঠিক?
    ক. i ও ii   খ. i ও iii
    গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' ও 'খ' দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। 'ক' প্রতিষ্ঠানটির পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং 'খ' প্রতিষ্ঠানটি বাজারে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। *[সি. বো. ১৬]*

৭০. 'ক' কোন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান?
    ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    খ. অংশীদারি কারবার
    গ. একমালিকানা কারবার
    ঘ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

৭১. 'ক' ও 'খ' ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য যথাক্রমে—
    i. ন্যূনতম সদস্য ০২ ও ০৭ জন
    ii. পর্যাপ্ত ও অপার্যাপ্ত মূলধন
    iii. স্থায়িত্ব কম ও বেশি
    নিচের কোনটি সঠিক?
    ক. i ও ii   খ. i ও iii
    গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মোহনপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষকেরা 'এসো করি' সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের জমি একত্রে চাষাবাদ শুরু করে। পারস্পরিক সহযোগিতাই এ সংগঠনের ভিত্তি। এখানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। *[আলিম পরীক্ষা ১৮]*

৭২. উদ্দীপকে কোন ধরনের সংগঠনের কথা বলা হয়েছে?
    ক. একমালিকানা   খ. সমবায়
    গ. অংশীদারি   ঘ. যৌথ মূলধনী

৭৩. এ ধরনের সংগঠনের ক্ষেত্রে –
    i. কাজের প্রতি আগ্রহ থাকে
    ii. দালাল, ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটে
    iii. পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দেওয়া যায়
    নিচের কোনটি সঠিক ?
    ক. i ও ii   খ. i ও iii
    গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	গ
১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ক	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ
২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ	৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	ঘ	৩৬	ঘ
৩৭	ক	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	ক	৪১	গ	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	খ
৪৯	ক	৫০	ঘ	৫১	ঘ	৫২	খ	৫৩	গ	৫৪	ঘ	৫৫	ক	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ	৫৮	ঘ	৫৯	ঘ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	ঘ	৬৩	খ	৬৪	খ	৬৫	ঘ	৬৬	গ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	খ	৭১	খ	৭২	খ
৭৩	ক																						

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন সংগঠনের বিভিন্ন রূপের বিবরণ দাও।
২. সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।
৩. একজন সফল সংগঠক বা উদ্যোক্তার কী কী গুণাবলি দরকার উল্লেখ করো।
৪. উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
৫. সমবায় এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কী? আলোচনা করো।
৬. যৌথ মূলধনী কারবারে কীভাবে মূলধন সংগৃহীত হয়? বর্ণনা করো।
৭. অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী মালিকানার মধ্যে পার্থক্য কী? আলোচনা করো।
৮. কী কী কারণে অংশীদারি কারবার সফল হয় না? ব্যাখ্যা করো।
৯. যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠন প্রণালি সংক্ষেপে লিখ।
১০. যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।
১১. সমবায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা কী কী? আলোচনা করো।
১২. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
১৩. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সুবিধা কী কী? আলোচনা করো।
১৪. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাগুলোর নাম লেখ।
১৫. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।
১৬. একক এনজি ও দলগত এনজিও এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো।
১৭. বাংলাদেশে NGO কার্যক্রমের পটভূমি বর্ণনা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

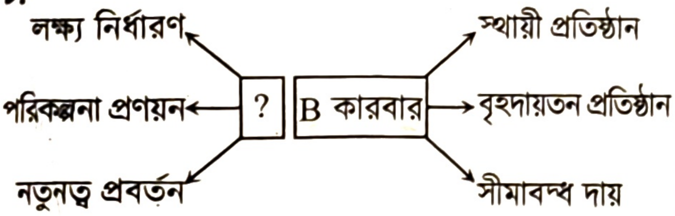

[য. বো. ২০১৯]

ক. সংগঠনকে 'Captain of the Industry' কে বলেছেন? ১

খ. NGO বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ? চিহ্নিত স্থানে যা বসবে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'B' কারবারটি কি ধরনের কারবার? এর সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২. বাংলাদেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ যোগাযোগ ও অবকাঠামো ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি খাত প্রধান ভূমিকা পালন করে। এসব ক্ষেত্রে NGO-গুলো অত্যন্ত সীমিত ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ সংরক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করলেও অধিকাংশ NGO-র মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা করা। NGO-গুলোর ঋণের সুদের হারও অনেক বেশি। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক নিয়ম-কানুন মেনে চললে, মতবিরোধ পরিহার করলে এবং ব্যক্তি স্বার্থের বদলে সমষ্টিগত স্বার্থ বিবেচনা করলে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার করতে পারত। তবে দুনীতি কমিয়ে আনতে পারলে সরকারি খাতই আমাদের দেশকে অনেক এগিয়ে নিতে পারত। *[চা. বো. ২০১৯]*

ক. সংগঠন কী? ১

খ. 'উদ্যোক্তাই সংগঠনের অন্যতম চালিকাশক্তি'— ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি খাতের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে কীভাবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ এগিয়ে যেতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. মি. করিম একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা শেষে গ্রামে ফিরে নিজ চেষ্টায় একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার তার হাতেই। ব্যবসায়িক দায়-দায়িত্ব নিজেই বহন করেন। অন্যদিকে মি. রহিমের প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ২০ জন। তারা যৌথভাবে মূলধনের যোগান দেয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। তবে যে কোনো একজন সদস্যের মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। *[দি. বো. ২০১৯]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. সংগঠনকে শিল্পের চালক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রহিমের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সদস্য সংখ্যা, মূলধন সংগ্রহ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে মি. করিম ও মি. রহিমের সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. মি. 'X'-এর একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপকরণ সংগ্রহ ও এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা পেলেও তাকে অনেক বেশি ঝুঁকি বহন করতে হয়। *[কু. বো. ২০১৯]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. 'দারিদ্র্য বিমোচনে NGO সহায়ক ভূমিকা পালন'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কার অর্থনৈতিক কার্যাবলির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. 'M' ফার্মাসিউটিক্যালস-এর সদস্য সংখ্যা অসংখ্য। কোম্পানির আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি জনগণের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহ করে এবং শেয়ারহোল্ডারদেরকে বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। অন্যদিকে 'N' কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ১০ জন। তারা যৌথভাবে মূলধনের যোগান দেয় এবং পারস্পরিক

সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তবে একজন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। *[সি. বো. ২০১৯]*

ক. 'BRAC' এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. সমবায় কারবার কোন অর্থে একমালিকানা কারবার অপেক্ষা উন্নত? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' কোম্পানি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'M' এবং 'N' কোম্পানির পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. জনাব নাসের নিজের একক সিদ্ধান্তে স্কুল ব্যাগ তৈরির একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজেই মূলধন সরবরাহ, উপকরণ সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণসহ সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন। পরবর্তীতে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বন্ধু আশিককে কারখানার অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেন। *[রা. বো. ২০১৯]*

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. 'সংগঠকের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে সংগঠনের সাফল্য'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে জনাব নাসেরের কারখানার প্রকৃতি নির্ণয়পূর্বক বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব নাসেরের সিদ্ধান্তের পরিবর্তনে কারখানার প্রকৃতিতে কী কী ধরনের পরিবর্তন আসবে? যথাযথ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. হাবিব উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর বাবার অভাবের সংসারের দায়িত্ব নেওয়ায় পড়ালেখার পাশাপাশি ছোট আকারের ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি তার পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা আর ভালো আচরণের মাধ্যমে একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠেন। তার প্রতিষ্ঠিত 'মালিখা ট্রেডার্স'-এ বর্তমানে প্রায় ১০ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। সম্প্রতি হাবিব তার বন্ধু করিম, আশরাফ ও সালামকে নিয়ে 'বন্ধন টেক্সটাইল মিলস' নামে একটি কারখানা স্থাপন করেন।

ক. সংগঠন কী? ১

খ. 'সংগঠক দৃশ্যমান হলেও সংগঠন অদৃশ্যমান' — উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। ২

গ. মালিখা ট্রেডার্স কী ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হাবিব, করিম বা আশরাফ যেকোনো একজনের মৃত্যু হলে 'বন্ধন টেক্সটাইল মিল্‌স' টিকে থাকবে না বিলুপ্ত হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮. ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করে সাব্বির ও তার কয়েকজন বন্ধু সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা কোথাও চাকরি করবে না বরং তারা সকলে মিলে একটি ব্যবসা সংগঠন গড়ে তুলবে। এক্ষেত্রে তাদের মধ্য থেকে একজন থাকবে সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে, অন্য আরেকজন বন্ধু থাকবে পরিচালনার দায়িত্বে। সংগঠনের লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন সবাই তা সমানভাবে ভাগ করে নিবে।

ক. যৌথ খাত কী? ১

খ. সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাব্বির তার বন্ধুদের নিয়ে যে সংগঠন গড়ে তুলতে চায় সেটি কোন ধরনের কারবার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যবসা সংগঠনটির গ্রহণযোগ্যতা আধুনিক বিশ্বে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে— উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯. রহিম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে কিছু মূলধন নিয়ে একটি ওয়েলডিং মেশিন কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর তার কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পলাশ ও জাকিরের সাথে যুক্ত হয়ে কারখানার পরিধি বৃদ্ধি করেন। এতে দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

ক. কয়েকটি আন্তর্জাতিক NGO এর নাম লেখ। ১

খ. সংগঠন উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহিম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কারখানার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত কারখানা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত কারখানার তুলনায় কী কী সুবিধা সৃষ্টি করেছে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. রিপন ও তার কয়েকজন বন্ধু একত্রে ঢাকার মালিবাগে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খোলে। শুরুতে তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবি, ছোটদের পোশাক ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিক্রি করতো। পরবর্তিতে নিজেরাই পোশাক উৎপাদনে নেমে পড়ে। কর্মনিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি ও সম্মিলিতভাবে সততার সাথে কাজ করার প্রচেষ্টা তাদের ব্যবসায়কে একটি সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যায়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের বেশ কয়েকটি বুটিক শপ আছে যা 'ওজি' নামে পরিচিত।

ক. এনজিও কী? ১
খ. একমালিকানা কারবারের দায় অসীম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'ওজি' কোন ধরনের কারবার বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ধরনের কারবারের গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মত প্রকাশ করো। ৪

১১. নিলয় তার দুই বন্ধু রাব্বি ও পলিনকে নিয়ে 'দিশারী কম্পিউটার' নামে একটি দোকান স্থাপন করলেন। তিনি সদস্য সংখ্যা না বাড়িয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন।

ক. ঝুঁকি গ্রহণ করা কার কাজ? ১
খ. যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন? ২
গ. নিলয় ও তার বন্ধুদের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বৃহদায়তন ব্যবসায় গঠনে নিলয় ও তার বন্ধুরা কোন প্রকৃতির ব্যবসায় গঠন করতে পারেন? যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

১২. জসীম একজন সফল খামারি। তিনি একটি হাঁস-মুরগির খামার দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় খামারটির পরিসর বাড়তে বাড়তে তা এলাকার কয়েকটি বড় খামারের মধ্যে অন্যতম বলে আজ গণ্য। অন্যদিকে, জসীম সাহেবের বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে এরকম একটি খামার গড়ে তুললেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তা বর্তমানে বন্ধ হবার উপক্রম।

ক. অংশীদারি কারবার কী? ১
খ. অংশীদারি কারবারে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগানদান সম্ভব হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জসীম সাহেবের ব্যবসার ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জসীম সাহেবের সফলতা এবং তার বন্ধুদের ব্যর্থতার কী কী কারণ আছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. করিম সাহেব একজন দক্ষ উদ্যোক্তা। তার পর্যাপ্ত মূলধন, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বুদ্ধিমত্তা, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, তত্ত্বাবধান এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ফলে A প্রতিষ্ঠানটির পণ্যটি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। কিন্তু রহিম সাহেব স্বনামধন্য B প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছেন। কারণ B প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ঝুঁকি কম, স্থায়িত্ব অধিক, সীমাবদ্ধ দায় এবং এ কারবারের প্রতি জনগণের আস্থা অধিক থাকে।

ক. সংগঠক কে? ১
খ. যৌথ মূলধনী কারবার কীভাবে গঠন করা হয়? ২
গ. 'A' প্রতিষ্ঠানটির তিনটি অসুবিধা উল্লেখ করো। ৩
ঘ. অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে A অপেক্ষা B প্রতিষ্ঠানটি অধিক যুক্তিযুক্ত— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. জনাব সোহেল সর্বাধিক ২০ জন সদস্য নিয়ে একটি কারবার শুরু করেন। চার বছর পর উক্ত কারবারের একজন সদস্য মারা গেলে কারবারটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি সাতজনের অধিকসংখ্যক সদস্য নিয়ে আবার একটি নতুন কারবার শুরু করেন। এ কারবারের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। *[আলিম ২০১৭]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১
খ. সমবায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুইটি পার্থক্য উল্লেখ করো। ২
গ. উদ্দীপকটিতে কোন কোন ধরনের কারবার নির্দেশ করে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারবার দুইটির মধ্যে কোনটি অধিকতর লাভজনক বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৫. সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমী সুদান ব্যবসায়িক লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ ও সরকারের কাছ থেকে একখণ্ড জমি লিজ নিয়ে সেখানে চুক্তিভিত্তিক ও দিনভিত্তিক কিছু কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করে। পরবর্তীতে সুদানের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা এবং কর্মের দৃঢ়তার কারণে পাঁচ বছরের মাথায় শিল্প প্রতিষ্ঠানটির সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

[ঢা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো.২০১৮]

ক. একমালকানা কারবার কাকে বলে? ১

খ. অংশীদারি কারবারে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব হয় কেন? ২

গ. সুদানের কার্যক্রমে উৎপাদনের কোন উপাদানের কার্যক্রম ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা উক্ত উপাদানের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল।'— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. হাবিবা বেগমের তিনটি মেয়ে। হঠাৎ করে স্বামী মারা যাওয়ায় তিনি বিপদে পড়ে একটি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে নিজে একটি জাল তৈরির মেশিন কিনে নিজের বাড়িতে জাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। উক্ত বেসরকারি সংস্থাটি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দরিদ্রদের সহায়তা করে থাকে। *[চ. বো. ২০১৯]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কী? ১

খ. 'সংগঠক দৃশ্যমান হলেও সংগঠন অদৃশ্যমান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হাবিবা বেগম কোন ধরনের সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা ও এরূপ অন্যান্য সংস্থাগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১৭. কৃষিক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পরও কল্যাণ ঘোষ চাকরি না নিয়ে কৃষিকাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। নিজ পুঁজি ও দক্ষতায় গড়ে তুলেছেন আধুনিক কৃষি খামার। বীজ থেকে চারা উৎপাদন, ডিম থেকে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে তার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী শহরে তিনি তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। *◀৩ ও ৭ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী? ১

খ. কীভাবে একমালিকানা ব্যবসায়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়? ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে উদ্দীপকের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পার্শ্ববর্তী শহরে তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করলে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. মাহফুজ সম্প্রতি অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে 'X' নামক একটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে। সে মাসিক একটি নির্দিষ্ট বেতনের পাশাপাশি বাড়িভাড়া, টেলিফোন বিল, চিকিৎসা সুবিধাসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। কিছুদিন কাজ করার পর মাহফুজ জানতে পারল তাদের কোম্পানি শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে মূলধন সংগ্রহ করে। *◀৫ ও ৭ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. শ্রমবাজারে কীভাবে মজুরি নির্ধারিত হয়? ২

গ. মাহফুজ কোন ধরনের মজুরি পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উপায়সমূহ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৮

খাজনা

Rent

ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)

প্রধান প্রধান শব্দ

- খাজনা
- খাজনা তত্ত্ব
- বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা
- মোট খাজনা
- নিট খাজনা
- নিম খাজনা
- অনুপার্জিত আয়
- প্রান্তিক জমি
- প্রকৃত খাজনা
- অর্থনৈতিক খাজনা
- উপ-খাজনা
- দাম

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, উৎপাদনের চারটি উপকরণ; যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এসবের ব্যবহারের জন্য উদ্যোক্তা বা উৎপাদককে প্রচলিত বাজার দাম দিতে হয়। উৎপাদনের প্রথম উপাদান হলো ভূমি। ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে খাজনা বলে। এ অধ্যায়ে খাজনার ধারণা, খাজনা নির্ধারণ, নিম খাজনা, খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য, খাজনার সাথে দামের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- খাজনার ধারণা
- খাজনা নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বের রেখাচিত্র অঙ্কন
- নিম খাজনার ধারণা
- খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য
- খাজনার সাথে দামের সম্পর্ক

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১ ও ২	খাজনার ধারণা; খাজনার বৈশিষ্ট্য; খাজনার প্রকারভেদ
পাঠ ৩-৫	খাজনা কেন দেওয়া হয়? খাজনা তত্ত; রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব
পাঠ ৬ ও ৭	আধুনিক খাজনা তত্ত্ব; নিম খাজনা, খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৮	মোট খাজনা, নিট খাজনা, মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে তুলনা
পাঠ ৯ ও ১০	অনুপার্জিত আয়, খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক

পাঠ ১ ও ২ খাজনার ধারণা; খাজনার বৈশিষ্ট্য ও খাজনার প্রকারভেদ

৮.১ খাজনার ধারণা (Concept of Rent)

খাজনা বলতে সাধারণত জমি, বাড়ি, দোকানপাট ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তি মোতাবেক এসবের মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বোঝায়। তবে অর্থনীতিতে খাজনার অর্থ ভিন্নতর। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ খাজনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, অস্থিতিস্থাপক যোগান বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ; যেমন- জমি, খনি, মৎস্য সম্পদ, প্রভৃতি ব্যবহারের জন্য এসবের মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে।

- **অধ্যাপক মার্শালের** মতে, "জমি ও অন্যান্য প্রকৃতির মুক্ত দান থেকে প্রাপ্ত অর্থকে খাজনা বলে।"[১]
- **ডেভিড রিকার্ডোর** মতে, "জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির উৎপাদনের যে অংশ জমির মালিককে দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে।"[২]
- **জর্জ স্টিগলার** বলেন, "উপাদানের সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়কে খাজনা বলে।"
- ডি. স্যালভেটর খাজনা সম্পর্কে বলেন, "খাজনা হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদি ধারণা। এটি হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ আয় যা সম্পূর্ণভাবে স্থির উপকরণ থেকে সৃষ্টি।"
- **জোয়ান রবিনসন** এর মতে, "কোনো উপাদানকে যে ন্যূনতম দামে কাজে নিযুক্ত করানো যায় তা অপেক্ষা যে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পায় তাকে খাজনা বলে।"

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ খাজনাকে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাদের মতে, সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও যেকোনো সম্পদ যদি তার ন্যূনতম দাম থেকে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে তাকে খাজনা বলে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ এস ফিশার, আর ডনবুশ এবং স্যামুয়েলসন বলেন, 'একটি উপকরণ সর্বনিম্ন যে মূল্য পেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবা যোগান দিতে সম্মত ছিল তার চেয়ে বেশি মূল্য প্রদত্ত হলে সে খাজনা অর্জন করে।'

যেমন— একজন খেলোয়াড় সর্বনিম্ন এক লক্ষ ডলার পেলে এক বছর ভাড়াতে খেলতে রাজি ছিল। কিন্তু তাকে দশ লক্ষ ডলার দেওয়া হলো। সুতরাং তার খাজনা হলো: (১০ লক্ষ — ১ লক্ষ) ডলার = ৯ লক্ষ ডলার। এক্ষেত্রে উপকরণের যোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়া শর্ত নয়। তাই দ্রব্য বাজারে যা উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত (Producer's surplus), তাই হলো উপকরণের ক্ষেত্রে খাজনা। সুতরাং, **ভূমি ও অন্যান্য উপকরণ যার যোগান সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ সেসব সম্পদের ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত দাম দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে।**

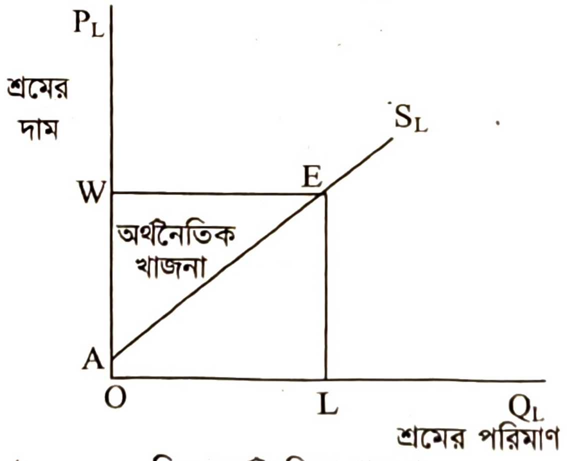

চিত্র: অর্থনৈতিক খাজনা

চিত্রে, ভূমি অক্ষে Q_L = শ্রমের পরিমাণ, লম্ব অক্ষে P_L = শ্রমের দাম, S_L = শ্রম যোগান রেখা।

অর্থনৈতিক খাজনা হলো— AS_L শ্রম যোগান রেখার উপরে এবং বাজার দাম WE রেখার নিচের অঞ্চল। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক খাজনা = OLEW – OAEL = AEW

---

১ The income derived from the ownership of land and other free gifts of nature is called rent. – Marshall

২ "Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the land lord for the use of original and indestructible powers of the soil. – David Ricardo.

৮.২ খাজনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Rent)

খাজনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. খাজনা হলো ভূমি ও অন্যান্য সীমাবদ্ধ যোগান সম্পন্ন সম্পদের মালিকানার আয়।
২. সম্পদের যোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হবে এমন শর্ত অর্থনৈতিক খাজনায় নাও থাকতে পারে।
৩. খাজনা সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থ মূল্যে প্রকাশিত হয়।
৪. উৎপাদন শক্তি এবং অবস্থানের কারণে খাজনার পার্থক্য ঘটে।
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থকে 'প্রকৃত খাজনা' এবং অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থকে 'নিম খাজনা' বলে।

জেনে রাখো

মধ্যযুগে বর্ষ আরম্ভে খাজনা আদায়ের কথা: সম্রাট আকবরের সময় 'ইলাহি', 'বাংলা', 'ফসলি', 'বিলায়তি' ও 'আমলি' সন প্রবর্তিত হয়। এই অব্দ প্রবর্তনের কারণ হিসেবে ধারণা করা হয়, রাষ্ট্র শাসনে মুসলমান শাসকেরা হিজরি সন ব্যবহার করতেন। চাঁদের বর্ষ সৌরবর্ষের চেয়ে প্রায় ১১ দিন কম। সৌরবর্ষ ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে চাঁদের মাসগুলো প্রতিবছর প্রায় ১১ দিন ঋতুচ্যুত হয়। কিন্তু ফসল উৎপাদিত হয় সৌরবর্ষ অনুযায়ী। সৌরবর্ষের মাসগুলো নির্দিষ্ট ঋতুতে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাতে ফসল তোলার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। সুতরাং হিজরি তারিখ অনুযায়ী কৃষকদের খাজনা পরিশোধেও অসুবিধা হতো। এ জন্য সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের জন্য হিজরি বাতিল করে সৌরবর্ষ মানের অব্দ ইলাহি প্রবর্তন করেন।

৮.৩ খাজনার প্রকারভেদ (Types of Rent)

ক. উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনা দুই প্রকার। যথা:
১. বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা (Pure economic rent) ২. অর্থনৈতিক খাজনা (Economic rent)

১. **বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা:** জমির জন্য চুক্তি অনুসারে জমির মালিক যে আয় লাভ করে তাকে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা বলে। এর শর্ত হলো— ক. সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান খ. উক্ত উপাদান অন্য দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে না।
২. **অর্থনৈতিক খাজনা:** অপরিবর্তনীয় এবং সীমিত যোগান বিশিষ্ট যেকোনো উপাদানের ক্ষেত্রে উপকরণ যোগানের পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতার কারণে উক্ত উপাদানের মালিক যে পরিতোষিক লাভ করে তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে।

খ. আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনা তিন প্রকার। যথা:

১. **মোট খাজনা:** ভূমি ব্যবহারকারী ভূমির মালিককে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাকে মোট খাজনা বা চুক্তিবদ্ধ খাজনা (Contract rent) বলে।
২. **নিট খাজনা:** শুধু ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে নিট খাজনা বলে।
৩. **নিম খাজনা:** স্বল্পকালে পূর্ণ ও অস্থিতিস্থাপকতার কারণে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা অধিক আয় লাভ করতে সক্ষম হলে এ অতিরিক্ত আয়কে নিম খাজনা বলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'খাজনা হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদি ধারণা'— উক্তিটি কার? *[চ. বো. ২০১৯]*
২. ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে কী প্রদান করা হয়? *[দি. বো. ২০১৭]*
৩. জনবহুল এলাকার জমির যোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে? *[চ. বো. ২০১৭]*
৪. উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
৫. আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
৬. চুক্তিবদ্ধ খাজনার অপর নাম কী?

উত্তরের জন্য ৩৪৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খাজনার প্রকারভেদ একটি ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৩-৫ খাজনা কেন দেওয়া হয়? খাজনা তত্ত্ব ও রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব

৮.৪ খাজনা কেন দেওয়া হয়? (Why Rent is Paid?)

খাজনার সংজ্ঞা থেকেই খাজনার উদ্ভবের কারণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারণে খাজনা দেওয়া হয়। ডেভিড রিকার্ডোর মতে, তিনটি কারণে খাজনার উৎপত্তি হয় তা হলো- জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, জমির উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্য এবং জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা।

এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **অস্থিতিস্থাপক যোগান:** যে উপকরণের যোগান বৃদ্ধি পায় না তাকে অস্থিতিস্থাপক যোগান বলে। ফলে চাহিদা বাড়লে, কোনো উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে সর্বনিম্ন যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। যেমন- জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ। এজন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। নিচে চিত্রের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

পাশের চিত্রে, SS জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা। D_1, D_2, D_3 হলো জমির চাহিদা রেখা। জমির যোগান OS পরিমাণে স্থির বলে তার চাহিদা D_1 থেকে D_2 তে এবং D_2 থেকে D_3 তে বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার পরিমাণ OR_1 থেকে OR_2 এবং OR_2 থেকে OR_3 তে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, স্থির যোগান বিশিষ্ট জমির চাহিদা যেকোনো কারণে বৃদ্ধি পেয়ে খাজনার উদ্ভব হয়।

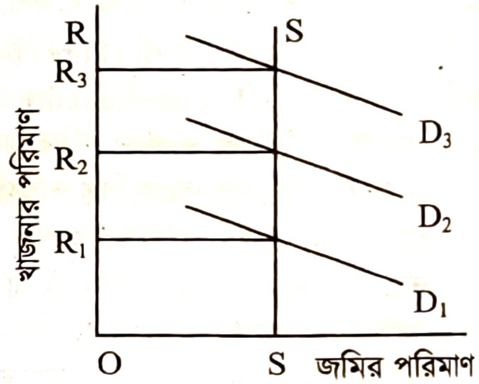

চিত্র: জমির অস্থিতিস্থাপক যোগানের জন্য খাজনার উদ্ভব

২. **জমির উর্বরতার পার্থক্য:** রিকার্ডোর মতে, জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। তার মতে, "প্রান্তিক জমির কোনো খাজনা নেই। উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচের চেয়ে আয় বেশি বলে তার মালিককে খাজনা দিতে হয়।"

৩. **জমির অবস্থানগত পার্থক্য:** জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেও খাজনার উদ্ভব হয়। শহর, নগর, বন্দর বা বাজারের নিকটবর্তী জমির খাজনা দূরবর্তী জমি অপেক্ষা খাজনার পরিমাণ বেশি হয়। কেননা শহরের নিকটবর্তী জমির চাহিদা বেশি বলে দূরবর্তী জমি অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় অর্জন করে।

> **প্রান্তিক জমি কী?**
> অধ্যাপক ডেভিড রিকার্ডোর মতে, জমিতে ফসল উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রির মাধ্যমে যে আয় পাওয়া যায় তা যদি পরস্পর সমান হয়, সেরূপ জমিকে প্রান্তিক জমি বা খাজনাবিহীন জমি (No rent land) বলে।

৪. **সীমাবদ্ধ যোগান:** যেসব উপকরণের যোগান সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ সেসব উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হয়।

৫. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা:** একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে, প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমহ্রাসমান হারে কমে। অপরদিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। ফলে জমির খাজনা দিতে হয়।

৬. **জমির বিকল্প ব্যবহার:** একই জমি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। কোনো জমিতে ধান চাষের পরিবর্তে সবজি চাষ করলে উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত থাকে। এক্ষেত্রে সবজি চাষের জন্য খাজনা দিতে হয়।

সুতরাং জমির সীমাবদ্ধ যোগান, অবস্থানগত পার্থক্য এবং উর্বরা শক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়।

৮.৫ খাজনা তত্ত্ব (Theory of Rent)

খাজনা নির্ধারণের দুটি তত্ত্ব বিদ্যমান। যথা- ১. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব ২. আধুনিক খাজনা তত্ত্ব।

৮.৬ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent)

প্রখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ১৯০০-এর প্রথম দিকে খাজনা সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রদান করেন, তা তার নামানুসারে 'রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এ তত্ত্বে তিনি খাজনার অর্থ, উৎপত্তির কারণ এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন।

- ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) অর্থনীতিকে একটি নতুন রূপ দেন। রিকার্ডো বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন এবং তার ভবিষ্যৎ ছিল হতাশাবাদী। তার মতে, "পণ্যের মূল্য নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়ের ওপর।" তার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো জমির খাজনা তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব, প্রভৃতি।
- ইংল্যান্ডের ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৭ সালে তার 'The Principles of Political Economy and Taxation' নামক গ্রন্থে খাজনা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেন, সেটাই 'রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব' নামে পরিচিত।
- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে খাজনা কী? কেন খাজনার উৎপত্তি হয় এবং কীভাবে এর পরিমাণ নির্ধারিত হয়? এ সব বিষয় সম্পর্কে রিকার্ডো তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
- **মূল বক্তব্য:** খাজনা তত্ত্বে রিকার্ডো বলেন, "খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সেই অংশ যা জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়।"[৪] তার মতে, 'চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতাই খাজনা উদ্ভবের কারণ।'

জমির উর্বরা শক্তি ও অবস্থানগত পার্থক্য এবং জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি দ্রুত কার্যকরী হওয়ায় খাজনা দিতে হয়। জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের কারণে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের পার্থক্য ঘটে। সে জন্য খাজনার পরিমাণও কম-বেশি হয়। আর যে জমির উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ এবং খরচ সমান হয় তাকে প্রান্তিক জমি (Marginal land) বা খাজনাবিহীন (No rent land) জমি বলে অভিহিত করেন। এরূপ জমির আয় এবং উৎপাদন খরচ পরস্পর সমান বলে খাজনা দিতে হয় না।

অনুমিতিসমূহ (Assumptions):

১. সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ।
২. জমি প্রকৃতির দান বলে এর যোগান দাম নেই।
৩. জমির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকরী।
৪. বিভিন্ন জমির উৎপাদন ক্ষমতা বা উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়।
৫. জমির মৌলিক এবং অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে।
৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
৭. খাজনা দামের মধ্যে প্রবেশ করে না।
৮. অধিক উর্বর জমি প্রথমে ও কম উর্বর জমি পরে চাষ করা হয়।

জেনে রাখো

প্রান্তিক জমি উদ্ভবের কারণ:

১. জমির উর্বরাশক্তির পার্থক্যের কারণে জমি থেকে প্রাপ্ত আয় ও উৎপাদন ব্যয় পরস্পর সমান হতে পারে।

২. জমির আয়তন যদি ছোট হয়, সেক্ষেত্রেও জমি থেকে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয় সমান হতে পারে।

খাজনা তত্ত্বের ব্যাখ্যা: ধরি, জনমানবহীন একটি দ্বীপে কিছু লোক বসবাস করার জন্য গমন করে। তারা প্রথমে ঐ সব জমি চাষাবাদ করবে, যেগুলো তাদের অবস্থানের কাছাকাছি বা উর্বর। এ পর্যায়ে জমির কোনো খাজনা নেই এবং তা

---

৪ Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the land lord for the use of original and indestructible powers of the soil. – David Ricardo

প্রথম শ্রেণির জমি নামে পরিচিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রথম শ্রেণির জমির ফসল দিয়ে খাদ্য সমস্যা দূর করা যায় না বলে দ্বিতীয় শ্রেণির জমি চাষের আওতায় আসবে। যেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণির জমির চেয়ে প্রথম শ্রেণির জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেশি সেহেতু প্রথম শ্রেণির জমিকে এ পর্যায়ে অবশ্যই খাজনা দিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির জমি খাজনাবিহীন জমি নামে পরিচিত হবে। জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে তখন তৃতীয় শ্রেণির জমি চাষের আওতায় আসবে। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণির জমিতে খাজনার সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির জমিতে খাজনার সৃষ্টি হবে না। এ তৃতীয় শ্রেণির জমিকে প্রান্তিক জমি হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।

সূচি ও চিত্রের সাহায্যে খাজনা তত্ত্বের ব্যাখ্যা

ধরা যাক, একটি দেশে উর্বরতার শ্রেণিভেদে ১ম, ২য় এবং ৩য় শ্রেণির জমি রয়েছে। সকল জমিতেই একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১০,০০০ টাকা। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিতে একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ মণ, ৪৫ মণ এবং ২০ মণ। যেহেতু উৎপাদনশক্তি ভিন্ন। প্রতি মণ ধানের দাম ৫০০ টাকা হলে বিভিন্ন প্রকার জমিতে আয় ও উৎপাদন খরচ দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

জমির শ্রেণি	একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	প্রতি মণ ধানের দাম (P) (টাকায়)	ধান থেকে আয় (P × Q)	উৎপাদন খরচ	খরচ বাদে উদ্বৃত্ত বা খাজনা
১ম	৬০	৫০০	৩০,০০০	১০,০০০	২০,০০০
২য়	৪৫	৫০০	২২,৫০০	১০,০০০	১২,৫০০
৩য়	২০	৫০০	১০,০০০	১০,০০০	০.০০

উপরিউক্ত তালিকা হতে দেখা যায় যে, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিতে একর প্রতি যথাক্রমে ৬০, ৪৫ এবং ২০ মণ ধান উৎপাদিত হয়। প্রতি মণ ধানের দাম ৫০০ টাকা হলে ১ম শ্রেণির জমি থেকে আয় হয় (৬০ × ৫০০) = ৩০,০০০ টাকা, ২য় শ্রেণির জমি থেকে আয় হয় (৪৫ × ৫০০) = ২২,৫০০ টাকা এবং ৩য় শ্রেণির জমি থেকে আয় হয় (২০ × ৫০০) = ১০০,০০০ টাকা। সকল প্রকার জমির উৎপাদন খরচ ১০,০০০ টাকা হলে —

১ম শ্রেণির জমির খাজনা = ৩০,০০০ — ১০,০০০ = ২০,০০০ টাকা।

২য় শ্রেণির জমির খাজনা = ২২,৫০০ — ১০,০০০ = ১২,৫০০ টাকা।

৩য় শ্রেণির জমির খাজনা = ১০,০০০ — ১০,০০০ = ০ টাকা।

এক্ষেত্রে, ৩য় শ্রেণির জমি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি।

চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ: এ তত্ত্বটিকে চিত্রের মাধ্যমেও বিশ্লেষণ করা যায়। চিত্রে আনুভূমিক অক্ষে জমির পরিমাণ এবং উলম্ব অক্ষে আয়/উৎপাদন এবং খরচ পরিমাপ করা হয়েছে।

১ম শ্রেণির জমিতে:

উৎপাদন/ আয় = OANM, ব্যয় = OASP

∴ খাজনা = OANM – OASP

= MNSP

২য় শ্রেণির জমিতে:

উৎপাদন/ আয় = ABTR, ব্যয় = ABLS

∴ খাজনা = ABTR – ABLS

= SLTR

৩য় শ্রেণির জমিতে: উৎপাদন/ আয় = BCDL, ব্যয় = BCDL

∴ খাজনা = BCDL – BCDL = 0; এটিই খাজনাবিহীন জমি।

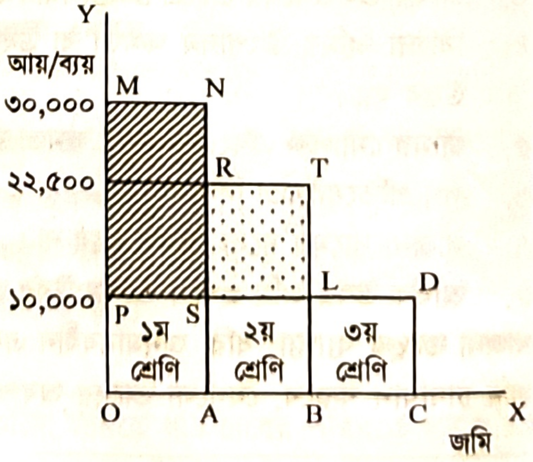

চিত্র: রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে বিভিন্ন প্রকার জমির খাজনা

সমালোচনা : আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ—

১. **জমির অবিনশ্বর উর্বরা ক্ষমতা:** আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, জমির কোনো অবিনশ্বর ক্ষমতা নেই। কেননা ক্রমাগতভাবে একই জমিতে চাষ করতে থাকলে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার সেচ, সার এবং উন্নত বীজ প্রয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কাজেই এ অবস্থায় জমির কোনো অবিনশ্বর উর্বরাশক্তি বলতে কিছু নাই।

২. **চাষ পদ্ধতি:** রিকার্ডো বলেন, প্রথমে কৃষক প্রথম শ্রেণির জমি চাষ করে, অতঃপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির জমি চাষ করে। সত্য বলতে, বাস্তবে এ ধরনের যাচাই বাছাই করে চাষ করা হয় না।

৩. **খাজনাবিহীন জমি:** রিকার্ডো ধরে নিয়েছেন যে, ৩য় শ্রেণির জমি খাজনাবিহীন। কিন্তু বাস্তবে কোথাও এ ধরনের জমির অস্তিত্ব নেই।

৪. **ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি:** রিকার্ডো বলেছেন, কেবল জমির উর্বরতার কারণে খাজনা প্রদান করতে হয়। কিন্তু যুক্তিটা সত্য নয়। কেননা উর্বর না হলেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণে খাজনা প্রদান করতে হয়।

৫. **খাজনা ও দাম:** রিকার্ডোর মতে, দাম খাজনাকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এ কথা স্বীকার করতে রাজি নন। তারা বলেন, দাম খাজনাকে প্রভাবিত করে।

৬. **খাজনা উদ্ভবের মূল কারণ অনুৎঘাটিত:** আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, খাজনা উদ্ভবের মূল কারণ হলো চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা কিন্তু রিকার্ডো তা উল্লেখ করেন নি।

৭. **খাজনা নির্ধারণ পদ্ধতি:** মূলত এ তত্ত্বে জমির খাজনার কারণ ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়। কীভাবে খাজনা নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করা হয় না।

৮. **পৃথক তত্ত্ব নিষ্প্রয়োজন:** রিকার্ডো বলেন, কেবল জমি থেকেই খাজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট যেকোনো উপকরণ খাজনা সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, কেবল জমির জন্য আলাদা একটি তত্ত্ব প্রয়োগ করা নিষ্প্রয়োজন।

৯. **উপাদানের দাম:** মার্শাল বলেন, খাজনা হলো জমির দাম এবং জমি উৎপাদনের উপকরণ। অতএব, অন্যান্য উপকরণ হতে একে আলাদা করে বেশি গুরুত্ব প্রদান করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

এসব সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাস পায় নি। বিশেষ করে অনুপার্জিত আয় ভোগকারী সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এবং আধুনিক খাজনা তত্ত্ব বিশ্লেষণে এ তত্ত্ব সোপান হিসাবে কাজ করেছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডেভিড রিকার্ডোর মতে, কয়টি কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়?
২. কোন জমির খাজনা দিতে হয় না?
৩. রিকার্ডোর মতে, কিসের পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়?
৪. প্রান্তিক জমির খাজনা কীরূপ হয়? *[ব. বো. ২০১১]*
৫. খাজনা ও দামের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়টি মতবাদ আছে? *[ব. বো. ২০১৭]*
৬. 'খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়'—কে বলেছেন? *[ব. বো. ২০১৬]*
৭. রিকার্ডো জমিকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করেছেন?
৮. রিকার্ডো কোন শ্রেণির জমিকে প্রান্তিক জমি বলেছেন?

উত্তরের জন্য ৩৪৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের একটি কাল্পনিক সূচি তৈরি করো।
২. খাজনা দেওয়ার পাঁচটি কারণ লেখো।

পাঠ ৬ ও ৭ আধুনিক খাজনা তত্ত্ব; নিম খাজনা, খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য

৮.৭ আধুনিক খাজনা তত্ত্ব (Modern Theory of Rent)

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে, জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। ভূমি বা জমির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উপকরণের মতো নয়। তাই চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে ভূমির খাজনা নির্ধারণ সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো ভূমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন- নদীতে চর জাগা, সেচ প্রয়োগ, সার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয় বৃদ্ধি সম্ভব। এদের মতে জমির মতো অন্যান্য উপকরণ থেকেও খাজনা অর্জন সম্ভব।

মূলবক্তব্য: ব্যক্তির নিকট জমির যোগান স্থিতিস্থাপক। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা ভূমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক খাজনা তত্ত্ব তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা তত্ত্ব:** চাহিদা বাড়লে জমির খাজনা বৃদ্ধি পায় আবার চাহিদা কমলে খাজনা হ্রাস পায়। নিচে চিত্রের সাহায্যে আধুনিক খাজনা তত্ত্বের ব্যাখ্যা:

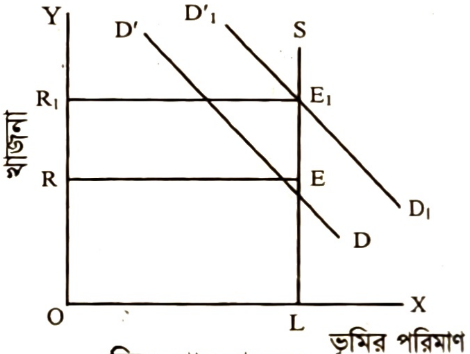

চিত্র: খাজনা তত্ত্ব

পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) ভূমির পরিমাণ তথা ভূমির চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে (OY) খাজনা নির্দেশ করে। DD′ = ভূমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা, LS = ভূমির যোগান রেখা। ভূমির সামাজিক যোগান অস্থিতিস্থাপক। তাই এটা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। ভূমির চাহিদা রেখা (DD′) এবং যোগান রেখা LS পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য ভূমির পরিমাণ OL এবং খাজনার পরিমাণ LE বা OR। এখন যদি ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে $D_1D'_1$ নতুন চাহিদা রেখা পূর্বের LS যোগান রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে নতুন ভারসাম্য খাজনার পরিমাণ হবে LE_1 বা OR_1। এখানে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাজনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ তত্ত্বানুযায়ী খাজনাকে অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা বলা হয়।

২. **স্থানান্তর আয়:** আধুনিক খাজনা তত্ত্ব অনুযায়ী, উৎপাদনের যেকোনো উপকরণ থেকে খাজনা অর্জন করতে পারে। প্রত্যেক উপকরণ থেকে তার সর্বনিম্ন যোগান দামের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত আয় হয় তাই খাজনা হিসেবে বিবেচিত। যেমন: কোনো শ্রমিক পাটকলে কাজ করলে মজুরির পরিমাণ ৮০০ টাকা। কিন্তু অন্য কারখানায় কাজ করলে মজুরি ১০০০ টাকা। অতিরিক্ত এই ২০০ টাকাই হলো খাজনার পরিমাণ।

৩. **স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনা:** স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে উপকরণের খাজনার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন: পূর্ণ স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপকরণের প্রকৃত আয় ও স্থানান্তর আয় সমান হয়। তাই এক্ষেত্রে খাজনা শূন্য হয়। যা 'ক' চিত্রে দেখানো হয়েছে। আবার উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে উপকরণ আয়ের সম্পূর্ণ অংশই খাজনা হিসেবে বিবেচিত হয়। যা 'খ' চিত্রে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে উপকরণের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক অপেক্ষা কম হলে প্রত্যেক উপকরণের যোগান দামের অতিরিক্ত অংশটুকু খাজনার সৃষ্টি করে। যা নিচের 'গ' চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

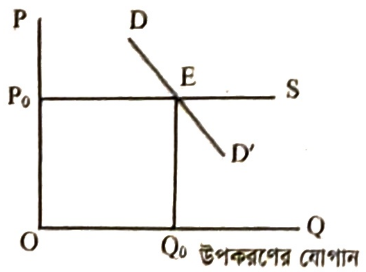

চিত্র: 'ক' শূন্য খাজনা

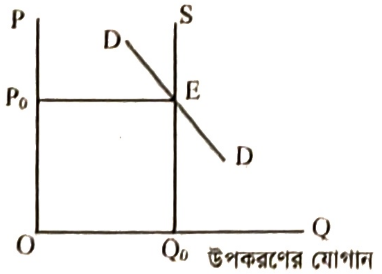

চিত্র: 'খ' প্রকৃত আয়ের সমান খাজনা

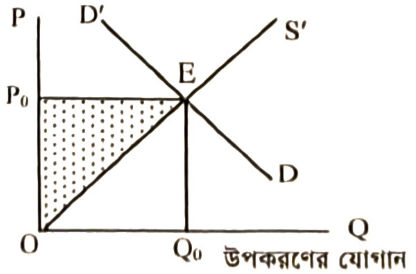

চিত্র: 'গ' যোগান দামের উদ্বৃত্ত থেকে খাজনা

৮.৮ নিম খাজনা বা উপ-খাজনা (Quasi Rent)

নিম খাজনা ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন অধ্যাপক মার্শাল। এ ধারণাটি প্রবর্তনের সাথে সাথে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ প্রদত্ত খাজনার ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করেন। মার্শালের মতে, 'স্বল্পকালে উৎপাদনের উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক'। যেমন- মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি, কলকারখানা ও দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে স্থির বা সীমাবদ্ধ। ফলে এসব উপকরণ থেকে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, সে আয়কে নিম খাজনা বা উপ-খাজনা বা আধা খাজনা (Quasi rent) বলে।

কিন্তু দীর্ঘকালে এ সকল সম্পদের চাহিদা স্থায়ী হলে উদ্যোক্তাগণ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন দালানকোঠা, ঘরবাড়ি তৈরি করেন। ফলে পুরাতন দালানকোঠা যে অতিরিক্ত আয় করতো তা লোপ পেতে পারে। এজন্য নিম খাজনা হলো স্বল্পকালীন আয় এবং দীর্ঘমেয়াদে তা নাও থাকতে পারে।

- এই প্রেক্ষাপটে **মার্শাল** বলেন, **"মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকেই নিম খাজনা বলে।"**
- **ডেভিড রিকার্ডোর** মতে, "ভূমির অস্থিতিস্থাপক যোগানের ফলেই খাজনার উদ্ভব হয়।"
- নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **Paul A. Samuelson** বলেন, 'যেকোনো উপাদানের যোগান সাময়িকভাবে স্থির থাকে, তাহলে তার আয়কে নিম খাজনা বলে।'[৫]

সূত্র: নিম খাজনা = মোট আয় – মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় = TR – TVC

বা, নিম খাজনা এভাবেও প্রকাশ করা যায়।

নিম খাজনা (QR) = AR – AVC = AFC + অতিরিক্ত আয়।

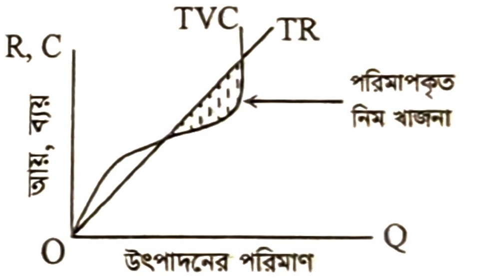

চিত্র-ক: মোট আয় ব্যয়ের প্রেক্ষিতে নিম খাজনা

চিত্রের সাহায্যে নিম খাজনার ব্যাখ্যা: 'ক' চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (OQ) এবং লম্ব অক্ষে আয়, ব্যয় (R, C) নির্দেশ করে। চিত্রে TR > TVC শর্ত ছায়াকৃত অংশে যা নির্দেশ করে তা নিম খাজনা। অন্যদিকে 'খ' চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম, আয় ও ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। ধরি, RK উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) নির্দেশ করে। OR = দ্রব্যের দাম নির্দেশ করে। SAC = স্বল্পকালীন গড় ব্যয়, AVC = স্বল্পকালীন পরিবর্তনশীল ব্যয়, SMC = স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়।

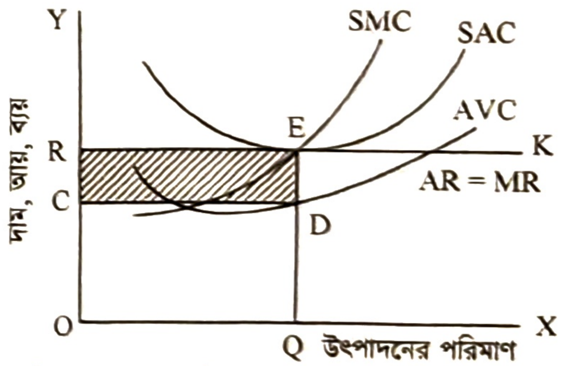

চিত্র-খ: গড় ও প্রান্তিক আয় ব্যয়ের মাধ্যমে নিম খাজনা

চিত্রে, E বিন্দুতে MR = SMC এবং ঢাল MR < ঢাল SMC হওয়ায় ভারসাম্যের উভয় শর্ত পালিত হয়েছে। তাই দ্রব্যের দাম QE = OR এবং ভারসাম্য পরিমাণ = OQ।

অতএব, মোট আয় (TR) = দাম × পরিমাণ = OR × OQ = OQER

মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় × পরিমাণ = QD বা OC × OQ = OQDC

অতএব, নিম খাজনা = TR – TVC = OQER – OQDC = CDER ক্ষেত্রফলের সমান।

অতএব, স্বল্পকালে জমির ন্যায় অন্যান্য উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক বলে উৎপাদন খরচ অপেক্ষা প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় খাজনার অনুরূপ। যেহেতু জমির উদ্বৃত্ত আয় দীর্ঘকালেও থাকে কিন্তু মানুষের তৈরি উপাদানের আয় দীর্ঘকালে থাকে না সে জন্য প্রথমটিকে খাজনা ও দ্বিতীয়টিকে নিম খাজনা বা উপখাজনা বলে। সুতরাং নিম খাজনা একটি নিছক স্বল্পকালীন বিষয়, দীর্ঘকালে এর অস্তিত্ব নেই।

---

[৫] The return to any factor in temporarily fixed supply is called quasi rent.– P. A. Samuelson

৮.৯ খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Rent and Quasi Rent)

সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট ভূমি ও অন্যান্য উপকরণ যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত অর্থ আয় করে তাকে খাজনা বলা হয়। কিন্তু কিছু কিছু উপকরণের যোগান স্বল্পকালে স্থির থাকলেও দীর্ঘকালে এ সকল উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে যোগানও বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বল্পকালে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম খাজনা বলে। তবে দীর্ঘকালে নিম খাজনার অস্তিত্ব নেই। নিচে খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে তুলনা বা পার্থক্য করা হলো—

১. ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে বাড়ির মালিক বা সম্পদের মালিক যে অর্থ পায় তাকে খাজনা বলে। মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি, কলকারখানা, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ থাকে বলে এসব উপকরণ থেকে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নিম খাজনা বলে।

২. জমিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে খাজনার উদ্ভব হয়। মানুষের তৈরি মূলধন যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য উপাদান থেকে নিম খাজনার উদ্ভব হয়।

৩. খাজনা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য। নিম খাজনা শুধু স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য। দীর্ঘকালে এর অস্তিত্ব নেই।

৪. স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে যেকোনো সময়ের জন্য খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের একটি আবশ্যকীয় অংশ। কেননা ভূমি নিয়োগ ব্যতীত উৎপাদন পরিচালনা সম্ভব নয় এবং ভূমি ব্যবহারের দাম হিসাবে খাজনা দিতে হয়। স্বল্পকালে নিম খাজনা অনাবশ্যক মুনাফা, যা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নয়। কিন্তু দীর্ঘকালে এটা স্বাভাবিক মুনাফার আবশ্যকীয় অংশ, যা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫. খাজনার উৎস ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান চিরস্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ। নিম খাজনার উৎস, মানুষের তৈরি মূলধন যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদানের যোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ হলেও দীর্ঘকালে এর যোগান চাহিদা অনুযায়ী বাড়ানো সম্ভব।

৬. খাজনার অস্তিত্ব না থাকলেও জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের কোনো পরিবর্তন হয় না। নিম খাজনার অস্তিত্ব না থাকলে মূলধন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদানের যোগান হ্রাস পায়।

৭. খাজনার সূত্র = TR – TC বা, AR – AC। অন্যদিকে, নিম খাজনার সূত্র = TR – TVC বা AR – AVC।

৮. বিশুদ্ধ খাজনা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা। নিম খাজনা একটি অপূর্ণাঙ্গ ধারণা।

৯. খাজনার ধারণাটি মূলত ক্লাসিক্যাল। রিকার্ডো এ ধারণার প্রবর্তক। অন্যদিকে নিম খাজনার ধারণাটি নিউক্লাসিক্যাল। মার্শাল এ ধারণার প্রবর্তক।

১০. খাজনা হলো খরচের উদ্বৃত্ত। নিম খাজনা উৎপাদন খরচের অংশ।

খাজনা ও নিম খাজনা উভয়ই যোগানের সীমাবদ্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে খাজনার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। আর নিম খাজনা একটি স্বল্পমেয়াদি ধারণা। দীর্ঘকালে এর অস্তিত্ব থাকে না। এজন্য বলা হয়, স্বল্পকালে নিম খাজনা অনাবশ্যক মুনাফা কিন্তু দীর্ঘকালে এটা স্বাভাবিক মুনাফার অংশ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নিম খাজনা ধারণাটি কে প্রবর্তন করেন? *[ব. বো. ২০১৯]*

২. মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট উপকরণ হতে স্বল্পকালে প্রাপ্ত আয়কে কী বলে? *[রা. বো. ২০১৯]*

৩. নিম খাজনা পরিমাপের সূত্রটি লেখো। *[দি. বো. ২০১৯]*

৪. স্বল্পকালে মানব সৃষ্ট উপকরণ থেকে উদ্ভব হয় কোন খাজনা? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৫. মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে কী বলে? *[কু. বো. ২০১৭, ২০১৬; রা. বো. ২০১৬]*

৬. আধুনিক অর্থনীতিতে খাজনা বলতে কোন আয়কে বোঝানো হয়?

উত্তরের জন্য ৩৪৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে চারটি পার্থক্য ছকে উল্লেখ করো।

পাঠ ৮ মোট খাজনা, নিট খাজনা, মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে তুলনা

৮.১০ মোট খাজনা (Gross Rent)

সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান বিশিষ্ট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের জন্য তাদের মালিককে প্রদেয় মোট অর্থকে মোট খাজনা বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে মোট যে আয় হয় তাকে মোট খাজনা বলে। সহজভাবে বলা যায়, জমি বা বাড়ি ব্যবহারের জন্য ভাড়াটে জমির মালিককে বা বাড়িওয়ালাকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে।

অতএব, মোট খাজনা = নিট খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

মনে করি, একজন ব্যক্তি বাড়ি ব্যবহারের জন্য মালিককে ৪,০০০ টাকা দেয়। এ টাকার মধ্যে মালিকের বাড়ি ব্যবহারের জন্য দেয় ১,৪০০ টাকা, বাড়ি তত্ত্বাবধানের জন্য মজুরি বাবদ ১,২০০ টাকা, বাড়িতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের জন্য সুদ বাবদ ১০০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য ৪০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাহলে, বাড়িটির মোট খাজনা = ১,৪০০ + ১,২০০ + ১,০০০ + ৪০০ = ৪,০০০ টাকা।

৮.১১ নিট খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা (Net Rent or Economic Rent)

মোট খাজনা থেকে মূলধনের জন্য যে সুদ, দেখাশোনার খরচ এবং ঝুঁকি বহনের মুনাফা বাদ দিলে যে আয় অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট খাজনা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে অর্থনৈতিক বা নিট খাজনা বলে।

ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে। মোট খাজনা হতে মূলধনের সুদ, দেখাশোনার খরচ ও ঝুঁকি বহনের মুনাফা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই অর্থনৈতিক খাজনা। অর্থনৈতিক খাজনাকে নিট খাজনাও বলা হয়। ধরা যাক, একটি বাড়ির মালিক ১০০০ টাকা খাজনা পায় এটাই হলো মোট খাজনা। এই মোট খাজনার মধ্যে ভূমি ব্যবহারের জন্য ২৫০ টাকা, মূলধনের সুদ ৪০০ টাকা, বাড়ি দেখাশোনার জন্য ২০০ টাকা এবং ঝুঁকি বহনের জন্য টাকা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মোট খাজনা ১০০০ টাকার মধ্যে ভূমি ব্যবহারের জন্য ২৫০ টাকা এর মালিককে দেওয়া হয়। এই ২৫০ টাকাই হলো অর্থনৈতিক খাজনা। সুতরাং, মোট খাজনার যে অংশ শুধু ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে প্রদান করা হয় তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে। অর্থাৎ নিট খাজনা = মোট খাজনা — আনুষঙ্গিক খরচ (মজুরি + সুদ + মুনাফা)।

কীভাবে অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব ঘটে সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. ভূমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্য রয়েছে। উর্বরতার দিক হতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, কোনো জমি উর্বর এবং কোনো জমি অনুর্বর। অনুর্বর জমির তুলনায় উর্বর জমি হতে বেশি খাজনা পাওয়া যায়। আবার অনুর্বর জমি হতে কোনো খাজনা পাওয়া যায় না।

২. ভূমি প্রকৃতির দান। এর যোগান সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। মানুষ ইচ্ছা করলেই ভূমির পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে না। এমতাবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে খাজনার উদ্ভব হয়। ভূমির যোগান যদি চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হতো তাহলে অর্থনৈতিক খাজনা দেওয়ার প্রয়োজন হতো না।

৩. অবস্থানের দিক হতে সকল জমি সমান নয়। কোনো জমি লোকালয় বা বাজারের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। আবার কোনো জমি লোকালয় বা বাজার হতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। লোকালয়ের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত জমি চাষাবাদের জন্য সুবিধাজনক। আবার বাজার সংলগ্ন জমির শস্য বাজারজাত করার জন্য কোনো পরিবহণ ব্যয় হয় না। সুতরাং, সকল জমির উর্বরতা একরকম হলেও এদের অবস্থানগত পার্থক্যের জন্য খাজনা কম বেশি হয়।

৪. ভূমি বিকল্প ব্যবহারযোগ্য, অর্থাৎ একই জমি ঘরবাড়ি তৈরির কাজে কিংবা পশুচারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এমতাবস্থায় ভূমির সুযোগ ব্যয়ের জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। ধরা যাক, একখণ্ড জমিতে ধান চাষ করলে কোনো উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই জমিতে পাট চাষ করলে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত আয়ই হলো খাজনা উদ্ভবের কারণ।

৫. ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়। অর্থাৎ একই জমিতে ক্রমাগত অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন জমি চাষের আওতায় আনতে হয়। ফলে অতিরিক্ত জমির চাহিদা দেখা দেয় এবং এর জন্য খাজনা দিতে হয়। সুতরাং, জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার জন্য খাজনার উদ্ভব হয়।

৮.১২ মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে তুলনা (Comparison between Gross Rent and Net Rent)

সাধারণত খাজনা বলতে জনসাধারণ কর্তৃক সরকারকে দেয় অর্থকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে খাজনা বলতে ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্যে তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে বোঝায়। খাজনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: মোট খাজনা ও নিট খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা। মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

১. জমি বা বাড়ি ব্যবহারের জন্য প্রজা বা ভাড়াটে জমির মালিককে বা বাড়িওয়ালাকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে। মোট খাজনা থেকে মূলধনের জন্য দেওয়া সুদ, দেখাশোনার জন্য খরচ এবং ঝুঁকি বহনের মুনাফা বাদ দিলে যে আয় অবশিষ্ট থাকে, তাকে অর্থনৈতিক বা নিট খাজনা বলে।

২. মোট খাজনার মধ্যে অর্থনৈতিক খাজনা ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন: মোট খাজনা = অর্থনৈতিক খাজনা + সুদ + মজুরি + মুনাফা। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে জমি ব্যবহারের দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে। মোট খাজনা হতে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিলে নিট খাজনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ

   নিট খাজনা = মোট খাজনা — আনুষঙ্গিক খরচ।

৩. অর্থনৈতিক খাজনা মোট খাজনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই মোট খাজনা সব সময়ই অর্থনৈতিক খাজনার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। তাই অর্থনৈতিক খাজনা সব সময়ই মোট খাজনার চেয়ে কম থাকে।

৪. মোট খাজনার হিসাবের সময় ভূমিসহ অন্যান্য উপাদানের জন্য প্রদেয় অর্থ একত্রে যোগ করতে হয়। অর্থনৈতিক খাজনা হিসাব করার সময় মোট খাজনা থেকে ভূমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের জন্য প্রদেয় অর্থ বাদ দিতে হয়।

৫. মোট খাজনা হলো খাজনা হিসাবে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ। অর্থাৎ মোট খাজনা বৃহত্তর ধারণা। অর্থনৈতিক বা নিট খাজনা হলো মোট খাজনার একটি নির্দিষ্ট অংশ মাত্র।

৬. মোট খাজনা হলো খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ। অন্যদিকে নিট খাজনা মূলত মোট খাজনার অংশ মাত্র।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চুক্তিবদ্ধ খাজনার অপর নাম কী? *[দি. বো. ২০১৯]*
২. যদি জমির খাজনা ৫,০০০ টাকা, মজুরি ১,০০০ টাকা, সুদ ১,০০০ টাকা, সরকারি কর ১,০০০ টাকা এবং মুনাফা ১,০০০ টাকা হলে নিট খাজনা কত? *[ঢা. বো. ২০১৭]*
৩. নিট খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা =?, এটি কিসের সূত্র?
৪. ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে কী বলে?
৫. মোট খাজনা — (মজুরি + সুদ + মুনাফা + কর) = ?
৬. নিট খাজনার অপর নাম কী?

উত্তরের জন্য ৩৪৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।
২. খাজনা হিসাবে রহিম মিয়া সর্বসাকুল্যে ২০০০ টাকা জমির মালিককে দেন। জমি ব্যবহারের জন্য ১,২০০ টাকা, মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ ২০০ টাকা। মজুরি বাবদ ২০০ টাকা, মালিক কর্তৃক সরকারকে কর বাবদ ১৫০ টাকা এবং ঝুঁকি বহনের জন্য ২৫০ টাকা দিয়েছেন। সুতরাং মোট খাজনা ও নিট খাজনা নির্ণয় করো।

পাঠ ৯ ও ১০ অনুপার্জিত আয়, খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক

৮.১৩ অনুপার্জিত আয় (Unearned Income)

ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ব্যতীত ভূমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে মালিকের যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাই অনুপার্জিত আয়। অর্থনীতিবিদ হেনরি জর্জ তার 'Progress and Poverty' নামক গ্রন্থে এ ধারণা সর্বপ্রথম প্রদান করেন। সাধারণভাবে হস্তান্তর পাওনা, তথা দান, অনুদান ইত্যাদিকে বোঝানো হয়ে থাকলেও অর্থনীতিতে একটি বিশেষ অর্থে অনুপার্জিত আয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থ বিনিয়োগ না করে বা পরিশ্রম না করা সত্ত্বেও যে আয় হয় তা হলো অনুপার্জিত আয়।

- অর্থনীতির অভিধান অনুসারে, "যে আয়ের জন্য কোনো ধরনের আর্থিক বা মানসিক ব্যয় হয় না তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।"
- অর্থনীতিবিদ চ্যাপম্যান-এর মতে, "সামাজিক অগ্রগতির বিশেষ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর যে মূল্য বৃদ্ধি পায় তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।"

সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নতি বা কোনো এলাকায় বা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত শিল্প, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি হলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ করে বহুগুণ বেড়ে যায়। ফলে এসব জমির মালিকগণ অতিরিক্ত আয় ভোগ করে থাকে। কিন্তু এ বর্ধিত পরিমাণ আয়ের জন্য তাকে অর্থ ব্যয় করতে বা পরিশ্রম করতে হয় নি। এভাবে জমির মালিকগণ বিনা খরচে, বিনা পরিশ্রমে যে অতিরিক্ত আয় ভোগ করে থাকে তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। যেমন: আশির দশকে বাংলাদেশের থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করায় উপজেলাসমূহের পার্শ্ববর্তী ভূমির মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। আবার কোনো অঞ্চলকে পৌরসভা ঘোষণা করা হলে পরবর্তীতে ঐ অঞ্চলের জমির দাম বেড়ে যায়। দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন তথা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে অনুপার্জিত আয় বৃদ্ধি পায়। অনুপার্জিত আয় বৃদ্ধির ফলে মূলত জমির মালিকের আয়ই বৃদ্ধি পায়।

অনুপার্জিত আয় উদ্ভবের কারণ: যেসব কারণে অনুপার্জিত আয়ের উদ্ভব হয়, তা নিম্নরূপ—

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং জমির দাম বাড়ে।
২. উন্নয়নমূলক কর্মসূচি; যেমন- রাস্তাঘাট, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে উঠলে জমির দাম বেড়ে যায়।
৩. নতুন নতুন এলাকায় শহর গড়ে উঠলে ঐ এলাকার জমির দাম বেড়ে যায়।
৪. প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি সেবা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে জমির দাম বৃদ্ধি পায়।

অনুপার্জিত আয়কে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। চিত্রে জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা SS' এবং DD' জমির চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। প্রাথমিক চাহিদা রেখা DD' জমির যোগান রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করায় জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP_1। এখানে কোনো এলাকায় নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে জমির চাহিদা রেখা DD' থেকে $D_1D'_1$ এ স্থানান্তরিত হলে জমির দাম OP_2 হয়। ফলে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ হলো $P_1 P_2 E_1 E$ যা চিত্রে ছায়াকৃত অঞ্চলই হলো অনুপার্জিত আয়।

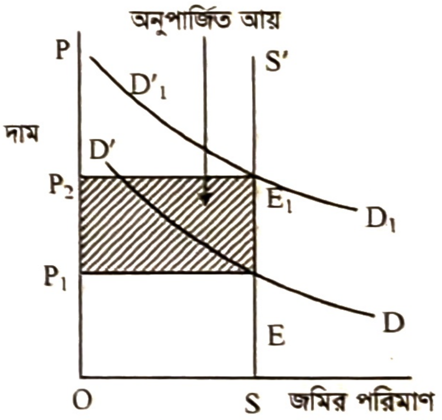

চিত্র: অনুপার্জিত আয়

৮.১৪ খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Price)

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। এ দুটির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে দুটি মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। যথা- ১. রিকার্ডোর মতবাদ ও ২. আধুনিক মতবাদ।

১. রিকার্ডোর মতবাদ: রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে, খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয় (Rent does not enter into price)-এর অর্থ হলো খাজনা দেওয়ার কারণে ফসলের দাম বাড়ে না বরং ফসলের দাম বৃদ্ধির ফলেই খাজনার উদ্ভব হয়।

রিকার্ডোর তত্ত্বে ব্যাখ্যা:

১. প্রান্তিক জমির আয় ও উৎপাদন ব্যয় পরস্পর সমান। ফলে সেখানে কোনো খাজনা নেই।

২. প্রান্তিক জমির আয় ও উৎপাদন ব্যয় পরস্পর সমান হওয়ায় সেখানে খাজনা শূন্য। প্রান্তিক জমির চেয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা ফসলের দাম যতটা বেশি হয়, তাই উৎকৃষ্ট জমির খাজনা।

৩. জমির ফসলের বাজার দাম বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে খাজনার পরিমাণ বেশি বা কম হয়। তাই ফসলের দাম নির্ধারণে খাজনার কোনো ভূমিকা নেই বরং দাম দ্বারাই খাজনা প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ফসলের দাম বাড়লে উৎকৃষ্ট জমির খাজনা বাড়ে। এক্ষেত্রে খাজনা দেওয়া হয়েছে বলে ফসলের দাম বেশি এমন নয় বরং ফসলের দাম বেশি বলেই খাজনা দেওয়া হয়। (Price of corn is not high because rent is paid, but rent is paid because price of corn is high.) তাই খাজনা উৎপাদনের খরচ নয় বরং খাজনা খরচের অতিরিক্ত একটি উদ্বৃত্ত।

২. আধুনিক মতবাদ: খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়। যথা-

১. **সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ:** একটি দেশের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমি হলো প্রকৃতির দান। তার কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই। ফলে তার যোগান দাম ($P_S = 0$) শূন্য। তাই জমির আয়ের সম্পূর্ণ অংশই উদ্বৃত্ত বা খাজনা যা ফসলের দামকে প্রভাবিত করে না।

২. **ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ:** ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান স্থিতিস্থাপক। জমির বিকল্প ব্যবহার করা যায়। তাই জমির একটি যোগান দাম রয়েছে। এটা জমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে অবশ্যই খাজনা হিসাবে দিতে হয়। সেজন্য খাজনাকে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে ধরে ফসলের দাম নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা দামকে প্রভাবিত করে।

সমগ্র অর্থনীতির জন্য যে খাজনা দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়, একটি ফার্মের জন্য সেই খাজনাই দামের প্রভাবক। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনা জমির পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক প্রসূত একটি উদ্বৃত্ত আয় মনে হলেও, একটি উৎপাদনকারী ফার্মের কাছে খাজনা একটি উপাদান ব্যবহারের খরচ।

খাজনা ও দামের মধ্যে পার্থক্য: খাজনা ও দামের মধ্যে যে সকল পার্থক্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপ:

১. সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট যেকোনো সম্পদ থেকে ন্যূনতম যোগান দাম অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে খাজনা বলে। অন্যদিকে অর্থ দ্বারা কোনো দ্রব্যের মূল্য প্রকাশ করা হলে তাকে দাম বলে।

২. খরচের উদ্বৃত্ত দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়।

৩. খাজনা সাধারণত দুই প্রকার, মোট খাজনা ও নিট খাজনা। আর দামও দুই প্রকার যথা— যোগান দাম ও চাহিদা দাম।

৪. খাজনার মূল উপাদান হলো— ভূমি এবং অস্থিতিস্থাপক উপকরণ। দামের জন্য মূল উপাদান হলো দ্রব্যে এবং সেবা।

৫. সামগ্রিক চাহিদা যখন বৃদ্ধি পায় তখন খাজনা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়।

৬. খাজনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য পরোক্ষ ধরনের। অন্যদিকে দামের অর্থনৈতিক তাৎপর্য প্রত্যক্ষ ধরনের।

৭. রিকার্ডোর মতে, খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধিকে কী বলে? /সি. বো. ২০১৯/

২. অতিরিক্ত শ্রম ও বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে কী বলে? /ম. বো. ২০১৯/

৩. 'Progress and Poverty' গ্রন্থের লেখক কে?

৪. অনুপার্জিত আয় ধারণাটি সর্বপ্রথম কোন অর্থনীতিবিদ প্রকাশ করেন?

৫. অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হলে মূলত কাদের আয় বৃদ্ধি পায়?

৬. দামের মূল উপাদান কী কী?

উত্তরের জন্য ৩৪৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খাজনা ও দামের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ ও ২:	১. ডি. স্যালভেটর; ২. খাজনা; ৩. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল; ৪. দুই; ৫. তিন; ৬. মোট খাজনা।
পাঠ-৩-৫:	১. তিনটি; ২. প্রান্তিক জমির; ৩. জমির উর্বরা শক্তির; ৪. শূন্য; ৫. ২টি; ৬. ডেভিড রিকার্ডো; ৭. তিন; ৮. ৩য় শ্রেণির।
পাঠ-৬ ও ৭:	১. অধ্যাপক মার্শাল; ২. নিম খাজনা; ৩. TR – TVC; ৪. নিম খাজনা; ৫. নিম খাজনা; ৬. অপ্রাচুর্যজনিত আয়কে।
পাঠ-৮:	১. মোট খাজনা; ২. ১,০০০ টাকা; ৩. মোট খাজনা; ৪. অর্থনৈতিক খাজনা; ৫. নিট খাজনা; ৬. অর্থনৈতিক খাজনা।
পাঠ-৯ ও ১০:	১. অনুপার্জিত আয়; ২. অনুপার্জিত আয়; ৩. হেনরি জর্জ; ৪. হেনরি জর্জ; ৫. জমির মালিকদের; ৬. দ্রব্য ও সেবা।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

খাজনা	সাধারণ অর্থে খাজনা বলতে জমি, বাড়ি, দোকান, গাড়ি এসব ব্যবহার বাবদ নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানকে বোঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে খাজনা বলতে কোনো উপকরণ ব্যবহার বাবদ প্রদত্ত অর্থের সেই অংশকে বোঝায়, যা উপকরণের অপূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগানের জন্য দেওয়া হয়।
বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা	জমি এবং যেকোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে এর মালিক যে আয় করে তাকে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা বলে।
খাজনা তত্ত্ব	খাজনা কী, খাজনার উৎপত্তির কারণ, খাজনা কেন দেওয়া হয় এবং এর পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হয় ইত্যাদি বিষয় খাজনা তত্ত্বে আলোচনা করা হয়। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৭ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Principles of Political Economy and Taxation'-এ খাজনা নিয়ে আলোচনা করেন।
মোট খাজনা	জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক জমির মালিককে চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত মোট অর্থকে মোট খাজনা বা চুক্তিবন্ধ খাজনা বলে।
নিট খাজনা	শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে নিট খাজনা বলে।
নিম খাজনা	মনুষ্যসৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্পকালে প্রাপ্ত আয় এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পার্থক্য থেকে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত হলো নিম খাজনা।
অনুপার্জিত আয়	দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, অর্থনৈতিক উন্নতি হলে সাধারণভাবে জমির দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।
প্রান্তিক জমি	ইংল্যান্ডের ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো প্রথম প্রান্তিক জমির ধারণাটি ব্যক্ত করেন। তার মতে, যে জমিতে উৎপাদিত পণ্যের দাম এবং উৎপাদন খরচ সমান হয় তাকে প্রান্তিক জমি বলে। তাই এ জমিকে খাজনাবিহীন জমিও বলা হয়।
প্রকৃত খাজনা	জমির উৎপাদন শক্তি এবং অবস্থানের কারণে মালিক যে অতিরিক্ত আয় করেন, যার জন্য তিনি কোনো ব্যয় করেননি তাকে প্রকৃত খাজনা (pure rent) বলা হয়।
অর্থনৈতিক খাজনা বা নিট খাজনা	সীমিত যোগান বিশিষ্ট যেকোনো উপাদান ব্যবহারের জন্য উপাদানের মালিক যে পারিতোষিক লাভ করে, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে। অর্থাৎ নিট খাজনা = মোট খাজনা – আনুষঙ্গিক খরচ (মজুরি + সুদ + মুনাফা)।
দাম	অর্থের দ্বারা কোনো দ্রব্যের মূল্য প্রকাশ করা হলে তাকে দাম বলে। অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময় মূল্যের আর্থিক একককে দাম বলে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ **খাজনার ধারণা**

প্রশ্ন-১. অর্থনীতিতে খাজনা কী?

[ঢা.বো. ১৭, ১৯; কু.বো. ১৯; রা.বো. ১৭]

উত্তর: অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে।

প্রশ্ন-২. বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা কী?

উত্তর: জমির জন্য চুক্তি অনুসারে জমির মালিক যে আয় লাভ করে তাকেই বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা বলে।

প্রশ্ন-৩. প্রকৃত খাজনা কী?

উত্তর: জমির উৎপাদন শক্তি এবং অবস্থানের কারণে মালিক যে অতিরিক্ত আয় করেন, যার জন্য তিনি কোনো ব্যয় করেননি তাকে প্রকৃত খাজনা (Pure rent) বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. মোট খাজনার সূত্রটি লেখো। *[চ.বো. ১৬]*

উত্তর: মোট খাজনা = জমির বিশুদ্ধ খাজনা + জমির মালিকের নিজ শ্রমের মজুরি + জমির মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ + জমির মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর + জমির মালিকের ঝুঁকি বহনের জন্য মুনাফা।

■ **খাজনা নির্ধারণ**

প্রশ্ন-৫. নিট খাজনা কী?

[রা.বো., দি.বো., চ.বো., য.বো. ১৯; ব.বো. ১৬]

উত্তর: শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে নিট খাজনা (Net Rent) বলে।

প্রশ্ন-৬. অনুপার্জিত আয় কাকে বলে? *[য.বো. ১৭; দি.বো. ১৬]*

উত্তর: ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

■ **খাজনা ও দামের সম্পর্ক**

প্রশ্ন-৭. অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা কী?

উত্তর: অপরিবর্তনীয় যোগান বিশিষ্ট উপাদান চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হলেই খাজনার উদ্ভব হয় বলে, এ খাজনাকে অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা বলে।

প্রশ্ন-৮. উপ-খাজনা বা আধা খাজনা (quasi rent) কী?

উত্তর: কলকারখানা, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে স্থির। এসব উপকরণ থেকে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, সে আয়কে উপ-খাজনা বা আধা খাজনা বলে।

প্রশ্ন-৯. প্রান্তিক জমি কী?

উত্তর: যে জমিতে ফসল উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রির মাধ্যমে যে আয় পাওয়া যায় তা যদি পরস্পর সমান হয়, সেরূপ জমিকে প্রান্তিক জমি বা খাজনাবিহীন জমি (no rent land) বলে।

প্রশ্ন-১০. চুক্তিবদ্ধ খাজনা কী?

উত্তর: ভূমি ব্যবহারকারী ভূমির মালিককে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাকে চুক্তিবদ্ধ খাজনা (contract rent) বলে।

■ **নিম খাজনা**

প্রশ্ন-১১. নিম খাজনা কী?

[ব.বো. ১৯; রা.বো., চ.বো., ব.বো., কু.বো. ১৮]

উত্তর: স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ঐ উপকরণটি তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকেই নিম খাজনা বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. অনুপার্জিত আয় কীভাবে উদ্ভব হয়?

[ঢা.বো., রা.বো. ১৭]

উত্তর: জমির চাহিদা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কারণে অনুপার্জিত আয়ের উদ্ভব হয়।

জনসংখ্যা বাড়ার কারণে যদি কোনো এলাকার জমির চাহিদা বেড়ে যায়, তবে সে এলাকার জমির মূল্য আগের চেয়ে বেশি হবে। আবার স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে যদি কোনো এলাকার রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালত ইত্যাদি গড়ে ওঠে, তবে সে এলাকার জমির গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। এভাবে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের উদ্ভব হয়।

প্রশ্ন-২. খাজনা কেন দেয়া হয়? *[চ. বো., ব. বো. ১৯; রা. বো., চ. বো., ব. বো., কু. বো. ১৮; রা. বো. ১৬]*

উত্তর: খাজনা দেয়ার প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা।

দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবদ্ধ। তাছাড়া জমির উর্বরতা পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনাও বেশি হয়। আবার জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। আর এসব কারণে খাজনা দেয়া হয়।

প্রশ্ন-৩. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণে কেন খাজনার উদ্ভব হয়? *[কু. বো. ১৭; দি. বো. ১৬]*

উত্তর: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমহ্রাসমান হারে কমে। অপর দিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনা দিতে হয়।

প্রশ্ন-৪. 'ভূমি উৎপাদনের একটি অস্থিতিস্থাপক উপাদান'— ব্যাখ্যা দাও। *[ঢা. বো. ১৯; য. বো. ১৭]*

উত্তর: উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জমির চাহিদা বাড়লেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

অস্থিতিস্থাপক যোগান হলো, যে উপকরণের যোগান বৃদ্ধি পায় না। ফলে চাহিদা বাড়লে কোনো উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে সর্বনিম্ন যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। অর্থাৎ জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ এবং চাইলেই এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব না। এজন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভূমির উৎপাদনের একটি অস্থিতিস্থাপক উপাদান বলা হয়।

প্রশ্ন-৫. খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কি? *[দি. বো. ১৯]*

উত্তর: খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর।

বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায় যে, জমি প্রকৃতির দান বলে এর কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। যার ফলে জমির কোনো যোগান দামও থাকে না। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই খাজনা এবং তা ফসলের দামকে প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে জমির নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের দামটি অবশ্যই উৎপাদন ব্যয়ের অংশ এবং দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হলে তা অন্য কোনো বিকল্প কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে জমির যোগান দাম জমি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই তার মালিককে প্রদান করতে হয় এবং যা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ও দামের সাথে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন-৬. নিম খাজনা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: মানুষ নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বল্পকালে মোট উৎপাদন হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক যে আয় পাওয়া যায়, তাকে নিম খাজনা (Quasi-rent) বলে।

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে নিম খাজনা বা 'উপ-খাজনা' ধারণাটি প্রবর্তন করেন। মার্শালের মতে, স্বল্পমেয়াদে সীমাবদ্ধ যোগানবিশিষ্ট মনুষ্যসৃষ্ট কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ থেকে অর্জিত আয়কে নিম খাজনা বলা হয়। বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্যের যোগান স্বল্পকালে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। যেহেতু এসব দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক তাই স্বল্পকালের এদের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যসমূহ হতে অধিক আয় সম্ভব হয়।

প্রশ্ন-৭. খাজনা ও নিম খাজনা কি একই? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৯]*

উত্তর: খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। স্বল্পকালীন খাজনা এবং নিম খাজনা উভয়ই উদ্বৃত্ত আয় কিন্তু দীর্ঘকালে খাজনা উদ্বৃত্ত আয় হলেও নিম খাজনা স্বাভাবিক মুনাফার অংশ হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং স্বল্পকালে খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও দীর্ঘকালে খাজনা ও নিম খাজনা ধারণা দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জমি ব্যবহারের জন্য তার স্বত্বাধিকারীকে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে কী বলে?
ক. খাজনা খ. মজুরি
গ. সুদ ঘ. লাভ

২. অর্থনীতিতে খাজনা বলতে কোন খাজনাকে বোঝায়?
ক. মোট খাজনা খ. নিট খাজনা
গ. নিম খাজনা ঘ. চুক্তিবন্ধ খাজনা

৩. নিট খাজনা মোট খাজনার কীরূপ?
ক. পরিবর্তক খ. অংশবিশেষ
গ. পরিপূরক ঘ. মধ্যে থাকে না

৪. ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান কীরূপ?
ক. অস্থিতিস্থাপক খ. স্থিতিস্থাপক
গ. বিকল্প ব্যবহারযোগ্য ঘ. দাম শূন্য

৫. উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনা কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৬. প্রান্তিক জমির খাজনা কেমন?
ক. ধনাত্মক খ. শূন্য
গ. ঋণাত্মক ঘ. অধিক

৭. খাজনা তত্ত্বে প্রান্তিক জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কত?
ক. ধনাত্মক গ. ঋণাত্মক
খ. অসীম ঘ. শূন্য

৮. 'The Principle of Political Economy and Taxation' গ্রন্থটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৭৮০ খ. ১৮০০
গ. ১৮১৭ ঘ. ১৯১৭

৯. স্বল্পকালে কোন খাজনার উদ্ভব হয়?
ক. নিম খাজনা খ. মোট খাজনা
গ. নিট খাজনা ঘ. অর্থনৈতিক খাজনা

১০. মোট খাজনা– (মজুরি + মূলধনের সুদ + মুনাফা + কর) = ?
ক. নিট খাজনা খ. মোট খাজনা
গ. নিম খাজনা ঘ. অনুপার্জিত আয়

১১. চাহিদা ও যোগান রেখা প্রয়োগ করে খাজনা নির্ধারণ মডেলের ব্যাখ্যা প্রদান করেন কোন অর্থনীতিবিদ?
ক. ডেভিড রিকার্ডো খ. আলফ্রেড মার্শাল
গ. পল এ. স্যামুয়েলসন ঘ. ডি. সেলভেটর

১২. রসুলপুর এলাকাকে পৌরসভা থেকে সিটি কর্পোরেশনে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানকার ভূমির মালিকরা সহজেই কোন আয় করবে?
ক. প্রান্তিক আয় খ. ভূমির উন্নয়ন আয়
গ. অনুপার্জিত আয় ঘ. মোট আয়

১৩. জমির যোগান দাম নেই কেন?
ক. জমি প্রকৃতির দান
খ. জমি সর্বত্র দেখা যায়
গ. জমি ক্রয়-বিক্রয় করা যায়
ঘ. জমি উৎপাদনশীল

১৪. উৎপাদনের যে কোনো উপাদান তার যোগান দামের চেয়ে বেশি আয় করলে তার উদ্বৃত্ত আয়কে কী বলে?
ক. উপখাজনা খ. নিট খাজনা
গ. নিম খাজনা ঘ. মোট খাজনা

১৫. আধুনিক খাজনা তত্ত্বে খাজনা কীসের দ্বারা নির্ধারিত হয়?
ক. ভূমির চাহিদা = ভূমির যোগান
খ. ভূমির চাহিদা > ভূমির যোগান
গ. ভূমির চাহিদা < ভূমির যোগান
ঘ. ভূমির চাহিদা ≥ ভূমির যোগান

১৬. আলফ্রেড মার্শালের মতে, স্বল্পকালে মানবসৃষ্ট উপকরণের স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত যে আয় অর্জিত হয় তাকে কী বলে?
ক. খাজনা খ. নিম খাজনা
গ. মোট খাজনা ঘ. নিট খাজনা

১৭. খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্কের কয়টি মতবাদ?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

১৮. খাজনার অস্তিত্ব না থাকলেও জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের কী পরিবর্তন হয়?
ক. হয় খ. হয় না
গ. বেশি ঘ. কম

১৯. যখন জমির খাজনা শূন্য হয়, তখন ভূমির যোগান কেমন থাকে?
ক. শূন্য খ. অসীম
গ. স্থির ঘ. সসীম

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২০. নিম খাজনার উৎস—
i. স্বল্পকালে যোগান সীমাবদ্ধ
ii. দীর্ঘকালে যোগান বাড়ানো যায়
iii. প্রাকৃতিকভাবে সীমাবদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. ii ও iii

২১. চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও যোগান বাড়ানো অসম্ভব হওয়ার যৌক্তিক কারণ হলো জমির যোগান—
i. সীমাবদ্ধ
ii. সীমিত
iii. বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. ii ও iii

২২. অর্থনৈতিক খাজনা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো—
i. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
ii. খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি
iii. ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

২৩. আধুনিক খাজনা তত্ত্বে ব্যক্তির ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমির যোগান—
i. স্থিতিস্থাপক
ii. কিছুটা স্থিতিস্থাপক
iii. সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

২৪. আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী খাজনা হলো—
i. অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা
ii. প্রাচুর্যজনিত খাজনা
iii. জমির খাজনা শূন্য হলেও জমি স্থির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

২৫. নিম খাজনা হলো—
i. MR = SMC
ii. TR < TVC
iii. TR – TVC
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

২৬. খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্কের মতবাদ হলো—
i. রিকার্ডোর মতবাদ　　ii. পিগুর মতবাদ
iii. আধুনিক মতবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iiii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাজু ঘরভাড়া দিয়ে প্রতিমাসে ৫০০০ টাকা পায়। তার এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে ঘরভাড়া বেড়ে ৭০০০ টাকা হয়। এছাড়া ঐ এলাকায় জমির মালিকদের আয় বেড়ে যায়।

২৭. সাজুর অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তিকে অর্থনীতিতে কী বলে?
ক. নিট খাজনা　　খ. নিম খাজনা
গ. অর্থনৈতিক খাজনা　　ঘ. অনুপার্জিত আয়

২৮. সাজুর এলাকায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে—
i. জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে
ii. উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
iii. দামস্তর বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বশির একজন প্রান্তিক কৃষক। তিনি ১ বিঘা উর্বর জমি ১ বছর ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে ১০,০০০ টাকা দিয়েছেন। উক্ত জমিটি শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় তিনি লাভবান হবেন বলে আশা করেন।

২৯. বশির ভূমির মালিককে কোন খাজনা প্রদান করেন?
ক. নিম খাজনা　　খ. মোট খাজনা
গ. নিট খাজনা　　ঘ. অর্থনৈতিক খাজনা

৩০. বশির জমির মালিককে খাজনা দেওয়ার কারণ হলো—
i. ভূমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে
ii. প্রান্তিক কৃষক বলে
iii. ভূমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
গণি মিয়ার নিজস্ব জমি নেই। সে তার প্রতিবেশি আসাদ সাহেবের জমি বর্গাচাষ করে। গণি মিয়া আসাদ সাহেবের জমি চাষ করার কারণে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ তাকে প্রদান করে।

৩১. অনুচ্ছেদে অর্থনীতির কোন ধারণা ফুটে উঠেছে?
ক. দাম　　খ. মজুরি
গ. আয়　　ঘ. খাজনা

৩২. এ ধরনের ধারণা সৃষ্টির মূলে রয়েছে—
i. জমির উর্বরতার পার্থক্য
ii. জমির যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা
iii. জমির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. 'খাজনা হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদি ধারণা'— উক্তিটি কার? *[ঢা. বো. ১৯]*
ক. ডেভিড রিকার্ডো খ. পল স্যামুয়েলসন
গ. ভি. স্যালভেটর ঘ. জি. স্টিগলার

৩৪. ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে কী প্রদান করা হয়? *[আলিম ১৯; দি. বো. ১৭]*
ক. খাজনা খ. মজুরি
গ. সুদ ঘ. মুনাফা

৩৫. ভূমির মালিককে ভূমি ব্যবহারের দাম পরিশোধ করাকে কী বলে? *[চ. বো. ১৭]*
ক. উদ্বৃত্ত আয় খ. অনুপার্জিত আয়
গ. খাজনা ঘ. নিম খাজনা

৩৬. ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হতে প্রাপ্ত আয়কে খাজনা বলা হয়— উক্তিটি কোন অর্থনীতিবিদের? *[য. বো. ১৭]*
ক. পল স্যামুয়েলসন খ. ডেভিড রিকার্ডো
গ. লিয়নেল রবিন্স ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

৩৭. উৎপাদনের যে কোনো উপকরণের ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত দাম বা পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাকে কী বলে? *[ব. বো. ১৬]*
ক. খাজনা খ. মজুরি
গ. বাড়তি আয় ঘ. মুনাফা

৩৮. 'খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়'— কে বলেছেন? *[য. বো. ১৬]*
ক. আলফ্রেড মার্শাল খ. জোয়ান রবিনসন
গ. জন মেনার্ড কেইন্স ঘ. ডেভিড রিকার্ডো

৩৯. প্রান্তিক জমির খাজনা কীরূপ হয়? *[ব. বো. ১৯]*
ক. অসীম খ. শূন্য
গ. ধনাত্মক ঘ. ঋণাত্মক

৪০. খাজনা ও দামের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়টি মতবাদ আছে? *[ব. বো. ১৭]*
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৪১. জনবহুল রাজধানী শহর ঢাকার জমির যোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে? *[চ. বো. ১৭]*
ক. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী খ. ডানদিকে নিম্নগামী
গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৪২. জমির কোন ধরনের যোগানের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়? *[সি. বো. ১৭]*
ক. স্থিতিস্থাপক খ. অস্থিতিস্থাপক
গ. সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ঘ. সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক

৪৩. নিম খাজনা ধারণাটি কে প্রবর্তন করেন? *[ব. বো. ১৯]*
ক. অর্থনীতিবিদ হেনরি জর্জ খ. অধ্যাপক মার্শাল
গ. ডেভিড রিকার্ডো ঘ. অ্যাডাম স্মিথ

৪৪. চুক্তিবদ্ধ খাজনার অপর নাম কী? *[দি. বো. ১৯]*
ক. নিম খাজনা খ. নিট খাজনা
গ. মোট খাজনা ঘ. অর্থনৈতিক খাজনা

৪৫. শুধু ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে কী বলে? *[রা. বো. ১৭]*
ক. মোট খাজনা খ. নিম খাজনা
গ. অনুপার্জিত আয় ঘ. অর্থনৈতিক খাজনা

৪৬. আশরাফ সাহেবের জমির খাজনা ৫,০০০ টাকা, মজুরি ১,০০০ টাকা, সুদ ১,০০০ টাকা, সরকারি কর ১,০০০ টাকা এবং মুনাফা ১,০০০ টাকা হলে নিট খাজনা কত? *[ঢা. বো. ১৭]*
ক. ১,০০০ টাকা খ. ২,০০০ টাকা
গ. ৩,০০০ টাকা ঘ. ৪,০০০ টাকা

৪৭. মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট উপকরণ হতে স্বল্পকালে প্রাপ্ত আয়কে কী বলে? *[রা. বো. ১৯]*
ক. মোট খাজনা খ. অর্থনৈতিক খাজনা
গ. অনুপার্জিত আয় ঘ. নিম খাজনা

৪৮. নিম খাজনা পরিমাপের সূত্র কোনটি? *[ঢা. বো. ১৯]*
ক. TR – TC খ. TR – TVC
গ. TR – AC ঘ. TR – AVC

৪৯. TR – TVC = কী? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. নিম খাজনা খ. নিট খাজনা
গ. মোট খাজনা ঘ. অনুপার্জিত খাজনা

৫০. নিম খাজনা ধারণার প্রবর্তক কে? *[ব. বো., দি. বো., চ. বো. ১৬]*
ক. ডেভিড রিকার্ডো খ. অধ্যাপক মার্শাল
গ. জর্জ স্টিগলার ঘ. ডি স্যালভেটর

৫১. স্বল্পকালে উদ্ভব হয় কোন খাজনার? *[য. বো. ১৭]*
ক. মোট খাজনা খ. নিট খাজনা
গ. নিম খাজনা ঘ. অর্থনৈতিক খাজনা

৫২. নিম খাজনা দেওয়া হয় কেন? *[চ. বো. ১৬]*
ক. জমির উর্বরতা শক্তির জন্য
খ. জমির অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য
গ. মানবসৃষ্ট উপকরণের সীমাবদ্ধ যোগানের জন্য
ঘ. পতিত জমি ব্যবহারের জন্য

৫৩. বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধিকে কী বলে? *[সি. বো. ১৯]*
ক. অনুপার্জিত আয় খ. জাতীয় আয়
গ. মোট খাজনা ঘ. নিট খাজনা

৫৪. অতিরিক্ত শ্রম ও বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে কী বলে? *[য. বো. ১৯]*
ক. মোট আয় খ. মোট খাজনা
গ. অনুপার্জিত আয় ঘ. নিম খাজনা

৫৫. ভূমির জন্য খাজনা দেওয়া হয়, কারণ— *[কু. বো. ১৭]*
i. ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ
ii. ভূমির উর্বরতার পার্থক্য আছে
iii. ভূমিতে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৬. নিট খাজনার সাথে যা যোগ করলে চুক্তিবদ্ধ খাজনা পাওয়া যায়— *[রা. বো. ১৭]*
i. মূলধনের সুদ
ii. দেখাশুনার খরচ iii. ঝুঁকি বহনের মুনাফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৭. নিম খাজনার জন্য জমির মালিককে— *[য. বো. ১৬]*
i. প্রচুর বিনিয়োগ করতে হয়
ii. কোনো পরিশ্রম বা চেষ্টা করতে হয় না
iii. শহরের নিকটে জমি থাকতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৮. অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে মালিকদের— *[চ. বো. ১৬]*
i. পরিশ্রম করতে হয় না
ii. নতুন বিনিয়োগ করতে হয় না
iii. জমির দাম অপরিবর্তিত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি দেশে উর্বরতার শ্রেণিভেদে ১ম, ২য় এবং ৩য় শ্রেণির জমি রয়েছে। সকল জমিতেই একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৬,০০০ টাকা। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিতে একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫ মণ, ৩০ মণ এবং ২০ মণ। প্রতি মণ ধানের দাম ৩০০ টাকা। *[চ. বো. ১৯]*

৫৯. ১ম শ্রেণির জমির খাজনা কত টাকা?
ক. ৩০০০ খ. ৬০০০
গ. ৭৫০০ ঘ. ১৩৫০০

৬০. খাজনাবিহীন জমি কোনটি?
ক. ১ম শ্রেণির খ. ২য় শ্রেণির
গ. ৩য় শ্রেণির ঘ. অনুর্বর

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

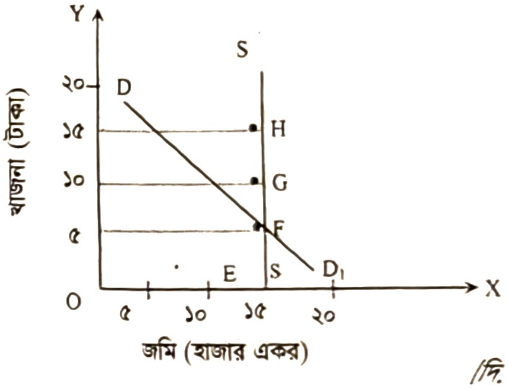

[দি. বো. ১৯]

৬১. চিত্রানুসারে জমির খাজনার পরিমাণ হলো—
ক. ১৫ টাকা খ. ৭৫ টাকা
গ. ১৫০ টাকা ঘ. ২২৫ টাকা

৬২. জমির চাহিদা রেখা G বিন্দুতে DD_1 এর সমান্তরাল হলে মোট খাজনার ওপর কী প্রভাব পড়বে?
ক. ৫ টাকা হ্রাস পাবে খ. ৫ টাকা বৃদ্ধি পাবে
গ. ৭৫ টাকা হ্রাস পাবে ঘ. ৭৫ টাকা বৃদ্ধি পাবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নদীতে বেশি মাছ ধরা পড়ায় জাল এবং নৌকা ভাড়া দ্বিগুণ হলো। *[ঢা. বো. ১৭]*

৬৩. নৌকা ভাড়া বৃদ্ধি কোন খাজনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
ক. মোট খাজনা খ. নিট খাজনা
গ. নিম খাজনা ঘ. নৌ খাজনা

৬৪. দীর্ঘকালে এই খাজনা কেমন হবে?
ক. বৃদ্ধি পাবে খ. হ্রাস পাবে
গ. শূন্য হবে ঘ. অসীম হবে

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	ক	১২	গ
১৩	ক	১৪	খ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ
২৫	খ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ	৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	ঘ
৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	খ	৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	ক	৪৭	ঘ	৪৮	খ
৪৯	ক	৫০	খ	৫১	গ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	ক	৫৬	খ	৫৭	গ	৫৮	ক	৫৯	গ	৬০	গ
৬১	খ	৬২	ঘ	৬৩	গ	৬৪	গ																

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. 'খাজনা দামের অর্ন্তভুক্ত নয়'– খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর এ ধারণা ব্যাখ্যা করো।

২. মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৩. খাজনার সাথে দামের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করো।

৪. অনুপার্জিত আয় বলতে কী বোঝায়?

৫. নিম-খাজনার ধারণাটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

৬. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে প্রান্তিক জমি বলতে কী বোঝায়?

৭. নিম খাজনা ও খাজনার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৮. মোট খাজনা থেকে অর্থনৈতিক খাজনা কীভাবে পাওয়া যায় তা উদাহরণের সাহায্যে দেখাও।

৯. খাজনা ও দামের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

১০. খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

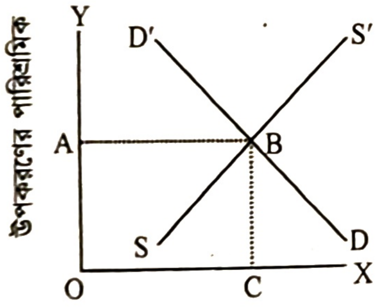

[কু. বো. ২০১৯]

ক. খাজনা কাকে বলে? ১

খ. দীর্ঘকালে নিম খাজনা শূন্য হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে আধুনিক খাজনা তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনৈতিক খাজনার (ER) পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে তথা যোগান রেখা B এবং C বিন্দু বরাবর অবস্থান করলে অর্থনৈতিক খাজনার কীরূপ পরিবর্তন হবে? চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

২. জামিল শেখ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সঞ্চিত ৮০ হাজার টাকা দিয়ে রাজশাহী শহরের খড়খড়ি এলাকায় ১০ কাঠা আবাদি জমি কেনেন। কিছুদিন পরে তার জমির পাশ দিয়ে বাইপাস রোড তৈরি হয়। এর কিছুদিন পরেই এই রাস্তার ধার দিয়ে গ্যাসের লাইন যায়। এসিআই কোম্পানি এখানে একটি বড় হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খাদ্য কারখানা করে। ফলে তার এই জমির দাম বেড়ে ৮ লাখ টাকা হয়। তিনি অর্ধেক জমি ৪ লাখ টাকায় বিক্রি করে ভেতরের দিকে তিন বিঘা আমের বাগান কেনেন। তিন বিঘা আমের বাগান থেকে তার আয় যথাক্রমে ২৪,০০০ টাকা, ১৮,০০০ টাকা এবং ১২,০০০ টাকা হলেও প্রত্যেক বিঘায় ১২,০০০ টাকা করে ব্যয় হয়।

[ঢা. বো. ২০১৯]

ক. খাজনা কী? ১

খ. 'ভূমি উৎপাদনের একটি অস্থিতিস্থাপক উপাদান'– ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সাহায্যে জামিল শেখের অনুপার্জিত আয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আম বাগান থেকে প্রাপ্ত আয় কোন খাজনা তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. নান্টু মিঞা একজন কৃষক। তিনি অন্যের জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করেন। তিনি জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য ৩,০০০ টাকা, জমিতে নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি ১,৫০০ টাকা, বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ বাবদ ১,২০০ টাকা এবং ঝুঁকি বহনের

জন্য ২,০০০ টাকা দেন। তিনি দৈনিক ৬০০ টাকা হারে ট্রাক্টর ভাড়া করে জমি চাষ করেন। তার দেখাদেখি অন্যরাও ট্রাক্টর ভাড়া করে জমি চাষ আরম্ভ করে। ফলে ট্রাক্টর ভাড়া বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫০ টাকা।

[রা. বো. ২০১৯]

ক. নিট খাজনা কী? ১

খ. জনসংখ্যার বৃদ্ধি কীভাবে অনুপার্জিত আয়ের সৃষ্টি করবে? ২

গ. উদ্দীপক হতে মোট খাজনা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত খাজনাসমূহের উৎপত্তির কারণ কি এক? তোমার মতামত দাও। ৪

৪.

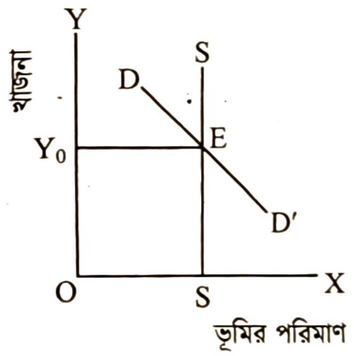

[য. বো. ২০১৯]

ক. নিট খাজনা কাকে বলে? ১

খ. খাজনা ও নিম খাজনা কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কোন ধরনের আয়ের উদ্ভব হবে— চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. মাওলার নিজের কোনো জমি নেই। সে চাষ করার জন্য একখন্ড জমি তার বন্ধু আরিফের কাছ থেকে লিজ নেয়। তাছাড়া সে জমি ব্যবহারের জন্য রীতিমতো অর্থ পরিশোধ করে। তার জমিতে উৎপাদিত পণ্যের দাম ৭০০০ টাকা। এদিকে বাজারে পণ্যের দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় আরিফকে সে আগের চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করে।

ক. মোট খাজনার সূত্রটি লেখো। ১

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়? ২

গ. উপরের চিত্রকল্পে খাজনার কোন মতবাদটির ব্যবহার ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মতবাদের বিপরীত মতবাদটি কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.

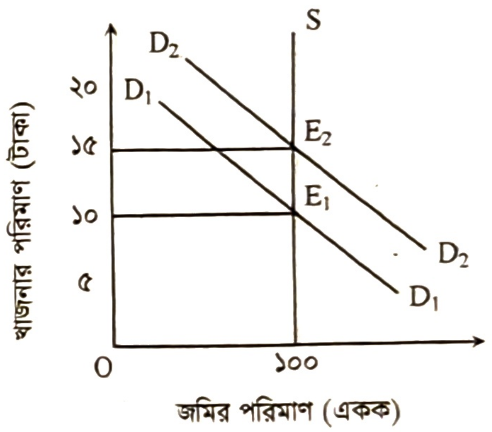

[চি. বো. ২০১৯]

ক. নিট খাজনা কী? ১

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জমির চাহিদা D_1D_1 থেকে D_2D_2-তে বৃদ্ধি পেলে খাজনার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. মৌলভীবাজারে আহাদ সাহেবের একটি তিন তলা বাড়ি আছে। তিনি প্রতিমাসে বাড়িভাড়া বাবদ ৩০ হাজার টাকা তোলেন। সম্প্রতি এলাকাটিতে রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ বেশকিছু অফিস-আদালত গড়ে ওঠায় তিনি আগের থেকে বেশি বাড়িভাড়া পান। আহাদ সাহেবের বাড়িভাড়া বাবদ বর্তমান আয় ৫০ হাজার টাকা।

ক. অর্থনৈতিক খাজনা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়? ২

গ. বাড়িভাড়া বাবদ আহাদ সাহেবের আয় বৃদ্ধি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দীর্ঘকালে আহাদ সাহেবের এ ধরনের আয় প্রযোজ্য হবে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.

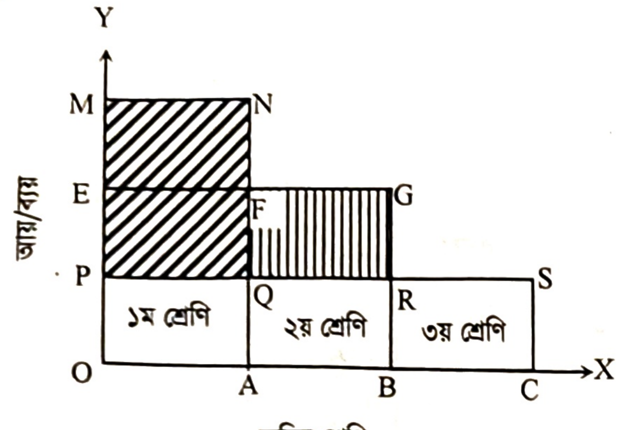

ক. ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে জমি কয় শ্রেণিতে বিভক্ত? ১

খ. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কীভাবে খাজনার উদ্ভব ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপরের চিত্র থেকে ১ম শ্রেণির জমির খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৪

৯. একটি এলাকার জনৈক ব্যক্তির জমির পরিমাণ এবং একরপ্রতি দামের তথ্য নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো—

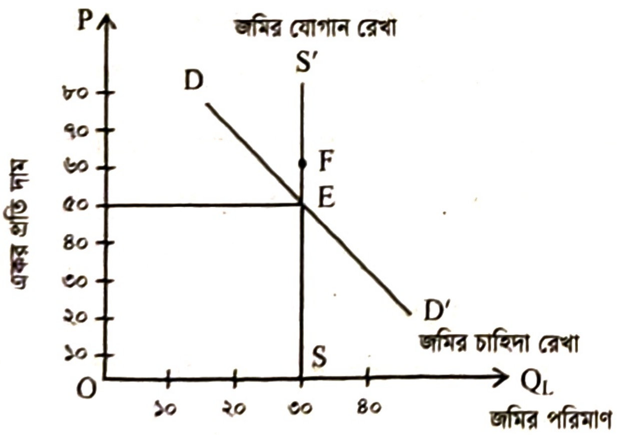

[সি. বো. ২০১৯]

ক. অর্থনৈতিক খাজনা কী? ১

খ. খাজনা কি দামের অন্তর্ভুক্ত? ২

গ. উদ্দীপকে খাজনার কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জমির চাহিদারেখা যদি F বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়, তবে খাজনার ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

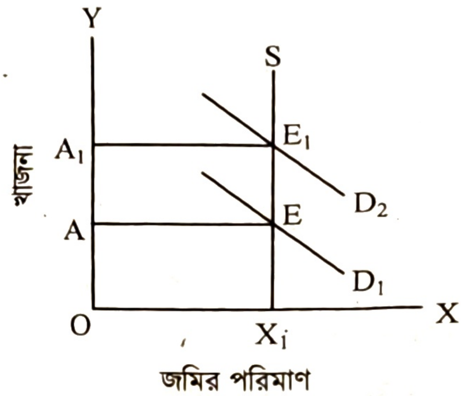

[ব. বো. ২০১৯]

ক. নিম খাজনা কী?

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়?

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন খাজনা তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা রেখা পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক খাজনার ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো।

১১. জনাব মুনিরুজ্জামান এর ছোট একখণ্ড জমির পাশ দিয়ে হাইওয়ে তৈরি হওয়ায় তার জমির দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে তিনি উচ্চ দামে জমিটি বিক্রয় করে দূরবর্তী এলাকায় কম দামের জমি ক্রয় করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন ধরনের নয় একর জমি চাষাবাদের জন্য ভাড়া নেন। প্রথম তিন একর জমির মোট আয় ১২,০০০ টাকা, দ্বিতীয় তিন একর জমির মোট আয় ৮,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তিন একর জমির মোট আয় ৬,০০০ টাকা। প্রত্যেক প্রকার জমিতে ফসল চাষের মোট ব্যয় ৬,০০০ টাকা।

[ঢা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. ২০১৮]

ক. নিম খাজনা কী? ১

খ. খাজনা ও দামের সম্পর্ক লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব মুনিরুজ্জামানের জমি বিক্রয়ের আয়কে কোন ধরনের আয় বলা যায় তা যুক্তিসহ লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১২. চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

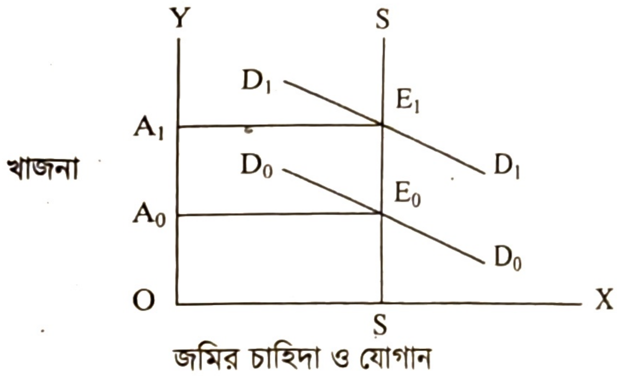

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. নিম খাজনা কী? ১

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন খাজনা তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চাহিদা রেখা পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক খাজনার উপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. শ্রীপুর গ্রামের আব্দুর রহমান, পাঁচ বছরের জন্য জনাব শফিউর রহমানের নিকট থেকে এক একর জমি দুই লক্ষ টাকায় বন্দোবস্ত (ভাড়া) নেন।

ক. মোট খাজনার সূত্র লেখো? ১

খ. অনুপার্জিত আয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের খাজনা নির্ধারণের বিষয়টি আধুনিক তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্ধারিত খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কি না যাচাই করো। ৪

১৪.

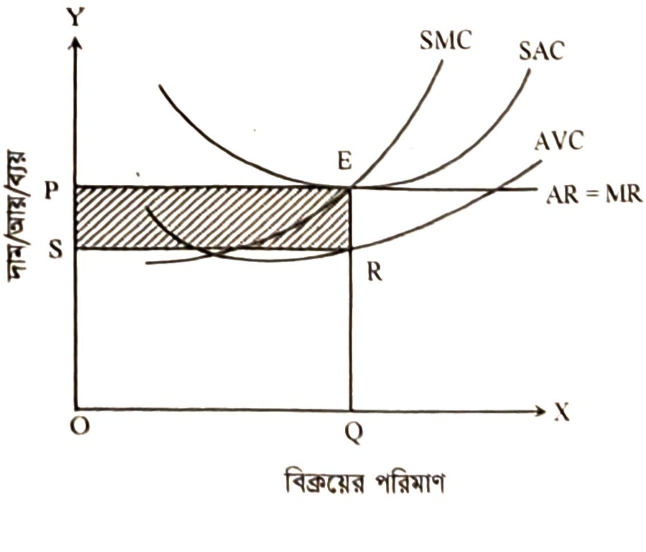

ক. নিম খাজনা কিসের উপর নির্ভর করে? ১

খ. জমির বিকল্প ব্যবহারের ফলে খাজনার উদ্ভব হয় কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে যে খাজনার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যা তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খাজনার ধারণাটি সকল সময় প্রযোজ্য হবে কি? মতামত দাও। ৪

১৫. একটি কৃষি খামারে জমি ব্যবহারের জন্য প্রাপ্য আয় ৩,০০০ টাকা, মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ ২,০০০ টাকা, প্রাপ্য মজুরি ১,৪০০ টাকা, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর ১,৬০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ৪,০০০ টাকা। *[ঢা. বো. ২০১৭]*

ক. অর্থনীতিতে খাজনা কী? ১

খ. অনুপার্জিত আয় কীভাবে উদ্ভব হয়? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে মোট খাজনা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. কৃষি খামারটির নিট খাজনা নির্ণয় করে মোট খাজনার সাথে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. মি. আওলাদ হোসেন পৈতৃকসূত্রে ৩ বিঘা জমি পেলেন। তার জমির অবস্থানের পার্থক্যের কারণে উর্বরতাও ভিন্ন হয়। এতে তার জমির প্রাপ্ত আয়ও ভিন্ন হয়। তার বন্ধু জাহেদুল ইসলাম রবিশস্যের সময় ট্রাক্টর ও পানির সেচ মেশিন ভাড়া দিয়েও কম সময়ের মধ্যে প্রচুর আয় করে থাকেন। *[দি. বো. ২০১৭]*

ক. নিট খাজনা কী? ১

খ. খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জাহেদুল ইসলামের খাজনার প্রকৃতি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আওলাদ হোসেন ও জাহেদুল ইসলামের খাজনার পার্থক্য লেখো। ৪

১৭. সহিদুল ও আইয়ুব আলী জাল ও নৌকা দিয়ে সানিয়াজান নদীতে মাছ ধরে। হঠাৎ নদীতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সহিদুল ও আইয়ুব আলী চেয়েছিলো নতুন জাল ও নৌকা কিনবে। তা এ স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়নি। তাই তাদের কাছে যেসব জাল ও নৌকা ছিল সেগুলো দিয়ে মাছ ধরে অনেক আয় করা সম্ভব। *[রা. বো. ২০১৭]*

ক. খাজনা কী? ১

খ. অনুপার্জিত আয় কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২

গ. জাল ও নৌকার ক্ষেত্রে কী ধরনের খাজনার উদ্ভব হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দীর্ঘমেয়াদে জাল ও নৌকা থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. শাহাদাত একখণ্ড জমি ক্রয় করে। সে জমিতে শস্য উৎপাদনের পরিবর্তে একটি বস্ত্রকল স্থাপন করে। বস্ত্র উৎপাদনে যে শ্রম ও মূলধন ব্যয় হয় তার জন্য সে মজুরি ও সুদ দেয়। তেমনি ভূমি তথা জমিটির জন্য খাজনা দেয়।

ক. প্রকৃত খাজনা কী? ১

খ. ডেভিড রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শাহাদাতের বস্ত্রকলের জন্য কেনা জমির যোগানমূল্য আছে কি? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উৎপাদিত বস্ত্রের দাম ও জমিটির খাজনার মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১৯. চিত্রটি লক্ষ করো এবং চিত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

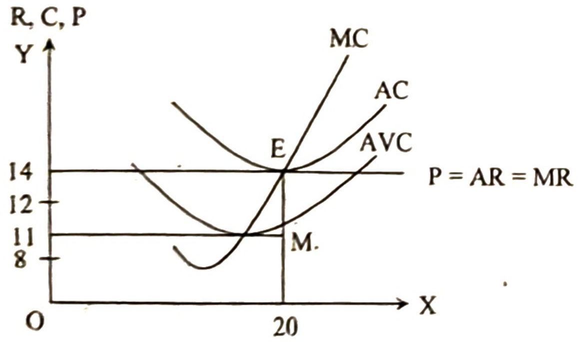

উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ

◀৩ ও ৮ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. চুক্তিবদ্ধ খাজনা কী? ১

খ. নিট খাজনা হচ্ছে শুধু ভূমি ব্যবহারের মূল্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে নিম খাজনা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে মুনাফা ও মোট স্থির ব্যয় নির্ণয় করো। ৪

২০. তিন বন্ধু একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলবেন বলে উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তারা একটি ছোট অফিস ভাড়া করলো। কিন্তু উৎপাদন কার্যক্রমে উক্ত অফিস ছোট হওয়ায় বছরখানেক পর তারা আরও বড় একটি অফিস ভাড়া করলো। সময়ের সাথে সাথে তাদের উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

◀৭ ও ৮ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. আধা খাজনা কী? ১

খ. খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক কী? ২

গ. উদ্দীপকে প্রথম বছরে কোন ধরনের খাজনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৯

সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

Aggregate Income and Expenditure

র‍্যাগনার ফ্রিশ (১৮৯৫-১৯৭৩)

প্রধান প্রধান শব্দ

- সামগ্রিক আয়
- মোট দেশজ উৎপাদন
- মোট জাতীয় আয়
- নিট জাতীয় আয়
- অবচয়জনিত ব্যয়
- সামগ্রিক ব্যয়
- ভোগ ব্যয়
- স্বয়ম্ভূত ভোগ
- প্ররোচিত ভোগ
- বিনিয়োগ
- সঞ্চয়
- ব্যক্তিগত আয়
- ব্যয়যোগ্য আয়
- প্রকৃত সঞ্চয়
- আবদ্ধ অর্থনীতি

১৯৩৩ সালে র‍্যাগনার ফ্রিশ অর্থনীতিকে দুই ভাগে ভাগ করেন— ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি। ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর সামষ্টিক অর্থনীতির মাইলফলক শুরু হয় এবং এর গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিক আয় ও সামগ্রিক ব্যয়ের মাধ্যমে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ করা। এ অধ্যায়ে সামগ্রিক আয় ও ব্যয় তথা জিডিপি, জিএনআই, এনএনআই, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক এবং আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- সামগ্রিক আয় হিসেবে জিডিপি, জিএনআই এবং এনএনআই এর ধারণা
- সামগ্রিক ব্যয়ের অংশ হিসেবে ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয়ের ধারণা
- সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক নির্ণয়
- আবদ্ধ (Closed) অর্থনীতিতে লেখচিত্র অঙ্কন করে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয়
পাঠ ২	সামগ্রিক আয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা; মোট দেশজ উৎপাদন এবং মোট জাতীয় আয়
পাঠ ৩	জিএনআই এর উপাদান; জিএনআই পরিমাপের সূত্র; মোট জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় কি একই?
পাঠ ৪	নিট জাতীয় আয়; মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য; মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য; ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়
পাঠ ৫	সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি এবং পরিমাপের সমস্যাসমূহ; জাতীয় আয়-ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ
পাঠ ৬	সামগ্রিক ব্যয়; ভোগ ব্যয় ও তদসম্পর্কিত রেখাসমূহ
পাঠ ৭ ও ৮	বিনিয়োগ ব্যয়; সরকারি ব্যয়; সঞ্চয় ও এর শ্রেণিবিভাগ; সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক; সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক; সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৯ ও ১০	ভারসাম্য জাতীয় আয়; ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ পদ্ধতি; দুইখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে পদ্ধতি
পাঠ ১১ ও ১২	তিনখাত বিশিষ্ট বা আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

পাঠ ১ সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয়

৯.১ সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয় (Aggregate Income (AI)/National Income (NI))

অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় ধারণাটি একটি বৃহৎ বা প্রসারিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি দেশে ভোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট আর্থিক মূল্যই সামগ্রিক আয় হিসেবে গণ্য। সাধারণ অর্থে, মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে সামগ্রিক আয় বলে। উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জাতীয় আয়কে নির্দেশ করে।
ব্যাপক অর্থে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) উৎপাদনের উপাদানগুলো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে জনগণ যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য বা বাজারমূল্যকে সামগ্রিক আয় বলে। অর্থাৎ সামগ্রিক আয় হলো একটি দেশের সমস্ত মানুষের অর্জিত আয়ের সমষ্টি। সামগ্রিক আয়ের মধ্যে সাধারণত বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেসব দ্রব্যসামগ্রী ধরা যাবে, ছোঁয়া যাবে, দেখা যাবে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যাবে সেগুলো হলো বস্তুগত দ্রব্য। যেমন- চাল, ডাল ইত্যাদি। আবার, যেসব দ্রব্যসামগ্রী ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যাবে না, সেগুলো অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী। যেমন- শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষা দান, ডাক্তারের সেবা, নার্সের সেবা ইত্যাদি। সামগ্রিক আয়ই আবার জাতীয় আয় হিসেবে অভিহিত।

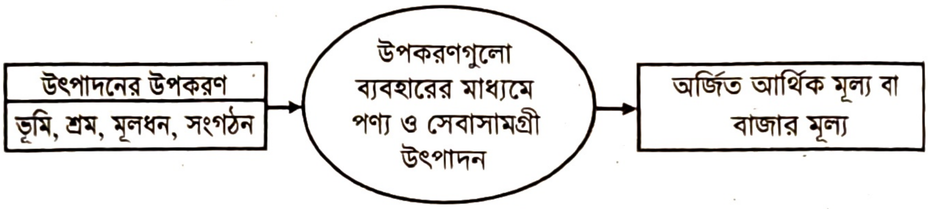

চিত্র: এক নজরে জাতীয় আয়

সুতরাং, **সামগ্রিক আয় হলো একটি দেশে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে (এক অর্থবছরে) বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি।**

- **জন বি. টেইলর**-এর মতে, "জাতীয় আয় হচ্ছে শ্রম ও মূলধনের আয়ের সমষ্টি।" (National income is the sum of labour income and capital income.)[১]
- অধ্যাপক **পল এ. স্যামুয়েলসনের** মতে, "একটি দেশের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের বার্ষিক প্রবাহের সর্বমোট আর্থিক মূল্যই হলো জাতীয় আয়।" (National income is the total product and service of a country which can be measured by money.)[২]

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়গুলো নিম্নরূপ:

১. শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের মজুরি এবং বেতন, যা তারা বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হয়ে উপার্জন করে থাকে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক শ্রম সরবরাহকারীদের প্রদত্ত মজুরি, বেতন ভাতাদি, সামাজিক বিমা, পেনশন তহবিল, শ্রমিকদের জন্য গঠিত স্বাস্থ্য ও কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি।

২. খনিজ সম্পদ, জমি, দোকান, বাড়িঘর, কারখানা ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত খাজনাসমূহ, বাড়ির মালিক নিজ গৃহে বসবাস করলে খাজনা হতে বঞ্চিত হন। তখন খাজনা হিসেবে একটি অন্তর্নিহিত মূল্যমান সামগ্রিক আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩. ব্যবসায়িক আয়ের যে অংশ বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত ঋণযোগ্য তহবিল সরবরাহকারী ও সঞ্চয়কারীদেরকে প্রদান করা হয়, তাকে সুদ বলে। সরকারি ঋণের ওপর যে সুদ জনগণ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্জন করে, তা মোট সুদ হতে বাদ দিলে নিট সুদ পাওয়া যায়। সরকারি ঋণের সুদ বাদে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত নিট সুদ। সরকারি ঋণের ওপর প্রাপ্ত সুদ জাতীয় আয়ের হস্তান্তর পাওনা নির্দেশ করে বলে, তা প্রাপ্ত সুদ থেকে বাদ দেওয়া হয়।

---

[১] John B. Taylor, 'Economics', 2nd edition, page-904.
[২] Paul A. Samuelson and william D. Nordhaus, 'Economics', 18th edition.

৪. ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং অংশীদারি ব্যবসায় বাণিজ্য থেকে অর্জিত মুনাফা, কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত ডিভিডেন্ট, কোম্পানির অবণ্টিত মুনাফা ও সরকারকে দেয় মুনাফা কর। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একক, অংশীদারি ও কর্পোরেট ব্যবসায় বাণিজ্য হতে মুনাফা অর্জিত হয়। এরূপ মুনাফাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়। (১) প্রোপ্রাইটরের আয় (২) কর্পোরেট মুনাফা। একক ও অংশীদারি ব্যবসা হতে অর্জিত নিট আয়কে প্রোপ্রাইটরের আয় বলে। আবার, কর্পোরেট ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফাই হলো কর্পোরেট মুনাফা। এ মুনাফা তিনটি ভাগে বণ্টিত হয়। যথা-

ক. কর্পোরেট আয়কর: কর্পোরেট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অর্জিত আয়ের যে অংশ প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে দেশের সরকারকে প্রদান করে, তাকে কর্পোরেট আয়কর বলে।

খ. ডিভিডেন্ট: কর্পোরেট আয়কর প্রদানের পর অবশিষ্ট কর্পোরেট মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাকে ডিভিডেন্ট বলে।

গ. অবণ্টিত কর্পোরেট মুনাফা: কর্পোরেট আয়কর এবং ডিভিডেন্ট প্রদানের পর কর্পোরেট মুনাফার যে অংশ পুনঃবিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানের অতীত ঋণ পরিশোধের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়, তাকে অবণ্টিত কর্পোরেট মুনাফা বলে। উপরে উল্লিখিত ৩টি অংশই সামগ্রিক আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫. দেশে উৎপাদিত দ্রব্য সেবার ওপর সরকার আবগারি শুল্ক, বিক্রয় কর, ব্যবসায়িক কর, লাইসেন্স ফি, কাস্টমস ডিউটি, VAT ইত্যাদি পরোক্ষ কর আরোপ করে। এসব কর পণ্য সেবার খরচের আকারে দামের সাথে যুক্ত হয়। এগুলো উপকরণের আয় নয়। সরকারি কোষাগারে জমাকৃত পরোক্ষ কর। দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও এ কর উৎপাদনকারী ও বিক্রেতারা পায় না, তা সরকারি কোষাগারে জমা হয়।

৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনে ব্যবহৃত মূলধনসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও মেরামতবাবদ রক্ষিত অর্থ, যা অবচয় ব্যয় বা মূলধনের ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় (CCA) অন্তর্ভুক্ত হয়।

সামগ্রিক যোগানের বা আয়ের দিক থেকে, সামগ্রিক আয় = Σ (মজুরি + খাজনা + সুদ + মুনাফা + পরোক্ষ ব্যবসায় কর – মূলধনের ব্যবহারজনিত এলাউন্স)। সাংকেতিকভাবে, $AI = \Sigma(W + R + I + P + IBT - CCA)$

সুতরাং, একটি দেশে সাধারণত একটি অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় উপার্জন করে তার সমষ্টিই হলো সামগ্রিক আয়।

তাৎপর্য ব্যাখ্যা: এ আয়ের অবস্থা বা মান দেখে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয় কীভাবে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সম্পদের মধ্যে বণ্টিত হয় তা জানা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় হচ্ছে শ্রম ও মূলধনের আয়ের সমষ্টি। —উক্তিটি কার?
২. সামগ্রিক আয় সাধারণত কত বছরের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি?
৩. কর্পোরেট মুনাফা কয়টি ভাগে বণ্টিত হয়?
৪. একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় কী থেকে?
৫. সামগ্রিক আয়ের সূত্রটি লেখো।
৬. কর্পোরেট মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাকে কী বলে?

উত্তরের জন্য ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরি করে সামগ্রিক আয় নির্ধারণ করো।

পাঠ ২ সামগ্রিক আয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা; মোট দেশজ উৎপাদন এবং মোট জাতীয় আয়

৯.২ সামগ্রিক আয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা (Different concepts related to Aggregate Income)

সামগ্রিক আয় একটি বিস্তৃত বিষয়। দেশের আয় সম্পর্কে এখান থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারণার সূত্রপাত ঘটেছে, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে এ আয়ের ধারণা দিতে পারে। এসব ধারণার মধ্যে ১. মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP ২. মোট জাতীয় আয় বা GNI, ৩. নিট জাতীয় আয় বা NNI ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৯.৩ মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product (GDP))

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের জনগণ সারা বছর বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে। এছাড়া আমাদের দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকরাও কাজ করে। এরূপ নিজ দেশের জনগণ এবং বিদেশিরা বাংলাদেশে যেসব পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে, তার মোট বাজারমূল্যকে দেশজ উৎপাদন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা তার ভৌগোলিক সীমানার ভিতর যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি (GDP) বলে। জিডিপি হিসাবের সময় দেশের অভ্যন্তরে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদিত সবরকম দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মকে ধরা হয়। কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় জিডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

- মোট দেশজ উৎপাদন প্রসঙ্গে Lipsey এবং Chrystal বলেন, "মোট দেশজ উৎপাদন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে সমগ্র অর্থনীতিতে প্রকৃত উৎপাদনের মূল্য।"[৩]

জিডিপি নির্ণয়ের সূত্র:

GDP-কে দুটি পৃথক ধারায় উপস্থান করা যায়। ধারাদুটি হলো" (ক) ব্যয়ভিত্তিক ধারা (খ) আয়ভিত্তিক ধারা।

১ম পদ্ধতি: জিডিপিকে যদি ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে একটি বন্ধ অর্থনীতিতে—

$$GDP = C+I+G;$$

যেখানে, GDP = মোট দেশজ উৎপাদন,

C = Consumption বা ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়,

I = Investement বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয়,

G = Govt. Expenditure বা সরকারি ব্যয়। অর্থাৎ সরকারি ভোগ ব্যয় ও সরকারি বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি = $C_g + I_g$।

কিন্তু অর্থনীতি উন্মুক্ত হলে, $GDP = C+I+G+(X-M)$; যেখানে $(X - M)$ = নিট রপ্তানি।

২য় পদ্ধতি: সামগ্রিক আয় (Aggregate Income) = $GDP = \Sigma(X_1P_1 + X_2P_2 + \ldots + X_nP_n) = \sum_{i=1}^{n} X_iP_i$

এখানে $X_1, X_2, \ldots X_n$ কে দেশের সীমানার ভিতর দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের পরিমাণ এবং $P_1, P_2 \ldots P_n$ কে যথাক্রমে তাদের গড় দাম ধরা হয়। এক্ষেত্রে অর্থনীতিকে একটি বন্ধ অর্থনীতি (Closed economy) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্য অনুপস্থিত থাকে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে যেমন- আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অসংখ্য অভিবাসী বিভিন্ন ধরনের কাজে কর্মরত রয়েছে। এরূপ অভিবাসীদের উৎপাদন যদি হিসাব করা না হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই উক্ত

---

৩ Richard G. Lipsey and K. Alec Chrystal, 'Principles of Economies', 9th edition, P-616

দেশগুলোর মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কমে যাবে। তাই বলা যায়, একটি দেশের প্রকৃত উৎপাদনের বাস্তব চিত্র পেতে হলে অবশ্যই নিজ দেশে অবস্থিত বিদেশি ব্যক্তিদের উৎপাদনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মোট দেশজ উৎপাদনকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মোট দেশজ উৎপাদন বলতে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থানরত দেশি-বিদেশি জনগণের মাধ্যমে যেসব পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক মূল্যকে বোঝায়। এ আর্থিক মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিসাব করা হয়। সাধারণত এক বছরের জন্যই এ হিসাব করা হয়।

উদাহরণ: ২০১৯-২০ অর্থবছরে একটি দেশের মধ্যে অবস্থানরত সব জনগণের ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা এবং সরকারি ব্যয় ১৪৫ কোটি টাকা। এরূপ পরিস্থিতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হবে—

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) = C + I + G

= (৫০০ + ২৫০ + ১৪৫) কোটি টাকা

= ৮৯৫ কোটি টাকা

সতর্কতা: জিডিপি হিসাবের সময় এর অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দাম থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয়।
কারণ পরোক্ষ কর দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নয়। দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারণের সময় তার সাথে যোগ করা হয়।

৯.৪ মোট জাতীয় আয় (Gross National Income (GNI))

কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের নাগরিকরা দেশের ভিতরে ও বাইরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে, তার মোট আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলে। অন্যভাবে, **দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিক উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত হয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার চলতি বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয় বা জিএনআই।**

- **Case এবং Fair** বলেন, "একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মোট বাজারমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলে।" (Gross National Income (GNI) is the total market value of all final goods and services produced within a given period.)[৪]
- **Dewett এবং Chand** এর মতে, "এক বছরের উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার মোট বাজারমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলে।" (Gross National Income is defined as the total market value of all final goods and services produced in a year.)[৫]

জিএনআই হিসাবের সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম থেকে পরোক্ষ ব্যবসায়িক কর বাদ দিতে হয়।
সুতরাং GNI = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় – দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।
যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ে n সংখ্যক পণ্য $X_1, X_2, \ldots, X_n$ উৎপাদিত হয় এবং এদের বাজার মূল্য $P_1, P_2, \ldots, P_n$

তাহলে মোট জাতীয় আয় হবে: $GNI = \sum_{i=1}^{n} X_i P_i$ ।

মোট জাতীয় আয়কে সাধারণত দুটি দিক থেকে হিসাব করা যায়। এদের মধ্যে একটি হলো– আয়ের দিক থেকে এবং অন্যটি হলো ব্যয়ের দিক থেকে।

ক. আয়ের দিক থেকে মোট জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো:

$GNI = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ | যেখানে, r = খাজনা; w = মজুরি; i = সুদ; π = মুনাফা

[৪] Karl E. Case & Ray C. Fair, 'Economics' 6th edition, P. G-5

[৫] K. K. Dewett and Adarsh Chand, 'Modern Economic Theory' 2nd edition, page-324.

খ. ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে মোট জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো:

GNI = GDP + (X – M)
বা, GNI = C + I + G + (X – M)
= C + I + G + X_n

যেখানে, C = মোট ভোগ ব্যয়
I = মোট বিনিয়োগ ব্যয়
G = মোট সরকারি ব্যয় (ভোগ + বিনিয়োগ)
X = মোট রপ্তানি
M = মোট আমদানি
(X – M) = নিট রপ্তানি

সুতরাং বলা যায়, দেশের সব মানুষ দেশের ভেতরে ও বাইরে একটি অর্থবছরে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে তাকে মোট জাতীয় আয় বলে।

GNI-এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
১. শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা ধরা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য বাদ দিতে হয়।
২. নিজ দেশ ও দেশের বাইরে অবস্থিত দেশীয় নাগরিকদের আর্থিক অবদান অন্তর্ভুক্ত হয়।
৩. দেশের ভেতরে অবস্থিত বিদেশিদের আয় ধরা হয় না।
৪. পণ্যের দাম থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয়।
৫. GNI হলো এক আর্থিক বছরের হিসাব।
৬. GNI হিসাব করার সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম চলতি বাজার মূল্যে ধরা হয়।
৭. GNI একটি প্রবাহ ধারণা। একে দুইদিক থেকে পরিমাপ করা হয়। একটি হলো উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ এবং অপরটি হলো আয় প্রবাহ।

জেনে রাখো

মাথাপিছু আয় বলতে জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট জাতীয় আয়কে ঐ বছরের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয়

$$= \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট GNI}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি দেশের জীবনযাত্রার মানের উৎকৃষ্ট সূচক কী? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*
২. GDP-এর পূর্ণরূপ কী? *[ঢাবি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট (সাত কলেজ) ২০২২-২৩]*
৩. একটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টিকে কী বলে?
৪. দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় কিসে অন্তর্ভুক্ত হয়? *[ঢা. বো. ২০২২]*
৫. GDP-কে কতটি পৃথক ধারায় উপস্থান করা যায়?
৬. প্রবাসীদের আয় একটি দেশের কোন আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়? *[দি. বো. ২০২২]*
৭. আয়ের দিক থেকে মোট জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো।
৮. কোন উপাদান জিডিপি গণনায় অন্তর্ভুক্ত নয়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ধরি, 'ক' দেশের মোট খাজনা, মোট মজুরি মোট সুদ ও মোট মুনাফার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০,০০০ কোটি, ৩০,০০০ কোটি এবং ২৫,০০০ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে হস্তান্তরপাওনা ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। সূত্রের সাহায্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো।

গ. বাড়ির কাজ

মনে করো, 'B' দেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে ভোগে খরচ হয়েছে ৪৫,০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ হয়েছে ৩৫,০০০ কোটি টাকা, সরকার খরচ করেছে ২৫,০০০ কোটি টাকা, আমদানি ৫০,০০০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি হয়েছে ২৫,০০০ কোটি টাকা।
১. 'B' দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
২. সূত্র ব্যবহার করে 'B' দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ নির্ণয় করো।

পাঠ ৩ জিএনআই এর উপাদান; জিএনআই পরিমাপের সূত্র; মোট জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় কি একই?

৯.৫ জিএনআই এর উপাদান (Components of GNI)

কোনো দেশে জিএনআই হলো কতকগুলো উপাদানের সমষ্টি। এটি হিসাব করার সময় যেমন কতগুলো উপাদান যোগ করতে হয় তেমনি কয়েকটি উপাদান বাদও দিতে হয়। এর উপাদানগুলো হলো:

১. **ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়:** কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা সাধারণ প্রত্যেক দ্রব্য ও সেবাকর্ম ভোগের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় করে, তার আর্থিক মূল্যই হলো ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C)। এক্ষেত্রে সকল ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়ের সমষ্টি বিবেচনা করা হয়।

২. **মোট বেসরকারি বিনিয়োগ:** উদ্যোক্তারা দ্রব্য ও সেবাকর্মসমূহ উৎপাদনের জন্য মোট যে অর্থ বিনিয়োগ করে, তার যোগফলই হলো মোট বেসরকারি বিনিয়োগ (I)।

৩. **সরকারি ব্যয়:** দেশ পরিচালনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন রকম দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে ব্যবহার করে। এ বাবদ মোট ব্যয় হলো সরকারি ব্যয় (G)।

৪. **বিদেশস্থিত সম্পদ থেকে নিট আয়:** দেশীয় উদ্যোক্তারা বিদেশে কলকারখানা কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অথবা দেশি শ্রমিকেরা বিদেশে শ্রম দান করে অর্থ উপার্জন করে। এ আয় থেকে কর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে যা দেশে নিয়ে আসতে পারে তা হলো, বিদেশস্থিত সম্পদ থেকে নিট আয় ($X_n = X - M$)।

জেনে রাখো

জিএনআই হিসাব করার সময় বিয়োগযোগ্য উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

i. দ্রব্য ও সেবাকর্মের মোট আমদানি মূল্য

ii. পরোক্ষ ব্যবসা কর।

৯.৬ জিএনআই পরিমাপের সূত্র (Formula of Measuring GNI)

প্রকৃতপক্ষে জিএনআই হলো জিডিপি ও নিট বৈদেশিক আয়ের সমষ্টি।

সে হিসেবে নিচের সূত্রের সাহায্যে জিএনআই পরিমাপ করা যায়:

$$GNI = C + I + G + (X - M) = C + I + G + X_n$$

এছাড়া অন্যভাবে জাতীয় আয়কে বোঝানো যায়—

$$GNI = GDP + (FL - DL) + NCI$$
$$= C + I + G + (X - M) + (FL - DL) + NCI$$

এখানে, FL ও DL হলো, যথাক্রমে শ্রম দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ আয় এবং NCI হলো বিদেশ থেকে দেশে আগত নিট মূলধন প্রবাহ।

ধরি, 'A' দেশের আর্থিক জিডিপি ২,০০,০০০ টাকা, শ্রমিকদের কাছ থেকে অভ্যন্তরীণ আয় ৩০,০০০ টাকা, শ্রমিকদের বিদেশি আয় ৫০,০০০ টাকা এবং দেশটি অন্য দেশের দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান পায় ১,০০,০০০ টাকা, তা হলে দেশটির GNI হবে ৩,২০,০০০ টাকা।

৯.৭ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও জাতীয় আয় (NI) কি একই?
(Are Gross National Production (GNP) and National Income (NI) same?)

মোট জাতীয় উৎপাদন এবং জাতীয় আয়কে কেউ কেউ একই অর্থে প্রকাশ করলেও আবার কেউ কেউ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সহজ অর্থনৈতিক মডেল (simple economic model) অনুযায়ী মোট জাতীয় উৎপাদন এবং জাতীয় আয় সমান হয় বলে প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় না। কিন্তু সবসময় এরূপ অবস্থা নাও হতে পারে। অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন এবং জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য বিরাজ করতে পারে। অথবা উভয়ের মধ্যে সমতা নাও হতে পারে। সাধারণত জাতীয় আয় নির্ধারণে মোট জাতীয় উৎপাদন হতে অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দেয়া হয়। এর ফলে মোট জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় সমান হয় না। এক্ষেত্রে অবচয় বলতে মূলধন ব্যবহারজনিত ব্যয়কে (capital consumption allowance) বোঝায়।

সহজ করে বলতে গেলে, মোট উৎপাদন থেকে অবচয়জনিত ব্যয় এবং পরোক্ষ কর বাদ দেয়া হলেই মোট জাতীয় উৎপাদন এবং জাতীয় আয় সমান হবে। অন্যথায়, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এবং জাতীয় আয়কে (NI) একই বলা যথার্থ হবে না। তবে সার্বিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে অর্থনীতিবিদগণ মোট জাতীয় উৎপাদনকে (GNP) জাতীয় আয়ের সমার্থক হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন।

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) থেকে জাতীয় আয় (NI) নির্ণয়: একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য হলো মোট জাতীয় উৎপাদন বা সংক্ষেপে GNP। আর GNP থেকে কিছু কিছু উপাদান বিয়োগ এবং তার সাথে কিছু কিছু উপাদান যোগ করলে পাওয়া যায় জাতীয় আয় বা NI। আমরা জানি, GNP থেকে অবচয়জনিত ব্যয় (CCA) বাদ দিলে NNP পাওয়া যায়। অর্থাৎ NNP = GNP – CCA। এখন এ GNP থেকে পরোক্ষ কর (T_i), হস্তান্তরপাওনা (T_p) এবং সরকারের অর্জিত উদ্বৃত্ত মুনাফা (S_g) বাদ দিয়ে ভর্তুকি (S_b) যোগ করলে উপকরণ ব্যয়ে (দামে) NNP পাওয়া যায় যা হলো জাতীয় আয় বা NI। সুতরাং নিম্নোক্ত উপায়ে GNP থেকে NI পাওয়া যায়– $NI = GNP - (CCA + T_i + T_p + S_g) + S_b$

একটি সংখ্যা সূচক উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, কোন দেশে GNP = 2500 কোটি টাকা, CCA = 500 কোটি টাকা, T_i = 100 কোটি টাকা, T_p = 100 কোটি টাকা, S_g = 10 কোটি টাকা এবং S_b = 200 কোটি টাকা।

$\therefore NI = GNP - CCA - T_i - T_p - S_g + S_b$

= (2500 – 500 – 100 – 100 – 100 + 200) কোটি টাকা

= 1900 কোটি টাকা।

এভাবে GNP থেকে NI পাওয়া যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. GNP এর পূর্ণরূপ কী? *[ম. বো., রা. বো. ২০২২]*

২. Y = C + I + G + (X – M) = কী হবে? *[রা. বো. ২০১৯]*

৩. GNI-এর পূর্ণরূপ কী? *[সি. বো. ২০১৯; য. বো. ২০১৬]*

৪. সাধারণত জাতীয় আয় নির্ধারণে মোট জাতীয় উৎপাদন হতে কোন ব্যয় বাদ দেয়া হয়?

৫. $GNP - (CCA + T_i + T_p + S_g) + S_b$ = কী হবে?

৬. কোন দেশে GNP = 2500 কোটি টাকা, CCA = 500 কোটি টাকা NNP কত?

৭. মোট জাতীয় উৎপাদনকে কোন উপাদান দ্বারা ভাগ করলে প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৮-১৯]*

৮. GNP = 500, CCA = 120, NNP = ? *[চবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]*

উত্তরের জন্য ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. বাড়ির কাজ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। মনে কর ২০২০ সালে দেশের নিট জাতীয় উৎপাদন ছিল ২৫,০০০ কোটি টাকা। অবচয়জনিত ব্যয় ২ কোটি টাকা, হস্তান্তর পাওনা ০.৫ কোটি টাকা, সরকারের অর্জিত মুনাফা ১২০০ কোটি টাকা এবং ভর্তুকির পরিমাণ হলো ১ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে দেশের জাতীয় আয় ছিল ২০,০০০ কোটি টাকা।

১. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ণয় করো।

২. উদ্দীপক অনুযায়ী বাংলাদেশের ২০১৯ ও ২০২০ সালের জাতীয় আয় বিষয়ে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

একক কাজ

ধরা যাক, Z দেশের GDP হলো ১,০০,০০০ টাকা, শ্রমিকদের কাছ থেকে অভ্যন্তরীণ আয় ১৫,০০০ টাকা, শ্রকিদের বিদেশি আয় ২৫,০০০ টাকা এবং দেশটি অন্য দেশ থেকে অনুদান পায় ৫০,০০০ টাকা। সূত্র উল্লেখ করে দেশটির GNI নির্ণয় করো।

পাঠ ৪ নিট জাতীয় আয়; মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য; মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য; ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়

৯.৮ নিট জাতীয় আয় (Net National Income (NNI))

জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে এটি একটি অর্থনৈতিক ধারণা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে জিএনআই (GNI) থেকে মূলধনসামগ্রির ক্ষয়ক্ষতির খরচ বা অবচয় খরচ (Capital Consumption Allowance or Depreciation Cost) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

অর্থাৎ **নিট জাতীয় আয় = মোট জাতীয় আয় – অবচয় ব্যয়।**

সূত্রানুসারে নিট জাতীয় আয়—

$NNI = GNI - CCA/ D_c$

যেখানে, NNI = নিট জাতীয় আয়
GNI = মোট জাতীয় আয়
CCA = মূলধনের ব্যবহারজনিত বা ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়
D_c = অবচয়জনিত ব্যয়

- **Dewett এবং Chand**-এর মতে, "চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্য থেকে অবচয় বাদ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই নিট জাতীয় উৎপাদন"। (Net National Product (NNP) means the market value of all final goods and services after providing for depreciation.)[৬]
- **Paul A. Samuelson**-এর মতে, "মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত অ্যালাউন্স বাদ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট জাতীয় উৎপাদন বলে।" (Net national product (NNP) can be derived by deducting from GNP capital consumption allowance.)[৭]

উপরের আলোচনা শেষে নিট জাতীয় আয় প্রসঙ্গে আমরা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাই—

১. নিট জাতীয় আয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাধারণত এক বছরের জন্য) গণনা করা হয়;
২. এক্ষেত্রে মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেয়া হয়;
৩. এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্দেশ করে।

উদাহরণ- টিটু, তপু এবং তমাল মিলে মিরপুর-১০ নম্বরে ৩০টি মেশিন নিয়ে একটি পোশাক কারখানা চালু করল। এর ফলে আর্থিক মূল্য হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেল। কিন্তু বছর শেষে তারা কারখানাটি ছেড়ে দিয়ে মেশিনগুলো কম মূল্যে বিক্রি করে দিল। এতে করে তাদের আর্থিক মূল্য যে হ্রাস পেয়েছে, সেটা কি আমাদের ভাবতে হবে না? মেশিনগুলো ব্যবহারের কারণে এর কিছু ক্ষয়ক্ষতি তো হয়েছে। তাই একটি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন জাতীয় সম্পদের (যেমন- বিল্ডিং, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই নিট জাতীয় আয় বলে।

৯.৯ মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য (Defference between Gross National Income and Net National Income)

মোট জাতীয় আয় (GNI) ও নিট জাতীয় আয় (NNI) এর মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

১. GDP ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয়ের সমষ্টি যোগ করলে জিএনআই (GNI) পাওয়া যায়। অর্থাৎ GNI = GDP + NX। কিন্তু জিডিপি ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয়ের সমষ্টি থেকে মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় ও পরোক্ষ ব্যবসায়িক কর বাদ দিলে NNI পাওয়া যায়। অর্থাৎ NNI = GDP + NX – (CCA + BIT)

---

[৬] K. K. Dewett and Adarsh Chand, 'Modern Economic Theory' 21st edition, page-324.
[৭] Paul A. Samuelson and william D. Nordhaus, 'Economics' 18th edition, Mc Grow-Hill.

২. GNI-এর গণনায় মূলধনসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু NNI-এর ক্ষেত্রে তা বাদ দেওয়া হয়। এ অর্থে GNI, NNI-এর চেয়ে একটি বৃহত্তর ধারণা।

৩. GNI পরিমাপ করা সহজ। কিন্তু NNI পরিমাপ করা কঠিন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়ের বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত থাকায় তার পরিমাপ বিভিন্ন হতে পারে। ফলে GNI দেওয়া থাকলেও NNI-এর পরিমাপ বিভিন্ন হতে পারে।

৪. NNI হলো GNI-এর একটি বিশেষ রূপ। এটি বাজার দামে জাতীয় আয় নির্দেশ করে। GNI জাতীয় আয়ের অতিরিক্ত পরিমাপ নির্দেশ করে।

৫. GNI-তে মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও NNI-তে নিট বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয়। মোট বিনিয়োগ থেকে অবচয় ব্যয় বাদ দিলে নিট বিনিয়োগ ব্যয় পাওয়া যায়।

৬. GNI দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র দিতে পারে না। কিন্তু NNI দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র দিতে পারে। কাজেই GNI বেশি হলেও অর্থনৈতিক অবস্থা আশাপ্রদ নাও হতে পারে।

৭. GNI দ্বারা মাথাপিছু আয় নির্ণয় করলে তা সঠিক হয় না। অপরদিকে, NNI-তে অবচয় ব্যয় না থাকায় মাথাপিছু আয়ের সঠিক হিসাব সম্ভব হয়।

৯.১০ মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Gross National Income and Gross Domestic Product)

মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। নিচে ঐ পার্থক্যগুলো দেখানো হলো—

পার্থক্যের বিষয়	মোট জাতীয় উৎপাদন (GNI)	মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)
১. সংজ্ঞা	একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরের জন্য) একটি দেশের জনগণ যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে, তার আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে।	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে দেশি-বিদেশি জনগণ মিলে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।
২. সূত্র	GNI = C + I + G + (X – M) যেখানে, C = দেশের সব মানুষের ভোগ ব্যয় I = বিনিয়োগ ব্যয় G = সরকারি ব্যয় (X – M) = নিট রপ্তানি	GDP = C + I + G যেখানে, C = দেশের অভ্যন্তরীণ সব মানুষের ভোগ ব্যয় বা খরচ I = বিনিয়োগ ব্যয় G = সরকারি ব্যয়
৩. ধারণার ব্যাপকতা	মোট জাতীয় আয়ের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক।	মোট দেশজ উৎপাদনের ধারণা সংকীর্ণ।
৪. অর্থনৈতিক গুরুত্ব	অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম।	অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব বেশি।
৫. অন্তর্ভুক্ত বিষয়	এক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের আয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	এক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী নাগরিকদের উৎপাদন ও আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

পার্থক্যের বিষয়	মোট জাতীয় উৎপাদন (GNI)	মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)
৬. প্রতিফলিত বিষয়	মোট জাতীয় আয় গণনায় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়।	এক্ষেত্রে একটি দেশের সার্বিক অর্থনীতির ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়।
৭. নিট রপ্তানি আয়ের প্রভাব	নিট রপ্তানি আয় ধনাত্মক হলে অর্থাৎ আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় বেশি হলে GDP থেকে GNI বেশি হবে।	নিট রপ্তানি আয় ঋণাত্মক হলে স্বাভাবিক কারণেই GNI থেকে GDP বেশি হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মোট জাতীয় আয় এবং মোট দেশজ উৎপাদন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

জেনে রাখো

দ্বৈত গণনা সমস্যা সমাধানের জন্য দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেমন—

i. চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি, ii. মূল্য সংযোজন পদ্ধতি।

i. **চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি:** এ পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হিসাব করার সময় কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর কোনগুলো মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং কোনগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ের তা নির্ধারণ করতে হবে। তারপর মধ্যবর্তী পর্যায়ে দ্রব্য সামগ্রীর (Intermediate goods & service) আর্থিক মূল্যকে সতর্কতার সাথে বাদ দিয়ে কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রীর (Final Products) আর্থিক মূল্য হিসাব করতে হবে। যেমন– বই এর আর্থিক মূল্য যখন হিসাব করা হয় তখন কাগজের মূল্য পৃথকভাবে বিবেচনা করলে চলবে না।

ii. **মূল্য সংযোজন পদ্ধতি:** 'মূল্য সংযোজন' বলতে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করতে যেসব উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহৃত হয় তার আর্থিক মূল্য দ্রব্যটির বাজার মূল্য হতে বাদ দিলে যা থাকে তাকেই বোঝায়। **পিটার কেনেড বলেন,** "মূল্য সংযোজন বলতে উৎপাদন পর্যায়ে দ্রব্যাদি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার কারণে তার মূল্য বৃদ্ধিকে বোঝায়।" (Value added refers to the increase in the value of goods as it moves from one stage in the production process to the next. –Petter Kenned)

৯.১১ ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যয়যোগ্য আয় (Personal Income and Disposable Income)

সমষ্টিগত অর্থনীতির ধারণাগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগত আয় (Personal Income) এবং ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income) অন্যতম। নিচে এই দুইটি ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ব্যক্তিগত আয়: নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি বা পরিবারের চলতি আয়কে ব্যক্তিগত আয় বলে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্ম থেকে অর্জিত আয় এবং অপরাপর আয় অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ব্যক্তিগত আয় বের করা হয় জাতীয় আয় হতে কিছু উপাদান যোগ আর কিছু উপাদান বিয়োগ করে।

ব্যক্তিগত আয় = জাতীয় আয় – [অবণ্টিত মুনাফা কর + নিয়োগকারী ও নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের সামাজিক বিমার জন্য প্রদানকৃত অর্থ – সরকার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর ব্যয় – সরকার কর্তৃক পরিশোধিত নিট সুদ – ভোক্তাগণ কর্তৃক পরিশোধিত সুদ]।

ব্যয়যোগ্য আয়: মানুষ তার আয়ের যে অংশ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলা হয়। মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যবহার করতে পারে না। আয় থেকে সরকারকে আয়কর ও সম্পদ কর প্রদান করতে হয়। কর প্রদানের পর আয়ের যে অংশ থাকে, তাকে ভোগ ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। ফলে ব্যয়যোগ্য আয় হলো ব্যক্তিগত আয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রদত্ত করের পার্থক্য। সুতরাং, ব্যয়যোগ্য আয়কে আমরা প্রকাশ করতে পারি,

ব্যয়যোগ্য আয় (ব্যবহারযোগ্য আয়) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত কর।

নিচে একটি কাল্পনিক ছকের দ্বারা ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়ের হিসাব দেখানো হলো—

উপাদান	টাকা (কোটি)	
১. জাতীয় আয়		500
২. বিয়োগ (–)		
(ক) কর্পোরেট আয়কর	30	
(খ) কর্পোরেট মুনাফার অবশিষ্টাংশ	50	
(গ) সামাজিক বিমার জন্য প্রদত্ত অংশ	20	
৩. যোগ (+)		
(ক) হস্তান্তরিত আয়	60	
(খ) নিট সুদ	20	
৪. ব্যক্তিগত আয় (১ – ২ + ৩)		480
৫. ব্যক্তিগত কর	50	
৬. ব্যয়যোগ্য আয় (৪ – ৫)		430

ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়ের মধ্যেকার পার্থক্য: উপরের আলোচনাকে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ লক্ষ করা যায়:

১. ব্যক্তিগত আয় থেকেই ব্যয়যোগ্য আয় পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যয়যোগ্য আয়ের তুলনায় ব্যক্তিগত আয়ের ধারণাটি প্রসারিত।

২. ব্যক্তিগত ভোগব্যয় প্রকৃত অবস্থায় ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল, ব্যক্তিগত আয়ের ওপর নয়। কাজেই সমাজের ভোগ প্রকৃতি ব্যয়যোগ্য আয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৩. জাতীয় আয় নির্ধারণে অর্থনৈতিক প্রসারতা ও সংকোচনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যয়যোগ্য আয় অবশ্যই ব্যক্তিগত আয়ের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. NNI-এর পূর্ণরূপ কী? *[ঢা. বো. ২০১৯]*

২. NDP কী? *[দি. বো. ২০২২; ঢা. বো. ২০১৭]*

৩. CCA-এর পূর্ণরূপ কী?

৪. কোন অর্থে GNI, NNI-এর চেয়ে একটি বৃহত্তর ধারণা?

৫. মোট বিনিয়োগ থেকে কী বাদ দিলে নিট বিনিয়োগ ব্যয় পাওয়া যায়?

৬. কখন GNI থেকে GDP বেশি হয়?

৭. কখন GDP থেকে GNI বেশি হয়?

৮. জিডিপিতে কী ধরনের পণ্যমূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

জিএনআই এবং এনএনআই এর মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখো।

পাঠ ৫ সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি এবং পরিমাপের সমস্যাসমূহ; জাতীয় আয়-ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ

৯.১২ সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি (Methods of Computing Aggregate Income/National Income)

যে পদ্ধতিতে কোনো দেশের জাতীয় আয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করা হয় তাকে জাতীয় আয়ের পরিমাপ পদ্ধতি বলে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই জাতীয় আয় নিরূপণ করে থাকে। তবে একেক দেশ একেক পদ্ধতিতে নিজ দেশের জাতীয় আয় নির্ণয় করে। জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা—

জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি

- ক. উৎপাদন পদ্ধতি (Production Method)
- খ. আয় পদ্ধতি (Income Method)
- গ. ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method)

চিত্র: জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি

ক. উৎপাদন পদ্ধতি (Production method)

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণত এক অর্থবছরে) কোনো দেশে উৎপাদনের উপাদানসমূহকে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তাদের আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণ। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে n সংখ্যক উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্ম যদি $X_1, X_2, X_3 \ldots X_n$ হয় এবং বাজার দাম যদি $P_1, P_2, P_3 \ldots P_n$ হয় তাহলে উৎপাদন পদ্ধতিতে কোনো দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ হবে $GNI = X_1P_1 + X_2P_2 + X_3P_3 + \ldots + X_nP_n$।

উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর সর্তকতা অবলম্বন করা জরুরি—

১. উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় একই দ্রব্যকে যেন দুইবার গণনা করা না হয়।
২. জাতীয় আয় পরিমাপের সময় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে।
৩. মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিতে হবে।
৪. উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দ্রব্যের বাজারমূল্য থেকে অবশ্যই পরোক্ষ কর বাদ দিতে হবে।
৫. যেসব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বিনিময় মূল্য নেই সেগুলো জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
৬. বিদেশ হতে অর্জিত অর্থ জাতীয় আয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় কিন্তু বিদেশিদেরকে প্রদত্ত অর্থ জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে বাদ দিতে হয়।
৭. উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাব করার সময় হস্তান্তর পাওনা বাদ দিতে হয়।

খ. আয় পদ্ধতি (Income method)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) কোনো দেশে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত উপকরণসমূহের অর্জিত আয় যোগ করে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কারণ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের মালিকগণ ভূমি থেকে খাজনা, শ্রম থেকে মজুরি, মূলধন থেকে সুদ এবং সংগঠন থেকে মুনাফা অর্জন করে। তাই ভূমির খাজনা, শ্রমের মজুরি, মূলধনের সুদ এবং সংগঠনের মুনাফার যোগফল হলো জাতীয় আয়।

জাতীয় আয় = (মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + মোট মুনাফা − হস্তান্তর পাওনা)

$GNI = (r + w + i + \pi - TP)$ | এখানে, GNI = মোট জাতীয় আয়, r = খাজনা; w = মজুরি; i = সুদ; π = মুনাফা; TP = হস্তান্তর পাওনা।

আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি—

১. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় হস্তান্তর পাওনা যেমন- বয়স্ক ভাতা, বেকার ভাতা, বিধবা ভাতা, অবসর ভাতা ইত্যাদি জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে।
২. অনুৎপাদনশীল অনেক কাজ রয়েছে, যা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- যুদ্ধ প্রস্তুতি, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ঋণ ইত্যাদি।

৩. যেসব সেবামূলক কাজের আর্থিক মূল্য নেই সেগুলো কখনো জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- মায়ের দ্বারা সন্তানকে পড়ানো, মাতৃসেবা, গৃহবধূর কাজ ইত্যাদি।

৪. অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ কখনো জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি।

৫. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় রপ্তানি বাবদ পাওনা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু আমদানি বাবদ পাওনা অর্থ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গ. ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure method)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) দেশের সব নাগরিক যে পরিমাণ ব্যয় করে উক্ত ব্যয়গুলো যোগ করে জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G) যোগ করে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় = মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি

$GNI = C + I + G + (X - M)$

এখানে, GNI = মোট জাতীয় আয়, C = মোট ভোগ ব্যয়, I = মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়, X – M = নিট রপ্তানি।

ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর সর্তকতা অবলম্বন করা জরুরি—

১. মোট ব্যয় থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হবে।

২. অনুৎপাদনশীল সরকারি ঋণের সুদ সামগ্রিক আয়ে হিসাব হবে না।

৩. বিনা শ্রমে যেসব দ্রব্য ও সেবা পাওয়া যায় তা সামগ্রিক আয় গণনার সময় বাদ দিতে হবে।

৪. সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার বিনিয়োগ থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ বা অবচয় বাদ দিতে হবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্যের নিট পাওনা জাতীয় আয়ের সাথে যোগ করতে হবে এবং নিট দেনা জাতীয় আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

উৎপাদন, আয় ও ব্যয়ের দিক থেকে জাতীয় আয়: বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে 'জাতীয় আয়' ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন- অধ্যাপক মার্শাল দ্রব্য ও সেবার দৃষ্টিকোণ থেকে, অধ্যাপক আরভিং ফিশার ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, অধ্যাপক এ.সি.পিগু আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

- **উৎপাদন তথা দ্রব্য ও সেবার দৃষ্টিকোণ থেকে:** "কোনো দেশের শ্রম ও মূলধন উহার প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে বাৎসরিক যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি করে তার সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে।"– A. Marshall
- **আয়ের দৃষ্টিকোণ হতে:** অধ্যাপক এসি. দিপগুর মতে, "জাতীয় আয় হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন উপকরণের অর্জিত আয়ের সমষ্টি।" জাতীয় আয় = মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + মোট মুনাফা।
- **ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হতে:** অর্থনীতিবিদ ফিশার (A. Fisher) বলেন, জাতীয় আয় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের মোট ভোগ ও বিনিয়োগের ব্যয়ের সমষ্টি। অর্থাৎ সামগ্রিক আয় (AI) = Σ ভোগ ব্যয় (C) + Σ বিনিয়োগ ব্যয় (I)।

৯.১৩ সামগ্রিক আয়/জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ (Problems of computing Aggregate Income/National Income)

কোনো দেশের সঠিক জাতীয় আয় পরিমাপ করা বেশ কঠিন। কারণ জাতীয় আয় পরিমাপকালে কতকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে সঠিক ও নির্ভুল জাতীয় আয় নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। জাতীয় আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **হস্তান্তর পাওনা:** জাতীয় আয় নির্ধারণের সময় হস্তান্তর পাওনা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কোনোরূপ বিনিয়োগ বা পরিশ্রম ছাড়া যে অর্থ হস্তান্তরিত হয় তা জাতীয় আয়ে ধরা হয় না। যেমন- বেকার ভাতা, বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, অনুদান ইত্যাদি।

২. **দ্বৈত গণনা:** অনেক সময় জাতীয় আয় পরিমাপের সময় একই দ্রব্য দুইবার গণনা করা হয়, যা জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। যেমন- সুতার মূল্য একবার গণনা করা হলে আবার কাপড়ের মূল্যের সাথে সুতার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হলে সুতার মূল্য দুইবার গণনা করা হবে। ফলে কোনো দ্রব্যের মূল্য দুইবার গণনা করা হলে সঠিক জাতীয় আয় নিরূপিত হয় না।

৩. **কর ফাঁকি:** উন্নয়নশীল দেশের মতো বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের মানুষের মধ্যে আয়কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে প্রকৃত জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম হয়ে থাকে।

৪. **পরোক্ষ কর:** জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দ্রব্যমূল্য থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয়। আর অর্থনীতিতে পরোক্ষ কর নিরূপণ করা বেশ জটিল বিধায় জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব করা যায় না।

৫. **পেশাগত বিশেষীকরণের অভাব:** সমাজের একই ব্যক্তি যদি একাধিক পেশায় নিয়োজিত থাকে, তাহলে পেশাগত বিশেষীকরণের অভাবে তার উৎপাদন বা আয় জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। ফলে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

৬. **কম গণনাজনিত সমস্যা:** অনেক সময় কৃষক বা উৎপাদনকারীরা তাদের দ্রব্যের বা ফসলের কিছু অংশ নিজেরাই ভোগ করে থাকে, যার মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। ফলে এটি জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৭. **ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয়:** মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়ে নিট জাতীয় উৎপাদন বের করা হয়। কিন্তু এক বছরে যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ির কী পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয় তার পরিমাণ সঠিক গণনা করা কঠিন। ফলে জাতীয় আয় পরিমাপ করার ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৮. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির সঠিক পরিমাণ ও মূল্য নির্ণয় করে নিট পাওনা জাতীয় আয়ের সাথে যোগ এবং নিট দেনা জাতীয় আয় থেকে বিয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৯. **পদ্ধতিগত ত্রুটি:** অর্থের মাধ্যমে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারণ বাড়িতে কাজের মানুষ রেখে যে বেতন দেয়া হয় তা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তাকে একদম স্থায়ীভাবে রেখে দিলে বেতন দেয়া হয় না। ফলে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১০. **দামের পরিবর্তন:** দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিসপত্রের দাম অহেতুক বেড়ে যায়। এর ফলে জাতীয় আয় প্রকৃত আয় অপেক্ষা বেশি হয়। অন্যদিকে, দ্রব্যমূল্য কমে গেলে নিরূপিত জাতীয় আয় প্রকৃত জাতীয় আয় অপেক্ষা কম হয়। ফলে দামের পরিবর্তনের কারণে জাতীয় আয় পরিমাপে সমস্যা হয়।

১১. **দুর্নীতির অর্থনীতি:** রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। অর্থনীতিতে সরকার দুর্নীতিবাজদের কাছে নীতিগত পরাজিত হয়ে কালো টাকা সাদা করা, কালো টাকা মূলধন বাজারে বিনিয়োগ করলে উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না। এরূপ অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় পরিমাপ প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

উপরিউক্ত অসুবিধাগুলো বিদ্যমান থাকার কারণে জাতীয় আয়ের পরিমাপ খুবই জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ে।

৯.১৪ জাতীয় আয়-ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ (Circular Flow of National Income and Expenditure)

উৎপাদন ক্ষেত্রের সাথে জনক্ষেত্রের (নাগরিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে) বিনিময় প্রবাহকে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলা হয়। জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহকে বিভিন্ন সংখ্যক সেক্টরে বিবেচনা করা যায়। যেমন—

১. দ্বিখাত বা দুই সেক্টরভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবার এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা উপকরণ প্রবাহ এবং আয়ের প্রবাহ চলে।

২. ত্রিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে পরিবার ও ফার্মের সাথে সরকারি খাতযুক্ত হয়।

৩. চার খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ত্রিখাতের উপাদানগুলোর সাথে বৈদেশিক খাত যুক্ত হয়।

- অধ্যাপক **স্যামুয়েলসন**-এর মতে, "জাতীয় আয় একটি প্রবহমান ধারা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে উৎপন্ন সামগ্রীর প্রবাহ ও উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উপকরণগুলোর আয়ের প্রবাহ।"
- অধ্যাপক **লিপসি** বলেন, "আয়ের চক্রাকার প্রবাহ দেশের পরিবারবর্গ থেকে দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট অর্থের প্রবাহ এবং বিপরীত প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। এ প্রক্রিয়াকেই জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলে।"

জাতীয় আয় হলো একটি দ্বিমুখী প্রবাহ। এক্ষেত্রে এক খাতের যা আয় অন্য খাতের তা ব্যয়। আবার এক খাতের যা ব্যয় অন্য খাতের তা আয় হিসেবে দেখা যায়। যেমন: পরিবারসমূহ (households) যে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে তার জন্য যে ব্যয় হয় তা আবার ব্যবসায় খাতের (firms) আয়। আবার উৎপাদনের জন্য উপকরণ নিয়োগজনিত কারণে ব্যবসায় খাত যে ব্যয় করে তা পারিবারিক খাতের আয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

এভাবে এক খাতের আয় প্রবাহিত হয় অন্য খাতের ব্যয় হিসাবে। পরিবার একদিকে উৎপাদনের উপকরণসমূহ যোগান দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে খাজনা, মজুরি, সুদ আকারে আয় উপার্জন করে। অন্যদিকে, ভোগকারী উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ক্রয় করে উল্লিখিত আয় পুনরায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেয়। এভাবে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের মধ্যে জাতীয় আয় প্রবাহিত হয়।

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের দুইটি খাত রয়েছে। যথা: ১. দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ এবং ২. আয় প্রবাহ। পাশে চক্রাকার মডেলের সাহায্যে জাতীয় আয়ের দ্বিমুখী প্রবাহ ব্যাখ্যা করা হলো:

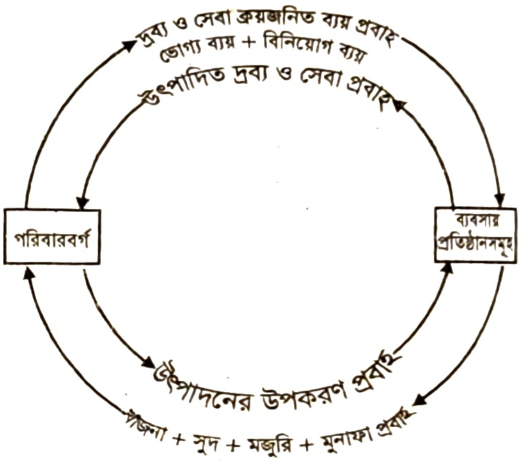

চিত্র: জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

১. **দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ:** মডেলের বৃত্তের ওপরের অংশে দ্রব্য ও সেবার জন্য ব্যয় প্রবাহ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী জনগণের নিকট প্রবাহিত হয়। জনগণ এদের পণ্য ও সেবাসমূহ চলতি বাজার দামে ক্রয় করে থাকে। এ ক্রয়কৃত দ্রব্য ভোগের জন্যও হতে পারে আবার পরবর্তীতে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ জনগণ তাদের আয়ের একাংশ দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে এবং বিনিয়োগের জন্য বাকি অর্থ খরচ করে।
   মোট ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দ্রব্য ও সেবা ক্রয়জনিত পরিবারের যে ব্যয় তা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা জমা হয়। এক্ষেত্রে মডেলের ওপরের অংশে সেবা ও দ্রব্য প্রবাহে পরিবারবর্গের ব্যয় ব্যবসায় খাতের আয় হিসেবে জমা হয়েছে।

২. **আয় প্রবাহ:** মডেলের নিচের দিকে পরিবারসমূহ থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে উপকরণসমূহের প্রবাহ এবং তার বিনিময়ে ব্যবসায় খাত থেকে পারিবারিক খাতে আয় প্রবাহ দেখানো হয়েছে। কারণ উৎপাদনের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকরণ নিয়োগ করে। উপকরণসমূহ নিয়োগের ফলে উপকরণসমূহের প্রাপ্ত পারিশ্রমিক উপকরণের মালিকদের নিকট আসে। অর্থাৎ পরিবারসমূহ উপকরণের বিনিময়ে তাদের আয়, খাজনা, সুদ, মজুরি, মুনাফার আকারে পেয়ে থাকে। আর এ চার ধরনের আয়ের সমষ্টি হলো জাতীয় আয়। অর্থাৎ জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা — হস্তান্তর পাওনা। সুতরাং, মডেলের নিচের অংশে দেখা যায় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় পরিবারসমূহের আয় হিসেবে জমা হয়েছে।

একটি দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জনগণের নিকট আয়ের প্রবাহ জনগণের নিকট হতে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যয় প্রবাহে পরিবর্তিত হয়। আবার বিপরীত দিকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে জনগণের নিকট দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ, জনগণের নিকট থেকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের প্রবাহ হিসেবে ফিরে আসে। অর্থাৎ, উভয়খাতের প্রবাহ চক্রাকারে চলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কয়টি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়?
২. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় কী?
৩. কোন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি?
৪. মধ্যবর্তী দ্রব্যের মূল্য জাতীয় আয় গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*
৫. কোন অর্থনীতিবিদ জাতীয় আয়কে উৎপাদন তথা দ্রব্য ও সেবার দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন?
৬. জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দ্রব্যমূল্য থেকে কোন কর বাদ দিতে হয়?
৭. মূলধন ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের মালিক কী পায়? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*

উত্তরের জন্য ৩৮৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

জাতীয় আয় পরিমাপের উৎপাদন পদ্ধতির তিনটি সতর্কতা ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৬ সামগ্রিক ব্যয়; ভোগ ব্যয় ও তদসম্পর্কিত রেখাসমূহ

৯.১৫ সামগ্রিক ব্যয় (Aggregate Expenditure)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি দেশে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। এগুলোর জন্য ভোক্তা সাধারণ, বিনিয়োগকারী ও সরকার ব্যয় করে। এ ব্যয়ের সমষ্টিই হলো সামগ্রিক ব্যয়। এর সাথে অবশ্য নিট রপ্তানি (X–M) বা বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত যোগ করা হয়। সামগ্রিক ব্যয় সাধারণত এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে এ ব্যয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে হলে তা অর্থনীতির খাতভেদেই করা সমীচীন।

একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি খাতে বিভক্ত হতে পারে, যথা- দুই খাত, তিন খাত ও চার খাতভিত্তিক অর্থনীতি। সামগ্রিক ব্যয়ের এ খাতভিত্তিক ধারণাসমূহ নিম্নরূপ:

১. **দুইখাত বিশিষ্ট অর্থনীতি:** পরিবারবর্গ ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে এ খাত গঠিত। অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় হলো ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C) ও মোট ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (I) এর সমষ্টি। অর্থাৎ AE = C + I। পরিবারবর্গ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি ভোগের জন্য যে ব্যয় করে, তাই ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়। অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য যেমন- চাল, আটা, দুধ, তেল ইত্যাদি। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য যেমন- রেডিও, টিভি, সাইকেল ইত্যাদি এবং চিকিৎসা, আইনি সেবা, যাতায়াত ও যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদির জন্য ব্যয় ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

জেনে রাখো

আবদ্ধ অর্থনীতিতে: AD = C + I + G
দ্বি-খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে: AD = C + I
ত্রি-খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে: AD = C + I + G
অবাধ অর্থনীতিতে: AD = C + I + G + Xn

উল্লেখ্য, এখানে কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়; মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা যা উৎপাদনে ব্যবহৃত হলেও তা ব্যবহার করা হয় না। পরিবারবর্গ, ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তারা মুনাফা অর্জনের জন্য কারখানা ও গুদামঘর নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় এবং বিভিন্ন উপকরণ, চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মজুদ গড়ে তোলার জন্য ব্যয় করে। এটি মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ব্যয়ের অন্তর্গত। সুতরাং, দুই খাতের অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় হলো- ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল।

২. **তিনখাত বিশিষ্ট অর্থনীতি:** পরিবারবর্গ, বেসরকারি বিনিয়োগকারী এবং সরকার নিয়ে এ খাত গঠিত। কোনো দেশের কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারকে বেসামরিক কর্মচারী ও কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন এবং দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত লোকজনের জন্য প্রচুর ব্যয় করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারকে কাজের সুবিধার জন্য বাজার থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও ক্রয় করতে হয়। তাছাড়া সরকারি মালিকানাধীন শিল্প, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্যও সরকারকে ব্যয় করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, কোনো দেশের সামগ্রিক ব্যয়ে সরকারি ব্যয় (G) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অতএব, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে মোট ব্যয় হলো: বেসরকারি ভোগ ব্যয় (C), বেসরকারি অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয়ের (G) অর্থাৎ AE = C + I + G।

৩. **অবাধ বা চারখাত বিশিষ্ট অর্থনীতি:** একটি খোলা বা অবাধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় বিবেচনার সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেও একটি খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্ম রপ্তানি (X) ও আমদানি (M) হয়। যেহেতু C, I এবং G এর মধ্যে M অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দ্বৈত গণনা এড়ানোর জন্য তা C + I +

G থেকে M বাদ দেওয়া হয়। তেমনিভাবে C, I, ও G এর মধ্যে X অন্তর্ভুক্ত থাকে না। এজন্য চার খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়কে AE = C + I + G + (X – M) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। (X – M) কে নিট রপ্তানি (NX or Net Export) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, সামগ্রিক ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে দেশের জনগণের ভোগ ব্যয়, ব্যক্তিগত মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় এবং নিট রপ্তানির যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

৯.১৬ ভোগ ব্যয় ও তদসম্পর্কিত রেখাসমূহ
(Consumption Expenditure and their Related Curves)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে অসংখ্য দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। ভোক্তা এসব ক্রয় করে ভোগ করে। এজন্য তারা যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে ভোগ ব্যয় বলে। অন্যভাবে ভোগের নিমিত্তে যে ব্যয় হয়, তাকে ভোগ ব্যয় বলে। ভোগ ব্যয় (C), আয় (Y) এর ওপর নির্ভরশীল। আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়ে এবং আয় কমলে ভোগ ব্যয় কমে। এজন্য ভোগ ব্যয় আয়ের অপেক্ষক হয় অর্থাৎ C = f (Y) হয়। ভোগ ব্যয় দুই ধরনের। যথা- ১. স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় (Autonomous Consumption) ও ২. প্ররোচিত ভোগ ব্যয় (Induced Consumption)।

স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় (Autonomous Consumption): যে ভোগ ব্যয় আয়ের ওপর নির্ভর করে না, তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় বলে। আয় শূন্য (০) হলেও এ ভোগ ব্যয় বজায় থাকে। স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় স্বল্পকালে বজায় থাকে। চিত্র ১(ক) এ স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় রেখা (C_a) দেখানো হয়েছে। এটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

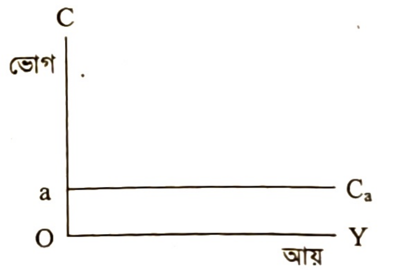

চিত্র ১ (ক): স্বয়ম্ভূত ভোগ

প্ররোচিত ভোগ ব্যয় (Induced Consumption): আয়ের পরিমাণ দ্বারা যে ভোগ প্রভাবিত হয় তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে। আয় শূন্য (০) হলে এ ভোগ ব্যয়ও শূন্য হয়, আয় বাড়তে থাকলে এ ভোগ ব্যয়ও বাড়ে তবে তা আয় বাড়ার হারের চেয়ে কম হারে বাড়ে। এজন্য প্ররোচিত ভোগ ব্যয় রেখা মূল বিন্দু থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। তবে তা 45° রেখার নিচে অবস্থান করে। 45° রেখা হলো এমন একটি রেখা যার উপরস্থিত যেকোনো বিন্দুতে আয় ও ভোগ ব্যয়ের সমতা নির্দেশ করে। একে শূন্য সঞ্চয় রেখাও বলে।

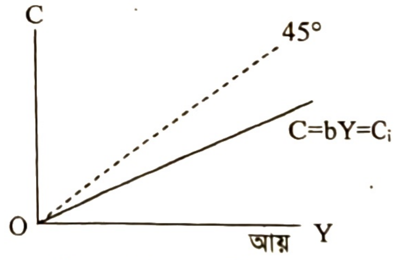

চিত্র ১ (খ): প্ররোচিত ভোগ

মোট ভোগ ব্যয় (Total Consumption): $C = bY = C_i$ হলো প্ররোচিত ভোগ ব্যয় রেখা। স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় ও প্ররোচিত ভোগ ব্যয়ের সমষ্টি হলো মোট ভোগ ব্যয়। অর্থাৎ স্বল্পকালীন মোট ভোগ ব্যয় বা $C = C_a + C_i = C_a + bY$

১(গ) নং চিত্রে C_a ও C_i এর লম্ব দূরত্ব যোগ করে মোট ভোগ ব্যয় রেখা C অঙ্কিত হয়েছে।

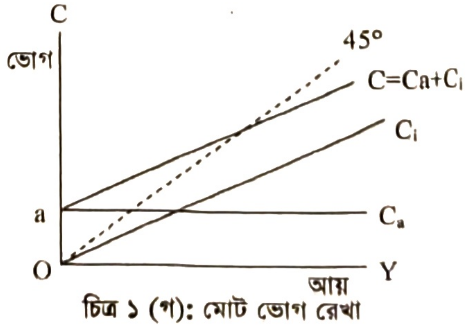

চিত্র ১ (গ): মোট ভোগ রেখা

সংখ্যাসূচক উদাহরণ ও রেখাচিত্র:

ধরা যাক, স্বয়ম্ভূত ভোগ $C_a = 100$ এবং প্ররোচিত ভোগ $C_i = 0.5Y$

অতএব, স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক $C = 100 + 0.5Y$।

প্রদত্ত ভোগ সমীকরণগুলো থেকে Y এর বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মান দ্বারা নিম্নোক্ত সূচিটি তৈরি করা হয়েছে। পরে তার ভিত্তিতে চিত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে বিভিন্ন ভোগ রেখা অঙ্কন করা হয়েছে।

আয় (Y)	স্বয়ম্ভূত ভোগ (C_a)	প্ররোচিত ভোগ (C_i)	মোট ভোগ ব্যয় (C)	বিন্দু
0	100	0	100	a_o
100	100	50	150	m
200	100	100	200	E
300	100	150	250	p
400	100	200	300	i

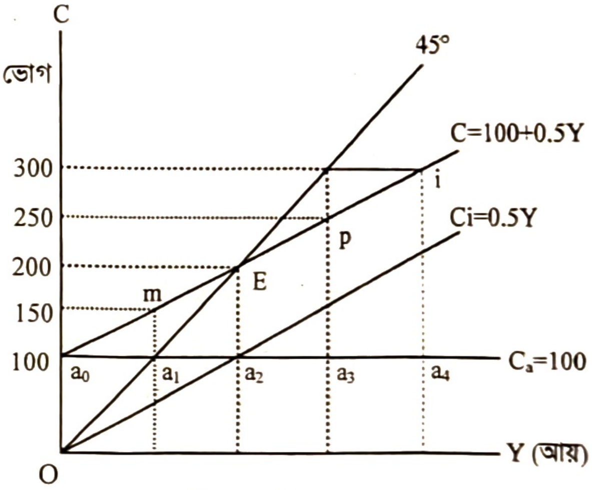

চিত্র: মোট ভোগ ব্যয় রেখা

চিত্রে, ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে ভোগ (C) নির্দেশ করা হয়েছে।

চিত্রে স্বয়ম্ভূত ভোগ রেখার বিন্দুসমূহ = a_o, a_1, a_2, a_3, a_4। এক্ষেত্রে $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 100 = C_a$ এবং স্বল্পকালীন ভোগরেখার বিন্দুসমূহ = a_o, m, E, p, i। এক্ষেত্রে $C = 100 + 0.5Y$।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আয়ের ওপর নির্ভরশীল ভোগ ব্যয়কে কী বলে? *[দি. বো., চ. বো. ২০২২]*

২. একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক লেখো। *[চ. বো. ২০১৯]*

৩. কোন ভোগ ব্যয় আয় থেকে স্বাধীন? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৪. দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের সমীকরণটি লেখো।

৫. যদি ভোগ ব্যয় (C), আয় (Y) এর ওপর নির্ভরশীল হয় তবে ভোগ ব্যয়ের অপেক্ষকটি কী হবে?

৬. প্ররোচিত ভোগ ব্যয়ের অপর নাম কী?

৭. স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? *[কৃষি বি ইউনিট ২০১৯-২০]*

উত্তরের জন্য ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ ব্যয় চিত্রে এঁকে দেখাও।

২. $C = 50 + 0.5Y$ ভোগ সমীকরণ থেকে ভোগ রেখা অঙ্কন করো।

পাঠ ৭ ও ৮ বিনিয়োগ ব্যয়; সরকারি ব্যয়; সঞ্চয় ও এর শ্রেণিবিভাগ; সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক; সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক; সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য

৯.১৭ বিনিয়োগ ব্যয় (Investment Expenditure)

বিনিয়োগ বলতে সাধারণত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় অর্থ খাটানোকে বোঝায়। তবে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়। **অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান মূলধনের সাথে নতুনভাবে সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, নির্মাণসামগ্রী ও বাড়তি মজুদ সৃষ্টি ইত্যাদি যুক্ত করার জন্য যে ব্যয় করা হয় তাকে বিনিয়োগ বলে।** অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যমান মূলধনী দ্রব্যের সাথে যতটুকু অতিরিক্ত মূলধনী দ্রব্য যোগ করা হয়, তাকে বিনিয়োগ বলে। সুতরাং, বিদ্যমান মূলধনসামগ্রী বা উৎপাদিত সম্পদের সাথে অনুরূপ নতুনসামগ্রী সংযোজনের জন্য যে আর্থিক ব্যয় করা হয়, তাই হলো বিনিয়োগ ব্যয়। বিনিয়োগ ব্যয় দুই রকম হতে পারে। যথা-

১. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ: সমাজে আয়স্তরের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও যখন বিনিয়োগের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, তখন তাকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলে। এখানে শূন্য আয়েও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ ব্যয় বজায় থাকে। রেখাচিত্রের সাহায্যে এ বিনিয়োগ ব্যয় দেখানো যায়। প্রদত্ত পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে বিনিয়োগ ব্যয় (I) পরিমাপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ হলো Oa পরিমাণ। aI_a রেখা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ নির্দেশ করছে। রেখাটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। রেখাটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হওয়ার কারণ আয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলেও বিনিয়োগ O_a পরিমাণে স্থির থাকে।

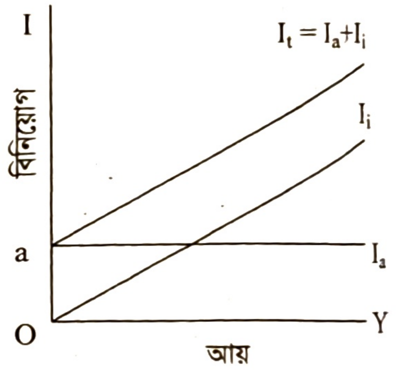

চিত্র: স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত বিনিয়োগ ব্যয় চিত্রে প্রকাশ

২. প্ররোচিত বিনিয়োগ: অর্থনীতিতে মূলত আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা যে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয়, তাকে প্ররোচিত বিনিয়োগ বলে। এক্ষেত্রে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে আয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে এবং আয় কমলে বিনিয়োগ কমে। এজন্য প্ররোচিত বিনিয়োগ রেখা হয় ঊর্ধ্বগামী। যা OI_i রেখা প্ররোচিত বিনিয়োগ নির্দেশ করেছে। চিত্রে aI_t হলো এমন একটি রেখা যেখানে নির্দিষ্ট আয় স্তরে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও প্ররোচিত বিনিয়োগ যোগ করে মোট বিনিয়োগ পাওয়া যায়। চিত্রে I_t হলো মোট বিনিয়োগ রেখা। আয়ের বিভিন্ন স্তরে I_a ও I_i রেখাকে লম্বভাবে যোগ করে মোট বিনিয়োগ রেখা I_t পাওয়া যায়।

৯.১৮ সরকারি ব্যয় (Government Expenditure)

দেশ পরিচালনা, প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে সরকারি ব্যয় বলে। সরকারি ব্যয়ের এ অর্থ সরকার প্রধানত কর থেকে পেয়ে থাকে। কর বাড়লে আয় বাড়ার দরুন সরকারি ব্যয়ও বাড়ে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য সরকারি ব্যয়কে স্বয়ম্ভূত (G_0) ধরা হয়। তাই ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সাথে সরকারি ব্যয়ও (G_0) যুক্ত হলে $C + I_0$ রেখা স্বয়ম্ভূত সরকারি ব্যয়ের সমান লম্ব দূরত্বে উপরে ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়। পাশের রেখাচিত্রে $C + I_0 + G_0$ হলো এমন একটি রেখা।

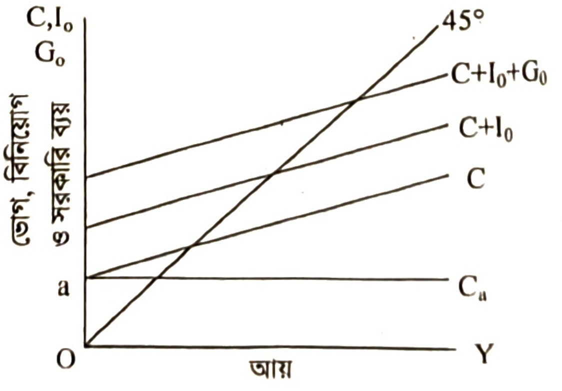

চিত্র: সরকারি ব্যয় রেখা চিত্রে প্রকাশ

চিত্রে, ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I_0) ও সরকারি ব্যয় (G_0) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে লম্ব অক্ষে C_a হলো স্বয়ম্ভূত ভোগ, C হলো স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত ভোগ ব্যয় রেখা, $C + I_0$ হলো ভোগ ব্যয় ও *বিনিয়োগ রেখা এবং* $C+I_0+G_0$ হলো ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় রেখা।

৯.১৯ সঞ্চয় (Savings)

মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় (S) বলে। তাই আয় (Y) থেকে ভোগ ব্যয় (C) বাদ দিলে যা থাকে, তাই হলো সঞ্চয় (S)। অর্থাৎ $S = Y - C$

আয়, সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় দ্বারা সঞ্চয় প্রভাবিত হলেও মূলত তা আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে এবং আয় কমলে সঞ্চয় কমে। অবশ্য আয় যে হারে বাড়ে সঞ্চয় তার চেয়ে কম হারে বাড়ে। এজন্য সঞ্চয় রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং তা 45° রেখার নিচে অবস্থান করে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় (S) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে S হলো সঞ্চয় রেখা। চিত্রে দেখা যায়, আয় বাড়ার সাথে সাথে সঞ্চয়ও বাড়ছে। এজন্য রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে।

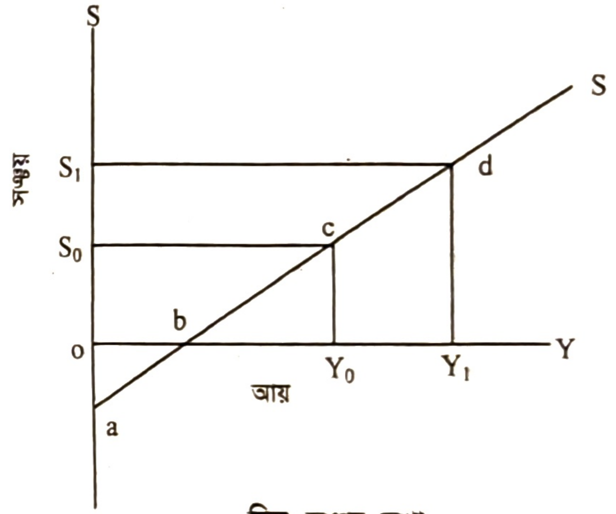

চিত্র: সঞ্চয় রেখা

৯.২০ সঞ্চয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Savings)

উৎসের দিক থেকে সঞ্চয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ব্যক্তিগত সঞ্চয়: ব্যক্তির ব্যয়যোগ্য আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তা হলো ব্যক্তিগত সঞ্চয়। ব্যক্তিগত সঞ্চয় সাধারণত ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল।

২. ব্যবসায়গত সঞ্চয়: ব্যবসায় বাণিজ্য ও কলকারখানার অবণ্টিত মুনাফা হলো ব্যবসায়গত সঞ্চয়।

৩. সরকারি সঞ্চয়: সরকারের রাজস্ব আয় থেকে সরকারি ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাই হলো সরকারি সঞ্চয়। মূলত একটি দেশে এ তিন ধরনের সঞ্চয় নিয়েই মূলধন গঠিত হয়।

প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্যতার ভিত্তিতে সঞ্চয়কে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১. পরিকল্পিত সঞ্চয়: ব্যক্তির প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রত্যাশিত সঞ্চয়কে পরিকল্পিত সঞ্চয় বলে। যেমন— কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ৩০ হাজার টাকা আয় করে তা থেকে ৫ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারবে বলে যদি সে ভেবে থাকে, তা হলে ঐ ৫ হাজার টাকা হবে পরিকল্পিত সঞ্চয়। সমাজের সকল লোকের প্রত্যাশিত আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজের প্রত্যাশিত সঞ্চয়কে মোট পরিকল্পিত সঞ্চয় বলে।

২. প্রকৃত সঞ্চয়: বাস্তবে ব্যক্তির আয় যত হয় এবং তা থেকে প্রকৃত ভোগ ব্যয় করার পর বাস্তবে যা থাকে, তাকে প্রকৃত সঞ্চয় বলে। যেমন— কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে ২০ হাজার টাকা থেকে প্রকৃত ভোগ ব্যয় ১৬ হাজার টাকা করলে, প্রকৃত সঞ্চয় হবে (২০ – ১৬) = ৪ হাজার টাকা। সমাজের সকলের প্রকৃত আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজের সঞ্চয়কে প্রকৃত সঞ্চয় বলে।

৯.২১ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Savings and Investment)

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; তবে এ সম্পর্ক কী ধরনের তা এককথায় প্রকাশ করা কঠিন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি ধারণার মধ্যে সম্পর্ক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এক্ষেত্রে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

ক. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

১. সাধারণভাবে বলা যায়, বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। এদিক থেকে বিবেচনা করলে, বেশি সঞ্চয় হলে বেশি বিনিয়োগ এবং কম সঞ্চয় হলে কম বিনিয়োগ ঘটে। সুতরাং বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল এ কথা বলা যায়।

২. সঞ্চয়ও এক অর্থে বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগও এক অর্থে সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো দেশে বেশি বিনিয়োগ হলে তা অধিক আয় সৃষ্টি করে। এ বাড়তি আয়ের একাংশ সঞ্চিত হয়। আবার বিনিয়োগ কম হলে, আয় কমে যায় বলে লোকের সঞ্চয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং সঞ্চয়ও কমে।

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান: অর্থনীতিবিদ জে.এম. **কেইনসের** মতে, "জাতীয় আয় ভোগ্যদ্রব্য ও বিনিয়োগ দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় থেকে আসে।" তাহলে উপরিল্লিখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সমীকরণটি পাওয়া যায়—

আয় (Y) = ভোগ ব্যয় (C) + বিনিয়োগ ব্যয় (I)

অর্থাৎ $Y = C + I$ ....(১)

এটি হলো আয়ের উৎপাদন ও বিক্রয়ের দিক। কিন্তু আয়ের অন্য একটি দিক রয়েছে, তা হলো তার ব্যয়ের দিক। এদিক থেকে বিবেচনা করলে, আয়, ভোগ ও সঞ্চয়ের দ্বারা নিঃশেষ হয়। এর ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সমীকরণটি পাওয়া যায়:

আয় (Y) = ভোগ ব্যয় (C) + সঞ্চয় (S) অর্থাৎ $Y = C + S$ ....(২)

এখন, ১ ও ২ নং সমীকরণ দুটিকে একত্র করলে নিম্নোক্ত সমীকরণটি পাওয়া যায়: $C + I = C + S$

বা, $S = C - C + I$ বা, $S = I$

সঞ্চয় (S) = বিনিয়োগ (I) অর্থাৎ $S = I$ ।

সুতরাং, কেইনসীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারণার আলোকে বলা যায়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। উল্লেখ্য, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এ সমতা সামগ্রিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নয়।

গ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কখনো সমান ও কখনো অসমান হতে পারে: সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কখনো অসমান এবং সমান হতে পারে তা জানার জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের দুটি ভিন্ন ধারণার সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তা হলো প্রকৃত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। প্রকৃত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদাই সমান হয়। কিন্তু পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম বেশি হতে পারে। পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কেবল ভারসাম্য আয়স্তরেই পরস্পর সমান হতে পারে।

ধরা যাক, জাতীয় আয়ের কোনো এক স্তরে পরিকল্পিত বিনিয়োগ সঞ্চয় থেকে বেশি। অধিক বিনিয়োগ অধিক আয় সৃষ্টি করে বলে এর ফলে সঞ্চয় বাড়বে এবং এ দুটি এক সময়ে ভারসাম্য আয়স্তরে সমান হবে। অন্যদিকে, পরিকল্পিত সঞ্চয় যদি বিনিয়োগ থেকে বেশি হয় তবে আয় কমবে, যার ফলে সঞ্চয়ও কমবে এবং এক সময়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হবে। এ অবস্থা রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়।

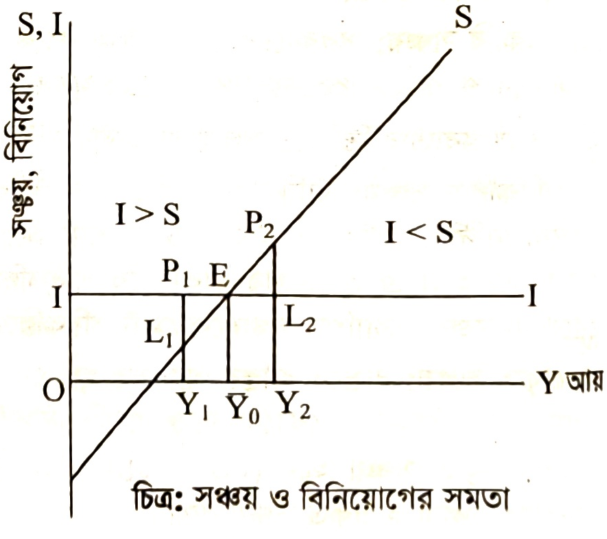

চিত্র: সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা

প্রদত্ত চিত্রে S ও I হলো যথাক্রমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা।

E বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, $Y_1 P_1$ হলো পরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং $Y_1 L_1$ হলো পরিকল্পিত সঞ্চয়, যা পরিকল্পিত বিনিয়োগ থেকে কম। সুতরাং, আয় বাড়বে এবং তা $O\bar{Y}_0$ তে পৌঁছাবে, যেখানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান।

আবার, OY_2 আয়স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় Y_2P_2 এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ Y_2L_2, এখানে সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগ থেকে বেশি। ফলে আয় কমবে এবং তা $O\bar{Y}$ তে পৌঁছবে, যেখানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান। সুতরাং দেখা যায়, কেবল ভারসাম্য আয়স্তরেই পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়।

৯.২২ সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Savings and Consumption)

ধরা যাক, ভোগ সমীকরণ হলো $C = 50 + 0.5Y$

এ থেকে প্রাপ্ত সঞ্চয় সমীকরণ হলো $S = Y - C = -50 + 0.5Y$, এখন প্রদত্ত ভোগ ও সঞ্চয় সমীকরণগুলোর ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে ভোগ ও সঞ্চয়ের তালিকা প্রস্তুত করা যায়। পরে তার ভিত্তিতে ভোগ ব্যয় রেখা (C) ও সঞ্চয় রেখা (S) অঙ্কন করা হয়েছে।

ভোগ ও সঞ্চয় সূচি (টাকায়)

আয় (Y)	ভোগ (C)	বিন্দু	সঞ্চয় (S)	বিন্দু
0	50	a	–50	e
100	100	b	00	f
200	150	c	50	g

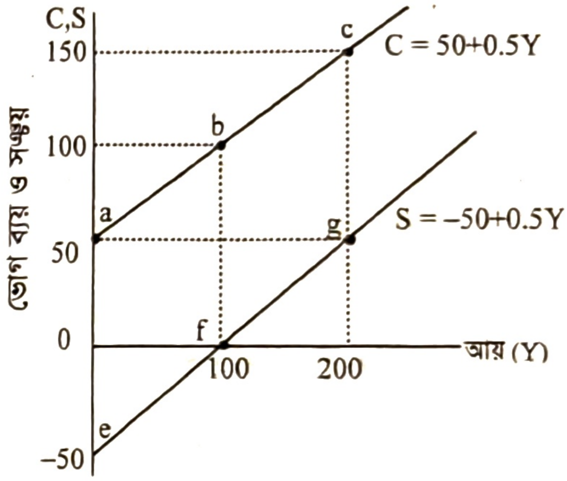

চিত্র: প্রদত্ত ভোগ সমীকরণ রেখা ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয় রেখার প্রাপ্তি

প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় (C) ও সঞ্চয় (S) পরিমাপ করা হয়েছে। প্রথমে দেখা যায়, আয় যথাক্রমে 0, 100 ও 200 টাকা অবস্থায় ভোগ ব্যয় হয় যথাক্রমে 50, 100 ও 150 টাকা, যা a, b ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আয় ও ভোগ ব্যয়ের এ সম্পর্কসূচক বিন্দুগুলো (a + b + c) যোগ করে ভোগ ব্যয় রেখা C = 50 + 0.5Y পাওয়া যায়। পরে আয় যখন 0, 100 ও 200 হয় তখন সঞ্চয় পাওয়া যায় যথাক্রমে —50 (বিন্দু e), 0 (বিন্দু f) ও 50 (বিন্দু g)। আয় ও সঞ্চয়ের সম্পর্কসূচক বিন্দুগুলো (e + f + g) যোগ করে সঞ্চয় রেখা S = – 50 + 0.5Y পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক স্বয়ম্ভূত ভোগ 50 থাকার জন্যই সঞ্চয় অপেক্ষকে –50 এর উপস্থিতি লক্ষণীয়।

৯.২৩ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য (Differnce between Savings and Investment)

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ধারণা দুটির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকলেও কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন—

১. ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার বর্তমান আয়ের যে অংশ ভোগ না করে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য জমা করে তাকে সঞ্চয় বলে। অন্যদিকে, সঞ্চয়ের যে অংশ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাকে বিনিয়োগ বলে।
২. বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ফলাফল বা সঞ্চয়ের অংশ। কিন্তু সঞ্চয় বিনিয়োগের অংশ নয়। বরং সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
৩. সঞ্চয় মূলত প্রাথমিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। কিন্তু বিনিয়োগ হলো সঞ্চয়ের পরবর্তী অবস্থান।
৪. সুদের হারের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক সমমুখী। কিন্তু বিনিয়োগের সম্পর্ক বিপরীতমুখী।
৫. সঞ্চয় তুলনামূলক বৃহত্তর ধারণা। কিন্তু বিনিয়োগ কিছুটা সংকীর্ণ ধারণা।
৬. সঞ্চয় বিনিয়োগ থেকে বড় অথবা সমান হতে পারে। কিন্তু বিনিয়োগ সর্বদাই সঞ্চয় থেকে ছোট অথবা সমান হবে। অর্থাৎ কখনও বড় হবে না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. C = 50 + 0.8Y যদি ভোগ অপেক্ষক হয় তার সঞ্চয় অপেক্ষক কোনটি? *[ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিট ২০২২-২৩]*
২. যদি প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তবে দেশের জিডিপি-তে কী ঘটে? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৩. S = – 50 + (1 – 0.5) Y; সঞ্চয় সমীকরণে Y = 100 হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কত? *[য. বো. ২০২২]*
৪. ব্যয়যোগ্য আয় = [?] — কর। শূন্যস্থানে কী বসবে? *[কু. বো. ২০২২]*
৫. বিনিয়োগ ও সুদের মধ্যে সম্পর্ক কী? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৬. C = 50 + 0.75Y হলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS) কত হবে? *[কু. বো. ২০২২]*
৭. ব্যক্তিগত আয় হতে আয়কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়? *[রা. বো. ২০২২]*

উত্তরের জন্য ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

দলে বিভক্ত হয়ে প্রথম দল C = 50 + 0.50Y সমীকরণ হতে ভোগ ও সঞ্চয়ের সূচি তৈরি করবে এবং অন্য দল সূচির ভিত্তিতে এ চিত্র অঙ্কন করবে।

পাঠ ৯ ও ১০ ভারসাম্য জাতীয় আয়; ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ পদ্ধতি; দুইখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে পদ্ধতি

৯.২৪ ভারসাম্য জাতীয় আয় (Equilibrium of National Income)

ভারসাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায়, যেখানে কমপক্ষে দুটি বিপরীত শক্তি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমতায় আসে এবং সে অবস্থায় তারা পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে ক্ষান্ত হয়। ভারসাম্য একটি 'সাম্য' বা 'স্থিতাবস্থা' নির্দেশ করে। এ অবস্থায় পৌঁছালে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা থাকে না। সুতরাং, ভারসাম্য জাতীয় আয় বলতে বিভিন্ন সম্ভাব্য আয়স্তরের মধ্যে এমন একটি আয়স্তর বোঝায়, যেখানে অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যয় এবং সামগ্রিক আয় পরস্পর সমান হয়। তাই এটি এমন এক অবস্থা নির্দেশ করে যা একবার অর্জিত হলে তা পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

ভারসাম্য অবস্থা মূলত অর্থনীতির পরিধি তথা অর্থনীতির খাতগুলোর ওপর নির্ভর করে। কোনো দেশের অর্থনীতি দুই খাত, তিন খাত বা চার খাতবিশিষ্ট হতে পারে। দুই খাতের অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের আর্থিক মান হলো ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I) এর সমষ্টি। অন্যদিকে, সামগ্রিক আয়ের মান পরিবারবর্গের ভোগ ব্যয় (C) এবং সঞ্চয় (S) এর যোগফল। তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের আর্থিক মান হলো ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি। আর সামগ্রিক আয়ের মান পরিবারবর্গের ভোগ ব্যয় (C), সঞ্চয় (S) ও সরকারের রাজস্ব বা আয় (T) এর যোগফল।

৯.২৫ ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ পদ্ধতি (Methods of Determination of Equilibrium of National Income)

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

প্রথম পদ্ধতি: ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং আয়ের সমতা দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ।

৯.২৬ দুইখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি (Determination of Equilibrium of National Income under Two Sector Economy by Consumpition and Investment Method)

সরকারি খাত ও বৈদেশিক বাণিজ্য আলোচনা বহির্ভূত রাখলে, সামগ্রিক ব্যয়/চাহিদা (AD), মোট ভোগ ব্যয় (C) ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) এর সমষ্টি। অর্থাৎ $AD = C+I$ হয়। অন্যদিকে, সামগ্রিক আয়/যোগান (AS), মোট উৎপাদন বা আয় (Y) এর সমান। সুতরাং, যে আয়স্তরে $AS = AD$ হয় অর্থাৎ $Y = C+I$ হয়। সেখানে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়।

১. সমীকরণের সাহায্যে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ বা সমীকরণে C+I মডেল: ধরা যাক, $C = a + bY$ হলো স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণ, যেখানে $a =$ স্বয়ম্ভূত ভোগ, $b =$ ভোগ ব্যয় রেখার ঢাল যা ভোক্তার প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) প্রকাশ করে এবং $I = I_0 =$ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও $Y =$ মোট উৎপাদন বা আয়।

ভারসাম্য আয়ের শর্তানুসারে $Y = C + I$ বা $Y = a + bY + I_0$ [যেহেতু, $C = a + bY$, $I = I_0$]

বা, $Y - bY = a + I_0$ বা, $Y(1-b) = a + I_0$

$\therefore$ ভারসাম্য আয় $Y_0 = \dfrac{a+I_0}{(1-b)}$

২. চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ: চিত্রের সাহায্যেও C+I মডেলের ভারসাম্য আয় নির্ধারণ দেখানো যায়:
প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I) পরিমাপ করা হয়েছে। C ও $C+I_0$ হলো যথাক্রমে ভোগ ব্যয় এবং ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখা। 45° রেখা হলো আয় $(Y) =$ ব্যয় (E) বা $Y - E = 0$ অর্থাৎ শূন্য সঞ্চয় রেখা। চিত্রে দেখা যায়, $Y = E$ বা AS ও $C + I_0$ রেখা দুটি পরস্পরকে M বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য আয়স্তর Y_0 নির্ধারিত হয়। চিত্রটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, Y_0 এর চেয়ে কম আয়ে $AD > AS$ হওয়ায় Y

বাড়ার প্রবণতা থাকে, ফলে তা বাড়ে। আবার, Y_0 এর চেয়ে বেশি আয়ে AS > AD হওয়ায় Y কমার প্রবণতা থাকে, ফলে তা কমে। একমাত্র $Y = C + I_0$ স্তরে অর্থাৎ M বিন্দুতে Y এর মান বাড়া কিংবা কমার প্রবণতা থাকে না। তাই এখানে ভারসাম্য আয় (Y_0) নির্ধারিত হয়েছে।

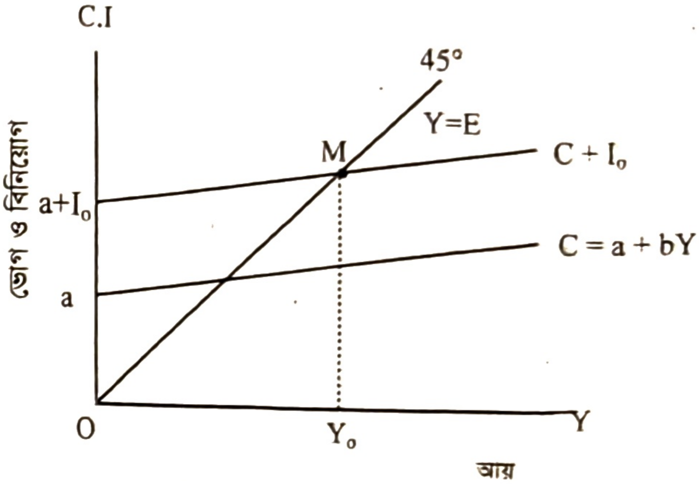

চিত্র: C+I ও AS এর সমতা দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

৩. সংখ্যাসূচক উদাহরণ: ধরা যাক, ভোগ সমীকরণ হলো $C = 100 + 0.5Y$ এবং $I = I_0 = 100$

এখন ভারসাম্যের শর্তানুসারে, $Y = C + I$ হলে

বা, $Y = 100+0.5Y+100$

বা, $Y = 200+0.5Y$

বা, $Y - 0.5Y = 200$

বা, $Y(1-0.5) = 0.5Y = 200 \quad \therefore Y_0 = \frac{200}{0.5} = 400$

Y এর বিভিন্ন মানের জন্য C এবং $C+I_0$ এর মান নির্দেশ করে তাদের সূচি তৈরি করা হয়েছে

আয় (Y)	C=100+0.5Y	বিন্দু	$C+I_0=200+0.5Y$	বিন্দু
100	150	k	250	n
200	200	e	300	p
300	250	m	350	q
400	300	f	400	E
500	350	g	450	r

চিত্রে আয় (Y) 100, 200, 300; 400 এবং 500 হলে ভোগ (C) 150, 200, 250, 300 এবং 350 হয়। ভোগ + বিনিয়োগ ($C + I_0$) = 250, 300, 350, 400 এবং 450 হয়। এক্ষেত্রে k + e + m + f + g প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ যোগ করে $C = 100 + 0.5Y$ ভোগ রেখা পাওয়া যায় এবং n + p + q + E + r প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ যোগ করে $C + I_0 = 200 + 0.5Y$ রেখা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে E বিন্দুতে ভোগ ও আয় (400) পরস্পর সমান হওয়ায় , ভারসাম্য জাতীয় আয় $(Y_0) = 400$।

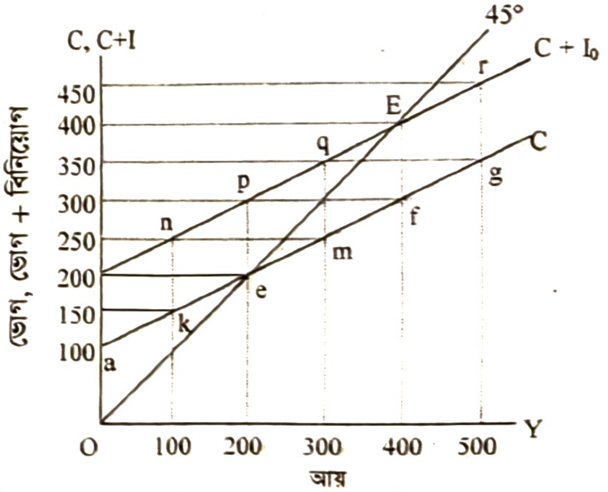

চিত্র: ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

সংখ্যাসূচক উদাহরণের সাহায্যে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

ধরা যাক, ভোগ সমীকরণ হলো: $C = 50 + 0.5y$ এবং $I = I_0 = 50$

প্রদত্ত ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণের ভিত্তিতে নিচে একটি ভোগ সূচি তৈরি করা হলো:

ভোগ ও ভোগ + বিনিয়োগ সূচি (টাকায়)

Y	C	I	C + I
0	50	50	100
50	75	50	125
100	100	50	150
150	125	50	175
200	150	50	200
250	175	50	225

সূচিটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, একমাত্র Y = 200 আয়স্তরেই তা মোট ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় C + I = 200 এর সমান হয়েছে। সুতরাং, ভারসাম্য আয় (Y_0) নির্ধারিত হয়েছে: $Y_0 = 200$।

৯.২৭ দুইখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি (Determination of Equilibrium of National Income under Two Sector Economy by Savings and Investment Method)

সরকারি খাত ও বহির্বাণিজ্য আলোচনা বহির্ভূত রাখলে সামগ্রিক ব্যয়/চাহিদা (AD) হলো মোট ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ ব্যয়ের (I) সমষ্টির সমান। অর্থাৎ AD = C + I। অন্যদিকে, সামগ্রিক যোগান (AS) বা আয় (Y) হয় ভোগ ব্যয় (C) ও সঞ্চয় (S) এর সমষ্টির সমান। অর্থাৎ AS = Y = C+S। যদি ভারসাম্য আয়স্তরে AD = AS হয়, তবে C + I = C + S বা S = I হবে। সুতরাং, যে আয়স্তরে AD = AS হয় সেখানে S ও I পরস্পর সমান হয় এবং S = I এর স্থলে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়।

১. সমীকরণের সাহায্যে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ অর্থাৎ সমীকরণে S = I মডেল

ধরা যাক, $S = -a + (1 - b) Y$ হলো সঞ্চয় সমীকরণ

এখানে $-a$ = অসঞ্চয় যখন আয় শূন্য থাকে তখন যতটা ধার দেনা করে জীবনযাপন করতে হয় তা $-a$ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, $(1 - b)$ হলো প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বা MPS এবং $I = I_0$ হলো স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ। যদি প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS) বৃদ্ধি পায় তবে দেশের GDP হ্রাস পায়। অন্যদিকে, MPS কমলে GDP বাড়ে।

ভারসাম্যের শর্তানুসারে, S = I হলে $-a + (1-b) Y = I_0$ হয়।

বা, $(1 - b) Y = a + I_0$ $\therefore \bar{Y} = \frac{a+I_0}{(1-b)}$ = ভারসাম্য আয়।

২. চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ: সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাস্থলে ভারসাম্য আয় নির্ধারণের বিষয়টি চিত্রের সাহায্যেও দেখানো যায়।

প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে S ও I_0 হলো যথাক্রমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা। চিত্রে দেখা যায় S ও I_0 রেখা দুটি পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করায় Y_0 আয়স্তরে S = I হয়। তাহলে Y_0 ই হলো সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে নির্ধারিত ভারসাম্য আয়। আয় Y_0 এর কম হলে I > S হওয়ায় আয় বাড়ার প্রবণতা থাকে। আবার, আয় Y_0 এর বেশি হলে S > I হওয়ায় আয় কমার প্রবণতা দেখা দেয়। কেবল S = I এর স্থলে Y_0 এর বাড়া কিংবা কমার কোনো প্রবণতা থাকে না। তাই সেখানে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়।

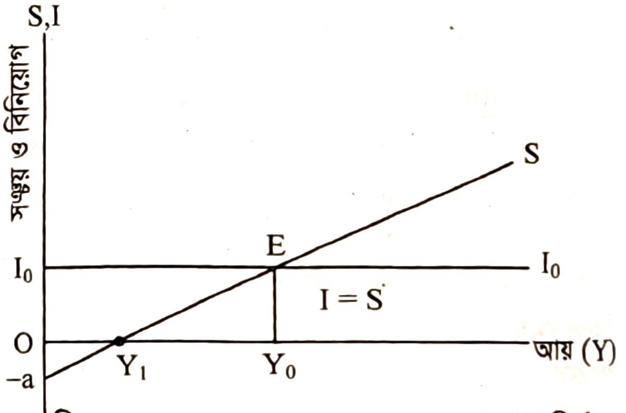

চিত্র: S ও I এর সমতা দ্বারা ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

৩. সংখ্যাসূচক উদাহরণ: ধরা যাক, সঞ্চয় সমীকরণ হলো

$S = -100 + (1 - 0.5)Y$ এবং $I = I_0 = 100$

এখানে, ভারসাম্যের শর্তানুসারে S = I হলে, বা, $-100 + (1 - 0.5Y) = 100$ বা, $0.5Y = 200$ $\therefore Y_0 = 400$

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারসাম্য আয়স্তর ($\bar{Y}$) নির্ধারণকারী শর্ত কী? *[সি. বো. ২০১৯]*
২. ভারসাম্য হলো এমন একটা অবস্থা যার মাধ্যমে কয়টি বিপরীত শক্তি পরস্পর সমান হয়?
৩. ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের প্রচলিত পদ্ধতি কয়টি?
৪. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক C = a + bY এখানে a কী?
৫. C = a + bY অপেক্ষক এখানে ভোগ ব্যয়ের ঢাল কত?
৬. C = a + bY হলে APC ও MPC এর মধ্যে সম্পর্ক কী? *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*

উত্তরের জন্য ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

S = –10 + .2Y, এবং I = 100 হলে ভারসম্যে জাতীয় আয় নির্ণয় করো।

পাঠ ১১ ও ১২ তিনখাত বিশিষ্ট বা আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

৯.২৮ তিনখাত বিশিষ্ট বা আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ (Determination of Equilibrium of National Income under Three Sector or Closed Economy)

যে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য বিবেচনা করা হয় না অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য অনুপস্থিত থাকে তাকে আবদ্ধ অর্থনীতি বলে। সুতরাং, এ অর্থনীতি পরিবার, বিনিয়োগকারী এবং সরকার এ তিনটি খাত নিয়ে গঠিত। তিন খাতের অর্থনীতিতে/আবদ্ধ অর্থনীতিতেও সামগ্রিক ব্যয়/চাহিদা ও সামগ্রিক আয়/যোগান পদ্ধতি এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়।

৯.২৯ আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পদ্ধতি (Determination of Equilibrium of National Income under Closed Economy by Aggregate Demand and Aggregate Supply Method)

আবদ্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়/চাহিদার তিনটি উপাদান রয়েছে। যথা- বেসরকারি ভোগ ব্যয় (C), বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G)। সরকারি ব্যয়, জাতীয় আয়কে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এজন্য ভারসাম্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয়। একটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে তখনই ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়, যখন সামগ্রিক ব্যয়/চাহিদা ও সামগ্রিক আয়/যোগান পরস্পর সমান হয়। এখন আবদ্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়/চাহিদা (AD) = ভোগ ব্যয় (C) + বিনিয়োগ ব্যয় (I) + সরকারি ব্যয় (G) অর্থাৎ $AD = C + I + G$ এবং সামগ্রিক আয়/যোগান (AS) = Y। তাই ভারসাম্যাবস্থায় $AD = AS$ হয়। অর্থাৎ $C + I + G = Y$ হয়।
সুতরাং, বদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় তখনই নির্ধারিত হয়, যখন $Y = C + I + G$ হয়।

i. সমীকরণের সাহায্যে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ:
ধরা যাক, $C = a + bY$ হলো স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণ, $I = Y_0$ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং $G = G_0$ স্বয়ম্ভূত সরকারি ব্যয়।
ভারসাম্য আয়ের শর্তানুসারে, $Y = C + I + G$
বা, $Y = a + bY + I_0 + G_0$
বা, $Y - bY = a + I_0 + G_0$
বা, $\overline{Y} = \dfrac{a + I_0 + G_0}{(1-b)}$ = ভারসাম্য আয় (Y)

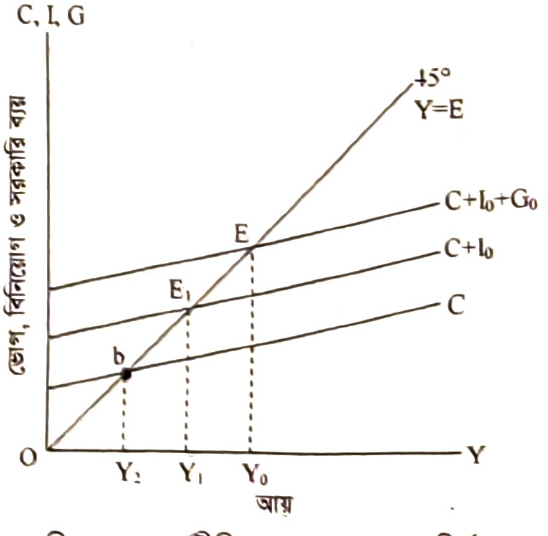

চিত্র: বদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

ii. চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ: চিত্রের সাহায্যে C + I + G মডেলের ভারসাম্য আয় নির্ধারণ দেখানো যায়:
প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) পরিমাপ করা হয়েছে। 45° রেখা হলো Y = E বা আয় = ব্যয় রেখা। চিত্রে C, $C + I_0$ ও $C + I_0 + G_0$ হলো যথাক্রমে ভোগ ব্যয়, ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় রেখা। চিত্রের b বিন্দু হলো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, যে বিন্দুতে আয় = ব্যয়, সঞ্চয় শূন্য। ভোগ ও বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে E_1 বিন্দুতে প্রাথমিক ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। E_1 বিন্দুতে বেকারত্ব থাকে বলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে E বিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত হয়। চিত্রে দেখা যায়, $C + I_0 + G_0$ রেখা ও 45° রেখা তথা আয় = ব্যয় রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করার ফলে ঐ বিন্দুতে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়েছে Y_0।

iii. **সংখ্যাসূচক উদাহরণ:** ধরা যাক, ভোগ অপেক্ষক, $C = 100 + 0.5Y$

বিনিয়োগ, $I = 100$, সরকারি ব্যয়, $G = 200$

এখন ভারসাম্যের শর্তানুসারে: $Y = C + I + G$

বা, $Y = 100+0.5Y+100+200$

বা, $Y - 0.5Y = 400$

বা, $Y(1 - 0.5) = 400$

বা, $0.5Y = 400 \quad \therefore \bar{Y} = 800$

সুতরাং, ভারসাম্য জাতীয় আয়, $\bar{Y} = 800$

৯.৩০ আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি (Determination of Equilibrium of National Income under Closed Economy by Savings and Investment Method)

একটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় বা চাহিদা হলো C+I+G এবং সামগ্রিক আয় বা যোগান হলো C+S+T যেখানে C =ভোগ, S = সঞ্চয় এবং T = সরকারি রাজস্ব। এখন কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতিতে I, G ও T কে স্বয়ম্ভূত বলে ধরা যায়। এ অবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ভারসাম্যাবস্থায় $C+I_0+G_0 = C+S+T_0$ হবে। অর্থাৎ

$I_0 + G_0 = S + T_0$ হবে বা, $S + T_0 = I_0 + G_0$

উপরের সমীকরণটি চিত্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করা। প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে S + T ও I + G পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে $I_0 + G_0$ হলো সামগ্রিক যোগান রেখা I + G, $S + T_0$, হলো সামগ্রিক চাহিদা রেখা S+T। চিত্রে দেখা যায় $I_0 + G_0$ রেখা $S + T_0$ রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করে। সুতরাং, E বিন্দুতে ভারসাম্য আয় Y_0 নির্ধারিত হয়েছে।

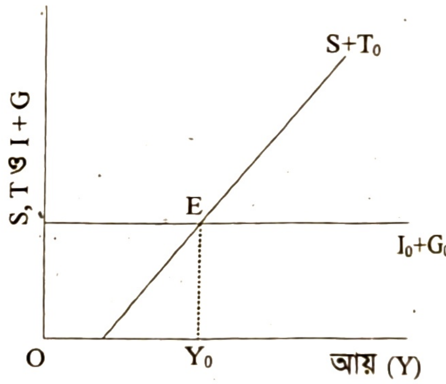

চিত্র: আবদ্ধ অর্থনীতিতে সঞ্চয়-বিনিয়োগ সহযোগে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

সংখ্যাসূচক উদাহরণ: ধরা যাক, $C = 100 + 0.5Y_d$। $I_0 = 100$, $G_0 = 50$ এবং $T = 20$

এখন প্রদত্ত ভোগ সমীকরণ থেকে সঞ্চয় সমীকরণ বের করা যায়।

আমরা জানি, ভোগ অপেক্ষক $C = a + bY_d$ ধরলে সঞ্চয় সমীকরণ হবে $S = -a + (1 - b)Y_d$

সে হিসেবে করারোপের পর সঞ্চয় সমীকরণ হবে: $S = -a + (1 - b)(Y - T) = -90 + 0.5Y$ ... কর পরবর্তী সঞ্চয় রেখা।

$S = Y - (a + bY_d) = Y - \{a + b(Y - T)\}$

$= Y - a - bY + bT$

$= -100 + (1 - 0.5)Y + 0.5(20)$ | $a = 100$, $b = 0.5$

$= -100 + 0.5Y + 10$

$= -90 + 0.5Y$

তিন খাতের অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সহযোগে ভারসাম্য আয় নির্ধারণের সূত্র হলো: $S + T_0 = I_0 + G_0$

বা, $-90 + 0.5Y + 20 = 100 + 50$

বা, $0.5Y-70 = 150$

বা, $0.5Y = 220$

$\therefore Y_0 = \frac{220}{0.05} = 440 \quad \therefore Y_0 = 440$ ভারসাম্য আয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কী? *[ঢা. বো. ২০২২]*
২. আবদ্ধ অর্থনীতিতে কোনটি অনুপস্থিত? *[কু. বো., য. বো. ২০১৯]*
৩. মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্রটি লেখো। *[চবি ডি ইউনিট ২০২২-২৩]*
৪. বন্ধ অর্থনীতিতে কয়টি খাত থাকে? *[ব. বো. ২০১৬]*
৫. আবদ্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়/চাহিদার কতটি উপাদান রয়েছে?
৬. তিন খাতের অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় কীভাবে?
উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. একক কাজ

সঞ্চয় সমীকরণ $S = -50 + 0.20Yd$, $I = I_0 = 20$ এবং সরকারি ব্যয় (G) = 15 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. জন বি. টেইলর; ২. ১ বছরের; ৩. ৩টি; ৪. সামগ্রিক আয়; ৫. $\Sigma(W + R + I + P + IBT - CCA)$; ৬. ডিভিডেন্ট।

পাঠ-২: ১. মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি; ২. Gross Domestic Product; ৩. GDP; ৪. মোট দেশজ উৎপাদন; ৫. দুটি; ৬., GNI-এ; ৭. $GNI = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$; ৮. মধ্যবর্তী পণ্য।

পাঠ-৩: ১. Gross National Product; ২. GNI; ৩. Gross National Income; ৪. অবচয়জনিত ব্যয়; ৫. জাতীয় আয় (NI); ৬. ২০০০; ৭. দামস্তর; ৮. 380।

পাঠ-৪: ১. Net National Income; ২. GDP – CCA; ৩. Capital Consumption Allowance; ৪. GNI-এর মধ্যে মূলধনসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকায়; ৫. অবচয় ব্যয়; ৬. নিট রপ্তানি আয় ঋণাত্মক হলে; ৭. নিট রপ্তানি আয় ধনাত্মক হলে অর্থাৎ আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় বেশি হলে; ৮. চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার মূল্য।

পাঠ-৫: ১. তিনটি ২. ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি; ৩. আয় পদ্ধতি; ৪. দ্বৈত গণনা সমস্যা; ৫. আলফ্রেড মার্শাল; ৬. পরোক্ষ কর; ৭. সুদ।

পাঠ-৬: ১. প্ররোচিত ভোগ; ২. $C = a + bY$; ৩. জিডিপি হ্রাস পায়; ৪. $AE = C + I$; ৫. $C = f(Y)$; ৬. শূন্য সঞ্চয় রেখা; ৭. আয় শূন্য হলেও কিছু ভোগ থাকবে।

পাঠ-৭ ও ৮: ১. $S = -50 + 0.20Y$; ২. জিডিপি হ্রাস পায়; ৩. শূন্য (0); ৪. ব্যক্তিগত আয়; ৫. ঋণাত্মক; ৬. 0.25; ৭. ব্যয়যোগ্য আয়।

পাঠ-৯ ও ১০: ১. $AD = AS$; ২. দুইটি; ৩. দুইটি; ৪. স্বয়ম্ভূত ভোগ; ৫. b; ৬. APC > MPC।

পাঠ-১১ ও ১২: ১. $Y = C + I + G$; ২. নিট রপ্তানি $(\bar{X})$; ৩. $C + I + G + (X - M)$; ৪. তিন; ৫. তিনটি; ৬. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতিতে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

সামগ্রিক আয়	কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার দামের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে।
মোট দেশজ উৎপাদন	একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা তার ভৌগোলিক সীমানার ভিতর যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি (GDP) বলে।

মোট জাতীয় আয়	দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিক উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত হয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার চলতি বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয় বা জিএনআই।
নিট জাতীয় আয়	একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে GNI থেকে মূলধন সামগ্রির ক্ষয়ক্ষতির খরচ (CCA) বা অবচয় বাদ দিলে নিট জাতীয় উৎপাদন বা (NNP) পাওয়া যায়। এ এনএনপি থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে যা থাকে, তাই হলো নিট জাতীয় আয় (NNI)।
সামগ্রিক ব্যয়	একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। এগুলোর জন্য ভোক্তা সাধারণ, বিনিয়োগকারী ও সরকার যে ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তার সমষ্টিই হলো সামগ্রিক ব্যয়।
ভোগ ব্যয়	কোনো ব্যক্তি তার ব্যয়যোগ্য আয় থেকে যে পরিমাণ অর্থ ভোগের জন্য ব্যয় করে থাকে তাকে ভোগ ব্যয় বলে।
স্বয়ম্ভূত ভোগ	যে ভোগ ব্যয় আয়ের উপর নির্ভর করে না, এমন নির্দিষ্ট ভোগ ব্যয়কে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় বলে। আয় শূন্য (০) হলেও এ ভোগ ব্যয় বজায় থাকে। এ ভোগ ব্যয় স্বল্পকালে বজায় থাকে।
প্ররোচিত ভোগ	আয়ের পরিবর্তন দ্বারা তাড়িত ভোগকে প্ররোচিত ভোগ বলে। আয় শূন্য (০) হলে এ ভোগ ব্যয় শূন্য হয়, আয় বাড়তে থাকলে এ ভোগ ব্যয়ও বাড়ে তবে তা আয় বাড়ার হারের চেয়ে কম হারে বাড়ে।
বিনিয়োগ	যখন সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করা হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।
সঞ্চয়	মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে। সূত্রের সাহায্যে, $S = Y - C$। যেখানে S = সঞ্চয়, Y = আয় ও C = ভোগ নির্দেশ করে।
ব্যক্তিগত আয়	কোনো আর্থিক বছরে সমাজের সকল ব্যক্তি বা পরিবারের চলতি আয়কে ব্যক্তিগত আয় বলে। জাতীয় আয় থেকে ব্যক্তিগত আয় বের করতে হলে কিছু সংযোজন বিয়োজন করতে হয়। যেমন- বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা, ব্যক্তিগত আয়ের অন্তর্ভুক্ত।
ব্যয়যোগ্য আয়	ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলে।
প্রকৃত সঞ্চয়	বাস্তবে ব্যক্তির আয় যত হয় এবং তা থেকে প্রকৃত ভোগ ব্যয় করার পর বাস্তবে যা থাকে, তাকে প্রকৃত সঞ্চয় বলে। যেমন- কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে ২০ হাজার টাকা থেকে প্রকৃত ভোগ ব্যয় ১৬ হাজার টাকা করলে, প্রকৃত সঞ্চয় হবে (২০ – ১৬) = ৪ হাজার টাকা।
দ্বৈত গণনার সমস্যা	সামগ্রিক আয় গণনার সময় কোনো পণ্যের দাম একাধিকবার গণনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে দ্বৈত গণনা সমস্যা বলা হয়।
পরিকল্পিত সঞ্চয়	ব্যক্তির প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রত্যাশিত সঞ্চয়কে পরিকল্পিত সঞ্চয় বলে। যেমন- কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ৩০ হাজার টাকা আয় করে তা থেকে ৫ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারবে বলে যদি সে ভেবে থাকে, তাহলে ঐ ৫ হাজার টাকা হবে পরিকল্পিত সঞ্চয়।
স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ	আয়ের পরিবর্তনের ফলে যদি বিনিয়োগের পরিবর্তন না ঘটে তাকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলে। শূন্য আয়েও স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ একই থাকে। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগকে আয় নিরপেক্ষ বিনিয়োগও বলা হয়।
আবদ্ধ অর্থনীতি	যে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয় বা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য অনুপস্থিত তাকে আবদ্ধ অর্থনীতি বলে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ সামগ্রিক আয়ের ধারণা

প্রশ্ন-১. সামগ্রিক আয় কাকে বলে? *[সি. বো. ২৫; ম. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২, ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮]*
উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় (Aggregate Income) বলে।

প্রশ্ন-২. কর্পোরেট আয়কর কী?
উত্তর: কর্পোরেট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অর্জিত আয়ের যে অংশ প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে দেশের সরকারকে প্রদান করে থাকে, তাই কর্পোরেট আয়কর।

■ জিডিপি, জিএনআই, এনএনআই

প্রশ্ন-৩. মোট জাতীয় আয় কী? *[ঢা. বো. ২৫; ব. বো. ২২, ১৬; রা. বো., চ. বো., ব. বো., কু. বো. ১৮; দি. বো. ১৭]*
অথবা, GNI কাকে বলে? *[দি. বো. ১৯; আলিম ২২, ১৮]*
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (Gross National Income বা GNI) বলে।

প্রশ্ন-৪. জিডিপি কী? *[ব. বো. ২৩; রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো. ২২; ঢা. বো., কু. বো., ব. বো. ১৯; য. বো. ১৭; রা. বো. ১৬]*
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP) বলে।

প্রশ্ন-৫. NNI কী?
[য. বো. ২৫; ম. বো., রা. বো., কু. বো. ২২; ঢা. বো. ১৬; আলিম ২২, ১৭]
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) একটি দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসমূহের বাজার মূল্যের সমষ্টি থেকে মূলধনসামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় বা ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে যা থাকে তাকে NNI বা নিট জাতীয় আয় (Net National Income) বলে।

প্রশ্ন-৬. দ্বৈত গণনার সমস্যা কী?
[ম. বো., রা. বো. ২৫; চ. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৭]
উত্তর: সামগ্রিক আয় গণনার সময় কোনো পণ্যের দাম একাধিকবার গণনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে দ্বৈত গণনা সমস্যা বলা হয়।

■ সামগ্রিক ব্যয়

প্রশ্ন-৭. সামগ্রিক ব্যয় কী? *[চ. বো. ২৩; দি. বো. ২২; রা. বো. ১৯]*
উত্তর: একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। এগুলোর জন্য ভোক্তা সাধারণ, বিনিয়োগকারী ও সরকার যে ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তার সমষ্টিই হলো সামগ্রিক ব্যয়।

■ ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

প্রশ্ন-৮. স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? *[ব. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; য. বো. ১৯]*
উত্তর: যে ভোগ ব্যয় আয়ের ওপর নির্ভর করে না এমন নির্দিষ্ট ভোগ ব্যয়কে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে।

প্রশ্ন-৯. বিনিয়োগ কী? *[য. বো. ২৩]*
উত্তর: সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বলে।

প্রশ্ন-১০. প্ররোচিত ভোগ কী?
উত্তর: ভোক্তার আয় দ্বারা যে ভোগ প্রভাবিত হয় তাকে প্ররোচিত ভোগ (Induced Consumption) বলে।

প্রশ্ন-১১. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ কী?
উত্তর: সমাজে আয়স্তরের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও যখন বিনিয়োগের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না তখন তাকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment) বলে।

প্রশ্ন-১২. প্ররোচিত বিনিয়োগ কী?
উত্তর: অর্থনীতিতে মূলত আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা যে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয় তাকে প্ররোচিত বিনিয়োগ (Induced Investment) বলে।

■ সরকারি ব্যয়

প্রশ্ন-১৩. বিনিয়োগ ব্যয় কী?
উত্তর: বিদ্যমান মূলধনসামগ্রী বা উৎপাদিত সম্পদের সাথে অনুরূপ নতুন সামগ্রী সংযোজনের জন্য যে আর্থিক ব্যয় করা হয় তাই হলো বিনিয়োগ ব্যয় (Investment Expenditure)।

■ আবদ্ধ অর্থনীতিতে (Closed Economy) ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

প্রশ্ন-১৪. আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে কী বোঝ?
উত্তর: যে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয় বা আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য অনুপস্থিত থাকে তাকে আবদ্ধ অর্থনীতি বলে।

প্রশ্ন-১৫. ভোগ ব্যয় কী?
উত্তর: কোনো ব্যক্তি তার ব্যয়যোগ্য আয় থেকে যে পরিমাণ অর্থ ভোগের জন্য ব্যয় করে, তাকে ভোগ ব্যয় বলে।

প্রশ্ন-১৬. ভোগ অপেক্ষক কী?
উত্তর: ভোগ অপেক্ষক বলতে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট আয়ের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে বোঝায়। ধরি, ভোগ অপেক্ষক $C = f(Y)$, যেখানে C = ভোগ, Y = আয়।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক অর্থ বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।
মনে করি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বছরে তিনটি দ্রব্য উৎপাদন হয়। যেমন- ১০০ কুইন্টাল ধান, ১০০০ জামা এবং ১০০০ কলম উৎপাদিত হয়। জিডিপি = ১০০ কুইন্টাল ধান × ধানের বাজার দাম + ১০০০ জামা + জামার বাজার দাম + ১০০০ কলম × কলমের বাজার দাম।

প্রশ্ন-২. জাতীয় আয় হিসাবের সময় কেবল 'চূড়ান্ত দ্রব্য' অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? *[য. বো., ব. বো. ২৩]*
উত্তর: দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর জন্য জাতীয় আয় হিসাবের সময় কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
যে পদ্ধতিতে শুধু চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার দাম জাতীয় আয় গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাকে চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি গ্রহণের ফলে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে না। এর ফলে দ্বৈত গণনার সমস্যাও উদ্ভব হয় না। সুতরাং দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর জন্যই জাতীয় আয় পরিমাপে শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার দাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন-৩. প্রবাসীদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত না কেন? *[রা. বো. ২৩; রা. বো. ১৯]*
উত্তর: প্রবাসীরা নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে কর্মরত থাকে বিধায় তাদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে দেশি-বিদেশি জনগণ মিলে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। আর প্রবাসীরা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে কর্মরত। তাই GDP-এর সংজ্ঞা অনুসারে তাদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরং তাদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রশ্ন-৪. ব্যক্তির ভোগ তার আয় নয়, বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে কেন? *[ঢা. বো. ২৩, ১৯]*

অথবা, **ব্যক্তির ভোগ তার ব্যয়যোগ্য আয়ের উপর নির্ভর করে—ব্যাখ্যা করো।** *[আলিম ২৩]*
উত্তর: ব্যক্তি তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগ করতে পারে না, বরং ব্যয়যোগ্য আয় থেকে সে ভোগ করে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি তার আয়ের যে অংশটুকু ব্যয় করতে সক্ষম হয়, তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে। সাধারণত, ব্যক্তিগত আয় থেকে সরকারকে প্রদেয় কর ও নিট ব্যবসায় সঞ্চয় বাদ দিয়ে হস্তান্তর পাওনা যোগ করলে তার ব্যয়যোগ্য আয় পাওয়া যায়। আর দেশের একজন নাগরিক হিসেবে কর প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ায় ব্যক্তি তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগ করতে পারে না। তাই বলা হয়, ব্যক্তির ভোগ তার আয় নয়, বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৫. সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ২৫; ঢা. বো., চ. বো. ২২; রা. বো. ১৭; দি. বো., সি. বো. ১৬]*
অথবা, **সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো।**
[ম. বো. ২৫; ম. বো., দি. বো. ২২; দি. বো. ১৯; আলিম ২২, ১৯, ১৭]
উত্তর: সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগ সরাসরি ও নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।
আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে

মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বলে। সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা যায়, সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি। অন্যান্য অবস্থা স্থির এবং দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে সঞ্চয় বিনিয়োগ বাড়বে। আবার ফলপ্রসূ বিনিয়োগ সম্ভব হলে উৎপাদন, আয় ও সঞ্চয় বাড়বে। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা যায়।

প্রশ্ন-৬. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না? *[কু. বো. ২৫]*

উত্তর: হ্যাঁ, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন মোট অপেক্ষকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে স্থির ও পরিবর্তনশীল উভয় প্রকার উপকরণ বিদ্যমান। অন্যদিকে, দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল। স্বল্পকালে সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকায় উদ্যোক্তা তার সকল স্থির উপকরণের পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘকালে সময়ের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় উদ্যোক্তা সমস্ত উপকরণ ও উৎপাদন কৌশল পরিবর্তন করতে পারে। যেমন: দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K)$। এখানে উৎপাদনের উপকরণ শ্রম (L) ও মূলধন (K) উভয়ই পরিবর্তনশীল। কিন্তু স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, \bar{K})$। এখানে উৎপাদনের উপকরণ শ্রম (L) পরিবর্তনশীল হলেও মূলধন ($\bar{K}$) একটি স্থির উপকরণ।

প্রশ্ন-৭. স্বয়ম্ভূত ভোগ বলতে কী বোঝ?

উত্তর: শূন্য (০) আয় স্তরের ভোগকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে। স্বল্পকালে আয় শূন্য হলেও মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ন্যূনতম যে পরিমাণ ভোগ ব্যয় অব্যাহত রাখে তাই স্বয়ম্ভূত ভোগ। স্বয়ম্ভূত ভোগ হলো একটি বিশেষ ধরনের ভোগ যা মানুষের চলমান আয়স্তরের ওপর নির্ভর করে না। বরং ব্যক্তির আয় যাই হোক না কেন তার ভোগ ব্যয় অব্যাহত থাকে। অন্যভাবে আয়ের কোনোরূপ পরিবর্তন দ্বারা ভোগের যে অংশের মানের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বরং স্থির থাকে তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে। ধরি, $C = \alpha + \beta Y$ এটি একটি ভোগ সমীকরণ। এতে প্যারামিটার α হলো স্বয়ম্ভূত ভোগ কারণ, এখন $Y = 0$ অবস্থায় $C = \alpha$ হয়; যা স্বয়ম্ভূত ভোগ নির্দেশ করে।

প্রশ্ন-৮. ব্যক্তির আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো., সি. বো. ২৫; দি. বো. ২২]*

উত্তর: না, ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয়যোগ্য নয়। মানুষ যা আয় করে তার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করতে পারে না। মানুষের আয়ের একটি অংশ সরকারকে কর ও অন্যান্য ব্যয় হিসেবে প্রদান করতে হয়। এসব কর ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা সে ভোগের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় করতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত আয় থেকে আয়কর ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে। কাজেই ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয়যোগ্য নয়।

প্রশ্ন-৯. জাতীয় আয় হিসাবের সময় কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? *[চ. বো. ১৯]*

উত্তর: দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর জন্য জাতীয় আয় হিসাবের সময় কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যে পদ্ধতিতে শুধু চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার দাম জাতীয় আয় গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাকে চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি গ্রহণের ফলে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে না। এর ফলে দ্বৈত গণনার সমস্যাও উদ্ভব হয় না। সুতরাং দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর জন্যই জাতীয় আয় পরিমাপে শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার দাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন-১০. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাস্থলেই ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: যে স্তরে জাতীয় আয় ও সামগ্রিক চাহিদা তথা মোট ব্যয় পরস্পরের সমান হবে, সেই স্তরে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগও পরস্পরের সমান হবে।

যে অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা তথা মোট ব্যয় জাতীয় আয়ের সমান হবে, সে স্তরেই আয় ও উৎপাদন ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছবে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাস্থলেই ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে জাতীয় আয়ের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান, তা-ই ভারসাম্য জাতীয় আয়। কারণ জাতীয় আয়ের এই স্তরে সামগ্রিক চাহিদা তথা মোট ব্যয় জাতীয় আয়ের সমান থাকে।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি?
ক. Y = C + I + G খ. Y = C + I − G
গ. Y = C + I ঘ. Y = C + NNI

২. মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করতে কোন সময় বিবেচনায় আনতে হয়?
ক. ১ মাস খ. ৬ বছর গ. ১ বছর ঘ. ২ বছর

৩. দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় কোনটি?
ক. ভৌগোলিক সীমানা খ. জাতীয়তা
গ. প্রাকৃতিক সম্পদ ঘ. খনিজ সম্পদ

৪. ভোগ ব্যয় (C) = ২০ কোটি, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ১০ কোটি, সরকারি ব্যয় (G) = ৫ কোটি, রপ্তানি আয় (X) = ৩ কোটি, আমদানি ব্যয় (M) = ২ কোটি।
মোট জাতীয় আয় কত?
ক. ৩০ কোটি খ. ৩৩ কোটি
গ. ৩৫ কোটি ঘ. ৩৬ কোটি

৫. GNI থেকে কী বাদ দিলে NNI পাওয়া যায়?
ক. অবচয়জনিত ব্যয় খ. নিট উৎপাদন ব্যয়
গ. ব্যবসায়ের ক্ষতি ঘ. মধ্যবর্তী দ্রব্য

৬. মুরাদ হোসেন বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি মালয়েশিয়ায় একটি কোম্পানিতে কর্মরত। তার আয় এদেশের কোন খাতে যোগ হবে?
ক. ব্যক্তিগত আয়ে খ. জিডিপিতে
গ. এনএনআইতে ঘ. জিএনআইতে

৭. আয় শূন্য হলেও যে ভোগ হয় তাকে কী বলে?
ক. গড় ভোগ খ. প্রান্তিক ভোগ
গ. প্ররোচিত ভোগ ঘ. স্বয়ম্ভূত ভোগ

৮. বিনিয়োগ ব্যয়কে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ক. ২ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৬ ভাগে ঘ. ৮ ভাগে

৯. ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
ক. জাতীয় আয় খ. ব্যয়যোগ্য আয়
গ. সামগ্রিক আয় ঘ. সামগ্রিক ব্যয়

১০. স্বয়ম্ভূত ভোগ বলতে কী বোঝায়?
ক. আয় বৃদ্ধির চেয়ে ভোগ বেশি বৃদ্ধি
খ. আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা ভোগ কম হারে বৃদ্ধি
গ. আয় শূন্য হলে ভোগ শূন্য
ঘ. আয় শূন্য হলেও কিছু পরিমাণ ভোগ থাকবে

১১. সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি সর্বপ্রথম কে প্রদান করেন?
ক. আলফ্রেড মার্শাল খ. পল এ. স্যামুয়েলসন
গ. আর জি লিপসি ঘ. ডেভিড রিকার্ডো

১২. হস্তান্তরপাওনা কীসের অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক. চলতি আয় খ. ব্যয়যোগ্য আয়
গ. ব্যক্তিগত আয় ঘ. মুনাফা

১৩. কী বাড়লে আয় বাড়ার দরুন সরকারি ব্যয় বাড়ে?
ক. কর খ. ব্যয়
গ. উৎপাদন ঘ. সঞ্চয়

১৪. সরকারি ব্যয় বিবেচিত হয় কয় খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে?
ক. দুই খাত খ. তিন খাত
গ. চার খাত ঘ. পাঁচ খাত

১৫. প্রবাসীদের আয় কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে?
ক. GDP খ. CCA
গ. NDP ঘ. GNI

১৬. কোনটি সামগ্রিক ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ?
ক. ব্যক্তিগত আয় খ. সরকারি ব্যয়
গ. সামরিক ব্যয় ঘ. পারিবারিক ব্যয়

১৭. CCA বলতে কোনটিকে বুঝানো হয়?
ক. মূলধন ব্যবহারজনিত মুনাফা
খ. মূলধন ব্যবহারজনিত আয়
গ. মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়
ঘ. মূলধন ব্যবহারজনিত উৎপাদন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৮. সামগ্রিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল—
i. ভোগ ii. সঞ্চয়
iii. বিনিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. মোট দেশজ উৎপাদন গণনায় বিবেচনা করা হয়—
i. নির্দিষ্ট সময় ii. দেশের নাগরিক
iii. ভৌগোলিক সীমানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে—
i. অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান সমান হলে
ii. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হলে
iii. সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. দ্বি খাতভিত্তিক অর্থনীতি গঠিত হয়—
i. পরিবারবর্গকে নিয়ে
ii. বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে
iii. সরকারি খাত নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে বিবেচিত হয়—
i. ভোগ ব্যয় ii. আমদানি ব্যয়
iii. সরকারি ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. দ্বি খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় হলো—
i. ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়
ii. মোট ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ
iii. ব্যক্তিগত মুনাফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও। বাংলাদেশে অবস্থানরত জাপানের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ২০১৩ সালে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ লক্ষ নাগরিক সৌদি আরবে কাজ করে এবং তাদের অর্জিত আয় দেশে প্রেরণ করে।

২৪. জাপানের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির আয় বাংলাদেশের—
ক. GDP তে অন্তর্ভুক্ত হবে
খ. GNP তে অন্তর্ভুক্ত হবে
গ. GDP ও GNP উভয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে
ঘ. CCI তে অন্তর্ভুক্ত হবে না

২৫. বাংলাদেশের নাগরিক কর্তৃক প্রেরিত আয়-
i. বাংলাদেশের GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
ii. সৌদি আরবের GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
iii. সৌদি আরবের GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: জনাব এমদাদ হোসেন ফুলকলি নামে একটি বিস্কুট কারখানা দিয়েছেন। তিনি কারখানার আয়-ব্যয়ের হিসাব করার সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পণ্য বিবেচনা করেন। এতে তার সঠিক হিসাব করতে সমস্যা হয়।

২৬. জনাব এমদাদ হোসেনের ক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দেয়?
ক. ব্যয় বেশি খ. প্রাথমিক দ্রব্য বেশি
গ. দ্বৈত গণনা সমস্যা ঘ. মাধ্যমিক দ্রব্য বেশি

২৭. জনাব এমদাদ হোসেন উক্ত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন তা হলো—
i. চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি
ii. মূল্য সংযোজন পদ্ধতি
iii. উৎপাদন পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: মি. সেলিম আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিক। তিনি সেখানে নিজ উদ্যোগে এবং স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে নিবন্ধন পেয়ে একটি বিপণন কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

২৮. সেলিমের অর্জিত আয় কোন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত?
ক. মোট জাতীয় আয়ে খ. নিট জাতীয় আয়ে
গ. মোট জাতীয় উৎপাদনে ঘ. নিট জাতীয় উৎপাদনে

২৯. মি. সেলিমের দেশে জিএনআই পরিমাপ করা হয়—
i. মোট ব্যয় হিসাব করে
ii. দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য হিসাব করে
iii. উৎপাদনের উপাদানসমূহের মোট আয়ের সমষ্টি যোগ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০. বদ্ধ অর্থনীতিতে কয়টি খাত থাকে? *[দি. বো. ১৭; ব. বো. ১৬]*
ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার

৩১. NDP = কী? *[চা. বো. ১৭]*
ক. GDP – CCA খ. GNI – NNP
গ. GNP – CCA ঘ. GNI – CCA

৩২. মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময় নিচের কোনটি যুক্ত হয় না? *[রা. বো. ১৭]*
ক. দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য
খ. বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয়
গ. দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়
ঘ. নিট রপ্তানি

৩৩. দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো., দি. বো., সি. বো. ২৩; ঢা. বো.; ব. বো. ২২]*
ক. GNI খ. NNI গ. GDP ঘ. CCA

৩৪. কোনটিতে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়? *[দি. বো. ২৫; ঢা. বো. ১৭]*
ক. GDP খ. GNP গ. NNP ঘ. NI

৩৫. GNP এর পূর্ণরূপ কোনটি? *[কু. বো. ২৫; ম. বো., রা. বো. ২২; আলিম ২২]*
ক. Gross New Product খ. Gross Net Product
গ. Gross National Product ঘ. Gross Nominal Product

৩৬. GNI-এর পূর্ণরূপ কী? *[ঢা. বো. ২৩; সি. বো. ১৯; য. বো. ১৬; আলিম ১৯]*
ক. Gross Net Investment
খ. Gross Net Income
গ. Gross National Investment
ঘ. Gross National Income

৩৭. নিচের শূন্য স্থানে কোনটি বসবে? *[কু. বো. ২২]*
ব্যয় যোগ্য আয় = [?] — কর।
ক. জাতীয় আয় খ. সামগ্রিক আয়
গ. সামগ্রিক ব্যয় ঘ. ব্যক্তিগত আয়

৩৮. CCA কী? *[য. বো. ২৩; ঢা. বো. ১৭; দি. বো., চ. বো. ১৯]*
ক. Capital Consumption Allowance
খ. Cost of Capital in Average
গ. Cost of Captial Assumed
ঘ. Current Cost of Administration

৩৯. NNP-এর পূর্ণরূপ কোনটি? *[চ. বো., ব. বো. ২৫; ঢা. বো. ১৯]*
ক. New National Product
খ. Net National Product
গ. Nominal National Product
ঘ. Natural National Product

৪০. যে ভোগ ব্যয় আয়ের উপর নির্ভরশীল তাকে কী বলে? *[চ. বো. ২২]*
ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ খ. গড় ভোগ প্রবণতা
গ. প্ররোচিত ভোগ ঘ. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

৪১. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি? *[ঢা. বো. ২৫]*
ক. $NI = C + I + G$
খ. $NI = \Sigma r + \Sigma w + \Sigma i + \Sigma \pi$
গ. $NI = X_1P_1 + X_2P_2 + ... + X_nP_n$
ঘ. $NI = C + I + G + (X - M)$

৪২. নিচের কোন ব্যয়টি উন্মুক্ত অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত? *[কু. বো. ২২]*
ক. ভোগ ব্যয় (C) খ. সরকারি ব্যয় (G)
গ. নিট রপ্তানি (X_n) ঘ. বিনিয়োগ ব্যয় (I)

৪৩. আয়ের পরিবর্তনে কোন ধরনের বিনিয়োগের পরিবর্তন হয় না? *[সি. বো. ১৭]*
ক. মোট বিনিয়োগ খ. নিট বিনিয়োগ
গ. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঘ. প্ররোচিত বিনিয়োগ

৪৪. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি? *[রা. বো., দি. বো., য. বো. ২৫; য. বো., চ. বো. ২৩, ১৯, ১৬]*
ক. $S = Y - C$ খ. $Y = C + 1$
গ. $C = bY$ ঘ. $C = a + bY$

৪৫. $S = -50 + (1 - 0.5)Y$; সঞ্চয় সমীকরণে $Y = 100$ হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কত? *[ম. বো. ২২]*
ক. – 50 খ. 0 গ. 50 ঘ. 100

৪৬. বন্ধ অর্থনীতিতে কোনটি বিবেচনা করা হয় না? *[চ. বো. ২৫]*
ক. ভোগ খ. বিনিয়োগ
গ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘ. সরকারি ব্যয়

৪৭. ব্যক্তিগত আয় হতে আয়কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়? *[চ. বো. ২৫; রা. বো. ২২]*
ক. জাতীয় আয় খ. মোট দেশজ আয়
গ. ব্যয়যোগ্য আয় ঘ. সামগ্রিক আয়

৪৮. ভারসাম্য আয়স্তর ($\bar{Y}$) নির্ধারণকারী শর্ত কোনটি? *[কু. বো. ২৫; সি. বো. ১৯]*
ক. $Qd = QS$ খ. $AD = AS$
গ. $MR = MC$ ঘ. $D_L = S_L$

৪৯. আবদ্ধ অর্থনীতিতে কোনটি অনুপস্থিত? *[চ. বো. ২৩; কু. বো., য. বো. ১৯]*
ক. নিট রপ্তানি ($\bar{X}$) খ. সরকারি ব্যয় (G)
গ. ভোগ ব্যয় (C) ঘ. বিনিয়োগ ব্যয় (I)

৫০. একটি উন্মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি? *[দি. বো. ২৩; সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. $C + I$ খ. $C + I + G$
গ. $C + I + G + (X - M)$ ঘ. $C = I + (X - M)$

৫১. তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি? *[কু. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২]*
ক. $Y = C + I + G + (X + M)$
খ. $Y = C + I + G$
গ. $Y = C + I + G + (X - M)$
ঘ. $Y = C + I$

৫২. একটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয়ের সরল সমীকরণ কোনটি? *[আলিম ১৭]*
ক. $C + 1 + G$ খ. $C + 1 + G + (X - M)$
গ. $C + 1 + (X_n)$ ঘ. $C + 1$

৫৩. GNI হিসাব করার সময় অন্তর্ভুক্ত হয়— *[কু. বো. ২২]*
i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
ii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়
iii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৪. GDP নির্ণয়ের হিসাব করা হয়— *[ম. বো., সি. বো. ২৫; কু. বো. ১৯]*
i. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়
ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়
iii. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৫. দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি— *[য. বো. ১৭]*
i. উৎপাদন পদ্ধতি ii. আয় পদ্ধতি
iii. ব্যয় পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৬. ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে— *[য. বো. ২৫]*
i. অর্থের চাহিদা ও যোগান সমান হলে
ii. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হলে
iii. সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৭. বন্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে— *[দি. বো. ১৯; চ. বো. ১৬]*
i. $GNP = GDP$ ii. X–M অনুপস্থিত
iii. $GNP > GDP$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
A দেশের GDP = ৫ বিলিয়ন ডলার, আমদানি-২ বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি ৩ বিলিয়ন ডলার। *[ঢা. বো. ১৭]*

৫৮. A দেশের GNP কত?
ক. ৪ খ. ৫ গ. ৬ ঘ. ৮

৫৯. A দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলাফল কী?
ক. লাভ হবে খ. স্বল্পমেয়াদী ক্ষতি হবে
গ. অপরিবর্তিত থাকবে ঘ. দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত সকল পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বিক্রয় করে ৪০,০০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়ে দেশটির ৩২,০০০ কোটি টাকা থাকে। *[য. বো. ২৫]*

৬০. 'ক' দেশে নির্দিষ্ট বছরে অর্জিত ৩২,০০০ কোটি টাকাকে কী বলে?
ক. GNI খ. NNI গ. GDP ঘ. NDP

৬১. এই ৩২,০০০ কোটি টাকা নির্ণয়ের সূত্র হলো—
i. ৩২,০০০ = GNI – DC
ii. ৩২,০০০ = C + I + G + (X – M) – DC
iii. ৩২,০০০ = C + I + G
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' দেশের জাতীয় আয় মডেল—
$Y = C + I + G$
$C = 100 + 0.8Y$
$I = 100, G = 200$ *[য. বো. ২২]*

৬২. 'X' দেশের ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ক. 500 খ. 1000
গ. 2000 ঘ. 5000

৬৩. উদ্দীপক অনুযায়ী 'X' দেশে—
i. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা করা হয়েছে
ii. আবদ্ধ অর্থনীতি বিরাজমান
iii. জনগণ তাদের আয়ের ক্ষুদ্র অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	ক	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	ঘ	১১	খ	১২	গ
১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	গ	২৩	ক	২৪	ক
২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	খ	৩০	গ	৩১	ক	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	ঘ
৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	গ	৪১	খ	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	ঘ	৪৫	খ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	খ
৪৯	ক	৫০	গ	৫১	খ	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	ঘ	৫৬	গ	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	ক	৬০	খ
৬১	ক	৬২	গ	৬৩	ক																		

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সামগ্রিক আয় হিসেবে জিডিপি ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
২. GNP, NNP ও NI এর মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ? ব্যাখ্যা করো।
৩. মোট জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।
৪. ব্যয়যোগ্য আয় বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
৫. সামগ্রিক আয় পরিমাপে দ্বৈতগণনা সমস্যা কেন দেখা দেয়? বর্ণনা করো।
৬. ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।
৭. স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো।
৮. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. $C = ১৫০ + ০.৭৫Y$ এখানে,
$I = ১০০$ C = ভোগ ব্যয়
$G = ১৫০$ I = বিনিয়োগ ব্যয়
G = সরকারি ব্যয়
[য. বো. ২০২৫]

ক. দ্বৈত গণনার সমস্যা কী? ১
খ. 'সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ২০২০-২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) ২০,০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৫,০০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ১০,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় (X) ৫০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যয় (M) ৬০০ কোটি টাকা। *[রা. বো. ২০২২]*

ক. নিট জাতীয় আয় (NNP) কী? ১
খ. দ্বৈত গণনার সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের মোট জাতীয় আয় (GNI) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. অন্যান্য ব্যয় স্থির থেকে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০০০ কোটি টাকা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী পরিবর্তন হবে তা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৪

৩. একটি অর্থনীতিতে ভোগ সমীকরণ (C) = 100 + 0.5Y, বিনিয়োগ (I) = 185, সরকারি ব্যয় (G) = 415, আমদানি (M) = 100, রপ্তানি (X) = 70। *[ঢা. বো. ২০২৩]*
ক. জাতীয় আয় কী? ১
খ. ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 400 এবং 120 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? —ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.

সামগ্রিক আয় (Y)	মোট সঞ্চয় (S)	মোট বিনিয়োগ (I)
400	100	200
500	200	200
600	300	200

[ঢা. বো. ২০২২]
ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপক থেকে বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. C = 50 + 0.5Y, I = 100, G = 200
যেখানে, C = ভোগব্যয়, Y = জাতীয় আয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়। *[রা. বো. ২০২৩]*
ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? ১
খ. প্রবাসীদের আয় GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৬. দেওয়া আছে, C = 100 + 9Y
যেখানে C = ভোগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয় *[ঢা. বো. ২০১৯]*
ক. জিডিপি কী? ১
খ. ব্যক্তির ভোগ তার আয় নয়, বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি চিত্রে উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আয়স্তর শূন্য হলে ভোগস্তর কত হবে এবং কেন? মতামত দাও। ৪

৭. একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ:
Y = C + I + G
I = 20
G = 50
C = 100 + 0.4Y *[দি. বো. ২০২৩]*
ক. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কী? ১
খ. কোন অবস্থায় GNP > GDP হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. ভারসাম্য জাতীয় আয় উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮. একটি তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্য নিম্নরূপ:
C = 100 + 0.75Y, I = 100, G = 150
যেখানে, Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় *[রা. বো. ২০২৪]*
ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা কী? ১
খ. বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় ৫০ টাকা হ্রাস করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৯. C = 200 + .5Y
I = 300
যেখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ *[ঢা. বো. ২০২৪]*
ক. জাতীয় আয় কী? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় 625 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটবে? মতামত দাও। ৪

১০. ভোগ সমীকরণ C = a+bY এবং ভোগ অপেক্ষক C = 100 + 0. 5y, বিনিয়োগ I_0 = 100 এবং C + I_0 = 200 + 0.5y
ক. ভোগ কীসের ওপর নির্ভর করে? ১
খ. সঞ্চয়ের প্রকারভেদ উল্লেখ করো। ২
গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ভোগ সমীকরণ দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকের সাহায্যে চিত্র অঙ্কন করে ভারসাম্য জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. চিত্রের সারণি থেকে প্রশ্নের উত্তর দাও।

Y	C=100+0.5Y	C+I_0=200+0.5Y
100	150	250
200	200	300
300	250	350
400	300	400
500	350	450

ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? ১
খ. প্ররোচিত ভোগের ধারণা উল্লেখ করো। ২
গ. C + I_0 মডেলের ভারসাম্য আয় নির্ধারণ প্রক্রিয়া দেখাও। ৩
ঘ. C = 100 + 0.5Y এবং C+I_0 = 200 + 0.5Y ভারসাম্য জাতীয় আয় রেখা অঙ্কন করে বিশ্লেষণ করো। ৪

১২.

আয় (Y) টাকায়	সঞ্চয় (S) টাকায়	বিনিয়োগ (I) (টাকায়)
২০০	০	১০০
৪০০	১০০	১০০
৬০০	২০০	১০০

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ থেকে অর্জিত অর্থ কোন ধরনের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে? ২
গ. উদ্দীপক হতে সঞ্চয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত ভারসাম্য আয়ের কীরূপ পরিবর্তন হবে? মতামত লেখ। ৪

১৩. একটি দেশের সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ:
$C = 50 + 0.75Y$
$I = 100, G = 150$
যেখানে, C = ভোগ ব্যয়,
I = বিনিয়োগ ব্যয়,
Y = সামগ্রিক আয়,
G = সরকারি ব্যয়। *[দি. বো. ২০২৫]*
ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১
খ. আয়ের সাথে প্ররোচিত ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় ($\bar{Y}$) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশের আয় নির্ধারণী মডেলে যদি রপ্তানি X = 100 এবং আমদানি M = 50 যুক্ত করা হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪. দুই বন্ধু পরেশ ও আফতাবের মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক নিয়ে কথা হচ্ছিলঃ
পরেশ: প্রকৃত সঞ্চয় ও প্রকৃত বিনিয়োগ সবসময় সমান হয়।
আফতাব: কেবল ভারসাম্য আয়স্তরেই প্রত্যাশিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়।
ক. অবণ্টিত মুনাফা কোন সঞ্চয়ের অন্তর্গত? ১
খ. প্রত্যাশিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কাকে বলে? ২
গ. পরেশের ধারণাটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আফতাবের ধারণাটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫.

জাতীয় আয় (Y) (টাকায়)	সঞ্চয় (S) (টাকায়)	বিনিয়োগ (I) (টাকায়)
১০০	০০	১০০
২০০	১০০	১০০
৪০০	২০০	১০০

[য. বো. ২০২৫]
ক. ভোগ কী? ১
খ. ব্যক্তির ভোগ ব্যয় তার ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভারসাম্য আয়স্তরের পরিবর্তন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. দেওয়া আছে $S = -75 + 0.75Y, I = 300$
যেখানে, S = সঞ্চয়; Y = জাতীয় আয় এবং I = বিনিয়োগ। *[চ. বো. ২০২৩]*
ক. সরকারি ব্যয় কী? ১
খ. GNI থেকে NNI কীভাবে পাওয়া যায়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের চিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭. দেওয়া আছে $C = 70 + 0.6Y$ এবং $I = 100$ যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়। *[কু. বো. ২০২৫]*
ক. মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) কাকে বলে? ১
খ. জাতীয় আয় (NY) পরিমাপের সময়' দ্বৈত গণনা' সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়? ২
গ. উদ্দীপক হতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে (S = I) ভারসাম্য জাতীয় আয় ($\bar{Y}$) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যদি বিনিয়োগের পরিমাণ আরও 70 একক বৃদ্ধি পায় তবে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী প্রভাব পড়বে? তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. দেওয়া আছে,
স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক: $C = 150 + 0.5Y$
[সি. বো. ২০২৩]
ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা কী? ১
খ. জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও জাতীয় দেশজ উৎপাদন কখন একই পরিমাণ হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন পরিমাণ দেখিয়ে একটি ভোগ তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে সঞ্চয় রেখা আঁক এবং আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯. $C = 100 + 0.5Y, I = 100, G = 200$
যেখানে, C = ভোগব্যয়, Y = জাতীয় আয়, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয় *[য. বো. ২০২৫]*
ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. প্রবাসীদের আয় GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে G = 400 হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০. 'M' দেশের ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G) নিম্নরূপ:
$C = 50 + 0.6Y$, $I = 250$
$G = 200$ *[আলিম ২০২২]*
ক. GNI কাকে বলে? ১
খ. সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও যোগানের (AS) মাধ্যমে M দেশের ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় (G) বৃদ্ধি পেয়ে 300 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৪

২১.

আয় (Y)	সঞ্চয় (S)	বিনিয়োগ (I)	বিনিয়োগ বৃদ্ধি (I_1)
400	0	200	400
800	200	200	400
1200	400	200	400

ক. নিট জাতীয় উৎপাদন কী? ১
খ. আয়ের সাথে স্বয়ম্ভূত ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. S = I এর সমতার সাপেক্ষে ভারসাম্য আয়স্তর রেখাচিত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৩
ঘ. বিনিয়োগ বৃদ্ধি (I_1) পেলে ভারসাম্য আয়স্তরের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. ২০১৮ সালে 'ক' নামক দেশের ভোগব্যয় (C) ১৫,০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ১,০০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (Q) ৮,০০০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় (M) ১০০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় (X) ১৫০ কোটি টাকা। 'খ' দেশের বাসিন্দা মি. রবিন 'ক' দেশের একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে বৈধভাবে কাজ করে দেশে টাকা পাঠন। *[আলিম ২০১৯]*
ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. "সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি"—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'ক' দেশের জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. মি. রবিনের প্রেরিত অর্থ 'ক' দেশের জিডিপি (GDP) তে অন্তর্ভুক্ত হবে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

২৩. একটি সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ:
$Y = C + I + G$
$C = 50 + 0.4Y$
$I = 100$
$G = 150$
যেখানে Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয় I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়। *[কু. বো. ২০২৩]*
ক. জাতীয় আয় গণনার আয় পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ১
খ. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তর ($\bar{Y}$) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি না হয়ে যদি $C = 50 + 0.2Y$ হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তরের ($\bar{Y}$) ওপর এর প্রভাব চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৪. রাশিয়ার অর্থনীতির বড় অংশই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। আয় বাড়াতে প্রাকৃতিক সম্পদের নির্ভরতা কমিয়ে শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকছে দেশটি। এজন্য অবকাঠামো উন্নয়নে ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করার ঘোষণা দেয় সরকার। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো পর্যাপ্ত শ্রমিক নেই রাশিয়ায়। বাড়তি চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিবে দেশটি। এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানায়, আগামী এক মাসের মধ্যেই রাশিয়ার সাথে জনশক্তি রপ্তানির চুক্তি সম্পন্ন হবে। *◀৫ ও ৯ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*
ক. আবদ্ধ অর্থনীতি কী? ১
খ. স্বয়ম্ভূত ভোগ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দেশটির সরকারের চুক্তির মাধ্যমে কোন বাজারের সম্প্রসারণ ঘটবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনশক্তি রপ্তানির আয় দেশের যে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে তা আলোচনা করো। ৪

২৫. রনি ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে গেল। সেখানে সে চাকরি করে যে টাকা আয় করতো তার বেশির ভাগ টাকা সে দেশে প্রেরণ করতো। এভাবে ১০ বছর চাকরি করার পর সে দেশে ফিরে এলো। তার পাঠানো টাকা তার বাবা-মা ভাইবোন খুব সহজে পেয়েছিল। উক্ত টাকায় দেশেরও অনেক উপকার হয়েছিল। *◀৫ ও ৯ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*
ক. মজুরি কী? ১
খ. মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য কী? ২
গ. রনির মতো জনশক্তি রপ্তানি করতে হলে কী করতে হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

১০

মুদ্রা ও ব্যাংক

Money and Bank

আরভিং ফিশার
(১৮৬৭-১৯৪৭)

প্রধান প্রধান শব্দ

- মুদ্রা
- বিহিত মুদ্রা
- আমানত
- মুদ্রার মূল্য
- মুদ্রার চাহিদা
- মুদ্রার যোগান
- তারল্য নীতি
- ব্যাংক
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক
- মুদ্রা বাজার
- মূলধন বাজার
- নিকাশঘর
- বাণিজ্যিক ব্যাংক

পৃথিবীর বয়স যত বেড়েছে, মানুষের নিত্য-নতুন সম্পদের (যেমন- অর্থ) আবিষ্কারও তত বেড়েছে। ফলে সম্পদ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য পুরোহিত, স্বর্ণকার বা মহাজনদের দ্বারস্থ হয়েছে মানুষ। সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ব্যাংক ব্যবসায়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। যুগের পরিবর্তন ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমবিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। আধুনিক যুগে মানুষের কর্মকাণ্ড ব্যাংককে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি থেকে রেহাই পেতে মানুষ বর্তমানে ব্যাংকিং সেবাকে নির্ভরযোগ্য মনে করছে। এজন্য সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে মিল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আধুনিক করা হচ্ছে। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আধুনিক, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। ব্যাংক হচ্ছে আর্থ-সামাজিক সেবা প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আধুনিককালে তাই ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বা প্রাণশক্তি বলা হয়।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- মুদ্রার ধারণা
- মুদ্রার কার্যাবলি
- বিহিত মুদ্রা ও আমানতের মধ্যে পার্থক্য
- মুদ্রার মূল্যের ধারণা
- মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদান
- আরভিং ফিশারের সমীকরণ ব্যবহার করে মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
- অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ
- সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	মুদ্রা, মুদ্রার কার্যাবলি ও আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব
পাঠ ২ ও ৩	বিহিত মুদ্রা ও আমানত; বিহিত মুদ্রা এবং আমানতের মধ্যে তুলনা; মুদ্রার মূল্য
পাঠ ৪ ও ৫	মুদ্রার চাহিদা; মুদ্রার চাহিদার ধরন; মুদ্রার চাহিদার উপাদান; মুদ্রার যোগান এবং মুদ্রার যোগানের উপাদান
পাঠ ৬ ও ৭	মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য
পাঠ ৮	ব্যাংকের সংজ্ঞা; কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
পাঠ ৯	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি; পরিমাণগত ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা
পাঠ ১০	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা এবং নিকাশঘরের ধারণা
পাঠ ১১ ও ১২	বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি; কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ১৩ ও ১৪	বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া এবং ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা
পাঠ ১৫	অনলাইন ব্যাংকিং; অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব এবং অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা
পাঠ ১৬	মোবাইল ব্যাংকিং; মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

পাঠ ১ মুদ্রা, মুদ্রার কার্যাবলি ও আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব

১০.১ মুদ্রা (Money)

বর্তমান বিশ্বে অর্থই সর্বজনস্বীকৃত এবং সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম। যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য তাকেই অর্থ বলা হয়। অর্থের কার্যাবলি দ্বারাই অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

- ইংরেজ অর্থনীতিবিদ **স্যার ডেনিস হোলি রবার্টসন** (১৮৯০-১৯৬৩) বলেন, "দ্রব্যের দাম ও ব্যবসাগত কার্যকলাপের পাওনা হিসাবে যা সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তাই অর্থ।"[১]
- ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক **জিওফ্রে ক্রাউথার** (১৯০৭-১৯৭২)-এর মতে, "অর্থ এমন একটি জিনিস যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সবার কাছে গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে তাই অর্থ।"[২]
- অর্থনীতিবিদ **ওয়াকার** বলেন, "অর্থ যা করে তাই অর্থ।" (Money is what money dose.)
- **'Oxford Dictionary of Economics'** অনুসারে, "মূল্য সংরক্ষণ এবং বিনিময়ের মাধ্যমই হলো অর্থ।"[৩]
- **পল অ্যান্থনি স্যামুয়েলসন** (১৯১৫-২০০৯)-এর মতে, "অর্থ হলো দেনা-পাওনা মিটানোর উপায় অথবা বিনিময়ের মাধ্যম।"[৪]
- সামষ্টিক অর্থনীতির জনক **জন মেনার্ড কেইন্স**-(১৮৩৩-১৯৪৬)-এর মতে, "অর্থ এমন একটি জিনিস যা হস্তান্তর করে ঋণের চুক্তি ও পাওনা মেটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্রয় ক্ষমতা ধরে রাখা যায়।"[৫]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়, যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যমে দেনা-পাওনা পরিশোধের উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপক, স্থগিত লেনদেনের মান ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকেই অর্থ বলা হয়। সংকীর্ণ অর্থে, অর্থের উপাদান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট নোট ও কয়েন (Currency and Coins)। একে M_1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আর ব্যাপক অর্থে, অর্থের উপাদান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোট ও মুদ্রা, বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট চাহিদা ও সঞ্চয় আমানত। বন্ড, ঋণপত্র, ক্রেডিট কার্ড, চেক প্রভৃতিও কার্যকর উপাদান যেগুলো M_2 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং অর্থ $(M) = M_1 + M_2$; এখানে M = অর্থের যোগান, M_1 = Narrow Money (সংকীর্ণ অর্থ), M_2 = Broad Money (ব্যাপক অর্থ)।

১০.২ মুদ্রার কার্যাবলি (Functions of Money)

আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রা আর্থিক লেনদেন সহজ ও গতিশীল করার জন্য নানা ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে। মুদ্রার কার্যাবলিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা— ক. বাণিজ্যিক খ. সামাজিক এবং গ. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি।

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি (Commercial Functions): মুদ্রার মৌলিক কার্যাবলিকেই বাণিজ্যিক কার্যাবলি বলা হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **বিনিময়ের মাধ্যম:** মুদ্রার প্রধান কাজ হলো সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা। অর্থ দ্বারা যেকোনো সময় ও স্থানে যেকোনো দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম যেকোনো পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

২. **মূল্যের পরিমাপক:** মুদ্রা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবার মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিমাপ করতে সাহায্য করে। এজন্য অর্থনৈতিক লেনদেনের যাবতীয় হিসাব মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ ও সংরক্ষণ করা যায়।

---

১ "Anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other kinds of business obligations is money."— D. H. Robertson.

২ Money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange and that at the same time acts as a measure and as a store of value.– Geoffrey Crowther.

৩ A medium of exchange and store of value is money.– Oxford Dictionary of Economics, p.304

৪ Money is the means of payment or medium of exchange. – Paul A. Samuelson, Economics, fourth ed, p. 742

৫ "It is money through which purchasing power is maintained and agreement regarding credit and price is enforced"— J. M. Keynes.

৩. **স্থগিত লেনদেনের মান:** মুদ্রা ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনা মেটানো বা স্থগিত লেনদেন বা ঋণ পরিশোধের মান হিসেবে কাজ করে। মুদ্রার মূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল নয় বলে বর্তমানে এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের মূল্য ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

৪. **সঞ্চয়ের বাহন:** মানুষ তার আয়ের সবটাই ব্যয় করে না; তার একাংশ সঞ্চয়ও করে। মুদ্রার মাধ্যমে সঞ্চয় করা যায় বলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে স্থানান্তর করা যায়।

৫. **মূল্য স্থানান্তরের বাহন:** মুদ্রার মাধ্যমে যেকোনো স্থানে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে তার মূল্য সহজে ও নিরাপদে অনেক দূরেও স্থানান্তর করা যায়। যা সম্পদের ব্যবহার ও আর্থিক লেনদেনে সাহায্য করে।

৬. **ঋণের ভিত্তি:** বর্তমানকালে মুদ্রা আমানত হিসেবে ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে। এর ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে পারে। তাছাড়া মুদ্রা, চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতি ঋণপত্রের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে।

৭. **বণ্টনের কাজ:** একটি দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপকরণগুলোর পারিশ্রমিক (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) অর্থের মাধ্যমে বণ্টিত হয়।

৮. **তারল্য রক্ষা:** মুদ্রা সম্পদের নগদাবস্থা রক্ষা করতে সাহায্য করে। এর সাহায্যে যেকোনো দ্রব্য যেকোনো স্থান বা সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যায় বলে তা সবচেয়ে তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ. **সামাজিক কার্যাবলি (Social Functions):** মুদ্রা সমাজবদ্ধ মানুষের সুবিধার জন্য কিছু সামাজিক কার্যাবলিও সম্পাদন করে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **সামাজিক মর্যাদার প্রতীক:** বস্তুতান্ত্রিক সমাজে মুদ্রা মানুষের মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত সমাজে যার কাছে যত বেশি অর্থ থাকে সে তত বেশি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়।

২. **সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা:** সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষকে উপহার প্রদান, দরিদ্রদের সাহায্য, দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সভা-সমাবেশ করা ইত্যাদি অনেক কাজ করতে হয়। মুদ্রা এসব কাজে সাহায্য করে।

৩. **নিরাপত্তা প্রদানে সহায়ক:** মুদ্রা মানুষকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, ঝুঁকিহীন ও আরামদায়ক কর্মক্ষেত্র, উন্নত খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রভৃতি লাভে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা এবং সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

গ. **মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি (Psychological Functions):** মুদ্রা তার বহুমুখী ব্যবহার ও উপযোগ দ্বারা মানুষকে বিপদের সময় শক্তি ও সামর্থ্য যোগায়। মুদ্রা মানুষের মধ্যে এমন এক সুখানুভূতি সৃষ্টি করে যা তাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজে জড়িত হতে প্রেরণা যোগায়। মানুষের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রা থাকলে সে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করতে পারে।

সুতরাং, আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রা নানারকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে সহজ, নিরাপদ, গতিশীল ও উৎপাদনক্ষম করে তোলে।

১০.৩ আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব (Importance of Money in Modern Economy)

মুদ্রা বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদিতে মুদ্রা প্রধান চালিকাশক্তিরূপে কাজ করে। সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনও তেমনই অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। মুদ্রা ছাড়া মানবজীবন অচল। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **বিনিময় ব্যবস্থায় গতিশীলতা:** মুদ্রা প্রচলনের ফলে বিনিময় ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ও গতিশীল হয়েছে। মুদ্রা বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। তাই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের মাধ্যমে অভাবের সামঞ্জস্য বিধানের দরকার হয় না। মুদ্রার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

২. **মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে সুবিধা:** মুদ্রা মূল্যের সাধারণ পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে সকল দ্রব্যের মূল্য মুদ্রার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। এর ফলে দ্রব্য বিনিময় ও লেনদেন ব্যবস্থা যথেষ্ট সহজ হয়েছে।

৩. **ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনায় সুবিধা:** পূর্বে দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণের হিসাব-নিকাশ করা হতো। দ্রব্যের মূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল বলে এক্ষেত্রে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ই অসুবিধার সম্মুখীন হতো। কিন্তু মুদ্রার মূল্য সহজে পরিবর্তিত হয় না বলে মানুষ মুদ্রার মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করে থাকে। সেই সাথে মুদ্রা ঋণদান পদ্ধতিকে সহজ করেছে।

৪. **সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা:** মানুষ সাধারণত তার আয়ের একাংশ বা উদ্বৃত্ত আয় ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে তার উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চয় করে রাখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপত্তিজনক। সেজন্য মানুষ উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে তার মূল্য মুদ্রার মাধ্যমে ধরে রাখে। এভাবে মুদ্রা সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে এবং মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

৫. **ঋণের ক্ষেত্রে সুবিধা:** বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা প্রকার ঋণপত্র; যেমন: চেক, ড্রাফট, হুন্ডি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই মুদ্রা ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৬. **আয় বণ্টনে সুবিধা:** জাতীয় আয় বণ্টনে মুদ্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উৎপাদনের চারটি উপকরণের পারিশ্রমিক; যেমন: খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা মুদ্রার মাধ্যমে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

৭. **উৎপাদন ব্যবস্থার সহায়ক:** বর্তমানে মুদ্রার মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ; যথা: ভূমি, শ্রম, কলকারখানার যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি সহজেই সংগ্রহ করা যায়। জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন ব্যবস্থা মুদ্রার সাহায্য ছাড়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

৮. **তারল্যের সুবিধা:** মুদ্রা তারল্যের মান হিসেবে কাজ করে। মুদ্রার সাহায্যে সব দ্রব্য বেচাকেনা করা যায়। অর্থকে সহজে অন্য যেকোনো দ্রব্যে রূপান্তরিত করা যায়। এজন্যই অর্থকে সর্বাপেক্ষা তরল সম্পদ বলা হয়ে থাকে।

৯. **মূল্য স্থানান্তরে সহায়ক:** মুদ্রা প্রচলনের ফলে বর্তমানে মানুষ সহজেই তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ কোনো দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তি বিক্রি করে তার মূল্য মুদ্রার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে এবং এ মুদ্রার মূল্য দ্বারা অন্যত্র দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে। এভাবে মুদ্রা দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তির মূল্য স্থানান্তরকে সহজ করেছে।

১০. **ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা:** মুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুদ্রা সহজেই বহনযোগ্য ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। মুদ্রার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে যেকোনো অঞ্চলের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা সহজসাধ্য হয়েছে। মুদ্রা ব্যবহারের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের বাণিজ্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে।

১১. **রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা:** সরকারি আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব নিকাশ মুদ্রার মাধ্যমে রাখা হয়। সরকার কোন কোন খাত থেকে আয় সংগ্রহ করে এবং কোন কোন খাতে ব্যয় করে সব কিছুই মুদ্রার মাধ্যমে হিসাব করা হয়। কাজেই অর্থই হলো যেকোনো দেশের আয়-ব্যয়সহ সব অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার মূল চাবিকাঠি।

১২. **সামাজিক গুরুত্ব:** মুদ্রা দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। সমাজে যেসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় যেমন: বিবাহ, জন্মদিন, আকিকা এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার প্রদানে মুদ্রা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১৩. **মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব:** বর্তমানে সামাজিক মর্যাদার বাহন হিসেবে মুদ্রা কাজ করে। নগদ মুদ্রা দ্বারা মানুষ যেকোনো বিপদ মোকাবিলা করে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে পারে। অধিকন্তু নগদ মুদ্রা মানুষের মনোবল সুদৃঢ় এবং মনকে উৎফুল্ল করে।

আধুনিক অর্থনীতি বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মুদ্রাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'অর্থ যা করে তাই অর্থ'— এটি কার উক্তি? *[রা. বো. ২০২২]*
২. মুদ্রার প্রথম ও প্রধান কাজ কী? *[কু. বো. ২০২২]*
৩. Money is what money does সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? *[চ. বো. ২০২১]*
৪. মুদ্রা কী? *[য. বো. ২০১৬]*
৫. স্থগিত লেনদেন বলতে কী বোঝায়?
৬. কোনটি মুদ্রার প্রধান কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুদ্রার সামাজিক কার্যাবলির মধ্যে তোমার কাছে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং কেন?

পাঠ ২ ও ৩ বিহিত মুদ্রা ও আমানত; বিহিত মুদ্রা এবং আমানতের মধ্যে তুলনা; মুদ্রার মূল্য

১০.৪ বিহিত মুদ্রা এবং আমানত (Legal Tender Money and Deposits)

ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-পাওনার নিষ্পত্তির বিষয়টি বিনিময়ের দুটি মাধ্যম দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। যথা— বিহিত মুদ্রা ও আমানত।

বিহিত মুদ্রা (Legal Tender Money): বিনিময়ের যে মাধ্যম সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা হলো বিহিত মুদ্রা। আমরা সবাই ব্যবসায়িক দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে এ মুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকি। বিহিত মুদ্রা দুই প্রকার। যথা—

ক. **অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited Legal Tender Money):** অসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন এক বিহিত মুদ্রাকে বোঝায় যা দিয়ে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায়। এ মুদ্রা দিয়ে দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। এ মুদ্রা তৈরিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রেখে মুদ্রার মানকে ধরে রাখে। জনগণও এরূপ মুদ্রা পরিশোধ করে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা যত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারে। এ মুদ্রার প্রচলনই বর্তমানে শতভাগ চলছে।

খ. **সসীম বিহিত মুদ্রা (Limited Legal Tender Money):** সসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন বিহিত মুদ্রাকে বোঝায় যা, দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়। এ বিহিত মুদ্রা আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ইচ্ছানুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশে ১, ২ ও ৫[১] টাকার কাগজি মুদ্রা এবং ১, ২ ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা হলো সসীম বিহিত মুদ্রা। এ মুদ্রা গ্রহণকারী কী পরিমাণ গ্রহণ করবে, বা আদৌ গ্রহণ করবে কী-না তা নির্ভর করবে, তার ইচ্ছার উপর। এসব মুদ্রার বিনিময়ে জনগণ সমপরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা দাবি করতে পারে না। বর্তমানে ১ টাকার কাগজি মুদ্রা ও ২৫, ৫০ পয়সার ধাতব মুদ্রার প্রচলন তেমন লক্ষ করা যায় না।

আমানত (Deposits): সঞ্চয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণ সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে হিসাব খুলে তাকেই আমানত বলে। তাহলে আমানত হলো ব্যাংকে গচ্ছিত জনসাধারণের মুদ্রা যা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা যায়। আমানত দুই প্রকারের। যথা— প্রাথমিক বা প্রকৃত আমানত ও সৃষ্ট আমানত। জনসাধারণ ব্যাংকে হিসাব খুলে যে নগদ অর্থ জমা দেয় তা হলো প্রাথমিক বা প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ আমানত। আর প্রাথমিক আমানতের ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে যে হিসাব খুলে তাকে চেকের মারফতে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয় তা হলো সৃষ্ট বা পরোক্ষ আমানত। আমানতকেও মুদ্রা হিসেবে গণ্য করা চলে; কারণ তা দিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেনজনিত দেনা-পাওনা পরিশোধ করা যায়। তিন ধরনের হিসাব চালু করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যক্ষ আমানত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। যথা- (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত এবং (গ) স্থায়ী আমানত।

ক. **চলতি আমানত (Demand Deposits):** যে আমানতের অর্থ চাহিবামাত্র উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি আমানত বলে। এ আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারী যেকোনো সময় আমানতের অর্থ উত্তোলন করতে পারে। ফলে এ ধরনের আমানত নগদ অর্থের গুণসম্পন্ন। এ ধরনের আমানতের ওপর কোনো সুদ দেওয়া হয় না। এই চলতি আমানতের দ্বারা আমানতকারী তাদের দৈনন্দিন দেনা মিটিয়ে থাকে। এ আমানত দুই প্রকার। যথা- সাধারণ চলতি আমানত ও বিশেষ চলতি আমানত। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করেন তাদের চলতি আমানতের মাধ্যমে লেনদেন করা সুবিধাজনক।

---

[১] ২০১৫ সালে ৫ টাকার কাগজি নোটকে সরকারি নোট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট হলো ব্যাংক নোট। আর ১, ২ ও ৫ টাকার কাগজি ও ধাতব মুদ্রা হলো সরকারি নোট ও মুদ্রা।

খ. **সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits):** সঞ্চয়ী আমানত হচ্ছে এমন এক ধরনের আমানত যার ওপর কিছু সুদ দেওয়া হয়। এই সুদ প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক কর্তৃক কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে এরূপ আমানত গঠন করা হয়। আমানতকারী আমানতকৃত অর্থের ওপর সুদ লাভ করে, তবে সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। অধিক অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংককে পূর্বেই নোটিশ প্রদান করতে হয়। এ ধরনের আমানত চাকরিজীবী এবং নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী। এ আমানত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ন্যূনতম জমার পরিমাণ নেই। ব্যাংকভেদে এ ন্যূনতম জমার পরিমাণে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সঞ্চয়ী আমানত হলো সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের হিসাব, যারা তাদের বর্তমান আয়ের একটি অংশ ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং উক্ত সঞ্চয় হতে আয় অর্জনের জন্য ব্যাংকে জমা করে।

গ. **স্থায়ী আমানত (Fixed Deposits):** নিরাপত্তা ও অধিক মুনাফার আশায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন কোনো নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের লক্ষ্যে আমানত রাখেন, তখন সেই আমানতকে স্থায়ী বা মেয়াদি আমানত বলে। এ আমানতের জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে একটি রসিদ প্রদান করে। উক্ত রসিদে আমানতকারীর হিসাব নম্বর, জমাকৃত টাকার পরিমাণ এবং আমানতের মেয়াদ ও সুদের হার উল্লেখ থাকে। আমানতের মেয়াদ শেষে আমানতকারী উক্ত রসিদ ব্যাংকের কাছে জমা দিয়ে সুদসহ আমানতের সুদময় অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। মেয়াদের পূর্বেই উত্তোলন করলে আমানতকারীকে কম সুদ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে আমানতের সর্বনিম্ন মেয়াদ ১ মাস, সর্বোচ্চ ১০ বছর হতে পারে। আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রথমে যে আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে থাকে, তাকে প্রাথমিক আমানত (প্রাথমিক রিজার্ভের পরিমাণ) বলে। প্রাথমিক আমানত এবং তার ভিত্তিতে সৃষ্ট যে আমানত পাওয়া যায়, এ দুটির সমষ্টিকে মোট সম্প্রসারিত আমানত বলে।

১০.৫ বিহিত মুদ্রা এবং আমানতের মধ্যে তুলনা (Comparison between Legal Tender Money and Deposits)

দ্রব্য ও সেবাকর্মের ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক আমানত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে তুলনা বা পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

১. বিহিত মুদ্রার আইনগত স্বীকৃতি রয়েছে; কিন্তু ব্যাংক আমানতের তেমন স্বীকৃতি নেই।
২. দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বিহিত মুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু ব্যাংক আমানতের ভিত্তিতে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না।
৩. বিহিত মুদ্রার তারল্য অসীম; সব সময়ই তা দিয়ে যেকোনো কিছু কেনা যায়। কিন্তু ব্যাংক আমানতের তারল্য খুব কম। ইচ্ছা করলেই তা দিয়ে দ্রব্য ও সেবাকর্ম কেনা যায় না।
৪. বিহিত মুদ্রায় লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ব্যাংক আমানতের ভিত্তিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবের ওপর চেক প্রদান করলেই চলে।

১০.৬ মুদ্রার মূল্য (Value of Money)

মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সাধারণ অর্থে মুদ্রার মূল্য বলতে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। মুদ্রা দ্বারা পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এজন্য মুদ্রার মূল্য পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়। অর্থাৎ ১০০ টাকা দ্বারা ২ কেজি চাল ক্রয় করা গেলে ঐ ২ কেজি চালই হলো ১০০ টাকার মূল্য। পণ্যসামগ্রীর মূল্য যেমন মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তেমনিভাবে মুদ্রার মূল্যও পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মুদ্রার মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

- **জে. এল. হ্যানসেন** এর মতে, "অর্থ যা ক্রয় করে তাই অর্থের মূল্য।"
- অধ্যাপক **ডি. এইচ. রবার্টসন** এর মতে, "এক একক অর্থের বিনিময়ে সাধারণভাবে যে পণ্য বা সেবাকর্ম ক্রয় করা যায় তাকেই অর্থের মূল্য বোঝায়।"[৬]

[৬] *"The value of money means the amount of things in general which will be given exchange for a unit money"*— D. H. Robertson.

আমরা সূত্রের সাহায্যে মুদ্রার মূল্য প্রকাশ করতে পারি–
ধরা যাক, ১ কেজি চালের দাম ২০ টাকা। তাহলে ২০ টাকার মূল্য ১ কেজি চাল।

এক্ষেত্রে ১ টাকা = $\frac{১}{২০}$ কেজি চাল। সুতরাং $V_m = \frac{1}{p}$; যেখানে V_m = Value of Money (মুদ্রার মূল্য), P = Price Level (মূল্য স্তর)

উপরের সূত্র থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, P-এর মান বাড়লে $\left(\frac{1}{p}\right)$-এর মান কমে এবং অর্থের মূল্যও কমে। আবার P-এর মান কমলে $\left(\frac{1}{p}\right)$-এর মান বাড়ে এবং অর্থের মূল্যও বাড়ে। অর্থাৎ মূল্যস্তরের সাথে অর্থের মূল্য বিপরীতভাবে সমানুপাতিক হারে সম্পর্কিত।

মুদ্রার মূল্যের চিত্রভিত্তিক প্রকাশ: প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে দামস্তর ও লম্ব অক্ষে মুদ্রার মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দামস্তর OP_0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OP_1 হলে মুদ্রার মূল্য OV_{m_0} থেকে কমে V_{m_1} হয়। অর্থাৎ P-এর সাথে V_m-এর সম্পর্ক বিপরীত।

সংখ্যাসূচক উদাহরণ: ৫০ টাকা দ্বারা তথা ৫০ টাকা দামে ১ কেজি চাল ক্রয় করা গেলে ৫০ টাকার মূল্য = ১ কেজি চাল। অর্থাৎ ১ টাকা = $\frac{১}{৫০}$ কেজি চাল। আবার চালের দাম কমে ৪০ টাকা হলে, তখন ৪০ টাকা = ১ কেজি চাল হবে বিধায় মুদ্রার মূল্য ১ টাকা = $\frac{১}{৪০}$ কেজি চাল হবে। যেহেতু $\frac{১}{৪০} > \frac{১}{৫০}$ তাই বলা যায়, দামস্তর কমলে মুদ্রার মূল্য বাড়ে। সুতরাং দামস্তর ও মুদ্রার মূল্য বিপরীত সম্পর্কে আবদ্ধ।

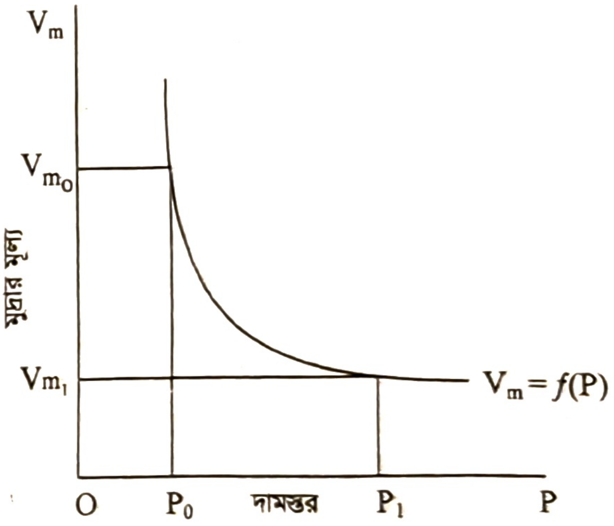

চিত্র: দামস্তর ও মুদ্রার মূল্যের মধ্যকার সম্পর্ক

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিহিত মুদ্রা কত প্রকার? *[চ. বো. ২০২২, রা. বো. ২০২১]*
২. কিসের তারল্যমান অসীম? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৩. অর্থের মূল্য কী? *[দি. বো. ২০২১]*
৪. আমাদের দেশে সর্বোচ্চ কত টাকা মানের কাগজি নোট প্রচলিত আছে? *[রাবি (অর্থনীতি) ২০০৮-০৯]*
৫. অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে কী বলে? *[চ. বো. ২০২২]*
৬. মুদ্রার মূল্য বা মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কীসের ওপর নির্ভর করে? *[দি. বো. ২০২২, ২০১৯, ২০১৭]*
৭. অর্থের মূল্যের সূত্রটি লেখো।
উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুদ্রার মূল্য ও দামস্তরের মূল্য উদাহরণের মাধ্যমে লেখো।

পাঠ ৪ ও ৫ মুদ্রার চাহিদা; মুদ্রার চাহিদার ধরন; মুদ্রার চাহিদার উপাদান; মুদ্রার যোগান এবং মুদ্রার যোগানের উপাদান

১০.৭ মুদ্রার চাহিদা (Demand for Money)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকেই মুদ্রার চাহিদা বলে। বিশদভাবে বলতে গেলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাংক ব্যতীত) যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তা হলো মুদ্রার চাহিদা। মুদ্রা দিয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেনের নিষ্পত্তি করা যায়, হঠাৎ করে উদ্ভূত কোনো আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় কিংবা সুযোগ বুঝে ঋণপত্র কিনে লাভবান হওয়া যায় অর্থাৎ ফটকা কারবার করা যায়। এসব কারণে জনসাধারণ হাতে নগদ মুদ্রা ধরে রাখতে চায়। সুতরাং, মুদ্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জনসাধারণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখে তাকে মুদ্রার চাহিদা বলে।

১০.৮ মুদ্রার চাহিদার ধরন (Types of Demand for Money)

মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই আসলে মুদ্রার চাহিদা হয়। তথা লোকে নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়। অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্স (J.M. Keynes) এর ধারণানুযায়ী তিনটি উদ্দেশ্যে সমাজে তিন ধরনের মুদ্রার চাহিদার সৃষ্টি হয়। যথা— ১. লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা; ২. সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা এবং ৩. ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা। নিচে এ তিন ধরনের মুদ্রার চাহিদার বিবরণ দেওয়া হলো—

১. **লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা (Transactionary Demand for Money):** আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা বলে। পরিবারবর্গ বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় যত বেশি হয় তাদের আর্থিক লেনদেনও তত বেশি হয়। এ জন্য তাদের মুদ্রার লেনদেন চাহিদাও বেশি হয়। তাই মুদ্রার লেনদেন চাহিদা প্রধানত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তা সুদের হার দ্বারাও প্রভাবিত হয়। অবশ্য অর্থনীতিবিদ কেইনস মনে করেন, মুদ্রার লেনদেন চাহিদা কেবল আয়ের ওপর নির্ভরশীল। মুদ্রার লেনদেন চাহিদা ও আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিরাজ করে। প্রদত্ত চিত্রে রেখার সাহায্যে মুদ্রার এ চাহিদা দেখানো হলো:

চিত্রে ভূমি অক্ষে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা (L) ও লম্ব অক্ষে আয় (Y) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, আয় Y_0 হলে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা হয় L_0 এবং আয় বেড়ে Y_1 হলে এ চাহিদা বেড়ে হয় L_1 যা যথাক্রমে e ও f বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন আয় ও অর্থের লেনদেন চাহিদা সম্পর্কসূচক e ও f বিন্দু দুটি যোগ করে যে L_t রেখাটি পাওয়া গেছে, এটি হলো মুদ্রার লেনদেন চাহিদা রেখা। মুদ্রার লেনদেন চাহিদা ও আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক থাকায় L_t রেখাটি ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে।

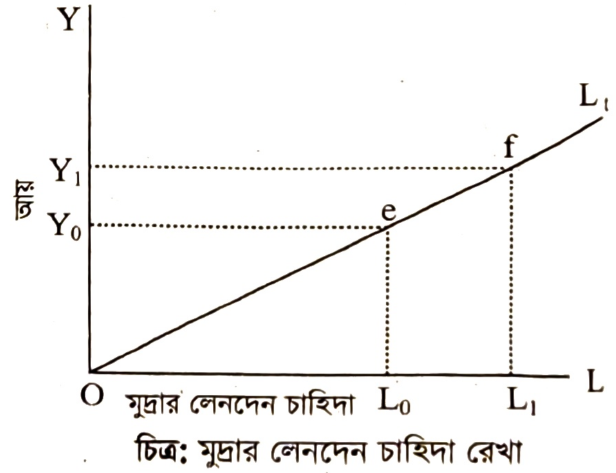

চিত্র: মুদ্রার লেনদেন চাহিদা রেখা

২. **সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা (Precautionary Demand for Money):** পূর্বে পরিকল্পনা করা যায় না এমন ব্যয় মেটানোর জন্য জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা বলে। ভবিষ্যতে আকস্মিক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, ব্যবসায়ে ক্ষতি, চাকরিচ্যুতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা রাখা হয়।
মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভর করে। আয় বাড়লে ও কমলে মুদ্রার এ চাহিদাও যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। সুতরাং বলা যায়, আয়ের সাথে মুদ্রার এ চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক। এজন্য মুদ্রার এ চাহিদা রেখা, মুদ্রার লেনদেন চাহিদা রেখার মতোই বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

৩. **ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা (Speculative Demand for Money):** কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে টাকা খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে। তাই ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকেই মুদ্রার ফটকা চাহিদা বলে। অর্থের ফটকা চাহিদা বাজার সুদের হারের ওপর নির্ভর করে।

বাজারে সুদের হার বেশি হলে ফটকা মুদ্রার চাহিদা কম হয়। কারণ তখন ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় হয়। আবার সুদের হার কমলে মুদ্রার ফটকা চাহিদা বেশি হয়; কারণ তখন নগদ অর্থ ধার দিয়ে যে আয় হয় তার চেয়ে ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত আয় বেশি হয়। তাই দেখা যায়, সুদের হারের সাথে মুদ্রার ফটকা চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

রেখাচিত্রের সাহায্যে মুদ্রার এ চাহিদা দেখানো যায়:

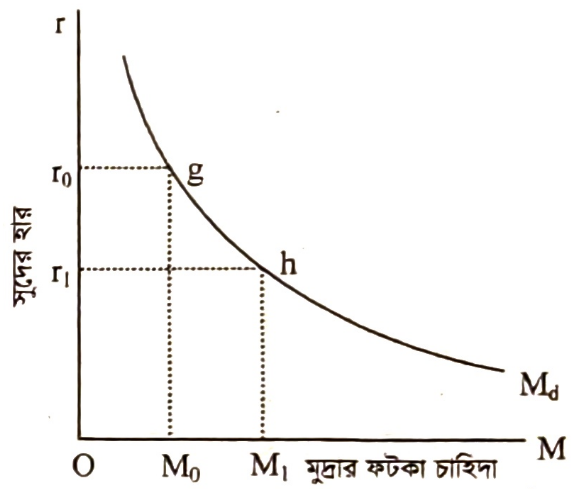

চিত্র: মুদ্রার ফটকা চাহিদা রেখা

চিত্রে, ভূমি অক্ষে মুদ্রার ফটকা কারবারজনিত চাহিদা এবং লম্ব অক্ষে সুদের হার r পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, সুদের হার r_o থেকে r_1 এ কমলে মুদ্রার ফটকা চাহিদা M_0 থেকে বেড়ে M_1 হয়, যা যথাক্রমে g ও h বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। সুদের হার ও মুদ্রার ফটকা চাহিদার সম্পর্ক সূচক g ও h বিন্দু দুটি যোগ করে যে M_d রেখাটি পাওয়া গেছে, তাই হলো মুদ্রার ফটকা চাহিদা রেখা। মুদ্রার ফটকা চাহিদা ও সুদের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকায় M_d রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে।

১০.৯ মুদ্রার চাহিদার উপাদান (Factors of Demand of Money)

মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য মুদ্রার চাহিদা হয়। মুদ্রার চাহিদার উপাদানসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **আয়:** মুদ্রার লেনদেন ও সতর্কতামূলক চাহিদা সরাসরি আয়ের ওপর নির্ভরশীল। যে পরিবারের আয় বেশি তার লেনদেনের প্রয়োজনও বেশি। আবার আয় বেশি হলে পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বেশি চিন্তা-ভাবনা হয়। এ জন্য আয় বেশি হলে মুদ্রার চাহিদাও বেশি হয়।

২. **প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা:** প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান বেশি হলে মানুষ ভোগের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে। ফলে অর্থের লেনদেন চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এটিও মুদ্রার চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩. **প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা:** অর্থের চাহিদার একটি অন্যতম উপাদান হলো প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা। প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বেশি হলে অর্থের লেনদেন চাহিদা কমে যায়। আর প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা কম হলে অর্থের লেনদেন চাহিদা বেড়ে যায়।

৪. **আয় প্রাপ্তির মেয়াদ:** অর্থের চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আয় প্রাপ্তির মেয়াদ। যে ব্যক্তি প্রতিদিনের বেতন প্রতিদিন পেয়ে থাকেন তার নগদ অর্থের চাহিদা কম হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি মাসের শেষে বেতন পেয়ে থাকেন তাহলে তার নগদ অর্থের চাহিদা বেশি হবে। অর্থাৎ আয় প্রাপ্তির মেয়াদ যত বেশি হয় অর্থের চাহিদাও তত বেশি হয়।

জেনে রাখো

যারা মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি করে:
১. ব্যক্তি
২. বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান
৩. সরকার
৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান
৫. বিলের দালাল।

৫. **সুদের হার:** সুদের হার বেশি হলে মানুষ বেশি করে সঞ্চয় করে। ফলে নগদ অর্থ হাতে কম রাখতে চায়। অন্যদিকে, সুদের হার হ্রাস পেলে মানুষ কম করে সঞ্চয় করতে চায়। ফলে নগদ অর্থ হাতে রাখার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার সুদের হার কমলে ফটকাজনিত অর্থের চাহিদা বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ফটকাজনিত অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়।

৬. **দামস্তর:** দামস্তর অর্থের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। দামস্তর বেড়ে গেলে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণ নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে দাম হ্রাস পেলে নগদ অর্থের চাহিদা কমে যায়।

৭. **মুদ্রা বাজার:** দেশের মুদ্রা বাজার শক্তিশালী হলে তথা অধিক সংখ্যক উন্নতমানের ও সুগঠিত ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান থাকলে নগদ অর্থ হাতে বেশি রাখতে হয় না। অপরদিকে মুদ্রা বাজার অনুন্নত ও অসংগঠিত হলে তথা অধিক সংখ্যক উন্নত মানের ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান না থাকলে মানুষের নগদ অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়।

৮. **ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা:** ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা এবং ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির প্রত্যাশা থাকলে মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে মুদ্রার চাহিদা বেশি হয়।

১০.১০ মুদ্রার যোগান (Supply of Money)

অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর মধ্যে মুদ্রার যোগান অন্যতম। সাধারণভাবে অর্থের যোগান দ্বারা একটি দেশের মোট অর্থের পরিমাণ প্রকাশ পায়। মোট অর্থের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা (কারেন্সি) ও চাহিদা আমানত অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রচলিত মুদ্রা বলতে সব রকমের ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোটের সমষ্টিকে বোঝানো হয়। ব্যাংকের চাহিদা আমানত বলতে সেই আমানতকে বোঝানো হয়, যা থেকে আমানতকারী চাওয়া মাত্র অর্থ তুলতে পারে। সুতরাং অর্থের যোগানের সংজ্ঞা দাঁড়ায়— একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত মুদ্রা (কারেন্সি) ও চাহিদা আমানতের সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে।

সংজ্ঞানুসারে অর্থের যোগান $M_S = C_P + DD$; যেখানে, M_S = অর্থের যোগন, C_P = জনগণের নিকট কারেন্সির পরিমাণ (Currency held by people) এবং DD = জনগণের চাহিদা আমানত (Demand Deposits or Current Account)।
উপরের সংজ্ঞাকে অনেকে সংকীর্ণ সংজ্ঞা বলেন। কিন্তু এটিই অধিক ব্যবহৃত সংজ্ঞা। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ **মিল্টন ফ্রিডম্যান** (১৯১২-২০০৬) অর্থের যোগানের সংজ্ঞাকে প্রসারিত করেন। তার মতে, $M_S = C_P + DD + TD$; যেখানে C_P = জনগণের হাতের মুদ্রা, DD = ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত, TD = মেয়াদি আমানতের পরিমাণ (Time Deposits)।

১০.১১ মুদ্রার যোগানের উপাদান (Elements of Money Supply)

মুদ্রার যোগান কতকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট। নিচে মুদ্রার যোগানের উপাদানগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **জনগণের হাতে মুদ্রা (Currency with the Public):** জনগণের হাতে মুদ্রা হলো মোট মুদ্রার যোগান থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে সংরক্ষিত কারেন্সি নোট এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভল্টে রক্ষিত নোট এ দুয়ের সমষ্টির বিয়োগফল। সংক্ষেপে সমীকরণটি হলো নিম্নরূপ—
$CU = M_S - (C_C + C_B)$; যেখানে, CU = জনগণের হাতের মুদ্রা, M_S = মুদ্রার সরবরাহ; C_C = কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে সংরক্ষিত মুদ্রা এবং C_B = বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভল্টে রক্ষিত নোট। উল্লেখ্য, C_C ও C_B উপাদান দুটি কখনো জনগণের হাতে আসে না। তাই জনগণের হাতের মুদ্রা থেকে তা বাদ দেওয়া হয়।

২. **চাহিদা আমানত (Demand Deposits):** ব্যাংকে গচ্ছিত ঐ আমানতকে চাহিদা আমানত বলে, যা গ্রাহকরা চাওয়ামাত্র ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। এ ধরনের আমানত যারা ব্যাংকে রাখে তারা তা যেকোনো সময় নগদ অর্থে রূপান্তরিত করতে পারে অথবা লেনদেনের কাজে ব্যবহার করতে পারে। চলতি আমানতের বিপক্ষে চেক ইস্যু করে লেনদেন সম্পাদন করা হয়। উন্নত দেশগুলোতে বেশিরভাগ আর্থিক লেনদেন চলতি আমানতের বিপক্ষে চেক ইস্যু করে সম্পাদন করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এ ধরনের লেনদন শুরু হচ্ছে। চাহিদা আমানত মুদ্রার মতোই কাজ করে বলে তা মুদ্রার যোগানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমীকরণের সাহায্যে মুদ্রার যোগানের এ উপাদানটি প্রকাশ করা যায়: $DD = M_S - (C_U + TD)$; যেখানে, DD = চাহিদা আমানত ও TD = মেয়াদি আমানত।
অন্য কথায়, মুদ্রার মোট যোগান থেকে জনগণের হাতের মুদ্রা ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টি বাদ দিলে যা থাকে তাই চাহিদা আমানত।

৩. **মেয়াদি আমানত (Time Deposits):** ব্যাংক ও যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত যে মুদ্রা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সুদসহ উত্তোলন করা যায় না তাকে মেয়াদি আমানত বলে। এটিও মুদ্রার যোগানের একটি উপাদান। মেয়াদি আমানত বলতে মোট মুদ্রার যোগান থেকে চাহিদা আমানত এবং জনগণের হাতের মুদ্রা বাদ দিলে যা থাকে তাকে বোঝায়। সমীকরণের সাহায্যে বলা যায়: $TD = M_S - (C_U + DD)$; যেখানে, TD = মেয়াদি আমানত।

তাই উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, মুদ্রার যোগানের উপাদান হলো প্রধানত তিনটি; যথা— ১. জনগণের হাতের মুদ্রা (CU), ২. ব্যাংকের চাহিদা আমানত (DD) এবং ৩. ব্যাংকের মেয়াদি আমানত (TD)।
$\therefore$ অর্থ সরবরাহ MS = CU + DD + TD।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থের ফটকা চাহিদা কিসের ওপর নির্ভর করে? *[ব. বো. ২০২২]*
২. J. M. Keynes এর মতে, অর্থের চাহিদা কয় প্রকার?
৩. আয় ও মুদ্রার চাহিদার মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান?
৪. বাজার সুদের হারের সাথে মুদ্রার ফটকা চাহিদার সম্পর্ক কীরূপ?
৫. অর্থ সরবরাহের প্রধান উপাদান কয়টি? *[সি. বো. ২০২১]*
৬. মুদ্রার যোগান হ্রাস পেলে কী ঘটে? *[কু. বো. ২০১৯]*
৭. বিস্তৃত মুদ্রার উপাদান কী কী? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুদ্রার যোগানের উপাদানসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৬ ও ৭ মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য

১০.১২ মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য (Quantity Theory of Money: Fisherian Version)

অর্থের মূল্য পরিবর্তন এবং নির্ধারণ সম্পর্কিত তত্ত্বই মূলত অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব। ১৮৮৬ সালে সাইমন নিউকম্ব (Simon Newcomb) তার 'Principle of Political Economy' নামক গ্রন্থে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক বক্তব্য রাখেন। মার্কিন অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার (Irving Fisher) ১৯১১ সালে তার 'The Purchasing Power of Money' নামক গ্রন্থে সাইমন নিউকম্বের বক্তব্যকে পরিমার্জন এবং সম্প্রসারণ করেন। এ তত্ত্বকে 'Quantity Theory of Money' বলা হয়।

মূলবক্তব্য: ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বে বলা হয় যে, অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যেভাবে নির্ধারিত হয় অর্থের মূল্যও ঠিক একইভাবে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যেমন তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থের মূল্যও অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ফিশারের মতে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্য বিপরীতমুখী। অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে অর্থের মূল্য ঐ একই হারে কমে। আর অর্থের যোগান যে হারে কমে অর্থের মূল্যও ঐ একই হারে বাড়ে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্যও দ্বিগুণ হবে। অতএব ফিশারের মতে, "অর্থের যোগানের ওপরই অর্থের মূল্য নির্ভর করে এবং অর্থের যোগানের পরিবর্তন হলে অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়।"

ফিশারের তত্ত্বের অনুমিত শর্ত: ফিশারের তত্ত্বটি নিম্নোক্ত অনুমিত শর্তের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত–

১. অর্থ কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত
২. শুধু লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদার সৃষ্টি হয়
৩. অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ বিরাজমান
৪. স্বল্পকালে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও লেনদেন স্থির থাকে
৫. লেনদেনের পরিমাণ স্থির থাকে বিধায় অর্থের প্রচলন গতিও স্থির থাকে
৬. অর্থের চাহিদা ও যোগান সর্বদা সমান থাকে এবং
৭. দ্রব্যের দামস্তরের কোনো ভূমিকা নেই।

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা: ফিশারের মতে, অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় অর্থের মূল্যও তার চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অর্থের চাহিদা (Demand for Money): শুধু পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অর্থের চাহিদা হয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ অর্থের চাহিদা হবে তা নির্ভর করে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T) এবং দামের (P) ওপর। সেজন্য মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T)-এর সাথে দাম (P) গুণ করলেই অর্থের মোট চাহিদা পাওয়া যায়। $\therefore MD = PT$

অর্থের যোগান (Supply of Money): একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণই হলো অর্থের যোগান। অর্থের মোট যোগান বিহিত মুদ্রা (M), কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত নোট ও কয়েন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র (M_1) (চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ক্রেডিট কার্ড)-এর সমষ্টি।

তাছাড়া এদের প্রচলন গতিও (V) বিবেচনায় আনতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা যতবার হাত বদলায় তাকে অর্থের প্রচলন গতি (Velocity of Circulation) বলা হয়। যেমন—

১ বছরে ১০ টাকার একটি নোট ১০০ বার হাত বদল হলে নোটটি ১০০টি নোটের কাজ করল। মোট বিহিত মুদ্রাকে (M) তাদের প্রচলন গতি দ্বারা গুণ করে মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ পাওয়া যায়।

তেমনিভাবে ব্যাংক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র (M_1) যেমন— চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমেও কেনাবেচা হয়। এগুলোরও প্রচলনগতি (V_1) আছে। ঋণপত্র (M_1)-কে তাদের প্রচলন গতি (V_1) দ্বারা গুণ করলে মোট ঋণপত্রের পরিমাণ পাওয়া যাবে। অতএব, অর্থের মোট যোগান হলো মোট বিহিত মুদ্রা এবং ঋণপত্রের পরিমাণ ও নোটের প্রচলন গতির গুণফলের সমান।

ফিশারের বিনিময় সমীকরণ (Fisher's Equation of Exchange): আরভিং ফিশার নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। তার সমীকরণটি হলো—

$$PT = MV + M_1V_1$$

$$\text{বা, } P = \frac{MV + M_1V_1}{T}$$

যেখানে, P = দামস্তর/মূল্যস্তর, M = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ, V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি, M_1 = ঋণপত্র, V_1 = ঋণপত্রের প্রচলন গতি, T = দ্রব্য সেবার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

ফিশারের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদা (PT) এবং যোগান ($MV + M_1V_1$) সমান হয়। যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যই শুধু অর্থের চাহিদা হয়, সেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় হয় তাই অর্থের চাহিদা। তার মতে, স্বল্পকালে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T) স্থির থাকে বিধায় অর্থের প্রচলন গতি (V) এবং ঋণপত্রের প্রচলনগতি (V_1) স্থির থাকে। ফলে অর্থের পরিমাণ (M ও M_1) যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সে হারে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে দামস্তরও অর্ধেক হবে। যেহেতু দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্য বিপরীতমুখী তবে সমানুপাতিক হারে, সেহেতু দামস্তর দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং দামস্তর অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। সুতরাং, অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। এটাই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারীয় ভাষ্যের মূল বক্তব্য।

গাণিতিক উদাহরণ: ধরা যাক, M = 100, V = 5, M_1 = 50, V_1 = 5 এবং T = 25

$$\text{তাহলে } P = \frac{(100 \times 5) + (50 \times 5)}{25} = \frac{500 + 250}{25} = \frac{750}{25} = 30$$

এখন M এবং M_1 বেড়ে দ্বিগুণ হলে—

$$P = \frac{(200 \times 5) + (100 \times 5)}{25} = \frac{1000 + 500}{25} = \frac{1500}{25} = 60$$

সুতরাং, অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হয়। ফলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়। আবার M এবং M_1 অর্ধেক হলে— $P = \frac{(50 \times 5) + (25 \times 5)}{25} = \frac{250 + 125}{25} = \frac{375}{25} = 15$

অতএব, অর্থের যোগান অর্ধেক হলে দামস্তরও অর্ধেক হবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ:

প্রদত্ত 'ক' ও 'খ' উভয় চিত্রেই ভূমি অক্ষে মুদ্রার যোগান (M), 'ক' চিত্রে লম্ব অক্ষে দামস্তর (P) এবং 'খ' চিত্রে লম্ব অক্ষে মুদ্রার মূল্য (V_m) পরিমাপ করা হয়েছে। 'ক' চিত্রে $P = f(M)$ রেখা ৪৫° হওয়ায় তা মুদ্রার যোগান ও দামস্তরের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক দেখায়। 'ক' চিত্রে দেখা যায়, মুদ্রার যোগান OM_0 থেকে বেড়ে OM_1 হলে দামস্তরও সমানুপাতিক হারে বেড়ে OP_0 থেকে OP_1 হয় তখন 'খ' চিত্রে মুদ্রার মূল্য OV_{m0} থেকে কমে OV_{m1} হয়। আবার 'ক' চিত্রে যখন মুদ্রার যোগান OM_0 থেকে কমে OM_2 হয় তখন দামস্তরও কমে OP_0 থেকে OP_2 হয় তখন 'খ' চিত্রে মুদ্রার মূল্য OV_{m0} থেকে বেড়ে OV_{m2} হয়।

সুতরাং অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের মূল্য হ্রাস পায়। অর্থের যোগান হ্রাস পেলে দামস্তর হ্রাস পায় কিন্তু অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অতএব, অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক সরাসরি কিন্তু অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

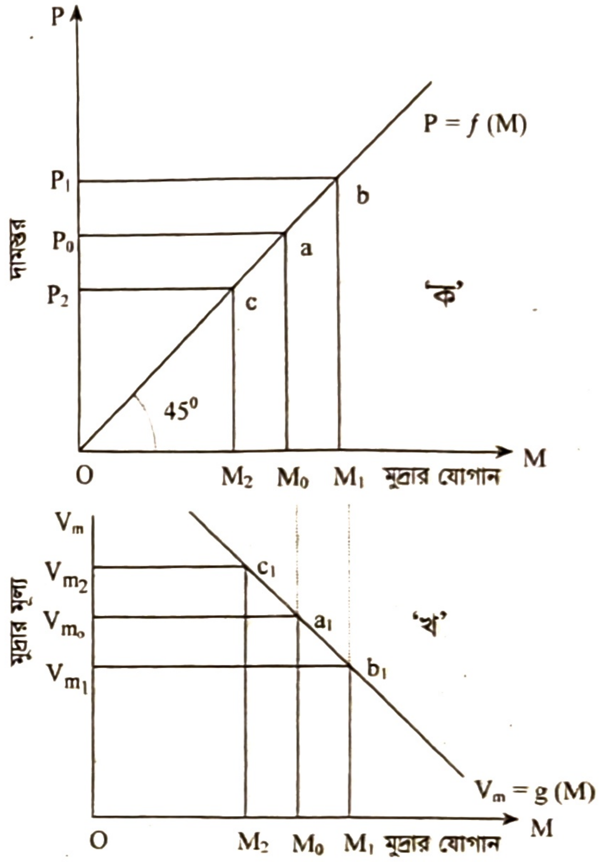

চিত্র: মুদ্রার যোগান এবং দামস্তর ও মুদ্রার মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক

ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা: ফিশার প্রদত্ত মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বটি নানা দোষ-ত্রুটির কারণে নিম্নোক্ত বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।

১. মুদ্রার যোগান স্থির থাকলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভোক্তার রুচি, ফ্যাশন, জনসংখ্যা, মজুরি, পরোক্ষ কর প্রভৃতি উপাদানের পরিবর্তনের কারণে দামস্তরের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাই মুদ্রার যোগানের পরিবর্তন দামস্তর পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হতে পারে না।

২. বিভিন্ন কারণে T, V এবং V_1 পরিবর্তিত হয় এবং এজন্য M ও P-এর মধ্যে পরিবর্তন সবসময় সমানুপাতিক হয় না। তাই দামস্তর ও মুদ্রার যোগানের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক সঠিক নয়।

৩. কেবল পূর্ণ নিয়োগস্তরের পরেই মুদ্রার যোগানের বৃদ্ধি দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটায়। কারণ পূর্ণ নিয়োগস্তরের নিচে মুদ্রার যোগান বাড়ানো হলে তা দামস্তর না বাড়িয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ায়। পূর্ণ নিয়োগ একটি অবাস্তব ধারণা।

৪. মূল্য সংরক্ষণ, ঋণ পরিশোধ, ফটকা কারবার প্রভৃতি কারণেও মুদ্রার চাহিদা হতে পারে। তাই মুদ্রা যে কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয় তা ঠিক নয়। তত্ত্বটিতে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণে মুদ্রার যোগানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে তার চাহিদার গুরুত্ব উপেক্ষা করা হয়েছে। এটি দাম নির্ধারণ তত্ত্বের পরিপন্থি।

অর্থনীতিবিদ ফিশারের মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বের উল্লিখিত ত্রুটিগুলো থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা চলে, মুদ্রার পরিমাণ তথা যোগানের সাথে দামস্তরের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সে কথা তত্ত্বটি থেকে জানা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'Quantity Theory of Money' তত্ত্বটি কে দিয়েছেন?
২. ফিশারের বিনিময় সমীকরণে MV = PT এখানে MV দ্বারা কী বোঝায়? *[সি. বো., দি. বো. ২০২১]*
৩. M = ২০০০, V = ২ ও T = ১০ হলে P = কত হবে? *[য. বো. ২০১৬]*
৪. ফিশারের বিনিময় সমীকরণটি লেখো। *[চবি ডি ইউনিট ২০১৭-১৮]*

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

M এর মান 1000 এবং 2000 একক হলে দাম (P) যথাক্রমে 6 এবং 12 টাকা হয়; তখন অর্থের মূল্য কত হবে তা একটি ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৮ ব্যাংকের সংজ্ঞা; কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

১০.১৩ ব্যাংকের সংজ্ঞা (Definition of Bank)

ইংরেজি Bank শব্দটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে বা কখন থেকে প্রচলিত এ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন জার্মান শব্দ 'Banck' থেকে Bank শব্দটি এসেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন Bank শব্দটি এসেছে ইতালির 'Banco' শব্দটি থেকে। ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং জমাকৃত অর্থ অলসভাবে ফেলে না রেখে বরং ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন বা ভোগের নিমিত্তে ঋণদান করে থাকে। সংগৃহীত আমানত অর্থের উপর আমানতকারীকে অপেক্ষাকৃত কম সুদ প্রদান করে কিন্তু ঋণগ্রহণকারীর উপর চড়া সুদ আরোপ করে। প্রাপ্ত সুদের উদ্বৃত্ত অংশই ব্যাংকের মুনাফা সৃষ্টি করে। অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংককে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন—

> অর্থনীতিবিদ **জিওফ্রে ক্রাউথার**-এর মতে, "ব্যাংক তার নিজের ও অন্য লোকের ঋণের ব্যবসা করে।"[৭]
>
> প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **রিচার্ড সিডনি সেয়ার্স** (১৯০৮-১৯৮৯)-এর মতে, "ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ অন্যান্য লোকের ঋণ পরিশোধের জন্য গৃহীত হয়।"[৮]
>
> অধ্যাপক **কেয়ার্নক্রসের** মতে, "ব্যাংক হলো আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ধার ও ঋণের কারবারি।"[৯]

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্প সুদের হারে জনগণের কাছ থেকে তাদের সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখে; উচ্চ সুদের হারে আমানতকৃত অর্থ থেকে ঋণ প্রদান করে এবং সকল আর্থিক লেনদেন চেক গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

১০.১৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

'ক' দেশটিতে 'ব্যাংক অব A' নামের একটি ব্যাংক রয়েছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে 'ক' দেশটির অর্থবাজার ও মুদ্রা বাজারের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংকটি 'ক' দেশটির সরকারের মালিকানাধীন এবং এটি দেশের বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত ব্যাংকগুলোকে গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। কোনো ব্যাংক যদি অতিরিক্ত সুদ ধার্য করে তবে 'ব্যাংক অব A' তা নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কোনো ব্যাংকের যদি দেউলিয়া হওয়ার মতো অবস্থা হয় তবে 'ব্যাংক অব A' ঋণদানের মাধ্যমে উক্ত ব্যাংকটিকে টিকিয়ে রাখে। এভাবেই 'ব্যাংক অব A' 'ক' দেশটির জনকল্যাণে কাজ করছে। উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, 'ব্যাংক অব A' হলো 'ক' দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কারণ 'ব্যাংক অব A' হলো 'ক' দেশটির মুদ্রা বাজারের গতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক, অভিভাবক ও মুদ্রা ইস্যুকারী হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি এটি দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি ব্যাংক। এখানে তোমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

চিত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি একক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মুনাফা অর্জন নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

অধ্যাপক **ভেরা স্মিথ** (১৯১২-১৯৭৬) বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং বলতে মূলত এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কেবল একটি ব্যাংকের নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকার থাকে।'[১০]

অধ্যাপক **আর. পি. কেন্ট** বলেন, 'এটিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা জনকল্যাণার্থে দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ, প্রসার ও সংকোচন-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত।'[১১]

আন্তর্জাতিক লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংক আইন মোতাবেক, 'একটি দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যে ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।'[১২]

---

[৭] "A Bank is a dealer in debts of his own and other peoples."— Geoffrey Crowther.

[৮] "A Bank is an institution whose debts are widely accepted in the settlement of other peoples debt to each other"— R. S. Sayers.

[৯] "A Bank is a financial intermediary— a dealer in loans and debts."— Cairncross.

[১০] Central Banking is a banking system in which a single bank has either complete control or a residuary monopoly of note issue'.– Vera Smith.

[১১] It may be defined as an institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of *money in the interest of the general public welfare.* – R. P. Kent.

সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার ওপর মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকার ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রক, ঋণের পরিমাণ ও ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। মুনাফা অর্জন নয় বরং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাওয়া এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে। যেমন- বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', ইংল্যান্ডে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড', ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি।

১০.১৫ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of the Central Bank)

একটি দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানামুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে। কাজের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী এর কার্যাবলিকে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা- ক. সাধারণ কার্যাবলি খ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি গ. দেশের সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি ঘ. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি এবং ঙ. অন্যান্য কার্যাবলি। নিচে বিভিন্ন কার্যাবলি প্রবাহ চিত্রে দেখানো হলো:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

সাধারণ কার্যাবলি	সরকারের ব্যাংক হিসেবে	বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে
১. নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন	১. সরকারি তহবিল সংরক্ষণ	১. ব্যাংক গঠন ও সম্প্রসারণ
২. মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ	২. অর্থ জমা, গ্রহণ ও স্থানান্তর	২. রিজার্ভের আমানতকারী
৩. মুদ্রার মান সংরক্ষণ	৩. সরকারের হিসাব সংরক্ষণ	৩. ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল
৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ	৪. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি	৪. নিকাশ ঘর হিসেবে
৫. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ	৫. সরকারি ঋণের উৎস	৫. বিভিন্ন উপায়ে সাহায্যকারী
৬. দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা	৬. আর্থিক নীতির বাস্তবায়ন	

উন্নয়নমূলক	অন্যান্য
১. বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন	১. গবেষণা
২. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন	২. তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৩. রিপোর্ট তৈরি
৪. সমবায় ব্যাংকের উন্নয়ন	

ক. সাধারণ কার্যাবলি (General Functions): কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে—

১. **নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হলো দেশের জনগণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনানুযায়ী নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন করা। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার। নোট প্রচলনের জন্য ব্যাংকটি প্রচলনকৃত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে।

২. **মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ:** এ ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা বাজারের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে এ ব্যাংক দেশে মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার সরবরাহে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিময় হার নির্ধারণ ও বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে।

৩. **মুদ্রার মান সংরক্ষণ:** এ ব্যাংক মুদ্রার যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশীয় মুদ্রার মান তথা ক্রয়ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। আবার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার মান সংরক্ষণ করে।

৪. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ব্যাংক দেশে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ব্যাংক ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি, খোলাবাজার নীতি, ব্যাংক জমার হার পরিবর্তন নীতি, ঋণের বরাদ্দকরণ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে।

> **ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী?**
>
> কোনো দেশে ঋণের পরিমাণ কাম্য স্তরে রাখা ও কাঙ্ক্ষিত খাতে তা প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান নীতির ওপর বিধি-নিষেধ বা শর্তাদি আরোপ করাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

---

[১২] A Central Bank is one which is vested with the responsibility of controling the amount of money and credit. – Bank for International Settlement.

৫. **বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ:** একটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সফলতা অনেকাংশে বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. **দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা:** মুদ্রা সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি (Functions as Govt. Bank): বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দেশের সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। সরকারের ব্যাংকার হিসেবে এর কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. সরকারের তহবিল সংরক্ষণ, ২. অর্থ জমা, গ্রহণ ও স্থানান্তর, ৩. সরকারের হিসেব সংরক্ষণ, ৪. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি, ৫. সরকারের বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন এবং ৬. সরকারের ঋণের উৎস।

গ. দেশের সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি (Functions as a Bank of other Banks): কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকেরও ব্যাংকার। সে হিসেবে তাকে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়– ১. ব্যাংক গঠন ও সম্প্রসারণ, ২. সদস্য ব্যাংকগুলোর নগদ রিজার্ভের আমানতকারী, ৩. ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল, ৪. নিকাশঘর হিসেবে কাজ এবং ৫. বিভিন্ন উপায়ে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে সাহায্য করা।

ঘ. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development Functions): কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও নানা ধরনের কাজ করে থাকে।

১. **বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রেখে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। বিশেষত সরকারকে বাণিজ্যনীতি নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরমার্শ কেন্দ্রীয় ব্যাংকই দিয়ে থাকে।

> **জেনে রাখো**
>
> **ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য:**
>
> ১. অভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা,
> ২. দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা,
> ৩. দেশে মুদ্রাস্ফীতি অথবা মন্দাভাব রোধ করা,
> ৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি,
> ৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা

২. **কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন:** একটি দেশের কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে বিভিন্ন নীতি (যেমন- নৈতিক প্ররোচনা) নির্ধারণের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

৩. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অনুন্নত ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আর্থিক নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন করে সরকার উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করে থাকে।

৪. **সমবায় ব্যাংকের উন্নয়ন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমবায় ব্যাংকের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে

ঙ. অন্যান্য কার্যাবলি (Other Functions):

১. **গবেষণা:** একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য নতুন নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গবেষণা করে থাকে।

২. **তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ:** সরকারের ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে।

৩. **রিপোর্ট তৈরি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতির তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা ও রিপোর্ট তৈরি করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়? *[ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিট ২০২২-২৩]*
২. কোন ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়? *[চবি বি ইউনিট ২০১৩-১৪]*
৩. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককের নাম কী? *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]*
৪. নতুন নোট প্রচলনের একক অধিকার ভোগ করে কোন ব্যাংক? *[কুমিল্লা বিশ্ব. বি ইউনিট ২০১৫-১৬; ঢা. বো. ২০২১]*
৫. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রম সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে কে? *[রোকেয়া বিশ্ব. সি ইউনিট ২০১৩-১৪]*
৬. কোন ব্যাংককে সব ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়? *[সি. বো ২০১৬]*
৭. নোটের বিপরীতে নিরাপত্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কী রিজার্ভ রাখে?

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো একটি ছকে এঁকে দেখাও।

পাঠ ৯ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি; পরিমাণগত ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

১০.১৬ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Methods of Credit Control of the Central Bank)

'A' নামক দেশটিতে সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণ দেয়। এতে বাজারে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে দেশটিতে মুদ্রার মান কমে যায়। এ অবস্থায় ব্যাংকগুলোর অভিভাবক হিসেবে খ্যাত 'ব্যাংক অব A' আকর্ষণীয় সুদের হারে খোলাবাজারে ১, ২ এবং ৫ বছরমেয়াদি বিভিন্ন ঋণপত্র ছাড়ে। পরবর্তীতে ব্যাংকগুলো এসব ঋণপত্র কেনার ফলে বাজারের বেশি পরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যাংকটিতে জমা হয়। এ অবস্থায় ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণ দিয়েছে তাদের সম্পর্কে 'ব্যাংক অব A' তদন্ত করে। রিপোর্টের প্রেক্ষিতে দুটি ব্যাংকের ৬ মাসের জন্য নিকাশ ঘর সুবিধা বন্ধ রাখে এবং একটি ব্যাংককে সর্তকীকরণ নোটিশ দেয়। এভাবে A নামক দেশটিতে ব্যাংকগুলো যে অতিরিক্ত ঋণ দিয়েছে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 'A' দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'ব্যাংক অব A' খোলাবাজারে ১, ২ এবং ৫ বছরমেয়াদি যে বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রি করার মাধ্যমে মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা এনেছে এ পদ্ধতিটি হলো খোলাবাজার নীতি। এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত পদ্ধতির অন্যতম একটি পদ্ধতি। আবার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য বা এ ধরনের পরিস্থিতি যেন আবার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ব্যাংক অব সিকিউরড (Bank of Secured) বিধি অমান্য করার ফলে দুটি ব্যাংকের নিকাশঘর সুবিধা বন্ধ করার পদক্ষেপটি প্রত্যক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতির একটি ধরন। এখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার মান ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ঋণ দেওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থিতিশীল রাখার জন্য সময়োপযোগী কাজ ও পদক্ষেপ নেয় তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন পদ্ধতিকে বোঝায়, যা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কাম্য সরবরাহ বজায় রাখতে পারে। দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজারে অর্থের ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত কোনোটাই কাম্য নয়। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাজারে কাঙ্ক্ষিত সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। দেশের মূল্যস্তর তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ কাজ পরিচালনা করে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে বা বাড়িয়ে থাকে তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হলো—

ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

পরিমাণগত পদ্ধতি	গুণগত পদ্ধতি
❑ ব্যাংক হার নীতি	❑ ঋণের রেশনিং (বরাদ্দকৃত ঋণ)
❑ খোলাবাজার নীতি	❑ ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ
❑ নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি	❑ বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন
❑ রিজার্ভ হারের পরিবর্তন নীতি	❑ নৈতিক প্ররোচনা
	❑ প্রত্যক্ষ আদেশ ও কাজ
	❑ নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ

ছক: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ক. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেগুলো হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত পদ্ধতি। নিচে এ পদ্ধতির হাতিয়ারগুলো আলোচনা করা হলো—

১. ব্যাংক হার নীতি: ব্যাংক হার বলতে এমন একটি হারকে বোঝানো হয় যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উত্তম শ্রেণির ঋণপত্র জমা রেখে বা প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল পুনঃবাট্টা করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে। সহজ কথায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য নিম্নতম সুদের হারই হলো ব্যাংক হার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যাংক হার নীতির কার্যক্রম: ব্যাংক হার এবং বাজার সুদের হার তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রদেয় ঋণের সুদের হার এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার সুদের হারের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রদানযোগ্য ঋণের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রদানযোগ্য ঋণের ওপর সুদের হার বাড়ে। তখন ঋণের চাহিদা কমলে প্রদেয় ঋণের পরিমাণও কমে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে ব্যাংক হার কমায়। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের প্রদেয় ঋণের জন্য সুদের হার কমিয়ে দেয়। এর ফলে ঋণের চাহিদা বাড়লে ঋণের পরিমাণও বাড়ে।

২. খোলাবাজার নীতি: দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

খোলাবাজার নীতির কার্যক্রম: কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে। ঋণপত্রের ক্রেতারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর চেক কেটে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ চেকের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত থেকে আদায় করে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে গেলে ঋণের পরিমাণ কমে। বিপরীত অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্রের বিক্রেতাদেরকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর চেক প্রদান করে। বিক্রেতারা সে চেকগুলো তাদের ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংকগুলো তা আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দেয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত বাড়ে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি পরিমাণে ঋণ দিতে পারে।

৩. নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি: প্রায় সকল দেশেই ব্যাংকিং আইনানুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। আমানতি অর্থের যে শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তাকেই নগদ জমার হার বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ হার পরিবর্তন করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতির কার্যক্রম: নগদ জমার হার বাড়লে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে; তখন তাদের ঋণদান ক্ষমতা কমে গেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে। আবার নগদ জমার হার কমানো হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়ে। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ক্ষমতা বেড়ে যায় বলে ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

খ. গুণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও ঋণদানের নিয়মাবলি পরিবর্তন করে তাকে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদ্ধতির দ্বারা ঋণের গুণগত নিয়ন্ত্রণ করে তা নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **ঋণের রেশনিং (বরাদ্দকৃত ঋণ):** এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট নীতির অধীনে অর্থনীতির কিছু নির্বাচিত খাতে ঋণ প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বা তা তুলে নেয়। দেশে ঋণের সংকোচন ঘটাতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত খাতের সংখ্যা বাড়ায়, আর বিপরীত অবস্থায় তা কমায়।

২. **ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** বর্তমানে টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করে। দেশে ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রদেয় ভোক্তার ঋণের শর্তাদি কঠিনতর করতে পারে; যেমন- এক্ষেত্রে ক্রয়ের সময় প্রাথমিকভাবে নগদ অর্থ জমা দেওয়ার অংশ বাড়াতে ও কিস্তির সংখ্যা কমাতে পারে। আবার অর্থনীতিতে ঋণের প্রসার ঘটানোর বেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিকভাবে নগদ জমা দেওয়ার অংশ কমাতে ও কিস্তির সংখ্যা বাড়াতে পারে।

৩. **বন্ধকী (জামানতী) ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন:** ঋণগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বন্ধকীকৃত সম্পদের মোট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ জমা হিসেবে রেখে বাকি অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের প্রসার ঘটাতে চাইলে বন্ধকী ঋণের নগদাংশ কমায়, আর ঋণের সংকোচন করতে চাইলে এর অংশ বাড়ায়।

৪. **নৈতিক প্ররোচনা:** দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পত্র-পত্রিকা, টিভি, রেডিও, ব্যাংকারদের সাথে সভা ও মতবিনিময় প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অধিক ঋণ নেওয়া বা না নেওয়ার ব্যাপারে জোর প্রচারণা চালাতে পারে। প্রচারণার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান ও জনগণ ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক হলে ঋণের যোগান কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. **প্রত্যক্ষ আদেশ ও কাজ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তফসিলভুক্ত ব্যাংক হওয়ায় আইনত তার আদেশ মানতে বাধ্য। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সরাসরি আদেশ দিতে পারে কিংবা বিনিময় বিলের পুনঃবাট্টা করতে অস্বীকার করতে পারে।

৬. **নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** দেশে অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ঋণের পরিমাণ বাড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেগুলোকে চিহ্নিত করে। তারপর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়, কোন কোন খাতে ঋণের প্রসার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণের সংকোচন ঘটাতে হবে। এভাবে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়।

১০.১৭ পরিমাণগত ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা
(Comperison between Quantitative & Qualitative Credit Control)

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ হলো ঋণের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা। এটি একটি সংখ্যাত্মক ধারণা। এ ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণ দাতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে, গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ হলো ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি বা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্র নির্বাচনের বিশেষ পদ্ধতি। এখানে ঋণের গুণগত দিকটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এ ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণ গ্রহীতার ওপর প্রভাব ফেলে।

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ হলো ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি ও নগদ জমার হার পরিবর্তন ইত্যাদি। এ ধরনের পদ্ধতি কিছুটা অনমনীয়। উৎপাদনশীল খাতে ঋণ হ্রাস পেলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে যায়। ফলে অর্থনীতিতে মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি দেখা দেয়। কিন্তু পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঋণের রেশনিং, ভোগ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক প্ররোচনা ইত্যাদি হাতিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ হ্রাস করা যায়। আবার উৎপাদনশীল খাতে ঋণ বাড়ানো সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ। এ পদ্ধতি উন্নত অর্থনীতি বা শক্তিশালী মুদ্রা বাজারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। অন্যদিকে, গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ। এ পদ্ধতি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অর্থনীতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়টি পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে?
২. একটি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নাম লেখো। *[সি. বো. ২০১৬]*
৩. মুদ্রানীতি ঘোষণা করে কোন প্রতিষ্ঠান? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. বি ইউনিট ২০১১-১২; ঢাবি গ ইউনিট ২০১৬-১৭]*
৪. দেশের আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে কোন ব্যাংক? *[রা. বো. ২০১৯]*
৫. ব্যাংক হার ৫%-এর পরিবর্তে ৬% নির্ধারণ করলে কী ঘটবে? *[চ. বো. ২০১৯]*
৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দেয় তাকে কী বলে? *[কুমিল্লা বিশ্ব.বি ইউনিট ২০১৮-১৯]*
৭. মুদ্রানীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী? *[ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি হাতিয়ার ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১০ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা এবং নিকাশঘরের ধারণা

১০.১৮ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা (Comparative Effectiveness of Credit Control Methods of the Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের পরিমাণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান তিনটি হাতিয়ার হলো: ১. ব্যাংক হারের পরিবর্তন, ২. খোলাবাজার নীতি ও ৩. নগদ জমার হারের বা রিজার্ভ হারের পরিবর্তন। নিচে ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহের তুলনামূলক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হলো—

১. **প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা:** ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর থাকে। তারা ব্যাংক হার বাড়ানো বা কমানোয় সাড়া না দিলে এ নীতি ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু খোলাবাজার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ দায়িত্ব পালনে তাকে উদ্যোগী হতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজ উদ্যোগে মুদ্রা বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ কমাতে পারে; তখন ঋণের সংকোচন ঘটে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণের প্রসার ঘটাতে পারে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে নগদ জমার হারের পরিবর্তন সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ তা দ্রুত প্রয়োগ ও বিধিবদ্ধভাবে কার্যকর করা যায়।

২. **ঋণপত্রের মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা:** সরকারি ঋণপত্রের মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। কিন্তু খোলাবাজার কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এর মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব। সরকারি ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদির মূল্য কমাতে কিংবা বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেগুলো যথাক্রমে ক্রয় অথবা বিক্রয় করতে পারে। ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতির ঋণপত্রের মূল্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। ফলে তা ঋণপত্রের মূল্য অস্থিতিশীল করে তোলে না। একই কথা নগদ জমার হার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ঘটে।

৩. **অর্থনীতির মন্দাভাব প্রতিরোধ:** অর্থনীতিতে মন্দাভাব রোধ করার ক্ষেত্রে ব্যাংক হার পরিবর্তন ও নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে খোলাবাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে দেশে ঋণ তথা মুদ্রার যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। ঋণ ও মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রিত হলে অর্থনীতিতে মন্দাভাবের প্রতিক্রিয়া এড়ানো যায়।

৪. **ঋণপত্রের প্রাপ্যতা:** দেশের মুদ্রা বাজারে ঋণপত্রগুলোর স্বল্পতা থাকলে ব্যাংক হার পরিবর্তন বিশেষ করে খোলাবাজার কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় না। এ অবস্থায় নগদ জমার হারের পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. **ঋণদান নীতি দ্রুত কার্যকর করার ক্ষেত্রে:** ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন; তা ব্যাংক হার পরিবর্তন ও খোলাবাজার কার্যক্রম দ্বারা দ্রুত প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু নগদ জমার হার পরিবর্তন করে তা দ্রুত প্রয়োগ করা যায়।

৬. **অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর প্রভাব:** অর্থনীতির ওপর নগদ জমার হার পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত করা কঠিন, ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতিরও প্রভাব পরোক্ষ। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দামস্তর, মজুরি, উৎপাদন, নিয়োগ, আয় ইত্যাদির ওপর খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সরাসরি প্রভাব পড়ে।

৭. **উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা:** ব্যাংক হার পরিবর্তন ও নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি বার বার বদলানো যায় না; কারণ তা মুদ্রা বাজারে আস্থার সংকট সৃষ্টি করে। কিন্তু পরিস্থিতিভেদে যখন-তখন খোলাবাজার কার্যক্রম চালিয়ে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত হাতিয়ারগুলোর মধ্যে খোলাবাজার কার্যক্রম অধিক কার্যকরী, উপযোগী ও সহজে প্রয়োগযোগ্য।

১০.১৯ নিকাশঘরের ধারণা (Concept of Clearing House)

জনাব জাকির একটি কলেজের শিক্ষক। তিনি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা বাবদ একটি বেসরকারি কোম্পানি থেকে প্রাইম ব্যাংকের নামে ২০ হাজার টাকার চেক পেয়েছেন। কিন্তু প্রাইম ব্যাংকে তার কোনো ব্যাংক হিসাব নেই। তার এবি ব্যাংকে ব্যাংক হিসাব আছে। চেকটি এবি ব্যাংক-এ জমা দিলে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে ২ দিন পর ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা হবে বলে জানায়। ২ দিন পর কেন জানতে চাইলে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে বলে চেকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। এজন্যই সময় প্রয়োজন। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব জাকিরের চেকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে যে নির্দিষ্ট বৈঠকে উপস্থাপিত হবে ঐ নির্দিষ্ট স্থান বা কেন্দ্রই নিকাশঘর। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেনের নিষ্পত্তি স্থলকে নিকাশঘর বলে। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠকে প্রাইম ব্যাংক এবং এবি ব্যাংকের মধ্যে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি হয়ে জনাব জাকিরের ব্যাংকে টাকা জমা হবে। এ পাঠ পরিকল্পনায় তোমরা নিকাশঘর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

'নিকাশঘর'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Clearing House'। এর আভিধানিক অর্থ 'নিষ্পত্তি স্থল'। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেনের নিষ্পত্তি স্থলকে নিকাশঘর বলে। জানা যায়, ১৬৩৫ সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম নিকাশঘর ব্যবস্থা চালু হয়। নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের মধ্যকার সব দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে থাকে। পৃথিবীর সব দেশেই এ নিকাশঘর ব্যবস্থা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে। এর ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আরও গতিশীল হয়। পরবর্তীতে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে। নিকাশঘরের সদস্যভুক্ত প্রতিটি ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও শাখার চেক, বিনিময় বিল ও হুন্ডি প্রভৃতির দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি নিকাশঘরের মাধ্যমে করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৬টি জেলা শহরে নিকাশঘর ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের হয়ে নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে।

সুতরাং **নিকাশঘর হলো এমন একটি স্থান বা কেন্দ্র যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে তাদের মধ্যের চেক, বিনিময় বিল, হুন্ডি ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট লেনদেন নিষ্পত্তি করে।**

নিচে নিকাশঘরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো—

১. একটি নির্দিষ্ট কক্ষে নিকাশঘরের কাজ পরিচালিত হয়।
২. তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নিকাশঘরের লেনদেন হয়।
৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অফিস ও শাখা অফিসে সাধারণত নিকাশঘরের কাজ পরিচালিত হয়। কিন্তু যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা অফিস নেই সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব প্রাপ্ত অন্যকোনো ব্যাংক অফিসে লেনদেন নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।
৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোই নিকাশঘরের সদস্য হতে পারে।
৫. একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নিকাশঘরের কাজ পরিচালিত হয়।
৬. প্রত্যেক দেশের নিকাশঘরই সরকারি অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সর্বপ্রথম কোন দেশে নিকাশঘর ব্যবস্থা চালু হয়?
২. বাংলাদেশে কোন ব্যাংক নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে? *[বরিশাল বিশ্ব. সি ইউনিট ২০১২-১৩]*
৩. আন্তঃব্যাংকিং লেনদেনের নিষ্পত্তি স্থলকে কী বলে?
৪. নিকাশ ঘরের কাজ কী?
৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার কয়টি?
৬. কোন ব্যাংক আন্তঃব্যাংক দেনা-পাওনা সম্পন্ন করে? *[রা. বো. ২০১৬]*

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

নিকাশঘরের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

পাঠ ১১ ও ১২ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি; কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

১০.২০ বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

চিত্র: বাণিজ্যিক ব্যাংকের লোগো

পুষ্পিতা ঢাকার একটি নামকরা কলেজে পড়াশোনা করে। কলেজের প্রতি মাসের বেতন ২-৫ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য তাদের কলেজের পাশেই ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপিত হয়। বেতন দেওয়ার সময় প্রায়ই জনাব শামীমের সাথে পুষ্পিতার দেখা হয়। তিনিও ব্যাংকে টাকা জমা দেয়। তবে তা বেতন বাবদ নয়। একদিন পুষ্পিতা জনাব শামীমকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কেন প্রতিমাসে টাকা জমা দেয়? জনাব শামীম উত্তর দিলেন, তিনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে যাতে নির্দিষ্ট সময় পর ব্যাংক সুদসহ তাকে ফেরত দেয়। পুষ্পিতা জানতে চাইলে, এতে ব্যাংকের কী লাভ? তিনি বললেন, ব্যাংক তার মতোই অনেকের কাছ থেকে অলস অর্থ সংগ্রহ করে। সে অর্থ থেকে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় অর্থাৎ বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। এর দ্বারা ব্যাংক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। মুনাফা অর্জনের জন্যই এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় বলে একে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। **যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।**

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **রজার বুটল** বলেন, 'মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থ ও অর্থের মূল্য নিরূপণযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।[১৩]'
- **অধ্যাপক গিলবার্ট** এর মতে, "বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো অর্থ ও মূলধনের কারবারি। মধ্যস্থ কারবারি হিসাবে ব্যাংক শর্তসাপেক্ষে এক পক্ষ থেকে অর্থ ধার করে অন্য পক্ষকে সে অর্থ ঋণ দেয়।"

সুতরাং বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্প হার সুদে জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে উচ্চ হার সুদে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও অন্যদেরকে ঋণ প্রদান করে। এই দুই সুদের হারের পার্থক্য হলো এর মুনাফা। এ ব্যাংক আমানতকারীদেরই অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে বলে তার তারল্য রক্ষার চেষ্টায় কেবল স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবারিও বলা হয়।

১০.২১ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of a Commercial Bank)

বর্তমান যুগে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। মুনাফা অর্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এ কথা বলা যায়, নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমেই ব্যাংক সে মুনাফা অর্জন করে। আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে নিম্নোক্তভাবে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা— সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি, প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি এবং জনহিতকর কার্যাবলি।
নিচে সংক্ষেপে এ কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি: মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক সচরাচর যেসব কাজ সম্পাদন করে সেগুলো হলো সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি। এগুলো নিম্নরূপ—

১. **আমানত গ্রহণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ বা সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। এ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত আমানত সাধারণত তিন ধরনের হয়। যথা:

   i. **চলতি আমানত (Demand Deposit):** যে আমানতের অর্থ চাওয়া মাত্র তোলা যায় তাকে চলতি আমানত বলে। এ আমানতের জন্য সাধারণত কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

---

[১৩] *"Commercial Bank is a bank that with a view to earn profit deals in money and goods measurable by money."* – Roger Bootle.

ii. **সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposit):** মূলত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এ আমানত খোলা হয়। এ আমানতের অর্থ সপ্তাহে একদিন বা দুদিন তোলা যায়। এ আমানতের স্বল্পহারে সুদ দেওয়া হয়।

iii. **স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit):** যে আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তোলা যায় না তাকে স্থায়ী আমানত বলে। যেমন– ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর ইত্যাদি। এ আমানতের ওপর উচ্চ হারে সুদ দেওয়া হয়।

২. **ঋণদান পদ্ধতি:** ঋণ প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থের আইনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ আসলে আমানতকারীদের বিধায় তার নগদাবস্থা বজায় রাখার জন্য সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়। এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

৩. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** নোট বা ধাতব মুদ্রার প্রচলনের ক্ষমতা না থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যম সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে আর্থিক লেনদেন সহজ, নিরাপদ ও গতিশীল করে তোলে।

৪. **বিনিময় বিল বাট্টাকরণ:** আজকাল ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় বিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বাট্টা ধার্য করে বিনিময় বিল বা হুন্ডি ভাঙিয়ে দেয়। বিনিময় বিলের সময়-মেয়াদ পূর্তি হওয়ার আগেই তা ভাঙিয়ে ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে নগদ অর্থ পেতে সাহায্য করে এবং তার মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চালাতে সাহায্য করে।

৫. **সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন:** দেশের জনসাধারণের কাছে অলসভাবে পড়ে থাকা ছড়ানো-ছিটানো সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করা এ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে এ ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

৬. **দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থান:** এ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। দেশি ও বৈদেশিক বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান ও বাট্টা ধার্য করে তা মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙিয়ে দেওয়া, বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা, আমদানি ও রপ্তানিকারকদেরকে ঋণ প্রদান, মেইল ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে বিদেশে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যাংক ব্যবসায়-বাণিজ্য গতিশীল ও নির্বিঘ্ন করতে সাহায্য করে।

খ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মক্কেলদের পক্ষে চেক, বিনিময় বিল, বাড়ি ভাড়া, কোম্পানির লভ্যাংশ, প্রাপ্তব্য সুদ, পেনশন ইত্যাদির টাকা সংগ্রহ করা; বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা; আয়কর, বিমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

গ. জনহিতকর কার্যাবলি: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের কল্যাণে মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র, ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদি লকারে রাখার সুব্যবস্থা করে তার নিরাপত্তা বিধান করে। প্রয়োজনে তার মক্কেলদের জন্য আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

১০.২২ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Central Bank and Commercial Bank)

উদ্দেশ্য, কার্যপ্রকৃতি, পরিচালনা পদ্ধতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলো–

পার্থক্যের বিষয়বস্তু (Basis of difference)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
১. সংজ্ঞা (Definition)	যে ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক ও মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে নোট ইস্যু, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে ও অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো— বাংলাদেশ ব্যাংক।	যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের জন্য মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। যেমন— বাংলাদেশে সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ইত্যাদি।

পার্থক্যের বিষয়বস্তু (Basis of difference)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
২. গঠন (Formation)	এ ব্যাংক রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বা বিশেষ আইন বলে গঠিত হয়।	এ ব্যাংক দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুসারে গঠিত হয়।
৩. মালিকানা (Ownership)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়।	এ ব্যাংক সরকারি, বেসরকারি, যৌথ মালিকানায় গঠিত হতে পারে।
৪. উদ্দেশ্য (Objectives)	মুনাফা অর্জন করা এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনই এর প্রধান উদ্দেশ্য।	মুনাফা অর্জন করাই এ ব্যাংকের মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য।
৫. প্রতিনিধিত্ব (Agency)	এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।	এ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সাথে মক্কেলদেরও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।
৬. মুদ্রা বাজারের সাথে সম্পর্ক (Relation with Money Market)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারের অভিভাবক।	বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সদস্য।
৭. নোট ইস্যু (Issue of Note)	এ ব্যাংক একচ্ছত্রভাবে নোট ইস্যু করে থাকে।	এ ব্যাংকের নোট ইস্যু করার কোনো ক্ষমতা নেই।
৮. ঋণদান (Loan Sanction)	এ ব্যাংক সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণদান করে।	এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।
৯. নিকাশঘর (Clearing House)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিকাশঘরের সুবিধা প্রদান করে।	এ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হিসেবে নিকাশঘরের সুবিধা গ্রহণ করে।
১০. রিজার্ভ সংরক্ষণ (Preserving Reserve)	কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নগদ অর্থ রিজার্ভ করতে হয় না। তবে প্রতিটি নোটের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করতে হয়।	এ ব্যাংককে আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।
১১. মর্যাদা (Status)	মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাংকের মর্যাদা সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরে।	এ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এ ব্যাংকের মর্যাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিচে।

তাই বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে উপরের পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উভয় ব্যাংক একে অপরের সহযোগী হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে কয়ভাবে? *[দি. বো. ২০২২]*
২. কোন ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবারি বলা হয়?
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী?
৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন আমানতের ওপর সুদ দেয় না? *[দি. বো. ২০১৭]*
৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কী?
৬. কোন ব্যাংক মক্কেলদের আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে?

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ অনুসারে তোমার কাছে মনে হয় এমন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লেখো।

পাঠ ১৩ ও ১৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া এবং ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা

১০.২৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া (Credit Creation Mechanism by Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ বা সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এটি প্রকৃত আমানত (Actual Deposit) বলে পরিচিত। দেশের ব্যাংকিং আইনানুযায়ী ব্যাংক এ আমানতী অর্থের কিছু অংশ বৈধ রিজার্ভ (Legal Reserve) হিসেবে গচ্ছিত রেখে অবশিষ্টাংশ তার গ্রাহকদেরকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ঋণ প্রদান করতে গিয়ে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার নামে নিজস্ব ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খোলে যাকে সৃষ্ট আমানত বলে। ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাকে সৃষ্ট এ আমানতের অর্থ চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করার ক্ষমতা দেয়। ধরা যাক, ঋণগ্রহীতা তার দেনা পরিশোধের জন্য কাউকে ঋণের সমপরিমাণ অর্থের চেক দিলে সে তা অন্য ব্যাংকে জমা দেয়। তখন ঐ ব্যাংকে আবার একইভাবে প্রকৃত ও সৃষ্ট আমানতের উৎপত্তি ঘটে। এভাবে প্রাথমিক আমানতের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহ সৃষ্ট আমানত সৃষ্টি করে যে ঋণদান কার্যক্রম চালিয়ে যায় তাকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে। এ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক আমানতের কয়েকগুণ বেশি ঋণ সৃষ্টি হয়। এজন্য এ প্রক্রিয়াকে ঋণের গুণিতক প্রসার (Multiple Expansion) বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনুমিতিসমূহ:

১. দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যরত,

২. ব্যাংকগুলোর মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান,

৩. ঋণভিত্তিক চেক দেশের কোনো না কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা পড়ে,

৪. জনগণের হাতে নগদ অর্থ রাখার ইচ্ছা স্থির থাকে,

৫. ব্যাংক ন্যূনতম রিজার্ভের এর অতিরিক্ত অর্থ সংরক্ষণ করে না,

৬. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ অনুপাত (Legal Reserve) স্থির থাকে এবং

৭. ব্যাংক চাহিদা আমানতকে ব্যাংকের দায় এবং রিজার্ভ ও প্রদত্ত ঋণের সমষ্টিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে।

কোনো দেশের অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যরত থাকে। এসব ব্যাংক মিলে প্রাথমিক আমানতের কয়েকগুণ বেশি ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। একে ব্যাংকের বহু গুণিতক ঋণ সৃষ্টি বলে। ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

ধরা যাক, A নামক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে একজন গ্রাহক ২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি চলতি আমানত খুললো, যা হলো ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত এবং দায়। এ আমানত নগদ অর্থ বলে তা ব্যাংকের সম্পদ হিসেবেও বিবেচ্য হয়। নিচের প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্রে A ব্যাংকের এ অবস্থা দেখা যায়। ধরা যাক, দেশের ব্যাংকিং আইনানুযায়ী মোট আমানতের ২০% ন্যূনতম রিজার্ভ।

A ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্র			A ব্যাংকের চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্র	
দায় (Liabilities)	সম্পদ (Assets)		দায় (Liabilities)	সম্পদ (Assets)
আমানত ২০,০০০	রিজার্ভ ২০,০০০		আমানত ২০,০০০	ন্যূনতম রিজার্ভ ৪,০০০ ঋণ ১৬,০০০
মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০		মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০

অর্থাৎ ৪,০০০ টাকা রেখে বাকি ৮০% অর্থাৎ ১৬,০০০ টাকা ব্যাংকটি, ব্যাংকঋণ হিসেবে প্রদান করে। এখন ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে ১৬,০০০ টাকার একটি (সৃষ্ট) আমানত খুলে ও তাকে চেক দেয়। এ অবস্থা ব্যাংকের চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্রে দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, A ব্যাংকের ১৬,০০০ টাকার সৃষ্ট আমানতের মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবস্থার ঋণ সৃষ্টির কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় না। ঋণগ্রহীতা ঐ ১৬,০০০ টাকার চেক তার কোনো ঋণদাতাকে প্রদান

করলে সে তা দ্বিতীয় ব্যাংক, ধরা যাক, B তে জমা দেয়। এখন B ব্যাংকে আমানত দাঁড়ায় ১৬,০০০ টাকা যা নিচে তার প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়েছে। B ব্যাংকে ১৬,০০০ টাকার ২০% অর্থাৎ ৩,২০০ টাকা ন্যূনতম রিজার্ভ হিসাবে রেখে বাকি ৮০% অর্থাৎ ১২,৮০০ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করে যা তার চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়েছে।

B ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্র			**B ব্যাংকের চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্র**	
দায় (Liabilities)	সম্পদ (Assets)		দায় (Liabilities)	সম্পদ (Assets)
আমানত ১৬,০০০	রিজার্ভ ১৬,০০০		আমানত ১৬,০০০	ন্যূনতম রিজার্ভ ৩,২০০ ঋণ ১২,৮০০
মোট = ১৬,০০০	মোট = ১৬,০০০		মোট = ১৬,০০০	মোট = ১৬,০০০

লক্ষ করলে দেখা যায়, B ব্যাংকে ঋণগ্রহীতার নামে ১২,৮০০ টাকার যে সৃষ্ট আমানত খোলা হয়েছে সে তা তার ঋণদাতাকে চেক মারফত পরিশোধ করে। এ শেষোক্ত ব্যক্তি তার প্রাপ্ত চেক ধরা যাক, তৃতীয় ব্যাংক তথা C ব্যাংকে জমা দেয়। এভাবে ৩য় ব্যাংক থেকে ৪র্থ, ৪র্থ ব্যাংক থেকে ৫ম, ৫ম ব্যাংক থেকে পরবর্তী ব্যাংকে ঋণ থেকে আমানত এবং আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

দেশের n সংখ্যক ব্যাংক ঋণ সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়ে যেভাবে তা সম্পন্ন করে নিচে সূচিতে তা দেখানো হলো–

ব্যাংক	নিট সংযোজিত অর্থ প্রাথমিক চাহিদা আমানত	নিট অতিরিক্ত ঋণ প্রদান (সৃষ্ট আমানত)	রিজার্ভের ক্ষেত্রে নিট সংযোজন
বাণিজ্যিক ব্যাংক A	২০,০০০	১৬,০০০	৪,০০০
বাণিজ্যিক ব্যাংক B	১৬,০০০	১২,৮০০	৩,২০০
বাণিজ্যিক ব্যাংক C	১২,৮০০	১০,২৪০	২,৫০০
⋮	⋮	⋮	⋮
বাণিজ্যিক ব্যাংক n	০০০	০০০	০০০
মোট	১,০০,০০০	৮০,০০০	২০,০০০

প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী প্রথম ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা ধরে মোট আমানতের পরিমাণকে নিম্নোক্ত সংখ্যা সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রটি হলো:

$$\text{মোট আমানত} = \frac{\text{প্রাথমিক আমানত}}{\text{ন্যূনতম জমার হার}}$$

$$= ২০,০০০ + ১৬,০০০ + ১২,৮০০০ + \ldots\ldots$$

$$= ২০,০০০ + ২০,০০০\left(\frac{৪}{৫}\right) + ২০,০০০\left(\frac{৪}{৫}\right)^২ + \ldots$$

$$= ২০,০০০\left\{১ + \frac{৪}{৫} + \left(\frac{৪}{৫}\right)^২ + \ldots\ldots\right\}$$

$$= ২০,০০০\left[\frac{১}{১-\frac{৪}{৫}}\right] = \frac{২০,০০০}{\frac{১}{৫}} = ২০,০০০ \times ৫$$

$$= ১,০০,০০০$$

অথবা,

আমানত সৃষ্টির পরিমাণ

$$= \text{প্রাথমিক আমানত} \times \frac{১}{\text{রিজার্ভের অনুপাত}}$$

$$TD = PD \times \frac{১}{R_r} = ২০,০০০ \times \frac{১}{০.২}$$

$$= ২০,০০০ \times ৫ = ১,০০,০০০$$

এখানে, TD = Total deposite (মোট আমানত)

PD = Primary deposite (প্রাথমিক আমানত)

R_r = Reserved ratio (রিজার্ভের অনুপাত)

সুতরাং দেখা যায়, সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক আমানতের অর্থাৎ ২০,০০০ টাকার ৫ গুণ তথা ১,০০,০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে ৮০% অর্থাৎ ৮০,০০০ টাকা হলো সৃষ্ট ঋণ।

১০.২৪ ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Credit Creation)

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক কারণে অসীমভাবে ঋণ বা আমানত সৃষ্টি করতে পারে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ:

১. **ন্যূনতম রিজার্ভের পরিমাণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের প্রসার ন্যূনতম বিধিবদ্ধ রিজার্ভের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ন্যূনতম রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তাহলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে এবং তার পরিমাণ কমিয়ে দিলে ঐ ক্ষমতা বাড়ে।

২. **নগদপ্রিয়তা:** জনসাধারণ বেশি না কম নগদ অর্থ হাতে রাখা পছন্দ করে তার ওপরও ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে। ঋণ গ্রহণের পর কোনো ব্যক্তি তার সম্পূর্ণটা ব্যাংকে জমা না রেখে যদি কিছু অংশ হাতে রাখে তবে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৩. **উপযুক্ত জামানত:** ব্যাংক উপযুক্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে। ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হাতে কাঙ্ক্ষিত ধরনের জামানত না থাকলে ইচ্ছা করলেও ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া জোরদার করতে পারে না।

৪. **প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ:** ব্যাংকের গৃহীত প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ যত বেশি হয় ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও তত বাড়ে। এ জন্য প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ কম হলে সৃষ্ট ঋণের পরিমাণও কম হয়।

৫. **ব্যবসায়ের মন্দাভাব:** দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাব বিরাজ করলে ব্যাংক ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা কম ঋণ নেয়। ফলে ঋণ সৃষ্টি কম হয়।

উপরে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো ছাড়াও আরও যেসব কারণে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় সেগুলো হলো: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচন বা সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি, জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস, খেলাপি ঋণের প্রভাব, দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র কাকে বলে?

নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলধনের পরিমাণ, দায়, দেনা, সম্পদ ও সম্পত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে হিসাবের যে বিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet) বলে। সাধারণত প্রতি আর্থিক বছর শেষে এটি প্রকাশ করতে হয়। উদ্বৃত্তপত্রের বামপাশে ব্যাংকের মূলধন ও দায় এবং ডান পাশে সম্পদ (Properties) ও সম্পত্তিগুলো (Assets) লিপিবদ্ধ করা হয়।

উদ্বৃত্তপত্র হতে ব্যাংকের মালিক, মক্কেলগণ, জনগণ, সরকার তথা সংশ্লিষ্ট সকলে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা, উন্নতি, অবনতি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সহজেই স্পষ্ট ধারণা পেতে পারে। তাই উদ্বৃত্তপত্রকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের দর্পণ (Mirror) বলা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়াকে কী বলে?
২. ঋণ গ্রহীতার নামে ব্যাংকে যে আমানত হিসাব খোলা হয় তাকে কী বলে?
৩. ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার মাধ্যমে কী সৃষ্টি হয়?
৪. কোন ব্যাংক ঋণ সৃজন বা সৃষ্টি করে?
৫. বাণিজ্যিক ব্যাংককের চাহিদা আমানত ব্যাংকের কী হিসেবে গণ্য হয়?
৬. বাণিজ্যিক ব্যাংককের রিজার্ভ ও প্রদত্ত ঋণের সমষ্টি কী হিসেবে বিবেচনা করা হয়?

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি প্রাথমিক ও চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্রের নমুনা তৈরি করো।

পাঠ ১৫ অনলাইন ব্যাংকিং; অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব এবং অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা

১০.২৫ অনলাইন ব্যাংকিং (Online Banking)

অনলাইন ব্যাংকিং আধুনিক ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক সংযোজন। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদেরকে চিরাচরিত প্রথায় যেভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে তাতে গ্রাহকদের ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা মিটলেও তা লেনদেনে গতি আনতে পারে না। ফলে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ এবং লেনদেন সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ করার জন্যই অনলাইন ব্যাংকিং-এর উদ্ভব। অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যাতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আন্তঃযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়। এখানে গ্রাহক তাদের রক্ষিত হিসাবের জের, অনুসন্ধান, বিল পরিশোধ, অর্থ স্থানান্তর প্রভৃতি ব্যাংকিং কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ পায়। ইলেকট্রনিক ডেবিট ও ক্রেডিট পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট কার্ড, ডিজিটাল মুদ্রা প্রভৃতি ইলেকট্রনিক অর্থের মাধ্যমে এ লেনদেন সম্পন্ন হয়।

চিত্র: অনলাইন ব্যাংকিং

অনলাইন ব্যাংকিং হলো কম্পিউটারভিত্তিক ইন্টারনেট সহায়ক ব্যাংকিং এবং যে ব্যবস্থায় একজন গ্রাহক একই ব্যাংকের যেকোনো একটি শাখার মাধ্যমে তার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে, তাকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে।

প্রক্রিয়া: চিরাচরিতভাবে কেউ কোনো ব্যাংকের একটি শাখায় হিসাব খুললে তাকে ঐ শাখাতেই যেতে এবং লেনদেন করতে হয়। কিন্তু অনলাইন ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে এমনটি করার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে ব্যাংকের কোনো গ্রাহক কোনো একটি শাখায় তার হিসাব খুললেও সে ঐ ব্যাংকের সকল শাখাকে একটি শাখার মতো ব্যবহার করতে পারে। যেমন— ধরা যাক, X ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখায় কোনো গ্রাহকের হিসাব থাকলে সে ঐ ব্যাংকের যেকোনো একটি শাখায় গিয়ে তার লেনদেন ও ব্যাংকিং কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারে। গ্রাহক ঘরে বসেই নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করে তার লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। এ ব্যবস্থায় সে ব্যাংকের যেকোনো শাখায় চেক জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে পারে।

১০.২৬ অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব (Importance of Online Banking)

বর্তমানকালে ব্যাংকিং সেবার মানোন্নয়নে যেসব প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে তার মধ্যে অনলাইন ব্যাংকিং অন্যতম। এ ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব অর্থনীতি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে ব্যাংকিং খাতটিকেও তার সাথে তালমিলিয়ে চলতে হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে অনলাইন ব্যাংকিং খুব গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী। অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব হলো-

১. এটি খুব সহজ পদ্ধতি।
২. ক্রেতাদের লাইনে দাঁড়াতে হয় না।
৩. ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় বাঁচায়।
৪. অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় একজন গ্রাহক কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের একটি শাখায় একাউন্ট খুললে ওই ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে অর্থ উত্তোলন ও জমা করতে পারে।
৫. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই একাউন্টের ব্যালেন্স জানা সম্ভব।
৬. খুব সহজেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা সম্ভব।
৭. ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা সম্ভব।

জেনে রাখো

সিআরএম কী?
তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকদের টাকা জমা নেওয়া ও উত্তোলন-সুবিধা দেওয়ার যন্ত্র হলো ক্যাশ রি-সাইকেলার মেশিন (সিআরএম)। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ক্যাশ রি-সাইকেলার মেশিন (সিআরএম) চালু করেছে। সিআরএম ১০,২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট গুনে নিচ্ছে এবং দিচ্ছেও। টাকা আসল না জাল, তাও ধরা পড়ছে সিআরএমে। জমার স্লিপে থাকছে টাকার নম্বরসহ কী পরিমাণ জমা হলো, তার হিসাব। যন্ত্রটি প্রতি সেকেন্ড ৮-১০টি নোট গুনতে সক্ষম। উল্লেখ্য বাংলাদেশে প্রথম ২০১৭ সাল থেকে সিআরএম যন্ত্র স্থাপন শুরু হয়।

৮. ব্যাংক কর্মকর্তারা অতি সহজে এবং অতিদ্রুত গ্রাহককে সেবা দিতে পারে।
৯. এই ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রমে ঝামেলা খুব কম। ফলে নিখুঁতভাবে এবং দ্রুত কার্যক্রম চালু হতে পারে।
১০. অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অতি দ্রুত রেমিট্যান্স প্রেরণ করা যায়।

১০.২৭ অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা (Advantages of Online Banking)

১. গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে যেতে হয় না।
২. ব্যক্তিগত কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রবেশ করতে পারে।
৩. ATM (Automated Teller Machine) বুথের সাহায্যে দিন-রাত অর্থ উত্তোলন করা সম্ভব।
৪. ATM এ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হয়। এই কার্ডগুলো ব্যবহারের ওপর ডিসকাউন্ট দেয়। এছাড়া কার্ডের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়।
৫. অতি সহজে, দ্রুতগতিতে, বাড়ি, অফিস বা যেকোনো স্থানে অর্থ লেনদেন করতে পারে।
৬. নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল পরিশোধ করতে পারে।
৭. একাউন্টে ব্যালেন্সসহ যেকোনো প্রকার ব্যাংকিং তথ্যাবলি, সার্ভিস চার্জ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তির তথ্য জানা যায়।
৮. বিনিয়োগ তথ্যসহ শেয়ারবাজারের বিভিন্ন তথ্য জানা যায়।
৯. ক্যাশ রি-সাইকেলার মেশিন (সিআরএম) এর মাধ্যমে টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, আধুনিক অনলাইন ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রতি সাবধানতার সাথে দৃষ্টি রাখলেই আর্থিক জীবন আনন্দপূর্ণ হতে পারে। তবে অনলাইন ব্যাংকিং একটি আধুনিক পদ্ধতি হলেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। যেমন- ব্যাংক সাইট পরিবর্তন হলে ক্রেতার সকল তথ্যসমূহ পুনরায় সংযোজন (Re-enter) করতে হয়।

জেনে রাখো

ডেবিট কার্ড: ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ডেবিট কার্ড। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত চুম্বকভিত্তিক সাংকেতিক নম্বরযুক্ত এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ডকে ডেবিট কার্ড বলে। এ কার্ডকে ক্যাশ কার্ড বা সম্পদ কার্ডও বলে। কারণ এ কার্ডে গ্রাহকের হিসাবে সরাসরি অর্থ জমা হয়। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ স্থানান্তর ও অর্থ উঠানো যায়। ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম কানাডায় এ কার্ডের ব্যবহার চালু হয়।

ক্রেডিট কার্ড: ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে গ্রাহকদের প্রতি ব্যাংক কিংবা অন্য যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইস্যুকৃত একটি প্লাস্টিক কার্ড। এর আরেক নাম পেমেন্ট কার্ড। এটি দিয়ে মোটামুটি সব ধরনের পেমেন্ট দেওয়া যায়। আর এই পেমেন্ট দেওয়া হয় মূলত ব্যাংকের ফান্ড থেকে যা গ্রাহক মূলত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের কাছ থেকে ধার হিসেবে পেয়ে থাকেন। তবে এই ধারটা গ্রাহককে আবার শোধ করে দিতে হয়। পৃথিবীতে প্রথম ক্রেডিট কার্ডের ধারণা দেন ১৮৮৭ সালে আমেরিকান লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ এডওয়ার্ড বেলামি (Edward Bellamy)। তিনি তার ইউটোপিয়ান উপন্যাস 'Looking Backward'-এ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের কনসেপ্ট দেন।

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ATM এর পূর্ণরূপ কী?
২. আধুনিক ব্যাংকিং সেবার সর্বাধুনিক সংযোজন কী?
৩. অনলাইন ব্যাংকিং কীসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়?
৪. ATM-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কী সুবিধা দিচ্ছে?
৫. খুব সহজেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা সম্ভব কোন সেবার মাধ্যমে?

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

অনলাইন ব্যাংকিং-এর তিনটি সুবিধা ও অসুবিধা চিহ্নিত করে তালিকায় লেখো।

পাঠ ১৬ মোবাইল ব্যাংকিং; মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

১০.২৮ মোবাইল ব্যাংকিং (Mobile Banking)

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে। অর্থাৎ মোবাইল ব্যাংকিং হলো এক প্রকার পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা বা গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইল ডিভাইসের (Mobile device) মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করাকে বোঝায়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং কার্যক্রমটি অতি সহজ ও দ্রুত করেছে এই মোবাইল ব্যাংকিং। বর্তমানে প্রায় সব মোবাইল ব্যাংকিং Mobile App নির্ভর করে তৈরি করা হচ্ছে।

চিত্র: মোবাইল ব্যাংকিং

ইউরোপে এ মোবাইল ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং-এর জনপ্রিয়তা অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং অনেক সময় M-Banking, m-Banking নামেও পরিচিত। 'bKash' (বিকাশ) মোবাইল ব্যাংকিং এর একটি উদাহরণ। এছাড়াও বাংলাদেশে নগদ, Rocket, mCash, UCash প্রভৃতি নামে মোবাইল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস চালু রয়েছে।

মোবাইল ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম বা সেবাসমূহ:

১. বিনা খরচে গ্রাহকের হিসাব খোলা।

২. নগদ টাকা নিরাপদে জমা বা উঠানো।

৩. এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে টাকা প্রেরণ, বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ।

৪. হিসাবের ব্যালেন্স জানা, স্বল্প (মিনি) দৈর্ঘ্যের স্টেটমেন্ট জানা, বেতন-ভাতা প্রেরণ ও গ্রহণ।

৫. ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ও পণ্য সেবা কেনাবেচা।

মোবাইল ব্যাংকিং-এর সুবিধাসমূহ:

১. মোবাইল ব্যাংকিং অনলাইন ব্যাংকিং-এর চেয়েও সহজ।

২. যেকোনো মোবাইলের সিম ব্যবহার করা যায়।

৩. ব্যাংকিং অপারেটিং খরচ খুব কম।

৪. বিভিন্ন যানবাহনের টিকেট সংগ্রহ- ট্রেনের টিকেট, বাসের টিকেট সংগ্রহ করা যায়।

১০.২৯ মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব (Importance of Mobile Banking)

চিত্র: মোবাইল ব্যাংকিং

মোবাইল ব্যাংকিং সর্বাধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে অনলাইন ব্যাংকিং থেকে এ ব্যাংকি সেবা অনেকটা এগিয়ে আছে। এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। দূরে ও কাছে কাউকে অর্থ প্রেরণ, ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পরিশোধ, গৃহীত ঋণ প্রত্যর্পণ ইত্যাদি এ ব্যাংকিং সেবার সাহায্যে সহজে ও দ্রুত করা যায়। এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকের কোনো শাখায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়ি, অফিস কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করা যায়। এসব ছাড়াও এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন-বাসে যাতায়াতের জন্য টিকিট কাটা ইত্যাদি দ্রুততরভাবে করা সম্ভব।

এর ফলে কোনো হয়রানি বা বাড়তি খরচ ছাড়াই কাঙ্ক্ষিত কাজটি যথাসময়ে করা সম্ভব। এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ উত্তোলন এবং দূরে বহন করার ঝুঁকি ও নিরাপত্তাহীনতা বহন করতে হয় না। কারণ এ সেবার সাহায্যে নগদ অর্থ হাতে বহন না করে তা কাঙ্ক্ষিত স্থানে সময়মতো পাওয়া সম্ভব।

১০.৩০ সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা (Role of Commercial Bank in the field of Social Service)

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার চিরাচরিত কার্যাবলি সম্পাদন করা ছাড়াও আরও এমন কতকগুলো কাজ করে থাকে যাতে আর্থিক লেনদেনে জনগণের অধিক সুবিধা হয় এবং সামাজিক কল্যাণ বাড়ে। সমাজে বসবাসরত মানুষের আর্থিক লেনদেনজনিত সমস্যাগুলোর সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ ব্যাংকের পক্ষে এমনটি করা সম্ভব। নিচে সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

১. গ্রাহকদের প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপন করে এবং এর মাধ্যমে তাদের জন্য অর্থ সংস্থান করে। গ্রাহকদেরকে সহজে ও ঝামেলাহীনভাবে অর্থ সংগ্রহ ও স্থানান্তর করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক ভ্রাম্যমাণ চেক, প্রত্যয়নপত্র, ড্রাফট, সার্কুলার নোট ইত্যাদি ঋণপত্র প্রচলন করে।

২. এ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিময় বিলে গ্রাহকদের পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান ও মেয়াদ পূর্তির আগেই তা বাট্টায় ভাঙিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে ধারে কারবার করতে সহায়তা করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চললে ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই উপকৃত হয়। এর ফলে সামাজিক কল্যাণ ত্বরান্বিত হয়।

৩. এ ব্যাংক মক্কেলদেরকে ব্যবসায়, আয়কর প্রদান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকে। এভাবে এ ব্যাংক তাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করতে দিক নির্দেশনা দেয়।

৪. এ ব্যাংক তার গ্রাহকদের সুবিধার্থে বৈদেশিক বাণিজ্যেও সহায়তা করে। এ ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের মাধ্যমে তার গ্রাহকদেরকে অন্য দেশের অপরিচিত ব্যবসায়ীদের সাথেও কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ব্যবসায় করার সুযোগ করে দেয়। ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন চলে। সামাজিক সমৃদ্ধি বাড়ে।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক তার লকারে গ্রাহকদের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী যেমন– সোনা-রুপার গয়না, জমিজমার দলিল, ব্যবসায়িক দলিলপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সংরক্ষণ করে। এর মাধ্যমে এ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সকলকে আশঙ্কামুক্ত ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। এভাবে এ ব্যাংক বৈষয়িক কল্যাণ অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৬. আজকাল অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষে আর্থিক লেনদেন নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে পারে না। দিন শেষে তাই তাদের অনেকেরই হাতে যথেষ্ট নগদ অর্থ থেকে যায়। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের সুবিধার্থে সান্ধ্যকালীন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে তাদেরকে নগদ অর্থ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও ভীত হতে হয় না। তারা দুশ্চিন্তামুক্তভাবে তাদের সামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে।

৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য তার মক্কেলদেরকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে। এর মাধ্যমে একদিকে ব্যাংক যেমন তার মক্কেলদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় তেমনি অন্যদিকে জামানত ছাড়াই কারবার করার সুযোগ করে দেয়। এভাবে এ ব্যাংক কম বিত্তের লোকদেরকেও আর্থিকভাবে লাভবান হতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সামাজিক মর্যাদা বাড়ায়। সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি আনে।

৮. বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের লোকদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার সাথে সাথে তাদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। এ ব্যাংকেরই প্রচেষ্টায় দেশের সকল সঞ্চয় একত্রিত করে মূলধন গঠিত হয়। অধিক মূলধন গঠিত হলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৯. বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের জীবনযাত্রার মান্নোয়নেও সাহায্য করে। সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য আজকাল ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ারকুলার ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে। এ ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে ভোগ্য ঋণ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

১০. বেকার সমস্যা লাঘব করা একটি বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক লোককে কাজে নিয়োজিত করে। এর ফলে দেশে বেকার সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়।

১১. তাছাড়া, এ ব্যাংক অনেককেই ছোটখাটো বিভিন্ন উৎপাদনক্ষম কাজে নিয়োজিত করে অর্থোপার্জনের সুযোগ করে দেয়। স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক এমন কাজ করতে পারে। এর ফলে সমাজের নিম্নবিত্ত লোকদের আয় বাড়ে এবং কিছুটা হলেও সমাজে বিদ্যমান আয় বৈষম্য কমে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমাজ সেবার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনটি এগিয়ে?
২. সর্বপ্রথম কোথায় মোবাইল ব্যাংকিং এর উৎপত্তি হয়?
৩. দুইটি মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের নাম লেখো।
৪. কোন ব্যাংকিং অনলাইন ব্যাংকিং-এর চেয়েও সহজ?
৫. দৃশ্যমান অবকাঠামো ছাড়াই সব সময় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে কোন ব্যাংকিং-এ?

উত্তরের জন্য ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাঁচটি ভূমিকা লেখো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. এফ. এ. ওয়াকারের; ২. বিনিময়ের মাধ্যম; ৩. এ. ওয়াকার; ৪. বিনিময়ের মাধ্যম; ৫. ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে; ৬. বাজার নির্ধারক।

পাঠ-২ ও ৩: ১. দুই প্রকার; ২. বিহিত মুদ্রা; ৩. অর্থ দ্বারা ক্রয় করার ক্ষমতা; ৪. ১০০০ টাকার নোট; ৫. অর্থের মূল্য; ৬. দামস্তর; ৭. $Vm = \frac{1}{P}$.

পাঠ-৪ ও ৫: ১. সুদের হার; ২. তিন প্রকার; ৩. ধনাত্মক; ৪. বিপরীতমুখী; ৫. তিনটি; ৬. অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়; জনগণের হাতের মুদ্রা, চাহিদা ও মেয়াদি আমানত।

পাঠ-৬ ও ৭: ১. আরভিং ফিসার; ২. অর্থের যোগান; ৩. ৪০০; ৪. $PT = MV + M_1V_1$;

পাঠ-৮: ১. সাধারণ জনগণের আমানত সংগ্রহ করা; ২. বাংলাদেশ ব্যাংককে; ৩. বাংলাদেশ ব্যাংক; ৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক; ৫. বাংলাদেশ ব্যাংক; ৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে; ৭. স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা।

পাঠ-৯: ১. দুইটি; ২ ঋণের রেশনিং; ৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক; ৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক; ৫. বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাবে; ৬. ব্যাংক হার; ৭. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রা স্থিতিশীল করা।

পাঠ-১০: ১. ইংল্যান্ডে; ২. বাংলাদেশ ব্যাংক; ৩. নিকাশঘর; ৪. দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি; ৫. তিনটি; ৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

পাঠ-১১ ও ১২: ১. তিনভাবে; ২. বাণিজ্যিক ব্যাংককে; ৩. মুনাফা অর্জন; ৪. চলতি আমানতের; ৫. সুদ; ৬. বাণিজ্যিক ব্যাংক।

পাঠ-১৩ ও ১৪: ১. ঋণের গুণিতক প্রসার; ২. সৃষ্ট আমানত; ৩. প্রকৃত আমানত; ৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক; ৫. দায় হিসেবে; ৬. সম্পদ হিসেবে।

পাঠ-১৫: ১. Automated Teller Machine; ২. অনলাইন ব্যাংকিং; ৩. ইন্টারনেট; ৪. যে কোনো সময় অর্থ উত্তোলন ও জমা দান; ৫. অনলাইন ব্যাংকিং।

পাঠ-১৬: ১. মোবাইল ব্যাংকিং ২. ইউরোপ; ৩. 'bKash' (বিকাশ) ও Rocket; ৪. মোবাইল ব্যাংকিং; ৫. মোবাইল ব্যাংকিং-এ।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

মুদ্রা	যা বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন এবং মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে, তাই মুদ্রা। মুদ্রা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন: ভারতের মুদ্রার নাম রুপি, বাংলাদেশের মুদ্রার নাম টাকা।
বিহিত মুদ্রা	সরকার আইনের মাধ্যমে যে মুদ্রা চালু করে এবং মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দেশের জনসাধারণ যা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।
অসীম বিহিত	অসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন এক মুদ্রাকে বোঝায় যা দিয়ে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।
সসীম বিহিত	সসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন এক মুদ্রাকে বোঝায় যা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায় এবং এটি আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। জনগণ তার ইচ্ছানুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে।
লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা	আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকে মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা বলে।
মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা	আকস্মিক প্রয়োজন ও অনিশ্চয়তা, কর্মহীনতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আর এ উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকে মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা বলে।

ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা	কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে টাকা খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে। তাই ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকেই মুদ্রার ফটকা চাহিদা বলে।
অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব	অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী। অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে মূল্য ঐ একই হারে কমে। আর অর্থের যোগান যে হারে কমে, অর্থের মূল্যও ঐ একই হারে বাড়ে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।
আমানত	সঞ্চয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে নগদ অর্থ জমা রাখে এবং কিছু শর্তের মাধ্যমে তা উত্তোলন করার অধিকার ভোগ করে তাকেই আমানত বলে। আমানত দুই প্রকার। যথা: ক. প্রকৃত আমানত ও খ. সৃষ্ট আমানত।
মুদ্রার মূল্য	মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সাধারণ অর্থে মুদ্রার মূল্য বলতে, মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। মুদ্রা দ্বারা পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এজন্য মুদ্রার মূল্য পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়।
মুদ্রার চাহিদা	একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকেই মুদ্রার চাহিদা বলে।
মুদ্রার যোগান	মুদ্রার সরবরাহ বলতে জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়। সূত্রাকারে, $M_S = DD + C_U + TD$ এখানে, M_S = অর্থের সরবরাহ, D_D = ব্যাংকে রক্ষিত আমানত, C_U = জনগণের হাতের মুদ্রা, TD = মেয়াদি আমানত
তারল্য নীতি	গ্রাহকগণকে তাদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের ক্ষমতাকে তারল্য নীতি বলে।
ব্যাংক	ব্যাংক (Bank) একটি ইংরেজি শব্দ। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক শান্সি ব্যাংক (Shansi Bank) স্থাপন করা হয়। ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং জমাকৃত অর্থ অলসভাবে ফেলে না রেখে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বা ভোগের নিমিত্তে ঋণদান করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক	কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি একক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মুনাফা অর্জন নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে।
মুদ্রা বাজার	ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসেবে অর্থের লেনদেনের সমষ্টিগত কার্যক্রম যে বাজারে হয়ে থাকে, তাকে মুদ্রা বাজার বলে।
মূলধন বাজার	যে সমস্ত আর্থিক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণের লেনদেন করে, তাদের সমষ্টিকে মূলধন বাজার বলে।
নিকাশঘর	নিকাশঘর হলো এমন একটি স্থান বা কেন্দ্র যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে তাদের মধ্যের চেক, বিনিময় বিল, হুন্ডি ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট লেনদেন নিষ্পত্তি করে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক	বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ কমসুদে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত উদ্যোক্তাকে তুলনামূলক অধিক সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।
মোবাইল ব্যাংকিং	যে পদ্ধতিতে কোনো ক্রেতা বা গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইলের দ্বারা SMS এর মাধ্যমে অতি দ্রুত আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে, তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ মুদ্রা ও মুদ্রার কার্যাবলি

প্রশ্ন-১. সবচেয়ে তরল সম্পদ কী?

উত্তর : অর্থ হলো সবচেয়ে তরল সম্পদ।

প্রশ্ন-২. মুদ্রা বা অর্থ কী? *[ঢা. বো., চ. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২, ২১; কু. বো., ব. বো. ২২; সি. বো., য. বো. ২১; ঢা. বো., চ. বো. ১৯; আলিম ২৩, ১৯, ১৭]*

উত্তর: যা বিনিময়ের সাধারণ মধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপ ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সকলের নিকট সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাকে মুদ্রা বা অর্থ বলা হয়।

■ বিহিত মুদ্রা এবং আমানত

প্রশ্ন-৩. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে?
[কু. বো., ব. বো. ২৫; ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. ২৩; ঢা. বো., ম. বো., ব. বো. ২২; ম. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., ব. বো. ২১; দি. বো., ব. বো. ১৯; আলিম ২২, ১৮]

উত্তর: দৈনন্দিন লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

প্রশ্ন-৪. অসীম বিহিত মুদ্রা কী?

উত্তর: অসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন এক মুদ্রাকে বোঝায় যা দিয়ে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।

প্রশ্ন-৫. সসীম বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? *[য. বো. ২২]*

উত্তর: যে মুদ্রা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায় এবং এটি আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না তাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে।

প্রশ্ন-৬. আমানত কাকে বলে? *[য. বো. ২১; রা. বো. ২২]*

উত্তর : সঞ্চয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণের সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে হিসাব খুলে তাকেই আমানত বলে।

প্রশ্ন-৭. চলতি আমানত কী?

উত্তর: যে আমানতের অর্থ চাওয়ামাত্র উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি আমানত বলে। এ আমানতের জন্য সাধারণত কোনো সুদ দেয়া হয় না।

প্রশ্ন-৮. সঞ্চয়ী আমানত কাকে বলে?

উত্তর: যে আমানতের উপর কিছু সুদ দেওয়া হয় এবং এই সুদ প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক কিছু শর্ত আরোপ করে তাকে সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits) বলে।

প্রশ্ন-৯. চাহিদা আমানত কী? *[ব. বো. ২১]*

উত্তর: গ্রাহকরা চাহিবামাত্র ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে এরূপ আমানতকে চাহিদা আমানত বলে।

■ মুদ্রার মূল্য

প্রশ্ন-১০. অর্থের মূল্য কী?
[য. বো. ২৫; য. বো. ২৩; কু. বো., চ. বো. ২২; দি. বো., ঢা. বো. ১৭]

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়।

■ মুদ্রার চাহিদা ও যোগান

প্রশ্ন-১১. অর্থের চাহিদা কাকে বলে? *[ঢা. বো., ব. বো. ২৫; কু. বো. ২৩; ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮; দি. বো., চ. বো. ২১]*

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের বা মুদ্রার চাহিদা বলে।

প্রশ্ন-১২. মুদ্রার লেনদেন চাহিদা কী?

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা বলে।

প্রশ্ন-১৩. মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা কী? *[য. বো. ২১]*

উত্তর: পূর্বে পরিকল্পনা করা যায় না এমন ব্যয় মেটানোর জন্য জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা বলে।

প্রশ্ন-১৪. অর্থের ফটকা চাহিদা কী? *[দি. বো. ২৩; রা. বো. ২১]*

উত্তর: ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারী যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাকে অর্থের ফটকা চাহিদা বলে।

প্রশ্ন-১৫. ফিসারের বিনিময় সমীকরণটি লেখো। *[দি. বো. ২২]*

উত্তর: ফিসারের বিনিময় সমীকরণটি হলো: $MV = PT$.

■ কেন্দ্রীয় ব্যাংক: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

প্রশ্ন-১৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে?

[চা. বো. ২১; রা. বো. ১৯; আলিম ২২]

উত্তর: যে ব্যাংক দেশের মুদ্রা ব্যবসায় ও সমগ্র ব্যাংক ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-১৭. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? *[ব. বো. ১৯]*

উত্তর: বাংলাদেশেরকেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হলো 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।

প্রশ্ন-১৮. ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কী?

উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-১৯. গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কী?
উত্তর: যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও ঋণদানের নিয়মাবলি পরিবর্তন করে তাকে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-২০. খোলাবাজার নীতি কী?
উত্তর: দেশের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

প্রশ্ন-২১. নিকাশঘর কী? *[রা. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; চ. বো. ২১]*
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আন্তঃব্যাংক হিসাব নিষ্পত্তি করার কাজটিকেই 'নিকাশঘর' বলা হয়।

■ বাণিজ্যিক ব্যাংক

প্রশ্ন-২২. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী?
[চ. বো. ২৫; ঢা. বো., চ. বো. ২১; সি. বো., য. বো. ১৭; য. বো. ১৬]
উত্তর: যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মুদ্রা ও মুদ্রার মূল্য নিরূপণযোগ্য পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-২৩. ব্যাংক হিসাব কী?
উত্তর: যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার সকল লেনদেন লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

প্রশ্ন-২৪. তারল্য নীতি কী? *[রা. বো. ২১]*
উত্তর: গ্রাহকগণ তাদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের ক্ষমতাকে তারল্য নীতি বলে।

প্রশ্ন-২৫. বিল বাট্টাকরণ কী?
উত্তর : মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ধারক কর্তৃক কম মূল্যে বিল বিক্রয় করার প্রক্রিয়াকে বিল বাট্টাকরণ বলে।

■ অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব

প্রশ্ন-২৬. মোবাইল ব্যাংকিং কী? *[য. বো. ২১]*
উত্তর: যে পদ্ধতিতে কোনো ক্রেতা বা গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইলের দ্বারা SMS এর মাধ্যমে অতিদ্রুত আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে, তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে।

প্রশ্ন-২৭. অনলাইন ব্যাংকিং কী?
[দি. বো. ২৫; ঢা. বো., ম. বো. ২৩; ম. বো. ২২; কু. বো. ২১, ১৯]
উত্তর: যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে।

প্রশ্ন-২৮. ই-ব্যাংকিং কী?
উত্তর: ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুততার সাথে নির্ভুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার নামই ই-ব্যাংকিং।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো. ২১]*
উত্তর: অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।
অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের মতে, অর্থের পরিমাণ বা যোগানের ওপরই অর্থের মূল্য নির্ভর করে এবং অর্থের যোগানের পরিবর্তন হলে অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায়, অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্য সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী। অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে অর্থের মূল্যও ঐ একই হারে কমে। আর অর্থের যোগান যে হারে কমে অর্থের মূল্যও ওই একই হারে বাড়ে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

প্রশ্ন-২. মুদ্রাকে সঞ্চয়ের বাহন বলা হয় কেন? *[ঢা. বো. ২১]*
উত্তর: সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তাকে অর্থ বলে।
অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল এবং দীর্ঘকালে সংরক্ষণ উপযোগী না হওয়ায় সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থকেই অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। আবার এমন কিছু দ্রব্য আছে (স্বর্ণ, রূপা) যেগুলো মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হলেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এদের মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটে। এমতাবস্থায় সঞ্চিত দ্রব্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্যের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকায় সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থকেই অধিক নিরাপদ ও সুবিধাজনক বলা যায়। তাই মুদ্রাকে সঞ্চয়ের বাহন বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. মুদ্রা মূল্য বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো. ১৯]*
উত্তর: অর্থের মূল্য বলতে তার ক্রয় ক্ষমতাকে বোঝায়।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করা যায় তাই হলো অর্থের মূল্য। অর্থের এ ক্রয়ক্ষমতা তথা অর্থের মূল্য দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়। যথা— অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্রয় ক্ষমতা। অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য বলতে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে বোঝায়। অন্যদিকে, অর্থের বৈদেশিক মূল্য বলতে আন্তর্জাতিক বাজারে তার ক্রয় ক্ষমতাকে বোঝায়। এটি বৈদেশিক বিনিময় হারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থের মূল্য = $\frac{১}{\text{দামস্তর}}$ বা $V_m = \frac{1}{P}$ যেখানে, V_m = অর্থের মূল্য ও P = দামস্তর।

প্রশ্ন-৪. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: যে মুদ্রা দেশের জনসাধারণ গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

বাংলাদেশ সরকার ও সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব অর্থ প্রচলন করেছে সেগুলো বিহিত মুদ্রা হিসেবে পরিচিত। এসব মুদ্রা বাংলাদেশের নাগরিকগণ গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য থাকে। গ্রহণের সীমার দিক থেকে বিহিত মুদ্রাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— অসীম বিহিত মুদ্রা এবং সসীম বিহিত মুদ্রা।

প্রশ্ন-৫. অর্থের মূল্যের সাথে দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক লেখো। *[ঢা. বো. ২৩; সি. বো., য. বো. ২১; দি. বো. ১৯]*

উত্তর: অর্থের মূল্যের সাথে দ্রব্য মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

অর্থের মূল্য অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে নির্দেশ করে বলে দ্রব্যমূল্য অর্থমূল্যকে প্রভাবিত করে। যখন দ্রব্যমূল্য কমে তখন একই একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য বাড়ে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে। তাই বলা যায়, দ্রব্যমূল্যই অর্থমূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রশ্ন-৬. ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে ব্যাংক হারের সম্পর্ক কীরূপ? *[ম. বো. ২১]*

উত্তর: ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে ব্যাংক হারের বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের চাহিদা হ্রাস করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বাড়িয়ে দেয় ফলে সুদের হার বেড়ে যায় এবং ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার কমিয়ে দিলে সুদের হার হ্রাস পায় এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৭. মুদ্রার যোগান বলতে কি শুধু চাহিদা আমানতকেই নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ২১; ঢা. বো. ১৬]*

উত্তর: মুদ্রার যোগান বলতে শুধু চাহিদা আমানতকেই নির্দেশ করে না।

মুদ্রার যোগান ধারণাটি যখন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা এবং ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়। আর বৃহত্তর অর্থে মুদ্রার যোগান হলো একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত কারেন্সি ও ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টি। সুতরাং, মুদ্রার যোগান বলতে কেবল চাহিদা আমানতকে নির্দেশ করে না। চাহিদা আমানত মুদ্রার যোগানের একটি উপাদান মাত্র।

প্রশ্ন-৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে 'নিকাশঘর' বলা হয় কেন? *[য. বো. ২৫; ঢা. বো., কু. বো. ২৩; দি. বো. ২১; চ. বো. ১৯]*

উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আন্তঃব্যাংক হিসাব নিষ্পত্তি করার কাজটিকেই 'নিকাশঘর' বলা হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেনের নিষ্পত্তি স্থলকে নিকাশঘর বা ক্লিয়ারিং হাউজ বলে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ তাদের মধ্যকার সব দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে। পৃথিবীর সব দেশেই এ নিকাশঘর ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ দায়িত্ব পালন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এদায়িত্ব পালন করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে 'নিকাশঘর' বলা হয়। এর ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা তথা আর্থিক লেনদেন আরও গতিশীল হয়।

প্রশ্ন-৯. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে? *[রা. বো., চ. বো., ব. বো., কু. বো. ১৮; কু. বো. ১৬; আলিম ১৯]*

উত্তর: ব্যাংক হারের পরিবর্তন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে মুদ্রার যোগান কমাতে চায় তখন ঋণের পরিমাণ কমানোর জন্য ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয় বলে তারা তাদের প্রদেয় ঋণের জন্য সুদহার বাড়ায়। এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতারা অধিক সুদ হারের জন্য স্বল্প পরিমাণ ঋণ নিলে অর্থের যোগান কমে যায়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রা যোগান বাড়াতে চাইলে ব্যাংক হার কমিয়ে দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কম সুদের হারে অধিক ঋণ দিতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-১০. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সকল ব্যাংকের অভিভাবক— ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ২৫; ম. বো. ২২; ঢা. বো. ২১]*

উত্তর: সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সকল ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সকল ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়।

প্রশ্ন-১১. কোন ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলে এবং কেন? *[কু. বো. ২১]*

উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের নিকট হতে প্রথমে আমানত সংগ্রহ করে উক্ত আমানত পরবর্তীতে নির্দিষ্ট হারে জমা রেখে বাকি অংশ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ অন্য স্থানে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের এরূপ ঋণদান কাজ সাধারণত স্বল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে। কারণ গ্রাহক তার জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় ফেরত চাইতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিদার কথা বিবেচনা করে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংক তার ঋণের মেয়াদ স্বল্পমেয়াদি করে। তাই বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী।

প্রশ্ন-১২. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে? *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমতে থাকে।

যখন দ্রব্যমূল্য কমে তখন এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য বাড়ে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে। তাই বলা যায়, দ্রব্যমূল্য ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'অর্থ যা করে তাই অর্থ' এটি কার উক্তি?
ক. অর্থনীতিবিদ ওয়াকার খ. অধ্যাপক রবার্টসন
গ. জন মেনার্ড কেইন্স ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

২. বিনিময়ের যে মাধ্যম সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে কী বলে?
ক. শেয়ার খ. বিহিত মুদ্রা
গ. চেক ঘ. প্রাইজবন্ড

৩. ফিশারের বিনিময় সমীকরণে 'MV' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মূল্যস্তর খ. অর্থের চাহিদা
গ. অর্থের যোগান ঘ. বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

৪. নোট প্রচলনের একক অধিকার ভোগ করে কোন ব্যাংক?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. বিশেষায়িত ব্যাংক
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. বিদেশি ব্যাংক

৫. কোনটি বিহিত মুদ্রা?
ক. ব্যাংক চেক খ. নগদ অর্থ
গ. প্রাইজবন্ড ঘ. ব্যাংক ড্রাফট

৬. নিচের কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা?
ক. ১,০০০ টাকার নোট
খ. ১,০০০ টাকার চেক
গ. ১,০০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট
ঘ. ১,০০০ টাকার প্রাইজবন্ড

৭. আমানত প্রধানত কয় প্রকার?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

৮. জনসাধারণ সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে কী বলে?
ক. জামানত খ. হিসাববহি
গ. আমানত ঘ. চুক্তিপত্র

৯. জনগণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে কী বলে?
ক. মুদ্রার আমানত খ. মুদ্রার যোগান
গ. মুদ্রার চাহিদা ঘ. মেয়াদি আমানত

১০. মুদ্রার চাহিদা কয় ধরনের?
ক. ২ ধরনের খ. ৩ ধরনের
গ. ৪ ধরনের ঘ. ৫ ধরনের

১১. ফটকা চাহিদা কীসের ওপর নির্ভরশীল?
ক. সুদের হার খ. আয়
গ. সঞ্চয় ঘ. বিনিয়োগ

১২. অর্থের মূল্যের সূত্র কোনটি?
ক. $Vm = P$ খ. $Vm = \frac{1}{p}$
গ. $P = Vm$ ঘ. $PT = \frac{1}{Vm}$

১৩. মুদ্রার লেনদেন চাহিদা কীসের ওপর নির্ভরশীল?
ক. চাহিদার ওপর খ. আয়ের ওপর
গ. আমানতের ওপর ঘ. সঞ্চয়ের ওপর

১৪. জন মেনার্ড কেইন্স-এর মতে মুদ্রার চাহিদার কারণ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি

১৫. একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে কী বলে?
ক. বিহিত মুদ্রা খ. চলতি আমানত
গ. অর্থের যোগান ঘ. অর্থের চাহিদা

১৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয় করলে কী ঘটে?
ক. ঋণের পরিমাণ কমে
খ. ঋণের পরিমাণ বাড়ে
গ. ঋণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে
ঘ. তারল্যের সংকট হয়

১৭. কোন প্রতিষ্ঠানটি নিকাশঘর হিসেবে পরিচিত?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

১৮. কোনটি পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি?
ক. ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ
খ. নগদ জমার হার পরিবর্তন
গ. নৈতিক প্রচারণা
ঘ. ঋণের রেশনিং

১৯. ২০২০ সালে X ব্যাংকটি দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। X ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ. একক ব্যাংক ঘ. শাখা ব্যাংক

২০. ঋণ নিয়ন্ত্রণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি কোনটি?
ক. নগদ জমার হার নীতি খ. খোলাবাজার নীতি
গ. ব্যাংক হার নীতি ঘ. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি

২১. রুনা চাকরির জন্য দরখাস্ত করবে। তখন সে দেখল দরখাস্তের সাথে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট দিতে হবে। এখানে ব্যাংক ড্রাফট কী ধরনের অর্থ?
ক. কাগজি অর্থ খ. ব্যাংক হিসাব অর্থ
গ. রূপান্তর অযোগ্য অর্থ ঘ. বিহিত অর্থ

২২. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পড়ে?
ক. ব্যাংক হার পরিবর্তন
খ. ঋণের রেশনিং
গ. নগদ জমার হার পরিবর্তন
ঘ. খোলাবাজার নীতি

২৩. সবচেয়ে তরল সম্পদ কোনটি?
ক. জমি খ. বাড়িঘর
গ. যন্ত্রপাতি ঘ. অর্থ

২৪. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়টি হাতিয়ার ব্যবহার করে?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৮টি

২৫. সচ্ছলতার সনদ প্রদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ধরনের কাজ?
ক. সাধারণ কার্যাবলি খ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি
গ. সেবামূলক কার্যাবলি ঘ. বিশেষ কার্যাবলি

২৬. যে ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবার করে তাকে কী বলে?
ক. বিশেষায়িত ব্যাংক খ. তফশিলি ব্যাংক
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. সমবায় ব্যাংক

২৭. স্থগিত লেনদেন বলতে কাকে বোঝায়?
ক. ভবিষ্যৎ দেনা পাওনাকে খ. মূল স্থানান্তরকে
গ. তারল্যের মানকে ঘ. ঋণগ্রহণকে

২৮. যে সমস্ত আর্থিক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে ঋণের লেনদেন করে তাদের সমষ্টিকে কী বলে?
ক. মুদ্রা বাজার খ. মূলধন বাজার
গ. শেয়ার বাজার ঘ. দ্রব্য বাজার

২৯. আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে কোনটি এগিয়ে?
ক. এটিএম ব্যাংকিং খ. ই-ব্যাংকিং
গ. মোবাইল ব্যাংকিং ঘ. চিরাচরিত ব্যাংকিং সেবা

৩০. খুব সহজেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা যায় কোন সেবার মাধ্যমে?
ক. অনলাইন ব্যাংকিং খ. চলতি হিসাব
গ. মোবাইল ব্যাংকিং ঘ. ব্যাংক হিসাব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

৩১. অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে—
i. দামস্তর বাড়বে ii. দামস্তর কমবে
iii. অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩২. মুদ্রার কাজ হলো—
i. বিনিময়ের মাধ্যম
ii. মূল্যের পরিমাপক
iii. সঞ্চয়ের বাহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলো হলো—
i. ব্যাংক হারের পরিবর্তন
ii. খোলাবাজার নীতির পরিবর্তন
iii. নগদ জমার হার পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে—
i. প্রকৃত আমানত
ii. সৃষ্ট আমানত
iii. নিমজ্জিত আমানত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫. ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতায় কাজ করে—
i. ন্যূনতম রিজার্ভের পরিমাণ
ii. নগদপ্রিয়তা
iii. ব্যবসায় মন্দাভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬. ফিশারের মতে অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে—
i. অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে
ii. দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হবে
iii. অর্থের গতি বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রত্না একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে দেখলো তার বান্ধবী সুমনা ব্যাংকের এটিএম কার্ড ব্যবহার করে। সে ভাবলো, সেও তার বান্ধবীর মতো হিসাব খুললে নানান সুবিধা পাবে।

৩৭. রত্নার বান্ধবী সুমনা ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছে?
ক. চলতি খ. সঞ্চয়ী
গ. স্থায়ী ঘ. পেনশন সঞ্চয়ী

৩৮. রত্না তার বান্ধবী সুমনার মতো হিসাব খুললে যে ধরনের সুবিধা পাবে তা হলো—
i. সঞ্চয়ের সুবিধা
ii. ঋণ সুবিধা
iii. অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রহিম এমন একটি ব্যাংকে কাজ করেন যেটি ব্যাংকিং জগতের অভিভাবক ও অলাভজনক জনকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান হলেও বছরে যথেষ্ট লাভ করে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা মি. তাহসীনের ভাবনা তারা ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করেন অথচ রহিমের ব্যাংকটি তাদের উপরে বসে সুন্দর লাভ করে যাচ্ছে।

৩৯. জনাব রহিমের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. সরকারি ব্যাংক ঘ. ন্যাশনাল ব্যাংক

৪০. মি. তাহসীনের এ ভাবনার কারণ হলো—
i. এ ব্যাংকের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই
ii. এ ব্যাংক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত
iii. রাষ্ট্রের সকলেই এর গ্রাহক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'N' ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ লক্ষ করলেন যে, তাদের দেশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অথচ মাথাপিছু আয় কম। এ অবস্থায় তারা দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হলেন।

৪১. 'N' ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ. ন্যাশনাল ব্যাংক

৪২. অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় 'N' ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে—
i. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা
ii. নোট প্রচলন করা
iii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৩. ATM-এর পূর্ণরূপ কী? *[য. বো. ২৫]*
ক. Always Time Machine
খ. Actual Teller Machine
গ. Automated Teller Machine
ঘ. Always Teller Machine

৪৪. 'Money is what money does'— সংজ্ঞাটি কার? *[ঢা. বো., য. বো. ২৩; চ. বো. ২১, ১৯; আলিম ১৮]*
অথবা, 'অর্থ- যা করে তাই অর্থ'— এটি কার উক্তি? *[রা. বো. ২২]*
ক. সেয়ার্স খ. রবার্টসন
গ. ওয়াকার ঘ. ক্লাউথার

৪৫. বিহিত মুদ্রা কত প্রকার? *[ঢা. বো. ২২; ব. বো. ২১]*
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

৪৬. মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি? *[কু. বো. ২২; য. বো. ২৫, ২১, ১৯; সি. বো. ২১; সি. বো., দি. বো. ২৫, ১৬]*
ক. মূল্যের পরিমাপক খ. সঞ্চয়ের বাহক
গ. বিনিময় মাধ্যম ঘ. ঋণের ভিত্তি

৪৭. নিচের কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা? *[দি. বো., য. বো. ২৩]*
ক. ৫০০ টাকার নোট খ. ৫০০ টাকা ড্রাফট
গ. ৫০০ টাকার চেক ঘ. ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড

৪৮. একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে বলে— *[য. বো. ২৫]*
ক. বিহিত মুদ্রা খ. চলতি আমানত
গ. অর্থের যোগান ঘ. অর্থের চাহিদা

৪৯. কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা? *[চ. বো. ২৩; য. বো. ২১; ঢা. বো. ১৭; আলিম ১৮]*
ক. ৫ টাকার নোট খ. ১০ টাকার নোট
গ. ২০ টাকার নোট ঘ. ৫০ টাকার নোট

৫০. ঐচ্ছিক মুদ্রা কোনটি? *[সি. বো. ২১]*
ক. ১০ টাকার নোট খ. ২০০ টাকার নোট
গ. সঞ্চয়পত্র ঘ. ৫০০ টাকার নোট

৫১. কোন ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় *[রা. বো. ২২]*
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. বিশেষায়িত ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

৫২. কোনটি মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টিকারী উপাদান? *[য. বো. ২৩; কু. বো. ১৯]*
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. বিমা কোম্পানি
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

৫৩. মুদ্রার যোগানের উপাদান কোনটি? *[ঢা. বো. ২৫]*
ক. সুদের হার খ. মেয়াদি আমানত
গ. দামস্তর ঘ. মুদ্রাবাজার

৫৪. অর্থ সরবরাহের প্রধান উপাদান কয়টি? *[সি. বো. ২১]*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫৫. অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারের সমীকরণ কোনটি? *[য. বো., রা. বো. ২৩; কু. বো. ২৫, ২১,১৭; ব. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৬]*
ক. $MV = M'V'$ খ. $MV = PT$
গ. $MV > PT$ ঘ. $MV < PT$

৫৬. $M = 200, M' = 200$
$V = 5, V' = 5, T = 500; P = ?$ *[রা. বো. ১৯]*
ক. 16 খ. 8 গ. 4 ঘ. 2

৫৭. অর্থের মূল্য (V_m) নিচের কোনটির ওপর নির্ভরশীল? *[ঢা. বো. ২৩; সি. বো. ১৯, ১৭]*
ক. মজুরি স্তর খ. আয় স্তর
গ. দাম স্তর ঘ. উৎপাদন স্তর

৫৮. অর্থের মূল্য বলতে কী বোঝায়? *[দি. বো. ২১; ব. বো. ১৭; রা. বো. ১৬]*
ক. দাম নির্ধারণের ক্ষমতা খ. ভোগ করার ক্ষমতা
গ. ক্রয় করার ক্ষমতা ঘ. আয় করার ক্ষমতা

৫৯. ফিশারের বিনিময় সমীকরণে 'MV' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? *[সি. বো. ২৩; দি. বো. ২১; রা. বো. ১৭]*
ক. মূল্যস্তর খ. অর্থের চাহিদা
গ. অর্থের যোগান ঘ. বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

৬০. $M = 4000, V = 5, T = 20$ হলে $P = ?$ *[সকল বোর্ড ১৮]*
ক. 100 খ. 1000
গ. 200 ঘ. 2000

৬১. $M = 400, M' = 400$
$V = 10, V' = 10$
$T = 1000, P = ?$ *[চ. বো. ২২]*
ক. 32 খ. 16 গ. 8 ঘ. 4

৬২. 'অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে' 'PT' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? *[রা. বো. ২৫]*
ক. অর্থের যোগান খ. অর্থের চাহিদা
গ. অর্থের মূল্য ঘ. দামস্তর

৬৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কোনটি? *[দি. বো. ২৩; কু. বো., রা. বো., ব. বো. ২১]*
ক. মুদ্রা ও নোট প্রচলন খ. বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
গ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঘ. হিসাব সংরক্ষণ

৬৪. নিচের কোনটি নিকাশ ঘরের কাজ করে? *[রা. বো. ২৫; ঢা. বো. ২৩; ঢা. বো., কু. বো., ব. বো. ২১]*
ক. জনতা ব্যাংক খ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

৬৫. আন্তঃব্যাংক দেনা-পাওনা সম্পন্ন করে নিচের কোন ব্যাংক? *[রা. বো. ১৬]*
ক. বিশেষায়িত ব্যাংক খ. বিদেশি ব্যাংক
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৬৬. ফিশারের সমীকরণে অর্থের যোগান কোনটি? *[কু. বো. ২২]*
ক. PT খ. T গ. MV ঘ. M

৬৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে কয় ভাবে? *[দি. বো. ২২]*
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

৬৮. আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে কোনটি এগিয়ে? *[কু. বো. ২৩; য. বো. ২২]*
ক. এটিএম ব্যাংকিং খ. ই-ব্যাংকিং
গ. মোবাইল ব্যাংকিং ঘ. চিরাচরিত ব্যাংকিং সেবা

৬৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয় করলে কী ঘটে? *[য. বো. ২৫]*
ক. অর্থের পরিমাণ বাড়ে
খ. অর্থের পরিমাণ কমে
গ. অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে
ঘ. তারল্যের সংকট হয়

৭০. X বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ৬০,০০০ টাকা এবং প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ ১০%। ব্যাংকটির ঋণসৃষ্ট আমানত কত? *[রা. বো. ১৯]*
ক. ৬,০০,০০০ টাকা খ. ৬,০০০ টাকা
গ. ৫৪,০০০ টাকা ঘ. ৬০,০০০ টাকা

৭১. ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও কোনটি সম্ভব? *[ম. বো., দি. বো. ২৫]*
ক. অনলাইন ব্যাংকিং খ. ই-মেইল
গ. মোবাইল ব্যাংকিং ঘ. ই-ব্যাংকিং

৭২. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন আমানতের ওপর সুদ দেয় না? *[দি. বো. ২১; ঢা. বো. ১৭]*
ক. চলতি আমানত খ. সঞ্চয়ী আমানত
গ. স্থায়ী আমানত ঘ. মেয়াদি আমানত

৭৩. ব্যাংক হার পরিবর্তন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি? *[ম. বো. ২৫]*
ক. পরিমাণগত খ. গুণগত
গ. উভয়ই ঘ. কোনোটিই নয়

৭৪. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সজো সম্পর্কিত বিষয়? *[দি. বো. ২১; সি. বো. ২১, ১৭]*
ক. নোট ইস্যু খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
গ. আমানত গ্রহণ ঘ. নিকাশঘর পরিচালনা

৭৫. বিহিত মুদ্রা বলতে বোঝায়— *[চ. বো. ২১]*
i. যে মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই
ii. যা সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত
iii. যা সবাই গ্রহণ করতে বাধ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৬. অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে— *[য. বো. ২১]*
i. দামস্তর কমবে
ii. দামস্তর বাড়বে
iii. অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৭৭. ঐচ্ছিক মুদ্রা হলো— *[দি. বো. ২৫, ২১; কু. বো. ২১]*
i. চেক
ii. ব্যাংক ড্রাফট
iii. সঞ্চয় পত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৮. মুদ্রার কাজ— *[আলিম ১৯]*
i. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি ii. মূল্যের পরিমাপক
iii. সঞ্চয়ের বাহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হলো— *[দি. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২; আলিম ২২]*
i. আমানত সংগ্রহ ii. নোট প্রচলন
iii. ঋণদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮০. অর্থনৈতিক মন্দার সময় ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক— *[ম. বো. ২৫; রা. বো. ১৯]*
i. ব্যাংক হার ও সুদের হার হ্রাস করে
ii. ঋণপত্র ক্রয় করে
iii. নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত পদ্ধতিগুলো হলো— *[চ. বো. ২৫]*
i. ব্যাংক হার পদ্ধতি
ii. খোলাবাজার পদ্ধতি
iii. রিজার্ভের হার পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮২. ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বানুযায়ী অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে— *[রা. বো. ২৩]*
i. দামস্তর দ্বিগুণ হবে ii. দামস্তর তিনগুণ হবে
iii. অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত হাতিয়ার হলো— [ঢা. বো. ২২]
i. নৈতিক প্ররোচনা ii. ব্যাংক হারের পরিবর্তন
iii. প্রত্যক্ষ আদেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৪. অনলাইন ব্যাংকিং হলো— [ব. বো. ১৯]
i. নিজ কর্মস্থলে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে একাউন্ট চেক করা
ii. একটি ব্যাংকের যে কোনো শাখায় লেনদেন করা
iii. ঝুঁকির মধ্যে না থেকে হিসাব পরিচালনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতিয়ারগুলো হলো— [দি. বো. ২২]
i. ব্যাংক হার পরিবর্তন
ii. সংরক্ষিত জমার হার পরিবর্তন
iii. খোলা বাজার কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৬. মোবাইল ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে জরুরি—
[কু. বো. ২৫; ম. বো. ২৩; য. বো., ব. বো. ২১; সকল বোর্ড ১৮]
i. কম্পিউটার ii. মোবাইল সেট
iii. পিন কোড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. X ব্যবসায়িক কারণে ব্যাংকে একটি হিসাব চালু করেন। এতে তিনি যে আমানত জমা করেন তা থেকে যখন ইচ্ছা এবং যত টাকা প্রয়োজন লেনদেন করতে পারেন। [ম. বো. ২২]

৮৭. উদ্দীপকে কোন আমানতের কথা বলা হয়েছে?
ক. সঞ্চয়ী আমানত খ. স্থায়ী আমানত
গ. চলতি আমানত ঘ. মেয়াদি আমানত

৮৮. উক্ত আমানতের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. আমানতকারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদে আমানত রাখতে হয়
ii. আমানতকারী সুদ পায় না
iii. আমানতকারী হিসাব হতে সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
$MV = PT$
এখানে, $M = 500$, $V = 10$, $T = 100$ [ঢা. বো. ২২]

৮৯. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর কত?
ক. 50 খ. 100 গ. 500 ঘ. 1000

৯০. যদি অর্থের সরবরাহ (M) দ্বিগুণ করা হয়, তবে দামস্তর কত হবে?
ক. 1000 খ. 500 গ. 100 ঘ. 50

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মারইয়াম প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা একটি ব্যাংকে জমা রাখেন। বছর শেষে মোট জমাকৃত টাকার সাথে ব্যাংক অতিরিক্ত টাকা তার হিসাবে জমা করে। [কু. বো. ২৫]

৯১. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কোন ধরনের?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. বিশ্বব্যাংক
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

৯২. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হলো—
i. ঋণদান করা
ii. আমানত গ্রহণ করা
iii. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মুস্তাকিম 'X' ব্যাংকের একটি শাখায় হিসাব খোলার পর জানতে পারল ঐ ব্যাংকের যেকোনো শাখায় লেনদেন করা যায়। এছাড়া কম্পিউটারের সহযোগিতায় যেকোনো স্থান থেকে লেনদেন করা যায়। [ঢা. বো. ২৫]

৯৩. উদ্দীপকে ব্যাংকের কোন পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক. মোবাইল ব্যাংকিং খ. অনলাইন ব্যাংকিং
গ. শাখা ব্যাংকিং ঘ. অফলাইন ব্যাংকিং

৯৪. উদ্দীপকের পদ্ধতিটির মাধ্যমে—
i. অর্থ স্থানান্তর করা সহজ হয়
ii. ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায়
iii. ২৪ ঘণ্টা সেবা পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৫ ও ৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রাচীনকালে অর্থ বা মুদ্রা আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ একে অপরের সাথে দ্রব্যের বিনিময় করতো। কারোও কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলে সে তার নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে তা সংগ্রহ করতো। [দি. বো. ২২]

৯৫. উদ্দীপকে দ্রব্যের এরূপ সরাসরি বিনিময়কে কী বলা হয়?
ক. উৎপাদন সিস্টেম খ. বণ্টন সিস্টেম
গ. প্রাচীন সিস্টেম ঘ. বার্টার সিস্টেম

৯৬. উক্ত প্রথার অসুবিধা হলো—
i. দ্রব্যের অবিভাজ্যতা ii. অভাবের অসামঞ্জস্যতা
iii. সঞ্চয়ের সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৭ ও ৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. 'K' যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেটি অন্যান্য ব্যাংকের দুর্দিনে ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি জনগণের সাথে সরাসরি লেনদেন করে না। [চ. বো. ২১]

৯৭. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ. শিল্প ব্যাংক ঘ. বিনিময় ব্যাংক

৯৮. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হলো—
i. আমানত গ্রহণ করা ii. নোট ইস্যু করা
iii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জহির বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করে ঢাকার একটি X ব্যাংকে চাকরি করেন। জহির যে ব্যাংকে কাজ করে সেটি মুদ্রা বাজারে শীর্ষে অবস্থান করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে সরকারকেও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। *[য. বো. ২১]*

৯৯. উদ্দীপকে কোন ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. ঢাকা ব্যাংক
গ. সোনালী ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

১০০. ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে—
i. ব্যাংক হার পরিবর্তন করে
ii. নগদ জমার হার পরিবর্তন করে
iii. সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ব্যক্তি প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। বছর শেষে মোট জমাকৃত টাকার সাথে ব্যাংক অতিরিক্ত টাকা তার হিসাবে জমা করে। *[দি. বো. ২১]*

১০১. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কোন ধরনের?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. বিশ্ব ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

১০২. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হলো—
i. ঋণদান করা
ii. আমানত গ্রহণ করা
iii. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৩ ও ১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহমান সাহেব প্রতিমাসে একটি ব্যাংকে ৫০০ টাকা করে জমা রাখে। ২ বছর পর তিনি ব্যাংক থেকে মোট ২ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। *[সি. বো. ২৫]*

১০৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি
i. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
ii. বাণিজ্যিক ব্যাংক
iii. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০৪. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হচ্ছে
ক. নোট প্রচলন করা
খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
গ. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা
ঘ. ঋণ আদান প্রদান করা

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	খ
১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ
২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ক	৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	ঘ	৩৬	খ
৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	ক	৪১	খ	৪২	ঘ	৪৩	গ	৪৪	গ	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	ক	৪৮	ঘ
৪৯	ক	৫০	গ	৫১	ঘ	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	গ	৫৭	গ	৫৮	গ	৫৯	গ	৬০	খ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	ঘ	৬৫	ঘ	৬৬	গ	৬৭	খ	৬৮	গ	৬৯	ক	৭০	ক	৭১	গ	৭২	ক
৭৩	ক	৭৪	গ	৭৫	ঘ	৭৬	ঘ	৭৭	ঘ	৭৮	ঘ	৭৯	খ	৮০	ক	৮১	ঘ	৮২	খ	৮৩	খ	৮৪	ক
৮৫	ঘ	৮৬	গ	৮৭	গ	৮৮	গ	৮৯	ক	৯০	গ	৯১	গ	৯২	ঘ	৯৩	খ	৯৪	ঘ	৯৫	ঘ	৯৬	ঘ
৯৭	ক	৯৮	গ	৯৯	ক	১০০	ঘ	১০১	ক	১০২	ঘ	১০৩	গ	১০৪	ঘ								

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিহিত মুদ্রার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।
২. কী কী উপাদান দ্বারা মুদ্রার যোগান গঠিত হয়?
৩. মুদ্রার ফটকা চাহিদা রেখাচিত্রে অঙ্কন করে দেখাও।
৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
৫. ঋণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হার নীতি ব্যাখ্যা করো।
৬. অনলাইন ব্যাংকিং এর কয়েকটি সুবিধা উল্লেখ করো।
৭. অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মি. 'ক' এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যা দেশের মুদ্রা বাজারের নেতৃত্ব দেয়, বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে মি. 'খ' অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে ও অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। *[চ. বো. ২০২৫]*

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে? ২
গ. মি. 'ক' যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তার প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. 'ক' ও মি. 'খ' এর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

২. মি. আলম একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, যা দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে মি. শিহাবের প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ প্রদান করে। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
গ. মি. আলম কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. শিহাবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি দেশের উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. একটি অর্থনীতির মুদ্রা বাজারের তথ্য নিচে দেওয়া হলো: মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = ৬০০, মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ৪০, ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ (M') = ৩০০ ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = ৪০, লেনদেনের পরিমাণ (T) = ১০০০ *[কু. বো. ২০২২]*

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. 'মোবাইল ব্যাংকিং সাধারণ জনগণের কাছে সহজতর'— বিশ্লেষণ করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. দৃশ্যকল্প ০১: 'X' ব্যাংক → নোট প্রচলন, নিকাশ ঘর, ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল, ঋণ নিয়ন্ত্রণ।
দৃশ্যকল্প ০২: 'Y' ব্যাংক → আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিনিময়ের মাধ্যম, বিল বাট্টাকরণ।
দৃশ্যকল্প ০১ ও ০২ ব্যাংক দু'টির মধ্যে যেকোনো একটি ব্যাংক দেশের ঋণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হারের পরিবর্তন, খোলাবাজার কার্যক্রম, ঋণের রেশনিং এবং নৈতিক প্ররোচনাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[ব. বো. ২০২৫]*

ক. অর্থের চাহিদা কী? ১
খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-০১ এর ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? তার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে তুমি কোনগুলোকে অধিক কার্যকর মনে কর? যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৪

৫. 'X' ও 'Y' দুইজন বন্ধু। তারা দুজন আলাদা দুটি ব্যাংকে কর্মরত 'X' যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংকটি নোট প্রচলন করে। অন্যদিকে 'Y' বন্ধু যে ব্যাংকে চাকরি করেন ঐ ব্যাংকটি জনগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করে। *[ঢা. বো. ২০২১]*

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. দামস্তর ও অর্থের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত 'X' বন্ধু যে ব্যাংকে চাকরি করে তার ধরন উল্লেখপূর্বক তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক দুটির কার্যাবলির তুলনা করো। ৪

৬. একটি দেশে মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 100, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 15, ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M') = 50 ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = 10 এবং লেনদেনের পরিমাণ (T) = 50। *[ঢা. বো. ২০২৩]*

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে 'নিকাশ ঘর' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে দেশটির দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে লেনদেনের পরিমাণ (T) বেড়ে 100 হলে অর্থের মূল্যের কীরূপ পরিবর্তন হবে? উদ্দীপকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. কোনো দেশে কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট ভোগ ব্যয় (C) = ৬৫০ মিলিয়ন টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ২৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং সরকারি ব্যয় (G) = ৩৫০ মিলিয়ন টাকা। অর্থনীতিতে মোট রপ্তানি আয় (X) = ১৫০ মিলিনয়ন টাকা এবং আমদানি ব্যয় (M) = ১২৫ মিলিয়ন টাকা। *[য. বো. ২০২৩]*

ক. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কাকে বলে? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কিত? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশে ঐ বছরের যদি অবচয় ব্যয় 60 মিলিয়ন টাকা হয় তবে জাতীয় আয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮. জনাব আমির আলী ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে 'A' ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে যান। ব্যাংকের কর্মকর্তা তাঁকে পাশের 'B' ব্যাংকে গিয়ে হিসাব খোলার পরামর্শ দেন। ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন যে, 'A' ব্যাংক জনগণের আমানত জমা রাখে না বরং 'B' ব্যাংকের সমগোত্রীয় ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। *[কু. বো. ২০২৫]*

ক. ব্যাংক হার কাকে বলে? ১
খ. অনলাইন ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' ব্যাংকের তিনটি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ব্যাংক কী কী উপায়ে 'B' ব্যাংকের সমগোত্রীয় ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.

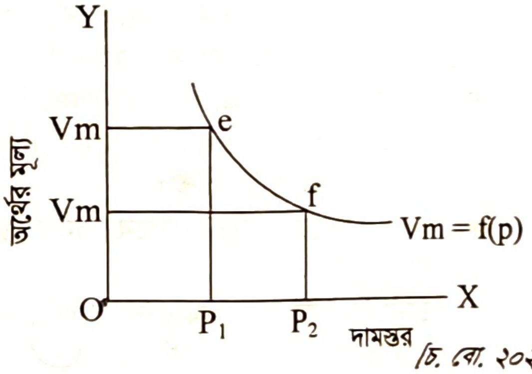

[চ. বো. ২০২৫]

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের অভিভাবক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে দামস্তর ও অর্থের মূল্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্রটি কীভাবে ফিসারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০. 'X' এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ঐ দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং নোট প্রচলন করে। 'Y' অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং ঋণ প্রদান করে থাকে। উভয় প্রতিষ্ঠান দেশের প্রয়োজনে কাজ করলেও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিন্ন। *[দি. বো. ২৩]*

ক. অর্থের প্রচলন গতি কী? ১
খ. কেন মানুষের অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়? ২
গ. X ও Y কী ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উভয় প্রতিষ্ঠান দেশের প্রয়োজনে কাজ করলেও তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভিন্ন"— উক্তিটির সত্যতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. 'X' একটি ব্যাংক। ব্যাংকটি আমানত গ্রহণ, বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান ও বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। এছাড়াও ব্যাংকটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসা, অনুদান, সামাজিক বনায়ন এবং গরিব মেধাবীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজ সেবায় ভূমিকা রাখছে। *[ঢা. বো. ২০২৩]*

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি চিহ্নিত করে এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সমাজ সেবায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির ভূমিকা যথেষ্ট কি না যুক্তিসহকারে মতামত দাও। ৪

১২. ধরি, বিহিত মুদ্রা (M) =১০০০, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ৫, ঋণপত্রের পরিমাণ (M') =৫০০, ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') = ২, লেনদেনের পরিমাণ (T) = ১০০০। *[রা. বো. ২০২২]*

ক. আমানত কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের দুই টাকার নোট কেন সসীম বিহিত মুদ্রা— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের সাহায্যে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. M = 2000 এবং M' = 1000 হলে পরিবর্তিত দামস্তর ও অর্থের মূল্য নির্ণয়পূর্বক তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. জনাব মনির ও জনাব জাহাঙ্গীর দুই ভাই। তাঁরা দেশে দু'টি ব্যাংকের কর্মকর্তা। জনাব মনিরের ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে এবং গ্রাহকগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে জনাব জাহাঙ্গীরের ব্যাংক দেশে মুদ্রা প্রচলন, সংরক্ষণ, মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এজন্য জাহাঙ্গীরের ব্যাংককে 'অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক ও' বলা হয়।

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১
খ. 'মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব জাহাঙ্গীরের ব্যাংকের তিনটি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব জাহাঙ্গীরের ব্যাংক 'অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক' হিসাবে কীভাবে জনাব মনিরের ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪. 'K' দেশের বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 2000, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 5, ঋণপত্রের পরিমাণ (M') = 1000, ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') = 2 এবং বাণিজ্যের পরিমাণ (T) = 100। এখন V, V' এবং T স্থির অবস্থায় M ও M' দ্বিগুণ হয়।
অর্থের মূল্য $V_m = \frac{1}{P}$। *[কু. বো. ২০২৩]*

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. 'নিকাশ ঘর' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রাথমিক ও পরিবর্তিত অবস্থায় V_m নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. কোনো দেশে কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট ভোগ ব্যয় (C) = ৬৫০ মিলিয়ন টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ২৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং সরকারি ব্যয় (G) = ৩৫০ মিলিয়ন টাকা। অর্থনীতিতে মোট রপ্তানি আয় (X) = ১৫০ মিলিনয়ন টাকা এবং আমদানি ব্যয় (M) = ১২৫ মিলিয়ন টাকা। *[য. বো. ২৩]*

ক. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কাকে বলে? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কিত? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশে ঐ বছরের যদি অবচয় ব্যয় 60 মিলিয়ন টাকা হয় তবে জাতীয় আয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬. 'X' একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান; যে গ্রাহকদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। অপরদিকে 'Y' এমন একট আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে অর্থবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। *[দি. বো. ২০২২]*

ক. ফিশারের বিনিময় সমীকরণটি লেখো। ১
খ. অর্থের একমাত্র কাজ কি বিনিময়ের মাধ্যমে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের নির্দেশিত 'X' প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজের ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী 'Y' প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'X' প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি? কীভাবে? তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭. একটি অর্থনীতির মুদ্রা বাজারের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো:
বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 7,500
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 15
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M_1) = 3,000
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলনগতি (V_1) = 10
লেনদেনের পরিমাণ (T) = 1000 *[রা. বো. ২০২৩]*

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার হার পদ্ধতিতে কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মূল্যস্তরের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করো। ৪

১৮.

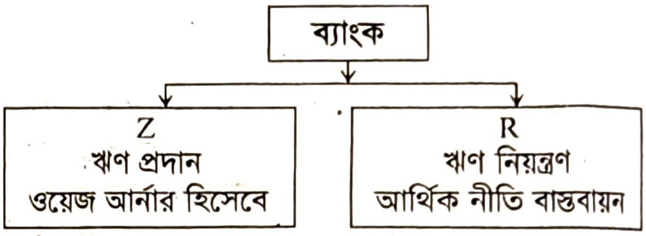

ক. ব্যাংক হার কী? ১
খ. অর্থের ফটকা চাহিদা কেন সুদের ওপর নির্ভর করে? ২
গ. উদ্দীপকে R বলতে কোন ব্যাংকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'R' ও 'Z' ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯. 'ক' দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এগুলো হলো ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি, ঋণের রেশনিং, নগদ জমার হার পরিবর্তন, নৈতিক প্ররোচনা, বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন, সংরক্ষণ অনুপাত পরিবর্তন ইত্যাদি। *[রা. বো. ২০২১]*

ক. অর্থের ফটকা চাহিদা কী? ১
খ. অর্থ কীভাবে ব্যক্তি জীবনে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টি করে? ২
গ. উদ্দীপক থেকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করে এর কার্যকারিতা লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিমাণগত পদ্ধতিগুলোর যেকোনো একটির ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

২০.

অর্থের যোগান (M) কোটি টাকা	দামস্তর (P) টাকা
১০০	১০
২০০	২০
৩০০	৩০

[সি. বো. ২০২২]

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. 'ব্যাংক হার' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর ও অর্থের যোগানের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক থেকে অর্থের যোগান বৃদ্ধি কীভাবে অর্থের মূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২১. জনাব তুহিন ঢাকা শহরের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। তিনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গ্রামের বাড়িতে বাবা-মাকে টাকা পাঠান। এতে বাবা-মা তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরিত অর্থ পেয়ে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। *[চ. বো. ২০২১]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কোন ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক— বিশ্লেষণ করে মন্তব্য লেখো। ৪

২২. জনাব কবির সাহেব একজন অর্থনীতির প্রভাষক। তিনি শ্রেণিকক্ষে ব্যাংক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্রদের বলেন, 'A' জাতীয় ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে ঋণ প্রদান করে। 'B' ব্যাংক নোট ছাপানো, সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শক, ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতিসহ নানাবিধ কাজ করে। *[আলিম ২০২৩]*

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. বাংলাদেশের দুই টাকার নোট কেন সসীম বিহিত মুদ্রা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'A' ব্যাংক কোন জাতীয় ব্যাংক? এর তিনটি কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিগুলো আলোচনা করো। ৪

২৩. একটি অর্থনীতির মুদ্রা বাজার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:
বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = ৪০০
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ৫
ঋণপত্রের পরিমাণ (M′) = ২০০
ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V′) = ২
লেনদেনের পরিমাণ (T) = ২০০
যেখানে (P) = দামস্তর *[আলিম ২০২২]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. মুদ্রা 'বিনিময়ের মাধ্যম' হিসেবে কাজ করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী মুদ্রা বাজারের দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. বিহিত মুদ্রা (M) ও ঋণপত্রের (M′) পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্যের কিরূপ পরিবর্তন হবে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪. মনোয়ার এমন একটি ব্যাংকে চাকরি করে যা একটি দেশের অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণও এ ব্যাংকের কাজ। অন্যদিকে ফাহিম একটি ব্যাংকে চাকরি করে। তার ব্যাংকটি জনগণের অর্থ আমানত রাখে ও স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বেশি সুদে ঋণ প্রদান করে। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. অর্থ কী? ১
খ. অনলাইন ব্যাংকিং কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মনোয়ার যে ব্যাংকে চাকরি করে সেটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মনোয়ার ও ফাহিমের ব্যাংকের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ 4,00,000 টাকা এবং ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাত 10%। *[ঢা. বো. ২০২৫]*

ক. অর্থের চাহিদা কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ অনুপাত ২০% বৃদ্ধি করলে অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৬. আবুল ভাড়ায় অটোরিক্সা চালায়। তার স্বপ্ন, সে একদিন নিজেই অটোরিক্সা কিনবে। সেই লক্ষ্যে সে প্রতিদিন অটোরিক্সার ভাড়া মিটিয়ে যা অবশিষ্ট থাকতো তার অর্ধেকেরও বেশি টাকা একটি ব্যাংকে জমা রাখতো। এভাবে টাকা জমা করতে করতে ২ বছরে তার অটোরিক্সা কেনার টাকা হয়ে গেলো। সে ওই টাকা দিয়ে অটোরিক্সা কিনে এখন ভালোভাবে দিন অতিবাহিত করছে। এখন তার অটোরিক্সার ভাড়া গুনতে হয় না। *◄ ৬ ও ১০ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. নিমজ্জিত মূলধন কী? ১
খ. ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আবুলের ক্রয় করা অটোরিক্সাকে অর্থনীতিতে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭. রাসেল, সুমন ও পাপিয়া 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক। 'ক' প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। পাপিয়ার স্বামী মি. শাহাদাত 'খ' ব্যাংকের একজন পরিচালক। 'খ' ব্যাংক শুধু স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়। *◄ ৭ ও ১০ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. মুদ্রার প্রধান কাজ কী? ১
খ. NGO বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মালিকানার ভিত্তিতে 'ক' কোন ধরনের সংগঠন? এ সংগঠনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. শাহাদাত যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তার জনহিতকর কার্যাবলিগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (Reference Books)

১. Alfred Marshall– Principle of Economics

২. P.A. Samuelson and W. D. Nordhaus – Economics– 14th ed. McGraw-Hill

৩. R. G. Lipsey– An Introduction to Positive Economics

৪. G. S. Maddala & Ellen Miller– Micro Economics

৫. J. F. Ragan & L.B. Thomas– Principles of Macro

৬. A. Koutsoyiannis– Modern Micro Economics

৭. Orley M. Amos, J.R. – Micro Economics

৮. A. C. Chiang. – Fundamental Methods of Mathematical Economics

৯. Oxford Advanced Learner's Dictionary

১০. মনতোষ চক্রবর্তী– ব্যষ্টিক অর্থনীতি

১১. মনোরঞ্জন দে– ব্যষ্টিক অর্থনীতি

১২. জহিরুল ইসলাম সিকদার– ব্যষ্টিক অর্থনীতি

১৩. এম. এ. হামিদ— ইসলামি অর্থনীতি

১৪. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ— ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

১৫. মনতোষ চক্রবর্তী— সামষ্টিক অর্থনীতি

১৬. আনিসুর রহমান, শারমিন রহমান— ব্যষ্টিক অর্থনীতি

১৭. মনতোষ চক্রবর্তী— প্রিন্সিপলস অব্ ইকনোমিক্স

১৮. মনতোষ চক্রবর্তী— ইনট্রোডাকশন টু ইকনোমিক্স

১৯. আনিসুর রহমান— বাংলাদেশের অর্থনীতি

২০. সৈয়দ আকমল মাহমুদ— ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

২১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪

২২. World Development Report-2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

২৩. সংসদ অর্থবিদ্যা অভিধান

২৪. উইকিপিডিয়া ও বাংলাপিডিয়া

পরিশিষ্ট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫

ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট (বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা)

১. গাড়ির চাহিদা বাড়লে যদি সি.এন.জির চাহিদা বাড়ে তাহলে এ দুইটি পণ্যকে কী পণ্য বলা যায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।
Ⓐ বিকল্প পণ্য Ⓑ পরিপূরক পণ্য
Ⓒ নিকৃষ্ট পণ্য Ⓓ বিলাসী পণ্য **B**

২. কোন বাজার ব্যবস্থায় গুটিকয়েক উৎপাদক থাকে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯০।
Ⓐ একচেটিয়া Ⓑ পূর্ণ প্রতিযোগিতা
Ⓒ অলিগোপলি Ⓓ প্রতিযোগিতামূলক একচেটিয়া **C**

৩. নিচের কোনটি বেশি স্থিতিস্থাপক? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩।
Ⓐ চাল Ⓑ হীরা Ⓒ লবণ Ⓓ রুটি **B**

৪. ভারসাম্যের নিচে কোন দাম নির্ধারিত হলে— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১।
Ⓐ চাহিদা যোগান ছাড়িয়ে যায়
Ⓑ যোগান চাহিদা ছাড়িয়ে যায়
Ⓒ যোগান এবং চাহিদা সমান হয়
Ⓓ চাহিদা রেখা যোগান রেখা ছেদ করে **A**

৫. কোন ক্ষেত্রে চাহিদারেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫।
Ⓐ জনসংখ্যা বাড়লে Ⓑ দাম বাড়লে
Ⓒ দাম কমলে Ⓓ বৃষ্টি হলে **A**

৬. কোন ক্ষেত্রে যোগানরেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।
Ⓐ কাঁচামালের দাম বাড়লে Ⓑ তেলের দাম বাড়লে
Ⓒ বিদ্যুতের দাম কমলে Ⓓ জনসংখ্যা বাড়লে **C**

৭. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮।
Ⓐ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা Ⓑ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
Ⓒ মিশ্র অর্থব্যবস্থা Ⓓ ইসলামি অর্থব্যবস্থা **B**

৮. নিচের কোন বাজারে বিক্রেতারা দামকে প্রভাবিত করতে পারে না? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮৩।
Ⓐ একচেটিয়া Ⓑ ডুয়োপলি
Ⓒ অলিগোপলি Ⓓ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক **D**

৯. নিচের কোন দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৪।
Ⓐ অলংকার Ⓑ লবণ Ⓒ আইসক্রিম Ⓓ সুগন্ধি **B**

১০. একটি চাহিদা রেখার নিম্নগামী ঢালের প্রধান কারণ কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬০।
Ⓐ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের সূত্র
Ⓑ আয়ের প্রভাব
Ⓒ প্রতিস্থাপন প্রভাব
Ⓓ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি **B**

১১. যদি প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তবে দেশের জিডিপিতে কী ঘটে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৮৬।
Ⓐ জিডিপি বৃদ্ধি পায়
Ⓑ জিডিপি হ্রাস পায়
Ⓒ জিডিপি অপরিবর্তিত থাকে
Ⓓ সরকারি নীতির ওপর নির্ভর করে **B**

১২. কোন উপাদান জিডিপি গণনায় অন্তর্ভুক্ত নয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৬৪।
Ⓐ ভোক্তা ব্যয় Ⓑ সরকারি ব্যয়
Ⓒ মধ্যবর্তী পণ্য Ⓓ নিট রপ্তানি **C**

১৩. একটি প্রতিষ্ঠানের মোট খরচ সমীকরণ দ্বারা প্রদত্ত। ($TC = 500 + 20Q$ টাকা) যেখানে Q উৎপাদিত পরিমাণ। যদি প্রতিষ্ঠানটি ৫০ ইউনিট পরিমাণ উৎপাদন করে, তবে গড় খরচ কত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৯।
Ⓐ ৳ ২০ Ⓑ ৳ ৩০ Ⓒ ৳ ৪০ Ⓓ ৳ ৫০ **B**

১৪. X অক্ষের সমান্তরাল আনুভূমিক চাহিদা রেখাকে বোঝায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৭।
Ⓐ শূন্য Ⓑ অসীম
Ⓒ ১ এর সমান
Ⓓ শূন্য থেকে বেশি কিন্তু অসীম থেকে কম **B**

১৫. কোনটির তারল্যমান অসীম? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪০৬।
Ⓐ ঐচ্ছিক মুদ্রা Ⓑ ঋণপত্র
Ⓒ মেয়াদি আমানত Ⓓ বিহিত মুদ্রা **D**

১৬. অভিন্ন রেখার ঢাল বলতে নির্দেশ করে— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৩।
Ⓐ অভিন্নতার মাত্রা Ⓑ প্রতিস্থাপনের প্রান্তিক হার
Ⓒ ফ্যাক্টর প্রতিস্থাপন
Ⓓ দুটি পণ্যের মধ্যে মূল্য অনুপাত **D**

১৭. নিচের কোন সম্পর্ক চাহিদা বিধি বোঝায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৭।
Ⓐ একটি পণ্যের আয় ও দাম
Ⓑ একটি পণ্যের দাম ও পরিমাণ
Ⓒ আয় ও পরিমাণ চাহিদা
Ⓓ চাহিদার পরিমাণ ও যোগান পরিমাণ **B**

১৮. সমাজে প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩।
Ⓐ বেকারত্ব Ⓑ অসমতা
Ⓒ দরিদ্রতা Ⓓ দুষ্প্রাপ্যতা **D**

১৯. বিনিয়োগ ও সুদের মধ্যে সম্পর্ক কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৮৩।
Ⓐ কোন সম্পর্ক নেই Ⓑ ঋণাত্মক
Ⓒ ধনাত্মক Ⓓ অনন্ত পরিমাণ **B**

২০. যদি সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর বেশি হয়, তবে সরবরাহটি কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭।
Ⓐ নিখুঁত অনমনীয় Ⓑ অনমনীয়
Ⓒ স্থিতিস্থাপক Ⓓ ঐকতায় স্থিতিস্থাপক **C**

২১. একটি নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি পণ্যের বাজার মূল্য ৳ ২০ এবং একটি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ ফ্যাংশন হলো $MC = 10+2Q$ যেখানে Q উৎপাদিত পরিমাণ। লাভ সর্বাধিক করতে প্রতিষ্ঠানটি কত ইউনিট উৎপাদন করবে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫৭।
Ⓐ ৫ Ⓑ ৭ Ⓒ ১০ Ⓓ ১৫ **A**

বিজ্ঞান ইউনিট (মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা)

১. সুযোগ ব্যয় কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯।
Ⓐ একটি পছন্দের আর্থিক ব্যয়
Ⓑ পরবর্তী সেরা বিকল্পের মূল্য, যা ত্যাগ করা হয়েছে
Ⓒ সমস্ত বিকল্পের মোট খরচ
Ⓓ একটি সিদ্ধান্তের সংকুচিত খরচ **B**

২. কোনটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮২।
Ⓐ সহজ প্রবেশ ও প্রস্থান
Ⓑ বাজারের একটি বড় অংশ ধারণকারী প্রতিষ্ঠান
Ⓒ স্বল্পসংখ্যক ক্রেতা
Ⓓ স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা **A**

৩. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনটি উপাদান নয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৫।
Ⓐ জমি Ⓑ শ্রম Ⓒ পুঁজি Ⓓ চাহিদা **D**

৪. কোনটি মুদ্রার প্রধান কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪০২।
Ⓐ বিনিময়ের মাধ্যম Ⓑ মূল্য পরিমাপক
Ⓒ বাজার নির্ধারক Ⓓ সঞ্চয়ের মাধ্যম **C**

৫. কোন ধরনের বাজার কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা যায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯৪।
Ⓐ একচেটিয়া বাজার
Ⓑ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Ⓒ একচেটিয়া বাজার এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Ⓓ কোনোটি নয় **A**

৬. জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৬৪।
Ⓐ চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার মূল্য
Ⓑ মধ্যবর্তী পণ্য ও সেবার মূল্য
Ⓒ কালো টাকা
Ⓓ ক এবং খ **A**

৭. একটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে, তার পরিপূরক পণ্যের চাহিদার কী হবে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।
Ⓐ বৃদ্ধি পাবে Ⓑ কমে যাবে
Ⓒ একই থাকবে
Ⓓ বৃদ্ধি পাবে অথবা একই থাকবে **B**

৮. বাজারে সমতা কী নির্দেশ করে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮৩।
Ⓐ চাহিদা > যোগান Ⓑ চাহিদা < যোগান
Ⓒ চাহিদা = যোগান Ⓓ চাহিদা × যোগান **C**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫

১. অর্থনীতিতে পছন্দ নির্ধারণের পেছনে কারণ হলো— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২।
Ⓐ বেকারত্ব Ⓑ সম্পদের অপ্রতুলতা
Ⓒ লোভ Ⓓ সীমাহীন সম্পদ **B**

২. নিচের কোন শব্দগুলো দক্ষতার ধারণাটিকে ভালোভাবে প্রকাশ করে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩।
Ⓐ চরম ন্যায়পরায়ণতা Ⓑ সমবণ্টন
Ⓒ ন্যূনতম অপচয় Ⓓ ন্যায়সংগত ফলাফল **C**

৩. একটি বিকল্প গ্রহণ করলে যে সেরা বিকল্পটি ত্যাগ করতে হয় তাকে বলা হয়— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯।
Ⓐ অর্থনৈতিক সমতা Ⓑ প্রান্তিক সুবিধা
Ⓒ সুযোগ খরচ Ⓓ প্রান্তিক খরচ **C**

৪. সামষ্টিক অর্থনীতিবিদরা অধ্যায়ন করে— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩১।
Ⓐ অর্থনীতিব্যাপী বিষয়সমূহ
Ⓑ পরিবার ও ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
Ⓒ পরিবার ও ফার্মের মিথস্ক্রিয়া
Ⓓ ওপরের সবগুলো **A**

৫. নিচের কোনটি পরিবর্তন হলে হ্যামবার্গারের চাহিদারেখার স্থানান্তর ঘটবে না— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫।
Ⓐ হটডগের দাম Ⓑ হ্যামবার্গারের দাম
Ⓒ হ্যামবার্গার বানের দাম Ⓓ হ্যামবার্গার ভোক্তাদের আয় **B**

৬. নিচের কোনটি ইতিবাচক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়?
Ⓐ জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত হওয়া উচিত
Ⓑ আলুর দাম কমলে এর ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে
Ⓒ স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানো উচিত
Ⓓ করের হার কমানো উচিত **B**

৭. ভোক্তাদের আয় বৃদ্ধি পেলে বাজারে কী ঘটে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৩।
Ⓐ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই বাড়বে
Ⓑ ভারসাম্যের দাম বাড়াবে কিন্তু পরিমাণ কমবে
Ⓒ ভারসাম্য দাম কমবে কিন্তু পরিমাণ বাড়বে
Ⓓ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই কমবে **A**

৮. আটা যদি একটি নিকৃষ্ট দ্রব্য হয় তবে আয় বাড়লে আটার চাহিদার পরিমাণ— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮।
Ⓐ বাড়বে Ⓑ কমবে
Ⓒ অপরিবর্তিত থাকবে Ⓓ ওপরের কোনোটিই নয় **B**

৯. খালি ঘর পূর্ণ করো:
ভালো আবহাওয়া ___ রেখাকে স্থানান্তর করবে, এতে ভারসাম্য দাম ___ ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৪।
Ⓐ যোগান, বাড়বে Ⓑ যোগান, কমবে
Ⓒ চাহিদা, বাড়বে Ⓓ চাহিদা, কমবে **A**

১০. যখন একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য তখন মোট উপযোগ— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫২।
Ⓐ শূন্য Ⓑ সর্বোচ্চ
Ⓒ বর্ধমান Ⓓ ঋণাত্মক **B**

১১. একচেটিয়া কারবারির জন্য নিচের কোনটি সত্য নয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২০১।
Ⓐ P = MC Ⓑ P > MC
Ⓒ MR রেখা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট
Ⓓ চাহিদা রেখা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট **A**

১২. ১০ একক দ্রব্য উৎপাদনের মোট খরচ ৫০০ এবং গড় স্থির খরচ ৫ হলে মোট পরিবর্তনীয় খরচ কত হবে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৭।
Ⓐ ৫০ Ⓑ ৫৫০
Ⓒ ৪৫০ Ⓓ ৪৯৫ **C**

১৩. কোনো নিকট বিকল্প নেই এমন একটি জীবনরক্ষাকারী ওষুধের ক্ষেত্রে ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৫।
Ⓐ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান ছোট হবে
Ⓑ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান বড় হবে
Ⓒ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান ছোট হবে
Ⓓ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান বড় হবে **A**

১৪. সম্পদের দক্ষ বণ্টন নিচের কোনটিকে সর্বোচ্চ করে?
Ⓐ কেবল ভোক্তার উদ্বৃত্ত
Ⓑ কেবল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত
Ⓒ ভোক্তার উদ্বৃত্ত ও উৎপাদকের উদ্বৃত্তের সমষ্টি
Ⓓ ভোক্তার উদ্বৃত্ত ও উৎপাদকের উদ্বৃত্তের ব্যবধান **C**

১৫. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও নিট দেশজ উৎপাদন (NDP)-এর সম্পর্ক হলো— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৬৪।
Ⓐ GDP > NDP Ⓑ GDP < NDP
Ⓒ GDP = NDP Ⓓ অনিশ্চিত **A**

১৬. নিচের কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ নয়?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪১৫।
Ⓐ সদস্য ব্যাংকগুলোর তদারকি
Ⓑ অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ
Ⓒ ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা
Ⓓ জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ **D**

১৭. নিচের কোনটি বিস্তৃত মুদ্রার (Broad money) উপাদান?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪১০।
Ⓐ জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা
Ⓑ চাহিদা আমানত
Ⓒ মেয়াদি আমানত
Ⓓ ওপরের সবগুলোই **D**

১৮. বাংলাদেশ সরকারের কর আয়ের প্রধান উৎস হলো—
◀ সূত্র: ২য় পত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৮৮।
Ⓐ আয়কর Ⓑ পরোক্ষ কর
Ⓒ কর্পোরেট কর Ⓓ সম্পদ কর **B**

১৯. একটি মুনাফা সর্বোচ্চকারী পূর্ণ প্রতিযোগী ফার্ম উৎপাদনের সেই পরিমাণটিই নির্ধারণ করে যেখানে—
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।
Ⓐ গড় খরচ সর্বনিম্ন
Ⓑ প্রান্তিক খরচ দামের সমান
Ⓒ গড় মোট খরচ দামের সমান
Ⓓ প্রান্তিক খরচ গড় মোট খরচের সমান **A**

২০. ভোক্তার মূল্য সূচক (CPI) নিচের কোনটির সদৃশ?
◀ সূত্র: ২য় পত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩১৬।
Ⓐ নামিক GDP Ⓑ প্রকৃত GDP
Ⓒ GDP ডিফ্লেটর Ⓓ বেকারত্বের হার **C**

ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪

১. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন খরচের পার্থক্য কী দ্বারা নির্ধারিত?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৮।
Ⓐ স্থির খরচ Ⓑ পরিবর্তনশীল খরচ
Ⓒ গড় খরচ Ⓓ প্রান্তিক খরচ **A**

২. কোনটি ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩১।
Ⓐ নিয়োগস্তর Ⓑ সরকারি ব্যয়
Ⓒ নিট রপ্তানি Ⓓ বাজার কাঠামো **D**

৩. যদি সর্বনিম্ন দাম (price floor) ভারসাম্য দামের ওপর নির্ধারণ করা হয় তাহলে নিচের কোনটি ঘটবে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১।
Ⓐ ঘাটতি Ⓑ উদ্বৃত্ত
Ⓒ ভারসাম্য Ⓓ ওপরের কোনোটিই নয় **B**

৪. কোন বাজারে একটি ফার্ম এককভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮৩।
Ⓐ একচেটিয়া
Ⓑ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক
Ⓒ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
Ⓓ অলিগোপলি **C**

৫. চাহিদা বিধি নিচের কোন সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৭।
Ⓐ একটি দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যটির পরিমাণ
Ⓑ আয় ও দ্রব্যের পরিমাণ
Ⓒ আয় ও দ্রব্যের দাম
Ⓓ একটি দ্রব্যের দাম ও সম্পর্কিত দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ **A**

৬. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত—
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩।
Ⓐ স্থিতিস্থাপক Ⓑ অস্থিতিস্থাপক
Ⓒ পরিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক Ⓓ কোনোটি নয় **B**

৭. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল হওয়ার কারণ— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯।
Ⓐ যোগান তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক
Ⓑ সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার
Ⓒ ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয়
Ⓓ ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব **C**

৮. X দ্রব্যের দাম কমলে যদি Y দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, তাহলে X দ্রব্যের সাপেক্ষে Y দ্রব্যটি একটি— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।
Ⓐ পরিপূরক দ্রব্য Ⓑ পরিবর্তক দ্রব্য
Ⓒ নিকৃষ্ট দ্রব্য Ⓓ ওপরের কোনোটিই নয় **A**

৯. কোন দ্রব্যের যোগানরেখা স্থানান্তরের জন্য কোনটি দায়ী নয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩।
Ⓐ দ্রব্যটির নিজ দাম Ⓑ উপকরণ দাম
Ⓒ প্রযুক্তি Ⓓ আবহাওয়া **A**

১০. অর্থনীতিতে বাজার বলতে— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৭৮।
Ⓐ কোনো দ্রব্যকে বোঝায়
Ⓑ কোনো স্থানকে বোঝায়
Ⓒ কোনো দ্রব্যের দামকে বোঝায়
Ⓓ দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে বোঝায় **A**

১১. একটি দেশের জীবনযাত্রার মানের উৎকৃষ্টতম সূচক হলো—
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৬৬।
Ⓐ প্রকৃত জি.ডি.পি. Ⓑ মাথাপিছু প্রকৃত জি.ডি.পি.
Ⓒ নামিক জি.ডি.পি. Ⓓ মাথাপিছু নামিক জি.ডি.পি **B**

১২. যদি X একটি নিকৃষ্ট দ্রব্য হয়, তবে ভোক্তার আয় বৃদ্ধির কারণে— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮।
Ⓐ X এর চাহিদা বাড়বে
Ⓑ X এর চাহিদা কমবে
Ⓒ X এর চাহিদা অপরিবর্তিত থাকবে
Ⓓ ওপরের কোনোটিই নয় **B**

১৩. চাহিদা বিধি ব্যাখ্যার জন্য কোনটি পরিবর্তনশীল অনুমান করা হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৭।
Ⓐ নিজ দাম Ⓑ অন্য দ্রব্যের দাম
Ⓒ আয় Ⓓ রুচি **A**

আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

আলিম পরীক্ষা-২০২৩

বিষয় কোড: | ২ | ১ | ৩ |

সেট ঘ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট | **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. আখের ছোবড়া থেকে তৈরি কাগজ হলো—
ক স্থানগত উপযোগ খ সেবাগত উপযোগ
গ সময়গত উপযোগ ঘ রূপগত উপযোগ

২. ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি?
ক MR < AR খ MR > AR
গ MR = MC
ঘ MC রেখা ঢাল > MR রেখার ঢাল

৩. অর্থনীতিতে বাজার বলতে কী বোঝায়?
ক কোনো নির্দিষ্ট পণ্যকে
খ কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে
গ ক্রেতা বিক্রেতার দাম কষাকষিকে
ঘ নির্দিষ্ট দামে দ্রব্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমকে

নিচের চিত্রের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

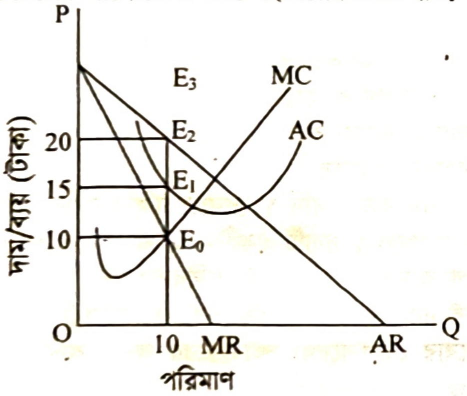

৪. উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?
ক E_0 খ E_1 গ E_2 ঘ E_3

৫. উদ্দীপকে ভারসাম্য অবস্থায় মুনাফার পরিমাণ কত?
ক 200 টাকা খ 150 টাকা গ 100 টাকা ঘ 50 টাকা

৬. পৃথিবীতে কত প্রকার অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৭. বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক মিশ্র খ ধনতান্ত্রিক
গ নির্দেশমূলক ঘ ইসলামি

৮. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ—
ক বৃদ্ধি পাবে খ হ্রাস পাবে
গ স্থির থাকবে ঘ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে

৯. সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১০. সাধারণত যে ভোগ আয় থেকে স্বাধীন তার জন্য যে ব্যয় হয় তা কোন ধরনের ব্যয়?
ক প্ররোচিত খ সরকারি গ স্বয়ম্ভূত ঘ বেসরকারি

১১. চলক কত প্রকার?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১২. গণিতশাস্ত্রের যে রাশির মান অপরিবর্তিত থাকে তাকে কী বলে?
ক ধ্রুবক খ চলক গ পরামিতি ঘ অপেক্ষক

১৩. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
ক উপযোগ সৃষ্টি খ নতুন দ্রব্য সৃষ্টি
গ চাহিদা সৃষ্টি ঘ নতুন আয় সৃষ্টি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বুহি বিকাল বেলায় পরপর ৫টি ললিপপ খেয়ে নিম্ন উপযোগ লাভ করে।

ললিপপ (একক)	মোট উপযোগ (টাকায়)
১	৪
২	৭
৩	৯
৪	১০
৫	১০

১৪. বুহির ৩য় ললিপপের প্রান্তিক উপযোগ কত?
ক ১ টাকা খ ২ টাকা গ ৩ টাকা ঘ ৪ টাকা

১৫. বুহির ললিপপ ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ—
i. ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে
ii. ক্রমহ্রাসমান হারে বেড়েছে
iii. সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. আমানত কত প্রকার?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৭. মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনলাইন ব্যবস্থা থেকে কীভাবে আলাদা?
ক দ্রুতগতির লেনদেন
খ শাখা কার্যালয়বিহীন কার্যক্রম
গ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার সহজ মাধ্যম
ঘ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার

১৮. M = 4000, V = 4 এবং T = 20 হলে, P কত?
ক 650 খ 700 গ 750 ঘ 800

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নাজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। নাজিবের প্রতিষ্ঠানটি মুদ্রা বাজারের শীর্ষে অবস্থান করে। এটি প্রয়োজনে সরকারকেও আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে।

১৯. নাজিব কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা?
ক আন্তর্জাতিক ব্যাংক খ বিশেষায়িত ব্যাংক
গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২০. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে—
i. ব্যাংক হার পরিবর্তন করে
ii. আমানত গ্রহণ করে
iii. খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র, সঞ্চয়পত্র, বন্ড ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. একটি দেশের জাতীয় আয় (Y) ১২০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৩৫০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ২৫০০ কোটি টাকা হলে দেশের ভোগ ব্যয় (C) কত কোটি টাকা?
ক ৩০০০ খ ৪০০০ গ ৫০০০ ঘ ৬০০০

২২. মাত্রাগত উৎপাদন কত প্রকার?
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার

২৩. নিচের কোন দুটি দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয়—
ⓚ গুড়, চিনি ⓐ চা, চিনি
ⓖ চাল, টেলিভিশন ⓖ গাড়ি, ডিজেল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রম নিয়োগ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ জন	২ একক	২ একক
২ জন	৫ একক	৩ একক
৩ জন	☐ একক	৪ একক

২৪. ছকের খালি ঘরে কোন সংখ্যা বসবে?
ⓚ ৬ ⓐ ৭ ⓖ ৯ ⓖ ১০

২৫. উপরোক্ত ছক থেকে বোঝা যায়—
i. মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়
ii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়
iii. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓐ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii

২৬. চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়—
ⓚ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ⓐ চাহিদা সংকোচনের কারণে
ⓖ চাহিদা সম্প্রসারণের কারণে ⓖ চাহিদা হ্রাসের কারণে

২৭. কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় ১০,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৫,০০০ টাকা হওয়ায় কোনো দ্রব্যের চাহিদা ১০০ একক থেকে কমে ৫০ একক হলো। দ্রব্যটির আয় স্থিতিস্থাপকতা কত?
ⓚ – ১ ⓐ ০ ⓖ ১ ⓖ ২

২৮. $Qd = 20 - 2p$
$Qs = 4 + 2p$
উদ্দীপক অনুযায়ী কত টাকা দামে ভারসাম্য অর্জিত হবে?
ⓚ 2 ⓐ 3 ⓖ 4 ⓖ 5

নিচের চিত্রটি হতে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

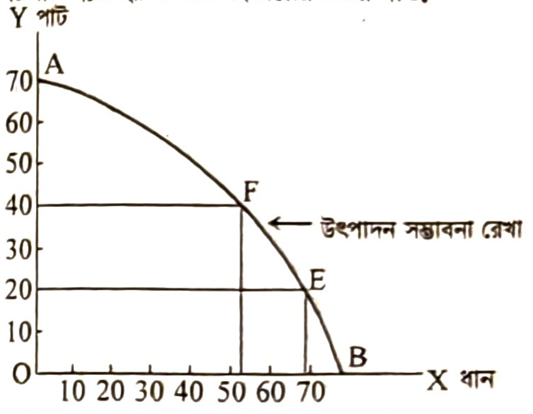

২৯. উদ্দীপকের E বিন্দুতে পাট উৎপাদনের পরিমাণ কত?
ⓚ 20 ⓐ 40 ⓖ 50 ⓖ 70

৩০. উদ্দীপকের A বিন্দু কী নির্দেশ করে?
ⓚ সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও পূর্ণনিয়োগ
ⓐ সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও বেকারত্ব
ⓖ সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ও পূর্ণনিয়োগ
ⓖ সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ও বেকারত্ব

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট খ

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ জনাব কবির সাহেব একজন অর্থনীতির প্রভাষক। তিনি শ্রেণিকক্ষে ব্যাংক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্রদের বলেন, 'A' জাতীয় ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে ঋণ প্রদান করে। 'B' ব্যাংক নোট ছাপানো, সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শক, ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতিসহ নানাবিধ কাজ করে।
ক. মুদ্রা কী? ১
খ. বাংলাদেশের দুই টাকার নোট কেন সসীম বিহিত মুদ্রা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'A' ব্যাংক কোন জাতীয় ব্যাংক? এর তিনটি কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিগুলো আলোচনা করো। ৪

২.▶

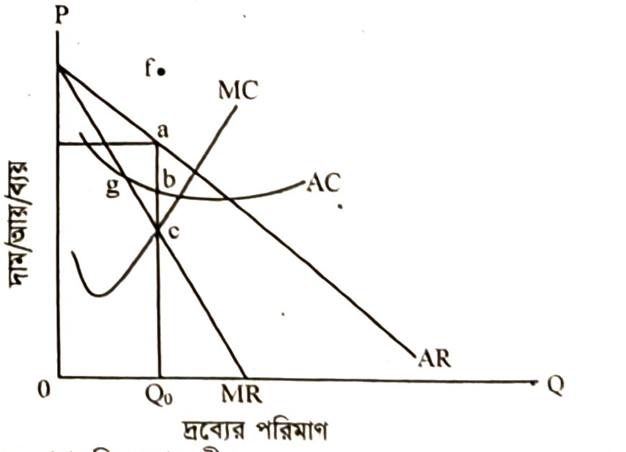

ক. ডুয়োপসনি বাজার কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কোন বিন্দুতে ফার্ম উল্লিখিত c ও g বিন্দুর কোনটিতে ভারসাম্যে উপনীত হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা "f" বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে ফার্মের কী প্রভাব পড়বে? ৪

৩.▶ একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে মোট ভোগব্যয় (C) ১০,০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ১০০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ৬০০০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় (M) ৫০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় (X) ৩০০ কোটি টাকা। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৩০০ কোটি টাকা। একই সময়ে দেশে অবস্থিত বিদেশিদের আয় ২০০ কোটি টাকা এবং বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা।
ক. NNP-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১
খ. ব্যক্তির ভোগ তার ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে দেশটির মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উক্ত দেশের GDP ও NNI একই হবে কি না তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶

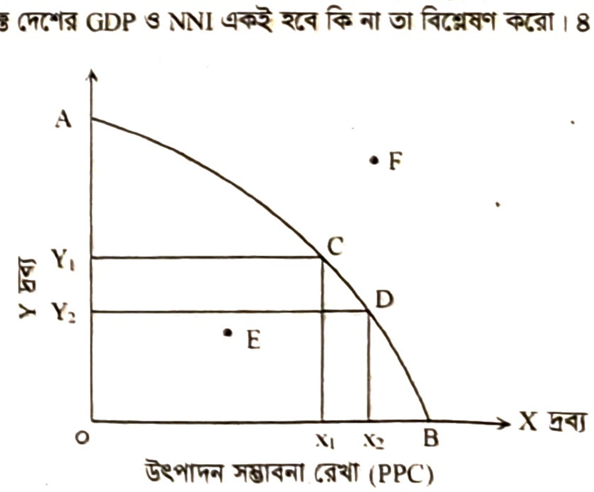

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)

ক. সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. ব্যক্তির চাহিদা ও আয় কোন অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কথা আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের E ও F বিন্দুতে উৎপাদনের সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ আব্দুল হাই 'ক' নামক দেশের নাগরিক। তার দেশে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়। তিনি ব্যবসায়ের সুবাদে 'খ' নামক একটি দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, 'খ' দেশটিতে নিজের উদ্যোগে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্য মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত দামে বিক্রয় হয়।
ক. সামষ্টিক অর্থনীতি বলতে কী বোঝো? ১
খ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

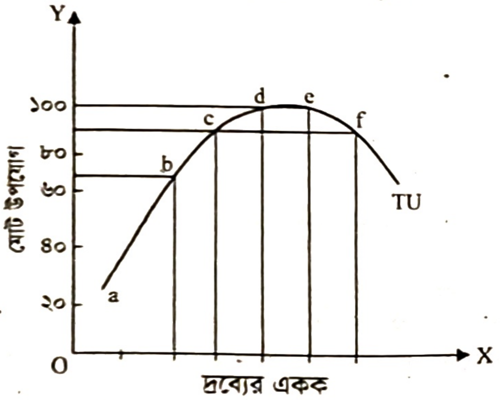

ক. সুযোগ ব্যয় কী? ১
খ. 'যোগান ও মজুদ এক নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে উপযোগের যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে— তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ $Qd = 20 - 4P$ একটি চাহিদা সমীকরণ
এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ এবং P = দ্রব্যের দাম।
ক. চাহিদা কী? ১
খ. চাহিদা রেখা কখন ঊর্ধ্বগামী হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সমীকরণ থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। [P = 1, 2, 3 একক ধরে] ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যটির প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৪

৮.▶ দৃশ্যপট-১: সোমাইয়া তার বাবার সাথে দোকানে দ্রব্য কিনতে যায়। বিভিন্ন দোকান ঘুরে সে দেখল, সব দোকানেই দ্রব্যটির দাম একই।
দৃশ্যপট-২: মাদরাসায় একটি অনুষ্ঠানে 'Y' দ্রব্যের দরকার হলে তা কিনতে বাজারে যেয়ে দেখা গেল 'Y' দ্রব্যের একটি মাত্র দোকান এবং বিক্রেতা তা অধিক দামে বিক্রি করছেন। উপায় না থাকায় বেশি দামেই দ্রব্যটি কিনতে হলো।
ক. ফার্ম কাকে বলে? ১
খ. ফার্মের পরিধি সীমিত হলে শিল্পের পরিধি ব্যাপক—কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যপট-১-এর মধ্যে যে বাজারের কথা উল্লেখ রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'দৃশ্যপট-২-এ কোন বাজার ব্যবস্থা নির্দেশ করে উদ্দীপকের আলোকে বাজার দুটির মধ্যে কোন বাজারের ক্রেতা মূল্য সুবিধা ভোগ করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ চিত্রটি লক্ষ করো:

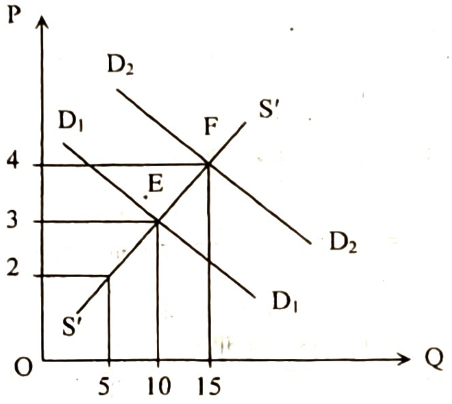

উদ্দীপকে গোশতের বাজার চাহিদা ও যোগান দেওয়া আছে। D_1D_1 স্বাভাবিক সময়ের চাহিদা রেখা। D_2D_2 ঈদ-উল-ফিতরের চাহিদা রেখা।
ক. পরিপূরক দ্রব্য কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয় কখন এবং কেন? ২
গ. প্রদত্ত উদ্দীপক হতে গোশতের যোগান সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ঈদ-উল-ফিতরের সময় গোশতের বাজার ভারসাম্য যে পরিবর্তন ঘটে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ 'A' বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করতে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করেছে। এ ব্যবস্থায় একজন গ্রাহকের একটি ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় অ্যাকাউন্ট থাকলেও সে একই ব্যাংকের যেকোনো শাখা বা কার্ডের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে পারে।
'B' একজন ব্যক্তি ব্যাংকের কোনো শাখায় না গিয়েও মুঠোফোনের সাহায্যে ঘরে বসেই নানা প্রকার আর্থিক লেনদেন করতে পারেন।
ক. মুদ্রাবাজারের অভিভাবক কোন ব্যাংক? ১
খ. বাংলাদেশে ৫ টাকার ধাতব মুদ্রাকে কেন সসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের 'B' অংশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা চিহ্নিত করে দুইটি সুবিধা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'A' অংশের প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধাগুলো চিহ্নিত করে সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১১.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

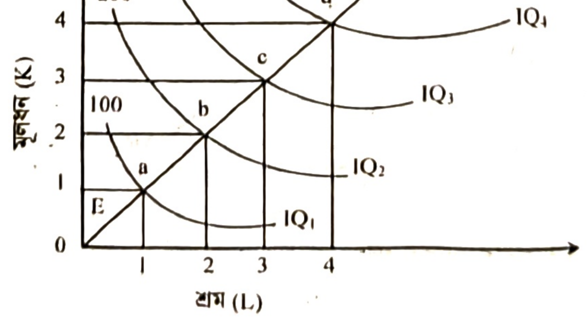

ক. স্থির ব্যয় কী? ১

খ. অর্থনীতিতে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপক থেকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সূচি তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে মাত্রাগত উৎপাদন বিধির প্রকাশ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	খ	১০	গ	১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক

বি.দ্র. ২০২৪ সালে অর্থনীতি প্রথম পত্র বিষয়ের আলিম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

আলিম পরীক্ষা-২০২৫

বিষয় কোড: ২ ১ ৩

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট ঘ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নাহিদ সাহেব তার দুই একর জমিতে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৩০ মণ ধান উৎপাদন করেন। পরের বছর ঐ জমিতে ১৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৪০ মণ ধান উৎপাদন করেন। ৩য় বছর ঐ একই জমিতে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৪২ মণ ধান উৎপাদন করেন।

১. **উদ্দীপকে নাহিদ সাহেবের ধানের উৎপাদন কোন বিধিকে নির্দেশ করে?**
   ক ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
   খ সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
   গ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
   ঘ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি

২. **উদ্দীপকে বিধিটি কার্যকর হওয়ার কারণ—**
   i. ভূমির যোগান স্থির
   ii. দীর্ঘকালীন সময় বিবেচ্য
   iii. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রমিকের দক্ষতা সমান নয়
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. **বন্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের সরল সমীকরণ কোনটি?**
   ক $AE = C + I$ খ $AE = C + I + G$
   গ $AE = C + I + (X - M)$ ঘ $AE = C + I + (X_n + M)$

নিচের চিত্র অনুসারে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

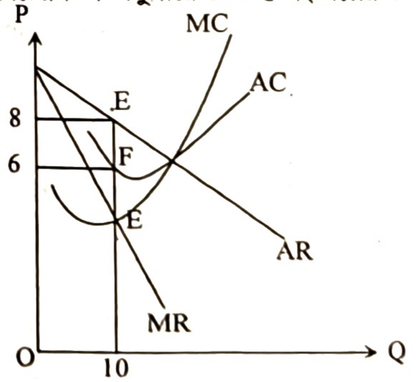

৪. **উদ্দীপকে উৎপাদনকারীর মুনাফার পরিমাণ হবে—**
   ক ২০ টাকা খ ৪৮ টাকা গ ৬০ টাকা ঘ ৮০ টাকা

৫. **চিত্রে গড় ব্যয় (AC) রেখা স্থানান্তরিত হয়ে E বিন্দুতে স্পর্শ করলে—**
   ক স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে
   খ লোকসান হবে
   গ অ-স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে
   ঘ মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে

৬. **ভোগ ব্যয় (C) = ২০০০, বিনিয়োগ (I) = ১০০০ এবং সরকারি ব্যয় (G) = ৫০০ হলে জাতীয় আয় (Y) এর মান কত?**
   ক ২৫০০ খ ৩০০০ গ ৩৫০০ ঘ ৪০০০

৭. **সময়ের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?**
   ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাইশা একটি ব্যাংকে কর্মরত আছেন। তিনি যে ব্যাংকে কর্মরত সেটি অন্যান্য ব্যাংকের ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু ব্যাংকটি জনগণের সাথে সরাসরি লেনদেন করে না।

৮. **উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে?**
   ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
   গ বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ অন্যান্য ব্যাংক

৯. **উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির কাজ-**
   ক আমানত সংগ্রহ খ ঋণ সৃষ্টি
   গ নোট প্রচলন ঘ মূলধন গঠন

১০. **কোন বাজারে একজন মাত্র উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে?**
   ক মনোপলি খ ডুয়োপলি
   গ অলিগোপলি ঘ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক

১১. **উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?**
   ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

১২. **ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য হলো—**
   i. সর্বাধিক মুনাফা অর্জন
   ii. হালাল পথে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন
   iii. ন্যায়বিচারভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. **চাহিদা বিধিতে চাহিদার সাথে কীসের সম্পর্ক প্রকাশ করে?**
   ক আয়ের খ ব্যয়ের গ সময়ের ঘ দামের

১৪. **মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা উদ্ভবের কারণ হলো—**
   i. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা
   ii. অসীম অভাব
   iii. নির্বাচনের সমস্যা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. **কোন বাজারে AR ও MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়—**
   ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক খ মনোপসনি
   গ অলিগোপলি ঘ ডুয়োপলি

নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের দাম (P) টাকায়	চাহিদার পরিমাণ (Qd) একক	যোগানের পরিমাণ (Qs) একক
1	4	2
2	3	3
3	2	4

১৬. **উদ্দীপকটিতে ভারসাম্য পরিমাণ কত একক?**
   ক 1 খ 2 গ 3 ঘ 4

১৭. উদ্দীপকে—
i. দাম বাড়লে চাহিদা কমে
ii. দাম বাড়লে যোগান কমে
iii. যোগান বিধিটি কার্যকর হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৮. Qd = 10 – 2P কী ধরনের অপেক্ষক?
ⓚ উপযোগ ⓚ যোগান ⓖ উৎপাদন ⓖ চাহিদা

১৯. কোন রেখার আকৃতি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়?
ⓚ AFC ⓚ TFC ⓖ AC ⓖ TVC

২০. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে অন্তত কয়টি উপকরণ স্থির থাকতে হয়?
ⓚ ১ ⓚ ২ ⓖ ৩ ⓖ ৪

২১. নিচের কোন দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক?
ⓚ কলম ⓚ টেলিভিশন ⓖ চা ⓖ ঔষধ

২২. পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা কয়টি?
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

২৩. প্রান্তিক উৎপাদন (MP) নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ⓚ $\frac{TF}{Q}$ ⓚ $\frac{TC}{Q}$ ⓖ $\frac{\Delta TC}{\Delta Q}$ ⓖ $\frac{\Delta TP}{\Delta Q}$

২৪. 'X' একটি দেশের জাতীয় আয় মডেল:
Y = C + I + G
উদ্দীপক অনুযায়ী 'X' দেশে—
i. আবদ্ধ অর্থনীতি বিরাজমান
ii. সরকারি ব্যয় অনুপস্থিত
iii. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫. স্বাধীন ও অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে কী বলে?
ⓚ পরামিতি ⓚ অপেক্ষক ⓖ ধ্রুবক ⓖ ঢাল

২৬. কোন উপাদানটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে অনুপস্থিত?
ⓚ নিট রপ্তানি ⓚ সরকারি ব্যয়
ⓖ ভোগ ⓖ বিনিয়োগ

নিচের সূচি হতে ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০
২য়	৮
৩য়	৪
৪র্থ	২
৫ম	১

২৭. সূচিতে ৩য় এককের মোট উপযোগ কত?
ⓚ ১৮ ⓚ ২২ ⓖ ২৪ ⓖ ২৫

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

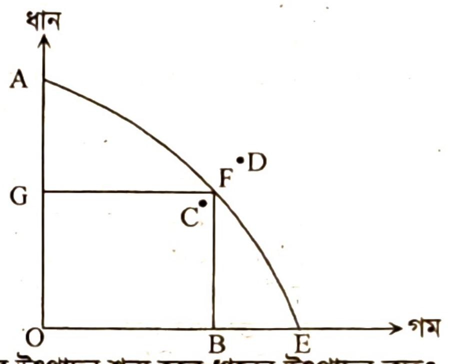

২৮. গমের উৎপাদন শূন্য হলে ধানের উৎপাদন কত?
ⓚ OB ⓚ OA ⓖ AE ⓖ OE

২৯. নিচের কোন বিন্দুটি সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশ করে?
ⓚ A ⓚ B ⓖ C ⓖ D

৩০. কোন অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ নির্দেশমূলক
ⓖ মিশ্র ⓖ ইসলামি

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট খ

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶

দেশ 'ক'	দেশ 'খ'
i. অবাধ প্রতিযোগিতা	i. ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা
ii. শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগ	ii. সামাজিক নিরাপত্তা
iii. মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন	iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. 'অভাবের শেষ নেই'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশে কীভাবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটির মধ্যে কোন দেশের অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আলোচনা করো। ৪

২.▶ বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 500, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 8, ঋণপত্রের পরিমাণ (M') = 100, ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') = 5 এবং লেনদেনের পরিমাণ (T) = 50.
ক. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? ১
খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ঋণপত্রের পরিমাণ (M') দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্যের উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান একটি হওয়ায় বিদ্যুৎ মূল্য হ্রাস বৃদ্ধির একমাত্র কর্তৃপক্ষ তারাই। তবে গ্যাস সিলিন্ডার কোম্পানি বেশ কয়েকটি বলে 'গ্যাস' সমজাতীয় পণ্য হওয়া সত্ত্বেও দামের কিছু পার্থক্য দেখা যায়।
ক. শিল্প কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR ও MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কোন বাজারের প্রতিনিধিত্ব করে? এর প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সিলিন্ডার গ্যাসের বাজার কোন ধরনের বাজার? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

৪.▶

শ্রম (L) ও মূলধন (K) উপকরণ ব্যয় (টাকা)	মোট উৎপাদন (TP) একক
১০০০	৫০
২০০০	৯০
৩০০০	১২০
৪০০০	১৪০
৫০০০	১৫০

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের উপাত্ত ব্যবহার করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ $Y = C + I + G$; $C = 100 + 0.5Y$
$I = 300$; $G = 300$

ক. GDP কাকে বলে? ১
খ. GDP ও GNP এর মধ্যে দুটি পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় হ্রাস পেয়ে 250 হলে পরিবর্তিত জাতীয় আয় ও ভোগের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৪

৬.▶

শ্রম (L)	মূলধন (K)	মাত্রাগত উৎপাদন (Q)
১	১	৪০
২	২	৭০
৩	৩	৯০
৪	৪	১০০

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. শ্রমিক কেন তার শ্রমকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে না? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহের আলোকে সম উৎপাদন রেখার সাহায্যে মাত্রাগত উৎপাদনের চিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মাত্রাগত উৎপাদনের কোন বিধিটি সমর্থন করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ দেওয়া আছে, i. $Q_d = 40 - 2P$ ii. $Q_s = -20 + 4P$

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. সমীকরণদ্বয় থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. ভারসাম্য দাম অপেক্ষা 5 টাকা দাম বাড়লে বাজারের চাহিদা ও যোগান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ একজন উৎপাদনকারীর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দেয়া হলো—

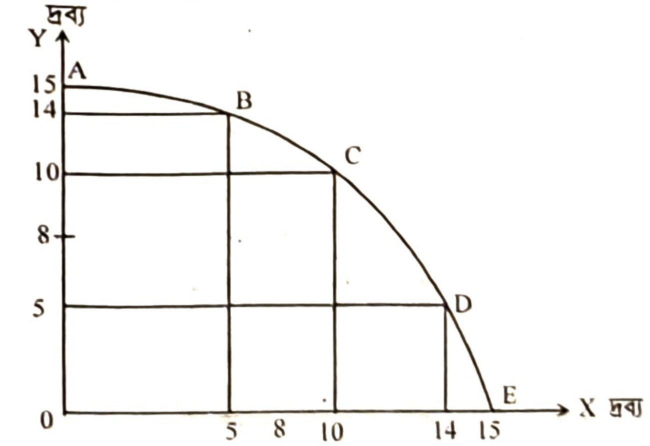

ক. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. 'নৈতিকতা' কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের (X = 8, Y = 5) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶

দাম টাকা (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d) একক	যোগানের পরিমাণ (Q_s) একক
১	১৫	৫
২	১০	১০
৩	৫	১৫

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচি অনুসারে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত যোগানসূচিটি যোগান বিধিকে সমর্থন করে কি? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶

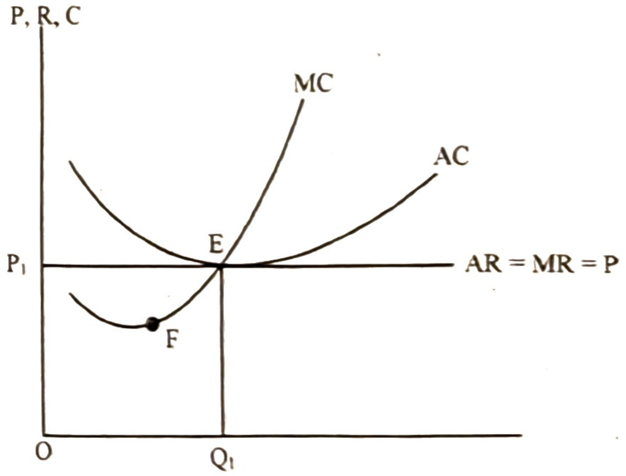

ক. আন্তর্জাতিক বাজার কাকে বলে? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে 'দাম সৃষ্টিকারী' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন ধরনের মুনাফা অর্জিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের AC রেখা F বিন্দুতে ছেদ করলে মুনাফার কী ধরনের পরিবর্তন হবে? আলোচনা করো। ৪

১১.▶

দ্রব্যের দাম (P) (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d) একক	যোগানের পরিমাণ (Q_s) একক
1	50	10
2	40	20
3	30	30

ক. যোগানবিধি কাকে বলে? ১
খ. যোগান ও মজুদ এক নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রদত্ত উদ্দীপক হতে একটি যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত দাম ও চাহিদার পরিমাণ চাহিদা বিধিকে সমর্থন করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	গ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ক	৬	গ	৭	ঘ	৮	খ	৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	ঘ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

ঢাকা বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সেট – ক

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **Y = f (x), এখানে Y কী নির্দেশ করে?**
ⓚ স্বাধীন চলক ⓚh ধ্রুবক
ⓖ অধীন চলক ⓖh অপেক্ষক

(ক) স্বাধীন চলক (খ) ধ্রুবক (গ) অধীন চলক (ঘ) অপেক্ষক

২. **বাজার ভারসাম্যের শর্ত কী?**
(ক) চাহিদা = যোগান (খ) চাহিদা = দাম (গ) যোগান = দাম (ঘ) চাহিদা = দাম = যোগান

নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মনে করো, করোনা মহামারিকালে ফেস মাস্কের চাহিদাসূচি নিম্নরূপ:

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
২	১০
৪	১০
৬	১০

৩. **উদ্দীপক অনুযায়ী ফেস মাস্কের চাহিদা রেখা কোনটি?**

(ক)
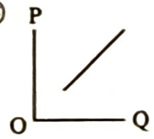

(খ)
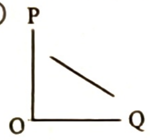

(গ)
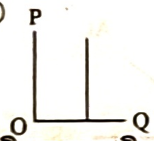

(ঘ)
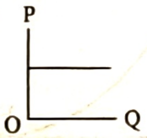

৪. **উদ্দীপক অনুযায়ী মাস্ক কোন ধরনের দ্রব্য?**
(ক) স্বাভাবিক (খ) গিফেন (গ) ভেবলেন (ঘ) প্রয়োজনীয়

৫. **প্রান্তিক উপযোগ হলো—**
i. এক একক ভোগ বৃদ্ধির ফলাফল
ii. $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta X}$
iii. $MU_{nth} = YU_n - TU_{n-1}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

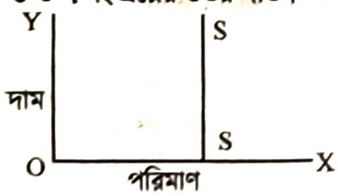

৬. **চিত্রে SS রেখার ঢাল কত?**
(ক) < 0 (খ) 0 (গ) > 0 (ঘ) ∝

৭. **SS রেখাটি যোগান রেখা হলে—**
i. এর যোগন সীমাবদ্ধ
ii. এটি ভূমির যোগান রেখা
iii. এর যোগান স্থিতিস্থাপকতার মান অসীম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

৮. **লবণের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?**
(ক) ০ (খ) < ১ (গ) ১ (ঘ) > ১

৯. **সরলরেখার ঢাল নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?**
(ক) $\frac{\text{অধীন চলকের পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলকের পরিবর্তন}}$ (খ) $\frac{\text{স্বাধীন চলকের পরিবর্তন}}{\text{অধীন চলকের পরিবর্তন}}$
(গ) $\frac{\text{আনুভূমিক দূরত্ব}}{\text{লম্ব দূরত্ব}}$ (ঘ) $\frac{\text{X অক্ষ বরাবর পরিবর্তন}}{\text{Y অক্ষ বরাবর পরিবর্তন}}$

১০. **চাহিদা স্থির থেকে অনুকূল প্রভাবের কারণে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে—**
i. যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে
ii. ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাবে
iii. ভারসাম্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের টেবিল থেকে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

L (শ্রম)	K (পুঁজি)	TP মোট উৎপাদন	MP_L শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন
৪	১	১৬	৩
৫	১	১৮	২
৬	১	১৮	□

১১. **□ খালিঘরে প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) কত হবে?**
(ক) ০ (খ) ৩ (গ) ৬ (ঘ) ৯

১২. **উদ্দীপকের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?**
(ক) দীর্ঘকালীন সময় বিবেচ্য
(খ) উৎপাদনের ১ম পর্যায় নির্দেশ করে
(গ) এই পর্যায়ে $AP_L > MP_L$ হয়
(ঘ) ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে

১৩. **কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে কী বলে?**
(ক) উপযোগ (খ) ভোগ (গ) উৎপাদন (ঘ) সম্পদ

নিচের চিত্র থেকে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

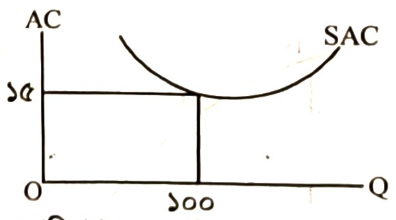

১৪. **উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ এককের চেয়ে কম হলে প্রান্তিক খরচ MC কত হবে?**
(ক) MC < ১৫ (খ) MC = ১৫ (গ) MC < ১০০ (ঘ) MC = ১০০

১৫. **চিত্রে রেখাটির আকৃতি এরূপ হবার কারণ কী?**
(ক) SAC = AFC + AVC (খ) SAC = AVC
(গ) AVC সমপরাবৃত্তাকার
(ঘ) AFC সর্বত্রই AVC এর চেয়ে শক্তিশালী

১৬. নিচের কোন রেখাটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?
ⓚ TVC ⓑ TFC
ⓖ AFC ⓓ AVC

১৭. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
ⓚ ১ ⓑ ২ ⓖ ৩ ⓓ ৪

১৮. স্বল্পকালের জন্য কোনটি সত্য?
ⓚ FC = 0 ⓑ TC = VC
ⓖ TC = FC + VC ⓓ AC = AVC

১৯. অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাকে কী বলে?
ⓚ মোট পরিবর্তনীয় খরচ ⓑ মোট খরচ
ⓖ গড় পরিবর্তনীয় খরচ ⓓ প্রান্তিক খরচ

নিচের চিত্র থেকে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

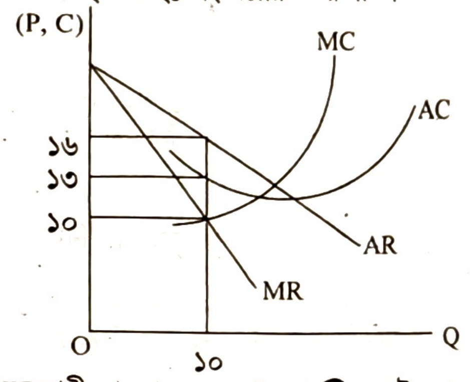

২০. চিত্র অনুযায়ী ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মটির মোট মুনাফা কত?
ⓚ ৩০ ⓑ ১০০
ⓖ ১৩০ ⓓ ১৬০

২১. চিত্র অনুযায়ী কোন বাক্যটি সত্য?
ⓚ ফার্মটির মোট আয়রেখা সরলরৈখিক
ⓑ ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে
ⓖ এই বাজারে দাম স্থির থাকে
ⓓ P < AC

২২. P = AR = MR হয়—
i. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে
ii. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে
iii. দামস্তর স্থির থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓑ ii
ⓖ i ও iii ⓓ ii ও iii

২৩. কোন বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা দু'জন থাকে?
ⓚ মনোপলি ⓑ মনোপসনি
ⓖ ডুয়োপলি ⓓ ডুয়োপসনি

২৪. নোট প্রচলনের একক অধিকার ভোগ করে কোন ব্যাংক?
ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ⓑ বিশেষায়িত ব্যাংক
ⓖ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓓ বিদেশি ব্যাংক

২৫. মুদ্রার কাজ হলো—
i. বিনিময়ের মাধ্যম ii. মূল্যের পরিমাপক
iii. সঞ্চয়ের বাহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓑ ii
ⓖ iii ⓓ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি থেকে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
MV = PT
এখানে, V = ৫, P = ৫০, T = ১০

২৬. উদ্দীপকের আলোকে M = ?
ⓚ ৫০ ⓑ ১০০
ⓖ ২৫০ ⓓ ৫০০

২৭. উদ্দীপকে —
i. ফিশারের বিনিময় সমীকরণ দেখানো হয়েছে
ii. অর্থের মূল্য ০.০২
iii: P = ১০০ হলে V_m দ্বিগুণ বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

২৮. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য?
ⓚ নগদ জমার হার পরিবর্তন ⓑ ঋণ সৃষ্টি
ⓖ ঋণের রেশনিং ⓓ ঋণ নিয়ন্ত্রণ

২৯. মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
ⓚ মুদ্রার যোগান হ্রাস পায়
ⓑ দাম স্তর হ্রাস পায়
ⓖ অর্থের মূল্য হ্রাস পায়
ⓓ অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়

৩০. বাংলাদেশের নিকাশ ঘর কোনটি?
ⓚ জনতা ব্যাংক ⓑ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
ⓖ গ্রামীণ ব্যাংক ⓓ বাংলাদেশ ব্যাংক

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ মি. আরিফ দোকান থেকে ৫টি লিচু কিনল। তিনি ১ম একক থেকে ১২ ইউটিল, দুই একক থেকে ২০ ইউটিল, তিন একক থেকে ২৬ ইউটিল, চার একক থেকে ৩০ ইউটিল এবং ৫ একক থেকে মোট ৩২ ইউটিল উপযোগ লাভ করেন।
ক. উপযোগ কী? ১
খ. স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে সমর্থন করে কিনা তা ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

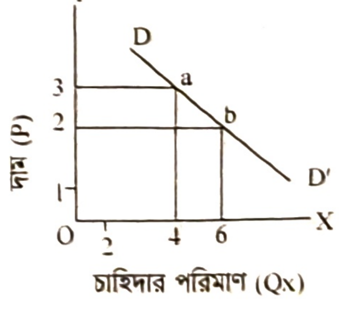

ক. চাহিদা কী? ১
খ. দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক কীরূপ? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. X দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে X দ্রব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করো। ৪

৩.▶ একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অপেক্ষক নিম্নরূপ:

$Qd = 100 - 10P$

$Qs = -8 + 2P$

যেখানে, Qd = চাহিদার পরিমাণ; Qs = যোগানের পরিমাণ

P = দাম

ক. চলক কাকে বলে? ১
খ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটির প্রকৃতি কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে যোগান রেখা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো এবং দাম যখন ৫ টাকা হয় তখন ভারসাম্যের কীরূপ পরিবর্তন হয়—বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জন্মদিনের উপহার হিসেবে ছেলে ও মেয়েকে তার বাবা কম্পিউটার ও প্রাইজবন্ড কিনে দেওয়ার মনস্থির করলেন। অনেক কম্পিউটারের দোকান যাচাই করে একই গুণ সম্পন্ন কম্পিউটারের একই দাম দেখতে পেলেন। প্রাইজবন্ড ক্রয় করতে গিয়ে দেখলেন ঐ পণ্যের বিক্রেতা শুধু সঞ্চয় অধিদপ্তর।

ক. মনোপসনি বাজার কাকে বলে? ১
খ. একচেটিয়া বাজারের গড় আয় রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কম্পিউটার যে বাজারের পণ্য নির্দেশ করে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কম্পিউটার ও প্রাইজবন্ডের বাজারদ্বয়ের পার্থক্য লেখো। ৪

৫.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

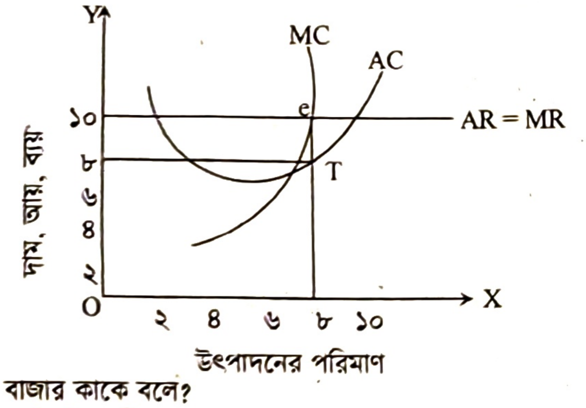

ক. বাজার কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেন AR = MR হয়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে প্রতিষ্ঠানটির মোট মুনাফা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. ৮ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টাকা হলে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ একটি বাজারের নির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয় তালিকা নিম্নরূপ:

দাম (P)	বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
২০	১	২০
২০	২	৪০
২০	৩	৬০
২০	৪	৮০
২০	৫	১০০

ক. প্রান্তিক ব্যয় বলতে কী বোঝ? ১
খ. একচেটিয়া কারবারি কীভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে MR সূচি বের করে MR রেখা অংকন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, এটি একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। ৪

৭.▶ নিচের ছকটি লক্ষ করো:

দাম (P)	বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)
১০০	১
৮০	২
৬০	৩
৪০	৪
২০	৫

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. গড় ব্যয় কি প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে সব সময় বেশি হয়? লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে AR ও MR রেখা কি অপূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ একজন কৃষক তার এক বিঘা জমিতে ১ একক মূলধন ও ১ একক শ্রম নিয়োগ করে ৪০ একক পাট উৎপাদন করে। ভূমি ও মূলধন স্থির রেখে শ্রম ২, ৩ ও ৪ একক নিয়োগ করে যথাক্রমে ৮৮, ১২০ ও ১৪০ একক উৎপাদন করে।

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. স্বল্পকালে একটি ফার্মকে কী কী ধরনের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে কিনা? ব্যাখ্যা দাও। ৪

৯.▶ 'X' দেশের বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 50, ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা (M') = 50, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 10, ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = 10, লেনদেনের পরিমাণ (T) = 10। ঐ দেশের মুদ্রার পরিমাণ ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলো।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. মুদ্রাকে সঞ্চয়ের বাহন বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে X দেশের দাম স্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের সাথে সম্পর্ক ফিশারের তত্ত্বের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১০.▶ "X" ও "Y" দুইজন বন্ধু। তারা দুজন আলাদা দুটি ব্যাংকে কর্মরত "X" যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংকটি নোট প্রচলন করে। অন্যদিকে, "Y" বন্ধু যে ব্যাংকে চাকরি করেন ঐ ব্যাংকটি জনগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করে।

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. দামস্তর ও অর্থের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত "X" বন্ধু যে ব্যাংকে চাকরি করে তার ধরন উল্লেখপূর্বক তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক দুটির কার্যাবলির তুলনা করো। ৪

১১.▶ জমিলা ও কনিকা দুজন 'ক' গ্রামের বাসিন্দা। স্বল্প শিক্ষিত জমিলা গাজীপুরের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। সে তার মাসিক আয়ের টাকা তার পরিবারকে মোবাইলের মাধ্যমে পাঠায়। অপরদিকে, উচ্চ শিক্ষিত কনিকা একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। সে তার বেতনের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে তার পরিবারকে পাঠায়।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন সকল ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়? ২
গ. যে পদ্ধতিতে জমিলা টাকা প্রেরণ করে তার নাম উল্লেখপূর্বক তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত টাকা প্রেরণের দুটি পদ্ধতির তুলনা করো। ৪

উত্তর																														
	১	গ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	ক	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – গ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. কোন বাজারে শিল্প একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়?
ⓚ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓚⓗ মনোপলি
ⓖ অলিগোপলি ⓖⓗ মনোপসনি

২. একচেটিয়া বাজারে—
ⓚ উৎপাদন অধিক হয় কিন্তু সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জিত হয় না
ⓚⓗ দীর্ঘকালে শুধু স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয় কিন্তু যোগান রেখা নেই
ⓖ ফার্ম অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ কিন্তু দাম অধিক হয়
ⓖⓗ সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হয় না কিন্তু দাম অধিক হয়

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জ্বালানি গ্যাসের বিল মাসে ৩০০ টাকা বেড়ে গেছে। বাজারে অন্য কোনো গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান না থাকায় জনাব মুশফিক বেশি দামে গ্যাস কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্যাসের বাজার—
ⓚ একচেটিয়া ⓚⓗ পূর্ণ প্রতিযোগিতা
ⓖ অলিগোপলি ⓖⓗ ডুয়োপলি

৪. উক্ত বাজারে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে—
i. MR < AR ii. MR > AR
iii. MC এর ঢাল > MR এর ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚⓗ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖⓗ i, ii ও iii

৫. নিচের চিত্র অনুসারে ফার্মটির মুনাফা কত?

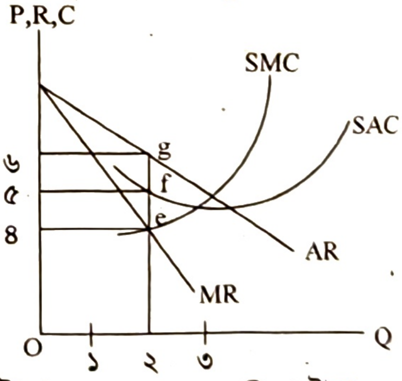

ⓚ ২ টাকা ⓚⓗ ৪ টাকা
ⓖ ৫ টাকা ⓖⓗ ৬ টাকা

৬. ফিশারের বিনিময় সমীকরণ V দ্বারা বোঝানো হয়—
ⓚ দ্রব্যের পরিমাণ ⓚⓗ দ্রব্যের দাম
ⓖ অর্থের পরিমাণ ⓖⓗ অর্থের প্রচলন গতি

৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ—
ⓚ আমানত গ্রহণ ও সরকারকে পরামর্শ দান
ⓚⓗ বাণিজ্যচক্র রোধ ও আমানত গ্রহণ
ⓖ ঋণ সৃজন ও বিনিময় বিল বাট্টাকরণ
ⓖⓗ বিনিময় বিল বাট্টাকরণ ও বাণিজ্যচক্র রোধ

৮. নিচের কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা?
ⓚ ২ টাকার নোট ⓚⓗ ১০ টাকার নোট
ⓖ ২০ টাকার নোট ⓖⓗ ৫০ টাকার নোট

৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করলে দেশে—
ⓚ মুদ্রাস্ফীতি কমে ⓚⓗ ঋণের পরিমাণ কমে
ⓖ মুদ্রা সংকোচন কমে ⓖⓗ ঋণের পরিমাণ স্থির থাকে

১০. একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে বলে—
ⓚ বিহিত মুদ্রা ⓚⓗ চলতি আমানত
ⓖ অর্থের যোগান ⓖⓗ অর্থের চাহিদা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আজাদ সাহেব এমন একটি তফসিলভুক্ত ব্যাংকে কাজ করেন যেটি অর্থ ও মূলধনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

১১. উদ্দীপকে আজাদ সাহেব যে ব্যাংকে কাজ করেন সেটি—
ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ⓚⓗ বাণিজ্যিক ব্যাংক
ⓖ গ্রামীণ ব্যাংক ⓖⓗ কর্মসংস্থান ব্যাংক

১২. উক্ত ব্যাংকের কাজ—
i. বৈদেশিক বিনিময়ে সহায়তা করা
ii. বিনিময় বিল বাট্টাকরণ
iii. মূল্যবান অলঙ্কার লকারে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚⓗ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖⓗ i, ii ও iii

১৩. কোনো অর্থনীতিতে $M = 100$, $V = 10$, $M_1 = 50$, $V_1 = 10$, $T = 20$। দামস্তর কত?
ⓚ ২৫ ⓚⓗ ৫০ ⓖ ৭৫ ⓖⓗ ১০০

১৪. "উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে"। সংজ্ঞাটি প্রদান করেন—
ⓚ অধ্যাপক মার্শাল ⓚⓗ অধ্যাপক মেয়ার্স
ⓖ জে. এম. কেইনস ⓖⓗ ডি. স্যালভেটর

১৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হবে যখন—
i. ভোক্তা যুক্তিশীল
ii. অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির
iii. শখের দ্রব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও iii ⓚⓗ ii ও iii
ⓖ i ও ii ⓖⓗ i, ii ও iii

১৬. সমাজে করের বোঝা বেশি হলে দ্রব্যের চাহিদা—
ⓚ কমবে ⓚⓗ বাড়বে
ⓖ স্থির থাকবে ⓖⓗ অসীম হবে

১৭. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল—
ⓚ ধনাত্মক ⓚⓗ ঋণাত্মক
ⓖ অসীম ⓖⓗ শূন্য

১৮. চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ—
i. দাম ও চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক
ii. যেকোনো দামে ক্রয়ের সামর্থ্য
iii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚⓗ ii
ⓖ iii ⓖⓗ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপক থেকে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

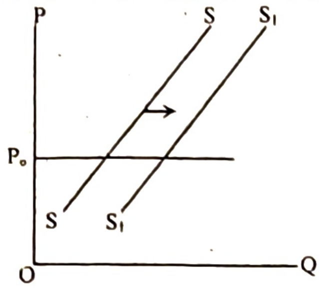

১৯. চিত্রে যোগান রেখা SS থেকে S_1S_1 এ পরিবর্তন—
ক যোগানের সংকোচন খ যোগানের সম্প্রসারণ
গ যোগানের হ্রাস ঘ যোগানের বৃদ্ধি

২০. উদ্দীপকে যোগান রেখার পরিবর্তনের কারণ হতে পারে—
i. অনুকূল আবহাওয়া ii. কর আরোপ
iii. ভর্তুকি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. X দ্রব্যের দাম ১০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৮ টাকা হলে Y দ্রব্যের চাহিদা ১০০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ একক হয়। X ও Y পরস্পর—
ক পরিপূরক দ্রব্য খ পরিবর্তক দ্রব্য
গ সম্পর্কহীন দ্রব্য ঘ বিলাসজাত দ্রব্য

২২. সঞ্চয় কোন উপকরণের উৎস?
ক ভূমি খ শ্রম গ মূলধন ঘ সংগঠন

২৩. দীর্ঘকালীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
ক শ্রম, মূলধন ও সংগঠন স্থির থাকে কিন্তু ভূমি পরিবর্তিত হয়
খ ভূমি, শ্রম ও মূলধন স্থির থাকে কিন্তু সংগঠন পরিবর্তিত হয়
গ ভূমি ও শ্রম স্থির কিন্তু মূলধন ও সংগঠন পরিবর্তিত হয়
ঘ সকল উপকরণ পরিবর্তিত হয়

২৪. উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে—
ক উৎপাদন বিধি খ মাত্রাগত উৎপাদন
গ উৎপাদন ব্যয় ঘ প্রান্তিক উৎপাদন

২৫. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে—
ক AR = MR হয় খ AR ≤ MR হয়
গ AR < MR হয় ঘ AR > MR হয়

২৬. হারুন সাহেবের প্রতিষ্ঠানে কারখানা ভাড়া ২০,০০০ টাকা, কাঁচামাল খরচ ১৭,০০০ টাকা, শ্রম ব্যয় ৩,০০০ টাকা, চলতি মূলধনের সুদ ২,০০০ টাকা। মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় কত?
ক ১৯,০০০ টাকা খ ২২,০০০ টাকা
গ ২৩,০০০ টাকা ঘ ৪৫,০০০ টাকা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জমির পরিমাণ	শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)
৫ একক	২ একক	৪ একক
৫ একক	৩ একক	১০ একক
৫ একক	৪ একক	২০ একক

২৭. জমিতে ৪ একক শ্রম নিয়োগ করা হলে গড় উৎপাদন (AP) কত?
ক ৩ একক খ ৫ একক
গ ৬ একক ঘ ১০ একক

২৮. উক্ত জমিতে যে উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে তা সাধারণত দেখা যায়—
i. উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে
ii. চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিকীকরণে
iii. নদী, বিল, পুকুরে মৎস্য আহরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. একজন ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকে কোন বাজারে?
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতা খ মনোপলি
গ অলিগোপলি ঘ মনোপসনি

৩০. অতি স্বল্পকালীন বাজারের বৈশিষ্ট্য—
ক দাম যে হারে বাড়ে যোগান তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে
খ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা এ বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়
গ যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়
ঘ নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন সম্ভব হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ:

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকা)
১	১০
২	১৮
৩	২৪
৪	২৮
৫	৩০
৬	৩০
৭	২৮

ক. রেখার ঢাল কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ কখন ঋণাত্মক হয়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক উপযোগের তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	সম্পর্কসূচক বিন্দু
৫	০	A
৪	১০	B
৩	২০	C

ক. নির্ভরশীল চলক কী? ১
খ. 'কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই চাহিদা নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উপরিউক্ত সূচিটি চাহিদা বিধিকে প্রকাশ করে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. B ও C বিন্দু বিবেচনা করে দাম স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ণয় করে দ্রব্যটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ কোনো দ্রব্যের দাম ২৫ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ ২০,০০০ একক। দাম বেড়ে ৩০ টাকা হওয়ায় যোগানের পরিমাণ বেড়ে ২৪,০০০ একক হয়।
ক. চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. সময় কীভাবে কোনো দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক থেকে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির যোগান সমীকরণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দ্রব্যটির যোগান স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ণয় করো এবং ফলাফলের ওপর মন্তব্য করো। ৪

৪.▶ চাহিদা অপেক্ষক : $Q_d = 20 - 2P$
যোগান অপেক্ষক : $Q_s = -5 + 3P$

ক. ভারসাম্য দাম কী? ১
খ. কোনো দ্রব্যের চাহিদার ওপর ভোক্তার আয় পরিবর্তনের প্রভাব কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম ৬ টাকা হলে দ্রব্যটির ভারসাম্য পরিমাণের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ৪

৫.▶ একজন কৃষক দেখলেন যে, অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে শুধু শ্রম নিয়োগ বাড়ালে উৎপাদন নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তিত হয়:

শ্রম নিয়োগ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট উৎপাদন	১০	২২	২৭	৩০	৩২	৩৩	৩৩

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. মূলধনকে কেন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদনের তালিকাটি তৈরি করো। ৩
ঘ. প্রান্তিক উৎপাদন রেখাটি অঙ্কন করে তার আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় সূচি নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (টাকা)
১০	১২০	৮০
২০	১২০	১৮০
৩০	১২০	৪২০
৪০	১২০	৬৮০
৬০	১২০	১৩৮০

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. স্থির মাত্রাগত উৎপাদনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ২০ একক ও ৬০ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. গড় স্থির ব্যয় রেখাটি অঙ্কন করে এর আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৭.▶ একটি ফার্মের আয় সূচি নিম্নরূপ:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (টাকা)
১	৮
২	১৬
৩	২৪
৪	৩২
৫	৪০
৬	৪৮

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. প্রান্তিক আয় রেখাটি অঙ্কন করে এটি কোন বাজারের ক্ষেত্রে তা লেখো। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

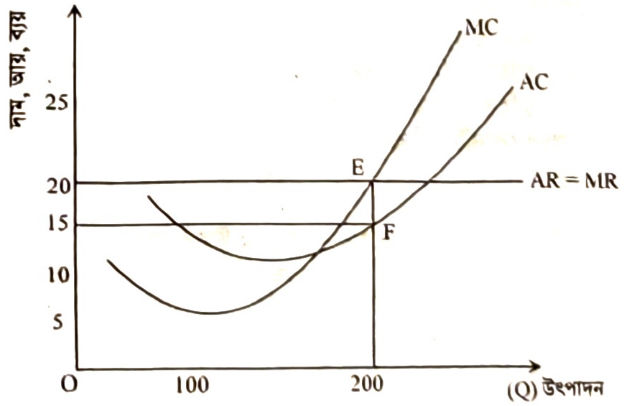

ক. একক ক্রেতার বাজারকে কী বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষে সমান্তরাল হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য বিন্দুতে ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শক হলে ফার্মের মুনাফা নির্ণয় করো এবং মুনাফার ধরন বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

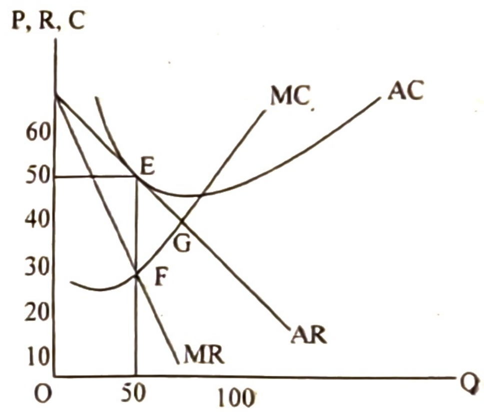

ক. বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে AR > MR হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের কোন বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্যের শর্তগুলো পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক থেকে ফার্মের ভারসাম্যের ধরন বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:

মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, M = 500
অর্থের প্রচলন গতি, V = 20
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ, T = 2,000

ক. অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা কী? ১
খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে ব্যাংক হারের সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপক হতে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দামস্তরের ওপর কী প্রভাব পড়ে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ কোনো দেশের দুটো ব্যাংক এবং তাদের কাজের ধরন নিম্নরূপ:

ব্যাংক	কাজের ধরন
A	আমানত সংগ্রহ, ঋণ আমানত সৃষ্টি, মূলধন গঠন
B	ঋণ নিয়ন্ত্রণ, দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা, নিকাশ ঘর

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কেন? ২
গ. A ব্যাংক কীভাবে মূলধন গঠন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. B ব্যাংক কর্তৃক A ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাংক হার নীতি কীভাবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																													
১	খ	২	ঘ	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	ক	৯	গ	১০	ঘ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ
১৬	ক	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	গ

রাজশাহী বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – গ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. দামের ওপর বিক্রেতার প্রভাব কোন বাজারে?
ক) মনোপসনি খ) ডুয়োপসনি
গ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ঘ) একচেটিয়া বাজার

২. 'ফুলকপি' কোন বাজারের উদাহরণ?
ক) অতিস্বল্পকালীন বাজার খ) স্বল্পকালীন বাজার
গ) দীর্ঘকালীন বাজার ঘ) আন্তর্জাতিক বাজার

নিচের উদ্দীপক হতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

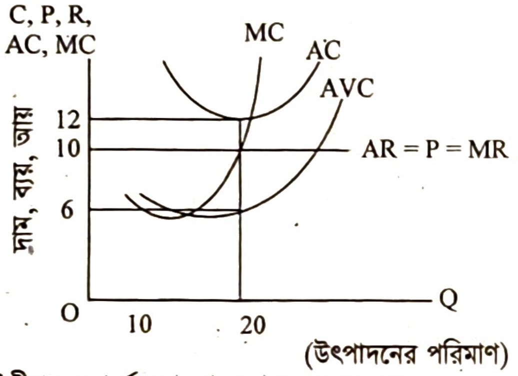

৩. উদ্দীপকে ফার্মের ভারসাম্য দাম কত একক?
ক) 0 খ) 10 গ) 20 ঘ) 40

৪. লোকসানের পরিমাণ কত?
ক) 240 খ) 200
গ) 40 ঘ) 20

নিচের উদ্দীপক হতে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

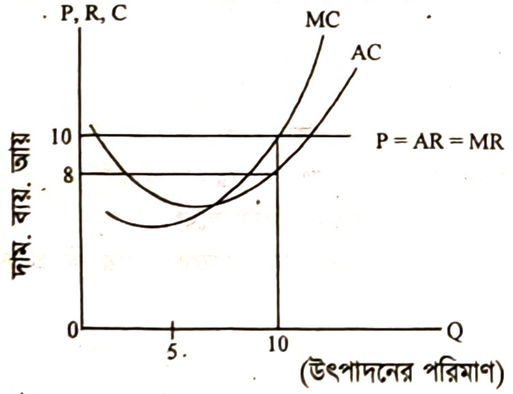

৫. মোট ব্যয় কত?
ক) 20 খ) 50 গ) 80 ঘ) 100

৬. উদ্দীপকে মুনাফার ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক) স্বাভাবিক খ) অস্বাভাবিক
গ) লোকসান ঘ) কোনোটিই নয়

৭. ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যে প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি?
ক) MR < AR খ) MR > AR
গ) MR = MC
ঘ) MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল

৮. নিচের কোন বাজারে P = AR = MR হয়?
ক) একচেটিয়ামূলক বাজার
খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
গ) অলিগোপলি বাজার
ঘ) ডুয়োপলি বাজার

৯. আরভিং ফিশারের তত্ত্বে, অর্থের চাহিদা কোনটি?
ক) MV খ) PT
গ) M ঘ) T

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
দেওয়া আছে, M = 5000, V = 2, P = 25

১০. T = ?
ক) 100 খ) 400
গ) 10,000 ঘ) 2,50,000

১১. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত লেনদেনের পরিমাণ ও অর্থের প্রচলন গতি সঠিক রেখে অর্থ সরবরাহ দ্বিগুণ করলে—
i. অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে
ii. দামস্তর 50 হবে
iii. Vm রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে অর্থ সরবরাহ (M) দ্বিগুণ হলে কোনটি ঘটবে?
ক) মুদ্রা সংকোচন হবে খ) দামস্তর দ্বিগুণ হবে
গ) অর্থের মূল্য বাড়বে ঘ) অর্থের প্রচলন গতি কমবে

১৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কোনটি?
ক) মুদ্রা ও নোট প্রচলন খ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
গ) ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঘ) হিসাব সংরক্ষণ

১৪. নিচের কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা?
ক) ১ টাকার ধাতব মুদ্রা খ) ২ টাকার ধাতব মুদ্রা
গ) ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা ঘ) ৫ টাকার কাগজে মুদ্রা

১৫. পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখা কীরূপ?
ক) ডানদিকে নিম্নগামী খ) ডানদিকে উর্ধ্বগামী
গ) লম্ব অক্ষের সমান্তরাল ঘ) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

১৬. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কোনটি?
ক) $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$ খ) $\frac{\Delta P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{P}$
গ) $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{Q}{P}$ ঘ) $\frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{P}{Q}$

১৭. নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে—
i. দাম ও চাহিদার সম্পর্ক সমমুখী
ii. চাহিদা বিধি কার্যকর
iii. চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দ্রব্যের একক	TU একক	MU একক
1	20	20
2	35	15
3	45	10
4	50	5
5	50	0

১৮. কোন এককের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হবে?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

১৯. সূচিতে—
i. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর
ii. দ্রব্যের একক ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক সমমুখী
iii. মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii
ⓖ i ও ii ⓖ i ও iii

২০. দ্রব্যের কোন বিষয়টি মানুষের অভাব পূরণের সাথে জড়িত?
ⓚ উপযোগ ⓚ উৎপাদন
ⓖ বিনিময় ⓖ যোগান

২১. উপযোগের একক কোনটি?
ⓚ লিটার ⓚ মিটার
ⓖ গ্রাম ⓖ ইউটিল

নিচের অপেক্ষকের ভিত্তিতে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
$Q = 30 - 4P$

২২. অপেক্ষকের ঢাল কত?
ⓚ – 10 ⓚ – 4 ⓖ 4 ⓖ 30

২৩. প্রদত্ত অপেক্ষক হতে অঙ্কিত রেখাটি কেমন হবে?
ⓚ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ⓚ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
ⓖ বামদিকে হতে ডানদিকে নিম্নগামী
ⓖ বামদিক হতে ডানদিকে উর্ধ্বগামী

২৪. নিচের কোন রেখাটি U আকৃতির?
ⓚ AFC ⓚ TFC
ⓖ AC ⓖ TC

২৫. কোন বিষয়টি শুধু স্বল্পকালে সম্পৃক্ত?
ⓚ মোট স্থির খরচ ⓚ পরিবর্তনশীল খরচ
ⓖ গড় খরচ ⓖ মোট খরচ

২৬. নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে কোনটি?
ⓚ চাহিদা ⓚ ভোগ
ⓖ যোগান ⓖ উৎপাদন

২৭. TC ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে MC রেখা কেমন হবে?
ⓚ ডানদিকে উর্ধ্বগামী ⓚ ডানদিকে নিম্নগামী
ⓖ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓖ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

নিচের উদ্দীপক হতে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

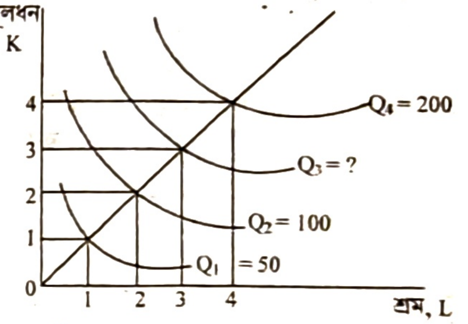

২৮. প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে সংখ্যা কত হবে?
ⓚ 50 ⓚ 100 ⓖ 150 ⓖ 200

২৯. উদ্দীপকে—
i. দীর্ঘকালীন সময় বিবেচিত
ii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর
iii. স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓖ i ও iii

৩০. মনোপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কত?
ⓚ একজন ⓚ দুইজন
ⓖ স্বল্পসংখ্যক ⓖ অসংখ্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ:

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (MP)
১ম	২০
২য়	১৬
৩য়	১২
৪র্থ	৮
৫ম	৪
৬ষ্ঠ	০
৭ম	– ৪

ক. ভেবলেন দ্রব্য কী? ১
খ. ভোক্তার আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ X দ্রব্যের দাম যখন ২ টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন ৩০ একক। দাম বেড়ে ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় যথাক্রমে ২৫, ২০, ১৫, ১০ এবং ৫ একক।
ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. চায়ের দাম বাড়লে চিনির চাহিদার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদার পরিবর্তন চিত্রে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ নিচের উদ্দীপক থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:
চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 16 - 4P$
যোগান সমীকরণ $Q_s = -8 + 4P$
এখানে, P = দাম; Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_s = যোগানের পরিমাণ
ক. পরিপূরক দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. সীমাবদ্ধ যোগানের ক্ষেত্রে যোগান বিধি অকার্যকর— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চাহিদা সমীকরণ স্থির থেকে যোগান সমীকরণ পরিবর্তন হয়ে $Qs_1 = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

উপকরণ ব্যয়	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০
মোট উৎপাদন	৩	৮	১৫	২৫	৩৭	৫২

ক. ভূমির মালিকের আয়কে কী বলা হয়? ১
খ. শ্রমিক কেন তার শ্রমকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে না— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকটি কোন ধরনের উৎপাদন বিধি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের উৎপাদন বিধি দেখানো হয়েছে তা বাস্তবে কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে কার্যকর হয় কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৫.▶ জনাব নাসরিনের শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ব্যয় হয়। এগুলো হলো– কারখানা ভাড়া, স্থায়ী কর্মচারীর বেতন, কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়, অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, জ্বালানি ব্যয়, অবচয় ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, প্যাকিং খরচ, দীর্ঘকালীন ঋণের সুদ ইত্যাদি। Covid-19 এর কারণে লকডাউনে কিছুদিন তার কারখানা বন্ধ থাকে।

কিন্তু তিনি লক্ষ করেন তখনও তাকে কিছু ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। আবার কিছু ব্যয় উৎপাদন বন্ধের সাথেই বন্ধ হয়ে গেছে।

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. সংগঠনকে উৎপাদন ব্যবস্থার কাণ্ডারি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক ব্যবহার করে স্থির ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. দীর্ঘকাল বিবেচনা করা হলে উক্ত শিল্প কারখানার ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

উৎপাদনের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	৬	৭
২	৬	১০
৩	৬	১৫
৪	৬	২৬
৫	৬	৩৯

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত গড় ব্যয় (AC) রেখার আকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করো। ৪

৭.▶ নিচের ছকে দুটি বাজারের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মোট আয় দেওয়া আছে:

A বাজার	
বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
১	৮
২	১৪
৩	১৮
৪	২০
৫	২০

B বাজার	
বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
১	৬
২	১২
৩	১৮
৪	২৪
৫	৩০

ক. অলিগোপলি বাজার কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে বিজ্ঞাপন খরচ নেই কেন? ২

গ. A বাজারের গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের A ও B বাজারের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রেটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

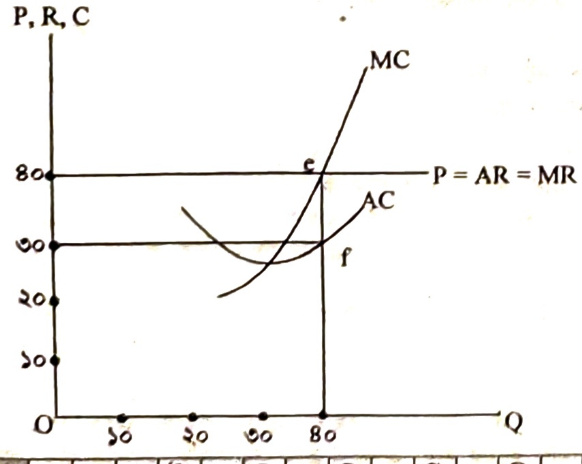

ক. স্বল্পকালীন বাজার কী? ১

খ. একটি মাত্র ফার্ম কি কখনও শিল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক থেকে ফার্মের মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফার্মের গড় ব্যয় ১০ টাকা বৃদ্ধি পেলে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ নিচের চিত্র থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

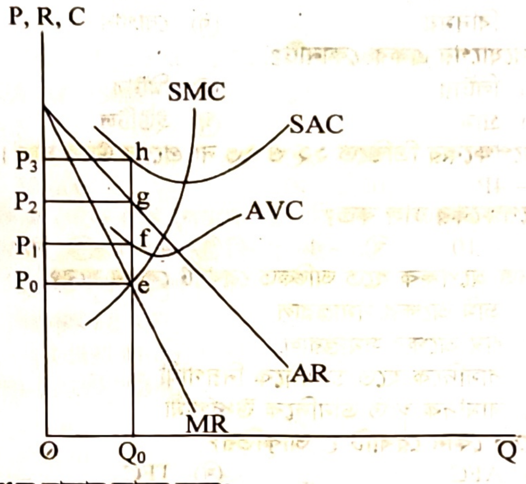

ক. মূলধন বাজার কাকে বলে? ১

খ. ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ফার্ম এর মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উৎপাদনকারী কখন উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেবে? উদ্দীপকের চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ 'ক' দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এগুলো হলো ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি, ঋণের রেশনিং, নগদ জমার হার পরিবর্তন, নৈতিক প্ররোচনা, বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন, সংরক্ষণ অনুপাত পরিবর্তন ইত্যাদি।

ক. অর্থের ফটকা চাহিদা কী? ১

খ. অর্থ কীভাবে ব্যক্তি জীবনে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করে এর কার্যকারিতা লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিমাণগত পদ্ধতিগুলোর যেকোনো একটির ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ চট্টগ্রামে X ব্যাংকে রাফির একটি একাউন্ট আছে। রাজশাহীতে খালার বাসায় বেড়াতে গেলে হঠাৎ তার কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। সে রাজশাহীতে উক্ত X ব্যাংকের শাখায় গিয়ে খুব সহজেই টাকা উত্তোলন করে।

ক. তারল্য নীতি কী? ১

খ. মুদ্রার লেনদেন চাহিদা মানুষের আয়ের ওপর নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক ব্যবস্থা লেনদেনের ক্ষেত্রে কতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে বলে তুমি মনে করো? ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক

দিনাজপুর বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – ঘ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. অর্থের মূল্য বলতে বোঝায়—
ক দাম নির্ধারণের ক্ষমতা   খ ক্রয় করার ক্ষমতা
গ ভোগ করার ক্ষমতা   ঘ আয় করার ক্ষমতা

২. ফিশারের মতে, অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে—
i. অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে
ii. দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হবে
iii. অর্থের গতি বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

৩. ফিশারের বিনিময় সমীকরণে 'MV' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক মূল্যস্তর   খ অর্থের চাহিদা
গ অর্থের যোগান   ঘ বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

৪. ঐচ্ছিক মুদ্রা হলো—
i. চেক   ii. ব্যাংক ড্রাফট
iii. সঞ্চয়পত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
একজন ব্যক্তি প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। বছর শেষে মোট জমাকৃত টাকার সাথে ব্যাংক অতিরিক্ত টাকা তার হিসাবে জমা করে।

৫. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কোন ধরনের?
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক   খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ বিশ্ব ব্যাংক   ঘ বিশেষায়িত ব্যাংক

৬. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হলো—
i. ঋণদান করা
ii. আমানত গ্রহণ করা
iii. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

৭. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজানা থাকে তাকে কী বলে?
ক চলক   খ ধ্রুবক
গ পরিমিত   ঘ স্বাধীন চলক

৮. শূন্য স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ?
ক ভূমি অক্ষের সমান্তরাল   খ ডানদিকে উর্ধ্বগামী
গ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল   ঘ ডানদিকে নিম্নগামী

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
যোগান সমীকরণ : $S = -3 + 3P$
(যেখানে = S যোগান, P = দাম)

৯. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির কত দামে যোগান ঋণাত্মক হবে?
ক 0   খ $\frac{1}{2}$
গ 1   ঘ 2

১০. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির দাম বেড়ে 3 টাকা থেকে টাকা 6 হলে যোগান স্থিতিস্থাপকতা (ES) হবে—
ক $E_S < 1$ খ $E_S = 0$
গ $E_S = 1$ ঘ $E_S > 1$

১১. সীমাবদ্ধ সম্পদের যোগান রেখার ঢাল কেমন হবে?
ক ধনাত্মক   খ ঋণাত্মক
গ শূন্য   ঘ অসীম

১২. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ—
ক কমতে থাকবে   খ শূন্য হবে
গ বাড়তে থাকবে   ঘ স্থির থাকবে

১৩. মোট উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের—
i. অতিরিক্ত একক হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগ
ii. সকল একক হতে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি
iii. প্রতি একক হতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

১৪. ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল?
ক আয়   খ উৎপাদন
গ উপকরণ   ঘ বিনিয়োগ

১৫. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে?
ক ভূমি   খ শ্রম
গ সংগঠন   ঘ মূলধন

১৬. নিচের ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন রেখাটি মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়?
ক TVC   খ TFC   গ TC   ঘ AFC

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
একটি কারখানায় ১টি মেশিনের সাহায্যে ৬ জন শ্রমিক ১০টি দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। নতুন ১ জন শ্রমিক নিয়োগ দিলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩টি হয়। তবে ৮ম শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কারখানায় উৎপাদন আর বৃদ্ধি পায় না।

১৭. ৭ম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক ৬ একক   খ ৭ একক
গ ৩ একক   ঘ ১৩ একক

১৮. উক্ত কারখানার ক্ষেত্রে উৎপাদন—
i. শ্রম ও মূলধনের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ $Q = (L, K)$
ii. উৎপাদন অপেক্ষক দীর্ঘকালীন
iii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

১৯. স্বল্পকালে পরিবর্তন করা সম্ভব—
i. যন্ত্রপাতি   ii. শ্রমিক
iii. কাঁচামাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

২০. উৎপাদন বলতে নিচের কোনটি বোঝায়?
ক তৈরি করা   খ বৃদ্ধি করা
গ সৃষ্টি করা   ঘ উপযোগ সৃষ্টি করা

২১. কোন বাজারে একজনমাত্র ক্রেতা থাকে?
ⓚ মনোপলি ⓚ ডুয়োপলি
ⓖ মনোপসনি ⓖ অলিগোপলি

২২. কোন ধরনের বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই বলে বিবেচিত?
ⓚ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓚ একচেটিয়া
ⓖ অলিগোপলি ⓖ ডুয়োপলি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

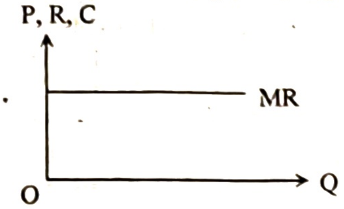

২৩. উদ্দীপকের MR কোন বাজারের?
ⓚ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓚ মনোপলি
ⓖ ডুয়োপলি ⓖ অলিগোপলি

২৪. ভারসাম্য অর্জনের জন্য কোন রেখাটি প্রয়োজন?
i. AC ii. MC
iii. MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫. কোন বাজারে কোনো পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না?
ⓚ একচেটিয়া ⓚ ডুয়োপলি
ⓖ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓖ অলিগোপলি

২৬. যে বাজারে একজন ক্রেতা এবং একজন বিক্রেতা বিদ্যমান সেই বাজাকে কী বলে?
ⓚ ডুয়োপলি ⓚ অলিগোপলি
ⓖ মনোপলি
ⓖ দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজার

২৭. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে—
i. MR = MC
ii. AR = MR
iii. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৮. অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটির সম্পর্ক হলো—
i. চাহিদার সাথে ii. সময়ের সাথে
iii. যোগানের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন আমানতের ওপর সুদ দেয় না?
ⓚ চলতি আমানত ⓚ সঞ্চয়ী আমানত
ⓖ স্থায়ী আমানত ⓖ মেয়াদি আমানত

৩০. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত?
ⓚ নোট ইস্যু ⓚ ঋণ নিয়ন্ত্রণ
ⓖ আমানত গ্রহণ ⓖ নিকাশ ঘর পরিচালনা

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** **পূর্ণমান— ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ শিহাব একটি পণ্য ৪ টাকা দরে ৪ ডজন ক্রয় করেন। পণ্যটির মূল্য কমে ৩ টাকা হলে ৬ ডজন ক্রয় করেন।
ক. রেখার ঢাল কী? ১
খ. 'ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল শূন্য'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা বিধি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ 'ক' দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সূচি নিম্নরূপ:

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
২০	৯	৩
৪০	৬	৬
৬০	৩	৯

ক. চাহিদা কী? ১
খ. চাহিদা রেখা কখন ঊর্ধ্বগামী হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রতিটি দামে যোগানের পরিমাণ স্থির থেকে চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ১০, ৭ ও ৪ একক হলে ভারসাম্যের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ $Q_s = -2 + 4p$, একটি যোগান অপেক্ষক।
ক. চলক কী? ১
খ. অধীন চলক, স্বাধীন চলক থেকে কীভাবে ভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে যোগান সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক থেকে যোগান বিধি ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

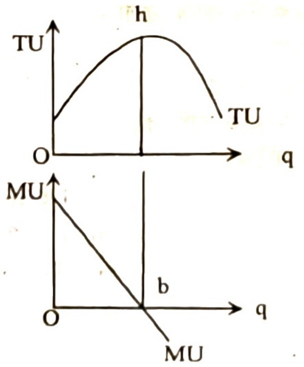

ক. আয় স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. উপকরণমূল্য কোনো দ্রব্যের যোগানকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক থেকে TU ও MU এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ 'X' এমন একটি বাজারের পণ্য যেখানে দ্রব্যটি ২০ টাকা দরে বিক্রি হয়। যোগান বাড়লে বা কমলে দ্রব্যটির দামের কোনো পরিবর্তন হয় না।
ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজার ও একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বাজারের মধ্যে পার্থক্য কীরূপ? ২
গ. 'X' দ্রব্যের বাজারটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে P, AR ও MR এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. ▶ নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

জমি (একর)	শ্রম ও মূলধন (টাকা)	মোট উৎপাদন (একক)
১	৫০,০০০	১০০
১	১,০০,০০০	২০০
১	১,৫০,০০০	২৫০
১	২,০০,০০০	২৭৫

ক. স্থির খরচ কী? ১
খ. 'মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সূচি থেকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. সূচিটি উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. ▶ কালাম সাহেব ক ও খ দুটি পণ্য ক্রয় করলেন। তিনি দেখলেন 'ক' পণ্যটির সরবরাহকারী একজন। অপরদিকে, 'খ' পণ্যের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতিতে একই দামে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে।
ক. স্থানীয় বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া কারবারে AR > MR হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য দুটি কোন কোন বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পণ্য দু'টির বাজারের মধ্যে তুলনা করো। ৪

৮. ▶ চিত্রটি লক্ষ করো:

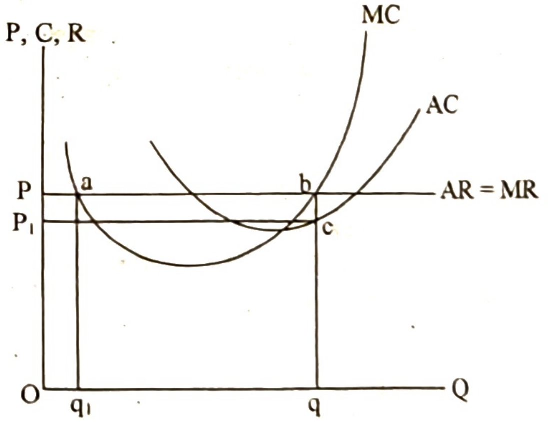

ক. অলিগোপলি কী? ১
খ. একচেটিয়া কারবারি দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে কি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে a ও b এর মধ্যে ভারসাম্য বিন্দু কোনটি এবং কেন? ৩
ঘ. উদ্দীপকে ফার্মটি ভারসাম্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. ▶ জিলানী সাহেব ও হাক্কানী সাহেব দুই ভাই। তারা দুইজন ব্যাংকে কর্মরত। ছুটির দিনে এক আত্মীয় তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির লক্ষ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে জিলানী সাহেবের সাথে আলোচনা করেন। জিলানী সাহেব বললেন, তিনি এমন একটি ব্যাংকে চাকরি করেন, যা সাধারণ জনগণকে ঋণ দেয় না বরং দেশের আর্থিক নীতি প্রণয়ন, নোট প্রচলনসহ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। জিলানী সাহেব তার আত্মীয়কে হাক্কানী সাহেবের নিকট পাঠান। হাক্কানী সাহেব তার কর্মরত ব্যাংক থেকে তাদের আত্মীয়কে ঋণ পেতে আশ্বস্থ করেন।
ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিকাশ ঘর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জিলানী সাহেবের কর্মরত ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. হাক্কানী সাহেবের কর্মরত ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৪

১০. ▶ $PT = M_1 V_1 = M_2 V_2$
যখন P = দামস্তর
T = ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ
M_1 = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ
M_2 = ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ
V_1 = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি
v_2 = ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি।
ক. অর্থের চাহিদা কী? ১
খ. 'মোবাইল ব্যাংকিং একটি যুগপোযোগী ব্যাংকিং'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সমীকরণটি কোন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থের যোগানের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. ▶

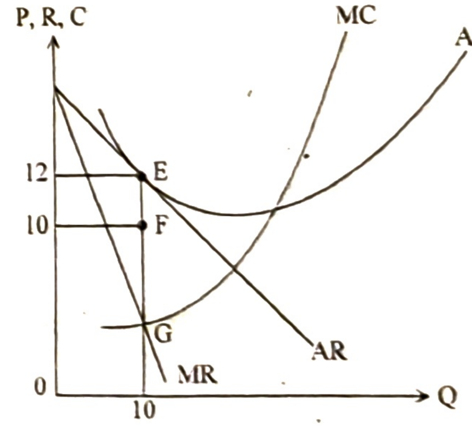

ক. বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা F বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে ভারসাম্য অবস্থার কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ

কুমিল্লা বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সেট – গ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ ।]

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)
১	১০ টাকা
২	১০ টাকা
৩	১০ টাকা
৪	১০ টাকা

১. **উদ্দীপকের বাজারটির নাম কী?**
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক খ একচেটিয়া
গ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা ঘ দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া

২. **কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?**
ক নোট প্রচলন খ ঋণ প্রদান
গ আমানত গ্রহণ ঘ হুন্ডি বাট্টা করা

৩. **দুধের বাজার কোন ধরনের?**
ক অতি স্বল্পকালীন খ স্বল্পকালীন
গ দীর্ঘকালীন ঘ অতি দীর্ঘকালীন

৪. **ফিশারের বিনিময় সমীকরণ কোনটি?**
ক MT = VP খ MV = PT
গ MP = VT ঘ M = VPT

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দাম (টাকা)	চাহিদা (একক)
২০	৬০
১০	৮০

৫. **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।**
ক $\frac{২}{৫}$ খ $\frac{৩}{৫}$ গ $\frac{১}{৩}$ ঘ $\frac{৪}{৫}$

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সেলিনা বেগম একটি সুপার স্টোরে দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন। তিনি একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে গেলেন। কিন্তু সেখানে তিনি হিসাব খুলতে পারলেন না।

৬. **উদ্দীপকের আলোকে সেলিনা বেগমের সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে না পারার কারণ কোনটি?**
ক জনগণের সাথে লেনদেন নেই
খ আমানতের টাকা কম
গ মহিলা হিসাবধারী
ঘ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা

৭. **বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির অবদান হচ্ছে—**
i. আমানত সংগ্রহ ii. মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. **ঐচ্ছিক মুদ্রা হলো—**
i. চেক ii. ব্যাংক ড্রাফট
iii. সঞ্চয়পত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. **সঞ্চয় নির্ভর করে—**
i. আয়ের ওপর ii. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার ওপর
iii. সুদের হারের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি দেখো এবং ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
PT = MV + M'V'
(এখানে M = ১০০, V = ৫, T = ১০, 'V = ৫ ও M' = ১০০)

১০. **উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) কত?**
ক ১০০ খ ৬০ গ ৫০ ঘ ৪০

১১. **পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন?**
ক ডানদিকে উর্ধ্বগামী খ ডানদিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১২. **চাহিদা রেখার সমীকরণ D = a – bp তে 'a' হলো—**
ক ধ্রুবক খ পরামিতি
গ স্বাধীন চলক ঘ অধীন চলক

১৩. **মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ হবে—**
ক সর্বোচ্চ খ সর্বনিম্ন গ ধনাত্মক ঘ শূন্য

১৪. **চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে যদি—**
i. রুচির পরিবর্তন হয় ii. আয়ের পরিবর্তন হয়
iii. দামের পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. **অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটি সম্পর্কিত হলো—**
i. চাহিদার সাথে ii. সময়ের সাথে
iii. যোগানের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. **বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান নিম্নরূপ:**

দাম (টাকা)	চাহিদা (একক)	যোগান (একক)
১০	১০	৬
১১	৮	৮
১২	৬	১০

উদ্দীপকে ভারসাম্য দাম কত?
ক ১২ টাকা খ ১১ টাকা গ ১০ টাকা ঘ ৮ টাকা

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

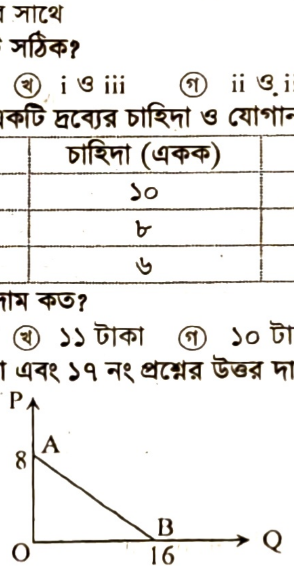

১৭. **AB রেখার ঢাল কত?**
ক -2 খ $-\frac{1}{2}$ গ $\frac{1}{2}$ ঘ 2

১৮. **নিচের কোন রেখাটি 'U' আকৃতির হয়?**
ক TC খ TFC গ AFC ঘ SAC

১৯. **মাত্রাগত উৎপাদন কত প্রকার?**
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

২০. **স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও ফার্মকে বা উৎপাদনকারীকে যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে কী বলে?**
ক স্থির ব্যয় খ পরিবর্তনীয় ব্যয়
গ মোট ব্যয় ঘ প্রান্তিক ব্যয়

২১. $Q = f(\bar{L}, K)$ অপেক্ষক হলো—
(যেখানে L = শ্রম, K = মূলধন, f = অপেক্ষক, Q = উৎপাদন)
i. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক
ii. ব্যয় অপেক্ষক
iii. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR রেখার ক্ষেত্রে—
i. ডানে নিম্নগামী ii. AR > MR
iii. AR < MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সংমিশ্রণ	জমি	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	১ একর	১০০ টাকা	৫ মণ	৫ মণ
B	১ একর	২০০ টাকা	৯ মণ	৪ মণ
C	১ একর	৩০০ টাকা	১২ মণ	৩ মণ

২৩. উদ্দীপকে উৎপাদনের যে বিধি কার্যকর তা হলো—
i. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
iii. সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

২৪. উদ্দীপকে যে উৎপাদন বিধি কার্যকর তা কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য?
ক শিল্প খাত খ বাণিজ্য খাত
গ কৃষি খাত ঘ সেবা খাত

সূচিটি লক্ষ করো এবং ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্রম একক	১	২	৩	৪
মোট উৎপাদন	১০	২০	৩০	৪০

২৫. উদ্দীপকে গড় উৎপাদন কত?
ক ১০ খ ২০ গ ৩০ ঘ ৪০

২৬. যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা কিন্তু বিক্রেতা অসংখ্য, তাকে কীরূপ বাজার বলে?
ক একচেটিয়া বাজার খ মনোপসনি
গ ডুয়োপসনি ঘ ডুয়োপলি

২৭. "মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার" নিচের কোনটিকে বলা হয়?
ক ডুয়োপলি খ অলিগোপলি
গ মনোপসনি ঘ ডুয়োপসনি

২৮. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে যখন—
ক AC < P > AVC খ AC < P < AVC
গ AC > P > AVC ঘ AC = P = AVC

২৯. পাট, সোনা ও তৈরি পোশাকের বাজার—
i. স্থানীয় বাজার ii. আন্তর্জাতিক বাজার
iii. জাতীয় বাজার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. বাজার বলতে বোঝায়—
i. একটি নির্দিষ্ট স্থান
ii. একটি পণ্যকে কেন্দ্র করে লেনদেন প্রক্রিয়া
iii. নির্ধারিত দামে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. ▶ আরিফ 'আইস জোন' এ গিয়ে আইসক্রিম খেলো। আইসক্রিম হতে তার প্রাপ্ত উপযোগ হলো নিম্নরূপ:

আইসক্রিমের একক	মোট উপযোগ (ইউটিল)
প্রথম	৪
দ্বিতীয়	৭
তৃতীয়	৯
চতুর্থ	১০
পঞ্চম	১০
ষষ্ঠ	৯

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উপরিউক্ত উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক উপযোগ সূচি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উপযোগের যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে তার ব্যতিক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ▶ একটি পটেটো চিপসের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ:

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৩	১৮
৬	১৪
৯	১০
১২	৬

ক. চাহিদা বিধি কী? ১
খ. চাহিদা বিধি কি সবসময় কার্যকর হয়? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে প্রাপ্ত চাহিদা রেখার আকৃতি কেন এমন হয় যুক্তিসহ লেখো। ৪

৩. ▶ দুটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি দেওয়া আছে:

দ্রব্যের দাম	'X' দ্রব্যের চাহিদা (একক)	'Y' দ্রব্যের চাহিদা (একক)
12 টাকা	12	14
14 টাকা	8	18

ক. স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে X দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে উপরিউক্ত দুটি দ্রব্যের সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. ▶ নিম্নে আমের বাজার সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হলো:

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
২০	৫০	১০
৩০	৪০	২০
৪০	৩০	৩০
৫০	২০	৪০

ক. রেখার ঢাল কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে 'মজুদ' ও 'যোগান' কি এক হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. বাজার দাম যদি তার ভারসাম্য দাম হতে বিচ্যুত হয় তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. ▶ একটি চা বাগানের (২০১৮-১৯ সনের) উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের টেবিলে দেওয়া হলো:

উৎপাদন (Q) (টন)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (লক্ষ টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) (লক্ষ টাকা)
১	১২	৫
২	১২	১৪
৩	১২	২১
৪	১২	৩৬
৫	১২	৬৩

ক. উৎপাদনের উপকরণ কী কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে উৎপাদনের প্রতি স্তরে মোট খরচ (TC) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত গড় ব্যয় রেখার এরূপ আকৃতি হওয়ার কারণসমূহ আলোচনা করো। ৪

৬. ▶

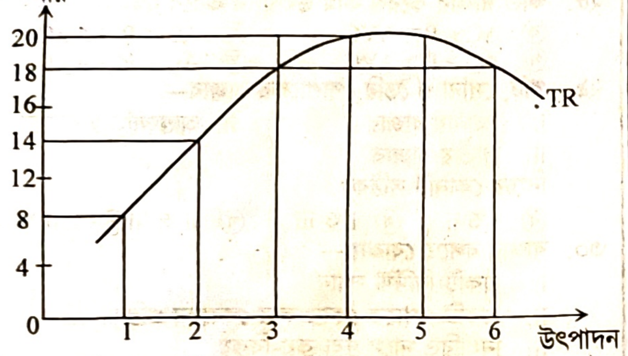

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বিক্রেতার গড় আয়ের সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি যে বাজার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৪

৭. ▶

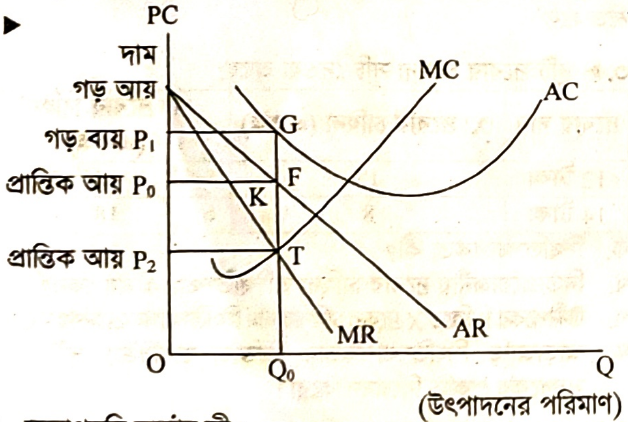

ক. মনোপসনি বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু চিহ্নিত করে মুনাফা/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা যদি K বিন্দু দিয়ে যায়, তবে ফার্মের উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. ▶ মাওয়া ঘাট বর্তমানে নতুন একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে 'আহারে-বাহারে' নামে একটি খাবারের দোকান গড়ে উঠেছে। আর কোনো মানসম্মত খাবারের দোকান না থাকায় পর্যটকরা সেখান থেকে বেশি দামে খাবার খেতে বাধ্য হয়। অথচ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বহুসংখ্যক খাবারের দোকান থাকায় পর্যটকরা এসব সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

ক. অর্থনীতিতে বাজার বলতে কী বোঝায়? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় P = AR = MR কেন হয়? ২
গ. উদ্দীপকের 'আহারে-বাহারে' খাবারের দোকানটি অর্থনীতির যে বাজারকে নির্দেশ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ৩
ঘ. নতুন পর্যটন কেন্দ্র ও অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রের খাবার দোকানের যে যে বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাদের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরো। ৪

৯. ▶

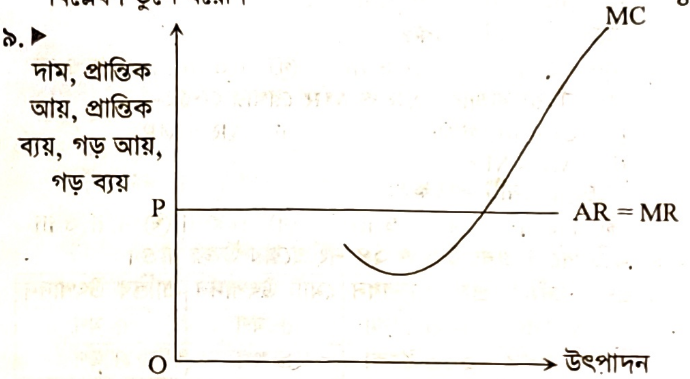

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজারকে কেন আন্তর্জাতিক বাজার বলা যায়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে স্বাভাবিক মুনাফায় ভারসাম্য অর্জনের চিত্র আঁক ও মুনাফার পরিমাণ দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বাজার কাঠামো অনুযায়ী স্বল্পকালে কি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০. ▶ ২০১৮ সালে 'ক' দেশে যে মূল্যস্তর ছিল, বর্তমানে করোনা মহামারির কারণে সে দেশে মূল্যস্তর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রি ও নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া ঋণের রেশনিং, বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন করে এবং নৈতিক প্ররোচনাও চালায়।

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১
খ. মুদ্রার যোগান বলতে কি শুধু চাহিদা আমানতকেই নির্দেশ করে? ২
গ. উদ্দীপক হতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত ও গুণগত হাতিয়ারগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্ত মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১১. ▶

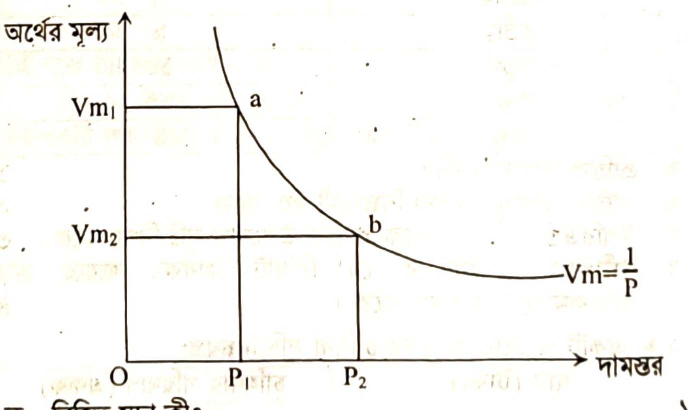

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কীভাবে ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাথে প্রাসঙ্গিক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী অর্থের মূল্য Vm_1 থেকে Vm_2 তে পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতিতে কী কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	ক	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	*	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ক	১১	ক	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	গ

*৫. সঠিক উত্তর: ২/৩।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **চাহিদার শর্ত কয়টি?**
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

২. **একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করতে যদি সম্পর্কযুক্ত অপর একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির দরকার হয়, তখন তাদের কোন দ্রব্য বলে?**
ক) পরিবর্তক খ) প্রয়োজনীয়
গ) সম্পর্কহীন ঘ) পরিপূরক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

Qd = 10 – 2P
Qs = – 2 + P

৩. **উদ্দীপকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ কত?**
ক) 2 ও 2 খ) 2 ও 4 গ) 4 ও 2 ঘ) 4 ও 4

৪. **উদ্দীপকে ভারসাম্য দাম 2 টাকা হলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আলোকে দ্রব্যটি কোন ধরনের?**
ক) বিলাসজাত খ) অতি প্রয়োজনীয়
গ) প্রয়োজনীয় ঘ) স্বাভাবিক

৫. **ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো—**
i. ভূমি প্রকৃতির দান ii. যোগান সীমাবদ্ধ
iii. উর্বরাশক্তির পার্থক্য আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

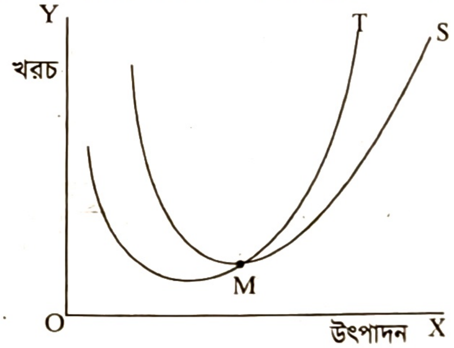

৬. **চিত্রে S ও T রেখা দ্বারা প্রকাশ করে যথাক্রমে—**
ক) গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা
খ) প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় রেখা
গ) গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা
ঘ) মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা

৭. **চিত্রটি দ্বারা যে সম্পর্কটি প্রকাশ পায় তা হলো—**
i. M বিন্দুতে রেখা দুটি পরস্পর সমান
ii. M বিন্দুর পূর্বে রেখা দুটি হ্রাস পায়
iii. M বিন্দুর পর T রেখা S রেখার নিচে অবস্থান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. **পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দাম রেখা—**
ক) ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী খ) ডানদিকে নিম্নগামী
গ) ভূমি অক্ষে সমান্তরাল ঘ) লম্ব অক্ষে সমান্তরাল

৯. **বিহিত মুদ্রা বলতে কী বোঝায়?**
i. যে মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই
ii. যা সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত
iii. যা সবাই গ্রহণ করতে বাধ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. **বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় মানুষের মুদ্রাকে হাতে ধরে রাখার প্রবণতাকে মুদ্রার কী ধরনের চাহিদা বলে?**
ক) লেনদেনজনিত চাহিদা খ) সতর্কতামূলক চাহিদা
গ) ফটকা চাহিদা ঘ) আমানত চাহিদা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. 'K' যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেটি অন্যান্য ব্যাংকের দুর্দিনে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি জনগণের সাথে সরাসরি লেনদেন করে না।

১১. **উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে?**
ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ) শিল্প ব্যাংক ঘ) বিনিময় ব্যাংক

১২. **উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হলো—**
i. আমানত গ্রহণ করা ii. নোট ইস্যু করা
iii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. **"Money is what Money does" অর্থের এ সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?**
ক) এফ. এ. ওয়াকার খ) জে. এম. কেইনস
গ) জি. ক্রাউথার ঘ) ডি. এইচ. রবার্টসন

১৪. **ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলো হলো—**
i. ব্যাংক হারের পরিবর্তন
ii. খোলাবাজার নীতির পরিবর্তন
iii. নগদ জমার হার পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. **উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদানকে কী বলে?**
ক) শ্রম খ) মূলধন গ) সংগঠন ঘ) ভূমি

১৬. **"উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।"— কে বলেছেন?**
ক) মার্শাল খ) মেয়ার্স
গ) ডি. স্যালভেটর ঘ) পি.এ. স্যামুয়েলশন

১৭. **ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা স্থির থেকে যোগান বাড়লে নিচের কোনটি ঘটবে?**
ক) দামের বৃদ্ধি ও চাহিদার হ্রাস
খ) দামের হ্রাস ও চাহিদার বৃদ্ধি
গ) দামের বৃদ্ধি ও চাহিদার বৃদ্ধি
ঘ) দামের হ্রাস ও চাহিদার হ্রাস

১৮. **দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ককে বলে—**
ক) চাহিদা অপেক্ষক খ) চাহিদা বিধি
গ) দাম বিধি ঘ) যোগান অপেক্ষক

১৯. **চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়—**
i. ক্রেতার আয় পরিবর্তনে
ii. আলোচ্য দ্রব্যের দাম পরিবর্তনে
iii. ক্রেতার রুচির পরিবর্তনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০. বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী একটি সরল রেখার ক্ষেত্রে—

i. অসীম স্থিতিস্থাপক ii. ঢাল সমান

iii. ঋণাত্মক ঢাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

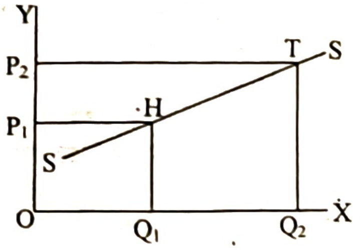

২১. চিত্রে H ও T বিন্দুতে কী প্রকাশ করে?

ⓚ দাম ও চাহিদার সম্পর্ক

ⓛ চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক

ⓖ দাম ও উৎপাদনের সম্পর্ক

ⓘ দাম ও যোগানের সম্পর্ক

২২. উল্লিখিত চিত্রে $P_1 = 8$, $P_2 = 12$, $q_1 = 20$ ও $q_2 = 40$ হলে কী ধরনের স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ পায়?

ⓚ একক স্থিতিস্থাপকতা

ⓛ এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা

ⓖ এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা

ⓘ অসীম স্থিতিস্থাপকতা

২৩. মোট উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, প্রান্তিক উৎপাদন তখন—

ⓚ বৃদ্ধি পায় ⓛ হ্রাস পায়

ⓖ স্থির থাকে ⓘ শূন্য হয়

২৪. দীর্ঘকালে গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কেমন হয়?

ⓚ ঊর্ধ্বগামী ⓛ নিম্নগামী

ⓖ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓘ সম্প্রসারিত U আকৃতির

২৫. P = AR = MR হয় কোন ধরনের বাজারে?

ⓚ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

ⓛ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

ⓖ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে

ⓘ ডুয়োপলি বাজারে

২৬. একচেটিয়া বাজারে—

i. AR ও MR উভয় রেখা ডানে নিম্নগামী

ii. AR রেখা ফার্মের চাহিদা নির্দেশ করে

iii. AR রেখা MR রেখার নিচে অবস্থান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৭. 'যে বাজারে বিক্রেতা দুইয়ের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয়' এরূপ বাজারকে কী বলে?

ⓚ ডুয়োপলি ⓛ মনোপলি

ⓖ ডুয়োপসনি ⓘ অলিগোপলি

২৮. অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায়—

i. একটি নির্দিষ্ট স্থানকে

ii. এক বা একাধিক পণ্যকে

iii. একটি নির্ধারিত দামে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়কে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

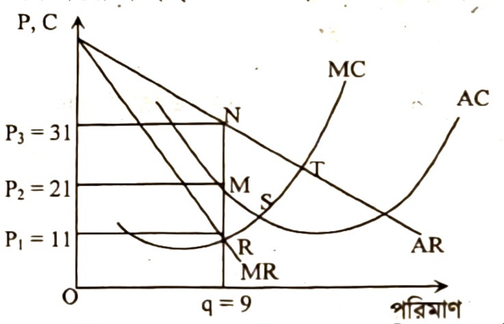

২৯. চিত্রে একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?

ⓚ B ⓛ R ⓖ S ⓘ T

৩০. একচেটিয়া কারবারির অস্বাভাবিক মুনাফা হবে—

ⓚ 31 ⓛ 90 ⓖ 189 ⓘ 279

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিচে একটি পণ্যের চাহিদা সূচি দেওয়া হলো:

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
২	২০
৪	১৫
৬	১০
৮	৫

ক. চলক কী? ১

খ. যোগান বিধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দাম বাড়ার পাশাপাশি আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে উদ্দীপকে বর্ণিত চাহিদার কি পরিবর্তন হবে? চিত্রসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ নিচে একজন ভোক্তার আপেল ক্রয় থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য দেওয়া হলো:

আপেল (একক)	মোট উপযোগ (TU)
১	৫
২	৮
৩	৯
৪	৯
৫	৮

ক. উপযোগ কী? ১

খ. "দামের সাথে যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক সমমুখী"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিধিটি প্রকাশিত হয়েছে, কী কী অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্যকর হবে না বলে তুমি মনে করো? ৪

৩.▶ Qd = 50 – 10P
Qs = – 10 + 10P

ক. ঢাল কী? ১
খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দামের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ মি. কামালের একটি তাঁত শিল্প আছে। সেখানে ২০২০ সালের মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত উৎপাদন ও ব্যয়ের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

সময়	মোট ব্যয় (টাকা)	মোট উৎপাদন (একক)
মার্চ-২০২০	১০,০০০	১০০
এপ্রিল-২০২০	২০,০০০	২০০
মে-২০২০	৩০,০০০	৩০০
জুন-২০২০	৪০,০০০	৪০০

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. মোট আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? ২
গ. প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সারণি উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)
১	১০
২	১০
৩	১০
৪	১০
৫	১০

ক. উৎপাদনের উপকরণসমূহ কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক আয়ের তালিকা প্রস্তুত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যাবলি যে বাজারের সাথে সম্পর্কিত সে বাজারে কেন অন্যান্য বাজারের তুলনায় ভোক্তার স্বার্থ অধিক সংরক্ষিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

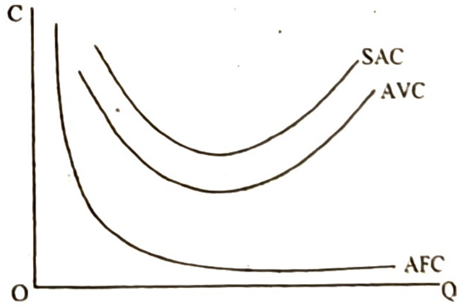

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১
খ. প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় কি একই ধারণা? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে AFC রেখার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে SAC রেখা আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নাঈমা তার বাবার সাথে বইয়ের দোকানে যায়। বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখে সব দোকানে দাম একই। এতে সে খুব আনন্দ পায়। কিন্তু সে বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র লক্ষ করে।

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারকে কেন দামগ্রহীতা বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বইয়ের বাজারের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নাঈমার দেখা দুই ধরনের বাজারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো। ৪

৮.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

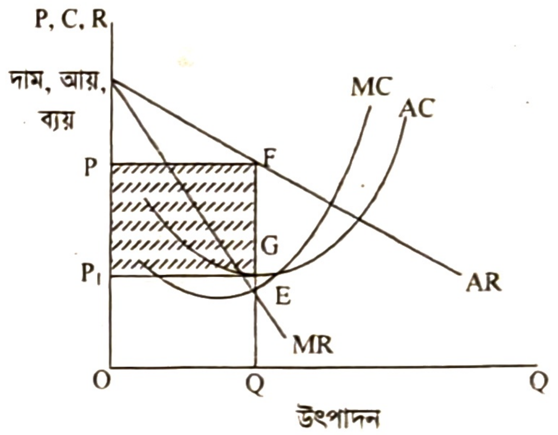

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী? ১
খ. কেন একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতাকে দামের স্রষ্টা বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত মুনাফা কি সব ক্ষেত্রে অর্জন করা সম্ভব? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৯.▶ মি. জুয়েল একটি ব্যাংকে চাকরি করেন, যাকে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। তার বন্ধু মি. রুবেল অন্য আরেকটি ব্যাংকে চাকরি করেন, যেটি জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে ঋণ প্রদান করে।

ক. মুদ্রার চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মুদ্রার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. জুয়েলের ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোচিত দুটি ব্যাংক এক নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে M = 100, V = 5 এবং T = 10, যেখানে M = লেনদেনের পরিমাণ, P = দামস্তর ও V = প্রচলন গতি।

ক. 'নিকাশ ঘর' কী? ১
খ. অনলাইন ব্যাংকিং-এর বিশেষ সুবিধা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে M-এর মান ২০০ হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ জনাব তুহিন ঢাকা শহরের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। তিনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গ্রামের বাড়িতে বাবা-মাকে টাকা পাঠান। এতে বাবা-মা তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরিত অর্থ পেয়ে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কোন ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক— বিশ্লেষণ করে মন্তব্য লেখো। ৪

উত্তর																														
	১	খ	২	ঘ	৩	গ	৪	ক	৫	ঘ	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ক	১২	গ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	খ

সিলেট বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. অর্থনীতিতে ভূমি বলতে বোঝায়—
i. ভূ-পৃষ্ঠ ii. নদনদী iii. বাতাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২. ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্ত হলো—
i. MR = MC
ii. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল
iii. MR = AR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কবির সাহেব বাজার থেকে কয়েক হালি কলা ক্রয় করলেন। ক্রয়কৃত কলার প্রাপ্ত উপযোগ নিম্নে দেখানো হলো:

কলা (একক)	মোট উপযোগ (টাকা)
১ম	২০
২য়	৩৮
৩য়	৫৪
৪র্থ	৬৮

৩. ৩য় একক কলা থেকে কবির সাহেবের প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ কত?
ক ২০ খ ১৮ গ ১৬ ঘ ১৪

৪. উদ্দীপকে কার্যকর বিধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—
i. ভোক্তার আয়, রুচি, অভ্যাস স্থির
ii. নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য
iii. উপযোগ পর্যায়গতভাবে পরিমাপযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. TFC = 10, TVC = 20 উৎপাদনের পরিমাণ Q = 10 হলে TC = কত?
ক 100 খ 30 গ 20 ঘ 10

৬. একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
ক P = AR = MR খ P > AR = MR
গ P = AR > MR ঘ P = AR < MR

৭. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে যদি—
ক AC < P > AVC খ AC < P < AVC
গ AC > P > AVC ঘ AC = P = AVC

৮. কোন বাজারের ক্ষেত্রে সাধারণত P = MC হয়?
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
খ একচেটিয়া বাজার
গ দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
ঘ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

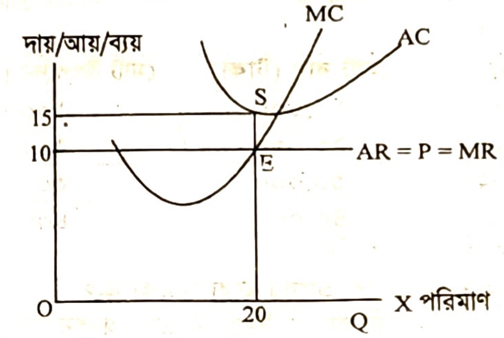

৯. উদ্দীপকের চিত্রে ক্ষতির পরিমাণ কত?
ক 50 খ 100 গ 200 ঘ 300

১০. AC রেখা, AR রেখার E বিন্দুতে স্পর্শক হলে ফার্ম যে অবস্থার সম্মুখীন হয়—
ক অস্বাভাবিক মুনাফা
খ স্বাভাবিক মুনাফা
গ উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিবে
ঘ লোকসান

১১. কোনটি স্থির খরচের অন্তর্ভুক্ত?
ক বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যয় খ বিদ্যুৎ বিল
গ পরিবহন ব্যয় ঘ কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয়

চিত্রের ভিত্তিতে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

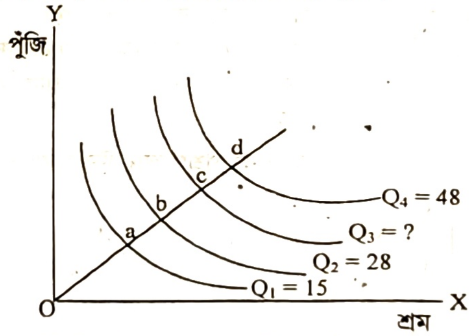

১২. চিত্রে C বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ কত হবে?
ক 38 খ 39 গ 42 ঘ 45

১৩. উপরের চিত্রটি কোন ধরনের উৎপাদন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
খ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
গ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
ঘ স্থির মাত্রাগত উৎপাদন

১৪. বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে—
ক উৎপাদনকারী খ ক্রেতা
গ সরকার ঘ দামব্যবস্থা

১৫. ফিশারের বিনিময় সমীকরণ: MV = PT এখানে MV দ্বারা কী বোঝায়?
ক অর্থের যোগান খ অর্থের চাহিদা
গ দামস্তর ঘ অর্থের প্রচলন গতি

১৬. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত?
ⓚ নোট ইস্যু ⓚ আমানত সংগ্রহ
ⓖ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ⓘ নিকাশ ঘর

ক) নোট ইস্যু খ) আমানত সংগ্রহ
গ) ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঘ) নিকাশ ঘর

১৭. ঐচ্ছিক মুদ্রা কোনটি?
ক) ১০ টাকার নোট খ) ২০০ টাকার নোট
গ) সঞ্চয়পত্র ঘ) ৫০০ টাকার নোট

১৮. অর্থ সরবরাহের প্রধান উপাদান কয়টি?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

১৯. ফার্মের কোন ব্যয় রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়?
ক) AVC খ) AFC
গ) AC ঘ) MC

২০. ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও কোনটি সম্ভব?
ক) অনলাইন ব্যাংকিং খ) ই-মেইল
গ) মোবাইল ব্যাংকিং ঘ) ই-ব্যাংকিং

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

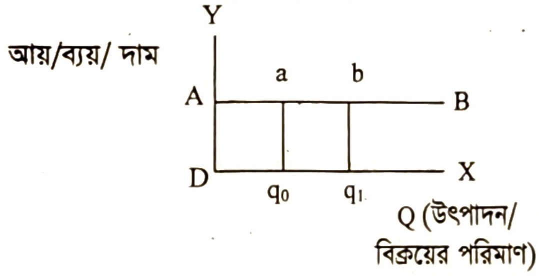

২১. AB রেখার স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে?
ক) $Ep = 1$ খ) $Ep = 0$ গ) $Ep = \infty$ ঘ) $Ep > 1$

২২. AB রেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—
i. রেখার ঢাল শূন্য
ii. $AR = MR$
iii. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার চাহিদা রেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. মুদ্রার প্রধান কাজ কী?
ক) বিনিময়ের মাধ্যম খ) সঞ্চয়ের বাহন
গ) ঋণ পরিশোধের মাধ্যম ঘ) মূল্যের পরিমাপক

২৪. "উপযোগ সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য"— এই ধারণাটি কে প্রদান করেন?
ক) মার্শাল খ) মেয়ার্স
গ) এল. রবিন্স ঘ) ওয়ালরাস

২৫. কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ 5 ইউটিল হলে ঐ দ্রব্যের ভোগের পরিবর্তন কত হতে হবে?
ক) ৪ একক খ) ৩ একক গ) ২ একক ঘ) ১ একক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
চাহিদা সমীকরণ $D = 10 - 2P$
যেখানে D = চাহিদার পরিমাণ
P = দাম

২৬. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির সর্বোচ্চ চাহিদা কত হবে?
ক) 2 একক খ) 6 একক
গ) 8 একক ঘ) 10 একক

২৭. দ্রব্যটির দাম 2 টাকা থেকে 3 টাকা হলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে?
ক) $\frac{2}{3}$ খ) $\frac{3}{2}$ গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{1}{3}$

২৮. কোনো দ্রব্যের মোট উপযোগ স্থির থাকলে প্রান্তিক উপযোগ রেখার আকৃতি হবে—

ক) 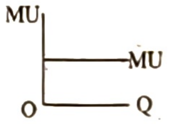

খ) 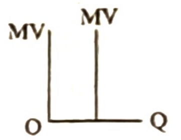

গ) 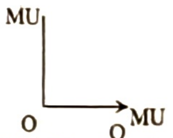

ঘ) 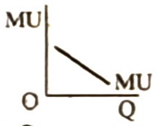

২৯. "উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা, যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম"— এই উক্তির প্রবক্তা কে?
ক) অধ্যাপক মার্শাল খ) জে. আর. হিক্স
গ) ওয়ালরাস ঘ) জেভনস

৩০. চাহিদার শর্তের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে—
i. আকাঙ্ক্ষা ii. শারীরিক সামর্থ্য
iii. অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিচের চাহিদা সূচি লক্ষ করো ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

দাম (P) টাকা	চাহিদা (Q) একক
১০	২০০
১৫	১৫০

ক. উপযোগ কী? ১
খ. গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ নিচের উদ্দীপক থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের একক (X)	মোট উপযোগ (TU)
১	৪
২	৭
৩	৯
৪	১০
৫	১০
৬	৯

ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ (TU) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে বিধিটি কার্যকর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ দেওয়া আছে, $Qd = 20 - 2P$
$Qs = -4 + 2P$
যেখানে, P = দাম; Qd = চাহিদার পরিমাণ
Qs = যোগানের পরিমাণ

ক. চাহিদা কী? ১
খ. যোগানের ওপর সময়ের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম 4 টাকা ও ৪ টাকা হলে উদ্দীপকের আলোকে বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ A ফার্মের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) (টাকা)
১	৫	৫
২	৫	১৩
৩	৫	১৯
৪	৫	২৭
৫	৫	৪০

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে? ১
খ. গড় স্থির ব্যয় কি শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপক হতে TFC রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে MC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৫.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

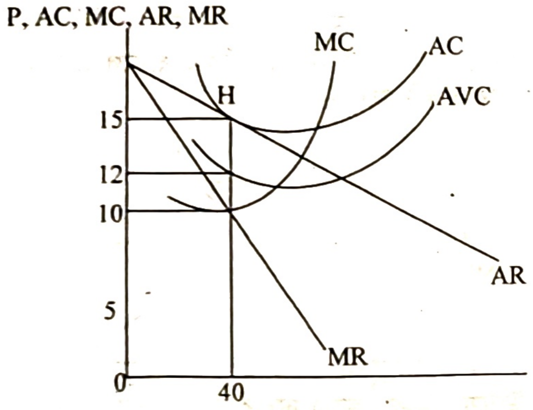

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে AR রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. H বিন্দু দিয়ে AC রেখা অতিক্রম করলে উৎপাদনের ব্যাপারে ফার্ম কী সিদ্ধান্ত নেবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ দেওয়া আছে, $Qs = 10 + 4P$
যেখানে, P = দাম; Qs = যোগানের পরিমাণ

ক. বাজার ভারসাম্য কাকে বলে? ১
খ. দাম স্থির থেকে আয় বাড়লে চাহিদা রেখার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে? ২
গ. উদ্দীপক হতে যোগান রেখা আঁক। ৩
ঘ. উপরের সমীকরণে ছেদক 5 হলে যোগান রেখার কোন ধরনের পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ 'T' ফার্মের মোট খরচের সূচি নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট খরচ (TC) (টাকা)
১	১০
২	১৫
৩	১৮
৪	২৪
৫	৩২
৬	৪২

ক. প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে? ১
খ. মোট স্থির খরচ রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে AC ও MC নিরূপণ করো। ৩
ঘ. AC ও MC এর মধ্যেকার সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ A ব্যাংকের ক্ষেত্রে তথ্য নিম্নরূপ:

প্রাথমিক আমানত (টাকা)	৪৫,০০০
ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাত	১০%

ক. অর্থ কাকে বলে? ১
খ. অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকের সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ অনুপাত ২৪% এ বৃদ্ধি করলে অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ 'W' দেশের মুদ্রা সংক্রান্ত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:
$M = 10,000$
$P = 80$
$T = 500$

ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থের প্রচলন গতি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. অর্থের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা হলে, অর্থের মূল্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ নিচের চিত্র থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

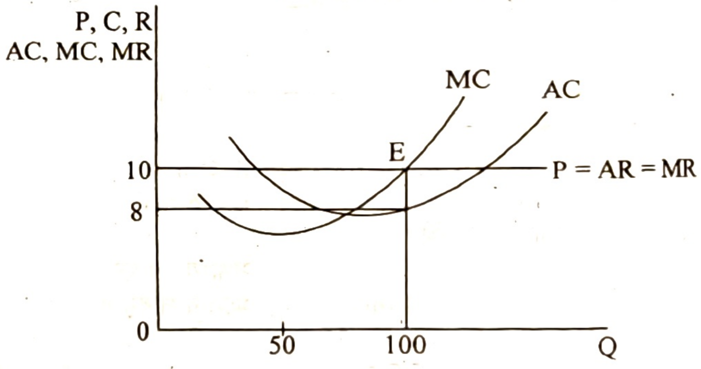

ক. ফার্ম কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে 'দাম সৃষ্টিকারী' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি কোন বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্য নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মের মুনাফার ধরনের কেমন পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ জনাব 'Y' একজন ব্যবসায়ী। তার কারবারকৃত পণ্যের বিকল্প দ্রব্য না থাকায় বেশি মুনাফা অর্জন করছেন।

ক. ডুয়োপলি বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই হয় কেন? ২
গ. জনাব 'Y' কোন বাজারে কারবার করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব 'Y' এর বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্য চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	*	৩০	খ

*সঠিক উত্তর: মেয়ার্স।

যশোর বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
ক নতুন দ্রব্য সৃষ্টি　খ নতুন উপযোগ সৃষ্টি
গ অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি　ঘ উপকরণ একত্রীকরণ

২. কোনটি উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ?
ক ভূমি　খ শ্রম
গ মূলধন　ঘ সংগঠন

৩. কখন গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয়?
ক যখন AC নিম্নগামী
খ যখন MC নিম্নগামী
গ যখন AC সর্বনিম্ন
ঘ যখন MC ঊর্ধ্বগামী

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

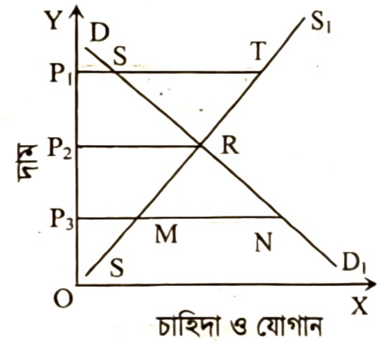

৪. চিত্রের ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?
ক S　খ T　গ R　ঘ M

৫. উদ্দীপক অনুযায়ী P_1 দামে অতিরিক্ত যোগানের পরিমাণ কত?
ক ST　খ P_3N　গ P_1T　ঘ MN

৬. নিচের কোনটি বাজার ভারসাম্য নির্দেশ করে?
ক চাহিদা ও যোগান　খ চাহিদা ≠ যোগান
গ চাহিদা < যোগান　ঘ চাহিদা = যোগান

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭. চিত্রে C রেখাটি স্বল্পকালীন কী ধরনের ব্যয় নির্দেশ করে?
ক গড় ব্যয়　খ মোট ব্যয়
গ মোট স্থির ব্যয়　ঘ মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়

৮. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?
ক ২　খ ৩　গ ৪　ঘ ৫

৯. "বিক্রেতা নয়, ক্রেতা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে" এমন বাজারকে কী ধরনের বাজার বলে?
ক একচেটিয়া বাজার　খ মনোপসনি বাজার
গ ডুয়োপসনি বাজার　ঘ ডুয়োপলি বাজার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শফিক নিজ উদ্যোগে একটি রুটির কারখানা স্থাপন করল। রুটি উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, বিদ্যুৎ বিল, পরিবহন ব্যয় ও প্রহরীর বেতন বাবদ যথাক্রমে ১৫,০০০, ১,৫০০, ৩,০০০ ও ২,০০০ টাকা খরচ হয়।

১০. শফিকের রুটির কারখানায় মোট পরিবর্তনীয় খরচের (TVC) পরিমাণ কত?
ক ১৮,০০০ টাকা　খ ১৯,৫০০ টাকা
গ ২০,০০০ টাকা　ঘ ২১,৫০০ টাকা

১১. নিচের কোনটি উদ্দীপকের আলোকে স্থির খরচ?
ক কাঁচামাল　খ বিদ্যুৎ বিল
গ প্রহরীর বেতন　ঘ পরিবহন ব্যয়

১২. কোন বাজারকে দামগ্রহীতা বলা হয়?
ক ডুয়োপলি বাজার
খ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
গ একচেটিয়া বাজার
ঘ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

১৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
ক P = AR > MC　খ P = AR < MC
গ P = AR = MC　ঘ P = AR = MR

১৪. সবজির চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও একজন সবজি বিক্রেতা হঠাৎ সরবরাহ বাড়াতে পারে না। এক্ষেত্রে সবজির বাজার কোন ধরনের বাজারের উদাহরণ?
ক স্বল্পকালীন　খ অতি স্বল্পকালীন
গ দীর্ঘকালীন　ঘ অতি দীর্ঘকালীন

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

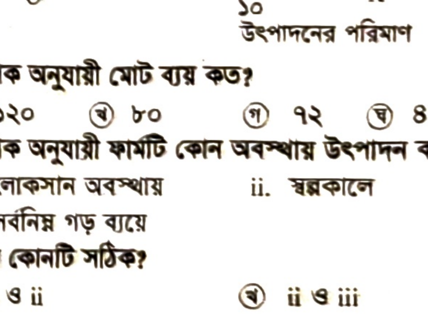

১৫. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট ব্যয় কত?
ক ১২০　খ ৮০　গ ৭২　ঘ ৪০

১৬. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে?
i. লোকসান অবস্থায়　ii. স্বল্পকালে
iii. সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ ii ও iii
গ i ও iii　ঘ i, ii ও iii

১৭. মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি?
ক মূল্যের পরিমাপক　খ সঞ্চয়ের বাহক
গ বিনিময়ের মাধ্যম　ঘ ঋণের ভিত্তি

১৮. **মোবাইল ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে কোনটি জরুরি?**

i. কম্পিউটার ii. মোবাইল সেট
iii. পিনকোড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. **CCA কী?**

ক Capital Consumption Allowance
খ Cost of Capital in Average
গ Cost of Capital Assumpted
ঘ Current Cost of Administration

২০. **অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে—**

i. দামস্তর কমবে ii. দামস্তর বাড়বে
iii. অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii
গ i ও iii ঘ ii ও iii

২১. **অর্থের পরিমাণ (M) = 2000, অর্থের প্রচলন গতি (V) = 10, লেনদেনের পরিমাণ (T) = 20 হলে দামস্তর (P) = ?**

ক 50 খ 100 গ 500 ঘ 1000

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জহির বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করে ঢাকার একটি X ব্যাংকে চাকরি করেন। জহির যে ব্যাংকে কাজ করে সেটি মুদ্রা বাজারে শীর্ষে অবস্থান করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে সরকারকেও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

২২. **উদ্দীপকে কোন ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে?**

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ ঢাকা ব্যাংক
গ সোনালী ব্যাংক ঘ বিশেষায়িত ব্যাংক

২৩. **ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে—**

i. ব্যাংক হার পরিবর্তন করে
ii. নগদ জমার হার পরিবর্তন করে
iii. সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে?**

ক অধ্যাপক এল. রবিন্স খ পল স্যামুয়েলসন
গ আলফ্রেড মার্শাল ঘ জে. এম. কেইন্স

২৫. **গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান স্থির থাকে, তাকে কী বলে?**

ক অধীন চলক খ ধ্রুবক
গ পরামিত ঘ স্বাধীন চলক

২৬. **চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 20 - 2P$ হলে, চাহিদা রেখার ঢাল কত?**

ক −2 খ −20
গ −5 ঘ −4

২৭. **প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কেমন হবে?**

ক বৃদ্ধি পাবে খ হ্রাস পাবে
গ স্থির থাকবে ঘ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে

২৮. **যোগান সমীকরণ S = −3 + P হলে, শূন্য দামে যোগানের পরিমাণ—**

ক 4 খ −1 গ −3 ঘ 0

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১	১৫	১৫
২	?	৭
৩	২৭	৫
৪	২৭	?

২৯. **সূচিত শূন্যস্থানে মোট উপযোগ কত?**

ক ২০ খ ২২ গ ২৪ ঘ ২৬

৩০. **সূচি অনুযায়ী শূন্য স্থানে প্রান্তিক উপযোগের মান কত?**

ক ১ খ ২ গ ০ ঘ ৩

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ **একজন ভোক্তার একটি দ্রব্যের উপযোগ সূচি নিম্নরূপ:**

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ
১	২৫
২	৩৫
৩	৪২
৪	৪২
৫	৪০

ক. উপযোগ কী? ১
খ. মোট উপযোগ হচ্ছে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করো এবং প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন ধরনের প্রান্তিক উপযোগ বিধি বর্ণিত হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৪

২.▶ **নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:**

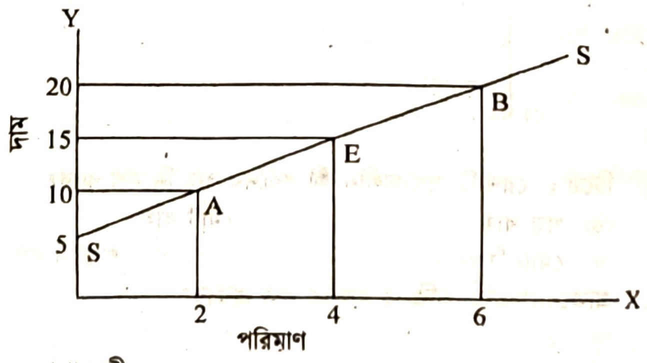

ক. যোগান কী? ১
খ. স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যে পার্থক্য কী? ২
গ. উদ্দীপকের SS রেখার ঢাল নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের SS রেখাকে কি যোগান রেখা বলা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

৩.▶ দুটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ:

মূল্য	X দ্রব্যের চাহিদা	Y দ্রব্যের চাহিদা
20	24	40
40	20	10

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? ১
খ. কেন বিলাসজাত দ্রব্য স্থিতিস্থাপক? ২
গ. উদ্দীপক হতে X দ্রব্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে X এবং Y দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ একটি দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষক ও যোগান অপেক্ষক দেওয়া হলো:

$Qd = 20 - P$ এবং $Qs = -4 + 3P$
যেখানে Qd = চাহিদার পরিমাণ
P = দাম
Qs = যোগানের পরিমাণ

ক. চাহিদা কী? ১
খ. চালের মূল্য বৃদ্ধিতে গমের চাহিদার ওপর যে প্রভাব পড়বে তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য মূল্য ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকার যদি দ্রব্যের দাম 4 টাকা নির্ধারণ করে তবে কী অবস্থা হতে বা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ একটি দ্রব্যের মোট উৎপাদন ও মোট ব্যয় নিচে দেওয়া হলো:

উপকরণ সংমিশ্রণ	ভূমি (একরে)	শ্রম ও মূলধন ব্যয় (টাকায়)	মোট উৎপাদন (মণ)
A	2	9,000	80
B	2	12,000	140
C	2	20,000	180
D	2	24,000	200

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. ফার্মকে কখন স্থির ব্যয় বহন করতে হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটির কৃষিক্ষেত্রে কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ একটি ফার্মের মোট ব্যয় নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)
1	80
2	140
3	180
4	240
5	350
6	480

ক. স্থির ব্যয় কী? ১
খ. "দীর্ঘকালে সব ব্যয় পরিবর্তনশীল"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রান্তিক ব্যয় সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ একটি ফার্মের মোট আয় নিম্নরূপ:

পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
1	100
2	180
3	240
4	280
5	300
6	300

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. শিল্পক্ষেত্রে কি ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট আয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে বর্ণনা করো যে, গড় আয় (AR) প্রান্তিক আয়ের (MR) চেয়ে বেশি। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

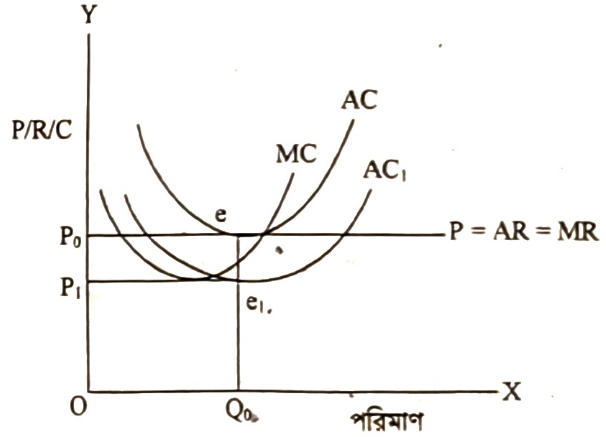

ক. ডুয়োপলি বাজার কী? ১
খ. "একটি মনোপলি ফার্ম মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে e বিন্দুতে মুনাফা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে মুনাফার ওপর নতুন গড় ব্যয় রেখার (AC_1) প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ একটি দেশের অর্থের যোগান, অর্থের প্রচলন গতি এবং লেনদেনের পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে $M = 500$, $V = 40$ এবং $T = 400$। সম্প্রতি সরকার অর্থের যোগান কমিয়ে 400 নির্ধারণ করে।

ক. আমানত কী? ১
খ. অর্থের প্রয়োজন হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের দেশটির দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে দামস্তরের ওপর সম্প্রতি সরকারের সিদ্ধান্তের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি বাণিজ্যক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ 2,00,000 টাকা এবং রিজার্ভ রেশিও 10%। দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দেওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ রেশিও বৃদ্ধি করে 15% করে।

ক. মোবাইল ব্যাংকিং কী? ১
খ. দামস্তর ও অর্থের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক কী? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. রিজার্ভ রেশিও পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ ইফফাত ও জেরিন দুই বন্ধু ব্যাংকে চাকরি করেন। ইফফাতের ব্যাংক জনগণের অর্থ জমা রাখে। অন্যদিকে, জেরিনের ব্যাংক খোলাবাজার নীতির সাহায্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. অর্থ কী? ১
খ. চাহিদা আমানত ও অর্থের যোগানের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইফফাতের ব্যাংকটির তিনটি কাজ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জেরিনের ব্যাংকের নীতিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	খ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	খ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ

বরিশাল বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – ঘ

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **কোন বাজারে ফার্ম 'দাম সৃষ্টিকারী'?**
ক মনোপলি খ ডুয়োপলি
গ অলিগোপলি ঘ মনোপসনি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিক্রয় (Q) পরিমাণ	মোট আয় (TR)
১	১০
২	২০
৩	৩০

২. **উদ্দীপকটি কোন বাজারের সাথে সম্পর্কিত?**
ক একচেটিয়া খ পূর্ণ প্রতিযোগিতা
গ অলিগোপলি ঘ মনোপসনি

৩. **উদ্দীপক অনুযায়ী—**
i. দাম স্থির ii. TR = MR
iii. AR = P
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?**
ক নোট প্রচলন খ আমানত গ্রহণ
গ ঋণ আমানত সৃষ্টি ঘ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
MV = PT
এখানে, M = ১০০, V = ৫, T = ১০

৫. **উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) কত?**
ক ৪০ খ ৫০ গ ৬০ ঘ ৭০

৬. **যদি অর্থের সরবরাহ (M) দ্বিগুণ হয়, তবে দামস্তর (P) —**
ক বাড়বে খ কমবে
গ দ্বিগুণ হবে ঘ অপরিবর্তিত থাকবে

৭. **বিহিত মুদ্রা কত প্রকার?**
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. **ক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে বাজারে সরবরাহকৃত কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে রাজি থাকে, তাকে কী বলে?**
ক যোগান খ চাহিদা গ উপযোগ ঘ উৎপাদন

৯. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে?**
ক হিকস্ খ এলেন গ মার্শাল ঘ ররিন্স

১০. **চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?**
ক $Ep = \frac{\Delta Qd}{Qd} \cdot \frac{Qd}{P}$ খ $Ep = \frac{\Delta Qd}{\Delta P} \cdot \frac{Qd}{P}$
গ $Ep = \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{P}{Qd}$ ঘ $Ep = \frac{\Delta Qd}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Qd}$

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

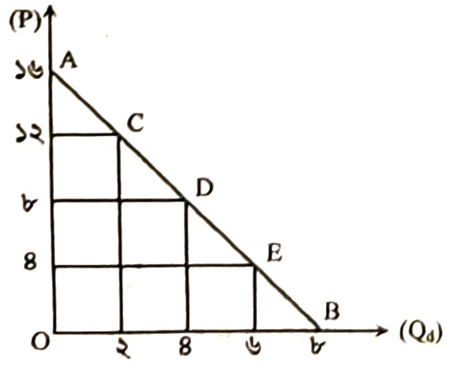

১১. **AB চাহিদা রেখার ঢাল কত?**
ক − ৬ খ − ৪ গ − ২ ঘ − ৮

১২. **উল্লিখিত উদ্দীপকের আলোকে সঠিক চাহিদা সমীকরণ কোনটি?**
ক $Qd = ৮ - \frac{১}{৮}P$ খ $Qd = ৮ - \frac{১}{৬}P$
গ $Qd = ৮ - \frac{১}{৪}P$ ঘ $Qd = ৮ - \frac{১}{২}P$

১৩. **চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে বলে—**
ক চাহিদা সূচি খ চাহিদা সমীকরণ
গ চাহিদা রেখা ঘ ব্যক্তিগত চাহিদা

১৪. **যদি কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় তবে মোট উপযোগ—**
ক সর্বোচ্চ খ সর্বনিম্ন গ শূন্য ঘ ঋণাত্মক

১৫. **চালের দাম প্রতি কেজি ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৫৫ টাকা হওয়াতে চালের চাহিদা ৮ কেজির থেকে কমে ৪ কেজি হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত?**
ক ০ খ ১ গ ২.৫ ঘ ৫

১৬. **TFC ও TVC এর সমষ্টিকে বলা হয়—**
ক AC খ MC গ TC ঘ VC

১৭. **চিত্রে ডানদিকে নিম্নগামী 'A' রেখাটি কোন ধরনের ব্যয় নির্দেশ করে?**

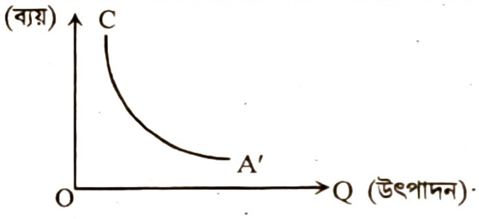

ক TFC খ AVC গ MC ঘ AFC

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্রমিক সংখ্যা	মোট উৎপাদন (একক)
১	৪০
২	৯০
৩	১২৫
৪	১৫০
৫	১৬৫
৬	১৭৫

১৮. **ছকে উল্লিখিত ৬ষ্ঠ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কত?**
ক ১০ একক খ ১৫ একক গ ১৬৫ একক ঘ ১৭৫ একক

১৯. **এক্ষেত্রে কোন উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে?**
ক ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
খ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
গ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি
ঘ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি

২০. **গড় আয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?**
ক $AR = \frac{AC}{Q}$ খ $AR = \frac{MC}{Q}$ গ $AR = \frac{TR}{Q}$ ঘ $AR = \frac{TP}{Q}$

২১. **কখন গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয়?**
ক প্রান্তিক ব্যয় (MC) সর্বনিম্ন হলে
খ প্রান্তিক ব্যয় (MC) বাড়লে
গ গড় ব্যয় (AC) কমলে
ঘ গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন হলে

২২. মোট ব্যয় সমান—
ⓚ MC + AC ⓦ MC + AVC
ⓖ FC + MC ⓖ TFC + TVC

২৩. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?
ⓚ দুই ⓦ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ

২৪. অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটি সম্পর্কিত—
i. চাহিদার সাথে ii. সময়ের সাথে
iii. যোগানের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫. চিত্রানুসারে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ হলো—

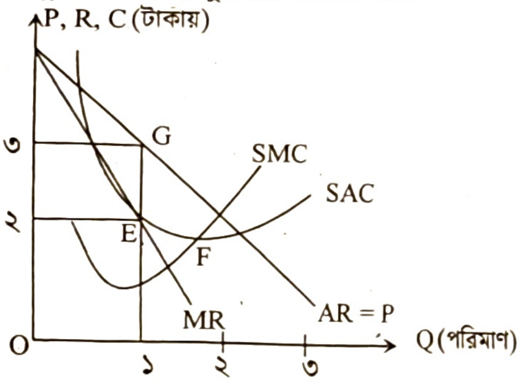

ⓚ ১ টাকা ⓦ ২ টাকা
ⓖ ৩ টাকা ⓖ ৪ টাকা

২৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
ⓚ P = AR > MC ⓦ P = AR < MC
ⓖ P = AR = MC ⓖ P = AR = MR

২৭. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে যখন—
ⓚ AC < P > AVC ⓦ AC < P < AVC
ⓖ AC > P > AVC ⓖ AC = P = AVC

২৮. "একজন ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা" কোন ধরনের বাজারের বৈশিষ্ট্য?
ⓚ অলিগোপলি ⓦ মনোপসনি
ⓖ ডুয়োপলি ⓖ ডুয়োপসনি

২৯. মোবাইল ব্যাংকিং-এর জন্য কী প্রয়োজন?
i. কম্পিউটার ii. মোবাইল ফোন
iii. পিন কোড
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. গড় ব্যয় রেখা (AC) যখন নিম্নগামী, তখন নিচের কোনটি ঘটে?
ⓚ AC > MC ⓦ AC = MC
ⓖ AC < MC ⓖ AC ≥ MC

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ একজন ভোক্তার X দ্রব্য ভোগের পরিমাণ ও প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য নিম্নরূপ:

ভোগের একক	প্রাপ্ত মোট উপযোগ
১ম	১২
২য়	২০
৩য়	২৪
৪র্থ	২৪
৫ম	২২

ক. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি কী? ১
খ. পরিমাণগত উপযোগ ও পর্যায়গত উপযোগ একই নয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে X দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্র অঙ্কনপূর্বক মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ বাজারে প্রতি কেজি আমের দাম যখন ১০০ টাকা, তখন চাহিদার পরিমাণ ছিল ১৫ কেজি। একই সময়ে প্রতি ডজন কলার দাম ৯০ টাকা এবং চাহিদা ২০ ডজন ছিল। আমের দাম হ্রাস পেয়ে প্রতি কেজি ৭০ টাকা হলো এবং চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ কেজি হলো। কলার দামের কোনো পরিবর্তন হলো না অথচ চাহিদা হ্রাস পেয়ে ১৫ ডজন হলো।

ক. অপেক্ষক কাকে বলে? ১
খ. "কোনো অপেক্ষকে একাধিক অধীন চলক থাকতে পারে না"— যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে আমের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. আমের দাম ও কলার চাহিদার সম্পর্ক তুমি কীভাবে স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করবে? ৪

৩.▶ X দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অপেক্ষক নিম্নরূপ:

$$D_x = 32 - 3P$$
$$S_x = -8 + 2P$$

ক. চাহিদা বিধি কী? ১
খ. "বক্ররেখার ঢাল সব বিন্দুতে সমান নয়"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের অপেক্ষকদ্বয় ব্যবহার করে চিত্রের মাধ্যমে X দ্রব্যের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি সরকার কর্তৃক বাজার দাম ও টাকা ধার্য করা হয় তবে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ মি. X একজন কৃষক। তিনি ২ একর জমিতে ৫ জন শ্রমিক নিয়ে ধান চাষ করেন ৫০ মণ। পরবর্তীতে শ্রমিক বাড়িয়ে যথাক্রমে ৬ ও ৭ জন হলে ধানের উৎপাদন দাঁড়ায় ৬৫ ও ৭৫ মণ। এই প্রক্রিয়ায় তিনি লাভবান হতে পারছিলেন না। তাই তিনি ধান চাষের জন্য শ্রমিক বৃদ্ধির পাশাপাশি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ট্রাক্টরের ব্যবহার শুরু করেন। এর ফলে তার ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং লাভবান হলেন।

ক. AVC নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। ১
খ. উৎপাদনের কোন উপকরণকে তুমি সবচেয়ে বেশি গতিশীল মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের MP রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ট্রাক্টরের ব্যবহার ও মাত্রাগত উৎপাদনের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶

A বাজার		B বাজার	
বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)	বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)
1	16	1	89
2	16	2	88
3	16	3	87
4	16	4	86
5	16	5	85

ক. বাজার কাকে বলে? ১
খ. কখন ফার্ম এবং শিল্প একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে A- বাজারের TR এবং MR নির্ণয় করো। ৩
ঘ. A এবং B উভয় বাজারের AR রেখা কি একই? চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ একটি মোটরসাইকেল তৈরি কারখানার উৎপাদন ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নরূপ:

উৎপাদন একক	মোট স্থির খরচ (লক্ষ টাকায়)	মোট খরচ (লক্ষ টাকায়)
১	২০০	৪০০
২	২০০	৫২০
৩	২০০	৬১০
৪	২০০	৭২০
৫	২০০	১,০০০

ক. পরিবর্তনীয় ব্যয় কাকে বলে? ১
খ. মোট আয় রেখা সবসময় ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় কি? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. মোটরসাইকেল তৈরি কারখানার গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন? উদ্দীপকের ভিত্তিতে চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ মি. রফিক X বাজারে গিয়ে দেখলেন অনেক বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য একই দামে বিক্রি করছেন। ক্রেতাগণ কোনো প্রকার দরকষাকষি না করে নির্ধারিত দামে পণ্য ক্রয় করছেন। রফিক সাহেব একটি পণ্যের ৩ একক ক্রয় করলেন। রফিক সাহেব Y বাজারে গিয়ে দেখলেন কোথাও সমজাতীয় পণ্য নেই। নির্ধারিত দামের অস্তিত্ব নেই। সব বিক্রেতাই ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বিক্রি করছেন। রফিক সাহেব দরকষাকষি করে T পণ্যের ২ একক ক্রয় করলেন। এমন সময় বশির মিয়া যেখানে এলেন। বশির মিয়া বিক্রেতার কাছে T পণ্য ৬ একক ক্রয়ের আগ্রহ দেখালেন। বিক্রেতা রফিক সাহেবের তুলনায় কম দামে ৬ একক T পণ্য বশির মিয়ার কাছে বিক্রি করলেন। এই পরিস্থিতিতে রফিক সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন।
ক. আন্তর্জাতিক বাজার কাকে বলে? ১
খ. "বাস্তবে বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কোথাও নেই"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. X বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত X ও Y বাজারের মধ্যে কোন বাজারে ভোক্তা সন্তুষ্টি অর্জন করে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৮.▶

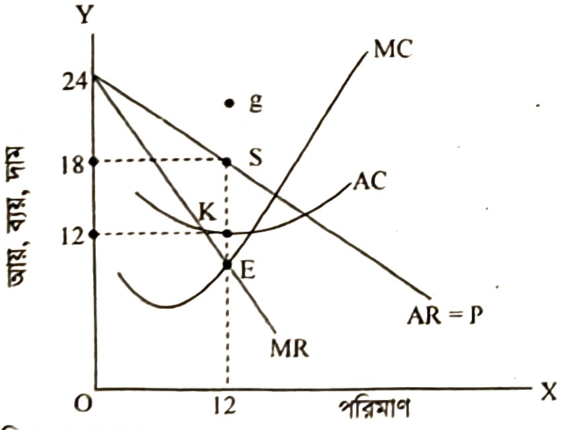

ক. শিল্প কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রেতা ও বিক্রেতাকে দামগ্রহীতা বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ফার্মটির যদি 72 টাকা লোকসান হয় তবে AC রেখার কীরূপ পরিবর্তন হবে চিত্রে দেখাও। ৪

৯.▶ আরিফ ও মাসুদ দুটি আলাদা ব্যাংকে চাকরি করেন। আলাপকালে আরিফ বলল আমাদের ব্যাংক আমানত গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্র করে। সেই আমানত হতে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষকসহ সকলকে ঋণ সরবরাহ করি। এভাবে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখি। তার জবাবে মাসুদ বলল আমাদের ব্যাংক সরকারের পরামর্শে নতুন নোট ছাপায়। অন্যান্য ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যান্য ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ দেনা-পাওনা পরিশোধ করে। আর্থিক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়াও নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. "অর্থের ব্যবহার না থাকলে সভ্যতার চাকা অচল"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মাসুদ যেখানে কাজ করেন তা কোন ধরনের ব্যাংক? ঐ ব্যাংকের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. আরিফ ও মাসুদ যে দুটি ব্যাংকে চাকরি করেন তাদের প্রকৃতি কি আলাদা? যদি তাই হয় তবে উদ্দীপকের আলোকে উভয় ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৪

১০.▶ মি. M একজন গবেষক। তিনি লক্ষ করলেন, বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় কিছু মানুষ যেমন– কৃষক, দেনাদার, করদাতা, ফটকা কারবারিরা আনন্দিত হলো। অন্যদিকে কিছু মানুষ যেমন– পাওনাদার, শ্রমিক, সঞ্চয়কারীরা হতাশ হয়ে পড়লেন। কারণ তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেল। তিনি তখন অর্থের মূল্য ও দামস্তর নিয়ে একটি চিত্র অঙ্কন করলেন। চিত্রটি নিম্নরূপ:

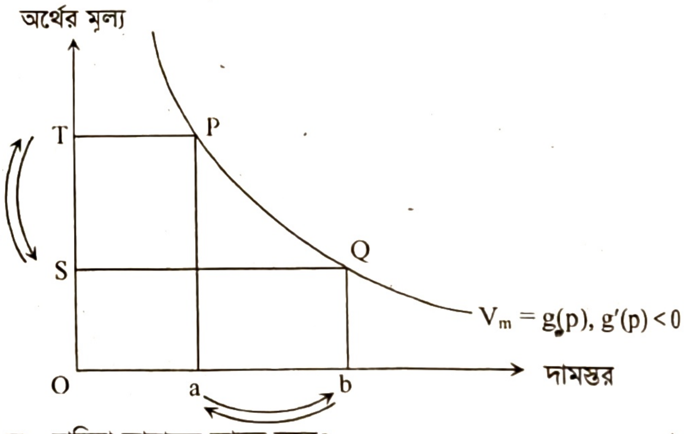

ক. চাহিদা আমানত কাকে বলে? ১
খ. অর্থের প্রচলন গতি কি অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে? কীভাবে? ২
গ. মি. M তার চিত্রে দামস্তর ও অর্থের মূল্যের মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক দেখিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দামস্তর বৃদ্ধি পেলে কিছু মানুষ আনন্দ পায় আবার কিছু মানুষ হতাশ হয় কেন? উদ্দীপকের ভিত্তিতে এর কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ মি. N একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করছেন। কিছুদিন আগেও তাকে ব্যবসার জন্য নগদ টাকা নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াত করতে হতো। এর ফলে তিনি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতেন। কিন্তু এখন তিনি এক নতুন ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে জড়িত। তাকে আর নগদ অর্থ বহন করতে হয় না। অথচ দ্রুততার সাথে অর্থের লেনদেন করতে পারেন। প্রয়োজনে তার স্বল্প টাকা কোনো মুদির দোকান বা অন্য কোনো দোকানে গিয়ে নিরাপদে জমা রাখতে পারেন। এমনকি দেশের যেকোনো এলাকা থেকে তার গ্রামের বাড়িতে সহজেই টাকা পাঠাতে পারেন।
ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি গ্রহণ করে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. N কোন ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে জড়িত? উদ্দীপকের ভিত্তিতে সেই ব্যাংকিং পদ্ধতির চারটি সুবিধা লেখো। ৩
ঘ. মি. N যে ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে জড়িত তার সাথে সনাতন পদ্ধতির ব্যাংক ব্যবস্থাপনার মধ্যে যেসব পার্থক্য বিদ্যমান তা উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো।

উত্তর																														
	১	ক	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক	২০	গ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ক

ঢাকা বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – গ

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি?**
ⓚ $Y = C + I + G + (X + M)$
ⓚh $Y = C + I + G$
ⓖ $Y = C + I + G + (X - M)$
ⓖh $Y = C + I$

২. **দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়?**
ⓚ GNI ⓚh NNI
ⓖ GDP ⓖh CCA

৩. **আয়ের পরিবর্তনে কোন ধরনের বিনিয়োগ পরিবর্তন হয় না?**
ⓚ নিট বিনিয়োগ ⓚh মোট বিনিয়োগ
ⓖ প্ররোচিত বিনিয়োগ ⓖh স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

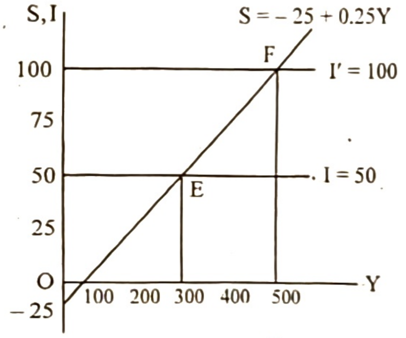

৪. **উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর কত?**
ⓚ 100 ⓚh 200
ⓖ 300 ⓖh 400

৫. **বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 100 হলে, ভারসাম্য জাতীয় আয় কত হবে?**
ⓚ 200 ⓚh 300
ⓖ 400 ⓖh 500

৬. **নিচের কোনটি একটি দেশের অর্থনীতির আংশিক চিত্র তুলে ধরে?**
ⓚ ব্যষ্টিক অর্থনীতি ⓚh সামষ্টিক অর্থনীতি
ⓖ আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ⓖh উন্নয়ন অর্থনীতি

৭. **বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?**
ⓚ ইসলামি ⓚh মিশ্র
ⓖ ধনতান্ত্রিক ⓖh নির্দেশমূলক

৮. **নির্দেশমূলক অর্থবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো—**
i. অবাধ প্রতিযোগিতা
ii. সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা
iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

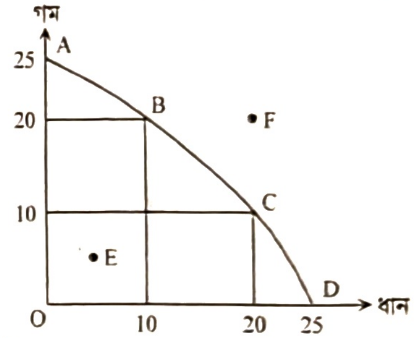

৯. **ধানের উৎপাদন শূন্য হলে, গমের উৎপাদন কত হবে?**
ⓚ 0 ⓚh 10
ⓖ 20 ⓖh 25

১০. **উদ্দীপকে সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশক বিন্দু কোনটি?**
ⓚ B ⓚh C
ⓖ E ⓖh F

১১. **বিহিত মুদ্রা কত প্রকার?**
ⓚ ২ ⓚh ৩
ⓖ ৪ ⓖh ৫

১২. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত হাতিয়ার হলো—**
i. নৈতিক প্ররোচনা
ii. ব্যাংক হারের পরিবর্তন
iii. প্রত্যক্ষ আদেশ

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$MV = PT$

এখানে, $M = 500$, $V = 10$, $T = 100$

১৩. **উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর কত?**
ⓚ 50 ⓚh 100
ⓖ 500 ⓖh 1000

১৪. **যদি অর্থের সরবরাহ (M) দ্বিগুণ করা হয়, তবে দামস্তর কত হবে?**
ⓚ 1000 ⓚh 500
ⓖ 100 ⓖh 50

১৫. **বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হলো—**
i. আমানত সংগ্রহ
ii. নোট প্রচলন
iii. ঋণদান

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৬. সাধারণত কোন ধরনের দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক?
ক প্রয়োজনীয় দ্রব্য খ নিকৃষ্ট দ্রব্য
গ জীবন রক্ষাকারী দ্রব্য ঘ বিলাস দ্রব্য

১৭. ডাক্তারের চিকিৎসা কোন ধরনের উপযোগের সাথে সম্পর্কিত?
ক রূপগত খ স্থানগত
গ সেবাগত ঘ কালগত

১৮. যোগান বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত' বলতে বোঝায়—
i. উপকরণের দাম
ii. ভোক্তার আয়
iii. কারিগরি জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের সূচি থেকে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০	৪০০	২০০
২০	৩০০	৩০০
৩০	২০০	৪০০
৪০	১০০	৫০০

১৯. দ্রব্যটির ভারসাম্য পরিমাণ কত?
ক ১০০ খ ২০০
গ ৩০০ ঘ ৪০০

২০. কোন দামে বাজারে ৪০০ একক উদ্বৃত্ত থাকবে?
ক ৪০ খ ৩০
গ ২০ ঘ ১০

২১. যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন সে বাজারকে বলা হয়—
ক মনোপসনি খ মনোপলি
গ ডুয়োপলি ঘ ডুয়োপসনি

২২. নিচের কোনটি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য?
ক সমজাতীয় দ্রব্য
খ উপকরণের পূর্ণগতিশীলতা
গ নির্দিষ্ট দাম
ঘ নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই

২৩. একচেটিয়া বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে—
i. MR = MC
ii. AR = MR
iii. P > MC
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

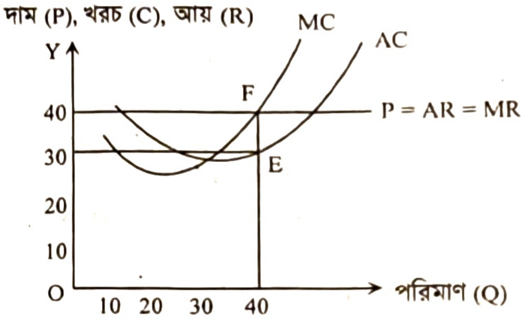

২৪. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মটির ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ কত?
ক 10 খ 20
গ 30 ঘ 40

২৫. উদ্দীপকে AC রেখা F বিন্দুতে স্পর্শ করলে কী হবে?
ক স্বাভাবিক মুনাফা হবে খ অস্বাভাবিক মুনাফা হবে
গ ক্ষতি হবে ঘ মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে

২৬. উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ কোনটি?
ক ভূমি খ মূলধন
গ শ্রম ঘ সংগঠন

২৭. প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হলে, মোট উৎপাদন কত হবে?
ক শূন্য খ ঋণাত্মক
গ সর্বনিম্ন ঘ সর্বোচ্চ

২৮. ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. চিরস্থায়ী ii. যোগান সীমাবদ্ধ
iii. স্থানান্তরযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের সূচির আলোকে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জমির পরিমাণ (একক)	শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	১	২০
১	২	৩৮
১	৩	৫৪
১	৪	৬৪

২৯. ৩য় একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক ১০ খ ১৬
গ ১৮ ঘ ২০

৩০. উদ্দীপকে কোন উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে?
ক ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন
খ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
গ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন
ঘ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ কিবরিয়া সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি সম্প্রতি ইউরোপের একটি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লক্ষ করেন উক্ত দেশের জীবন-যাপন পদ্ধতি তার নিজ দেশ থেকে আলাদা। ভ্রমণকৃত দেশের সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র এবং বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা নেই। অথচ তার দেশে সম্পদের মালিকানা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান।

ক. অভাব কী? ১
খ. 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল ভিত্তি'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কিবরিয়া সাহেবের ভ্রমণকৃত দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো কিবরিয়া সাহেবের নিজ দেশের অর্থব্যবস্থার চেয়ে ভ্রমণকৃত দেশের অর্থব্যবস্থা অধিকতর শ্রেয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.▶ $Q_d = 25 - 2P$
$Q_s = -5 + P$
ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. সব সময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম ৭ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶

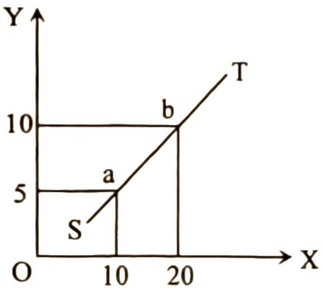

ক. চাহিদা কী? ১
খ. পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ST রেখার ঢাল নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে ST রেখাকে কি যোগান রেখা বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪.▶

উৎপাদন (Q)	স্থির খরচ (TFC)	মোট খরচ (TC)
1	10	20
2	10	25
3	10	28
4	10	35
5	10	45
6	10	60

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে TVC ও MC নির্ণয় করে সূচি আকারে দেখাও। ৩
ঘ. প্রাপ্ত সূচি থেকে MC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶

Q (উৎপাদন)	TR (আয়)
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60

ক. গড় আয় কী? ১
খ. মোট স্থির খরচ রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দাম, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য কোন বাজার ব্যবস্থাকে সমর্থন করে? যুক্তি দাও। ৪

৬.▶

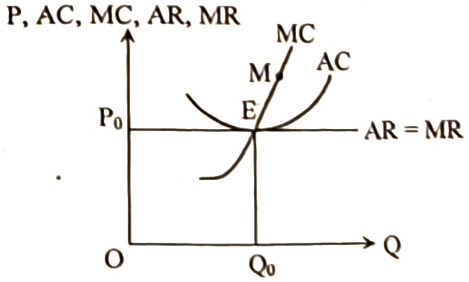

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী? ১
খ. 'একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে E বিন্দুতে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু যদি M হয়, তাহলে ফার্মটির ভারসাম্য অবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ 'X' ও 'Y' দুটি পণ্য। 'X' পণ্যটির বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা। অপরদিকে, 'Y' পণ্যের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম রয়েছে এবং সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনে প্রতিযোগীরা অবাধে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ পায়।
ক. ভারসাম্য কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR = MR হয় কেন? ২
গ. 'X' পণ্যের বাজারটি কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই ধরনের বাজারের পার্থক্য লেখো। ৪

৮.▶

সামগ্রিক আয় (Y)	মোট সঞ্চয় (S)	মোট বিনিয়োগ (I)
400	100	200
500	200	200
600	300	200

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপক থেকে বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ $C = 50 + 0.25Y$
$I = 50;\ G = 50$
ক. জাতীয় আয় কী? ১
খ. জাতীয় আয় গণনায় চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ভারসাম্য জাতীয় আয় উদ্দীপকের আলোকে নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ আলম সাহেব এমন একটি ব্যাংকে চাকরি করেন যেটি মুদ্রা ছাপায় ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে, রবিন সাহেব অন্য একটি ব্যাংকে চাকরি করেন যেটি জনগণ থেকে আমানত গ্রহণ করে ও ঋণ প্রদান করে।
ক. মুদ্রা কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে আলম সাহেবের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক দুটির পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ একটি দেশে মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ M = 1000 ও প্রচলিত গতি V = 20 । এই দেশে ব্যাংকসৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ $M' = 600$ এবং প্রচলন গতি $V' = 10$, লেনদেনের পরিমাণ T= 1000।
ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটিতে লেনদেনের পরিমাণ কমে ৮০০ এবং ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ কমে ৫০০ হলে দামস্তরের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	ⓚ খ	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ক

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – ঘ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. GNP এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক Gross New Product
খ Gross Net Product
গ Gross National Product
ঘ Gross Nominal Product

নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জমির পরিমাণ	শ্রমের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
৫ একর	২ একক	১২ একক	১২ একক
৫ একর	৩ একক	২০ একক	?
৫ একর	৪ একক	?	৬ একক

২. খালি ঘরে (?) মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন হবে যথাক্রমে—
ক ৩৪, ৯ খ ২৪, ৬ গ ১৫, ১০ ঘ ২৬, ৮

৩. উপরিউক্ত উদ্দীপকে—
i. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন সর্বদাই স্থির থাকে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কী?
ক দেশের ব্যাংকব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ
খ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান
গ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা
ঘ নোট ছাপানো

৫. একটি দেশের ব্যাংকব্যবস্থার অভিভাবক হলো—
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ কৃষি ব্যাংক
গ উন্নয়ন ব্যাংক
ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৬. GDP তে অন্তর্ভুক্ত হবে—
i. ভূখণ্ডে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয়
ii. দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের আয়
iii. বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগকিরদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ ii ও iii
গ i ও iii
ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. X ব্যবসায়িক কারণে ব্যাংকে একটি হিসাব চালু করেন। এতে তিনি যে আমানত জমা করেন তা থেকে যখন ইচ্ছা এবং যত টাকা প্রয়োজন লেনদেন করতে পারেন।

৭. উদ্দীপকে কোন আমানতের কথা বলা হয়েছে?
ক সঞ্চয়ী আমানত
খ স্থায়ী আমানত
গ চলতি আমানত
ঘ মেয়াদি আমানত

৮. উক্ত আমানতের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. আমানতকারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদে আমানত রাখতে হয়
ii. আমানতকারী সুদ পায় না
iii. আমানতকারী হিসাব হতে সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের TR রেখার আকৃতি কেমন হবে?
ক বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী
খ বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১০. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১১. শাক-সবজির বাজার কোন ধরনের বাজার?
ক অতি স্বল্পকালীন বাজার
খ স্বল্পকালীন বাজার
গ অতি দীর্ঘকালীন বাজার
ঘ দীর্ঘকালীন বাজার

নিচের চিত্রের আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

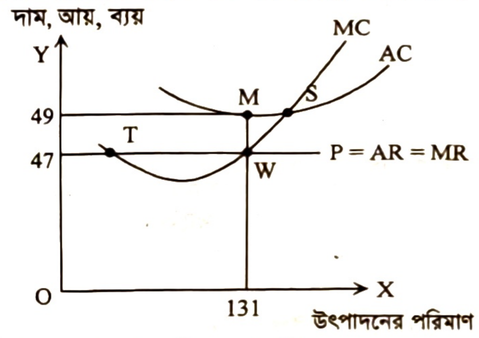

১২. উদ্দীপকের ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?
ক M খ S গ T ঘ W

১৩. চিত্রে AC রেখা দাম রেখার নিচে স্থানান্তরিত হলে ফার্ম অর্জন করবে—
i. স্বাভাবিক মুনাফা
ii. অস্বাভাবিক মুনাফা
iii. গড় ব্যয়ের তুলনায় গড় আয় অধিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায়—
i. একটি নির্দিষ্ট স্থান
ii. একটি নির্দিষ্ট পণ্য
iii. ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. $S = -50 + (1 - 0.5)Y$; সঞ্চয় সমীকরণে $Y = 100$ হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কত?
ক – 50
খ 0
গ 50
ঘ 100

১৬. সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান হবে—
ক ধনাত্মক
খ ঋণাত্মক
গ শূন্য
ঘ অসীম

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সম্প্রতি B দেশে ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে আলুর দাম প্রতি কেজি ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ টাকা হলে আলুর চাহিদা ২ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ কেজি হয়।

১৭. উদ্দীপক অনুসারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কত?
ক E_d = ২
খ E_d = ৩
গ E_d = ৪
ঘ E_d = ৫

১৮. আলুর ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা হবে—
ক ডানদিকে উর্ধ্বগামী
খ ডানদিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১৯. চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশকে কী বলে?
ক চাহিদা সূচি
খ চাহিদা অপেক্ষক
গ চাহিদা রেখা
ঘ চাহিদা সমীকরণ

২০. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?
ক ভূমি　খ শ্রম
গ মূলধন　ঘ সংগঠন

২১. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
ক ১　খ ২　গ ৩　ঘ ৪

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

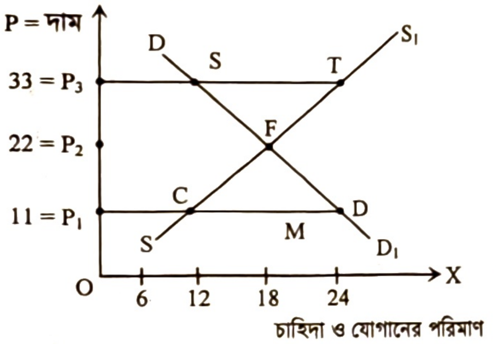

২২. চিত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ কত?
ক ০, ৬　খ ১১, ১২
গ ২২, ১৮　ঘ ৩৩, ২৮

২৩. ১১ টাকা দামে D বিন্দুতে দ্রব্যের কী নির্দেশ করে?
ক ভারসাম্য পরিমাণ　খ অতিরিক্ত যোগান
গ অতিরিক্ত চাহিদা　ঘ শূন্য চাহিদা

২৪. বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা কোন ধরনের?
ক ধনতান্ত্রিক　খ সমাজতান্ত্রিক
গ মিশ্র　ঘ ইসলামি

২৫. "অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান" কে বলেছেন?
ক আলফ্রেড মার্শাল　খ অ্যাডাম স্মিথ
গ এল. রবিন্স　ঘ কার্ল মার্কস

২৬. অর্থনৈতিক সমস্যার প্রধান কারণ কোনটি?
ক সীমিত উৎপাদন　খ সীমিত সম্পদ
গ সঠিক নির্বাচন　ঘ সম্পদের পর্যাপ্ততা

নিচের চিত্রের আলোকে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

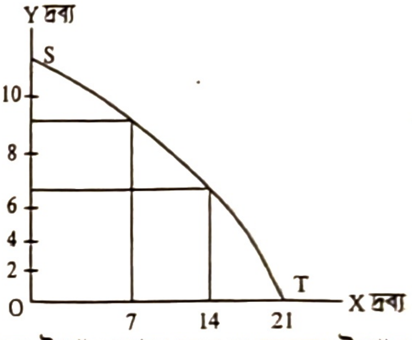

২৭. Y দ্রব্যের উৎপাদন শূন্য হলে X দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ কত?
ক 0　খ 7　গ 14　ঘ 21

২৮. চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়—
i. দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ
ii. সুযোগ ব্যয়
iii. চাহিদা বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii　গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

২৯. নিম্নের কোন দুইটি পরিবর্তক দ্রব্য?
ক চা ও চিনি　খ কালি ও কলম
গ গাড়ি ও পেট্রোল　ঘ চা ও কফি

৩০. কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাকে বলে—
ক মোট ব্যয়　খ গড় ব্যয়
গ প্রান্তিক ব্যয়　ঘ পরিবর্তনীয় ব্যয়

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট　**সৃজনশীল প্রশ্ন**　পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶

অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	
A দেশ	B দেশ
i. সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা	i. সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা
ii. উদ্যোগের স্বাধীনতা	ii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ
iii. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা	iii. শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত
iv. সমাজে শ্রেণি বিভক্তি	iv. দাম নিয়ন্ত্রণ

ক. PPC-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১
খ. অভাব অসীম— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনাপূর্বক B দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের দামব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

সংমিশ্রণ	ধান (টন)	গম (টন)
a	০	২০
b	৫	১৮
c	১০	১৪
d	১৫	৮
e	২০	০

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর প্রতিযোগী নয় বরং পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. ধান উৎপাদন ২০ টন অবস্থায় গম উৎপাদন ২০ টন সম্ভব নয় কেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶

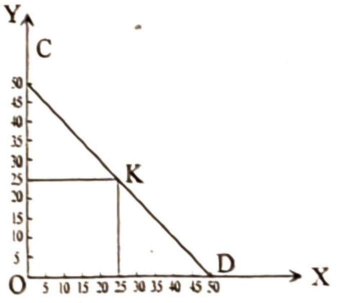

ক. যোগান বিধি কী? ১
খ. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় কেন? ২
গ. 'CD' রেখার K বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের CD রেখাকে কি চাহিদা রেখা বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪.▶ চাহিদা সমীকরণ, D = 5 – P
যোগান সমীকরণ S = – 4 +2P

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয় কেন? ২
গ. প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়ের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চাহিদা সমীকরণ স্থির রেখে যোগান সমীকরণ, S = – 7 + 2P হলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাপের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ৪

৫.▶ করিম একজন আলুচাষি। তার নিজের ১ একর জমিতে তিনি ১ম বছর শ্রম বাবদ ১০০০ টাকা ব্যয় করে ১০ মণ আলুর ফলন পান। পরবর্তীতে শ্রম বাবদ ২য় বছর ২০০০ টাকা, ৩য় বছর ৩০০০ টাকা ও ৪র্থ বছর ৪০০০ টাকা ব্যয় করেন। ফলস্বরূপ যথাক্রমে ২২ মণ, ৩২ মণ ও ৪০ মণ আলু উৎপাদন হয়।

ক. গড় আয় কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে মোট উৎপাদন (TP) ও প্রান্তিক উৎপাদন (MP) সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে কোন প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

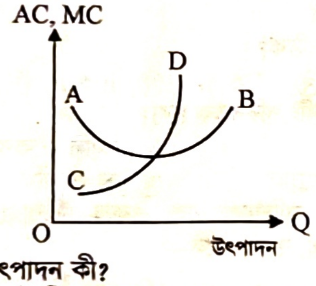

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয় শূন্য (0) হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের AB রেখা 'U' আকৃতির হয় কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ মি. রহিম 'K' শহরে দুই দশক ধরে বসবাস করে আসছেন। শুরুতে তিনি দেখতে পান শহরের একমাত্র ফুলের দোকানে প্রচুর ফুল বিক্রি হতো এবং মুনাফার পরিমাণ ছিল আকর্ষণীয়। সময়ের পরিবর্তনে ঐ শহরে অনেক ফুলের দোকান গড়ে উঠে এবং বর্তমানে ক্রেতারা একটি নির্দিষ্ট দামে যেকোনো দোকান থেকে ফুল কিনতে পারে।

ক. বাজার কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২
গ. দুই দশক আগে 'K' শহরে কোন ধরনের ফুলের বাজার বিদ্যমান ছিল তা চিহ্নিত করে ঐ বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'K' শহরের ফুলের বর্তমান বাজার এবং অতীতের বাজারের মধ্যে তুলনা করো। ৪

৮.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

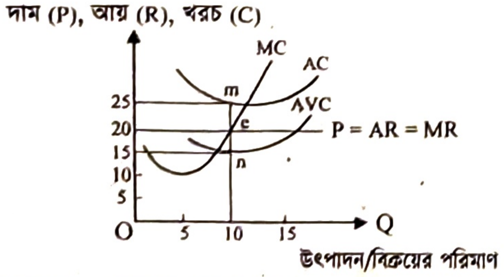

ক. অলিগোপলি বাজার কাকে বলে? ১
খ. "একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র থেকে মুনাফা/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চিত্রের 'n' বিন্দুতে ফার্মের উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ একটি সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ—

$Y = C + I + G$
$C = 100 + 0.5Y$
$I = 50$
$G = 20$

যেখানে, Y = জাতীয় আয়
C = ভোগ ব্যয়
I = বিনিয়োগ ব্যয়
G = সরকারি ব্যয়

ক. নিট জাতীয় আয় (NNI) কী? ১
খ. "সঞ্চয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি"— বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর ($\bar{Y}$) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি $C' = 100+0.6Y$ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তরের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ৪

১০.▶ শেফালি ঢাকা শহরে একটি বাসায় মাসিক ৩০০০ টাকা বেতনে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত আছেন। শেফালি প্রতি মাসে বেতনের একটি অংশ 'বিকাশ' বা 'নগদ' এর মাধ্যমে অতিসহজে গ্রামে তার পরিবারের নিকট প্রেরণ করেন। এ ধরনের নির্ঝঞ্ঝাট লেনদেন গ্রাম-শহরের কিংবা দেশ-বিদেশের প্রকৃত দূরত্ব অনেকখানি হ্রাস করেছে বলে আশা করা যায়।

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. "বাণিজ্যিক ব্যাংক সমাজসেবায় ভূমিকা রাখে"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের সুবিধাসমূহ লেখো। ৩
ঘ. "আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের এবং দেশ-বিদেশের দূরত্ব ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে"—যুক্তি দাও। ৪

১১.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

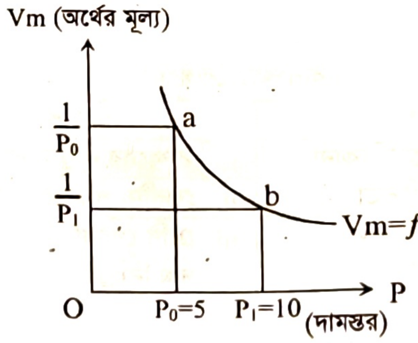

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে দেখাও যে, "দামস্তর দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেকে নেমে আসে।" ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে a হতে b বিন্দুতে গেলে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর কী প্রভাব পড়বে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	ক	৭	গ	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	গ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ

রাজশাহী বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – ক

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **আধুনিক অর্থনীতির জনক কাকে বলা হয়?**
ক পল স্যামুয়েলসন খ অ্যাডাম স্মিথ
গ অধ্যাপক মার্শাল ঘ ডেভিড রিকার্ডো

২. **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?**
i. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ii. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা
iii. মিশ্র অর্থব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. **অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে কী বলে অভিহিত করেছেন?**
ক কল্যাণের বিজ্ঞান খ সম্পদের বিজ্ঞান
গ স্বল্পতার বিজ্ঞান ঘ সমস্যার বিজ্ঞান

নিচের চিত্রের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

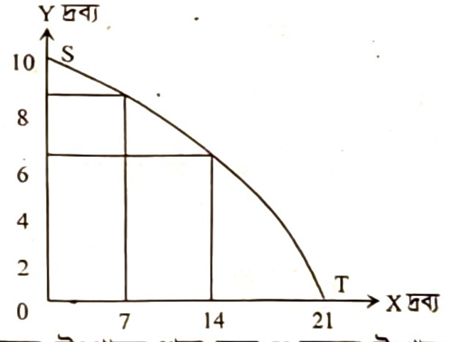

৪. **Y-দ্রব্যের উৎপাদন শূন্য হলে X-দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ কত?**
ক 0 খ 7 গ 14 ঘ 21

৫. **চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়—**
i. দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ
ii. সুযোগ ব্যয়
iii. চাহিদা বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **"উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের ঐ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে"— কে বলেছেন?**
ক মার্শাল খ মেয়ার্স গ লিপসি ঘ রবিন্স

৭. **"অর্থ যা করে তাই অর্থ"— এটি কার উক্তি?**
ক ওয়াকার খ রবার্টসন
গ কেইন্স ঘ মার্শাল

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. 'H' বাজার থেকে চারটি গোপালভোগ আম ক্রয় করল। ১ম আমটি ভোগের পর সে ৩০ টাকার সমান উপযোগ পেল। এভাবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ আম ভোগের পর সে যথাক্রমে ৫৫ টাকা, ৭৫ টাকা ও ৯০ টাকার সমপরিমাণ মোট উপযোগ পেল।

৮. **উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিধিটি প্রতিফলিত হয়েছে—**
ক ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
খ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
গ চাহিদা বিধি
ঘ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

৯. **৩য় আমটি ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ কত হবে?**
ক ১৫ খ ২০ গ ২৫ ঘ শূন্য

১০. **চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে যদি—**
i. আয়ের পরিবর্তন হয় ii. দামের পরিবর্তন হয়
iii. রুচির পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **মোট উপযোগ যখন কমতে থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ হবে—**
ক সর্বোচ্চ খ সর্বনিম্ন
গ শূন্য ঘ ঋণাত্মক

১২. **উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?**
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

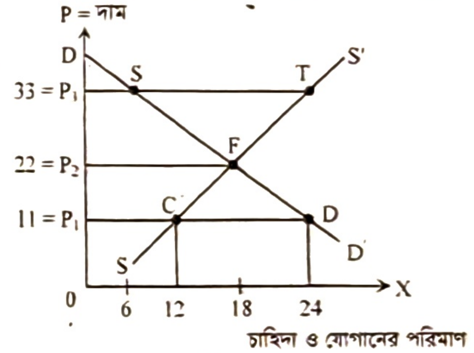

১৩. **চিত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ কত?**
ক ০, ৬ খ ১১, ১২
গ ২২, ১৮ ঘ ৩৩, ২৪

১৪. **১১ টাকা দামে D বিন্দুতে দ্রব্যের কী নির্দেশ করে?**
ক ভারসাম্য পরিমাণ খ অতিরিক্ত যোগান
গ অতিরিক্ত চাহিদা ঘ শূন্য চাহিদা

১৫. **কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাকে বলে—**
ক মোট ব্যয় খ গড় ব্যয়
গ প্রান্তিক ব্যয় ঘ পরিবর্তনীয় ব্যয়

১৬. **পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের TR রেখার আকৃতি কেমন হবে?**
ক বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী খ বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১৭. **মোট ব্যয় সমান—**
i. $TC = AC \times Q$ ii. $TC = TFC + TVC$
iii. $TC = MC \times Q$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জমির পরিমাণ	শ্রমের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
৫ একর	২ একক	১২ একক	১২ একক
৫ একর	৩ একক	২০ একক	?
৫ একর	৪ একক	?	৬ একক

১৮. **খালি (?) ঘরে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন হবে যথাক্রমে—**
ক ৩৪, ৯ খ ২৪, ৬ গ ১৫, ১০ ঘ ২৬, ৮

১৯. উপরিউক্ত উদ্দীপকে—
i. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার বাজারকে কী বলে?
ক একচেটিয়া বাজার খ ডুয়োপলি বাজার
গ মনোপসনি বাজার ঘ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

২১. অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায়—
i. একটি নির্দিষ্ট স্থান ii. একটি নির্দিষ্ট পণ্য
iii. ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

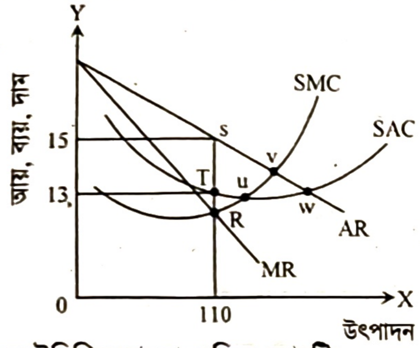

২২. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?
ক 'T' খ 'U' গ 'R' ঘ 'V'

২৩. চিত্রে 'AC' রেখা দাম রেখার ওপরে স্থানান্তরিত হলে, ফার্ম অর্জন করবে—
i. গড় ব্যয়ের তুলনায় গড় আয় কম
ii. স্বাভাবিক মুনাফা
iii. ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. ব্যক্তিগত আয় হতে আয়কর বাদ দিলে পাওয়া যায়—
ক মোট জাতীয় আয় খ মোট দেশজ আয়
গ ব্যয়যোগ্য আয় ঘ নিট জাতীয় আয়

২৫. GNP এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক Gross National Product খ Gross Nominal Product
গ Gross Net Product ঘ Gross Natural Product

২৬. GDP তে অন্তর্ভুক্ত হবে—
i. ভূখণ্ডে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয়
ii. দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের আয়
iii. বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. কোন ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়?
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ বিশেষায়িত ব্যাংক
গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ বাংলাদেশ ব্যাংক

২৮. মুদ্রার কাজ হলো—
i. মূল্যের পরিমাপক ii. যোগানের বাহন
iii. বিনিময়ের মাধ্যম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. X ব্যবসায়িক কারণে ব্যাংকে একটি হিসাব চালু করেন। এতে তিনি যে, আমানত জমা করেন তা থেকে যখন ইচ্ছা এবং যত টাকা প্রয়োজন লেনদেন করতে পারেন।

২৯. উদ্দীপকে কোন আমানতের কথা বলা হয়েছে?
ক সঞ্চয়ী আমানত খ স্থায়ী আমানত
গ চলতি আমানত ঘ মেয়াদি আমানত

৩০. উক্ত আমানতের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. আমানতকারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদে আমানত রাখতে হয়
ii. আমানতকারী সুদ পায় না
iii. আমানতকারীর হিসাব হতে সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ সোহেলের বাবা একজন গরিব কৃষক। তিনি সরকার থেকে বয়স্ক ভাতা পেলেও পাঁচজনের সংসারে তা পর্যাপ্ত নয়। সোহেলের দুই বোন স্কুলে পড়ে। সেখানে বিনামূল্যে পাঠ্যবই পায়। সোহেল সরকারি কলেজে পড়ে। অপরদিকে তার বন্ধু বেসরকারি কলেজে পড়ে। সোহেলের কলেজ ড্রেস ও ব্যাগ প্রয়োজন। বাবাকে নিয়ে অনেকগুলো দোকান ঘুরে দেখল। তার বাবার যা সামর্থ্য তাতে একসঙ্গে দুটি জিনিস কিনে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই দুটির মধ্যে কোন জিনিসটি কিনবে তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।
ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১
খ. নির্দেশমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা থাকে না কেন? ২
গ. সোহেলের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সোহেলের দ্রব্য ক্রয়ে দ্বিধাগ্রস্থতা কোন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যাকে নির্দেশ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ নির্দিষ্ট সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি নিচে দেওয়া হলো—

X দ্রব্য	Y দ্রব্য	সংমিশ্রণ
১২০ একক	০ একক	A
১০০ একক	৫০ একক	B
৫০ একক	১০০ একক	C
০ একক	১২০ একক	D

ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষে একই সঙ্গে X দ্রব্যের ১০০ একক এবং Y দ্রবের ১০০ একক উৎপাদন সম্ভব কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ বেলাল সাহেব একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ করে যে উপযোগ পেলেন তা নিম্নরূপ—

কমলা (একক)	মোট উপযোগ (ইউটিল)
১	১৫
২	২৫

কমলা (একক)	মোট উপযোগ (ইউটিল)
৩	৩০
৪	৩০
৫	২৫

ক. চলক কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা বিধির্তে আয় স্থির ধরা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো—

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Qd)	যোগানের পরিমাণ
৫ টাকা	১৫০ একক	৫০ একক
১০ টাকা	১০০ একক	১০০ একক
১৫ টাকা	৫০ একক	১৫০ একক

ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. স্বর্ণের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কেমন হবে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সূচিতে উল্লিখিত দামস্তরে চাহিদা স্থির থেকে যোগানের পরিমাণ 100 একক করে বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের কীরূপ পরিবর্তন হবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ করিম পাঁচ একর জমিতে প্রথম বছর দশ হাজার টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ২০০ কেজি মাল্টা উৎপাদন করেন। লাভজনক হওয়ায় পরবর্তী তিন বছরে একই পরিমাণ জমিতে যথাক্রমে ২০ হাজার টাকা, ৩০ হাজার টাকা ও ৪০ হাজার টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যথাক্রমে ৩৫০ কেজি, ৪৫০ কেজি এবং ৫০০ কেজি মাল্টা উৎপাদন করেন। এতে তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে।
ক. উৎপাদন কী? ১
খ. মোট স্থির ব্যয় (TFC) রেখা কেন ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যাপূর্বক কৃষিক্ষেত্রে এর প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ 'ক' ফার্মের উৎপাদন ব্যয়ের তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC) (হাজার টাকায়)
১ একক	৫
২ একক	৯
৩ একক	১২
৪ একক	১৬
৫ একক	২২

ক. প্রান্তিক আয় কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখা একই হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করে সূচিতে দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের মাধ্যমে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ উদ্দীপকটি লক্ষ কর:

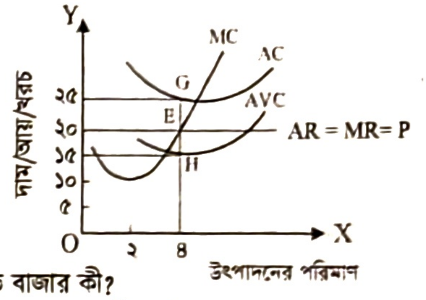

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী? ১
খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ভারসাম্য অবস্থায় স্বল্পকালে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮.▶ একটি দ্বীপ জেলায় বহুসংখ্যক মুরগির খামার গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক খামারিকে রহিম সাহেবের নিকট থেকে মুরগির খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। রহিম সাহেব ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারলেও খামারিরা দাম বাড়াতে পারে না। রহিম সাহেবের অধিক মুনাফার কথা বিবেচনা করে অনেকেই মুরগির ডিমের ব্যবসা ছেড়ে খাদ্যের ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে।
ক. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই - ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে খামারিদের মুরগির ডিমের উৎপাদন ও বিপণন যে বাজারের অন্তর্ভুক্ত তার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মুরগির ডিমের উৎপাদন ও বিপণনের সাথে রহিম সাহেবের মুরগির খাদ্যের বাজারের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ ২০২০-২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) ২০,০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৫,০০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ১০,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় (X) ৫০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যয় (M) ৬০০ কোটি টাকা।
ক. নিট জাতীয় আয় (NNP) কী? ১
খ. দ্বৈত গণনার সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের মোট জাতীয় আয় (GNI) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. অন্যান্য ব্যয় স্থির থেকে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০০০ কোটি টাকা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী পরিবর্তন হবে তা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৪

১০.▶ দেওয়া আছে,
সঞ্চয় সমীকরণ $S = -100 + 0.5Y$, বিনিয়োগ $(I) = 200$.
ক. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কাকে বলে? ১
খ. কোন ধরনের ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. বিনিয়োগের পরিমাণ 400 হলে জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হবে তা চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ ধরি, বিহিত মুদ্রা $(M) = ১০০০$, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি $(V) = ৫$, ঋণপত্রের পরিমাণ $(M') = ৫০০$, ঋণপত্রের প্রচলন গতি $(V') = ২$, লেনদেনের পরিমাণ $(T) = ১০০০$।
ক. আমানত কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের দুই টাকার নোট কেন সসীম বিহিত মুদ্রা—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের সাহায্যে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. $M = 2000$ এবং $M' = 1000$ হলে পরিবর্তিত দামস্তর ও অর্থের মূল্য নির্ণয়পূর্বক তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	ক	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	গ

দিনাজপুর বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ২০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. দ্রব্যের নিজস্ব দাম বৃদ্ধিতে চাহিদা কমে যাওয়াকে বলে চাহিদার—
ⓚ সংকোচন ⓚ প্রসারণ
ⓖ হ্রাস ⓖ বৃদ্ধি

২. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবক্তা কে?
ক ডেভিড রিকার্ডো খ আলফ্রেড মার্শাল
গ এ কুটসোয়ানিস ঘ এল. রবিন্স

৩. AC রেখা যখন নিম্নগামী তখন নিচের কোনটি সঠিক?
ক AC > MC খ AC < MC
গ AC = MC ঘ AC ≤ MC

৪.

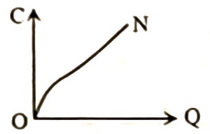

চিত্রে ON রেখাটি স্বল্পকালে কোন ধরনের ব্যয় রেখা নির্দেশ করে?
ক TC খ AC
গ TFC ঘ TVC

৫. নিচের কোনটি স্থির ব্যয়ের উদাহরণ?
ক কাঁচামালের ব্যয় খ পরিবহন ব্যয়
গ কারখানার ভাড়া ঘ অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি

৬. উৎপাদনের এক একক পরিবর্তনে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় সেটি কোন ধরনের ব্যয়?
ক স্থির ব্যয় খ গড় ব্যয়
গ প্রান্তিক ব্যয় ঘ পরিবর্তনীয় ব্যয়

৭. কোনো বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ দ্রব্যের বাজারকে বলে—
ক অভ্যন্তরীণ বাজার খ জাতীয় বাজার
গ স্থানীয় বাজার ঘ আঞ্চলিক বাজার

৮. কোন বাজারে শুধু চাহিদার ভিত্তিতে দ্রব্যের দাম উঠানামা করে?
ক অতি স্বল্পকালীন খ স্বল্পকালীন
গ দীর্ঘকালীন ঘ অতি দীর্ঘকালীন

৯. ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হলো—
i. প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC)
ii. MR রেখার ঢাল > MC রেখার ঢাল
iii. MR রেখার ঢাল < MC রেখার ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাসেলের গ্রামের অধিকাংশ কৃষক আখ চাষ করে। এলাকার একমাত্র চিনিকলে সবাই আখ বিক্রি করে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় চিনিকলটি ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণ করে। এতে বেশিরভাগ সময়ই কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

১০. রাসেলের এলাকার চিনিকলটি কোন বাজারকে নির্দেশ করে?
ক মনোপলিস্টিক খ ডুয়োপলি
গ. মনোপসনি ঘ বাইলেটারাল মনোপলি

১১. অনুচ্ছেদ দ্বারা নির্দেশিত বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. একজন ক্রেতা ii. বিক্রেতা বহুসংখ্যক
iii. পৃথকীকৃত দ্রব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. নিচের কোনটি সঠিক?
ক GNP = C + I + G + (M – X)
খ GNP = C + I + G + (X – M)
গ GNP = C + I + G – (X – M)
ঘ GNP = C + I + G + (X + M)

১৩. নিচের কোনটি NNP এর সূত্র?
ক NNP = GNP – CCA খ NNP = GNP + CCA
গ NNP = C + I + G ঘ NNP = CCA – GNP

১৪. আয়ের ওপর নির্ভরশীল ভোগ ব্যয়কে কী বলে?
ক স্বয়ম্ভূত ভোগ খ গড় ভোগ প্রবণতা
গ প্ররোচিত ভোগ ঘ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

১৫. প্রবাসীদের আয় হিসাবে করা হয় কোনটিতে?
ক GNP খ GDP
গ NDP ঘ CCA

১৬. বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে কয়ভাবে?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

১৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতিয়ারগুলো হলো—
i. ব্যাংক হার পরিবর্তন
ii. সংরক্ষিত জমার হার পরিবর্তন
iii. খোলা বাজার কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রাচীনকালে অর্থ বা মুদ্রা আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ একে অপরের সাথে দ্রব্যের বিনিময় করতো। কারো কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলে সে তার নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে তা সংগ্রহ করতো।

১৮. উদ্দীপকে দ্রব্যের এরূপ সরাসরি বিনিময়কে কী বলা হয়?
ক উৎপাদন সিস্টেম খ বণ্টন সিস্টেম
গ প্রাচীন সিস্টেম ঘ বার্টার সিস্টেম

১৯. উক্ত প্রথার অসুবিধা হলো—
i. দ্রব্যের অবিভাজ্যতা
ii. অভাবের অসামঞ্জস্য
iii. সঞ্চয়ের সমস্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　খ i ও iii
গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

২০. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?
ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ　খ মুদ্রা বাজার পরিচালনা
গ নিরীক্ষণ　ঘ আমানত সংগ্রহ

২১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য কী?
ক সুষম উন্নয়ন　খ সামাজিক নিরাপত্তা
গ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন　ঘ চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ

২২. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ওপরস্থ কোন বিন্দু কী নির্দেশ করে?
ক স্বল্প উৎপাদন　খ অপূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্ব
গ পূর্ণ নিয়োগ　ঘ অ-অর্জনযোগ্যতা

২৩. অর্থনীতিকে দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান বলেছেন কে?
ক অ্যাডাম স্মিথ　খ অধ্যাপক মার্শাল
গ অর্থনীতিবিদ পিগু　ঘ এল. রবিন্স

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রফিক সাহেব যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত। তিনি জানান যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সবাই অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে।

২৪. উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে?
ক ধনতান্ত্রিক　খ সমাজতান্ত্রিক
গ মিশ্র　ঘ ইসলামি

২৫. এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়—
i. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে
ii. বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে
iii. স্বয়ংক্রিয়ভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii
গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

২৬. নিম্নের কোন রেখাটির ঢাল ধনাত্মক?
ক ডান দিকে নিম্নগামী　খ ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল　ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

২৭. চাহিদা বিধি কার্যকর হবে, যখন—
i. দাম স্থির থাকবে
ii. আয় স্থির থাকবে
iii. ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস স্থির থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii
গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

নিচের তালিকা থেকে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভোগের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ একক	৮	৮
২ একক	১৪	?
৩ একক	১৮	৪
৪ একক	২০	২

২৮. তালিকায় ২য় এককের প্রান্তিক উপযোগ কত?
ক ৬ একক　খ ৮ একক
গ ১৪ একক　ঘ ১৮ একক

২৯. উল্লিখিত তালিকায়—
i. মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে
ii. মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বেড়েছে
iii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii
গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

৩০. অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কী হারে ঘটে?
ক অধিক　খ কম
গ সমান　ঘ শূন্য

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ সালমান সাহেব 'X' নামক এমন একটি দেশের প্রবাসী যে দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু তাঁর নিজ দেশে শুধু সরকার নয়, বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কাকে বলে? ১
খ. অভাব পূরণের ক্ষেত্রে 'নির্বাচন' একটি বড় সমস্যা—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থা কি এক? ভিন্ন হলে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ চাহিদা সমীকরণ $Qd = 40 - 4P$
যোগান সমীকরণ $Qs = -8 + 4P$
যেখানে, Qd = চাহিদার পরিমাণ
Qs = যোগানের পরিমাণ
P = দাম

ক. রেখার ঢাল কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বগামীও হতে পারে—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম 4 টাকা হলে চাহিদা ও যোগানের কী পরিবর্তন হয়? চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ নিচের সূচিতে ২টি দ্রব্য উৎপাদনের ৩টি সংমিশ্রণ দেওয়া হলো:

X- দ্রব্য	Y- দ্রব্য	সংমিশ্রণ
০	২৫	A
১৫	১৫	B
২৫	০	C

ক. নির্দেশমূলক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে দু'টি পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী 'X' দ্রব্য ২৫ একক এবং 'Y' দ্রব্য ১০ একক উৎপাদন করা সম্ভব কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ নিচে একটি যোগান সূচি দেওয়া হলো—

দাম	যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১০ একক
৬ টাকা	২০ একক
৯ টাকা	৩০ একক

ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. ভোক্তার আয় কীভাবে চাহিদা বিধিকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. যদি দাম ৩, ৬ ও ৯ টাকায় চাহিদা যথাক্রমে ৩০, ২০ ও ১০ একক হয় সেক্ষেত্রে উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ মি 'X' তার জমিতে ধান চাষের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথম বছর তিনি ১০০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ২০০ কেজি ধান উৎপাদন করলেন। অধিক উৎপাদনের আশায় পরবর্তী ৩ বছর যথাক্রমে ২০০০, ৩০০০ ও ৪০০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদন পেলেন যথাক্রমে ২২০, ২৩৫ এবং ২৪৫ কেজি ধান।
ক. উৎপাদন বিধি কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. মি 'X'-এর চাষাবাদে অর্থনীতির কোন বিধি কার্যকর হবে? চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶

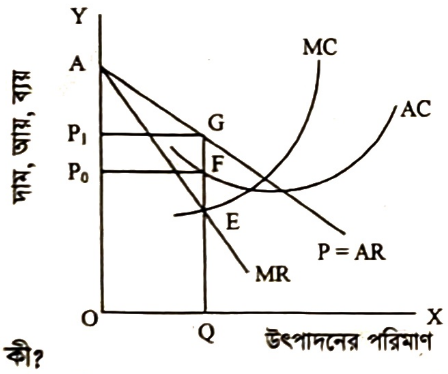

ক. ফার্ম কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মকে 'দাম গ্রহীতা' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মুনাফার পরিমাণ বের করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা স্থানান্তর হয়ে G বিন্দুতে অবস্থান করলে মুনাফার কি কোনো পরিবর্তন হবে? চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ যদি কোনো একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ হয় নিম্নরূপ:

$$C = 10 + 0.75\,Y \text{ এবং } I = 100.$$

যেখানে, C = ভোগ, I = বিনিয়োগ এবং Y = জাতীয় আয়
ক. জিডিপি কী? ১
খ. 'সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি'–ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সরকারি ব্যয় (G) 200 অন্তর্ভুক্ত করলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কীরূপ প্রভাব পড়বে—চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ 'X' একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে গ্রাহকদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। অপরদিকে 'Y' এমন একট আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে অর্থবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।
ক. ফিশারের বিনিময় সমীকরণটি লেখো। ১
খ. অর্থের একমাত্র কাজ কি বিনিময়ের মাধ্যমে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের নির্দেশিত 'X' প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজের ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী 'Y' প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'X' প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি? কীভাবে? তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ একটি ফার্মের গম উৎপাদনের মোট ব্যয় ও গড় ব্যয় সূচি নিম্নরূপ—

উৎপাদন (একক)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)
১	১০	১০
২	১৬	৮
৩	১৮	৬
৪	২৪	৬
৫	৪০	৮
৬	৬০	১০

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. "মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উপরের তথ্যের ভিত্তিতে ফার্মটির প্রান্তিক ব্যয়ের সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ 'A' ফার্ম সম্পর্কিত তথ্য নিচের চিত্রে দেওয়া হলো—

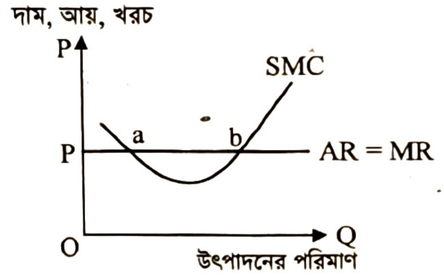

ক. বাজার কাকে বলে? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী যথাযথ যুক্তিসহ ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় গড় খরচ রেখা অঙ্কন করে অস্বাভাবিক মুনাফা অঞ্চল বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ 'Y' নামক একটি দেশের নিট জাতীয় উৎপাদন ১০০০ কোটি টাকা, অবচয় ব্যয় ১৫০ কোটি টাকা, রপ্তানি ৪০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ২০০ কোটি টাকা।
ক. সামগ্রিক ব্যয় কী? ১
খ. ব্যক্তির আয়ের পুরোটাই কি ব্যয়যোগ্য আয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'Y' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বের করো। ৩
ঘ. আমদানির পরিমাণ যদি ৪০০ কোটি হয়, তবে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির GNP এবং GDP এর মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																													
১	ক	২	খ	৩	ক	৪	ঘ	৫	গ	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ক	১০	গ	১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ক
১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	গ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ

কুমিল্লা বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – খ

সময়— ২০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. চাহিদা সমীকরণ '$Q_d = \alpha - \beta P$' তে β কী?
ⓚ ঢাল ⓚh চলক
ⓖ ধ্রুবক ⓖh পরামিতি

২. কোন ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি পায়?
ক স্থির খ গড়
গ প্রান্তিক ঘ পরিবর্তনশীল

নিচের সূচি হতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (কেজি)
1	30
2	46
3	58
4	66
5	70

৩. পঞ্চম একক মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কত একক?
ক 4 খ 8 গ 12 ঘ 16

৪. উদ্দীপকে প্রান্তিক উৎপাদনের প্রকৃতি কেমন?
ক ক্রমবর্ধমান খ স্থির
গ ক্রমহ্রাসমান ঘ ঋণাত্মক

৫. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ কেমন হবে?
ক সর্বোচ্চ হবে খ বৃদ্ধি পাবে
গ হ্রাস পাবে ঘ শূন্য হবে

৬. গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন অবস্থায় কোনটি সঠিক?
ক AC < MC খ AC > MC
গ AC = MC ঘ AC ≠ MC

৭. কোন বাজারটি মনোপসনি বাজারের বিপরীত অবস্থা নির্দেশ করে?
ক অলিগোপলি খ ডুয়োপলি
গ অলিগোপসনি ঘ মনোপলি

৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে—
i. P = AR = MR হবে
ii. P = চাহিদা
iii. P, AR ও MR তিনটি রেখাই ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. কোন নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে?
ক 2 খ 10 গ 20 ঘ 50

১০. ফিশারের সমীকরণে অর্থের যোগান কোনটি?
ক PT খ T গ MV ঘ M

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

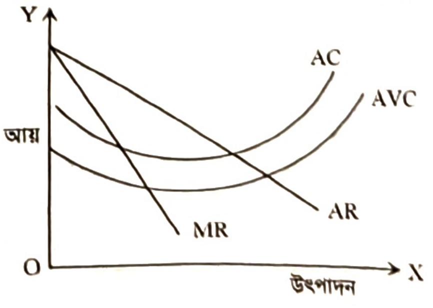

১১. চিত্রটি কোন বাজারের সাথে সম্পর্কিত নয়?
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতা খ অলিগোপলি
গ ডুয়োপলি ঘ একচেটিয়া

১২. চিত্রে ভারসাম্যের জন্য আর কোন রেখাটির প্রয়োজন?
ক AC খ AFC
গ MC ঘ AVC

১৩. মুদ্রার প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি?
ক সঞ্চয়ের বাহন খ বিনিময়ের বাহন
গ মূল্যের পরিমাপক ঘ ঋণের ভিত্তি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. বকশি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত একটি ব্যাংকে ব্যক্তিগত হিসাব খুলতে গিয়ে জানতে পারেন উক্ত ব্যাংকে ব্যক্তিগত হিসাব খোলা যায় না।

১৪. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকটি—
ক বাণিজ্যিক খ বিশেষায়িত
গ কেন্দ্রীয় ঘ বিদেশি

১৫. কোনটি উদ্দীপকের ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত প্রধান কাজ?
ক আমানত সৃষ্টি খ ঋণ দান
গ বিনিময় বিল বাট্টাকরণ ঘ নোট প্রচলন

১৬. কোনটি ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক চলক?
ক বেকারত্ব খ উপযোগ
গ কর ঘ মুদ্রাস্ফীতি

১৭. চাহিদা নির্ভর করে ভোক্তার—
i. আকাঙ্ক্ষা
ii. আর্থিক সামর্থ্য
iii. অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছার ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i ও iii

১৮. অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন কোন অর্থনীতিবিদ?
ক অ্যাডাম স্মিথ খ পি. এ. স্যামুয়েলসন
গ জে. এম. কেইনস ঘ এল. রবিন্স

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নেহাল এমন এক দেশের নাগরিক যেখানে উৎপাদন, ভোগ ও সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, তার এক বিদেশি বন্ধু সাগরেভের দেশে বণ্টন, বিনিময় ও পরিকল্পনা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

১৯. উদ্দীপক অনুসারে নেহালের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ নির্দেশমূলক ঘ মিশ্র

২০. সাগরেভের দেশের ক্ষেত্রে—
i. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কার্যকর
ii. উৎপাদক ও ভোক্তার স্বাধীনতা নেই
iii. শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i　ⓚh ii
ⓖ i ও ii　ⓖh ii ও iii

২১. টি.ভি. কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?

ⓚ রূপগত　ⓚh সেবাগত
ⓖ স্বত্বগত　ⓖh জ্ঞানগত

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চাহিদা অপেক্ষক : $Q_d = 20 - 3P$

যোগান অপেক্ষক: $Q_s = 5 + 2P$

২২. উদ্দীপকে ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ কত একক?

ⓚ 3　ⓚh 5　ⓖ 11　ⓖh 15

২৩. বাজার দাম 5 টাকা ধার্য হলে—

i. যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা 10 একক বেশি হবে

ii. চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা 10 একক বেশি হবে

iii. যোগানের পরিমাণ 15 একক হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii　ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii　ⓖh i, ii ও iii

২৪. ফার্মের ভারসাম্যের পর্যাপ্ত শর্ত কোনটি?

ⓚ $\frac{d(MC)}{dQ} = \frac{d(MR)}{dQ}$　ⓚh $\frac{d(MC)}{dQ} > \frac{d(MR)}{dQ}$
ⓖ $\frac{d(MC)}{dQ} \geq \frac{d(MR)}{dQ}$　ⓖh $\frac{d(MC)}{dQ} < \frac{d(MR)}{dQ}$

২৫. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই?

ⓚ একচেটিয়া　ⓚh মনোপসনি
ⓖ অলিগোপলি　ⓖh পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক

২৬. GNI হিসাব করার সময় অন্তর্ভুক্ত হয়—

i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়

ii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়

iii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i　ⓚh i ও ii　ⓖ ii ও iii　ⓖh i, ii ও iii

২৭. নিচের শূন্য স্থানে কোনটি বসবে?

ব্যয়যোগ্য আয় = [?] — কর

ⓚ জাতীয় আয়　ⓚh সামগ্রিক আয়
ⓖ সামগ্রিক ব্যয়　ⓖh ব্যক্তিগত আয়

২৮. C = 50 + 0.75Y হলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS) কত হবে?

ⓚ 0.25　ⓚh 0.50
ⓖ 0.75　ⓖh 1.75

২৯. নিচের কোন ব্যয়টি উন্মুক্ত অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত?

ⓚ ভোগ ব্যয় (C)　ⓚh সরকারি ব্যয় (G)
ⓖ নিট রপ্তানি (Xn)　ⓖh বিনিয়োগ ব্যয় (I)

৩০. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?

ⓚ ঋণ নিয়ন্ত্রণ　ⓚh আমানত গ্রহণ
ⓖ নিকাশ ঘর　ⓖh মুদ্রামান সংরক্ষণ

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট　**সৃজনশীল প্রশ্ন**　পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶

'X'- দেশ	'Y'- দেশ
অনিয়ন্ত্রিত দামব্যবস্থা	নিয়ন্ত্রিত দামব্যবস্থা
উদ্যোগে স্বাধীনতা	চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ
শ্রেণি বিভক্তি	স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদন
শ্রমবাজারের নমনীয়তা	বণ্টনে অসমতা
মুক্ত বাজার অর্থনীতি	শোষণ নেই
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি	মুদ্রাস্ফীতি নেই
ও বণ্টনের সুযোগ	

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১

খ. অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয় কেন? ২

গ. 'X' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন দেশের অর্থব্যবস্থাকে তুমি সর্বাধিক উত্তম বলে মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
০	৫০
৩০	৪০
৪০	৩০
৫০	০

ক. দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝ? ১

খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক থেকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. " 'X' দ্রব্য ৫০ একক অবস্থায় 'Y' দ্রব্য ৫০ একক উৎপাদন সম্ভব নয়"— উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ মি. অর্ণব ৪০ টাকা দামে ১০ কেজি আম ক্রয় করেন। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ টাকা হলে তিনি ৬ কেজি আম ক্রয় করেন।

ক. চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা কী? ১

খ. পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৪

৪.▶ একটি ফার্মের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q) (একক)	মোট ব্যয় (TC) (টাকা)
১	২০
২	২৫
৩	২৯
৪	৪০
৫	৫৬

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক ব্যয় রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. "প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে"— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ 'X' দেশের—
ভোগ ব্যয় (C) = ৮৫০০ টাকা
বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ৫০০০ টাকা
সরকারি ব্যয় (G) = ৩০০০ টাকা
নিট রপ্তানি (X_n) = ১০০০ টাকা

ক. নিট জাতীয় আয় কী? ১
খ. 'সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ত্রি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ নিচে একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি দেওয়া হলো:

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১	৮
২	৬
৩	৪
৪	২
৫	০
৬	-২

ক. ঢাল কী? ১
খ. 'যোগান ও মজুদ এক নয়'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

পরিমাণ (একক)	চিনির দাম (টাকা)	তেলের দাম (টাকা)
১	৭০	১৮০
২	৭০	১৭০
৩	৭০	১৬০
৪	৭০	১৪০
৫	৭০	১৩০

ক. ফার্ম কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চিনির গড় আয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. তেলের বাজারটি কী ধরনের বাজার উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ একটি অর্থনীতির মুদ্রা বাজারের তথ্য নিচে দেওয়া হলো—
মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = ৬০০
মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ৪০
ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ (M') = ৩০০
ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = ৪০
লেনদেনের পরিমাণ (T) = ১০০০

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. 'মোবাইল ব্যাংকিং সাধারণ জনগণের কাছে সহজতর'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶

শ্রম ও মূলধন (টাকা)	মোট উৎপাদন (TP) (একক)
১০০০	১০
২০০০	১৮
৩০০০	২৪
৪০০০	২৮
৫০০০	৩০

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচিতে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যদি সকল উপকরণ স্থির রেখে উৎপাদনের কলাকৌশলের পরিবর্তন করা হয় তবে উদ্দীপকের বিধিটি কার্যকর হবে কি না বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

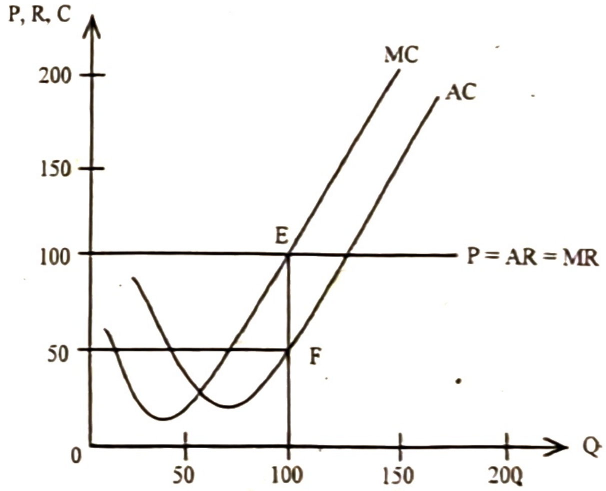

ক. বাজার কাকে বলে? ১
খ. 'পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মকে দাম গ্রহীতা বলা হয়'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. ১০০ একক উৎপাদন স্তরে গড়ে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ টাকা হলে, ফার্মের ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে—ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ বাণিজ্যিক ব্যাংক 'X' এর প্রাথমিক আমানত ৫০০০ টাকা। ব্যাংকের প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ ১০%। কিন্তু দেশে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ হার বৃদ্ধি করে ২০% করেছে।

ক. অর্থের মূল্য কী? ১
খ. দামস্তরের পরিবর্তনে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে বৈধ রিজার্ভ ১০% এর ক্ষেত্রে সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ কত? ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ হার বৃদ্ধির ফলে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে মনে করো? ৪

উত্তর																														
	১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	ক	১০	গ	১১	ক	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – গ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. কোন নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত একাধিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান মিলে গঠিত হয়—
ক) প্লান্ট খ) শিল্প
গ) বাজার ঘ) ফার্ম

২. কোন ব্যয় উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত?
ক) কারখানার ভাড়া খ) নিরাপত্তা রক্ষীর বেতন
গ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যয় ঘ) সম্পত্তির ওপর কর

সূচিটি লক্ষ করো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

লিচুর সংখ্যা	মোট উপযোগ (ইউটিল)
১	১২
২	২১
৩	২৯
৪	৩৬
৫	৩৬
৬	৩৪

৩. দ্রব্যের কত একক ভোগে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হবে?
ক) ২ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৬

৪. উদ্দীপক অনুযায়ী—
i. মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়
ii. গড় উপযোগ স্থির থাকে
iii. প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার কোনটি?
ক) খোলা বাজার নীতি
খ) নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন
গ) বন্ধকী ঋণের নগদাংশের পরিবর্তন
ঘ) ব্যাংক হারের পরিবর্তন

৬. অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে কী বলে?
ক) দাম স্তর খ) অর্থের মূল্য
গ) অর্থের চাহিদা ঘ) অর্থের প্রচলন গতি

৭. যে ভোগ ব্যয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল তাকে কী বলে?
ক) স্বয়ম্ভূত ভোগ খ) গড় ভোগ প্রবণতা
গ) প্ররোচিত ভোগ ঘ) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
ক) মুনাফা অর্জন খ) মুদ্রা বাজারের ভারসাম্য
গ) দামস্তরের স্থিতিশীলতা ঘ) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

৯. কোন বাজারকে দাম গ্রহীতা বলে?
ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতা খ) অলিগোপলি
গ) মনোপলি ঘ) বাইলেটারাল মনোপলি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শামীম সাহেব যে এলাকায় বসবাস করেন সেখানে সরকারিভাবে গৃহে ব্যবহারের জন্য গ্যাস সরবরাহ নেই। 'X' নামক একটি প্রতিষ্ঠান সেখানে সিলিন্ডার গ্যাস সরবরাহ করে।

১০. শামীম সাহেবের এলাকায় গ্যাসের বাজারটি কোন ধরনের?
ক) একচেটিয়া খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
গ) ডুয়োপলি ঘ) মনোপসনি

১১. 'X' প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত গ্যাসের বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. পরিবর্তক দ্রব্য নেই
ii. AR = MR
iii. দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকলে দামস্তরের দ্বিগুণ বৃদ্ধিতে অর্থের মূল্য—
ক) স্থির থাকবে খ) দ্বিগুণ হবে
গ) অপরিবর্তিত থাকবে ঘ) অর্ধেক হবে

১৩. মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের মান দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হিসেবে যা পাওয়া যাবে—
ক) প্রান্তিক আয়(MR) খ) গড় আয় (AR)
গ) মোট রাজস্ব ঘ) দামস্তর

১৪. $M = 400, M' = 400$
$V = 10, V' = 10$
$T = 1000, P = ?$
ক) 32 খ) 16
গ) 8 ঘ) 4

১৫. যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি বিকল্প দ্রব্যের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ প্রকাশ করে তাকে কী বলে?
ক) চাহিদা রেখা খ) যোগান রেখা
গ) উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ঘ) সম-উৎপাদন রেখা

১৬. মানবজীবনে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ হলো—
i. দুস্প্রাপ্যতার সমস্যা ii. নির্বাচন সমস্যা
iii. ভোগ ও বন্টন সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মোমেন সাহেব A দেশে বসবাস করেন। সে দেশের উৎপাদন সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়। তিনি B দেশে এসে দেখতে পান সেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত।

১৭. A দেশে কী ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?
ক) নির্দেশনামূলক খ) পুঁজিবাদী
গ) মিশ্র ঘ) ইসলামি

১৮. B দেশের অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য—
i. রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান
ii. শ্রেণি-শোষণ অনুপস্থিত
iii. ব্যক্তিগত মুনাফার উপস্থিতি

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯. দুটি দ্রব্য পরস্পর পরিপূরক হলে চাহিদা রেখা হবে—
ⓚ ডান দিকে উর্ধ্বগামী ⓛ ডান দিকে নিম্নগামী
ⓖ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓘ লম্ব-অক্ষের সমান্তরাল

২০. দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে কী বলে?
ⓚ অভেদ ⓛ লেখচিত্র
ⓖ অপেক্ষক ⓘ পরামিতি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কোনো দ্রব্যের দাম যখন ১ টাকা তখন ক্রেতা ঐ দ্রব্যের ১০ একক ক্রয় করেন। দ্রব্যটির দাম ২ টাকা হলে ক্রেতা ৫ একক দ্রব্য ক্রয় করেন।

২১. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কত?
ⓚ শূন্য ⓛ $\frac{১}{২}$
ⓖ ১ ⓘ অসীম

২২. উদ্দীপকের দ্রব্যটির চাহিদা রেখার প্রকৃতি হচ্ছে—
ⓚ ডান দিকে নিম্নগামী ⓛ ডান দিকে উর্ধ্বগামী
ⓖ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓘ লম্ব-অক্ষের সমান্তরাল

২৩. উৎপাদন ও উপাদানের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ক যে অপেক্ষকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে কী অপেক্ষক বলে?
ⓚ ব্যয় অপেক্ষক ⓛ আয় অপেক্ষক
ⓖ উৎপাদন অপেক্ষক ⓘ উপযোগ অপেক্ষক

২৪. গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পর সমান হবে যখন—
ⓚ AC যখন বর্ধমান ⓛ AC যখন হ্রাসমান
ⓖ AC যখন সর্বনিম্ন ⓘ AC যখন সর্বোচ্চ

সূচিটি দেখো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১	১৬	৮
২	১২	১২
৩	১০	১৫
৪	৮	২০

২৫. উদ্দীপকটিতে ভারসাম্য পরিমাণ কত একক?
ⓚ ১৬ ⓛ ১২
ⓖ ১০ ⓘ ৮

২৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত কত টাকা দামে বাজারে ঘাটতি দেখা দেয়?
ⓚ ১ ⓛ ২
ⓖ ৩ ⓘ ৪

২৭. উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যয়কে কী বলা হয়?
ⓚ প্রান্তিক ব্যয় ⓛ মোট ব্যয়
ⓖ স্থির ব্যয় ⓘ পরিবর্তনশীল ব্যয়

২৮. একচেটিয়া বাজারে কোন ফার্মের ভারসাম্য স্তরে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে—
i. MR = MC
ii. MC এর ঢাল > MR এর ঢাল
iii. AC < AR
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

Note: স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত শর্ত P = AC

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

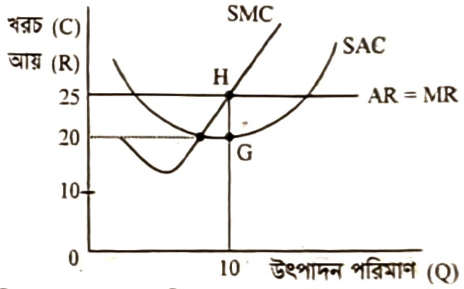

২৯. উদ্দীপকে উৎপাদনকারীর মুনাফার পরিমাণ কত হবে?
ⓚ ২৫০ ⓛ ২০০
ⓖ ১০০ ⓘ ৫০

৩০. SAC রেখা স্থানান্তরিত হয়ে H বিন্দুতে স্পর্শ করলে পাওয়া যাবে—
ⓚ স্বাভাবিক মুনাফা ⓛ অস্বাভাবিক মুনাফা
ⓖ লোকসান ⓘ মুনাফা অপরিবর্তিত

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ দুটি প্রতিবেশী দেশ 'A' এবং 'B'। 'A' দেশের নাগরিকদের ব্যক্তি মালিকানায় কোনো সম্পদ নেই। তারা যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃক কাজ ও মজুরি লাভ করে। অন্যদিকে 'B' দেশের নাগরিকগণ সরকারের পাশাপাশি সম্পদের মালিক। তারা নিজ উদ্যোগে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে পারে। তবে কেউ কেউ সরকারি চাকরি করে।

ক. অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'A' ও 'B' দেশ দুটির মধ্যে কোন দেশের অর্থব্যবস্থাকে তুমি উত্তম বলে মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

২.▶

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
০	৮০
২০	৭০
৭০	২০
৮০	০

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১
খ. নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. ২০ একক 'X' দ্রব্যের সাথে ৫০ একক 'Y' দ্রব্য উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)
১	৬
২	১০

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)
৩	১২
৪	১২
৫	১০

ক. উপযোগ কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে তা কি সকল ক্ষেত্রে কার্যকর? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. ▶ Qd=100 – 5P
এখানে, Qd = চাহিদার পরিমাণ
P = দ্রবের দাম
ক. চাহিদা বিধি কী? ১
খ. শুধু কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত অপেক্ষক থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যটির প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৪

৫. ▶ Qd =30 – 4P
Qs =12 + 2P
এখানে, Qd = চাহিদার পরিমাণ
Qs = যোগানের পরিমাণ
P = দ্রব্যের দাম
ক. যোগান কী? ১
খ. হীরকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম ৭ টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. ▶

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)
১	৪
২	১০
৩	১৮
৪	২৮

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. ভূমির যোগান বৃদ্ধি করা যায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিত হতে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? এটি উৎপাদনের কোন পর্যায়ে বেশি কার্যকর? ৪

৭. ▶

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	১০	১০
২	১০	২৬
৩	১০	৩৮
৪	১০	৫৪
৫	১০	৮০
৬	১০	১১০

ক. গড় ব্যয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) অঙ্কন করো এবং রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৮. ▶

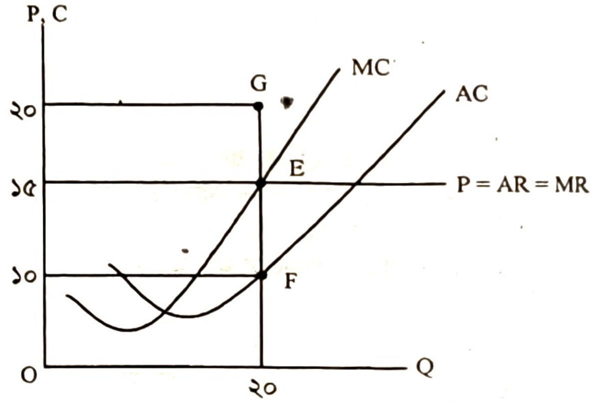

ক. ফার্ম কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে P = AR > MR হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখা G বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটির মুনাফার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. ▶ S = 75 – 0.75Y
I = 300
এখানে, S = সঞ্চয়; I = বিনিয়োগ; Y = জাতীয় আয়
ক. GDP কাকে বলে? ১
খ. "বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি বিনিয়োগের পরিমাণ অর্ধেক হয় তবে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. ▶ একটি দেশে,
বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 500
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M') = 400
উভয় মুদ্রার প্রচলন গতি (V ও V') = 5
লেনদেনের পরিমাণ (T) = 25
ক. অর্থের মূল্য কী? ১
খ. "মুদ্রার প্রচলন ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহজ করেছে"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়, তবে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. ▶ একটি দেশের সকল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদিত ঔষধ নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করে। দেশের ঔষধের অসংখ্য উৎপাদনকারী ও ক্রেতা রয়েছে। ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান।
ক. মনোপসনি কী? ১
খ. ফার্ম ও শিল্প কি এক হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঔষধের বাজার কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ঔষধের বাজারের একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য চিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৪

উত্তর																														
	১	খ	২	গ	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	ক	৯	ক	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ	২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক

সিলেট বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – ক

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ কোনটি?
ক নির্বাচন সমস্যা খ প্রাচুর্যতা
গ সম্পদের সীমাবদ্ধতা ঘ অসীম অভাব

২. মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টা কেন পরিচালিত হয়?
ক মুনাফার জন্য খ ভোগের জন্য
গ ত্যাগের জন্য ঘ কল্যাণের জন্য

৩. মানুষের অভ্যাসজনিত অভাব হচ্ছে—
i. চা ii. পান
iii. ফ্রিজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অর্থনীতি বিষয়ের একজন প্রভাষক বললেন, এমন একটি অর্থব্যবস্থা আছে যেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। উক্ত অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়, আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান।

৪. উদ্দীপকে প্রভাষক কোন অর্থব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?
ক ধনতান্ত্রিক খ মিশ্র
গ ইসলামি ঘ সমাজতান্ত্রিক

৫. প্রভাষক যে অর্থব্যবস্থার কথা বলেছেন তার মধ্যে দেখা যায়—
i. ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা
ii. মুদ্রাস্ফীতি
iii. উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. নিচের কোন পণ্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক?
ক টেলিভিশন খ গাড়ি
গ মাছ ঘ লবণ

৭. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির উন্নত রূপ দেন কোন অর্থনীতিবিদ?
ক গসেন খ লর্ড কেইন্স
গ মার্শাল ঘ এল. রবিন্স

৮. নিকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত—
ক স্বাভাবিক দ্রব্য খ বিলাসজাত দ্রব্য
গ গিফেন দ্রব্য ঘ ভেবলেন দ্রব্য

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

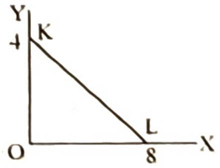

৯. KL রেখার ঢাল কত?
ক 0 খ $\frac{1}{2}$ গ 4 ঘ 8

১০. রেখাটি সমান্তরালভাবে স্থানান্তরিত হলে ঢালের মান—
ক বাড়বে খ স্থির থাকবে
গ কমবে ঘ শূন্য হবে

১১. স্বল্পকালে পরিবর্তন করা সম্ভব—
i. ভারী যন্ত্রপাতি ii. শ্রমিক
iii. কাঁচামাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে—
i. মোট ব্যয় বাড়ে ii. গড় ব্যয় স্থির থাকে
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. নিচের কোনটি গতিশীলতা নেই?
ক ভূমি খ শ্রম
গ মূলধন ঘ সংগঠন

১৪. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক AR = MR হয় খ AR ≤ MR হয়
গ AR < MR হয় ঘ AR > MR হয়

নিচের সূচি হতে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রম (L)	১	২	৩	৪
মোট উৎপাদন (TP)	১০	২০	৩০	৪০

১৫. উদ্দীপকে গড় উৎপাদন কত?
ক ১০ খ ১৫ গ ২০ ঘ ৩০

১৬. মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার—
ক ক্রমহ্রাসমান খ ক্রমবর্ধমান
গ সমানুপাতিক ঘ ঋণাত্মক

১৭. নিচের কোনটিকে মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার বলা হয়?
ক ডুয়োপলি খ অলিগোপলি
গ মনোপলি ঘ মনোপসনি

১৮. কোন বাজারে পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না?
ক একচেটিয়া খ ডুয়োপলি
গ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ঘ অলিগোপলি

১৯. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ
ii. AR = MR
iii. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের সূচি হতে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিক্রয় (Q)	2	4	6
মোট আয় (TP)	20	40	60

২০. উদ্দীপকটি কোন বাজারের সাথে সম্পর্কিত?
ক একচেটিয়া খ মনোপসনি
গ অলিগোপলি ঘ পূর্ণ প্রতিযোগিতা

২১. উদ্দীপক অনুযায়ী—
i. দাম স্থির
ii. TR = MR
iii. AR = P
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

২২. কোন উপাদানটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে অনুপস্থিত?
ক নিট রপ্তানি
খ সরকারি ব্যয়
গ ভোগ ব্যয়
ঘ বিনিয়োগ ব্যয়

২৩. সঞ্চয়ের মূল উদ্দেশ্য কোনটি?
ক বর্তমানের ভোগ
খ অতীতের ভোগ
গ ভবিষ্যতের ভোগ
ঘ ভোগের উদ্বৃত্ত

২৪. ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর = ?
ক প্রত্যক্ষ আয়
খ পরোক্ষ ব্যয়
গ ব্যয়যোগ্য আয়
ঘ আয়যোগ্য ব্যয়

২৫. "মূলধন সামগ্রী বৃদ্ধি বা নতুন সাজ-সরঞ্জাম তৈরিকে বিনিয়োগ বলা হয়।"— মন্তব্যটি কার?
ক অধ্যাপক হিকস
খ অধ্যাপক মার্শাল
গ অধ্যাপক পিগু
ঘ অধ্যাপক পারকিন

২৬. সসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি?
ক ১০০০ টাকা
খ ৫০ টাকা
গ ১০ টাকা
ঘ ২ টাকা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব, 'X' একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। তিনি তার এলাকায় একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে চান। এজন্য তিনি অন্য একটি ব্যাংকের কাছে নিজ নামে ব্যাংক স্থাপনের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

২৭. জনাব, 'X' কোন ব্যাংকের কাছে ব্যাংক স্থাপনের জন্য আবেদন করেন?
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ বিশেষায়িত ব্যাংক
ঘ অনলাইন ব্যাংক

২৮. জনাব 'X' যে ব্যাংকে আবেদন করেন তার কাজ হলো—
i. নোট ও মুদ্রার প্রচলন
ii. বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ
iii. সর্বশেষ ঋণদাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ ii ও iii
গ i ও iii
ঘ i, ii ও iii

২৯. মুদ্রার মূল্য বা মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক দামস্তর
খ ব্যাংক
গ ব্যবসায়ী
ঘ চাহিদা

৩০. কোনটির মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সহজতর হয়েছে?
ক অনলাইন ব্যাংকিং
খ মোবাইল ব্যাংকিং
গ কৃষি ব্যাংক
ঘ শিল্প ব্যাংক

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১. ▶

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
০	১১০
৪০	৯০
৮০	৬০
১১০	০

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১
খ. "সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচিটি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. (X = ৮০ একক, Y = ৫০ একক) এবং (X = ১১০ একক, Y = ৩০ একক) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ▶ জনাব রহমান 'X' দেশের একটি সরকারি অফিসে কাজের জন্য গিয়ে দেখতে পেলেন সেই দেশের সকল সম্পদের মালিক সরকার এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। অথচ তার নিজ দেশ বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।
ক. নির্বাচন বলতে কী বোঝায়? ১
খ. "ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয়"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সাথে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'X' দেশে বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে তুমি মনে করো? ৪

৩. ▶

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১	২০	২০
২	৩৫	১৫
৩	৪৫	১০
৪	৫০	৫
৫	৫০	০
৬	৪৫	–৫

ক. চলক কাকে বলে? ১
খ. উপকরণের দামের সাথে দ্রব্যের যোগান কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উপরিউক্ত সূচির ভিত্তিতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক থেকে মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৪. ▶ একটি দ্রব্যের দাম ও চাহিদার তথ্য নিম্নের টেবিলে প্রদত্ত হলো:

সংমিশ্রণ	দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
A	৬	২০
B	১০	১৬
C	১২	১২

ক. চাহিদা বলতে কী বোঝ? ১
খ. ক্রেতার আয় বৃদ্ধি কীভাবে চাহিদা প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের B এবং C বিন্দু বিবেচনা করে দ্রব্যটির প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৫.▶ চাহিদা সমীকরণ: $D = 20 - 2P$

যোগান সমীকরণ: $S = -8 + 2P$

যেখানে, D = চাহিদার পরিমাণ

S = যোগানের পরিমাণ

P = দ্রব্যের দাম

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. ভোক্তার রুচির সাথে চাহিদার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা ও যোগান সমীকরণ হতে ভারসাম্য পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. দ্রব্যের দাম ৪ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶

দ্রব্যের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	২০০	৬০
২	২০০	১০০
৩	২০০	২৬০
৪	২০০	৫০০

ক. পরিবর্তনীয় ব্যয় কী? ১

খ. "দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় (AC) রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক দেখাও। ৪

৭.▶

জমির পরিমাণ	শ্রম (L)	মূলধন (K)	মোট উৎপাদন (TP)
১ একর	১	১০০০	৪০ কেজি
২ একর	২	১০০০	৭০ কেজি
৩ একর	৩	১০০০	৯০ কেজি
৪ একর	৪	১০০০	১০০ কেজি

ক. উৎপাদন বলতে কী বোঝ? ১

খ. মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখাটি উৎপাদনের কোন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶

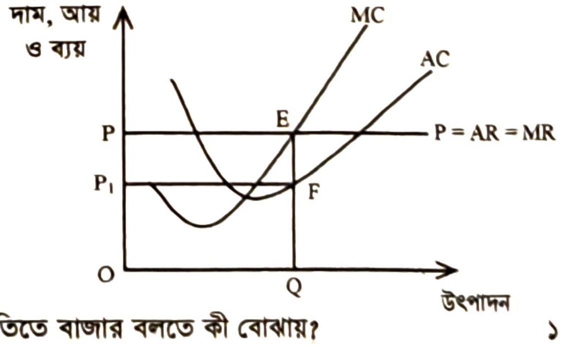

ক. অর্থনীতিতে বাজার বলতে কী বোঝায়? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে P = AR = MR হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট আয়, মোট খরচ এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি কী ধরনের মুনাফা অর্জন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶

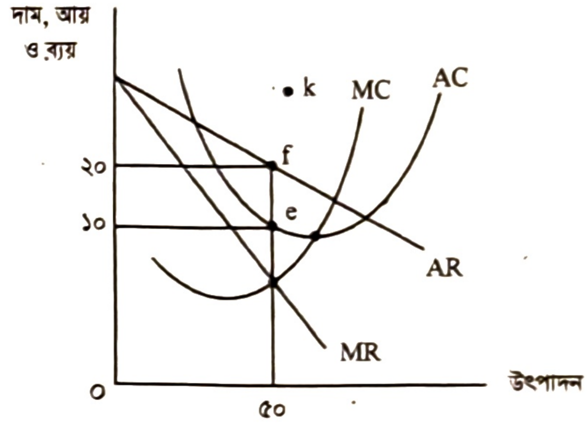

ক. অলিগোপলি বাজার বলতে কী বোঝায়? ১

খ. অবাধ প্রবেশ এবং প্রস্থান একচেটিয়া বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা করে—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মের মুনাফা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের AC রেখা K বিন্দু দিয়ে গমন করলে ফার্মের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ দেওয়া আছে, $S = -40 + 0.5Y$ এবং $I = 200$

যেখানে, S = সঞ্চয়

I = বিনিয়োগ

Y = জাতীয় আয়

ক. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝ? ১

খ. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? ২

গ. উপরের উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫০ টাকা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী ধরনের পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶

অর্থের যোগান (M) কোটি টাকা	দামস্তর (P) টাকা
১০০	১০
২০০	২০
৩০০	৩০

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. 'ব্যাংক হার' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর ও অর্থের যোগানের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে অর্থের যোগান বৃদ্ধি কীভাবে অর্থের মূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	গ	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	গ	৮	গ	৯	খ	১০	ঘ	১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ

যশোর বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – খ

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ ।]

১. **$\Delta TC/\Delta Q$ = কত?**
ক AFC খ AVC গ AC ঘ MC

২. **দীর্ঘকালে কোন ধরনের ব্যয় অনুপস্থিত থাকে?**
ক AFC খ AVC গ AC ঘ MC

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

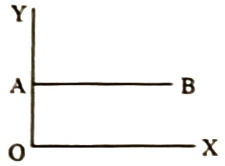

৩. **AB রেখার ঢাল কেমন?**
ক ঋণাত্মক খ শূন্য গ ধনাত্মক ঘ অসীম

৪. **AB রেখাটি হতে পারে—**
i. মোট স্থির খরচ রেখা
ii. বিশুদ্ধ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা
iii. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা রেখা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?**
ক AR = MR
খ AR > MR
গ TR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ঘ MR রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী

নিচের চিত্র থেকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

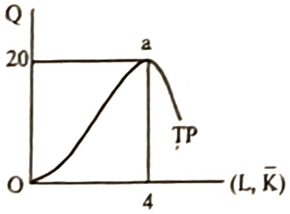

৬. **α বিন্দুতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে AP_L ও MP_L এর মান কত?**
ক $AP_L = 4, MP_L < O$ খ $AP_L = 5, MP_L = O$
গ $AP_L = 5, MP_L > O$ ঘ $AP_L = 20, MP_L = 4$

৭. **প্রদত্ত চিত্রটি কোন ধরনের উৎপাদন নির্দেশ করে?**
ক স্বল্পকালীন
খ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
গ দীর্ঘকালীন
ঘ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন

৮. **AR = ?**
ক $P \times Q$ খ $\frac{P}{Q}$ গ $\frac{TR}{Q}$ ঘ $\frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

৯. **বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনটি?**
ক অগ্রণী খ সোনালী
গ বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ জনতা

১০. **কোন সম্পর্কটি সঠিক?**
ক I = G খ C = S
গ S = I ঘ $X_n = X + M$

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
MV = PT
এখানে, M = 100, V = 10, T = 20

১১. **উদ্দীপকের ভিত্তিতে দামস্তর কত?**
ক 40 খ 50 গ 60 ঘ 70

১২. **উদ্দীপকে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে M এর মান বাড়লে—**
i. দামস্তর বাড়বে
ii. অর্থের মূল্য কমবে
iii. কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে ব্যাংক হার হ্রাস করবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কোনটি?**
ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ
খ রিজার্ভ হার পরিবর্তন
গ ঋণ সৃষ্টি
ঘ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা

১৪. **বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠান ১০০০ টাকার নোট ছাপায়?**
ক জনতা ব্যাংক খ বাংলাদেশ ব্যাংক
গ সোনালী ব্যাংক ঘ রূপালী ব্যাংক

১৫. **বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় কোনটিতে?**
ক GDP খ GNP গ NNP ঘ NDP

১৬. **ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক সামাজিক কল্যাণ
খ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
গ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
ঘ উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা

১৭. **ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জ্ঞানের মূল উৎস কয়টি?**
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

১৮. **সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কোনটি?**
ক দ্রব্যের দাম খ ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ
গ ব্যক্তিগত আয় ঘ জাতীয় আয়

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে বেড়ে 12 টাকা হলে 'Y' দ্রব্যের চাহিদা 12 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 18 একক হয়।

১৯. **উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান কত?**
ক 5/18 খ 2/5 গ 5/2 ঘ 18/5

২০. **উদ্দীপকে প্রদত্ত দ্রব্য দুটির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?**
ক পরস্পর স্বাধীন খ পরিপূরক
গ চাহিদা বিধি কার্যকর ঘ পরিবর্তক

২১. **একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা কী প্রদর্শন করা হয়?**
ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন
খ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ
গ প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণের সমন্বয়
ঘ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি

২২. কোনো দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায় কখন?
ⓚ ভর্তুকি দিলে ⓚ কর বৃদ্ধি করলে
ⓖ দাম বাড়লে
ⓖ উৎপাদন উপকরণের দাম বাড়লে

২৩. TU সর্বোচ্চ হলে MU কী হবে?
ⓚ ঋণাত্মক ⓚ শূন্য
ⓖ ধনাত্মক ⓖ সর্বনিম্ন

২৪. অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
ⓚ ১ ⓚ ২ ⓖ ৩ ⓖ ৪

নিচের চিত্র থেকে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

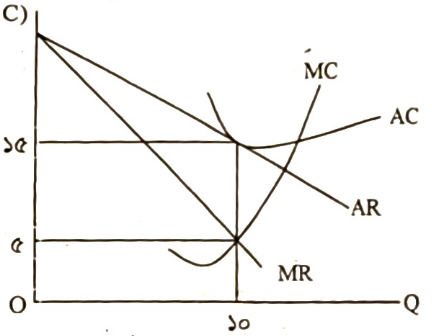

২৫. ভারসাম্য অবস্থায় চিত্রে প্রদর্শিত ফার্মটির মোট মুনাফা কত?
ⓚ ০ ⓚ ৫০ ⓖ ১০০ ⓖ ১৫০

২৬. চিত্র অনুযায়ী—
i. ফার্মটির মোট আয় রেখা মূল বিন্দুগামী সরলরেখা
ii. উৎপাদক দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে
iii. এটি অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্ম

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৭. কোন বাজারে দুজন ক্রেতা থাকে?
ⓚ মনোপলি ⓚ মনোপসনি
ⓖ ডুয়োপলি ⓖ ডুয়োপসনি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'X' দেশের জাতীয় আয় মডেল—
$Y = C + I + G$
$C = 100 + 0.8Y$
$I = 100, G = 200$

২৮. 'X' দেশের ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ⓚ 500 ⓚ 1000
ⓖ 2000 ⓖ 5000

২৯. উদ্দীপক অনুযায়ী 'X' দেশে—
i. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা করা হয়েছে
ii. আবদ্ধ অর্থনীতি বিরাজমান
iii. জনগণ তাদের আয়ের ক্ষুদ্র অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. NDP = ?
ⓚ GNI – NNP ⓚ GNP – CCA
ⓖ GNI – DC ⓖ GDP – CCA

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ একজন কৃষিবিদ এক বিঘা জমিতে গম ও আলুর সম্ভাব্য ফলনের তথ্য একটি রেখার সাহায্যে তুলে ধরলেন। রেখাটি নিম্নরূপ:

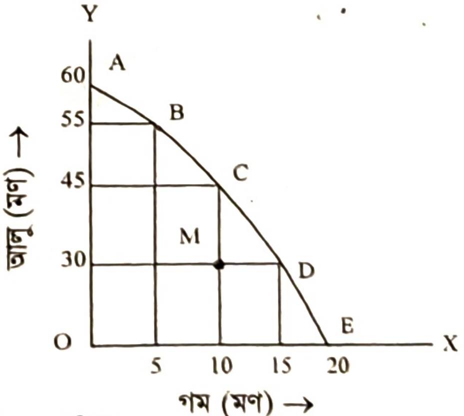

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যা কেন দেখা দেয়? ২
গ. কৃষিবিদ উদ্দীপকের রেখাচিত্রটির সাহায্যে যা দেখিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কোনো কৃষক যদি M বিন্দুতে উৎপাদন করে তবে কি তকে দক্ষ কৃষক বলা যায়? কেন? বুঝিয়ে বলো। ৪

২.▶ চিনির চাহিদা অপেক্ষক, $Q = 450 - 4P$, যেখানে, P = দাম (টাকা/ কেজি), Q = চাহিদার পরিমাণ।
ক. বাজার ভারসাম্য কাকে বলে? ১
খ. পরিবহন খরচ বাড়লে যোগান কি বাড়ে? কেন? ২
গ. চিনির চাহিদা রেখার ঢাল নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চিনির চাহিদার অপেক্ষকটির সাহায্যে চাহিদার সংকোচন-প্রসারণের ধারণা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ জামদানি শাড়ির বাজার চাহিদা ও যোগান রেখা নিম্নরূপ:

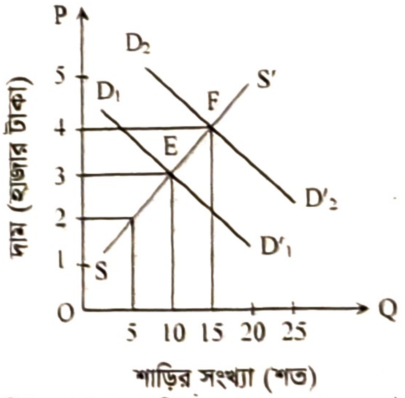

$D_1D'_1$ = স্বাভাবিক সময়ের চাহিদা রেখা, $D_2D'_2$ = ঈদবাজারে চাহিদা রেখা।
ক. চাহিদা কাকে বলে? ১
খ. কোনো দ্রব্যের পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে দ্রব্যটির চাহিদাতে কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জামদানি শাড়ির যোগান সূচি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ঈদবাজারে জামদানি শাড়ির বাজার ভারসাম্যে যে পরিবর্তন ঘটে তা চিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ আপেলের দাম ১২০ টাকা/কেজি থেকে বেড়ে ১৫০ টাকা কেজি হলে বাজারে আপেলের চাহিদার পরিমাণ ৪০০ কেজি থেকে কমে ২৪০ কেজি হয়। অন্যদিকে, আপলের দাম বেড়ে যাওয়ায় কমলার চাহিদা ২৫০ কেজি থেকে বেড়ে ৩০০ কেজি হয়।

ক. চাহিদা সূচি কাকে বলে? ১

খ. 'যোগান ও মজুদ এক নয়'-বুঝিয়ে বলো। ২

গ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে আপেলের সাথে কমলার সম্পর্ক নির্ণয় করো। ৩

ঘ. আপেলের চাহিদা কি স্থিতিস্থাপক? উদ্দীপকের তথ্য বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

৫.▶ একটি পোশাক কারখানায় ব্যবহৃত উপকরণ ও শার্ট তৈরির তথ্য নিম্নরূপ—

কর্মীর সংখ্যা	সেলাই মেশিনের সংখ্যা	শার্টের সংখ্যা
50	10	200
100	20	400
150	30	600

ক. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে? ১

খ. সিলেটের কমলা ঢাকায় আনাকে কি উৎপাদন বলা যায়? বুঝিয়ে বলো। ২

গ. পোশাক কারখানাটিতে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পোশাক কারখানাটিতে কি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা যাবে? কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ একটি বেকারিতে ব্রেড তৈরির ব্যয় নিম্নরূপ:

ব্রেডের পরিমাণ (পাউন্ড)	1	2	3	4	5	6
মোট ব্যয় (টাকা)	60	80	90	120	200	360

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? বুঝিয়ে বলো। ২

গ. ব্রেড তৈরির মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. ব্রেড তৈরির গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ একটি শহরে 'W' নামের প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ করে। প্রতিষ্ঠানটির মাসিক গড় ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা নিম্নরূপ:

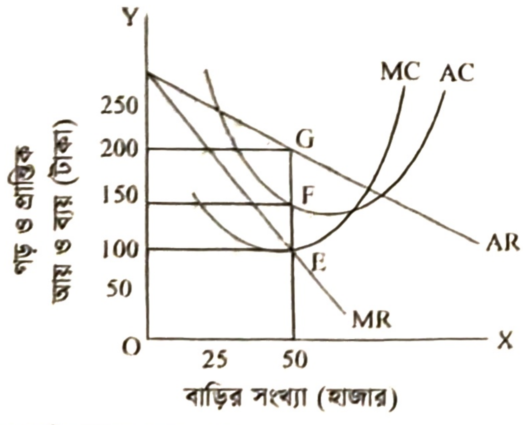

ক. মনোপসনি বাজার কাকে বলে? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেন প্রান্তিক আয় ও গড় আয় দামের সমান হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে AC রেখা যদি G বিন্দুকে স্পর্শ করে তাহলে মুনাফার পরিমাণ ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ একটি দেশের 2020 সালের বিনিয়োগ ব্যয় I = 50, সরকারি ব্যয় G = 25 এবং ভোগ ব্যয় C = 100 +0.5Y। 2021 সালে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে G = 50 হলো।

ক. GDP কাকে বলে? ১

খ. যন্ত্রপাতি মেরামতের খরচ বাড়লে NNI এর ওপর কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দেশটির ভোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. দেশটির ভারসাম্য জাতীয় আয় 2020 সালের তুলনায় কি 2021 সালে বৃদ্ধি পেয়েছে? উদ্দীপকের তথ্য বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

৯.▶ একটি দেশে 2020 সালে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত 1000 কোটি টাকা এবং ঐ বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত রিজার্ভ অনুপাত ছিল 20%। 2021 সালে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ অনুপাত বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিল এবং খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রি করল।

ক. সসীম বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. মুদ্রার যোগানের সাথে মুদ্রার মূল্যের সম্পর্ক কেমন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক দুইটির কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 2021 সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ দেশটির বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ক্ষমতার ওপর কি প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ 'X' ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কাজের পাশাপাশি গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ, অর্থ পরিশোধ এবং শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে। সম্প্রতি ব্যাংকটি মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের সাহায্যে ব্যাংকিং সেবা জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। এতে শ্রম, সময় ও খরচ সাশ্রয়ের পাশাপাশি গ্রিন ব্যাংকিং এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক. খোলাবাজার কারবার কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়? ২

গ. 'X' ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'X' ব্যাংক সম্প্রতি যে ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে তার সুবিধা উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ মি. করিমভ এমন একটি দেশের নাগরিক যেখানে নাগরিকরা নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করেন। উৎপাদনের উপকরণের ওপর তাদের কোনো মালিকানা নেই। কারণ তার দেশের সরকার সব সম্পদের মালিক এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দাম কীভাবে নির্ধারিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে করিমভ এর দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. করিমভ এর দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে তুমি কি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	ক	৩	খ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	গ	১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ঘ

বরিশাল বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – ক

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান—১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. পৃথিবীতে বর্তমানে কত প্রকার অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

২. 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা' কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য?
(ক) ধনতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) মিশ্র (ঘ) ইসলামি

৩. অর্থনীতির 'যমজ সমস্যাদ্বয়' কী?
(ক) দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন (খ) দক্ষতা ও নির্বাচন
(গ) দুষ্প্রাপ্যতা ও সীমাবদ্ধতা (ঘ) অসীমতা ও নির্বাচন

৪. সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো—
i. চাহিদা তত্ত্ব ii. নিয়োগ তত্ত্ব
iii. ভোগ অপেক্ষক তত্ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

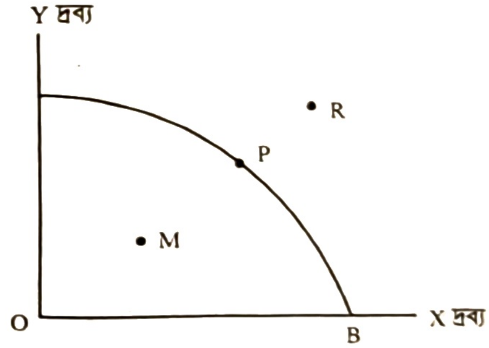

৫. যদি সমাজে শুধু 'X' দ্রব্যেরই প্রয়োজন থাকে, তবে উদ্দীপকের কোন বিন্দুতে উৎপাদন করবে?
(ক) A (খ) M (গ) R (ঘ) B

৬. উদ্দীপকে M বিন্দু কী নির্দেশ করে?
(ক) অপূর্ণ নিয়োগ ও স্বল্প উৎপাদন
(খ) সম্পদের স্বল্পতা ও অর্জনযোগ্য উৎপাদন
(গ) পূর্ণ নিয়োগ ও অধিক উৎপাদন
(ঘ) অপূর্ণ নিয়োগ ও দক্ষ উৎপাদন

৭. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করেন কে?
(ক) এল. রবিন্স (খ) মার্শাল
(গ) হিক্স (ঘ) এলেন

সূচিটি দেখো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দাম (P)	চাহিদর পরিমাণ (Qd) একক	যোগানের পরিমাণ (Qs) একক
200	160	80
400	140	100
600	120	120
800	100	140

৮. উদ্দীপকে ভারসাম্য দাম কোনটি?
(ক) 200 (খ) 400 (গ) 600 (ঘ) 800

৯. উদ্দীপকের মানসমূহ দ্বারা চাহিদা রেখা অঙ্কন করলে রেখাটি—
i. ধনাত্মক ঢালবিশিষ্ট
ii. বাম দিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী
iii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি মেনে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়?
(ক) স্থায়ী শ্রমিকের বেতন (খ) সম্পত্তির ওপর প্রদত্ত কর
(গ) অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি (ঘ) বাড়িভাড়া

১১. AFC ও AVC এর সমষ্টিকে কী বলা হয়?
(ক) AC (খ) TVC (গ) TFC (ঘ) MC

১২. উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, \bar{K})$; (এখানে K স্থির) হলে এক্ষেত্রে—
i. মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর
ii. প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর
iii. স্বল্পকালীন সময় বিবেচ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সূচিটি দেখো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জমির পরিমাণ (একক)	শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP) (মণ)
১	২	১০
১	৪	৩০
১	৬	১০০
১	৮	৪০০

১৩. উদ্দীপক অনুসারে ৬ জন শ্রমিক নিয়োগকালে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) কত হবে?
(ক) ২০ (খ) ৩০ (গ) ৭০ (ঘ) ৩০০
[বি.দ্র. ৬ একক শ্রমে প্রান্তিক উৎপাদন ৩৫। যা প্রশ্নে উল্লিখিত অপশন নেই। যদি ৪ একক শ্রমে TP40 হয়, তবে প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ সঠিক হবে।]

১৪. উদ্দীপকে কোন বিধি কার্যকর হয়েছে?
(ক) ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন
(খ) ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
(গ) ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
(ঘ) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

১৫. বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজার হলো—
i. স্থানীয় বাজার ii. জাতীয় বাজার
iii. আন্তর্জাতিক বাজার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. একচেটিয়া বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে—
i. MR = MC
ii. P > MC
iii. AR > MR

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৭. অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতার বাজারকে কী বলে?

ⓚ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
ⓚh পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
ⓖ স্থানীয় বাজার
ⓖh স্বল্পকালীন বাজার

১৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোনটি?

ⓚ গড় আয় (AR) ⓚh গড় ব্যয় (AC)
ⓖ প্রান্তিক ব্যয় (MC) ⓖh মোট আয় (TR)

১৯. অতি স্বল্পকালীন বাজার কোনটি?

ⓚ কাঁচা দুধ ⓚh আলু ⓖ কাপড় ⓖh ধান

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

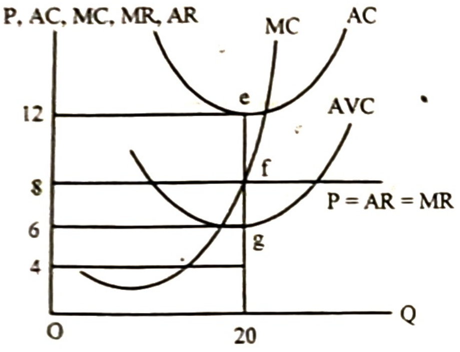

২০. চিত্রে মোট ব্যয় কত?

ⓚ 12 ⓚh 20 ⓖ 160 ⓖh 240

২১. ফার্মটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে—

i. স্বল্পকালে ii. লোকসান অবস্থায়
iii. সর্বনিম্ন গড় ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

২২. নিচের কোনটিতে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়?

ⓚ GNP ⓚh GDP ⓖ NNP ⓖh NI

২৩. নিম্নের কোনটিকে বিনিয়োগের পূর্বশর্ত বলা হয়?

ⓚ আয় ⓚh ব্যয়
ⓖ সঞ্চয় ⓖh ভোগ

২৪. তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে 'সামগ্রিক ব্যয়' কোনটি?

ⓚ C + I + G ⓚh C + I + M
ⓖ C + I + X ⓖh $C + I + X_n$

২৫. ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার মাধ্যমে কী সৃষ্টি হয়?

ⓚ প্রকৃত আমানত ⓚh সৃষ্ট আমানত
ⓖ পরোক্ষ আমানত ⓖh বিহিত মুদ্রা

২৬. নিম্নের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?

ⓚ আমানত গ্রহণ ⓚh অছির কাজ
ⓖ ঋণ আমানত সৃষ্টি ⓖh মুদ্রা প্রচলন

২৭. অর্থের ফটকা চাহিদা নিচের কোনটির ওপর নির্ভর করে?

ⓚ আয় ⓚh সুদের হার
ⓖ সঞ্চয় ⓖh বিনিয়োগ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনেকেই 'X' ব্যাংকে টাকা আমানত হিসেবে জমা রাখলেও 'Y' ব্যাংকে জমা রাখতে পারেন না। 'Y' ব্যাংকটি নিকাশঘর হিসেবে কাজ করে।

২৮. 'X' ব্যাংকটি কোন ধরনের?

ⓚ বাণিজ্যিক ⓚh কেন্দ্রীয়
ⓖ বিশেষায়িত ⓖh বিশ্বব্যাংক

২৯. 'Y' ব্যাংকটির কাজ হলো—

i. ওয়েজ আর্নার হিসেবে ii. মুদ্রা-মান সংরক্ষণ
iii. আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

৩০. কোনটি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি?

ⓚ ব্যাংক হারের পরিবর্তন
ⓚh খোলা বাজার নীতি
ⓖ নগদ জমার হার পরিবর্তন
ⓖh ঋণের রেশনিং

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৪০

দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১.► সুজন সাহেব 'Y' দেশে বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন সে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবাসহ সবকিছু সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কিন্তু সুজনের দেশে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাও আছে।

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী? ১
খ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? ২
গ. 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনা করো। ৪

২.►

উৎপাদন সংমিশ্রণ	X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

ক. অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপক থেকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. G (2, 8) এবং H (3, 12) বিন্দু দুটির উৎপাদন সম্ভাবনা যাচাই করো। ৪

৩.► চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 10 - 2P$

যোগান অপেক্ষক, $Q_s = -2 + 2P$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = যোগানের পরিমাণ, P = দাম

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম 4 টাকা হলে ভারসাম্য পরিমাণের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
15	20
10	25
5	30

ক. স্বাধীন চলক কী? ১
খ. দ্রব্যের যোগানের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. দাম ১৫ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১০ টাকা হলে দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৫.▶

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)
1	4
2	10
3	18
4	25
5	30
6	30
7	28

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. মাত্রাগত উৎপাদন কোন উৎপাদন কালের সাথে সম্পর্কিত? ২
গ. উদ্দীপক থেকে AP ও MP সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী TP রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
1	6	4
2	6	10
3	6	15
4	6	22
5	6	34

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে গড় খরচ (AC) সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা অঙ্কন করো এবং কোন উৎপাদন স্তরে AC = MC তা নির্ণয় করো। ৪

৭.▶

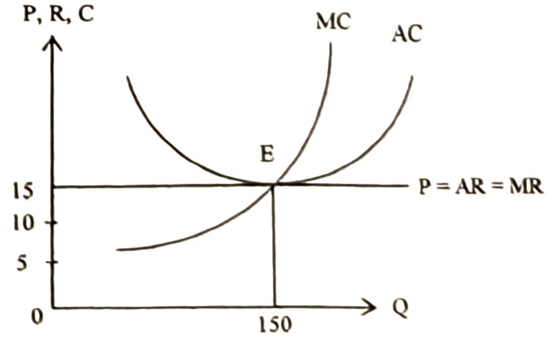

ক. শিল্প কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্ম সব সময়ই কি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য বিন্দুতে মোট আয় ও মোট ব্যয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. গড় খরচ 10 হলে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করে এর ধরন বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶

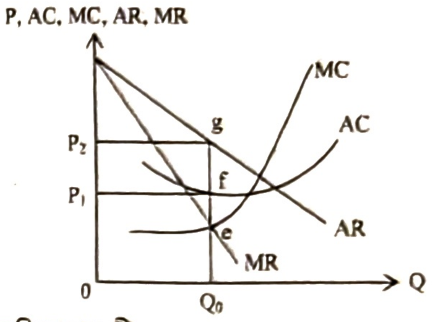

ক. মনোপসনি বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে AR রেখা নিম্নগামী কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ভারসাম্যস্তরে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখা 'g' বিন্দুতে স্পর্শ করলে মুনাফার ধরন সম্পর্কে মন্তব্য করো। ৪

৯.▶ একটি অর্থনীতিতে ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরূপ:

$$C = 150 + 0.5Y, \quad I = 150$$

যেখানে C = ভোগব্যয়, I = বিনিয়োগ
ক. জাতীয় আয় কী? ১
খ. আয়ের সাথে প্ররোচিত ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণ থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় ২০০ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ সিমা আক্তার একজন গৃহিণী। তার ব্যক্তিগত মোবাইলে স্কুলপড়ুয়া সন্তানের বৃত্তির টাকা পেয়ে থাকেন। বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট বিলও তিনি মোবাইলের মাধ্যমে পরিশোধ করেন। সম্প্রতি তিনি জানতে পারলেন যে, মোবাইলের মাধ্যমে মাসিক সঞ্চয় জমা করা যায়।
ক. অর্থ কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার হার পদ্ধতিতে কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার আর্থসামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 600
ব্যাংক অর্থের পরিমাণ (M') = 500
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 10
ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি (V') = 20
লেনদেনের পরিমাণ (T) = 160
ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে M ও M' এর মান দ্বিগুণ হলে দামস্তর ও অর্থ মূল্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	(গ)	২	(খ)	৩	(ক)	৪	(গ)	৫	(ঘ)	৬	(ক)	৭	(খ)	৮	(গ)	৯	(গ)	১০	(গ)	১১	(ক)	১২	(গ)	১৩	*	১৪	(খ)	১৫	(গ)
	১৬	(ঘ)	১৭	(খ)	১৮	(ক)	১৯	(ক)	২০	(ঘ)	২১	(ক)	২২	(খ)	২৩	(গ)	২৪	(ক)	২৫	(ক)	২৬	(ঘ)	২৭	(খ)	২৮	(ক)	২৯	(গ)	৩০	(ঘ)

* ১৩. সঠিক উত্তর নেই।

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – গ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. GNI-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Gross Net Income
(খ) Gross National Income
(গ) Gross National Investment
(ঘ) Gross New Income

২. দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়?
(ক) GDP (খ) GNP (গ) GNI (ঘ) NNP

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

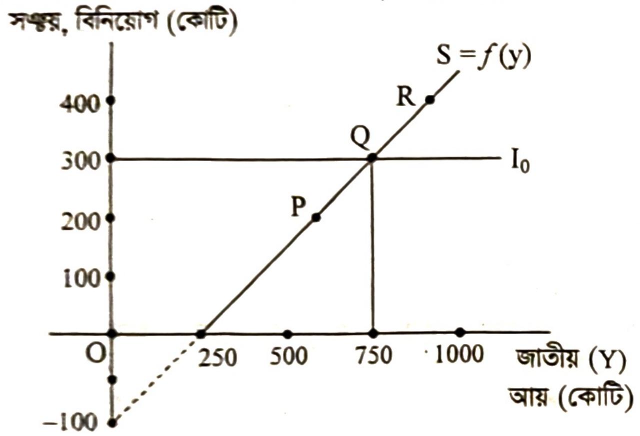

৩. অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
(ক) ২৫০ (খ) ৫০০ (গ) ৭৫০ (ঘ) ১০০০

৪. স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগ বেড়ে ৪০০ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত হবে?
(ক) ২৫০ (খ) ৫০০ (গ) ৭৫০ (ঘ) ১০০০

৫. মোট জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে—
i. হস্তান্তর পাওনা বাদ দিতে হয়
ii. চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য যোগ করতে হয়
iii. মূলধনের অবচয় বিয়োগ করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায় কয়টি?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৭. সমাজে ধনবৈষম্য তৈরি হয়—
i. ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়
ii. সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায়
iii. মিশ্র অর্থব্যবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

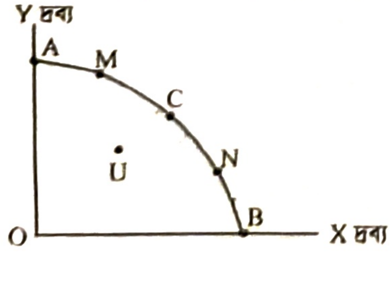

৮. যদি সমাজে শুধু X দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তবে উদ্দীপকের কোন বিন্দুতে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে?
(ক) M (খ) N (গ) C (ঘ) B

৯. উদ্দীপকের U বিন্দু কী নির্দেশ করে?
(ক) স্বল্প উৎপাদন ও উপকরণের অপূর্ণ ব্যবহার
(খ) শ্রম ও মূলধনের দক্ষ ব্যবহার
(গ) উপকরণের অপূর্ণ ব্যবহার ও অধিক উৎপাদন
(ঘ) পূর্ণ নিয়োগ ও অধিক উৎপাদন

১০. বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
(ক) ধনতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) ইসলামি (ঘ) মিশ্র

১১. আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?
(ক) ৭ (খ) ৬ (গ) ৫ (ঘ) ৩

১২. কোন বাজারে ফার্মকে দাম গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
(ক) মনোপসনি (খ) অলিগোপলি
(গ) পূর্ণ প্রতিযোগিতা (ঘ) একচেটিয়া

১৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে—
i. P = MR
ii. AR = MR
iii. P > MC
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

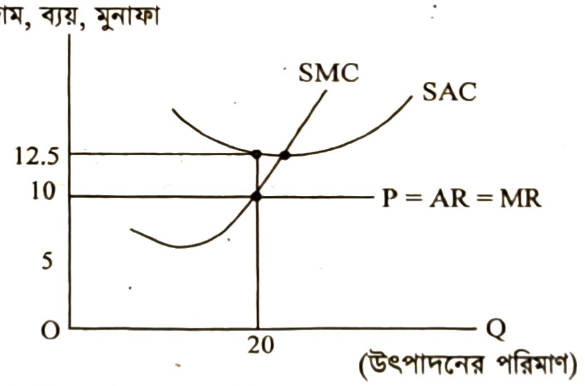

১৪. ফার্মটির মোট আয় কত টাকা?
(ক) ১০০ (খ) ২০০ (গ) ২৫০ (ঘ) ৩০০

১৫. ফার্মটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে?
i. সর্বনিম্ন গড় ব্যয় অবস্থায়
ii. স্বল্পকালে
iii. লোকসান অবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. চাহিদার শর্ত কয়টি?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

১৭. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল—
(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক
(গ) অসীম (ঘ) শূন্য

১৮. একটি মোবাইল সেট ও একটি মোবাইল সিম এর মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?
ⓚ পরিবর্তক ⓚ পরিপূরক ⓖ স্বাধীন ⓖ সম্পর্কহীন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$Q_s = -5 + P$

১৯. ওপরের কত দামে যোগান শূন্য হবে?
ⓚ –5 ⓚ 0 ⓖ 5 ⓖ 10

২০. উদ্দীপকের সমীকরণ থেকে অঙ্কিত রেখার আকৃতি হবে–
ⓚ বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী ⓚ বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
ⓖ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓖ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

২১. 'Money is what money does'– সংজ্ঞাটি কোন অর্থনীতিবিদের?
ⓚ কেইন্স ⓚ ওয়াকার ⓖ রবার্টসন ⓖ ক্রাউথার

২২. মুদ্রার মূল্য (V_m) প্রধানত নিম্নের কোনটির ওপর নির্ভরশীল?
ⓚ দামস্তর ⓚ ভোক্তার আয়
ⓖ ভোক্তার সঞ্চয় ⓖ ব্যাংকের আমানত

২৩. নিচের কোনটি 'নিকাশ ঘরের' কাজ করে?
ⓚ ব্র্যাক ব্যাংক ⓚ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
ⓖ বাংলাদেশ ব্যাংক ⓖ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

MV = PT

যেখানে, M = 200, V = 10 এবং T = 20

২৪. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর কত হবে?
ⓚ ৯০ ⓚ ১০০ ⓖ ১১০ ⓖ ১২০

২৫. যদি উদ্দীপকে M′ = 200 এবং V′ = 10 যোগ হয়, তবে অর্থের মূল্য (V_m) কত হবে?
ⓚ ০.০০৫ ⓚ ০.০১০ ⓖ ০.০১৫ ⓖ ০.০২০

২৬. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
ⓚ নতুন দ্রব্য সৃষ্টি ⓚ চাহিদা সৃষ্টি
ⓖ আয় সৃষ্টি ⓖ উপযোগ সৃষ্টি

২৭. উৎপাদন অপেক্ষকে উৎপাদনের সাথে নিচের কোনটির সম্পর্ক প্রকাশ পায়?
ⓚ দাম ⓚ চাহিদা ⓖ যোগান ⓖ উপকরণ

২৮. একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে–
i. AR ও MR রেখা নিম্নগামী
ii. AR > MR
iii. ফার্ম দামগ্রহীতা

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

ছকটি দেখো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রমের একক	মোট উৎপাদন (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (একক)
১	২০	২০
২	৩০	১০
৩	☐	৫

২৯. উদ্দীপকের খালি ঘরে মোট উৎপাদন কত হবে?
ⓚ ১০ ⓚ ২০ ⓖ ২৫ ⓖ ৩৫

৩০. উদ্দীপক অনুযায়ী–
i. গড় উৎপাদন স্থির থাকে
ii. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিচে X ও Y দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি দেওয়া হলো। তার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:

X-দ্রব্য	Y-দ্রব্য	প্রাপ্ত বিন্দু
0	70	A
40	60	B
50	50	C
60	40	D
70	0	E

ক. শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল কী? ১
খ. "বিশেষ অভাব সসীম"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে (X = 40, Y = 45) একক এবং (X = 70, Y = 60) একক উৎপাদন সম্ভব কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ A এবং B দুটি দেশ। A দেশে অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর সরকারি মালিকানা বিরাজ করে এবং উৎপাদন বণ্টনসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। অন্যদিকে, B দেশে সুদ মুক্তভাবে অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য ধনীদের সম্পদের ওপর গরিবের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. "ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. A দেশের অর্থব্যবস্থা কোন অর্থব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ? তার বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দেশ দুটির অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৩.▶ একজন ভোক্তার X দ্রব্য ভোগের পরিমাণ ও প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য নিম্নরূপ:

ভোগের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উযোগ
১ম	১০	১০
২য়	১৮	☐
৩য়	☐	৬
৪র্থ	২৮	☐
৫ম	☐	২
৬ষ্ঠ	৩০	☐
৭ম	☐	– ২

ক. পরিবর্তক দ্রব্য কী? ১
খ. স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিটির খালি ঘর পূণ করো। উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 45 - 5P$ যেখানে D = চাহিদার পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা কি শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চাহিদা সমীকরণের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৫.▶ একটি ফার্মের দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ এবং দ্রব্যের দাম নিম্নরূপ:

দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দ্রব্যের একক প্রতি দাম (P)
১	৫০
২	৪৫
৩	৪০
৪	৩৫
৫	৩০

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. কারিগরি জ্ঞান পরিবর্তন হলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ওপর কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট আয় রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন করো এবং বাজারের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করো। ৪

৬.▶

শ্রম (L) (একক)	মোট উৎপাদন (Q)
১	৪
২	১০
৩	১৪
৪	১৭

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও:

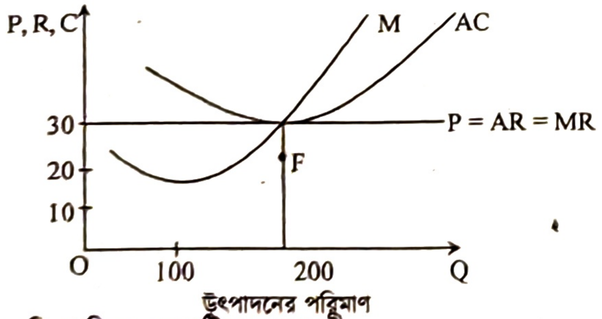

ক. দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজার কী? ১

খ. "একচেটিয়া বাজারে AR > MR"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ফার্মটির ভারসাম্য নির্ণয় করে মুনাফার পরিমাণ বের করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফার্মটি গড় ব্যয় (AC) F বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

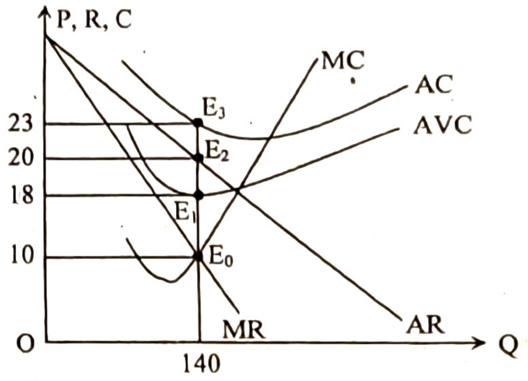

ক. ফার্ম কী? ১

খ. "ক্রেতা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিক্রেতা নয়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের AC রেখা E_2 বিন্দু দিয়ে গমন করলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ একটি অর্থনীতিতে ভোগ সমীকরণ (C) = 100 + 0.5Y, বিনিয়োগ (I) = 185, সরকারি ব্যয় (G) = 415, আমদানি (M) = 100, রপ্তানি (X) = 70।

ক. জাতীয় আয় কী? ১

খ. ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 400 এবং 120 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? —ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ 'X' একটি ব্যাংক। ব্যাংকটি আমানত গ্রহণ, বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান ও বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। এছাড়াও ব্যাংকটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসা, অনুদান, সামাজিক বনায়ন এবং গরিব মেধাবীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজ সেবায় ভূমিকা রাখছে।

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ. অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি চিহ্নিত করে এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজ সেবায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির ভূমিকা যথেষ্ট কি না যুক্তিসহকারে মতামত দাও। ৪

১১.▶ একটি দেশে মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 100, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 15, ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M') = 50 ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = 10 এবং লেনদেনের পরিমাণ (T) = 50।

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে 'নিকাশ ঘর' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে দেশটির দামস্তর নির্ণয় করো। ৩

ঘ. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে লেনদেনের পরিমাণ (T) বেড়ে 100 হলে অর্থের মূল্যের কীরূপ পরিবর্তন হবে? উদ্দীপকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	গ	৭	খ	৮	ঘ	৯	ক	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – ক

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **মানবজীবনে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতাকে কী বলে?**
ক. সম্পদের ঘাটতি খ. সীমাহীন চাহিদা
গ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ঘ. সীমাহীন অভাব

২. **সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো–**
i. জাতীয় আয় ii. সুদের হার
iii. ফার্মের মুনাফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

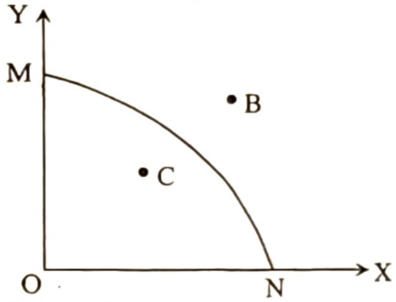

৩. **চিত্রানুযায়ী কোন বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয়?**
ক. M খ. N গ. B ঘ. C

৪. **উদ্দীপকের 'C' বিন্দুতে কী নির্দেশ করে?**
ক. অপূর্ণ নিয়োগ ও অধিক উৎপাদন
খ. পূর্ণ নিয়োগ ও অধিক উৎপাদন
গ. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও বেকারত্ব
ঘ. সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ও বেকারত্ব

৫. **চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরের কারণ–**
ক. চাহিদা বৃদ্ধি খ. চাহিদা হ্রাস
গ. চাহিদা সংকোচন ঘ. চাহিদা সম্প্রসারণ

৬. **P = AR = MR হয় নিম্নের কোন ধরনের বাজারে?**
ক. একচেটিয়ামূলক খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
গ. অলিগোপলি ঘ. ডুয়োপলি

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

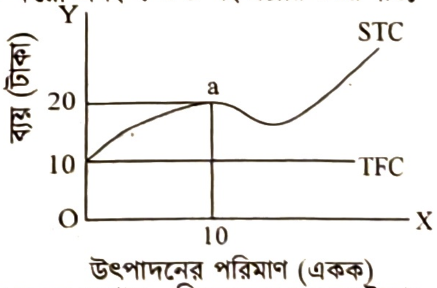

৭. **চিত্রে STC রেখার a বিন্দুতে TVC কত টাকা?**
ক. 100 খ. 150 গ. 200 ঘ. 250

৮. **STC = কত?**
ক. STC = AVC + AFC খ. STC = TFC + TVC
গ. STC = TFC + AVC ঘ. STC = AC + AVC

৯. **প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিকে কী বলে?**
ক. মোট উপযোগ খ. গড় উপযোগ
গ. পরিমাণগত উপযোগ ঘ. পর্যায়গত উপযোগ

১০. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বেশি প্রযোজ্য হয়–**
ক. কুটির শিল্প খ. ব্যবসায় গ. কৃষি ঘ. শিল্প

১১. **কোনটিতে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়?**
ক. GDP খ. GNP গ. NNP ঘ. NI

১২. **নিচের কোন ব্যয়টি সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত?**
ক. প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা
খ. সরকারি ঋণের সুদ প্রদান
গ. শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন
ঘ. বয়স্ক ভাতা প্রদান

১৩. **S = Y – C সমীকরণটি কোন ধরনের অপেক্ষক?**
ক. ভোগ খ. বিনিয়োগ গ. সঞ্চয় ঘ. আয়

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

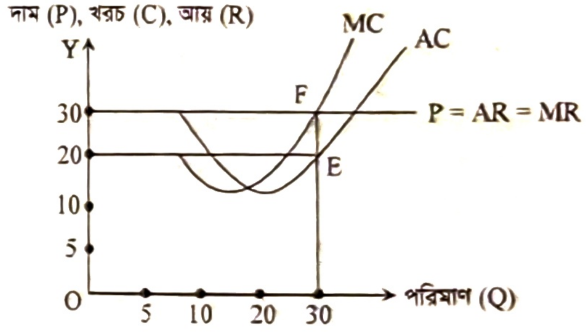

১৪. **উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মটির উৎপাদনের পরিমাণ কত?**
ক. 5 খ. 10 গ. 20 ঘ. 30

১৫. **উদ্দীপকে AC রেখা F বিন্দুতে স্পর্শ করলে কী হবে?**
ক. মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে খ. স্বাভাবিক মুনাফা
গ. অস্বাভাবিক মুনাফা ঘ. ক্ষতি

১৬. **মোবাইল ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে জরুরি–**
i. কম্পিউটার ii. মোবাইল সেট
iii. পিন কোড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. **কোনটি উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ?**
ক. মূলধন খ. ভূমি গ. সংগঠন ঘ. শ্রম

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A দেশের GDP = ৭ বিলিয়ন ডলার। আমদানি = ২ বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি = ৪ বিলিয়ন ডলার।

১৮. **A দেশের GNP কত?**
ক. ৬ খ. ৭ গ. ৮ ঘ. ৯

১৯. **A দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলাফল কী হবে?**
ক. লাভ খ. ক্ষতি
গ. অপরিবর্তিত ঘ. রপ্তানি কমবে

২০. **গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অপরিবর্তিত থাকে তাকে কী বলে?**
ক. পরামিতি খ. ধ্রুবক
গ. স্বাধীন চলক ঘ. অধীন চলক

২১. ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. ভূমি প্রকৃতির দান   ii. যোগান সীমাবদ্ধ
iii. উর্বরাশক্তির পার্থক্য আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আকরাম হোসেন ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করে ঢাকায় একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। তিনি যে ব্যাংকে কাজ করেন সেটি মুদ্রা বাজারে শীর্ষে অবস্থান করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে সরকারকেও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

২২. উদ্দীপকে কোন ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে?
ক কৃষি ব্যাংক   খ বাংলাদেশ ব্যাংক
গ সোনালী ব্যাংক   ঘ বিশেষায়িত ব্যাংক

২৩. উদ্দীপকে আলোচিত ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে?
i. ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে
ii. নগদ জমার হার পরিবর্তন করে
iii. সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় এর দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii   খ i ও ii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

২৪. কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা?
ক ৫০০ টাকার নোট   খ ৫০০ টাকার চেক
গ ৫০০ টাকার ড্রাফট   ঘ ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড

২৫. যে বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা এবং ১ জন মাত্র ক্রেতা থাকে তাকে বলে—
ক ডুয়োপলি   খ ডুয়োপসনি
গ মনোপলি   ঘ মনোপসনি

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

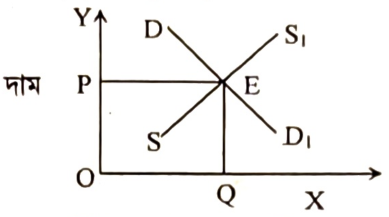

চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

২৬. বাজার ভারসাম্যের শর্ত কোনটি?
ক চাহিদা ≠ যোগান   খ চাহিদা = যোগান
গ চাহিদা > যোগান   ঘ চাহিদা < যোগান

২৭. চিত্রে E বিন্দুটির স্থানান্তর ঘটবে যদি
i. চাহিদার পরিবর্তন হয়
ii. চাহিদা ও যোগান অপরিবর্তিত থাকে
iii. যোগানের পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

২৮. সীমাবদ্ধ সম্পদের যোগান রেখার ঢাল কেমন হবে?
ক ধনাত্মক   খ ঋণাত্মক   গ অসীম   ঘ শূন্য

২৯. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ—
ক সর্বোচ্চ হয়   খ সর্বনিম্ন হয়
গ ধনাত্মক হয়   ঘ শূন্য হয়

৩০. উপযোগ নিঃশেষ করাকে কী বলে?
ক উৎপাদন   খ ভোগ   গ সঞ্চয়   ঘ বিনিয়োগ

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট   **সৃজনশীল প্রশ্ন**   পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ মি. জন-এর ব্যক্তিগত বিনিয়োগ করে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবল আগ্রহ। কিন্তু তার দেশে এর কোনো সুযোগ নেই। সেখানে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ফেসবুক বন্ধু মি. ব্রাউন নিজ উদ্যোগে বিনিয়োগ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে তার প্রতিষ্ঠানের অনেক বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। কিন্তু সেখানে শ্রেণি বৈষম্য এবং শ্রমিক শোষণ বিদ্যমান।
ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১
খ. নির্বাচন সমস্যাটি মূলত কী কারণে উদ্ভূত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. জন-এর দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মি. জন এবং মি. ব্রাউন-এর অর্থব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটিয়ে কি অর্থব্যবস্থা তৈরি করা যায়? সেই অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো। ৪

২.▶

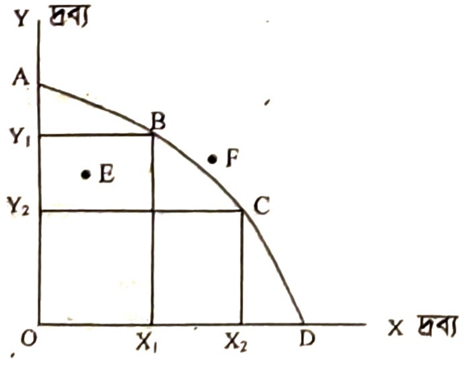

ক. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কী? ১
খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়? লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো একজন উৎপাদনকারীর পক্ষে E, F এবং C বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ চাহিদা সূচি লক্ষ করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৫	৩০ একক
১০	২০ একক
১৫	১০ একক

ক. চাহিদা কী? ১
খ. "আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উপরোক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দাম স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায়, তবে কি চাহিদা রেখার কোনো পরিবর্তন হবে? মতামত দাও। ৪

৪.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

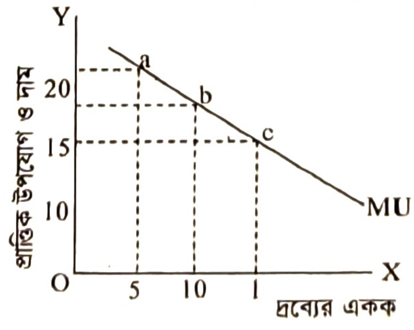

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. "দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক সমমুখী"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উক্ত চিত্র থেকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্রে MU রেখাটি ভূমি অক্ষকে ছেদ করে আরও নিচে গমন করলে, দাম ও প্রান্তিক উপযোগের কীরূপ পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ তালিকাটি লক্ষ করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ভূমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ হেক্টর	১০০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
১ "	২০০০	৫০ "	৩০ "
১ "	৩০০০	৭০ "	২০ "
১ "	৪০০০	৮০ "	১০ "

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. স্বল্পকালে স্থির খরচ থাকে কেন? ২
গ. উক্ত তালিকা হতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির রেখাচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু সমহারে বাড়ে না বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ নিচের তালিকাটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

উৎপাদনের একক (Q)	মোট আয় (TR)
১	৪০০
২	৭০০
৩	৯০০
৪	১০০০
৫	১০০০
৬	৯০০

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. সর্বদাই AC > AVC হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট আয় রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে AR ও MR রেখা অঙ্কন করো এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও। ৪

৭.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

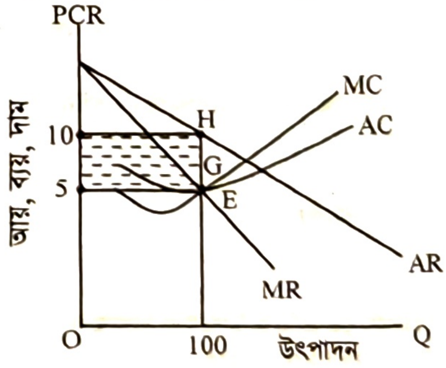

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতাকে দামের স্রষ্টা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখা H বিন্দুতে স্পর্শ করলে কী ধরনের মুনাফা অর্জিত হবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ ছকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

A	B
একজন বিক্রেতা	বহুসংখ্যা বিক্রেতা
বহুসংখ্যক ক্রেতা	বহুসংখ্যক ক্রেতা
দাম নিয়ন্ত্রণ	দ্রব্যের একটি নির্ধারিত দাম

ক. মুনাফা কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন কেন? ২
গ. A কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত বাজার দুটির মধ্যে ক্রেতারা কোন বাজারে অধিকতর সন্তুষ্টি অর্জন করে? যুক্তিসহকারে আলোচনা করো। ৪

৯.▶ জাতীয় আয়, $Y = \Sigma r + \Sigma w + \Sigma i + \Sigma \pi$
যেখানে, r = খাজনা, w = মজুরি, i = সুদ, π = মুনাফা, Σ = যোগফল।

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. জাতীয় আয় হিসাবের সময় কেবল "চূড়ান্ত দ্রব্য" অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পদ্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. জাতীয় আয় পরিমাপের এ পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশে কার্যকর কিনা তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ মি. আলম একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, যা দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে মি. শিহাবের প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ প্রদান করে।

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
গ. মি. আলম কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. শিহাবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি দেশের উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ মি. 'X' একজন অর্থনীতি বিষয়ের প্রভাষক। তিনি শ্রেণিকক্ষে মুদ্রার মূল্য ও দামস্তর-এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ-এর বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যটি হলো, "মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা ও দামস্তর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।" মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দ্রব্যের দামস্তর দ্বিগুণ হয়, কিন্তু মুদ্রার মূল্য অর্ধেক হয়।

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটির সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী মুদ্রার পরিমাণ চারগুণ হলে মুদ্রার মূল্য কত হবে? একটি গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	গ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	ক	১০	গ	১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. কোন বাজারে চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?
ক) একচেটিয়া
খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
গ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা
ঘ) অলিগোপলি

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

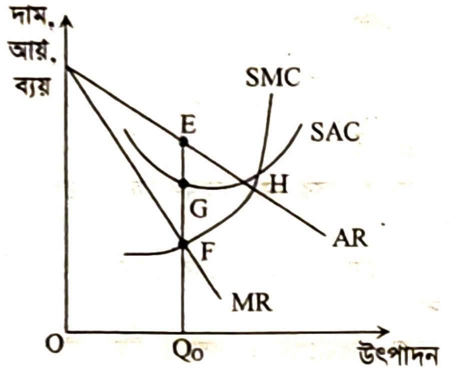

২. উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?
ক) E খ) F
গ) G ঘ) H

৩. গড় ব্যয় রেখা 'E' বিন্দুতে স্পর্শ করলে—
i. স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে
ii. অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে
iii. মোট আয়= মোট ব্যয় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. কোনটিতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক) GNP খ) GNI
গ) NNP ঘ) GDP

৫. নোট প্রচলন করে কোন ব্যাংক?
ক) জনতা ব্যাংক খ) কৃষি ব্যাংক
গ) সোনালী ব্যাংক ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক

৬. ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বানুযায়ী অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে—
i. দামস্তর দ্বিগুণ হবে
ii. দামস্তর তিনগুণ হবে
iii. অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) ৫০০ বিলিয়ন ডলার, আমদানি ১০০ বিলিয়ন ডলার ও রপ্তানি ২০০ বিলিয়ন ডলার।

৭. দেশটির GNP কত বিলিয়ন ডলার?
ক) ৪০০ খ) ৫০০
গ) ৬০০ ঘ) ৭০০

৮. উদ্দীপকের আমদানি ব্যয় কত হলে GNP = GDP হবে?
ক) ৫০০ খ) ৪০০ গ) ৩০০ ঘ) ২০০

৯. অর্থের বিনিময় সমীকরণ কোনটি?
ক) MV > PT খ) MV = PT
গ) MV < PT ঘ) M'V' = MV

১০. সরকারি নোট কোনটি?
ক) ২ টাকা খ) ৫০ টাকা
গ) ১০০ টাকা ঘ) ২০০ টাকা

১১. অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে কী বলে?
ক) দুষ্প্রাপ্যতা খ) নির্বাচন
গ) চাহিদা ঘ) যোগান

১২. প্রত্যেক সমাজে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কয়টি?
ক) ৫ খ) ৪ গ) ৩ ঘ) ২

১৩. কোন অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে?
ক) ধনতান্ত্রিক খ) মিশ্র
গ) নির্দেশমূলক ঘ) ইসলামি

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

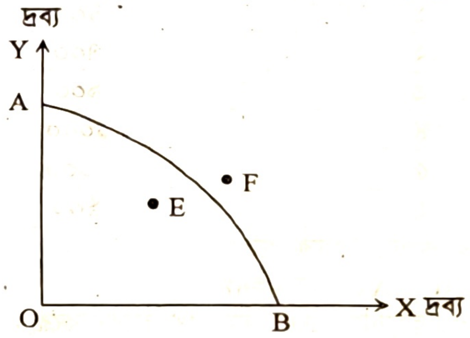

১৪. 'X' দ্রব্যের উৎপাদন শূন্য হলে 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন কত?
ক) O খ) OB
গ) AB ঘ) OA

১৫. উদ্দীপকের কোন বিন্দুতে সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশ করে?
ক) A খ) B গ) E ঘ) F

১৬. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা যে অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—
i. ধনতান্ত্রিক ii. মিশ্র
iii. নির্দেশমূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৭. কোন পরিস্থিতিতে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়?
ক) মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে
খ) মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লে
গ) মোট উপযোগ হ্রাস পেলে
ঘ) মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে

১৮. চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে কী বলে?
ক) চাহিদা রেখা খ) চাহিদা সূচি
গ) ব্যক্তিগত চাহিদা ঘ) চাহিদা সমীকরণ

ছকটি দেখো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কমলা (একক)	মোট উপযোগ (ইউটিল)
১ম	১০
২য়	১৯
৩য়	২৭
৪র্থ	৩৪

১৯. ৩য় একক কমলায় প্রান্তিক উপযোগ কত ইউটিল?
ⓚ ৭ ⓚ ৮ ⓖ ৯ ⓖ ১০

২০. উদ্দীপকে কার্যকর বিধির ক্ষেত্রে বিবেচ্য—
i. নির্দিষ্ট সময় ii. ভোক্তার আয়, রুচি স্থির
iii. উপযোগ পর্যায়গতভাবে পরিমাপযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. কোনটি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র?
ⓚ $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{Q}{P}$ ⓚ $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$
ⓖ $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \div \frac{P}{Q}$ ⓖ $E_P = \frac{\Delta P}{\Delta Q} \div \frac{P}{Q}$

২২. কালি ও কলম কোন ধরনের দ্রব্য?
ⓚ পরিবর্তক ⓚ ভেবলেন
ⓖ পরিপূরক ⓖ নিকৃষ্ট

২৩. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

২৪. অর্থনীতিতে ভূমি বলতে বোঝায়—
i. ভূ-পৃষ্ঠ ii. বাতাস
iii. দালান কোঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

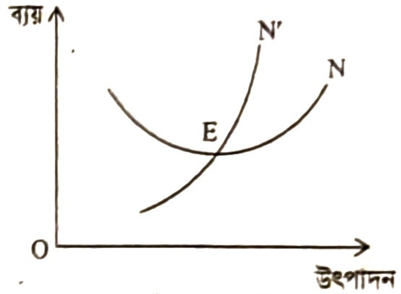

২৫. উদ্দীপকে N' ও N রেখা যথাক্রমে কী নির্দেশ করে?
ⓚ গড় আয় ও গড় ব্যয় ⓚ প্রান্তিক আয় ও ব্যয়
ⓖ মোট আয় ও মোট ব্যয় ⓖ প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়

২৬. উদ্দীপকে যে সম্পর্কটি প্রকাশ পায় তা হলো—
i. E' বিন্দুতে N = N ii. E' বিন্দুর বামে N' > N
iii. E' বিন্দুর ডানে N < N'
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৭. কোনো দ্রব্যের প্রতিটি এককের মূল্যকে কী বলে?
ⓚ মোট ব্যয় ⓚ মোট ব্যয়
ⓖ গড় আয় ⓖ গড় ব্যয়

২৮. কোনটি শ্রম নয়?
ⓚ শ্রমিকের কাজ ⓚ শিক্ষকের কাজ
ⓖ ঝাড়ুদারের কাজ ⓖ গৃহিণীর কাজ

২৯. P = AR = MR হয়—
i. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে
ii. একচেটিয়া বাজারে
iii. বাজারে দাম স্থির থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কয় প্রকার?
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶

ধান (একক)	পাট (একক)
০০	৫০
৩০	৪০
৪০	৩০
৫০	০০

ক. অর্থনীতিতে নির্বাচন কী? ১
খ. অর্থনীতিতে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. ধানের উৎপাদন ৩০ একক অবস্থায় পাটের উৎপাদন ৩০ একক উৎপাদন সম্ভব কি না? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.▶ পুষ্পিতা, একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 'X' দেশে গমন করল। সে দেশে নাগরিকদের জীবন খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। সেখানে সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। সেখানে তার নিজের দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগেরও সুযোগ আছে।

ক. সম্পদ কী? ১
খ. "সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পুষ্পিতার দেশের সাথে 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনা করো। ৪

৩.▶ $Q_s = -5 + 5p$
যেখানে, Q_s = যোগানের পরিমাণ, P = দাম।

ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. চাহিদা রেখা কি সর্বদাই ডানদিকে নিম্নগামী? ২
গ. উদ্দীপক হতে একটি যোগানরেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. দাম ৪ ও ৫ বিবেচনা করে প্রদত্ত অপেক্ষক থেকে যোগানের স্থিতিস্থাপককতা নির্ণয় করো এবং মন্তব্য করো। ৪

৪. ▶

দ্রব্য (একক)	মোট উপযোগ (একক)
১ম	১০
২য়	১৬
৩য়	২০
৪র্থ	২০

ক. চাহিদার সংকোচন কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ কখন শূন্য হয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত উপযোগ বিধিটি কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫. ▶

উৎপাদন (Q) একক	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	১০০	৬০
২	১০০	১০০
৩	১০০	২৬০
৪	১০০	৫০০

ক. মোট আয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় (AC) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে MC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৪

৬. ▶

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) (একক)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)
৩	৩০০	১০০
৪	৪০০	১০০
৫	৫০০	১০০
৬	৬০০	১০০

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. কখন P = AR = MR হয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক আয় (MR) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় কমতে থাকে তবে তা উদ্দীপকের বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৭. ▶

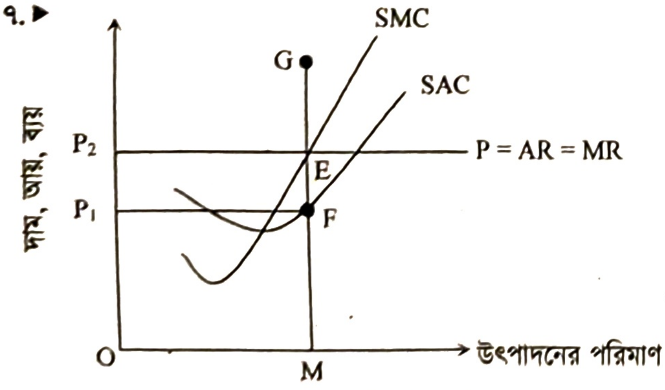

ক. ডুয়োপলি কী? ১
খ. একচেটিয়া কারবারি কীভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? ২
গ. উদ্দীপক থেকে মোট মুনাফা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. SAC রেখা যদি 'G' বিন্দুতে স্পর্শ করে তবে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮. ▶

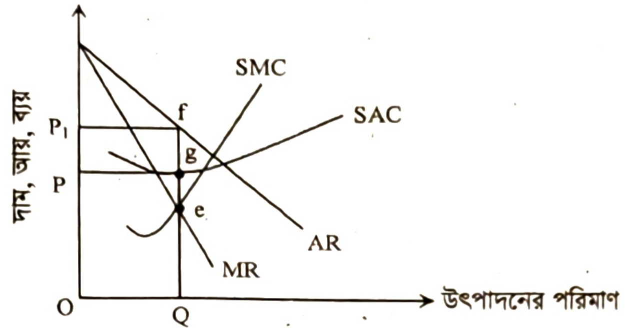

ক. মনোপসনি কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মকে দাম গ্রহীতা বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ফার্মের মুনাফা নির্ণয় করো এবং উক্ত মুনাফা কোন ধরনের? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফা কি সকল ক্ষেত্রে অর্জন করা সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৯. ▶ $C = 50 + 0.5Y, I = 100, G = 200$
যেখানে, C = ভোগব্যয়, Y = জাতীয় আয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।

ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? ১
খ. প্রবাসীদের আয় GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১০. ▶ নিট জাতীয় আয় (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা।
অবচয় ব্যয় (DC) = ২,০০০ কোটি টাকা।
নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা।

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে GDP নির্ণয় করো। ৩
ঘ. নিট রপ্তানি শূন্য হলে উদ্দীপকের GNP ও GDP-এর মধ্যে কী পরিবর্তন আসবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. ▶ পলি ও মলি দুই বোন। পলি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যাকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয়। এটি নোট প্রচলন, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণও করে। মলি অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন যেটি জনগণের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

ক. নিকাশ ঘর কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
গ. পলি কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন? চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. পলি ও মলির আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	খ	২	খ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – খ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. কোনটিতে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক GDP খ NNP গ NDP ঘ GNP

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' দেশ 'খ' দেশ থেকে ঋণ নিয়ে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সেখানে উভয় দেশের শ্রমিকরা কর্মরত। 'খ' দেশের শ্রমিকরা প্রতি মাসে তাদের আয় তাদের নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়।

২. উদ্দীপকের 'ক' দেশের GNP তে কোনটি অন্তর্ভুক্ত হবে?
ক 'ক' দেশের শ্রমিকদের আয়
খ 'খ' দেশের শ্রমিকদের আয়
গ 'ক' দেশে 'খ' দেশের বিনিয়োগকৃত অর্থ
ঘ ওপরের সবগুলো

৩. উদ্দীপকের 'খ' দেশের GNP তে অন্তর্ভুক্ত হবে—
i. 'ক' দেশে কর্মরত 'খ' দেশের শ্রমিকদের আয়
ii. 'ক' দেশের 'খ' দেশের বিনিয়োগকৃত অর্থ
iii. 'ক' দেশের শ্রমিকদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা?
ক ২ টাকার নোট খ ১০ টাকার নোট
গ ১০০ টাকার নোট ঘ ১০০০ টাকার নোট

৫. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?
ক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি খ আমানত গ্রহণ
গ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঘ ঋণ প্রদান

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি দেশের বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 200
ব্যাংকসৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M') = 100
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = 5
মোট লেনদেনের পরিমাণ (T) = 100
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = 5

৬. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) কত হবে?
ক 5 খ 10 গ 15 ঘ 20

৭. ঐ দেশে যদি বিহিত মুদ্রা (M) ও ব্যাংকসৃষ্ট মুদ্রা (M') দ্বিগুণ হয় তবে দামস্তর (P) কত হবে?
ক 10 খ 15 গ 20 ঘ 30

৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হলো—
i. ঋণের রেশনিং ii. নৈতিক প্ররোচনা
iii. খোলাবাজার নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. দ্রব্য-সামগ্রীর দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয় যে অর্থব্যবস্থায়—
i. ইসলামি ii. ধনতান্ত্রিক
iii. মিশ্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. অর্থনীতির যমজ সমস্যাদ্বয় কোনটি?
ক স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা ও বাজার ভারসাম্য
খ সামাজিক কল্যাণ ও নির্বাচন সমস্যা
গ দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন সমস্যা
ঘ দুষ্প্রাপ্যতা ও স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা

১১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো—
i. ভোক্তার স্বাধীনতা ii. শ্রেণি-শোষণহীনতা
iii. উদ্যোগের স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

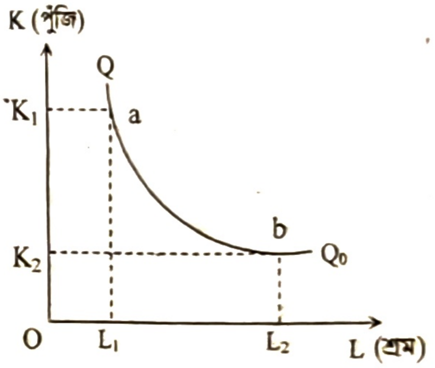

QQ_0 (= সম উৎপাদন রেখা)

১২. উদ্দীপকে কোন মৌলিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে?
ক কী উৎপাদন করা হবে
খ কতটুকু উৎপাদন করা হবে
গ কার জন্য উৎপাদন করা হবে
ঘ কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

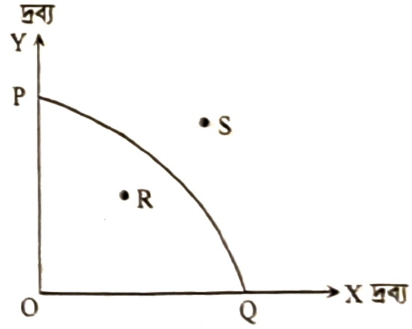

১৩. উদ্দীপকে Y দ্রব্যের পরিমাণ শূন্য (0) হলে X দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ কত?
ক 0 (শূন্য) খ OP গ OQ ঘ PQ

১৪. উদ্দীপকে S বিন্দু কী নির্দেশ করে?
ক পূর্ণ নিয়োগ ও অধিক উৎপাদন
খ অপূর্ণ নিয়োগ ও অধিক উৎপাদন
গ অর্জনযোগ্য উৎপাদন
ঘ অ-অর্জনযোগ্য উৎপাদন

১৫. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ কত হবে?
ক শূন্য খ ঋণাত্মক গ ধনাত্মক ঘ অসীম

১৬. স্বাধীন চলকের সাথে অধীন চলকের সম্পর্ককে কী বলা হয়?
ক ধ্রুবক খ পরামিতি গ ঢাল ঘ অপেক্ষক

১৭. $Q_d = 30 - 3P$ (যেখানে Q_d = চাহিদার পরিমাণ P = দ্রব্যের দাম।)
সমীকরণে P-এর মান 3 হলে Q_d = কত?
ⓚ 3 ⓚ 21 ⓖ 27 ⓖ 30

১৮. চিনি ও গুড় পরস্পর কোন ধরনের দ্রব্য?
ⓚ পরিবর্তক দ্রব্য ⓚ পরিপূরক দ্রব্য
ⓖ গিফেন দ্রব্য ⓖ ভেবলেন দ্রব্য

ছকটি দেখো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৫	১০
১০	১০

১৯. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
ⓚ ০ ⓚ $\frac{১}{২}$ ⓖ ১ ⓖ ∝

২০. সূচিতে প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করলে তার আকৃতি হবে—
ⓚ ডানদিকে নিম্নগামী ⓚ ডানদিকে উর্ধ্বগামী
ⓖ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓖ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

২১. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
ⓚ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা ⓚ নতুন দ্রব্য সৃষ্টি করা
ⓖ নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা ⓖ উপকরণ ব্যবহার করা

২২. স্বল্পকালে কোনটি পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost)?
ⓚ ফার্মের জমি ক্রয়ে ব্যয় ⓚ বাড়িভাড়া বাবদ ব্যয়
ⓖ যন্ত্রপাতি ক্রয়জনিত ব্যয় ⓖ কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যয়

ছকটি দেখো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভূমির পরিমাণ স্থির অবস্থায় শ্রম বাড়িয়ে বিভিন্ন সংমিশ্রণে নিচের উৎপাদন সূচি:

সংমিশ্রণ	পরিবর্তনীয় উপাদান (শ্রম)	মোট উৎপাদন (একক)
১ম	১	১৫
২য়	২	২৫
৩য়	৩	৩২
৪র্থ	৪	৩৫

২৩. ৪র্থ সংমিশ্রণে প্রান্তিক উৎপাদন কত একক?
ⓚ ৩৫ ⓚ ২০ ⓖ ৯ ⓖ ৩

২৪. উদ্দীপকের তথ্য প্রকাশ করে—
i. সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. পরিবর্তনীয় উৎপাদন সমজাতীয়
iii. উৎপাদন কৌশল স্থির
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫. যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা একজন এবং বিক্রেতা অসংখ্য থাকে, সে বাজারকে বলে—
ⓚ মনোপলি ⓚ অলিগোপলি
ⓖ ডুয়োপসনি ⓖ মনোপসনি

২৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যের শর্ত হলো—
i. MC = MR
ii. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল
iii. MR রেখার ঢাল > MC রেখার ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓖ i, ii ও iii

২৭. অর্থনীতিতে বাজারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়—
i. আয়তনের ভিত্তিতে ii. উৎপাদনের ভিত্তিতে
iii. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

ছকটি দেখো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
1	10
2	20
3	30
4	40

২৮. উদ্দীপকটি কোন বাজারের সাথে সম্পর্কিত?
ⓚ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা ⓚ একচেটিয়া
ⓖ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓖ অলিগোপলি

২৯. উদ্দীপক অনুযায়ী—
i. MR = P ii. TR = P
iii. দাম নির্দিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. উন্মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি?
ⓚ C + I ⓚ C + I + G
ⓖ C + I + G + (X + M) ⓖ C + I + G + (X − M)

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ রফিক মিয়ার এক বিঘা জমিতে ধান উৎপাদন হয় ৩০ মণ। আবার পাট উৎপাদন করলে হয় সর্বোচ্চ ২০ মণ। সে তাঁর জমিতে একই পরিমাণ ধান উৎপাদনের জন্য ২ একক শ্রম ও ১০ একক পুঁজি ব্যবহার করে। আবার ৮ একক শ্রম ও ১ একক পুঁজিও ব্যবহার করতে পারে। শ্রম ও পুঁজির সংমিশ্রণের পরিবর্তনে এর উৎপাদনের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না।
ক. দাম প্রক্রিয়া কী? ১
খ. সম্পদের স্বল্পতা কেন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধান ও পাট উৎপাদনের সংযোগ রেখা অঙ্কন করো এবং সংজ্ঞায়িত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রম ও পুঁজির দুটি সংমিশ্রণের মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ নিচের তথ্যসূত্রের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

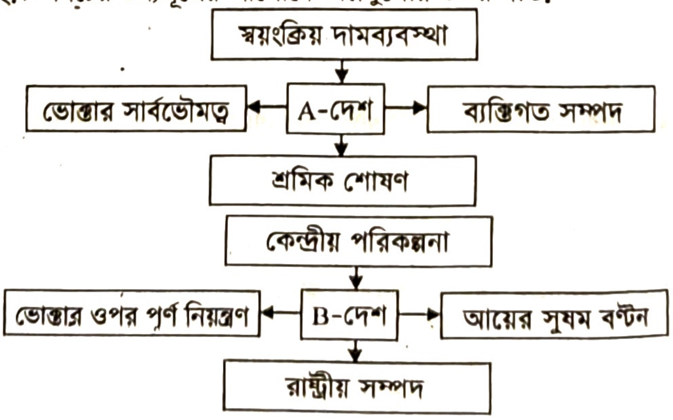

ক. দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity) কাকে বলে? ১
খ. নির্বাচন কেন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত A ও B দেশের অর্থব্যবস্থাকে উদাহরণসহ চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. A ও B দেশের অর্থব্যবস্থার সমন্বয়ে আরও কোনো অর্থব্যবস্থার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	10	10
2		8
3	24	
4		4
5	30	
6		0

ক. ঢাল (Slope) কাকে বলে? ১
খ. গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা কেন উর্ধ্বগামী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের খালি ঘরে উপযুক্ত তথ্য বসিয়ে সূচিটি পূর্ণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ হাসান সাহেব বাজার থেকে নিম্নরূপ চাহিদা সূচি অনুযায়ী X ও Y দ্রব্য ক্রয় করেন:

দাম (P)	X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (DX)	Y দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (DY)
১০	১২০	১০০
১৫	৮০	৯০

ক. চাহিদার নির্ধারক কী? ১
খ. যোগান ও মজুদের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. X ও Y দ্রব্যের মধ্যে কোনটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট ব্যয় (TC)
1	10	14
2	10	20
3	10	24
4	10	40
5	10	60

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. যখন MC > AC হয় তখন মোট খরচ কীভাবে পরিবর্তন হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে TVC রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে AC ও MC-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

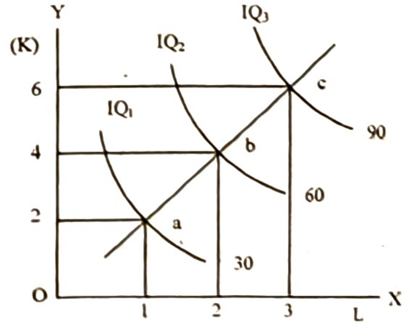

ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কী ধরনের মাত্রা গড় উৎপাদন কার্যকর আছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে IQ_2 এবং IQ_3 নির্দেশিত উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 70 এবং 120 হলে মাত্রাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ নিচের চিত্রে A ও B বাজারের AR ও MR রেখা দেখানো হলো:

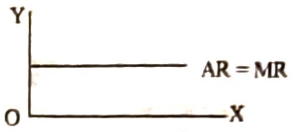

চিত্র: A বাজার

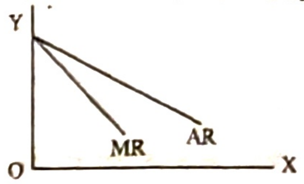

চিত্র: B বাজার

ক. মনোপসনি কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না কেন? ২
গ. চিত্রে A ও B কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. A বাজারের ভারসাম্য ব্যাখ্যা করো যখন AC রেখা AR রেখার ওপরে অবস্থান করে। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

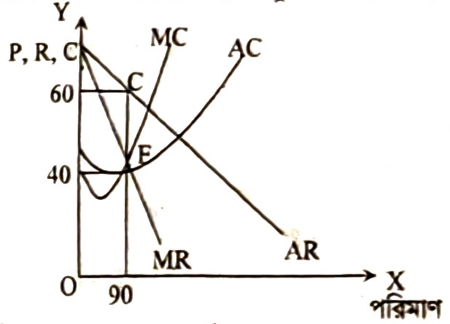

ক. ফার্মের ভারসাম্যের প্রথম শর্ত (necessary condition) কী? ১
খ. AR রেখা কখন নিম্নগামী হয়? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মটির মুনাফা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখা C বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্ম কী ধরনের মুনাফা লাভ করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ:

$Y = C + I + G$
$I = 20$
$G = 50$
$C = 100 + 0.4Y$

ক. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কী? ১
খ. কোন অবস্থায় GNP > GDP হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. ভারসাম্য জাতীয় আয় উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ 'X' এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ঐ দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং নোট প্রচলন করে। 'Y' অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং ঋণ প্রদান করে থাকে। উভয় প্রতিষ্ঠান দেশের প্রয়োজনে কাজ করলেও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিন্ন।

ক. অর্থের প্রচলন গতি কী? ১
খ. কেন মানুষের অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়? ২
গ. X ও Y কী ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উভয় প্রতিষ্ঠান দেশের প্রয়োজনে কাজ করলেও তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভিন্ন"— উক্তিটির সত্যতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ কোনো একটি দেশের অর্থ বাজারের তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:

বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 200
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 10
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M') = 100
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা প্রচলন গতি (V') = 5
ক্রয়কৃত দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ (T) = 100

ক. অর্থের ফটকা চাহিদা কী? ১
খ. অর্থকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর কত হবে? ৩
ঘ. উদ্দীপকে M = 400 এবং M' = 200 হলে অর্থের মূল্যের ওপরে কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																													
	১	ক	২	ক	৩	ক	৪	ক	৫	গ	৬	গ	৭	ঘ	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১. **স্থির ব্যয়কে কী ব্যয় বলে?**
ক) প্রাথমিক ব্যয় খ) যৌগিক ব্যয়
গ) পরিপূরক ব্যয় ঘ) পরিবর্তক ব্যয়

২. **আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরি হলে কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?**
ক) রূপগত খ) সেবাগত
গ) স্থানগত ঘ) সময়গত

৩. **চলক হলো—**
i. গতিশীল রাশি
ii. স্থিতিশীল রাশি
iii. X, Y, Z ইংরেজি বর্ণমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইরার বাবা ফলের মৌসুমের শুরুতে বাজার হতে কিছু লিচু কিনে আনলেন। ইরা পর পর পাঁচটি লিচু খেয়ে নিম্নরূপ উপযোগ পেল:

লিচু	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
প্রান্তিক উপযোগ	২০	১৫	১০	৫	০

৪. **প্রথম তিনটি লিচু ভোগ করে ইরার প্রাপ্ত উপযোগ কত?**
ক) ২০ খ) ২৫
গ) ৩০ ঘ) ৪৫

৫. **ইরার ক্ষেত্রে—**
i. লিচুর ভোগ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেয়েছে
ii. লিচুর ভোগ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ হ্রাস পেয়েছে
iii. ৫ম একক ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. **চাহিদা রেখা ডানে এবং ওপরে স্থানান্তর হতে পারে—**
i. ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে
ii. ভোক্তার আয় বৃদ্ধির ফলে
iii. বিকল্প দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে P = ?**
ক) AR = MR খ) AR > MR
গ) AR < MR ঘ) AR = MC

৮. **কীসের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি হয়?**
ক) ভোগের খ) অর্থ ব্যয়ের
গ) সঞ্চয়ের ঘ) বিনিময়ের

৯. **এক টাকার নোট ইস্যু করে কে?**
ক) মহাব্যবস্থাপক খ) গভর্নর
গ) অর্থ সচিব ঘ) অর্থমন্ত্রী

১০. **যেসব উৎপাদকের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে কী বলে?**
ক) প্রাথমিক দ্রব্য খ) প্রাক-প্রাথমিক দ্রব্য
গ) চূড়ান্ত দ্রব্য ঘ) মাধ্যমিক দ্রব্য

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

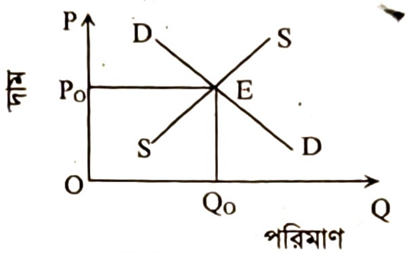

১১. **উদ্দীপকের E বিন্দুতে কী নির্ধারিত হয়?**
ক) ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ খ) ভারসাম্য মজুরি
গ) ভারসাম্য উৎপাদন ঘ) ভারসাম্য জাতীয় আয়

১২. **উদ্দীপকে চাহিদা রেখা ডানে স্থানান্তরিত হলে—**
i. দাম বাড়বে ii. পরিমাণ বাড়বে
iii. দাম এবং পরিমাণ উভয় বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. **চা ও কফি, চিনি ও গুড় একে অপরের—**
ক) সম্পূরক খ) পরিপূরক
গ) পরিবর্তক ঘ) সম্পর্কহীন

১৪. **আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে কোনটি এগিয়ে?**
ক) এটিএম ব্যাংকিং খ) ই-ব্যাংকিং
গ) মোবাইল ব্যাংকিং ঘ) চিরাচরিত ব্যাংকিং সেবা

১৫. **ফটকা চাহিদা কীসের ওপর নির্ভরশীল?**
ক) সুদের হার খ) আয়
গ) বিনিয়োগ ঘ) সঞ্চয়

১৬. **বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?**
ক) ধনতান্ত্রিক খ) মিশ্র
গ) নির্দেশমূলক ঘ) ইসলামি

১৭. **গায়কের গান কোন ধরনের উপযোগ?**
ক) সেবাগত খ) স্থানগত
গ) সময়গত ঘ) রূপগত

১৮. **মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি হয়ে থাকে—**
i. দুষ্প্রাপ্যতা ii. সম্পদের বিকল্প ব্যবহার
iii. নির্বাচন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শাহিন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে টাকার অভাবে অনেক সময় না খেয়ে থাকে। না খেয়ে থাকাতে তার শরীরে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। বর্তমানে বিশ্বে শাহিনের মতো অনেক শিশু প্রায় না খেয়ে থাকে।

১৯. অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শাহিনের খাবারের চাহিদাকে কী বলা যায়?
ক নির্বাচন খ অভাব
গ দুষ্প্রাপ্যতা ঘ বণ্টন

২০. শাহিনের মতো শিশুদের না খেয়ে থাকার জন্য প্রধানত দায়ী—
i. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ii. অসীম অভাব
iii. শিশুদের প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে কোনো একটি বিন্দুতে কী প্রকাশ করে?
ক অপূর্ণ নিয়োগ খ পূর্ণ নিয়োগ
গ সম্পদের স্বল্পতা ঘ সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

২২. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অদৃশ্য শক্তি হলো—
i. শ্রমিক শ্রেণি ii. ক্রেতা ও বিক্রেতা
iii. চাহিদা ও যোগান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি?
ক মূলধন খ ভূমি
গ সংগঠন ঘ শ্রম

২৪. কোন বাজারের পণ্য সমজাতীয়?
ক অপূর্ণ প্রতিযোগিতার খ পূর্ণ প্রতিযোগিতার
গ মনোপসনি ঘ একচেটিয়া

২৫. সামগ্রিক আয়ের উৎস হলো—
i. শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্য ও কল্যাণ তহবিল
ii. সামাজিক বিমা অবদান
iii. পেনশন তহবিল নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

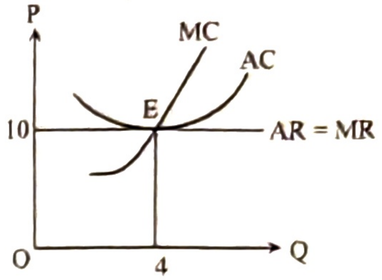

২৬. চিত্রানুযায়ী মোট আয় কত?
ক ১০ খ ২০ গ ৩০ ঘ ৪০

২৭. চিত্রে E বিন্দুতে—
i. দাম = গড় আয় ii. দাম = গড় ব্যয়
iii. গড় আয় = গড় ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. কে উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করে?
ক ভূমি খ শ্রম
গ সংগঠক ঘ মূলধন

২৯. ফার্মের পরিধি শিল্পের তুলনায়—
i. ক্ষুদ্র ii. সীমিত iii. বিস্তৃত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. একক ও অংশীদারি ব্যবসা হতে অর্জিত নিট আয়কে কী বলে?
ক কর্পোরেট আয় খ প্রোপ্রাইটরি আয়
গ ডিভিডেন্ট ঘ অবণ্টিত কর্পোরেট মুনাফা

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶

A দ্রব্য (একক)	B দ্রব্য (একক)
০	৪০
১০	৩০
৩০	১০
৪০	০

ক. দাম প্রক্রিয়া কী? ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মন্দা কীভাবে নির্দেশ করে— তা ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ ভ্রমণ পিপাসু এক ব্যক্তি এমন একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দেন, যে দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিময় সবকিছু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু তার নিজ দেশে শুধু সরকার নয়, বেসরকারি উদ্যোগেও বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।
ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১
খ. শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ব্যক্তির নিজ দেশের অর্থব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ চাহিদা অপেক্ষক $Qd = 60 - 10P$
যোগান অপেক্ষক $Qs = 30 + 5P$
পরিবর্তিত যোগান অপেক্ষক, $Qs' = 15 + 5P$
এখানে, P = দ্রব্যের দাম, Qd = চাহিদার পরিমাণ, Qs = যোগানের পরিমাণ।
ক. চাহিদা কী? ১
খ. পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন হবে? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চাহিদা স্থির থেকে যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাপের ওপর কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ:

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১৮
২য়	১৫
৩য়	১০

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ
৪র্থ	৬
৫ম	৪
৬ষ্ঠ	০
৭ম	– ৪

ক. গিফেন দ্রব্য কী? ১
খ. স্বর্ণের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট উপযোগের একটি সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিধিটি কার্যকর? তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶

জমির পরিমাণ	উপকরণ (শ্রম)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ একর	১ জন	৫০ মণ	৫০ মণ
১ একর	২ জন	৯০ মণ	৪০ মণ
১ একর	৩ জন	১২০ মণ	৩০ মণ
১ একর	৪ জন	১৪০ মণ	২০ মণ

ক. গড় ব্যয় কী? ১
খ. স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো কী কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিতে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কৃষি ছাড়া আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৬.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

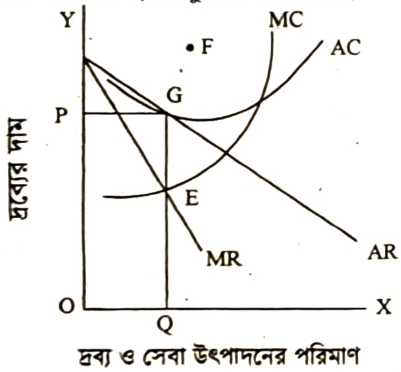

ক. ফার্ম কী? ১
খ. কোন বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়? কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের মুনাফা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি AC রেখা F বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তবে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হবে? চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

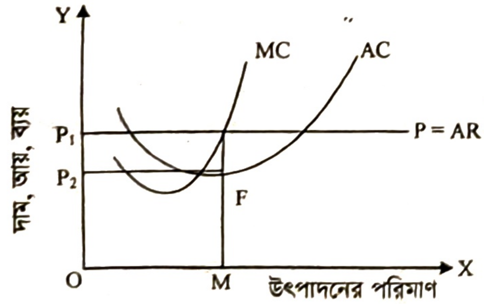

ক. ডুয়োপলি বাজার কী? ১
খ. 'পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মকে 'দাম গ্রহীতা' বলা হয়'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ফার্মটির স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় রেখা কোন বিন্দুতে স্পর্শ করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ Z দেশের ভোগ ব্যয় অপেক্ষক: $C = 100 + 0.5Y$
বিনিয়োগ ব্যয়, $I = 100$
সরকারি ব্যয়; $G = 100$
পরিবর্তিত বিনিয়োগ ব্যয়, $I' = 150$

ক. অবচয় ব্যয় কী? ১
খ. GDP ও GNP-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. বিনিয়োগের পরিবর্তনে ভারসাম্য ভোগ ব্যয় ও জাতীয় আয়ের যে পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ 'K' দেশের বিহিত মুদ্রার পরিমাণ $(M) = 2000$, বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি $(V) = 5$, ঋণপত্রের পরিমাণ $(M') = 1000$, ঋণপত্রের প্রচলন গতি $(V') = 2$ এবং বাণিজ্যের পরিমাণ $(T) = 100$। এখন V, V' এবং T স্থির অবস্থায় M ও M' দ্বিগুণ হয়।
অর্থের মূল্য $V_m = \frac{1}{P}$।

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. 'নিকাশ ঘর' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রাথমিক ও পরিবর্তিত অবস্থায় V_m নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ মি. সিরাজুল এমন একটি ব্যাংকে চাকরি করেন, সেই ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও নিকাশ ঘর সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে মি. মিজান যে ব্যাংকে চাকরি করেন সেই ব্যাংকটি আমানত গ্রহণ, ঋণ আমানত সৃষ্টি ও মূলধন গঠন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালন করে।

ক. অর্থের চাহিদা কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে মি. মিজান ও মি. সিরাজুল কোন ধরনের ব্যাংকে কাজ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. সিরাজুল যে ব্যাংকে কাজ করেন সে ব্যাংক কী উপায়ে অন্যান্য ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ একজন ভোক্তার একটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ:

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৬০	৮০
৫০	১০০

ক. পরামিতি কী? ১
খ. চাহিদা কি শুধুই দামের ওপর নির্ভর করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিরূপণ করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

উত্তর																														
	১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	গ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ক	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সেট – ঘ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. গড় আয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

(ক) $AR = \frac{TU}{Q}$ (খ) $AR = \frac{TR}{Q}$

(গ) $AR = \frac{TP}{Q}$ (ঘ) $AR = \frac{TC}{Q}$

২. AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে—

i. MC সর্বোচ্চ ii. MC রেখা ঊর্ধ্বগামী

iii. AC = MC

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. মনোপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কত?

(ক) ০ (খ) ১

(গ) ২ (ঘ) অসীম

৪. বাজার ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি?

(ক) AR = AC (খ) AR = MR

(গ) TR = TC (ঘ) MR = MC

৫. $Q_s = -5 + 10P$ যোগান সমীকরণে—

i. Q_s = অধীন চলক

ii. P = স্বাধীন চলক

iii. 5 = ধ্রুবক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

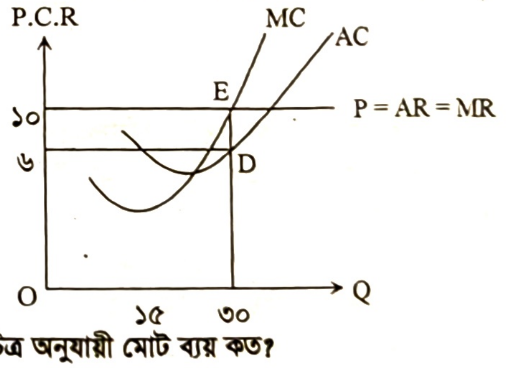

৬. চিত্র অনুযায়ী মোট ব্যয় কত?

(ক) ৬ (খ) ১০

(গ) ১৮০ (ঘ) ৩০০

৭. চিত্রে E বিন্দুতে—

i. দাম = গড় ব্যয়

ii. দাম= প্রান্তিক ব্যয়

iii. প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি?

(ক) C = a + by (খ) C = a – by

(গ) C = – a – by (ঘ) C = – a + by

৯. কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য?

(ক) ভাত (খ) ধান

(গ) গম (ঘ) ময়দা

১০. একটি দেশের GNP = ২০০, CCA = ৯০ হলে দেশটির NNP কত?

(ক) ৯০ (খ) ১১০

(গ) ২০০ (ঘ) ২৯০

১১. কোন উপাদানটি বন্ধ অর্থনীতিতে নেই?

(ক) ভোগ ব্যয় (C) (খ) বিনিয়োগ ব্যয় (I)

(গ) সরকারি ব্যয় (G) (ঘ) নিট রপ্তানি (X_n)

১২. C = ২০০, I = ১০০, G = ৫০, হলে মোট জাতীয় আয় কত?

(ক) ২০০ (খ) ২৫০

(গ) ৩০০ (ঘ) ৩৫০

১৩. সঞ্চয় নির্ভর করে—

i. ব্যয়ের ওপর

ii. আয়ের ওপর

iii. আমানতের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত কয় পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

১৫. সসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি?

(ক) ৫০ টাকা (খ) ২০ টাকা

(গ) ১০ টাকা (ঘ) ৫ টাকা

১৬. দামস্তর বৃদ্ধি পেলে—

(ক) অর্থের মূল্য বাড়ে (খ) অর্থের মূল্য কমে

(গ) অর্থের মূল্য শূন্য হয় (ঘ) অর্থের মূল্য স্থির থাকে

১৭. পি.এ. স্যামুয়েলসনের মতে, মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সংখ্যা—

(ক) ১ (খ) ২

(গ) ৩ (ঘ) ৪

১৮. অবাধ প্রতিযোগিতা কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?

(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (খ) নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা

(গ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা (ঘ) ইসলামি অর্থব্যবস্থা

১৯. কোনটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক?

(ক) চাহিদা (খ) উৎপাদন

(গ) বণ্টন (ঘ) জাতীয় আয়

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

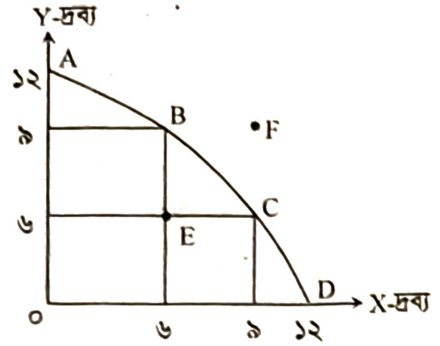

২০. **A বিন্দুতে X দ্রব্যের উৎপাদন কত?**
ⓚ ০ ⓚh ৬
ⓖ ৯ ⓖh ১২

২১. **চিত্রে অ-অর্জনযোগ্য বিন্দু কোনটি?**
ক B খ C
গ E ঘ F

২২. **নিচের কোনটি বাজার ভারসাম্যকে নির্দেশ করে?**
ক চাহিদা > যোগান খ চাহিদা = যোগান
গ চাহিদা < যোগান ঘ চাহিদা ≠ যোগান

২৩. **চাহিদার শর্ত কোনটি?**
ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৪

২৪. **আইনজীবীর আইন সহায়তা কোন ধরনের উপযোগ?**
ক রূপগত উপযোগ খ সেবাগত উপযোগ
গ স্থানগত উপযোগ ঘ স্বত্বগত উপযোগ

২৫. **Q = a – bp কী ধরনের অপেক্ষক?**
ক চাহিদা অপেক্ষক খ যোগান অপেক্ষক
গ আয় অপেক্ষক ঘ ব্যয় অপেক্ষক

২৬. **প্রান্তিক উপযোগ যখন ঋণাত্মক হয় তখন মোট উপযোগ–**
ক বাড়ে খ কমে
গ স্থির থাকে ঘ শূন্য হয়

২৭. **উৎপাদনের চিরস্থায়ী উপাদান হলো–**
ক ভূমি খ শ্রম
গ মূলধন ঘ সংগঠন

ছকটি দেখো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভোগের একক (Q)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	৫
২	৪
৩	৩
৪	২
৫	১
৬	০
৭	–১

২৮. **মোট উপযোগ কত?**
ক ১৭ খ ১৬ গ ১৫ ঘ ১৪

২৯. **উদ্দীপকে কোন বিধি কার্যকর হয়েছে?**
ক সমানুপাতিক প্রান্তিক উপযোগ বিধি
খ স্থির প্রান্তিক উপযোগ বিধি
গ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
ঘ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

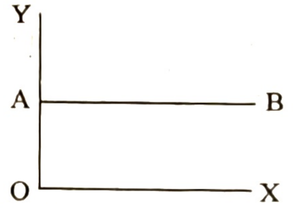

৩০. **চিত্রে AB রেখার ঢাল–**
ক শূন্য খ অসীম
গ ধনাত্মক ঘ ঋণাত্মক

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ একটি দেশে অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতা যেমন বিদ্যমান, তেমনি মুনাফা সর্বোচ্চকরণই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য।

ক. সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. কোন অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা অনুপস্থিত? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থব্যবস্থার সাথে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরো। ৪

২.▶

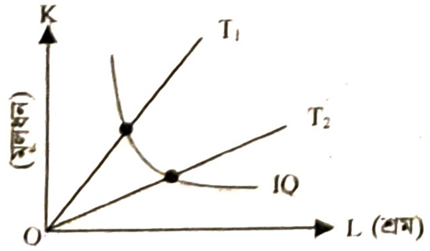

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কেন অসম বণ্টন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশে উদ্দীপকের T_1 ও T_2 উৎপাদন কৌশলের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ এক ব্যক্তি ১ম একক কলা থেকে ১০ একক উপযোগ লাভ করে। পরবর্তী ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ একক থেকে যথাক্রমে ১০, ৮, ৫, ১ ও –৪ একক উপযোগ লাভ করে।

ক. উপযোগ পরিমাপের একক কী? ১
খ. উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাপ যথার্থ নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ রেখা ও প্রান্তিক উপযোগ রেখার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জনাব 'X' কেজিপ্রতি ৫৫ টাকা দরে প্রতিদিন ৫ কেজি মোটা চাল ক্রয় করেন। তখন তাঁর আয় দৈনিক ৫০০ টাকা। কেজিপ্রতি চালের দাম ৪৫ টাকা হলে তিনি দৈনিক ৩ কেজি চাল ক্রয় করেন। যদিও এখন তার দৈনিক আয় ৫৫৫ টাকা।

ক. চাল কী? ১

খ. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয় কখন? ২

গ. জনাব 'X'-এর মোটা চালের চাহিদা সমীকরণটি গঠন করো। ৩

ঘ. 'X' ব্যক্তির আয় বৃদ্ধির সত্ত্বেও মোটা চালের চাহিদা কেন কমছে? স্থিতিস্থাপকতার আলোকে ঘটনাটির ব্যাখ্যা দাও। ৪

৫.▶ একটি দেশে 'A' ব্যাংক দেশটির মুদ্রা বাজারের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে 'B' ব্যাংক জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করে।

ক. অর্থের মূল্য কী? ১

খ. অর্থ সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ব্যাংকটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মালিকানা, উদ্দেশ্য ও ঋণ দানের ক্ষেত্রে ব্যাংক দুটির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৬.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

উৎপাদন (Q) একক	দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (TC)
1	15
2	18
3	20
4	28
5	40

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা নিম্নগামী হয় না— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ একটি অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বিক্রি আয়ের হিসাব নিম্নরূপ:

বিক্রির পরমিাণ (একক)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
০১	১৫	১৫	১৫	–
০২	১৩	২৬	১৩	১১
০৩	১১	৩৩	১১	০৭
০৪	০৯	৩৬	০৯	০৩
০৫	০৭	৩৫	০৭	০১

ক. স্বল্পকাল কী? ১

খ. কখন AC = MC হয়? ২

গ. উদ্দীপকে দেওয়া তথ্যানুযায়ী গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক চিত্রে প্রকাশ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে P = ১৫-এর ক্ষেত্রে বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ করলে বিক্রয়ের প্রতটি স্তরে TR ও MR-এর ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা দাও। ৪

৮.▶ তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ১০টি বেকারি ফার্ম প্রত্যেকেই গমজাতীয় রুটি ও বিস্কুট উৎপাদন করে। প্রত্যেক ফার্মই নিজস্ব পণ্যের আলাদা আলাদা বিজ্ঞাপন দিলেও মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে সমিতি গঠন করেছে। যদিও উদ্যোগটি ফলপ্রসূ না হবার অনেক বাস্তব কারণ বাজার বৈশিষ্ট্যেই লুকানো আছে।

ক. শিল্প কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের প্রকৃতি কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজারের স্বরূপ উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বাজারটি কীভাবে একচেটিয়া বাজারে রূপান্তরিত হতে পারে? যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো উত্তর দাও।

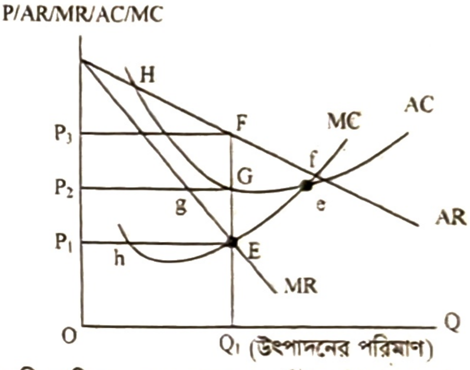

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের শর্ত উল্লেখ করো। ১

খ. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করে কেন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ফার্মটির ভারসাম্য দাম, উৎপাদনের পরিমাণ ও অস্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফার্মটি যদি স্বাভাবিক মুনাফা করে তবে চিত্রের রেখাগুলো কীভাবে পুনর্বিন্যস্ত হবে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ দেওয়া আছে $S = -75 + 0.75Y$, $I = 300$

যেখানে, S = সঞ্চয়; Y = জাতীয় আয় এবং I = বিনিয়োগ।

ক. সরকারি ব্যয় কী? ১

খ. GNI থেকে NNI কীভাবে পাওয়া যায়? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের চিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ কোন দেশের বিহিত মুদ্রা (M) = ২০০০; বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ৮; ঋণপত্রের পরিমাণ (M') = ১০০০; ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') = ৪; লেনদেনের পরিমাণ (T) = ১৫০০।

ক. নিকাশ ঘর কী? ১

খ. দামস্তর বৃদ্ধি অর্থমূল্যের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? ২

গ. উদ্দীপক থেকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে (M) = ১০০০ এবং (M') = ৫০০ হলে পরিবর্তিত দামস্তর ও অর্থের মূল্যের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	খ	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক

সিলেট বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – ঘ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১. ফিশারের তত্ত্ব অনুসারে মুদ্রার যোগান কোনটি?
ⓚ MT ⓛ PV
ⓖ PT ⓔ MV

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত পদ্ধতি কোনটি?
ⓚ ঋণের রেশনিং
ⓛ নৈতিক প্ররোচনা
ⓖ ব্যাংক হার পরিবর্তন
ⓔ প্রত্যক্ষ আদেশ

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

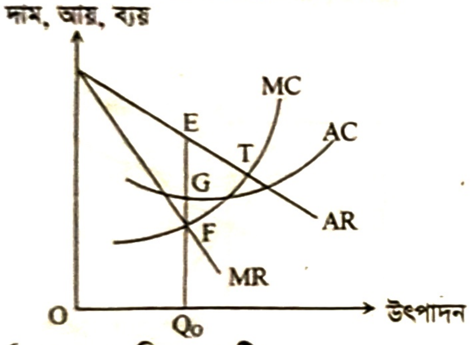

৩. ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?
ⓚ T ⓛ F ⓖ G ⓔ H

৪. চিত্রটিতে—
i. AR রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল
ii. MR রেখার ঢাল > AR রেখার ঢাল
iii. একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য দেখানো হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓔ i, ii ও iii

৫. অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রি করে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে কী বলে?
ⓚ মোট আয় ⓛ গড় আয়
ⓖ প্রান্তিক আয় ⓔ মুনাফা

৬. কোন বাজারে প্রান্তিক আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?
ⓚ একচেটিয়া ⓛ অলিগোপলি
ⓖ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা
ⓔ পূর্ণ প্রতিযোগিতা

৭. ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি?
ⓚ AR = MR ⓛ MR = P
ⓖ MR = MC ⓔ MR > MC

৮. C = a + bY একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। এখানে স্বয়ম্ভূত ভোগ কত?
ⓚ a ⓛ b ⓖ aY ⓔ bY

ছকটি দেখো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রম নিয়োগ	১	২	৩	৪
মোট উৎপাদন	২২	২৭	৩০	৩২

৯. চতুর্থ একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ⓚ .৫ ⓛ ৩
ⓖ ২ ⓔ ১

১০. উদ্দীপকে উৎপাদনের কোন বিধি প্রতিফলিত হয়েছে?
ⓚ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন
ⓛ স্থির মাত্রাগত উৎপাদন
ⓖ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন
ⓔ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন

১১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. কয়েকজন বিক্রেতা ii. সমজাতীয় দ্রব্য
iii. ফার্ম দাম গ্রহীতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓔ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. রহমান একটি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক। উক্ত শাখায় অনেক চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালিত হয়। এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে এটি ভূমিকা রাখছে।

১২. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংক নিচের কোনটির সাথে সংগতিপূর্ণ?
ⓚ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓛ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
ⓖ বিশেষায়িত ব্যাংক ⓔ বিশ্ব ব্যাংক

১৩. উক্ত ব্যাংকের কাজ হলো—
i. ঋণদান ii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
iii. মূলধন গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓔ i, ii ও iii

১৪. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী প্রকাশ করে?
ⓚ উৎপাদনের নির্দিষ্ট পরিমাণ
ⓛ বিভিন্ন দামে উৎপাদনের পরিমাণ
ⓖ উৎপাদন ও ব্যয়ের সম্পর্ক
ⓔ দুটো দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ

১৫. র‍্যাগনার ফ্রিশ অর্থনীতিকে কয়ভাগে ভাগ করেন?
ⓚ ২ ⓛ ৩
ⓖ ৪ ⓔ ৫

১৬. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো—
i. কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
ii. ভোক্তার স্বাধীনতা
iii. সামাজিক নিরাপত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓔ i, ii ও iii

১৭. প্রচলিত দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে কী বলে?
ⓚ চাহিদা ⓛ যোগান
ⓖ উৎপাদন ⓔ মজুদ

১৮. নিচের কোন দ্রব্যগুলো পরস্পরের পরিপূরক?
ক) চা-কফি খ) কলম-পেনসিল
গ) জুতো-মোজা ঘ) ভাত-রুটি

১৯. ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
ক) মোট আয় খ) মোট ব্যয়
গ) সঞ্চয় ঘ) ব্যয়যোগ্য আয়

২০. অর্থের চাহিদা কয় ধরনের?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
$Q_d = 10 - P$
$Q_s = -2 + P$

২১. ভারসাম্য দাম কত?
ক) 2 খ) 4 গ) 6 ঘ) 8

২২. দ্রব্যটি বিনামূল্যে পাওয়া গেলে চাহিদার পরিমাণ কত?
ক) 5 খ) 10
গ) 15 ঘ) 20

২৩. কতিপয় বিক্রেতার বাজার কোনটি?
ক) অলিগোপলি খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতা
গ) দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া ঘ) মনোপসনি

২৪. কোনো দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে?
ক) GNP খ) GDP
গ) NNP ঘ) NNI

২৫. চাহিদা রেখার স্থানান্তরের কারণ হলো—
i. রুচির পরিবর্তন ii. আয় বৃদ্ধি
iii. আয় হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. নিচের কোনটিকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়?
ক) ভূমি খ) শ্রম
গ) মূলধন ঘ) সংগঠন

২৭. ফার্মের স্থির ব্যয় কোনটি?
ক) বাড়ি ভাড়া খ) অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি
গ) পরিবহন ব্যয় ঘ) কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২০০ কোটি টাকা এবং নিট রপ্তানি আয় ২৫ কোটি টাকা।

২৮. দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন কত কোটি টাকা?
ক) 25 খ) 175
গ) 200 ঘ) 225

২৯. উক্ত দেশে—
i. রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় অপেক্ষা বেশি
ii. GNP, GDP অপেক্ষা বড়
iii. অর্থনীতি বন্ধ প্রকৃতির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কোনটি?
ক) $e_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{Q}{P}$ খ) $e_p = \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{P}{Q}$
গ) $e_p = \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{Q}{P}$ ঘ) $e_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.► নিচে 'X' দেশের ধান ও ভুট্টা উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেওয়া হলো:

সংমিশ্রণ	ধান	ভুট্টা
M	0	24
N	12	21
P	21	12
Q	24	0

ক. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা কাকে বলে? ১
খ. "অসীম অভাবের সাথে নির্বাচন সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী ধানের উৎপাদন 24 একক হলে ভুট্টার উৎপাদনও 24 একক করা সম্ভব হবে কি না? যথাযথ যুক্তিসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

২.► নোমান এমন একটি দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন— যে দেশের সরকার সঞ্চয় সম্পদের মালিক এবং জনগণের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে, নোমানের দেশে উৎপাদক ও ভোক্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। সরকার অর্থনীতির কোনো খাতে হস্তক্ষেপ করে না।

ক. মিশ্র অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি এক নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী নোমান যে দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছেন সে দেশের বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নোমান যে দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছেন সে দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা তুলনা করো। ৪

৩.► নিচের তালিকায় কমলার বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হলো:

কমলা (একক)	প্রান্তিক উপযোগ (ইউটিল)
১	১৬
২	১২
৩	৮
৪	৪
৫	০

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. 'সংখ্যাগত ও পর্যায়গত উপযোগ-এর ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে একটি মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তালিকা অর্থনীতির কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? সেই তত্ত্বটি কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ দেওয়া আছে,
চাহিদা সমীকরণ: $Q = 20 - 5P$
ক. অপেক্ষক কাকে বলে? ১
খ. চলক ও ধ্রুবক কেন এক নয়? ২
গ. উদ্দীপকের চাহিদা সমীকরণে দ্রব্যের দাম 1, 2 ও 3 টাকা ধরে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী দ্রব্যের দাম 3 (তিন) টাকা থেকে বেড়ে 4 (চার) টাকা হলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ নিচের টেবিলে কমলার উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া আছে:

ভূমির পরিমাণ (একক)	মূলধন (একক)	শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
৫০	২৫০০	১	৬০
৫০	২৫০০	২	১০০
৫০	২৫০০	৩	১২০
৫০	২৫০০	৪	১৩০

ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. স্বল্পকালে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণগুলো নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অর্থনীতির কোন বিধির সাথে সংগতিপূর্ণ? প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কনপূর্বক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী মি. নাহিন-এর তৈরি পোশাক কারখানায় উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট স্থির ব্যয় মোট (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১০	৮
২	১০	১৪
৩	১০	২০
৪	১০	৩৮
৫	১০	৮০

ক. প্রান্তিক খরচ কাকে বলে? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির খরচ থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে মোট খরচ (TC) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কেমন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ সোহাগ গার্মেন্টস (লি:)-এর উৎপাদন ও বাজার সম্পর্কিত তথ্য নিচের চিত্রে দেওয়া হলো:

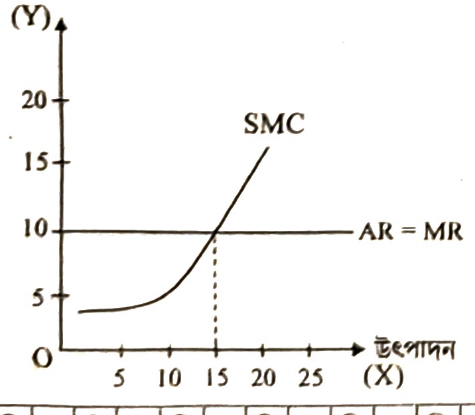

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১
খ. ফার্ম ও শিল্প এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য বিন্দু, দাম ও পরিমাণ নির্ণয় ককরো। (যথাযথ যক্তি বিশ্লেষণসহ) ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে সোহাগ গার্মেন্টসকে যদি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে হয়, তবে এর গড় খরচ (AC) রেখার অবস্থান দেখাও ও এর কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ দেওয়া আছে, ভোগ অপেক্ষক: $(C) = 50 + 0.5Y$
স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ $(I) = 100$
সরকারি ব্যয় $(G) = 30$
ক. চার খাতবিশিষ্ট অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সমীকরণটি লেখো। ১
খ. বিদেশিদের আয় GNP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় 50 একক বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে?— গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ দেওয়া আছে,
স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক: $C = 150 + 0.5Y$
ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা কী? ১
খ. জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও জাতীয় দেশজ উৎপাদন কখন একই পরিমাণ হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন পরিমাণ দেখিয়ে একটি ভোগ তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে সঞ্চয় রেখা আঁক এবং আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ 'X' দেশের-বিহিত মুদ্রার পরিমাণ $(M) = 500$
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি $(V) = 10$
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ $(M_1) = 400$
ব্যাংক সৃষ্ট মুদার প্রচলন গতি $(V_1) = 5$
লেনদেনের পরিমাণ $(T) = 500$
ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. "মোবাইল ব্যাংকিং" কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে অন্যান্য পরিমাণ স্থির রেখে শুধু বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মূল্যস্তারের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করো। ৪

১১.▶ নুসরাত এমন একটি ব্যাংকে চাকরি করেন, যেটি জনগণের নগদ অর্থ জমা রাখে, এবং জনগণকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে নুসরাতের বন্ধু যে ব্যাংকে চাকরি করেন তা দেশের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে ও মুদ্রা ছাপানোর একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে।
ক. মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. দামস্তরের সাথে মুদ্রার মূল্যের সম্পর্ক কীরূপ— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে নুসরাতের চাকরিতে ব্যাংকের তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী নুসরাতের বন্ধুর চাকরিরত ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় কীভাবে ভূমিকা রাখে— ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	ঘ	৭	গ	৮	ক	৯	গ	১০	ঘ	১১	গ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ঘ

যশোর বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – গ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি?**
ক সঞ্চয় খ বিনিয়োগ গ যোগান ঘ মূলধন

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

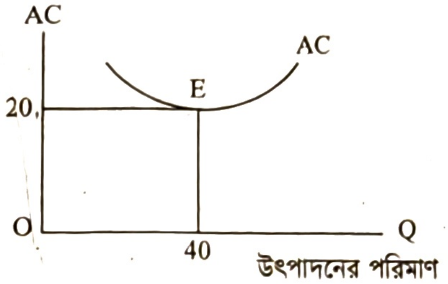

২. **উৎপাদনের পরিমাণ 40 এককের চেয়ে বেশি হলে নিচের কোনটি সঠিক হবে?**
ক AC = 0 খ AC = 20 গ AC > 20 ঘ AC < 20

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ৩ দিনের পর্যবেক্ষণ দেখতে পেল যে, দৈনিক ৩ একক দ্রব্য উৎপাদন করলেই তাদের গড় খরচ (AC) সর্বনিম্ন হয়, যার পরিমাণ ৫ টাকা।

৩. **উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎপাদন স্তরে প্রতিষ্ঠানটির দৈনিক মোট খরচ কত টাকা?**
ক ৯ খ ১৫ গ ৩০ ঘ ৪৫

৪. **যদি প্রতিষ্ঠানটি ৪ একক দ্রব্য উৎপাদন করে, তবে—**
i. MC বাড়বে
ii. AC বাড়বে
iii. MC > AC হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. **একক ক্রেতার বাজার কোনটি?**
ক মনোপসনি খ ডুয়োপসনি
গ ডুয়োপলি ঘ একচেটিয়া বাজার

৬. **ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে যখন—**
ক AC < P > AVC খ AC < P < AVC
গ AC > P > AVC ঘ AC = P = AVC

৭. **কোন বাজারে সাধারণত P > MC হয়?**
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
খ একচেটিয়া বাজার
গ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
ঘ দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
X কোম্পানি Y এলাকাবাসীদের গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। এখানে অন্য কোনো গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নেই। কোম্পানির উপযুক্ত গড় ব্যয় AC = 15 টাকা, দাম P = 20 টাকা এবং ভারসাম্য বিক্রয়ের পরিমাণ Q = 10।

৮. **উদ্দীপকের কোম্পানিটি কোন বাজারের অন্তর্ভুক্ত?**
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক খ অলিগোপলি
গ ডুয়োপলি ঘ একচেটিয়া

৯. **X কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—**
i. মোট ব্যয় TC = 150 টাকা
ii. অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হচ্ছে
iii. গড় আয় AR = প্রান্তিক আয় MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **CCA-এর পূর্ণরূপ কোনটি?**
ক Capital Consumption Allowance
খ Cost of Capital in Average
গ Cost of Capital Assumed
ঘ Current Cost of Administration

১১. **স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি?**
ক $Y = C + I$ খ $C = by$
গ $C = a + by$ ঘ $C = -a + (1 - b)y$

১২. **নিচের চিত্রে কোন রেখা প্রকাশ পায়?**

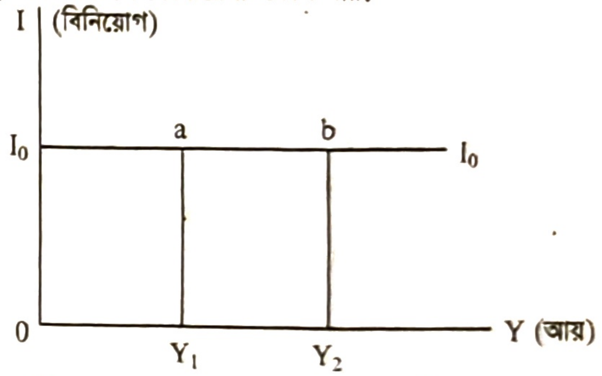

ক স্বয়ম্ভূত ভোগ খ প্ররোচিত ভোগ
গ প্ররোচিত বিনিয়োগ ঘ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
২০১৮ সনের A ও B দেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য নিম্নে দেয়া হলো—

	A-দেশ	B-দেশ
ভোগ (C)	১০০০	১২০০
বিনিয়োগ (I)	৫০০	৭০০
সরকারি ব্যয় (G)	৩০০	৩০০
নিট রপ্তানি (X–M)	২০০	–২০০
জনসংখ্যা	৫.৫ কোটি	৫ কোটি

১৩. **A ও B দেশের GNP যথাক্রমে—**
ক ১৮০০, ১৮০০ খ ২০০০, ২০০০
গ ১৮০০, ২০০০ ঘ ২০০০, ১৮০০

১৪. **A ও B দেশের ক্ষেত্রে—**
i. অর্থনৈতিক অবস্থা একই রকম
ii. B দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা A দেশের চেয়ে ভালো
iii. B দেশের রপ্তানি আমদানির চেয়ে কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. **কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা?**
ক ২ টাকার নোট খ ৫ টাকার নোট
গ ১০ টাকার নোট ঘ ১০০০ টাকার নোট

১৬. **ফিশারের বিনিময় সমীকরণ অনুযায়ী—**
ক $P = \frac{T}{MV}$ খ $P = \frac{MV}{T}$
গ $P = \frac{M + V}{T}$ ঘ $P = \frac{T}{M + V}$

১৭. 'Money is what money does' সংজ্ঞাটি কোন অর্থনীতিবিদের?
ⓚ রবার্টসন ⓛ ক্রাউথার ⓜ কেইনস ⓝ ওয়াকার

১৮. দামস্তরের সাথে মুদ্রার মূল্যের সম্পর্ক কীরূপ?
i. ধনাত্মক ii. ঋণাত্মক
iii. বিপরীতমুখী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১৯. কোনটি মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টিকারী উপাদান?
ⓚ নোট ও ধাতব মুদ্রা ⓛ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান
ⓜ চাহিদা আমানত ⓝ মেয়াদি আমানত

২০. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপস্থিতি যে কোনো বিন্দুতে কী নির্দেশ করে?
ⓚ বেকারত্ব ⓛ পূর্ণ নিয়োগ
ⓜ অ-অর্জনযোগ্য ⓝ স্বল্প উৎপাদন

২১. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য?
ⓚ পুঁজিবাদী ⓛ সমাজতান্ত্রিক
ⓜ ইসলামি ⓝ মিশ্র

২২. "প্রত্যেক সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ৩টি"— মতামতটি কার?
ⓚ অ্যাডাম স্মিথ ⓛ আলফ্রেড মার্শাল
ⓜ পি.এ. স্যামুয়েলসন ⓝ জে.এম. কেইন্স

২৩. অধ্যাপক এল. রবিন্সের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—
i. অসীম অভাব ii. সীমিত সম্পদ
iii. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২৪.

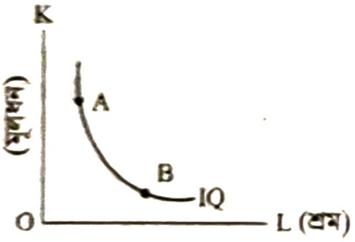

চিত্রে A-এর পরিবর্তে B বিন্দুতে উৎপাদন করলে—
i. শ্রমের ব্যবহার বাড়বে ii. উৎপাদন হ্রাস পাবে
iii. মূলধনের ব্যবহার কমবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে?
ⓚ হিকস ⓛ এলেন ⓜ রবিন্স ⓝ মার্শাল

২৬. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা কোন ধরনের?
ⓚ অস্থিতিস্থাপক ($E_p < 1$)
ⓛ স্থিতিস্থাপক ($E_p > 1$)
ⓜ একক স্থিতিস্থাপক ($E_p = 1$)
ⓝ অসীম স্থিতিস্থাপক ($E_p = \infty$)

২৭. গমের দাম প্রতি কেজি ৩৫ টাকা হতে ৫০ টাকা হলে চাহিদা হ্রাস পেয়ে ১০ কেজি হতে ৭ কেজি হয়। এক্ষেত্রে চালের দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
ⓚ ০.৩ ⓛ ০.৫ ⓜ ০.৭ ⓝ ১.৫

ছকটি দেখো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (টাকা)
১	২০
২	১৬
৩	১২
৪	৮
৫	৪
৬	০

২৮. মোট উপযোগ কত?
ⓚ ১৬ ⓛ ২০ ⓜ ৫৮ ⓝ ৬০

২৯. উদ্দীপকের তথ্য দ্বারা কোন ধরনের বিধি কার্যকর হয়েছে?
ⓚ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
ⓛ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
ⓜ সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি
ⓝ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

৩০. যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায় তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বোঝায়। উক্তিটি কার?
ⓚ মার্শাল ⓛ কেয়ার্নক্রস ⓜ ফ্রেসার ⓝ পিগু

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিচের সূচিতে 'ধান' ও 'পাট' উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখানো হলো:

সংমিশ্রণ	ধানের উৎপাদন (মণ)	পাটের উৎপাদন (মণ)
A	0	30
B	30	20
C	40	0

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কাকে বলে? ১
খ. মানুষকে কেন নির্বাচনের সমস্যায় পড়তে হয়? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. একই সাথে 40 মণ ধান ও 25 মণ পাট উৎপাদনের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ লামিয়া এবং ফারিয়া দুটি ভিন্ন দেশে বাস করেন। লামিয়ার দেশে কেন্দ্রীয়ভাবেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিন্তু ফারিয়ার দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও লক্ষ করা যায়।

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে সব অভাব এক সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে লামিয়ার দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ফারিয়ার দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কোনো অমিল থাকলে তা আলোচনা করো। ৪

৩.▶ নিচের সূচিতে আরিফ সাহেবের আপেল ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগের দেওয়া হলো:

আপেল ভোগের একক	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	25	
2	45	
3	60	
4	70	
5	75	
6	75	
7	70	

ক. প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. ভোক্তার 'রুচি' ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে আরিফ সাহেবের প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে আরিফ সাহেবের মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগের (MU) মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 16 - 4P$ এবং যোগান সমীকরণ $Q_s = -2 + 2P$, যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = যোগানের পরিমাণ P = দ্রব্যের দাম।

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১
খ. সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সরিষার তেলের চাহিদার পরিমাণের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম, চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম যখন 2 টাকা হয় তখন বাজার ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ নিচের ছকে অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো:

শ্রমের বিনিয়োগ (L)	১	২	৩	৪	৫	৬
মোট উৎপাদন (TP) (মেট্রিক টন)	৪০	৭০	৯০	১০০	১০০	৯০

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় (TFC) রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

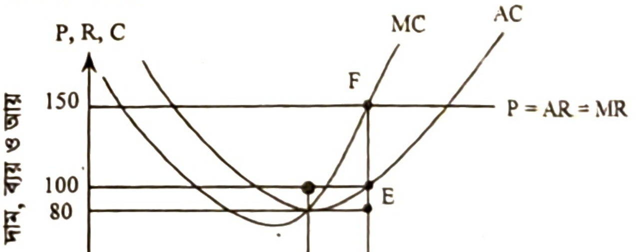

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR = MR হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রের গড় ব্যয় রেখার (AC) অবস্থান কেমন পরিবর্তন হলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ ২০২০ সালের আগে 'মাহিন মণ্ডা মিঠাই' কোন এক শহরের সমস্ত মিষ্টির যোগান নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে ক্রেতাদের বাধ্য হয়ে অধিক দামে সেখান থেকে মিষ্টি কিনতে হতো। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে "জাওয়াদ মিষ্টান্ন ভান্ডার", "মায়ের দোয়া", 'ভোজন রসিক'সহ আরো অনেক ফার্ম ঐ শহরে মিষ্টি বিক্রি শুরু করে। ফলে 'মাহিন মণ্ডা মিঠাই' আর আগের মতো অধিক দাম গ্রহণ করতে পারে না। ক্রেতারাও আগের চেয়ে কম দামে মিষ্টি কিনতে পারছে। 'মাহিন মণ্ডা মিঠাই'-ও আগের মতো মুনাফা অর্জন করতে পারছে না।

ক. বাজার কাকে বলে? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ২০২০ সালের আগে 'মাহিন মণ্ডা মিঠাই' অর্থনীতির যে বাজারকে নির্দেশ করে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ২০২০ সালের আগে ও পরে 'মাহিন মণ্ডা মিঠাই'-এর মুনাফা অর্জন প্রক্রিয়ায় কী ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? আলোচনা করো। ৪

৮.▶ তিন খাতবিশিষ্ট একটি অর্থনীতিতে $Y = C + I + G$, $C = 60 + 0.7Y$, $I = 150$ এবং $G = 90$। যেখানে Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয় এবং G = সরকারি ব্যয়।

ক. বিনিয়োগ কাকে বলে? ১
খ. ব্যয়যোগ্য আয় কীভাবে পাওয়া যায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) অঙ্কন করে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. যদি বিনিয়োগ 50 একক হ্রাস পায় এবং সরকারি ব্যয় 50 একক বৃদ্ধি পায় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী পরিমাণ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ মৌসুমী শারমিন বেতন পেয়ে ১০,০০০ টাকা জমা দিয়ে 'ক' ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। ব্যাংকের ম্যানেজার তাঁকে বললেন যে, 'খ' ব্যাংকের নির্দেশে তাদেরকে আমানতের ১০% অর্থ রিজার্ভ হিসাবে জমা রাখতে হয়। অবশিষ্ট টাকা বহুগুণ ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে তারা ঋণ দিতে পারে। তবে 'খ' ব্যাংক্য বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে 'ক' ব্যাংকের ঋণদান প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক. মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'খ' যে ধরনের ব্যাংক তার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' ব্যাংকে মৌসুমী শারমিনের জমাকৃত আমানতের বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ কোন অর্থনীতিতে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 500 একক বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 20, ব্যাংক অর্থের পরিমাণ (M') = 400 একক এবং ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি (V') = 15, অর্থনীতিতে মোট লেনদেনের পরিমাণ (T) = 100।

ক. অর্থের মূল্য কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংক কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের বিনিময় সমীকরণ ব্যবহার করে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) ও ব্যাংক অর্থের পরিমাণ (M') দ্বিগুণ করা হলে ফিশারের মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১১.▶ কোনো দেশে কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট ভোগ ব্যয় (C) = ৬৫০ মিলিয়ন টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ২৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং সরকারি ব্যয় (G) = ৩৫০ মিলিয়ন টাকা। অর্থনীতিতে মোট রপ্তানি আয় (X) = ১৫০ মিলিনয়ন টাকা এবং আমদানি ব্যয় (M) = ১২৫ মিলিয়ন টাকা।

ক. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কাকে বলে? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কিত? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশে ঐ বছরের যদি অবচয় ব্যয় 60 মিলিয়ন টাকা হয় তবে জাতীয় আয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	ঘ	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	গ

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট　　　　পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. দাম স্থির অবস্থায় রুচি বৃদ্ধির ফলে চাহিদার কী ঘটবে?
ক) চাহিদার সংকোচন　খ) চাহিদার প্রসারণ
গ) চাহিদার হ্রাস　ঘ) চাহিদার বৃদ্ধি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চাহিদার সমীকরণ: $D = 25 - 4P$
যোগান সমীকরণ: $S = 7 + 2P$

২. উদ্দীপকে ভারসাম্য পরিমাণ কত?
ক) 10　খ) 13
গ) 16　ঘ) 19

৩. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির দাম 4 টাকা থেকে বেড়ে 5 টাকা হলে, চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা হবে–
ক) $Ed = 0$　খ) $Ed = 1$
গ) $Ed < 1$　ঘ) $Ed > 1$

৪. অসীম স্থিতিস্থাপক যোগান রেখার ঢাল–
ক) ধনাত্মক　খ) ঋণাত্মক
গ) শূন্য　ঘ) অসীম

৫. গড় ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র হলো–
ক) $AC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$　খ) $AC = \frac{TC}{Q}$
গ) $AC = \frac{\Delta Q}{\Delta TC}$　ঘ) $AC = \frac{Q}{TC}$

৬. উৎপাদনের 'জীবন্ত উপকরণ' হিসেবে বিবেচিত হয় কোনগুলো?
ক) ভূমি ও শ্রম　খ) মূলধন ও সংগঠন
গ) ভূমি ও মূলধন　ঘ) শ্রম ও সংগঠন

৭. মোট উৎপাদন (TP) সর্বোচ্চ অবস্থায় TP, AP ও MP এর সম্পর্ক কী হবে?
ক) AP > MP　খ) AP = MP
গ) AP > TP　ঘ) AP = TP

ছকটি দেখো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রম (L) জন	মূলধন (K) (টাকা)	মোট উৎপাদন (TP) (মণ)
১	২০০০	৮
২	২০০০	১৪
৩	২০০০	১৮
৪	২০০০	১৯

৮. উদ্দীপকে ৩য় একক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক) ৪　খ) ৫
গ) ৬　ঘ) ৭

৯. উদ্দীপক উল্লিখিত বিধির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য–
i. ভূমির উর্বরতা পরিবর্তনশীল
ii. স্বল্পকাল
iii. প্রযুক্তি স্থির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

১০. আয়তনের ভিত্তিতে বাজারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ২　খ) ৩
গ) ৪　ঘ) ৫

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

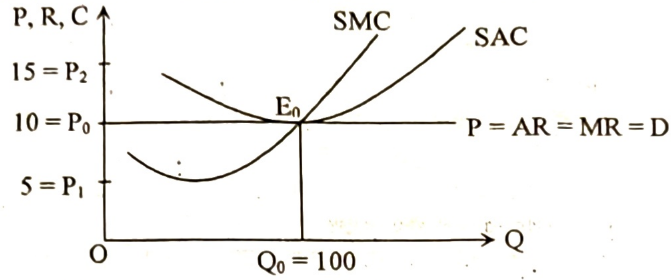

১১. উদ্দীপকের ভারসাম্য বিন্দুতে মোট আয় কত?
ক) 500　খ) 1000
গ) 1500　ঘ) 2000

১২. উদ্দীপকে গড় ব্যয় 10 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 15 টাকা হলে–
i. AC > P
ii. TC > TR
iii. AC = AR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

১৩. কোন ধরনের বাজারে যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়?
ক) স্বল্পকালীন বাজার　খ) অতি স্বল্পকালীন বাজার
গ) দীর্ঘকালীন বাজার　ঘ) অতি দীর্ঘকালীন বাজার

১৪. একচেটিয়া বাজারে P, AR এবং MR এর ক্ষেত্রে–
i. P = AR　ii. P = MR
iii. $MR = \frac{1}{2} AR$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

১৫. GDP-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক) Gross Domestic Product
খ) Gross Domestic Production
গ) Gross Dominative Product
ঘ) Gross Dominative Production

১৬. মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় (AE) নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক) AE = C + I + G
খ) AE = C + I
গ) AE = C + I + G + (X + M)
ঘ) AE = C + I + G + (X – M)

১৭. প্ররোচিত ভোগব্যয় রেখার আকৃতি হলো–
ক) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল　খ) লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
গ) বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী　ঘ) বাম থেকে ডানে নিম্নগামী

১৮. E = 50 + 0.5Y, I = 50, G = 50; হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ক) 300　খ) 400
গ) 500　ঘ) 600

১৯. 'The Purchasing Power of Money' গ্রন্থের লেখক কে?
ⓚ জি ক্রাউথার ⓚ রবার্টসন
ⓖ আরভিং ফিশার ⓖ সাইমন নিউকম্ব

২০. কোন ব্যাংকটি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতি প্রণয়ন করে থাকে?
ⓚ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
ⓖ গ্রামীণ ব্যাংক ⓖ বিশেষায়িত ব্যাংক

২১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কোনটি?
ⓚ নোট প্রচলন করা ⓚ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
ⓖ হিসাব নিরীক্ষণ করা ⓖ বিনিময় বিল বাট্টা করা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
Y নামক একটি দেশের মুদ্রা বাজারের তথ্য নিম্নরূপ:
M = ১০০, T = ৫০, P = ৩০

২২. উদ্দীপকে ফিশারের সমীকরণ অনুযায়ী অর্থের প্রচলন গতি কত?
ⓚ ২ ⓚ ৫
ⓖ ১৫ ⓖ ২০

২৩. উদ্দীপকের ধারণা অনুযায়ী দ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি পাবে যদি—
i. M-এর মান বৃদ্ধি পায়
ii. অর্থের প্রচলন গতি বাড়ে
iii. দ্রব্যের লেনদেন স্থির থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৪. দাম প্রক্রিয়ায় 'অদৃশ্য হস্ত' ধারণাটির প্রবর্তক কে?
ⓚ অ্যাডাম স্মিথ ⓚ এল. রবিন্স
ⓖ জে.এম. কেইন্স ⓖ কার্ল মার্কস

২৫. কোন অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়?
ⓚ ইসলামি ⓚ মিশ্র
ⓖ নির্দেশমূলক ⓖ ধনতান্ত্রিক

২৬. অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের কারণ—
i. অসীম অভাব ii. সীমিত সম্পদ
iii. সম্পদের বিকল্প ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

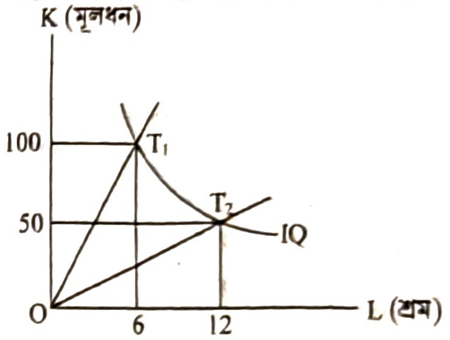

২৭. উদ্দীপকের IQ রেখাটি হলো—
ⓚ নিরপেক্ষ রেখা ⓚ সম উৎপাদন রেখা
ⓖ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ⓖ গড় স্থির ব্যয় রেখা

২৮. T_2 কৌশলের পরিবর্তে T_1 কৌশল গ্রহণ করলে—
i. শ্রমের ব্যবহার কমবে
ii. উৎপাদন কমবে
iii. মূলধনের ব্যবহার বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯. "কাগজ হতে বই তৈরি"— কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?
ⓚ সেবাগত ⓚ স্বত্বগত
ⓖ কালগত ⓖ রূপগত

৩০. আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হলে, দ্রব্যটি হবে—
ⓚ বিলাসজাত ⓚ স্বাভাবিক
ⓖ প্রয়োজনীয় ⓖ গিফেন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶

X-দেশ
স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা সর্বাধিক মুনাফা অর্জন উদ্যোগের স্বাধীনতা

Y-দেশ
সুষম উন্নয়ন, সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ, অবাধ প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী? ১
খ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২
গ. 'Y' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ৩
ঘ. 'X' ও 'Y' দেশের দামব্যবস্থা কি একই? ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶

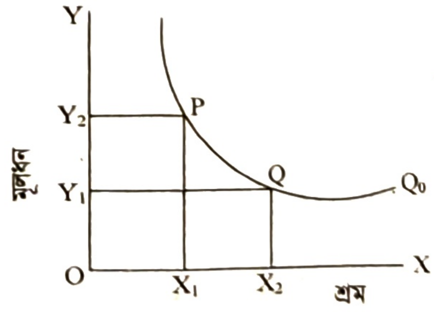

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কথা উপস্থিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে P ও Q বিন্দুর মধ্যে কোন বিন্দুটি নির্বাচন করা বাংলাদেশের জন্য যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ 'A' ও 'B' দুটি দ্রব্য। 'B' দ্রব্যের দাম ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ টাকা হলে 'A' দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১০০ একক থেকে ৫০ একক হয়।

ক. ঢাল কী? ১
খ. বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২
গ. 'B' দ্রব্যের দামের ভিত্তিতে 'A' দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যদ্বয়ের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৪.▶ 'X' দ্রব্যের প্রতি এককের দাম যখন ৫০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০০ একক। দাম বেড়ে ১০০ টাকা হলে যোগান বেড়ে হয় ১৫০ একক।

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস কীভাবে কোনো দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপক অর্থনীতির কোন বিধিটি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে যোগান স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে ফলাফলের ওপর মন্তব্য করো। ৪

৫.▶ একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় সূচি নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (টাকা)
১	৪	৮
২	৪	১৪
৩	৪	১৭
৪	৪	২৪
৫	৪	৩৬

ক. গড় আয় কী? ১

খ. উৎপাদনের শুরুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় (AC) সূচি তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখার আকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করো। ৪

৬.▶ নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	৩০
২	৭০
৩	১৩০
৪	২১০

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সূচিটি উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও।

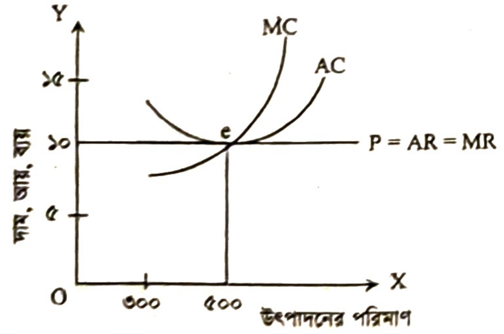

ক. জাতীয় বাজার কী? ১

খ. অতি স্বল্পকালীন বাজারে যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফার্মের গড় ব্যয় ৫ টাকা হ্রাস পেলে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ লাবিব সাহেব 'ক' ও 'খ' দুটি পণ্য ক্রয় করলেন। তিনি দেখলেন 'ক' পণ্যটি বহুসংখ্যক বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন রং ও আকারের মোড়কে বিক্রয় করছেন। অপরদিকে 'খ' পণ্যটি অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে।

ক. ডুয়োপসনি বাজার কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে দাম ভিন্ন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য দুটি কোন বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পণ্য দুটির বাজারের মধ্যে তুলনা করো। ৪

৯.▶ একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরূপ:

$C = 75 + 0.5Y$

$I = 200$

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১

খ. জাতীয় আয় পরিমাপের সময় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় (G) 300 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ বিহিত মুদ্রার পরিমাণ $(M) = 800$

বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি $(V) = 50$

ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ $(M') = 400$

ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি $(V') = 25$

লেনদেনের পরিমাণ $(T) = 1000$

ক. চলতি আমানত কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলাবাজার নীতি কীভাবে কাজ করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ জনাব রাইদ একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানটি আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে মূলধন গঠনে সহায়তা করে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসীদের অর্থ দেশে প্রেরণ, মূল্যবান জিনিসপত্র লকারে সংরক্ষণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে থাকে।

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১

খ. অর্থ কীভাবে মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে? ২

গ. জনাব রাইদ-এর প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	খ	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ক	৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	খ

বি.দ্র. ২০২৪ সালে অর্থনীতি প্রথম পত্র বিষয়ের এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ঢাকা বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – খ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. $Q_s = f(P)$, এখানে Q_s দ্বারা কী বোঝায়?
ক অপেক্ষক খ অধীন চলক
গ পরামিতি ঘ স্বাধীন চলক

২. নিচের চিত্রটি কোন উৎপাদন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

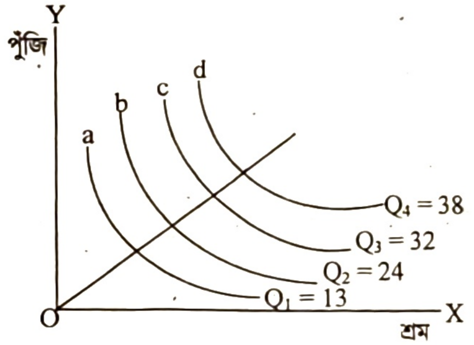

ক ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
খ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন
গ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন
ঘ স্থির মাত্রাগত উৎপাদন

৩. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি?
ক $NI = C + I + G$
খ $NI = \Sigma r + \Sigma w + \Sigma i + \Sigma \pi$
গ $NI = X_1P_1 + X_2P_2 + \ldots\ldots + X_nP_n$
ঘ $NI = C + I + G + (X - M)$

৪. নিচের কোনটি সঠিক?
ক $MC = \frac{\Delta AC}{\Delta Q}$ খ $AC = \frac{TR}{Q}$
গ $AR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$ ঘ $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

৫. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ?
ক স্থায়ী কর্মচারীর বেতন খ কারখানার ভাড়া
গ স্থায়ী মূলধনের সুদ ঘ কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়

৬. স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন কেমন হবে?
ক শূন্য খ একের কম
গ একের বেশি ঘ এক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
$Qd = 20 - 4P;\ Qs = -4 + 4P$

৭. উদ্দীপকে $P = 3$ হলে, $Q_d = ?$
ক 3 খ 5 গ 8 ঘ 24

৮. বাজার দাম ৫ টাকা হলে—
i. চাহিদা < যোগান ii. চাহিদার পরিমাণ শূন্য
iii. যোগানের পরিমাণ ১৫
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য কোনটি?
ক সম্পদ নির্বাচন খ অভাব বাছাই
গ সম্পদ আহরণ ঘ অভাব পূরণ

১০. পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ?
ক ডানদিকে নিম্নগামী খ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'Y' দ্রব্যের দাম ২০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৮ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ একক হয়।

১১. 'Y' দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত?
ক ২.৫ খ ৫ গ ১০ ঘ ৫০

১২. 'Y' দ্রব্যের—
i. চাহিদা স্থিতিস্থাপক
ii. চাহিদার ওপর দাম প্রভাব কম
iii. প্রকৃতি বিলাসজাতীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. একজন ক্রেতার বাজার কোনটি?
ক ডুয়োপলি খ মনোপসনি
গ ডুয়োপসনি ঘ মনোপলি

১৪. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে কী বলে?
ক পরামিতি খ চলক গ অপেক্ষক ঘ ধ্রুবক

১৫. ব্যষ্টিক অর্থনীতির মাধ্যমে—
i. সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়
ii. আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা হয়
iii. অর্থনৈতিক সমস্যা পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. গুড়ের দাম কমলে—
i. চিনির চাহিদা বাড়বে ii. গুড়ের চাহিদা বাড়বে
iii. গুড়ের যোগান কমবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মুস্তাকিম 'X' ব্যাংকের একটি শাখায় হিসাব খোলার পর জানতে পারল ঐ ব্যাংকের যেকোনো শাখায় লেনদেন করা যায়। এছাড়া কম্পিউটারের সহযোগিতায় যেকোনো স্থান থেকে লেনদেন করা যায়।

১৭. উদ্দীপকে ব্যাংকের কোন পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক মোবাইল ব্যাংকিং খ অনলাইন ব্যাংকিং
গ শাখা ব্যাংকিং ঘ অফলাইন ব্যাংকিং

১৮. উদ্দীপকের পদ্ধতিটির মাধ্যমে—
i. অর্থ স্থানান্তর করা সহজ হয়
ii. ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায়
iii. ২৪ ঘণ্টা সেবা পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৯. কোনটি চাহিদার নির্ধারক?
ⓚ ভোক্তার রুচি ⓚh বাজারের ভিন্নতা
ⓖ কৌশলগত পরিবর্তন ⓖh উপকরণের দাম

২০. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ⓚ সুষম উন্নয়ন ⓚh ভোক্তার সার্বভৌমত্ব
ⓖ অবাধ প্রতিযোগিতা ⓖh অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

২১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে—
i. পরিবহণ ব্যয় বিবেচনা করা হয়
ii. $P = AR = MR$
iii. উপকরণগুলো পূর্ণ গতিশীল থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

২২. মুদ্রার যোগানের উপাদান কোনটি?
ⓚ সুদের হার ⓚh মেয়াদি আমানত
ⓖ দামস্তর ⓖh মুদ্রাবাজার

২৩. আয়তনের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?
ⓚ ৭ ⓚh ৪ ⓖ ৩ ⓖh ২

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

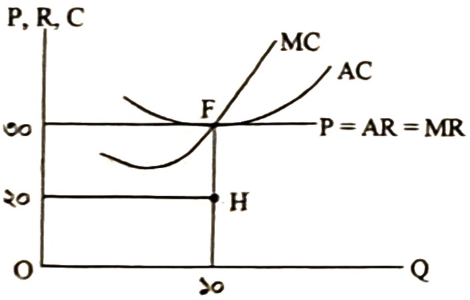

২৪. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট ব্যয় কত?
ⓚ ৩০০ ⓚh ২০০
ⓖ ৩০ ⓖh ১০

২৫. উদ্দীপকে AC রেখা H বিন্দুতে স্পর্শ করলে—
i. অস্বাভাবিক মুনাফা হবে
ii. মুনাফার পরিমাণ = ১০০
iii. মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

২৬. প্রবাসীদের আয় কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়?
ⓚ GDP ⓚh NDP
ⓖ CCA ⓖh GNI

২৭. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?
ⓚ মূলধন গঠন ⓚh ঋণ নিয়ন্ত্রণ
ⓖ আমানত গ্রহণ ⓖh ঋণ প্রদান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'A' দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি ও ব্যক্তি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত।

২৮. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ⓚ মিশ্র ⓚh পুঁজিবাদী
ⓖ ইসলামি ⓖh নির্দেশমূলক

২৯. 'A' দেশে—
i. জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়
ii. চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়
iii. জরুরি প্রয়োজনে সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

৩০. উৎপাদনের কোন উপকরণটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে?
ⓚ শ্রম ⓚh ভূমি ⓖ মূলধন ⓖh সংগঠন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ আদিব সাহেব 'A' দেশে গিয়ে দেখলেন যে, দেশটিতে বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান। কিন্তু তার নিজের দেশে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আদিব সাহেব এর দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩
ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা কি একই? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি নিম্নরূপ:

X দ্রব্য	Y দ্রব্য
০	৬০
১০	৫৫
২০	৪০
৩০	৩০
৪০	১৫
৫০	০

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১
খ. অর্থনীতিতে নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 20 একক 'X' দ্রব্যের সাথে 30 একক 'Y' দ্রব্যের উৎপাদনের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ কোনো দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 10 একক। দাম হ্রাস পেয়ে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক।
ক. চলক কী? ১
খ. যোগানের পরিমাণের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা সূচি তৈরি করে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৪.▶ চাহিদার অপেক্ষক, Qd = 20 – 2P

যোগানের অপেক্ষক, Qs = – 5 + 3P

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. ক্রেতার আয় কীভাবে চাহিদার পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. দাম 3 টাকা এবং 6 টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় সূচি নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	২০	১০
২	২০	১৬
৩	২০	১৯
৪	২০	৩২
৫	২০	৪৫

ক. গড় আয় কী? ১

খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় সূচি তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে TFC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৬.▶ নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

জমি (একর)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	১	২০
১	২	৩৫
১	৩	৪৫
১	৪	৫০

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে গড় আয় রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে রেখাটি উৎপাদনের কোন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶

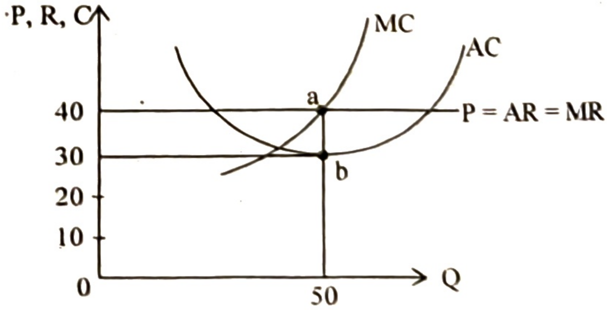

ক. অলিগোপলি বাজার কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. AC রেখা যদি 'a' বিন্দুতে স্পর্শ করে তবে ফার্মের মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶

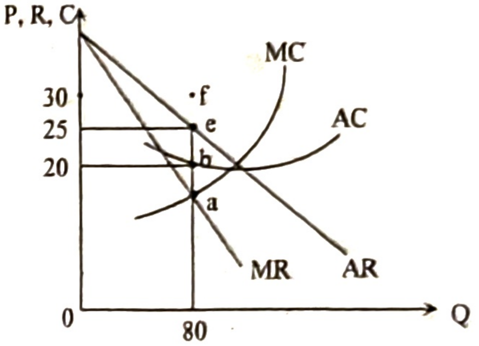

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেন AR = MR হয়? ২

গ. উদ্দীপক হতে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু নির্দেশ করো এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা 'f' বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ C = 200 + 0.5Y

I = 300

যেখানে, C = ভোগ, I = বিনিয়োগ

ক. জাতীয় আয় কী? ১

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় 625 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটবে? মতামত দাও। ৪

১০.▶ মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, M = 5,000

অর্থের প্রচলন গতি, V = 10

লেনদেনের পরিমাণ, T = 10,000

ক. অর্থ কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে? ২

গ. উদ্দীপক হতে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ 4,00,000 টাকা এবং ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাত 10%।

ক. অর্থের চাহিদা কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ অনুপাত ২০% বৃদ্ধি করলে অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																														
	১	ⓚ খ	২	ক	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	খ	১২	খ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক	২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ঘ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সেট – ঘ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দামের সাথে সম্পর্কিত নিচের কোনটি?
ⓚ AR = MR ⓚ AR > MR
ⓖ AR > MC ⓖ AR = AC

২. শূন্য স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে যোগান রেখার আকৃতি হবে—
ⓚ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ⓚ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
ⓖ বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী
ⓖ বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী

৩. চাহিদা স্থির থেকে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে—
i. যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে
ii. ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাবে
iii. ভারসাম্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪. সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে যে ব্যয় নির্বাহ করা হয় তা হলো—
ⓚ মূলধনি ব্যয় ⓚ রাজস্ব ব্যয়
ⓖ ভোগব্যয় ⓖ ব্যক্তিগত ব্যয়

৫. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার ঢাল—
ⓚ ধনাত্মক ⓚ ঋণাত্মক
ⓖ অসীম ⓖ শূন্য

৬. ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও কোনটি সম্ভব?
ⓚ অনলাইন ব্যাংকিং ⓚ ই-মেইল
ⓖ মোবাইল ব্যাংকিং ⓖ ই-ব্যাংকিং

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
MV = PT এখানে, V = ৫, P = ৫০, T = ১০

৭. উদ্দীপকের আলোকে M = ?
ⓚ ৫০ ⓚ ১০০
ⓖ ২৫০ ⓖ ৫০০

৮. উদ্দীপকে—
i. ফিশারের বিনিময় সমীকরণ দেখানো হয়েছে
ii. অর্থের মূল্য ০.০২
iii. P = ১০০ হলে Vm দ্বিগুণ বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৯. ব্যক্তিগত উদ্যোগের সর্বাধিক স্বাধীনতা কোন অর্থব্যবস্থায় রয়েছে?
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ নির্দেশমূলক
ⓖ মিশ্র ⓖ ইসলামি

১০. অভাব সসীম হয়। কারণ—
ⓚ নির্দিষ্ট সময় ⓚ ব্যাপক সময়
ⓖ স্বল্পকালীন সময় ⓖ অতি স্বল্পকালীন সময়

১১. অর্থনীতিতে 'অদৃশ্য হাত' ধারণাটির প্রবর্তক কে?
ⓚ রবিন্স ⓚ অ্যাডাম স্মিথ
ⓖ স্যামুয়েলসন ⓖ মার্শাল

১২. পরিবর্তক দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কী হবে?
ⓚ স্থির ⓚ ঋণাত্মক
ⓖ শূন্য ⓖ ধনাত্মক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
$Q_d = 10 - 2P; Q_s = -2 + P$

১৩. উদ্দীপকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ কত?
ⓚ 2 ও 2 ⓚ 2 ও 4
ⓖ 4 ও 2 ⓖ 4 ও 4

১৪. উদ্দীপকে ভারসাম্য দাম ২ টাকা হলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কোন ধরনের হবে?
ⓚ অসীম ⓚ শূন্য
ⓖ একক অপেক্ষা কম ⓖ একক অপেক্ষা অধিক

১৫. মোট উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে প্রান্তিক উৎপাদন তখন—
ⓚ বৃদ্ধি পায় ⓚ হ্রাস পায়
ⓖ স্থির থাকে ⓖ শূন্য হয়

১৬. কখন গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয়?
ⓚ প্রান্তিক ব্যয় (MC) সর্বনিম্ন হলে
ⓚ প্রান্তিক ব্যয় (MC) বাড়লে
ⓖ গড় ব্যয় (AC) কমলে
ⓖ গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন হলে

১৭. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে—
i. MR = MC
ii. AR = MR
iii. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৮. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে, যদি—
ⓚ AC < P > AVC ⓚ AC < P < AVC
ⓖ AC > P > AVC ⓖ AC = P = AVC

নিচের চিত্র হতে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

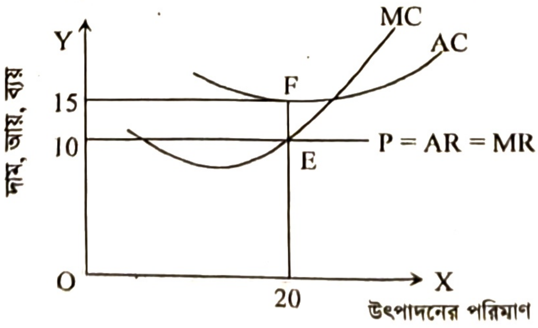

১৯. উদ্দীপকের চিত্রে ক্ষতির পরিমাণ কত?
ক 50 খ 100
গ 200 ঘ 300

২০. AC রেখা, AR রেখার E বিন্দুতে স্পর্শক হলে ফার্ম যে অবস্থার সম্মুখীন হয়—
ক অস্বাভাবিক মুনাফা খ লোকসান
গ স্বাভাবিক মুনাফা ঘ উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত

২১. কোন ভোগব্যয় আয় থেকে স্বাধীন?
ক প্ররোচিত ভোগব্যয়
খ স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়
গ ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়
ঘ সরকারি ভোগব্যয়

২২. GDP নির্ণয়ে হিসাব করা হয়—
i. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়
ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়
iii. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত সকল পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বিক্রয় করে ৪০,০০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়ে দেশটির ৩২,০০০ কোটি টাকা থাকে।

২৩. 'ক' দেশে নির্দিষ্ট বছরে অর্জিত ৩২,০০০ কোটি টাকাকে কী বলে?
ক GNI খ NNI
গ GDP ঘ NDP

২৪. এই ৩২,০০০ কোটি টাকা নির্ণয়ের সূত্র হলো—
i. ৩২,০০০ = GNI – DC
ii. ৩২,০০০ = C + I + G + (X – M) – DC
iii. ৩২,০০০ = C + I + G
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. ব্যাংক হার পরিবর্তন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি?
ক পরিমাণগত খ গুণগত
গ উভয়ই ঘ কোনোটিই নয়

২৬. একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে বলে—
ক বিহিত মুদ্রা খ চলতি আমানত
গ অর্থের যোগান ঘ অর্থের চাহিদা

২৭. অর্থনৈতিক মন্দার সময় ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক—
i. ব্যাংক হার ও সুদের হার হ্রাস করে
ii. ঋণপত্র ক্রয় করে
iii. নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে সম্প্রতি 'X' দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক উচ্চ সুদের হারে ১০ বছর মেয়াদি প্রতিটি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা মূল্যমানের 'জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন' সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

২৮. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন ধরনের প্রচেষ্টা বর্ণিত হয়েছে?
ক খোলাবাজার কার্যক্রম
খ ঋণের রেশনিং
গ নতুন নোটের প্রচলন
ঘ বিনিময় হার নির্ধারণ

২৯. দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য অর্জনের আরও যে পদক্ষেপ সুপারিশ করা যায় তা হলো—
i. নগদ জমার হার বাড়ানো
ii. ব্যাংক হার কমানো
iii. অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ কমানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. ফার্মের কোন ব্যয় রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়?
ক AVC খ AFC
গ AC ঘ MC

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ X দেশের নাগরিক হায়াৎ সাহেব একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তার ভাই পূর্বে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলেও বর্তমানে নিজে ব্যবসা শুরু করেছেন। অন্যদিকে Y দেশের নাগরিক জন সাহেব নিজ উদ্যোগে ব্যবসা করতে চাইলেও তার দেশে ব্যক্তি মালিকানায় কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নেই। এখানে সব কিছুই সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।
ক. অভাব কী? ১
খ. নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? ২
গ. X দেশটি কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার দেশ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বৈশিষ্ট্যগতভাবে X ও Y দেশের অর্থব্যবস্থা এক নয়।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶

X-দ্রব্য	Y-দ্রব্য
০	৫০
২০	৪০
৩০	৩০
৪০	২০
৫০	০

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতিকে পরস্পরের পরিপূরক বলা হয় কেন? ২
গ. সূচি হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. 'X-দ্রব্য ও Y-দ্রব্য একই সাথে ৪০ একক করে উৎপাদন সম্ভব নয়'— ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ Qd = 30 – 2p
এখানে, Qd = চাহিদার পরিমাণ; P = দাম
ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৪.▶

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)
১	৬
২	১০
৩	১২
৪	১২
৫	১০

ক. পরিপূরক দ্রব্য কী? ১
খ. সাধারণত চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ ক এবং খ দুই ধরনের দ্রব্য। ক দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য অনেকগুলো কোম্পানি রয়েছে। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রঙের মোড়কে প্রক্রিয়াজাত হয়ে দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় হয়। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে খ দ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি বিক্রয় হয়।
ক. শিল্প কী? ১
খ. ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক দ্রব্য কোন বাজারের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্রব্য দুটির বাজারের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶

জমির পরিমাণ (একক)	শ্রম (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১	১	৮
১	২	৬
১	৩	৪
১	৪	২

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶

উৎপাদন একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	৫	৫
২	৫	১৩
৩	৫	১৯
৪	৫	২৭
৫	৫	৪০
৬	৫	৫৫

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶

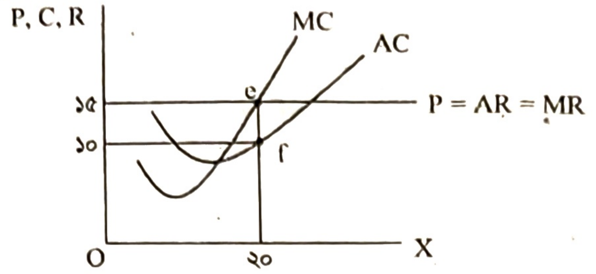

ক. মনোপসনি বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চিত্রানুযায়ী AC রেখা যদি e বিন্দুতে স্পর্শ করে তবে ফার্মটির মুনাফার ধরনের পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ C = ১৫০ + ০.৭৫Y এখানে,
I = ১০০ C = ভোগ ব্যয়
G = ১৫০ I = বিনিয়োগ ব্যয়
G = সরকারি ব্যয়
ক. দ্বৈত গণনার সমস্যা কী? ১
খ. 'সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ মনোয়ার এমন একটি ব্যাংকে চাকরি করে যা একটি দেশের অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণও এ ব্যাংকের কাজ। অন্যদিকে ফাহিম একটি ব্যাংকে চাকরি করে। তার ব্যাংকটি জনগণের অর্থ আমানত রাখে ও স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বেশি সুদে ঋণ প্রদান করে।
ক. অর্থ কী? ১
খ. অনলাইন ব্যাংকিং কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মনোয়ার যে ব্যাংকে চাকরি করে সেটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মনোয়ার ও ফাহিমের ব্যাংকের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ একটি দেশের অর্থবাজারে—
মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = ৬০০
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ৬
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M') = ৫০০
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = ৫
Q লেনদেনের পরিমাণ (T) = ৫০
ক. মোবাইল ব্যাংকিং কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে দেশটির দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ অর্ধেক হয় তবে মুদ্রার মূল্যের কী পরিবর্তন হবে? ৪

উত্তর																														
	১	ক	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	গ	৭	খ	৮	ক	৯	ক	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ

রাজশাহী বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – খ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: *সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।*

১. স্বল্পকালে নিচের চারটি রেখার মধ্যে কোনটির আকৃতি পৃথক?
ক AC　খ MC　গ AVC　ঘ AFC

২. গড় উৎপাদন নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক $\frac{\Delta Q}{\Delta L}$　খ $\frac{\Delta Q}{\Delta K}$　গ $\frac{Q}{L}$　ঘ $\frac{C}{Q}$

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির খরচ (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC)
০০	২০	০০
১	২০	১০
২	২০	১৮

৩. উদ্দীপক অনুযায়ী, ২য় এককের মোট খরচ কত হবে?
ক ২০　খ ২৮　গ ৩৮　ঘ ৬০

৪. উদ্দীপক অনুযায়ী, পরিবর্তনশীল খরচ রেখার আকৃতি কেমন হবে?
ক ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী　খ ডানদিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল　ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৫. পালং শাকের বাজারকে সময়েরভিত্তিতে কোন ধরনের বাজার বলা যাবে?
ক অতি স্বল্পকালীন　খ স্বল্পকালীন
গ দীর্ঘকালীন　ঘ অতি দীর্ঘকালীন

৬. কোন বাজারে ক্রেতা একজন থাকে—
i. মনোপলি　ii. মনোপসনি
iii. ডুয়োপলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i　খ ii　গ i ও iii　ঘ ii ও iii

৭. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোনটি জাতীয় বাজারের উদাহরণ?
ক তৈরি পোশাকের বাজার　খ টাঙ্গাইলের শাড়ির বাজার
গ পাটের বাজার　ঘ সোনার বাজার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:.

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) (একক)	দাম (P) (প্রতি এককের টাকায়)
১	১০
২	৭
৩	৫

৮. উদ্দীপক অনুযায়ী ২য় এককের জন্য মোট আয় কত?
ক ৩　খ ৯　গ ১৪　ঘ ১৭

৯. উদ্দীপক অনুযায়ী, প্রান্তিক আয় (MR) রেখার আকৃতি কেমন হবে?
ক ডানদিকে নিম্নগামী　খ ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল　ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১০. চূড়ান্ত দ্রব্য কোনটি?
ক তুলা　খ সুতা
গ কাপড়　ঘ তৈরি পোশাক

১১. সামষ্টিক অর্থনীতির চলক কোনটি?
ক দাম　খ দামস্তর
গ চাহিদা　ঘ যোগান

১২. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি?
ক $C = -a + by$　খ $C = -a - by$
গ $C = a + by$　ঘ $C = a - by$

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দেওয়া আছে, জাতীয় আয়ের মডেল:
$Y = C + I$ (যেখানে, $C = 1500$ এবং $I = 200$)

১৩. উদ্দীপক অনুযায়ী, ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত হবে?
ক 750　খ 1300　গ 1500　ঘ 1700

১৪. উদ্দীপক অনুযায়ী, G = 120 যুক্ত হলে মডেলটির ক্ষেত্রে নিচের কোন ধারণাটি প্রযোজ্য হবে?
ক বন্ধ অর্থনীতি কার্যকর
খ মুক্ত অর্থনীতি কার্যকর
গ সামগ্রিক চাহিদা অপরিবর্তিত থাকবে
ঘ সামগ্রিক যোগান কমবে

১৫. সসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি?
ক ২০ টাকার নোট　খ ১০ টাকার নোট
গ ৫ টাকার নোট　ঘ ২ টাকার নোট

১৬. 'অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে' 'PT' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক অর্থের যোগান　খ অর্থের চাহিদা
গ অর্থের মূল্য　ঘ দামস্তর

১৭. 'নিকাশঘর' হিসেবে কাজ করতে পারে কোন ব্যাংক?
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক　খ অনলাইন ব্যাংকিং
গ কেন্দ্রীয় ব্যাংক　ঘ মোবাইল ব্যাংকিং

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' দেশে গত অর্থবছরে দামস্তর ছিল ৫০। চলতি অর্থবছরে তা বেড়ে ১০০ হয়েছে।

১৮. উদ্দীপক অনুযায়ী, গত অর্থবছরের অর্থের মূল্য নির্ণয় কর।
ক ০.০০২　খ ০.০২　গ ০.২　ঘ ০.৫

১৯. উদ্দীপক অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জন্য নিচের কোনটি প্রযোজ্য হবে?
ক দামস্তর ও অর্থের মূল্য সমমুখী
খ অর্থবাজারে স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছে
গ অর্থের মূল্য বেড়েছে
ঘ অর্থের মূল্য কমেছে

২০. বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক ধনতান্ত্রিক　খ নির্দেশমূলক
গ মিশ্র　ঘ ইসলামি

২১. স্বয়ংক্রিয় 'দামব্যবস্থা' কোন অর্থব্যবস্থায় কার্যকর হয়?
i. ধনতান্ত্রিক　ii. নির্দেশমূলক
iii. মিশ্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i　খ ii　গ i ও ii　ঘ i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নিচের চিত্রে একটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হলো:

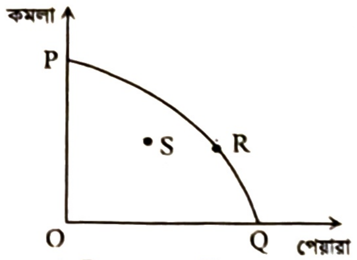

২২. উদ্দীপক অনুযায়ী, কোন বিন্দুতে পেয়ারার উৎপাদন শূন্য?
ⓚ P ⓚ Q ⓖ R ⓖ S

২৩. উদ্দীপক অনুযায়ী, 'S' বিন্দুতে কী নির্দেশ করে?
i. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার
ii. সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii
ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii

২৪. উপযোগের একককে কী বলে?
ⓚ ইউনিট ⓚ ইউটিল
ⓖ পর্যায় ⓖ ইউটিলিটি

২৫. কোন ধরনের উপযোগের মান ঋণাত্মক হতে পারে?
ⓚ প্রান্তিক উপযোগ ⓚ প্রাথমিক উপযোগ
ⓖ মোট উপযোগ ⓖ গড় উপযোগ

২৬. চাহিদা সমীকরণ কোনটি?
ⓚ $Q = -c + dp$ ⓚ $Q = a - bp$
ⓖ $Q = a + bp$ ⓖ $C = a + by$

২৭. আটা ও চাল দ্রব্য দুটির ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক কীরূপ হবে?
ⓚ ধনাত্মক ⓚ ঋণাত্মক
ⓖ শূন্য ⓖ অসীম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের একক	প্রতি এককের প্রাপ্ত উপযোগ (টাকায়)
১	১০
২	৬
৩	৪
৪	০০

২৮. উদ্দীপক অনুযায়ী, ৩য় এককের মোট উপযোগ কত হবে?
ⓚ ০৪ ⓚ ১০
ⓖ ১৬ ⓖ ২০

২৯. উদ্দীপক অনুযায়ী, মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হবে কত একক দ্রব্য ভোগ করা হলে?
ⓚ ১ ⓚ ২
ⓖ ৩ ⓖ ৪

৩০. উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ কোনটি?
ⓚ ভূমি ⓚ শ্রম
ⓖ মূলধন ⓖ সংগঠন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিচে X ও Y নামক দুটি দ্রব্য উৎপাদনের একটি উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি দেওয়া হলো:

সংমিশ্রণ	X-দ্রব্য	Y-দ্রব্য
M	00	24
N	10	20
P	20	10
Q	24	00

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১
খ. 'দুষ্প্রাপ্যতার কারণে নির্বাচন সমস্যার সৃষ্টি হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অনুযায়ী উভয় দ্রব্য একই সাথে ২৪ একক করে উৎপাদন করা সম্ভব নয় কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ নিচের উদ্দীপক হতে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
চাহিদা সমীকরণ, $Qd = 16 - 4p$
যোগান সমীকরণ, $Qs = -8 + 4p$
এখানে, P = দাম, Qd = চাহিদার পরিমাণ, Qs = যোগানের পরিমাণ
ক. ঢাল কাকে বলে? ১
খ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটির প্রকৃতি কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চাহিদা সমীকরণ স্থির থেকে যোগান সমীকরণ পরিবর্তিত হয়ে $Qs_1 = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ দেওয়া আছে,

'X' দ্রব্য ভোগের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১৫ ইউটিল
২য়	১০ ইউটিল
৩য়	৫ ইউটিল
৪র্থ	০ ইউটিল
৫ম	– ৫ ইউটিল

ক. চলক কী? ১
খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভোক্তার মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ সাঈদ এমন একটি দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন- যে দেশের সরকার সকল সম্পদের মালিক এবং জনগণের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে, সাঈদের দেশে উৎপাদক ও ভোক্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণস্বাধীনতা ভোগ করে। সরকার অর্থনীতির কোনো খাতে হস্তক্ষেপ করে না।
ক. দাম প্রক্রিয়া কী? ১
খ. সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন? ২
গ. সাঈদের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সাঈদ যে দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছেন, সে দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার তুলনা করো। ৪

৫.▶ সাবান কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (একক) টাকা	মোট স্থির টাকা ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১৫	৪
২	১৫	১০
৩	১৫	১৫
৪	১৫	২২
৫	১৫	৩৪

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. 'মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে গড় খরচ (AC) সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কীরূপ হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ একটি দ্রব্য উৎপাদনে মূলধনের পরিমাণ ও প্রান্তিক উপাদান নিম্নে দেওয়া হলো—

মূলধনের পরিমাণ (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১০০	৫
২০০	৭
৩০০	৯
৪০০	১১
৫০০	১৩

ক. প্রান্তিক আয় কাকে বলে? ১
খ. কখন ফার্ম ও শিল্প একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচির আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সূচিটি উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে— ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

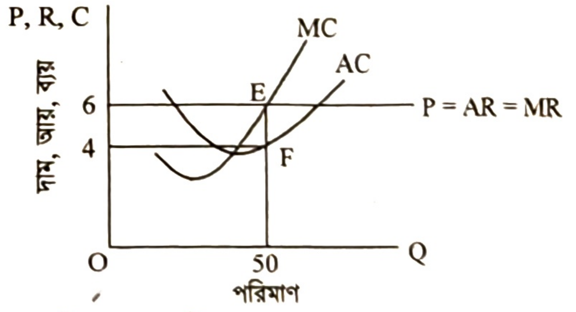

ক. স্বল্পকালীন বাজার কী? ১
খ. ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপক হতে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের গড় ব্যয় (AC) রেখা স্থানান্তরিত হয়ে E বিন্দু দিয়ে ছেদ করলে মুনাফার ক্ষেত্রে কি কোন পরিবর্তন আসবে? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৮.▶ 'ক' এবং 'খ' দুই ধরনের দ্রব্য। 'ক' দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য অনেকগুলো কোম্পানি রয়েছে। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রঙের মোড়কে প্রক্রিয়াজাত হয়ে দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় হয়। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, 'খ' দ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি বিক্রয় হয়।

ক. শিল্প কী? ১
খ. ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দ্রব্য কোন বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্রব্য দুটির বাজারের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ জনাব আক্তার সাহেব একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। যাকে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়। এটি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। তাছাড়াও দেশের ঋণ তদারকি, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে। অপরদিকে, জনাব গোফরান অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, যা আমানত গ্রহণ করার পাশাপাশি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান ও ঋণ আমানত সৃষ্টি করে থাকে।

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. মুদ্রার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব আক্তার সাহেবের ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব আক্তার ও জনাব গোফরানের ব্যাংকের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি অর্থনীতির মুদ্রা বাজারের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো:

বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 7,500
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 15
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M_1) = 3,000
ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V_1) = 10
লেনদেনের পরিমাণ (T) = 1000

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার হার পদ্ধতিতে কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মূল্যস্তরের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করো। ৪

১১.▶ একটি তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্য নিম্নরূপ:

$C = 100 + 0.75Y$, $I = 100$, $G = 150$

যেখানে, Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়

ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা কী? ১
খ. বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় ৫০ টাকা হ্রাস করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে— উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ	১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	*
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ

* **Note:** গ ও ঘ উভয় উত্তর হতে পারে। কারণ বর্তমানে ৫ ও ২ টাকার নোট সরকারি নোট।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – খ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট   পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য কী?
ক) বর্তমানের ভোগ   খ) অতীতের ভোগ
গ) ভোগের উদ্বৃত্ত   ঘ) ভবিষ্যতের ভোগ

২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ
ii. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
iii. AR = MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

৩. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ হবে—
ক) সর্বোচ্চ   খ) সর্বনিম্ন   গ) অসীম   ঘ) শূন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাকিব এমন এক দেশের নাগরিক যেখানে কোনো ক্ষেত্রেই সরকারি হস্তক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, তার এক বিদেশি বন্ধু মি. জন এর দেশে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৪. উদ্দীপকে রাকিবের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক) সমাজতান্ত্রিক   খ) ধনতান্ত্রিক
গ) মিশ্র   ঘ) নির্দেশমূলক

৫. মি. জন এর দেশের ক্ষেত্রে—
i. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কার্যকর
ii. উৎপাদক ও ভোক্তার স্বাধীনতা নেই
iii. শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষিত।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

৬. ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া কোনটি সম্ভব?
ক) এটিএম ব্যাংকিং   খ) মোবাইল ব্যাংকিং
গ) ই-ব্যাংকিং   ঘ) ই-মেইল

৭. TFC ও TVC-এর সমষ্টিকে কী বলে?
ক) AC   খ) TC   গ) MC   ঘ) VC

৮. অর্থনৈতিক সমস্যার প্রধান কারণ কোনটি?
ক) সসীম অভাব   খ) সীমিত উৎপাদন
গ) সঠিক নির্বাচন   ঘ) সীমিত সম্পদ

৯. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান স্থির থাকে তাকে কী বলে?
ক) স্বাধীন চলক   খ) অধীন চলক
গ) ধ্রুবক   ঘ) পরামিতি

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

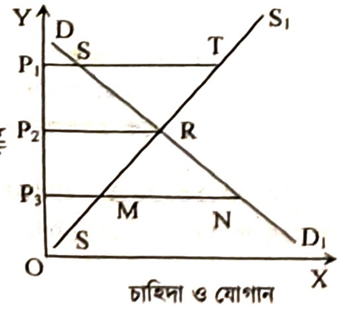

১০. ওপরের চিত্রে R বিন্দুতে কী নির্ধারিত হয়?
ক) ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ
খ) ভারসাম্য ভোগ
গ) ভারসাম্য উৎপাদন
ঘ) ভারসাম্য জাতীয় আয়

১১. উদ্দীপক অনুযায়ী P_1 দামে অতিরিক্ত যোগানের পরিমাণ কত?
ক) MN   খ) ST   গ) P_1T ঘ) P_3N

১২. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কোনটি?
ক) $\frac{\Delta P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{P}$ খ) $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{Q}{P}$ গ) $\frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{P}{Q}$ ঘ) $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$

১৩. সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো—
i. জাতীয় আয়   ii. সুদের হার
iii. ফার্মের মুনাফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

১৪. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সর্বাধিক স্বাধীনতা কোন অর্থব্যবস্থায় রয়েছে?
ক) পুঁজিবাদী   খ) নির্দেশমূলক
গ) মিশ্র   ঘ) ইসলামি

১৫. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
ক) ২   খ) ৩   গ) ৪   ঘ) ৬

নিচের ছকটি দেখ এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রমের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একক	১৪ একক	১৪ একক
২ একক	২২ একক	? একক
৩ একক	? একক	৬ একক

১৬. সূচিতে খালি ঘরে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে—
ক) ৩২, ১৮   খ) ২৮, ৮
গ) ১৪, ২৮   ঘ) ২২, ২০

১৭. উপরিউক্ত উদ্দীপকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিবর্তনের কারণ—
i. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii   খ) ii ও iii   গ) i ও iii   ঘ) i, ii ও iii

১৮. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে যখন—
ক) AC < P > AVC   খ) AC < P < AVC
গ) AC > P > AVC   ঘ) AC = P = AVC

১৯. বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে—
i. মোট আয় বাড়ে   ii. গড় আয় স্থির থাকে
iii. উৎপাদন বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

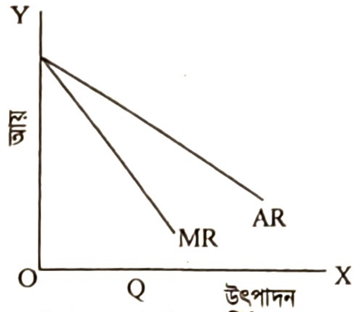

২০. চিত্রটি কোন বাজারের সাথে সম্পর্কিত নয়?
ⓚ অলিগোপলি ⓚ ডুয়োপলি
ⓖ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓖ একচেটিয়া

(ক) অলিগোপলি (খ) ডুয়োপলি
(গ) পূর্ণ প্রতিযোগিতা (ঘ) একচেটিয়া

২১. উক্ত বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?
(ক) AR > MR (খ) AR < MR
(গ) AR = MR (ঘ) P > AR

২২. ঐচ্ছিক মুদ্রা হলো—
i. চেক ii. ব্যাংক ড্রাফট
iii. সঞ্চয়পত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি?
(ক) তারল্যের মান
(খ) বিনিময়ের মাধ্যম
(গ) সামাজিক মর্যাদার প্রতীক
(ঘ) তৃপ্তি অর্জন

২৪. গড় আয় নির্ণয়ের সূত্র—
(ক) $AR = P \times Q$ (খ) $AR = \frac{TR}{Q}$
(গ) $AR = \frac{\Delta P}{\Delta Q}$ (ঘ) $R = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

২৫. কোন বাজারে দাম রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?
(ক) একচেটিয়া (খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতা
(গ) অলিগোপলি (ঘ) ডুয়োপলি

নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি অর্থনীতিতে M = ৮০০, V = ১০, T = ১০০০

২৬. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) কত?
(ক) ৮ (খ) ১০
(গ) ১৬ (ঘ) ৪০

২৭. যদি অর্থের সরবরাহ M = ১৬০০ হয়, তবে দামস্তরের কী হবে?
(ক) দ্বিগুণ হবে (খ) অপরিবর্তিত থাকবে
(গ) কমবে (ঘ) বাড়বে

২৮. কোনটিতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়?
(ক) GDP (খ) GNP
(গ) NNP (ঘ) NI

২৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হলো—
i. আমানত সংগ্রহ ii. নোট প্রচলন
iii. ঋণদান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি?
(ক) $Y = C + I$ (খ) $C = bY$
(গ) $C = a + bY$ (ঘ) $C = -a + (1 - b) Y$

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ রহমান ও রাজ্জাক অবস্থাসম্পন্ন কৃষক পরিবারের দুই ভাই। লেখাপড়া করার জন্য রহমান 'A' দেশে ও রাজ্জাক 'B' দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। 'A' দেশে উৎপাদন উপকরণের মালিকানা সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন, বণ্টন, বিনিয়োগ সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে 'B' দেশে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান।
ক. মিশ্র অর্থনীতি কী? ১
খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমানের 'A' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? তোমার উত্তর যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং উত্তর দাও:

দাম (P) টাকা	চাহিদার পরিমাণ (Q) একক
20	20
15	30
10	40

ক. চলক কাকে বলে? ১
খ. দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক কীরূপ? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দাম ২০ টাকা থেকে কমে ১৫ টাকা হলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৩.▶ নিম্নে একজন ভোক্তার প্রতি একক কমলা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য নিম্নরূপ:

কমলা Q (একক)	মোট উপযোগ (TU)
১	১০
২	১৫
	১৭
৪	১৭
৫	১৬

ক. রেখার ঢাল কী? ১
খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ (MU) সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অর্থনীতির যে বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ বেলায়েত তার জমিতে ধান চাষ করতে প্রথম বছর ৫০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ১৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। পরবর্তী তিন বছর অধিক উৎপাদনের আশায় যথাক্রমে ১০০০, ১৫০০, ২০০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ২০০, ২৩০, ২৫০ কেজি ধান পেলেন।
ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা (TP) অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বেলায়েতের চাষাবাদে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ একটি ফার্মে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৫, ১০, ১৫ একক এবং পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০, ২০০০, ৩০০০ একক। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন যথাক্রমে ১০০, ১৭০, ২০০ একক।

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মাত্রাগত উৎপাদনের সূচি তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের মাত্রাগত উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং উত্তর দাও:

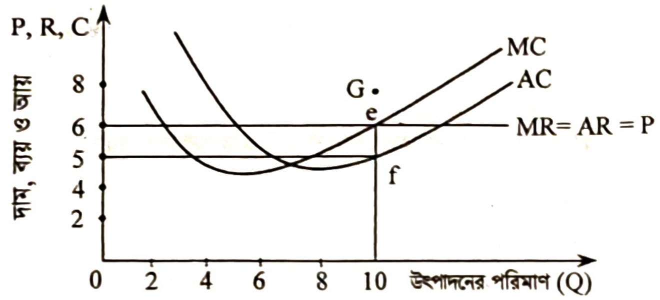

ক. অর্থনীতিতে বাজার বলতে কী বোঝায়? ১

খ. ফার্ম ও শিল্পের পার্থক্য দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র থেকে ফার্মটির ক্ষতি বা মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. চিত্রে AC রেখাটি যদি স্থানান্তরিত হয়ে G বিন্দু দিয়ে গমণ করে তবে উৎপাদকের মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং উত্তর দাও:

P_A	P_B	Q
10	10	1
10	8	2
10	6	3
10	4	4

যেখানে, P_A = A দ্রব্যের দাম, P_B = B দ্রব্যের দাম, Q = দ্রব্যের পরিমাণ।

ক. একচেটিয়া বাজার কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রেতা ও বিক্রেতাকে দামগ্রহীতা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে A দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় (TR) রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে B দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফার্মের AR ও MR রেখার আকৃতি লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ একটি দেশে বিহিত মুদ্রা (M) ও ঋণপত্রের পরিমাণ (M') যথাক্রমে 200 ও 150। বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = 10 ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') = 5 এবং লেনদেনের পরিমাণ (T) = 100.

ক. চাহিদা আমানত কাকে বলে? ১

খ. পণ্য দ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি কীভাবে অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ঋণপত্রের পরিমাণ যদি 200 এবং ঋণপত্রের প্রচলন গতি 10 হয় তবে দামস্তরের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ জনাব মনির ও জনাব জাহাঙ্গীর দুই ভাই। তাঁরা দেশে দু'টি ব্যাংকের কর্মকর্তা। জনাব মনিরের ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে এবং গ্রাহকগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে জনাব জাহাঙ্গীরের ব্যাংক দেশে মুদ্রা প্রচলন, সংরক্ষণ, মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এজন্য জাহাঙ্গীরের ব্যাংককে 'অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক ও' বলা হয়।

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১

খ. 'মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব জাহাঙ্গীরের ব্যাংকের তিনটি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব জাহাঙ্গীরের ব্যাংক 'অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক' হিসাবে কীভাবে জনাব মনিরের ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ একটি দেশের সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ:

$C = 50 + 0.75Y$

$I = 100,\ G = 150$

যেখানে, C = ভোগ ব্যয়,
I = বিনিয়োগ ব্যয়,
Y = সামগ্রিক আয়,
G = সরকারি ব্যয়।

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১

খ. আয়ের সাথে প্ররোচিত ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় ($\bar{Y}$) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশের আয় নির্ধারণী মডেলে যদি রপ্তানি X = 100 এবং আমদানি M = 50 যুক্ত করা হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ ২০২৩ সালে 'X' দেশে মোট ভোগ ব্যয় (C) = 5 বিলিয়ন ডলার, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = 3 বিলিয়ন ডলার ও সরকারি ব্যয় (G) = 3 বিলিয়ন ডলার। ঐ দেশে আমদানি ব্যয় (M) = 3 বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি আয় (X) = 2 বিলিয়ন ডলার।

ক. আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? ১

খ. বিনিয়োগ জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে 'X' দেশের GNI নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অন্যান্য ব্যয় স্থির থেকে রপ্তানি আয় 3 বিলিয়ন ডলার হলে জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	ক	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	খ	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	গ	৩০	গ

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – খ

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১. **কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই?**
ক মনোপসনি খ অলিগোপলি
গ একচেটিয়া ঘ পূর্ণ প্রতিযোগিতা

নিচের চিত্র হতে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

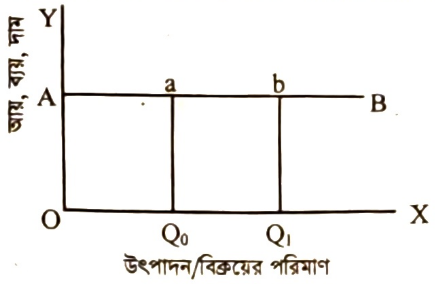

২. **AB রেখার স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে?**
ক EP = α খ EP = 1 গ EP = 0 ঘ EP > 1

৩. **AB রেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—**
i. রেখার ঢাল শূন্য ii. AR = MR
iii. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার চাহিদা রেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **ফিশারের সমীকরণ কোনটি?**
ক MT = VP খ T = MPV গ MP = VT ঘ MV = PT

৫. **তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি?**
ক Y = C + 1 + G খ Y = C + I ÷ G + (X – M)
গ Y = C + I + G (X + M) ঘ Y = C + I

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

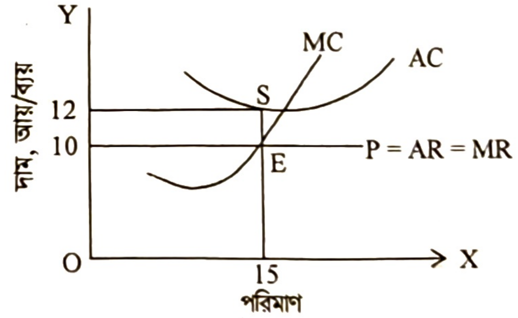

৬. **উদ্দীপক অনুযায়ী মোট ব্যয় কত?**
ক ১৫০ খ ১৭০ গ ১৮০ ঘ ২০০

৭. **উদ্দীপকের চিত্রে ক্ষতির পরিমাণ কত?**
ক ২০ খ ৩০ গ ৪০ ঘ ৫০

৮. **পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে 'অদৃশ্য হাত' দ্বারা কী বোঝানো হয়?**
ক জনগণ খ সামাজিক কল্যাণ
গ দামব্যবস্থা ঘ সরকারি পরিকল্পনা

৯. **চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে বলে—**
ক চাহিদা সমীকরণ খ চাহিদা সূচি
গ ব্যক্তিগত চাহিদা ঘ চাহিদা রেখা

১০. **প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?**
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১১. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?**
ক P = AR > MC খ P = AR = MR
গ P = AR < MC ঘ P = AR = MC

১২. **চাহিদা সমীকরণ Qd = 20 – 2P হলে, চাহিদা রেখার ঢাল কত?**
ক – 4 খ – 20 গ – 2 ঘ – 5

১৩. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে?**
ক পল স্যামুয়েলসন খ এল রবিন্স
গ জে. এম. কেইনস ঘ আলফ্রেড মার্শাল

১৪. **পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখা—**
ক ডান দিকে উর্ধ্বগামী খ ডানদিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১৫. **নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে—**
i. দাম ও চাহিদার সম্পর্ক সমমুখী
ii. চাহিদাবিধি কার্যকর হয় না
iii. চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. **ভারসাম্য আয়স্তর (Y) নির্ধারণকারী শর্ত কোনটি?**
ক Qd = Qs খ MR = MC
গ AD = AS ঘ $D_L = S_L$

১৭. **GNP-এর পূর্ণরূপ কী?**
ক Gross Nominal Product খ Gross National Product
গ Gross Net Product ঘ Gross New Product

১৮. **বিহিত মুদ্রা বলতে কী বোঝায়?**
i. যে মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই
ii. যা সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত
iii. যা সকলেই গ্রহণ করতে বাধ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. **P = AR = MR কোন ধরনের বাজারে দেখা যায়?**
ক একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
গ ডুয়োপলি বাজার
ঘ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

২০. **নোট প্রচলনের একক অধিকার ভোগ করে কোন ব্যাংক?**
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ বিদেশি ব্যাংক

২১. **দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বলে—**
ক উৎপাদন খ সম্পদ গ উপযোগ ঘ ভোগ

২২. **মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?**
ক দামস্তর হ্রাস পায় খ মুদ্রার যোগান হ্রাস পায়
গ অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায় ঘ অর্থের মূল্য হ্রাস পায়

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সংমিশ্রণ	ভূমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	১ একর	৫,০০০ টাকা	১,০০০ কেজি	১,০০০ কেজি
B	১ একর	১০,০০০ টাকা	১,৮০০ কেজি	৮০০ কেজি
C	১ একর	১৫,০০০ টাকা	২,৪০০ কেজি	৬০০ কেজি

২৩. উদ্দীপকে যে উৎপাদন বিধি দেখনো হয়েছে, তা কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য?
ক সেবা খাত খ কৃষি খাত
গ বাণিজ্য খাত ঘ শিল্প খাত

২৪. উদ্দীপকে উৎপাদনের যে বিধি কার্যকর তা হলো—
i. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
iii. সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. আয়ের ওপর নির্ভরশীল ভোগ ব্যয়কে কী বলে?
ক স্বয়ম্ভূত ভোগ খ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা
গ প্ররোচিত ভোগ ঘ গড় ভোগ প্রবণতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মারইয়াম প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা একটি ব্যাংকে জমা রাখেন। বছর শেষে মোট জমাকৃত টাকার সাথে ব্যাংক অতিরিক্ত টাকা তার হিসাবে জমা করে।

২৬. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কোন ধরনের?
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ বিশ্বব্যাংক
গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ বিশেষায়িত ব্যাংক

২৭. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হলো—
i. ঋণদান করা ii. আমানত গ্রহণ করা
iii. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৮ ও ২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

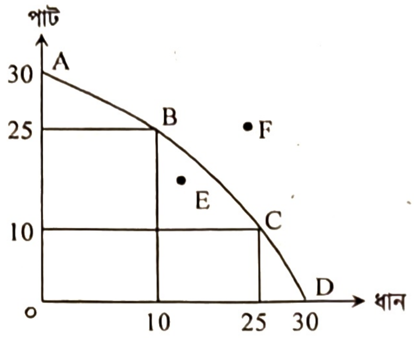

২৮. ধানের উৎপাদন শূন্য হলে পাটের উৎপাদন কত হবে?
ক 0 খ 10 গ 25 ঘ 30

২৯. উদ্দীপকে সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার নির্দেশক বিন্দু কোনটি?
ক E খ F গ D ঘ A

৩০. মোবাইল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে জরুরি—
i. কম্পিউটার ii. মোবাইল সেট
iii. পিন কোড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** **পূর্ণমান— ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিচের সূচিতে একটি দেশের গম ও আলু উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেওয়া হলো:

সংমিশ্রণ	গমের উৎপাদন (মণ)	আলুর উৎপাদন (মণ)
A	১০০	০
B	৭৫	৬৫
C	৫০	৮৫
D	০	১০০

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কাকে বলে? ১
খ. 'সীমাহীন অভাব ও সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই মানুষকে নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশে ৭৫ মণ গমের সাথে ৮৫ মণ আলু এবং ৫০ মণ গমের সাথে ৫০ মণ আলু উৎপাদন করা যাবে কি? তোমার উত্তরের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ 'A' ও 'B' দুটি ভিন্ন দেশ। 'A' দেশে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অন্যদিকে 'B' দেশে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কীভাবে দাম নির্ধারিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশসমূহের মধ্যে দাম নির্ধারণ, উৎপাদন, ভোগ ও শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকার তুলনা করো। ৪

৩.▶ নিচের সূচিতে একজন ভোক্তার বিভিন্ন একক কমলালেবু ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য দেওয়া হলো:

কমলালেবু ভোগের একক	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	10	10
2	16	?
3	?	3
4	20	1
5	20	?

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. ভোক্তার 'আয়ের পরিবর্তন' ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ২
গ. উদ্দীপকের উপযোগ সূচির প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো পূরণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অঙ্কন করে এদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ কোনো একটি দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ $Qd = 30 - 5P$ এবং যোগান সমীকরণ $Q_s = -10 + 5P$, যেখানে Q = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = যোগানের পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।
ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১
খ. 'আবহাওয়ার পরিবর্তন' কীভাবে যোগানের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক হতে যোগান রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা ও যোগান সমীকরণ ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারবে কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ নিচের সূচিতে একটি ফার্মের উৎপাদনের (Q) ও মোট ব্যয় (TC)-এর তথ্য দেওয়া হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC)
১	৫
২	৮
৩	৯
৪	১২
৫	২০

ক. প্রান্তিক ব্যয় (MC) কাকে বলে? ১
খ. স্বল্পকালীন মোট স্থির ব্যয় (STFC) রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ফার্মের মোট ব্যয় (TC) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ নিচের সূচিতে অন্যান্য অবস্থা স্থির বিবেচনা করে শ্রমের নিয়োগ (L) ও মোট উৎপাদনের (TP) পরিমাণের তথ্য দেওয়া হলো:

শ্রমের নিয়োগ (L)	মোট উৎপাদন (TP) (মেট্রিক টন)
১	৫
২	৯
৩	১২
৪	১৪
৫	১৫
৬	১৫

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে 'দীর্ঘকাল' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উৎপাদনের যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে তা কৃষিক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হলেও সকল খাতে তা কার্যকর হয় না— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

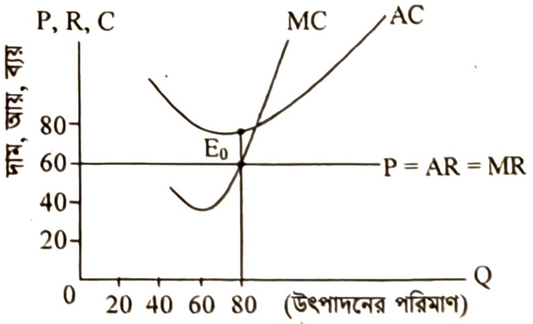

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে 'দাম গ্রহীতা' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ফার্মটির মুনাফা/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ফার্মটির গড় ব্যয় রেখার কী পরিবর্তন হলে সে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে? চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ দেওয়া আছে $C = 70 + 0.6Y$ এবং $I = 100$ যেখানে C = ভোগ ব্যয়,
I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়।
ক. মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) কাকে বলে? ১
খ. জাতীয় আয় (Y) পরিমাপের সময়' দ্বৈত গণনা' সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়? ২
গ. উদ্দীপক হতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে (S = I) ভারসাম্য জাতীয় আয় ($\bar{Y}$) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যদি বিনিয়োগের পরিমাণ আরও 70 একক বৃদ্ধি পায় তবে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী প্রভাব পড়বে? তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ একটি সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ:

$Y = C + I + G$
$C = 50 + 0.4Y$
$I = 100$
$G = 150$

যেখানে Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয় I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।
ক. জাতীয় আয় গণনার আয় পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ১
খ. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তর ($\bar{Y}$) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি না হয়ে যদি $C = 50 + 0.2Y$ হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তরের ($\bar{Y}$) ওপর এর প্রভাব চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ কোন একটি দেশে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 400 এবং তার প্রচলন গতি (V) = 20 ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ (M') = 500 এবং তার প্রচলন গতি (V') = 16 আলোচ্য সময়ে মোট লেনদেনের পরিমাণ (T) = 200।
ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. কোনো দ্রব্যের দাম ২০ টাকা হতে ৩০ টাকা হলে অর্থের মূল্যের কী পরিবর্তন ঘটে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের দামস্তর ($\bar{P}$) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যদি অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে বিহীত মুদ্রা (M) ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা (M') দ্বিগুণ করা হয় তবে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলটি ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ জনাব আমির আলী ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে 'A' ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে যান। ব্যাংকের কর্মকর্তা তাঁকে পাশের 'B' ব্যাংকে গিয়ে হিসাব খোলার পরামর্শ দেন। ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন যে, 'A' ব্যাংক জনগণের আমানত জমা রাখে না বরং 'B' ব্যাংকের সমগোত্রীয় ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।
ক. ব্যাংক হার কাকে বলে? ১
খ. অনলাইন ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' ব্যাংকের তিনটি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ব্যাংক কী কী উপায়ে 'B' ব্যাংকের সমগোত্রীয় ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	গ	২	ক	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	গ	৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সেট – ঘ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়?
ⓚ স্থায়ী কর্মচারীর বেতন ⓚh বাড়ি ভাড়া ভাতা
ⓖ দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের সুদ ⓖh শ্রমের মজুরি

২. উৎপাদন ও উপকরণের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ককে কী বলে?
ⓚ উৎপাদন বিধি ⓚh উৎপাদন অপেক্ষক
ⓖ মাত্রাগত উৎপাদন ⓖh প্রান্তিক উৎপাদন

৩. নিচের কোন রেখাটি ইংরেজি 'U' আকৃতির?
ⓚ AFC ⓚh TFC ⓖ AC ⓖh MC

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

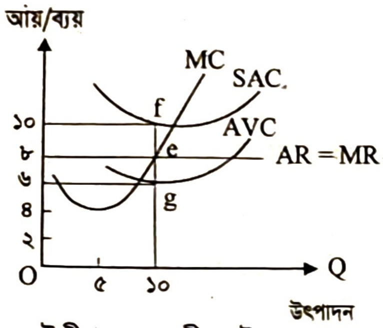

৪. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট ব্যয় কত?
ⓚ ৬০ ⓚh ৮০ ⓖ ১০০ ⓖh ১২০

৫. উদ্দীপকে ফার্মটি কোন অবস্থায় উৎপাদন করছে?
i. লোকসান ii. স্বল্পকাল
iii. পরিবর্তনশীল ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

৬. কোন বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা দু'জন?
ⓚ মনোপলি ⓚh মনোপসনি
ⓖ ডুয়োপসনি ⓖh ডুয়োপলি

৭. P = AR = MR কোন বাজারে বিদ্যমান?
ⓚ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓚh একচেটিয়া
ⓖ অলিগোপলি ⓖh ডুয়োপলি

৮. বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে কে?
ⓚ উৎপাদনকারী ⓚh সরকার
ⓖ দামব্যবস্থা ⓖh ক্রেতা

৯. AC যখন সর্বনিম্ন—
i. TC সর্বনিম্ন ii. AC = MC
iii. MC ক্রমবর্ধমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপক অনুসারে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
S = – 50 + 0.50Y; এখানে, S = সঞ্চয়, Y = জাতীয় আয়

১০. উদ্দীপক অনুসারে ভোগ অপেক্ষক কোনটি?
ⓚ C = 50 + 0.75Y ⓚh C = 50 + 0.5Y
ⓖ C = 50 + 0.45Y ⓖh C = 50 + 0.55Y

১১. উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত ভোগ রেখার ক্ষেত্রে—
i. রেখাটি নিম্নগামী ii. ছেদক ধনাত্মক
iii. ঢাল ধনাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১২. ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
ⓚ জাতীয় আয় ⓚh ব্যয়যোগ্য আয়
ⓖ সামগ্রিক ব্যয় ⓖh সামগ্রিক আয়

১৩. NNP-এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Net National Product
ⓚh New National Product
ⓖ Nominal National Product
ⓖh Net Nominal Product

১৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী?
ⓚ ঋণ প্রদান করা ⓚh মুদ্রামান সংরক্ষণ
ⓖ আমানত সংগ্রহ করা ⓖh মুনাফা অর্জন করা

নিচের উদ্দীপক থেকে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
MV = PT
যেখানে, V = ৫, P = ৫০, T = ১০

১৫. উদ্দীপকের আলোকে 'M' এর মান কত?
ⓚ ৫০ ⓚh ১০০ ⓖ ১৫০ ⓖh ২০০

১৬. উদ্দীপকে—
i. ফিশারের বিনিময় সমীকরণ দেখানো হয়েছে
ii. PT = অর্থের চাহিদা
iii. P = ১০০ হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৭. কোনটিতে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়?
ⓚ GDP ⓚh GNP ⓖ NNP ⓖh NI

১৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত পদ্ধতিগুলো হলো—
i. ব্যাংক হার পদ্ধতি ii. খোলাবাজার পদ্ধতি
iii. রিজার্ভের হার পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৯. বন্ধ অর্থনীতিতে কোনটি বিবেচনা করা হয় না?
ⓚ ভোগ ⓚh বিনিয়োগ
ⓖ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ⓖh সরকারি ব্যয়

২০. অর্থনীতির জনক কে?
ⓚ অ্যাডাম স্মিথ ⓚh আলফ্রেড মার্শাল
ⓖ এল. রবিনস ⓖh জে. এম. কেইনস

২১. অর্থনীতির কোন শাখায় একজন ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ হয়?
ⓚ সামষ্টিক অর্থনীতি ⓚh শিল্প অর্থনীতি
ⓖ ব্যষ্টিক অর্থনীতি ⓖh উন্নয়ন অর্থনীতি

২২. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জ্ঞানের মূল উৎস কয়টি?
ⓚ ১ ⓚh ২ ⓖ ৩ ⓖh ৪

২৩. যোগান বিধি দ্বারা প্রকাশ পায়—

i. দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক
ii. দাম ও যোগানের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক
iii. দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

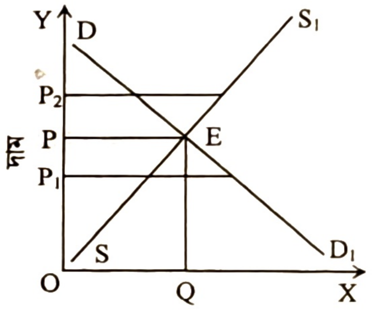

চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

২৪. E বিন্দুর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ চাহিদা ≠ যোগান ⓚh চাহিদা = যোগান
ⓖ চাহিদা > যোগান ⓖh চাহিদা < যোগান

২৫. চিত্রে ভারসাম্য দাম কত?

ⓚ OQ ⓚh OP_1
ⓖ OP ⓖh OP_2

২৬. ক্রেতার আয় পরিবর্তনে—

i. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে
ii. চাহিদা বিধি কার্যকর হয়
iii. চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

২৭. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?

ⓚ ১ ⓚh ২ ⓖ ৩ ⓖh ৪

২৮. নিচের কোন রেখাটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?

ⓚ TFC ⓚh TVC ⓖ AFC ⓖh AVC

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	২০
২	৩৬
৩	৪৮
৪	৫৬

২৯. ৪র্থ এককে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত?

ⓚ ৫ ⓚh ৬ ⓖ ৭ ⓖh ৮

৩০. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে?

ⓚ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ⓚh ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ⓖ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি
ⓖh স্থির প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
৫০	০০
৪০	২০
২০	৪০
০০	৫০

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. X দ্রব্যের উৎপাদন ৪০ একক অবস্থায় Y দ্রব্য ৪০ একক উৎপাদন সম্ভব কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.▶ জনাব নাসির 'A' দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে কর্মরত। তিনি লক্ষ করলেন 'A' দেশে সকল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে। সে দেশের নাগরিকগণ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করেন এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি পান। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। অথচ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান।

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. 'সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করে'-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'A' দেশে বাংলাদেশের অনুরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করতে হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

৩.▶

ভোগের একক	মোট উপযোগ
১ম	৩
২য়	৫
৩য়	৬
৪র্থ	৬
৫ম	৫

ক. চাহিদা কী? ১
খ. যোগান রেখা কি সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর তা বর্ণনা করো। ৪

৪.▶

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১৬	৩	৯
৮	৬	৬
৪	৯	৩

ক. উপযোগ কী? ১
খ. কাগজ ও কলম দ্রব্য দুটির সম্পর্ক কেমন? ২
গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. প্রতি একক দ্রব্যের দাম ৪ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶

উৎপাদন একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	১০	৬
২	১০	১৪
৩	১০	২৬
৪	১০	৫০

ক. উৎপাদন ব্যয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকেনা কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট খরচ রেখা (TC) অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা অঙ্কন করে রেখাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
১	৩০
২	৬০
৩	৯০
৪	১২০

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. গড় স্থির ব্যয় কি শূন্য হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক আয় (MR) ও গড় আয় (AR) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কমতে থাকে তবে তা উদ্দীপকের বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৭.▶

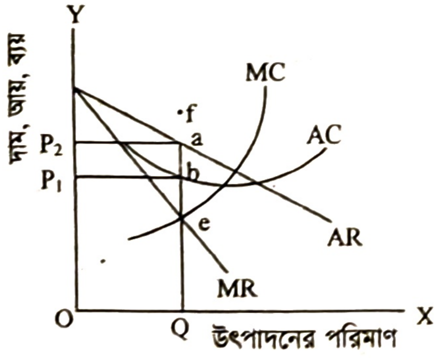

ক. বাজার কী? ১
খ. মনোপসনি বাজারে ক্রেতা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিক্রেতা নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুসারে ফার্মের ভারসাম্য নির্দেশ কর এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা 'f' বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে ফার্মের মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶

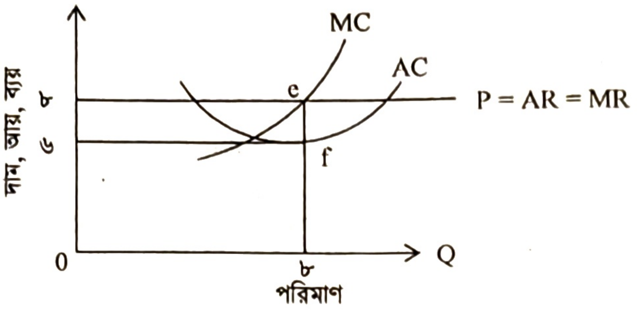

ক. স্বাভাবিক মুনাফা কী? ১
খ. একচেটিয়া কারবারি কীভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. 'AC' রেখা 'e' বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ৪

৯.▶ $C = 100 + 0.5Y$ এবং $I = 100$
এখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়।
ক. GDP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ব্যক্তির আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকারি ব্যয় (G) ২০০ বিবেচনা করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ মি. 'ক' এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যা দেশের মুদ্রা বাজারের নেতৃত্ব দেয়, বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে মি. 'খ' অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে ও অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।
ক. মুদ্রা কী? ১
খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে? ২
গ. মি. 'ক' যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তার প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. 'ক' ও মি. 'খ' এর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

১১.▶

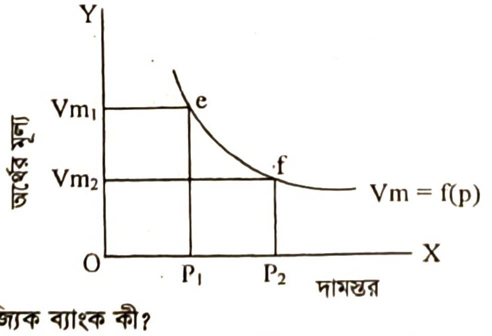

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের অভিভাবক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে দামস্তর ও অর্থের মূল্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্রটি কীভাবে ফিসারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর

১	ঘ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	খ	১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক

সিলেট বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – খ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগ করার ফলে মোট উপযোগের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলে—
ⓚ পর্যায়ক্রমিক উপযোগ ⓚh মোট উপযোগ
ⓖ প্রান্তিক উপযোগ ⓖh গড় উপযোগ

২. চাহিদা রেখা চাহিদা সূচির—
ক গাণিতিক প্রকাশ খ বীজগাণিতিক প্রকাশ
গ জ্যামিতিক প্রকাশ ঘ ত্রিকোণমিতিক প্রকাশ

৩. সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান—
ক এককের চেয়ে বেশি খ এককের চেয়ে কম
গ এককের সমান ঘ শূন্য

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ এবং ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'X' দ্রব্যের দাম (টাকা)	'X' দ্রব্যের চাহিদা (একক)
২০	১০০
২০	২০০

৪. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
ক শূন্য খ $\frac{১}{২}$ গ ১ ঘ অসীম

৫. উদ্দীপক হতে অঙ্কিত চাহিদা রেখার আকৃতি হবে—

ক 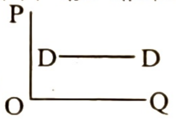

খ 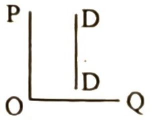

গ 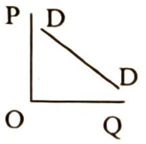

ঘ 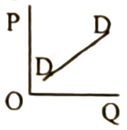

৬. চাহিদা বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য অবস্থার' অপরিবর্তন বলতে যা বোঝায়—
i. ভোক্তার আয় ii. ভোক্তার রুচি
iii. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. Q = a – bp সমীকরণটির ছেদক কোন প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে?
ক a খ b গ p ঘ Q

৮. সাধারণত দ্রব্যের দাম বাড়লে দ্রব্যের যোগান—
ক স্থির থাকে খ কমে
গ বাড়ে ঘ কোনোটিই নয়

৯. পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি হবে—

ক 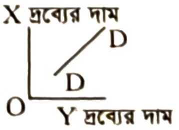

খ 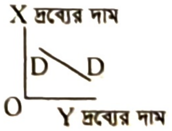

গ 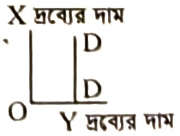

ঘ 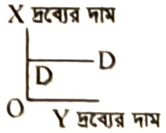

১০. কোন অবস্থায় গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পর সমান হয়?
ক যখন AC সর্বোচ্চ হয় খ যখন AC সর্বনিম্ন হয়
গ যখন AC ক্রমহ্রাসমান হয় ঘ যখন AC ক্রমবর্ধমান হয়

১১. চিত্রে কোন ধরনের মাত্রাগত উৎপাদন প্রকাশ পায়?

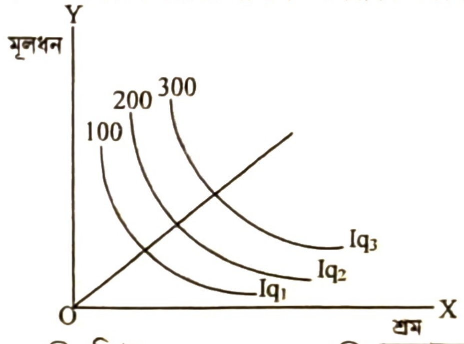

ক স্থির খ ক্রমহ্রাসমান
গ ক্রমবর্ধমান ঘ সমানুপাতিক

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিক্রির পরিমাণ (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	৫	৫	৫	৫
২	৫	১০	৫	৫
৩	৫	১৫	৫	৫

১২. ওপরের উদ্দীপক অনুযায়ী গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা—
ক ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী খ ডান দিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ ইংরেজি 'U' আকৃতির

১৩. উদ্দীপক অনুযায়ী গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা নিচের কোন বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
ক একচেটিয়া বাজার খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
গ অলিগোপলি বাজার ঘ মনোপসনি বাজার

১৪. একচেটিয়া বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য শর্ত—
ক AR = MC খ MC = MR
গ AR = MR ঘ AC = MC

১৫. কোন ধরনের বাজারে দ্রব্যের দামের ওপর বিক্রেতার (ফার্মের) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে?
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার খ একচেটিয়া বাজার
গ মনোপসনি বাজার ঘ অলিগোপলি বাজার

১৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে—
i. P = MR i. P = AR iii. AR = MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপক থেকে ১৭ এবং ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

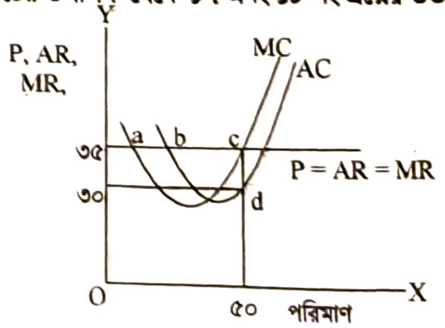

১৭. উদ্দীপকে কোন বিন্দুতে ফার্মটির ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে—
(ক) a বিন্দুতে (খ) b বিন্দুতে (গ) c বিন্দুতে (ঘ) d বিন্দুতে

১৮. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মটির মোট মুনাফা কত?
(ক) ১৭৫০ (খ) ১৫০০ (গ) ৩৫০ (ঘ) ২৫০

১৯. একজন বিক্রেতার বাজার হিসেবে কোন বাজারটি পরিচিত—
(ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
(খ) একচেটিয়া বাজার
(গ) মনোপসনি বাজার
(ঘ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার

২০. প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হবে—
(ক) GDP (খ) NDP (গ) GNP (ঘ) CCA

২১. বাংলাদেশের GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
i. বাংলাদেশি নাগরিকদের আয়
ii. বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয়
iii. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহমান সাহেব প্রতিমাসে একটি ব্যাংকে ৫০০ টাকা করে জমা রাখে। ২ বছর পর তিনি ব্যাংক থেকে মোট ২ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন।

২২. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি
i. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ii. বাণিজ্যিক ব্যাংক
iii. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হচ্ছে
(ক) নোট প্রচলন করা
(খ) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
(গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা
(ঘ) ঋণ আদান প্রদান করা

২৪. 'স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কোন অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
(ক) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (খ) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
(গ) ইসলামি অর্থব্যবস্থা (ঘ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা

২৫. অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যা বলতে বোঝায়?
i. সম্পদের নির্বাচন ii. অভাবের নির্বাচন
iii. প্রযুক্তি নির্বাচন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো—
(ক) উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ (খ) মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
(গ) ভোগ সর্বোচ্চকরণ (ঘ) বিনিয়োগ সর্বোচ্চকরণ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

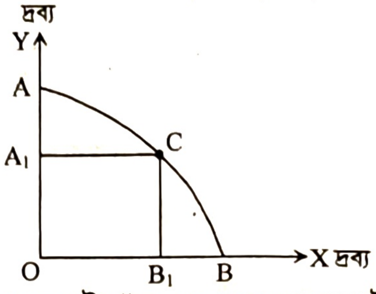

২৭. 'X' দ্রব্যের উৎপাদন OB হলে Y দ্রব্যের উৎপাদন কত?
(ক) ০ (শূন্য) (খ) OA (গ) OB_1 (ঘ) OA_1

২৮. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার C বিন্দুতে নির্দেশ করে—
(ক) সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও সর্বোচ্চ উৎপাদন
(খ) সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ও সর্বোচ্চ উৎপাদন
(গ) সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও স্বল্প উৎপাদন
(ঘ) সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ও স্বল্প উৎপাদন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯ এবং ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিম সাহেব 'X' দেশের নাগরিক। তাঁর দেশে ভোগ, বিনিয়োগসহ অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ড ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হয়। তিনি একবার 'Y' দেশে বেড়াতে এসে দেখলেন সেখানে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারি নির্দেশে পরিচালিত হয়।

২৯. 'X' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?
(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
(গ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা (ঘ) ইসলামি অর্থব্যবস্থা

৩০. 'X' এবং 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে—
i. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রিত দামব্যবস্থা
ii. শ্রেণি বৈষম্য এবং শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা
iii. জনকল্যানমূলক অর্থব্যবস্থা এবং সর্বোচ্চ মুনাফাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ 'ক' দেশের নাগরিক মি. জন নিজ উদ্যোগে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতসহ সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি অন্য একটি দেশ 'খ' তে গিয়ে সে দেশের অর্থনীতির উল্টো চিত্র অবলোকন করলেন। 'খ' দেশে উৎপাদন, বন্টন, ভোগ সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের কারণ কী? ২
গ. 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্যসমূহ আলোচনা করো। ৪

২.▶

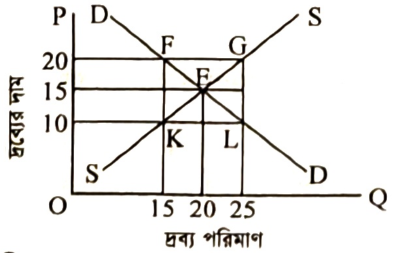

ক. চাহিদা কী? ১
খ. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে দেওয়া তথ্যের আলোকে দ্রব্যের দাম ১০ টাকা ও ১৫ টাকা বিবেচনা করে একটি চাহিদা সমীকরণ গঠন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তর হলে বাজার ভারসাম্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ একটি গ্রামের একজন কৃষক তার কৃষি খামারের অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে শুধু শ্রম-বৃদ্ধি করে। যার ফলে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন যেরূপ হয় তা নিম্নের ছকে প্রদত্ত হলো:

শ্রম	মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ জন	১০০ টাকা	১২ একক	১২ একক
২ জন	১০০ টাকা	২২ একক	১০ একক
৩ জন	১০০ টাকা	৩০ একক	৮ একক
৪ জন	১০০ টাকা	৩৬ একক	৬ একক

ক. গড় উৎপাদন কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR সমান হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি খামারের মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামারে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ চাহিদা অপেক্ষক Qd = 10 – P
যোগান অপেক্ষক Qs = – 2 + 2P
যেখানে Qd = চাহিদার পরিমাণ, Qs = যোগানের পরিমাণ এবং P = দাম।
ক. চাহিদা বিধি কী? ১
খ. উর্ধ্বগামী রেখার ঢাল কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দ্রাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম ৬ টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ আলুর দাম ও বিক্রয়ের পরিমাপ নিম্নরূপ:

দ্রব্যের দাম	বিক্রয়ের পরিমাণ
১০ টাকা	১০ একক
৯ টাকা	২০ একক
৮ টাকা	৩০ একক
৭ টাকা	৪০ একক

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় AR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে AR ও MR নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম হ্রাস না পেয়ে 10 টাকায় স্থির থাকলে AR ও MR অঙ্কন করে বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৬.▶ একটি পোশাক কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১ একক	১০ টাকা	৮ একক
২ একক	১০ টাকা	১৪ একক
৩ একক	১০ টাকা	২০ একক
৪ একক	১০ টাকা	৩৮ একক
৫ একক	১০ টাকা	৬০ একক

ক. প্রান্তিক খরচ কাকে বলে? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির খরচ থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুসারে মোট খরচ (TC) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কেমন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ নিম্নের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

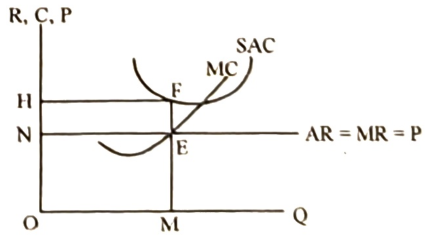

ক. অলিগোপলি বাজার কাকে বলে? ১
খ. ফার্ম কখন অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে স্বল্পকালে ফার্ম কীভাবে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

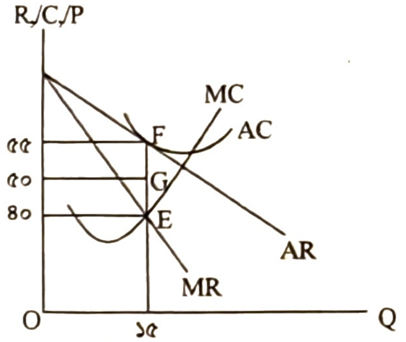

ক. মনোপসনি বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া কারবারি কীভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি AC রেখা G বিন্দুতে স্পর্শ করে তবে কোন ধরনের মুনাফা অর্জিত হবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ মনে করো, একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরূপ:
C = 100 + 0.50Y; I = 20
ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. তুমি কীভাবে নিট জাতীয় আয় পরিমাপ করবে? ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয়, ভোগস্তর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় ১০০ টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ জনাব X একজন ব্যাংকার। তার দুই বন্ধু কৃষিকাজ করে। একদিন ঐ দুই বন্ধু তার কাছে কৃষি ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাইলে জনাব X বললেন তিনি এমন এক ব্যাংকে চাকরি করেন যা সাধারণ জনগণকে ঋণ দেয় না। এই ব্যাংক নোট প্রচলন করে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে যা অন্য ব্যাংক করে না। এই ব্যাংক বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
ক. মোবাইল ব্যাংকিং কী? ১
খ. ব্যাংক হার বাড়লে সুদের হার বাড়ে কেন? ২
গ. জনাব X যে ব্যাংকে চাকরি করেন, সেই ব্যাংকের প্রধান তিনটি কাজ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. জনাব X এর ব্যাংক কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ নিট জাতীয় আয় (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা।
অবচয় ব্যয় (DC) = ২,০০০ কোটি টাকা।
নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা।
ক. GNP এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে GDP নির্ণয় করো। ৩
ঘ. নিট রপ্তানি শূন্য হলে উদ্দীপকের GNP ও GDP এর মধ্যে কী পরিবর্তন আসবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	গ	২	গ	৩	ক	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	ক	১০	খ	১১	*	১২	গ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ক

* **Note:** ক ও ঘ উভয় সঠিক উত্তর

যশোর বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

সেট – ক

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১. **মুদ্রাস্ফীতি নেই কোন অর্থব্যবস্থায়?**
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক
ⓖ ইসলামি ⓖ মিশ্র

২. **অর্থনীতির প্রধান সমস্যা হলো—**
i. অসীম অভাব ii. নির্বাচন
iii. দুষ্প্রাপ্য সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ওসমান একজন দরিদ্র কৃষক। সে এক একর জমিতে আলু না ভুট্টা চাষ করবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতার ভুগছে। সে আলু ও ভুট্টা দুটিই চাষ করতে চায়। কিন্তু দুটি দ্রব্য এক সাথে চাষ করতে পারে না।

৩. **ওসমানের সিদ্ধান্তহীনতাকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?**
ⓚ দুষ্প্রাপ্যতা ⓚ অসীম অভাব
ⓖ মৌলিক সমস্যা ⓖ নির্বাচনের সমস্যা

৪. **সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো—**
i. জাতীয় আয় ii. সুদের হার
iii. ফার্মের মুনাফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫. **চাহিদার প্রধান নির্ধারক কোনটি?**
ⓚ ভোক্তার আয় ⓚ ভোক্তার অভ্যাস
ⓖ দ্রব্যের নিজস্ব দাম ⓖ বিকল্প দ্রব্যের দাম

ছকটি লক্ষ করো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্রব্যের একক (কলা)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৬
২য়	৪
৩য়	২
৪র্থ	০

৬. **৪র্থ কলা ভোগ করার পর কত টাকার মোট উপযোগ পাওয়া যাবে?**
ⓚ ৬ টাকা ⓚ ৮ টাকা ⓖ ১০ টাকা ⓖ ১২ টাকা

৭. **সময়ের ব্যবধান বেশি হলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি—**
i. কার্যকর হবে ii. কার্যকর হবে না
iii. পরিবর্তিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮. **নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্থিতি স্থাপকতা বিদ্যমান?**
ⓚ এককের সমান ⓚ এককের চেয়ে বেশি
ⓖ এককের চেয়ে কম ⓖ শূন্যের সমান

৯. $E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_s}$ **এটি কোন স্থিতিস্থাপকতার সূত্র?**
ⓚ যোগান ⓚ আয়
ⓖ চাহিদা ⓖ আড়াআড়ি

১০. **অর্থনীতিতে সমপরাবৃত্তাকার রেখার উদাহরণ হলো—**
i. চাহিদা রেখা ii. গড় স্থির ব্যয় রেখা
iii. সম-উৎপাদন রেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১১. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবক্তা কে?**
ⓚ মার্শাল ⓚ স্যামুয়েলসন
ⓖ ফিশার ⓖ রিকার্ডো

১২. **MC-রেখা AC-রেখাকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে?**
ⓚ AC-রেখার উর্ধ্বগামী অংশে
ⓚ AC-রেখার নিম্নগামী অংশে
ⓖ AC-রেখার সর্বনিম্ন অংশে
ⓖ MC-রেখার নিম্নগামী অংশে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
১	৮
২	১৬
৩	২৪
৪	৩২

১৩. **উদ্দীপকে গড় আয় কত?**
ⓚ ৮ ⓚ ১৬ ⓖ ২৪ ⓖ ৩২

১৪. **গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখার আকৃতি হবে—**
ⓚ AR ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ও MR নিম্নগামী
ⓚ AR ও MR ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ⓖ AR উর্ধ্বগামী ও MR নিম্নগামী
ⓖ AR নিম্নগামী ও MR উর্ধ্বগামী

১৫. **সময়ের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?**
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

১৬. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে—**
i. P = AR ii. AR = MR
iii. P = MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৭. **ক্লোজআপ টুথপেস্ট কোন বাজারের পণ্য?**
ⓚ ডুয়োপলি ⓚ অলিগোপলি
ⓖ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ⓖ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

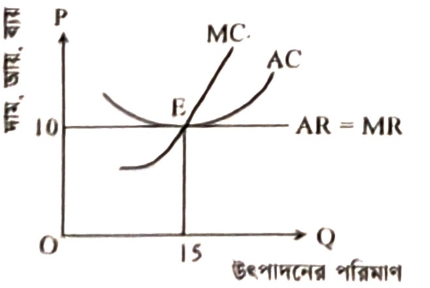

১৮. উদ্দীপক অনুযায়ী মুনাফার পরিমাণ কত?
ⓚ 0 ⓛ 10 ⓖ 15 ⓝ 150

১৯. চিত্রের E-বিন্দুতে নির্দেশিত হয়েছে—
i. দাম = গড় ব্যয়
ii. দাম = গড় আয়
iii. প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২০. প্রবাসীদের আয় কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে?
ⓚ GDP ⓛ CCA ⓖ NDP ⓝ GNI

২১. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি?
ⓚ $S = Y - C$ ⓛ $Y = C + I$
ⓖ $C = bY$ ⓝ $C = a + by$

২২. ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে
i. অর্থের চাহিদা ও যোগান সমান হলে
ii. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হলে
iii. সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২৩. CCA বলতে কোনটিকে বুঝানো হয়?
ⓚ মূলধন ব্যবহারজনিত মুনাফা
ⓛ মূলধন ব্যবহারজনিত আয়
ⓖ মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়
ⓝ মূলধন ব্যবহারজনিত উৎপাদন

২৪. মুদ্রার মূল্য প্রধানত নিম্নের কোনটির ওপর নির্ভরশীল?
ⓚ দামস্তর ⓛ আয়
ⓖ সঞ্চয় ⓝ আমানত

২৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয় করলে কী ঘটে?
ⓚ অর্থের পরিমাণ বাড়ে
ⓛ অর্থের পরিমাণ কমে
ⓖ অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে
ⓝ তারল্যের সংকট হয়

উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. 'X' এমন একটি ব্যাংকে কাজ করেন যেটি ব্যাংকিং জগতের অভিভাবক। অপরদিকে, মি. 'Y' বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা।

২৬. মি. 'X'-এর ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ⓚ বাণিজ্যিক ⓛ সমবায়
ⓖ কৃষি ⓝ কেন্দ্রীয়

২৭. মি. 'Y'-এর ব্যাংকের কাজ কী?
ⓚ আমানত গ্রহণ ⓛ নোট প্রচলন
ⓖ নিকাশ ঘর ⓝ সরকারের পরামর্শদাতা

২৮. ATM-এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Always Time Machine
ⓛ Actual Teller Machine
ⓖ Automated Teller Machine
ⓝ Always Teller Machine

২৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী?
ⓚ ঋণদান করা ⓛ মুনাফা অর্জন করা
ⓖ আমানত সংগ্রহ করা ⓝ মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করা

৩০. মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি?
ⓚ তারল্যের মান ⓛ তৃপ্তি অর্জন
ⓖ মূল্য স্থানান্তর ⓝ বিনিময়ের মাধ্যম

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

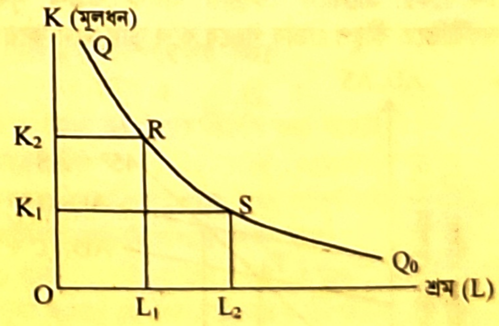

১. ▶
ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে R ও S বিন্দুর মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের জন্য যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ▶ $Q = 10 - 2P$
যেখানে, Q = চাহিদার পরিমাণ; P = দ্রব্যের দাম।
ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. চলক ও ধ্রুবক একই নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৩. ▶

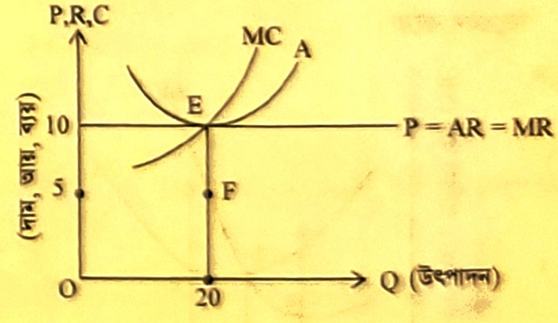

ক. ফার্ম কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে গড় খরচ (AC) 5 হলে মুনাফার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. ▶ 'ক' এবং 'খ' দুই ধরনের দ্রব্য। 'ক' দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য অনেকগুলো কোম্পানি রয়েছে। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রঙের মোড়কে প্রক্রিয়াজাত হয়ে দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় হয়। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে 'খ' দ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি বিক্রয় হয়।

ক. শিল্প কী? ১
খ. ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দ্রব্য কোন বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্রব্য দুটির বাজারের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ $C = 100 + 0.5Y, I = 100, G = 200$
যেখানে, C = ভোগব্যয়, Y = জাতীয় আয়, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. প্রবাসীদের আয় GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে G = 400 হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	–
২য়	১৮	–
৩য়	২৪	–
৪র্থ	২৮	–
৫ম	৩০	–
৬ষ্ঠ	৩০	–
৭ম	২৮	–

ক. চাহিদা কী? ১
খ. যোগান রেখা সাধারণত উর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের বিভিন্ন এককের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶

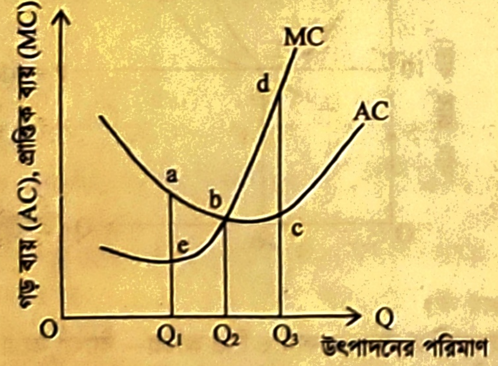

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. স্বল্পকালে স্থির উপাদান থাকে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে AC এবং MC-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. AC রেখা U আকৃতির হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶

জাতীয় আয় (Y) (টাকায়)	সঞ্চয় (S) (টাকায়)	বিনিয়োগ (I) (টাকায়)
১০০	০০	১০০
২০০	১০০	১০০
৪০০	২০০	১০০

ক. ভোগ কী? ১
খ. ব্যক্তির ভোগ ব্যয় তার ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভারসাম্য আয়স্তরের পরিবর্তন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ দেওয়া আছে,
M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ = ৫০০
M' = ব্যাংক অর্থের পরিমাণ = ৩০০
V = অর্থের প্রচলন গতি = ৩
V' = ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি = ২
P = দামস্তর
T = লেনদেনের = ১০

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে M ও M' এর মান দ্বিগুণ করা হলে দামস্তরের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা, প্রয়োজনীয় রিজার্ভ হার ৫%। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের হার ১০% বৃদ্ধি করে।

ক. অর্থের মূল্য কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে 'নিকাশ ঘর' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে করো। ৪

১১.▶

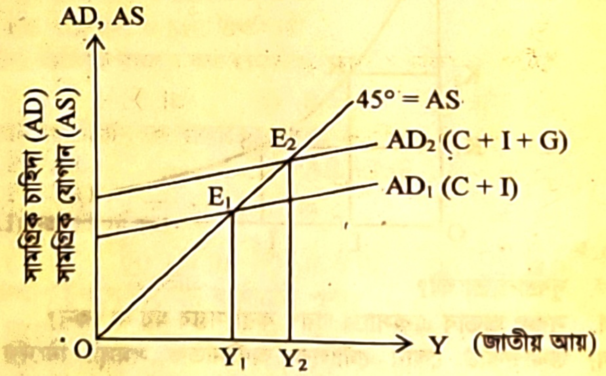

ক. NNI কী? ১
খ. বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রাথমিক ভারসাম্য কোন বিন্দুতে নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে AD_2 এ স্থানান্তরিত হলে ভারসাম্য অবস্থার ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর																													
১	খ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	ক	৫	গ	৬	ঘ	৭	গ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ	১১	ক	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ
১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ

বরিশাল বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ০ | ৯ |

সেট – ঘ

অর্থনীতি : প্রথম পত্র

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

***[বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]*

১. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

২. TFC = ১০, TVC = ১৫ এবং Q = ৫ হলে, AC = কত?
ক) ৫ খ) ১০ গ) ১৫ ঘ) ২০

৩. একচেটিয়া বাজারে—
i. P = MR ii. P = AR
iii. AR > MR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই?
ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
খ) একচেটিয়া বাজার
গ) ডুয়োপলি বাজার
ঘ) অলিগোপলি বাজার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

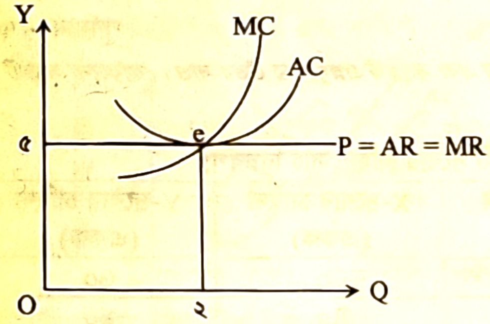

৫. চিত্রানুযায়ী মুনাফার পরিমাণ কত?
ক) ০ খ) ২ গ) ৫ ঘ) ১০

৬. উদ্দীপকে কোন বাজারকে নির্দেশ করা হয়েছে?
ক) মনোপলি খ) মনোপসনি
গ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ঘ) অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক

৭. ডুয়োপলি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কত?
ক) ১ জন খ) ২ জন গ) ৩ জন ঘ) ৪ জন

৮. আয় শূন্য হলেও যে ভোগ হয় তাকে কী বলে?
ক) গড় ভোগ খ) প্রান্তিক ভোগ
গ) প্ররোচিত ভোগ ঘ) স্বয়ম্ভূত ভোগ

৯. NNP-এর পূর্ণরূপ কী?
ক) Net Nominal Product খ) Net National Product
গ) Net Natural Product ঘ) Net Negative Product

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আনোয়ার সাহেব একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। এই ব্যাংকটি মুদ্রা প্রচলন করে, দেশের অর্থবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিকাশ ঘর হিসাবে কাজ করে।

১০. উদ্দীপকে নির্দেশিত ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ) বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ) সমবায় ব্যাংক

১১. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কাজ হল
i. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা ii. জনগণকে ঋণ প্রদান
iii. বিনিময় হার নির্ধারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. ভোগ ব্যয় (C) = ২০ কোটি, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ১০ কোটি, সরকারি ব্যয় (G) = ৫ কোটি, রপ্তানি আয় (X) = ৩ কোটি, আমদানি ব্যয় (M) = ২ কোটি।
মোট জাতীয় আয় কত?
ক) ৩০ কোটি খ) ৩৩ কোটি
গ) ৩৫ কোটি ঘ) ৩৬ কোটি

নিচের সমীকরণের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
$C = 100 + 0.5Y$
$I = 100$ এবং $G = 100$

১৩. ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ক) ৬০০ খ) ৮০০ গ) ৪০০ ঘ) ১০০০

১৪. জাতীয় আয়ের ভারসাম্যে কত পরিবর্তন হবে, যদি G = ১৫০ হয়?
ক) ৫০ খ) ১০০ গ) ১৫০ ঘ) ২০০

১৫. 'যাকাত' কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?
ক) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি খ) নির্দেশমূলক অর্থনীতি
গ) মিশ্র অর্থনীতি ঘ) ইসলামি অর্থনীতি

১৬. অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতাকে কী বলে?
ক) নির্বাচন খ) চাহিদা
গ) দুষ্প্রাপ্যতা ঘ) উপযোগ

১৭. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায়—
i. উপকরণের ব্যক্তি মালিকানা নেই
ii. জনগণ ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন
iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮. অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন-এর মতে, মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কয়টি?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

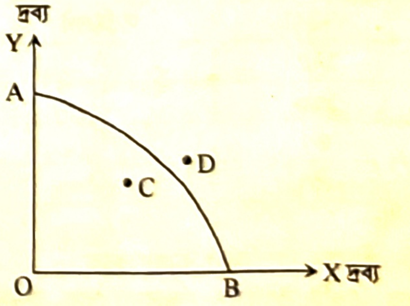

১৯. চিত্রে AB রেখাটি হল—
ক) উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা খ) সম উৎপাদন রেখা
গ) মোট উপযোগ রেখা ঘ) মোট উৎপাদন রেখা

২০. উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে অ-অর্জনযোগ্য বিন্দু কোনটি?
ⓚ A ⓛ B
ⓜ C ⓝ D

২১. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের শেষ কর্মপর্যায় কোনটি?
ⓚ ভোগ ⓛ উৎপাদন
ⓜ বিনিময় ⓝ বণ্টন

২২. অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দাম কমলে যদি চাহিদা বাড়ে তবে তাকে বলে—
ⓚ চাহিদার বৃদ্ধি ⓛ চাহিদার হ্রাস
ⓜ চাহিদার প্রসারণ ⓝ চাহিদার সংকোচন

২৩. নিচের কোন দুটি পরিপূরক দ্রব্য?
ⓚ চা ও কফি ⓛ লেপ ও কম্বল
ⓜ খাতা ও কলম ⓝ গুড় ও চিনি

২৪. চাহিদা বিধি কার্যকর হবে যদি—
i. আয় স্থির থাকে ii. রুচি স্থির থাকে
iii. দাম স্থির থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২৫. একটি রেখার ঢাল শূন্য হলে, রেখাটি হয়—
ⓚ ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী ⓛ ডান দিকে নিম্নগামী
ⓜ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓝ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

২৬. যদি Q = ভোগের পরিমাণ, TU = মোট উপযোগ, MU = প্রান্তিক উপযোগ হয়, তবে—
ⓚ $MU = \frac{TU}{Q}$ ⓛ $MU = \frac{Q}{TU}$
ⓜ $MU = \frac{\Delta Q}{TU}$ ⓝ $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$

২৭. চাহিদার শর্ত কয়টি?
ⓚ ২ ⓛ ৩ ⓜ ৪ ⓝ ৫

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চাহিদা সমীকরণ, Q_d = ২১ − ৩P
যোগান সমীকরণ, Q_s = −৯ + ২P

২৮. উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য দাম কত?
ⓚ ২ ⓛ ৩ ⓜ ৫ ⓝ ৬

২৯. বাজার দাম ৭ টাকা নির্ধারিত হলে—
i. চাহিদার পরিমাণ শূন্য হবে
ii. যোগানের পরিমাণ ৩ হবে
iii. চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৩০. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক কোনটি?
ⓚ Q = f(L, K) ⓛ $Q = f(\bar{L}, K)$
ⓜ $Q = f(L, \bar{K})$ ⓝ $Q = f(\bar{L}, \bar{K})$

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ জনাব হাসান 'X' দেশে বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, সেখানে সব কিছুই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ন্ত্রণও আছে। অথচ ইসলামি অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং এই অর্থব্যবস্থায় মানব কল্যাণে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।
ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১
খ. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় কীভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুসারে 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২.▶ নিচের X ও Y দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি দেওয়া হলো:

X-দ্রব্য	Y-দ্রব্য	সংমিশ্রণ
০	১২৫	A
৫০	১০০	B
১০০	৫০	C
১২৫	০	D

ক. অর্থনৈতিক সমস্যা কী? ১
খ. দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. X-দ্রব্যের উৎপাদন ১০০ একক অবস্থায় Y-দ্রব্যের উৎপাদন ১০০ একক সম্ভব কী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ X ও Y দু'টি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ:

X-দ্রব্যের দাম (টাকা)	X-দ্রব্যের চাহিদা (একক)	Y-দ্রব্যের চাহিদা (একক)
২০	৬০	৬০
৩০	৪০	৯০

ক. চলক কী? ১
খ. যোগানের ওপর সময় ও আবহাওয়ার প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. X-দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে X ও Y দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৪.▶ প্রদত্ত সমীকরণের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
চাহিদা সমীকরণ: Qd = 110 − 10P যোগান সমীকরণ: Qs = −50 + 6P
ক. যোগান অপেক্ষক কী? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণ দু'টি থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দাম যথাক্রমে ৫ টাকা ও ১৫ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	৬০	৪০
২	৬০	১২০
৩	৬০	১৮০
৪	৬০	২৬০
৫	৬০	৪৪০

ক. স্বল্পকাল কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে MR এবং AR এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে AFC রেখা অঙ্কন করো এবং রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে AC ও MC রেখা অঙ্কন করে এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও। ৪

৬.▶ মি. 'X' একজন কৃষি উদ্যোক্তা। তিনি তাঁর ১ একর জমিতে ১ম বছর ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ২০০ কেজি মাল্টা উৎপাদন করেন। মাল্টা উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় পরবর্তী তিন বছর অতিরিক্ত ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং উৎপাদন পান যথাক্রমে ৩৫০ কেজি, ৪৫০ কেজি এবং ৫০০ কেজি। এতে তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আসে।

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মাল্টার মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. মাল্টা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

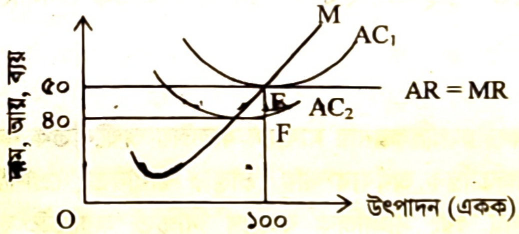

ক. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মকে 'দাম গ্রহীতা' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের AC_1 অনুযায়ী ফার্মটির ভারসাম্য মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC_2 এর ক্ষেত্রে ফার্মটির ভারসাম্য মুনাফার কী পরিবর্তন সূচিত হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

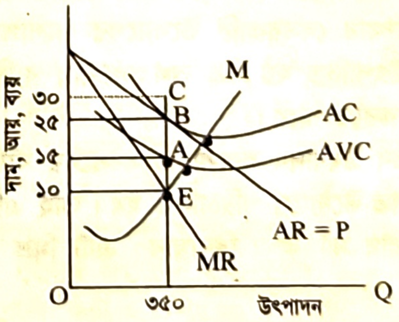

ক. ডুয়োপলি বাজার কী? ১
খ. ফার্ম এবং শিল্প কী একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ফার্মটি কী ধরনের মুনাফা অর্জন করছে তা উল্লেখপূর্বক মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখা C বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে ফার্মটির ভারসাম্য মুনাফার কীরূপ পরিবর্তন হবে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ 'X' দেশের ভোগ ব্যয় অপেক্ষক C = 100 + 0.75Y দেশটির প্রাথমিক বিনিয়োগ (I) = 200, সরকারি ব্যয় (G) = 150, পরিবর্তিত বিনিয়োগ (I') = 300, দেশটির মোট রপ্তানি আয় (X) = 200, আমদানি ব্যয় (M) = 150।

ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? ১
খ. GNP ও NNP এর সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ সূচি তৈরি করে ভোগ রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশটির প্রাথমিক বিনিয়োগ (I) থেকে পরিবর্তিত বিনিয়োগ (I') হলে জাতীয় আয়ের কি পরিবর্তন হয়? বন্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶

দৃশ্যকল্প ১: 'X' ব্যাংক → নোট প্রচলন, নিকাশ ঘর, ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল, ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

দৃশ্যকল্প ২: 'Y' ব্যাংক → আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিনিময়ের মাধ্যম, বিল বাট্টাকরণ।

দৃশ্যকল্প ১ ও ২ ব্যাংক দু'টির মধ্যে যেকোনো একটি ব্যাংক দেশের ঋণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হারের পরিবর্তন, খোলাবাজার কার্যক্রম, ঋণের রেশনিং এবং নৈতিক প্ররোচনাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক. অর্থের চাহিদা কী? ১
খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-০১ এর ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? তার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে তুমি কোনগুলোকে অধিক কার্যকর মনে কর? যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৪

১১.▶ একটি দেশের অর্থনৈতিক তথ্য নিম্নরূপ

বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = ৫০০
ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট মুদ্রা (M') = ২৫০
বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ১০
ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = ৫
লেনদেনের পরিমাণ (T) = ৬২৫

ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের সাহায্যে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. M = ১০০০ এবং M' = ৫০০ হলে পরিবর্তিত দামস্তর ও অর্থের মূল্য নির্ণয়পূর্বক তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ঘ	২	ক	৩	গ	৪	খ	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

সৃজনশীল নমুনা প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি প্রথমপত্র বিষয় কোড: ১ ০ ৯

প্রশ্ন-১: আদিব সাহেব 'A' দেশে গিয়ে দেখলেন যে, দেশটিতে বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান। কিন্তু তার নিজের দেশে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী? ১

খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আদিব সাহেবের দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩

ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা কি একই? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদ্যমান সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির সাপেক্ষে উৎপন্ন দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশকারী রেখাই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

খ কিছু অমিল বা বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল বা পরিপূরক।
ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একজন ভোক্তা বা একক ফার্মের আচরণ, চাহিদা, ভোগ, সঞ্চয়, আয়, ব্যয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একটি দেশের মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, মোট চাহিদা, মোট যোগান, সাধারণ দামস্তর ইত্যাদি। তাই ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পৃথকভাবে একটি অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। কারণ সামষ্টিক বাদ দিয়ে যেমন ব্যষ্টিক আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি ব্যষ্টিককে বাদ দিয়ে সামষ্টিক আলোচনা নিরর্থক। তাই বলা যায়, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক।

গ আদিব সাহেবের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, এ অর্থব্যবস্থায় সব সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা, শ্রেণিবৈষম্য, ব্যক্তিগত মুনাফা ইত্যাদি অনুপস্থিত। এ অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জন নয় বরং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেই যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।
উদ্দীপকের আদিব সাহেবের দেশে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সিদ্ধান্তের দ্বারা উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। এজন্য এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায় না। এ অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি পায়। ফলে শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রমিক শোষণ অনুপস্থিত থাকে।

ঘ বাংলাদেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাথে 'A' দেশের ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এক নয়।
যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিমালিকানায় বিদ্যমান তা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। আর মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগও বিদ্যমান। এখানে সরকারি উদ্যোগে জনগুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকলেও জনকল্যাণের স্বার্থে সরকার পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে।
উদ্দীপকের আদিব সাহেব 'A' দেশে গিয়ে দেখলেন যে, দেশটিতে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবসা ও সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান। অর্থাৎ, দেশটিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রমসমূহ ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। তাই এটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে সরকারি ও ব্যক্তিগত যৌথ মালিকানা বিদ্যমান। এটি মিশ্র অর্থব্যবস্থার অনুরূপ। এ অর্থব্যবস্থা দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।
ধনতন্ত্রে প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এছাড়াও মিশ্র অর্থব্যবস্থার নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম দেখা যায়। এগুলো ধনতন্ত্রে অনুপস্থিত। অতএব বলা যায়, ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্টতই পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন-২: দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি নিম্নরূপ:

X দ্রব্য	Y দ্রব্য
০	৬০
১০	৫৫
২০	৪০
৩০	৩০
৪০	১৫
৫০	০

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১

খ. অর্থনীতিতে নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ২০ একক 'X' দ্রব্যের সাথে ৩০ একক 'Y' দ্রব্যের উৎপাদনের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

খ অর্থনীতিতে অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদের জন্য নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।
মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সীমিত। তাই অভাবগুলো সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অভাব এবং সম্পদের বিকল্প ব্যবহার কীভাবে ঠিক করা হবে তা নির্বাচন করতে হয়। ফলে নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব ঘটে।

গ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দুটি দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সম্ভাব্য সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।
নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির সাপেক্ষে উৎপন্ন দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংমিশ্রণ জানা যায়। সংমিশ্রণগুলো থেকে চিত্র অঙ্কন করলেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এ রেখার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ জানা যায়।
উদ্দীপকের সংমিশ্রণগুলোর সাপেক্ষে নিচে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হলো:

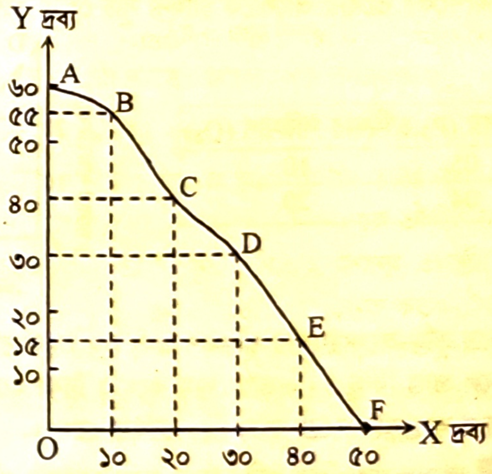

চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে 'X' দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে। 'X' দ্রব্য ০ একক হলে 'Y' দ্রব্য ৬০ একক উৎপাদন করা যায়, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এভাবে 'X' দ্রব্যের উৎপাদন ১০, ২০, ৩০, ৪০ ও ৫০ একক হলে 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন যথাক্রমে ৫৫, ৪০, ৩০, ১৫ ও ০ একক হয়। যা B, C, D, E ও F বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন প্রাপ্ত A, B, C, D ও E বিন্দু যোগ করলেই পাওয়া যায় AF উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে ২০ একক X দ্রব্যের সাথে ৩০ একক Y দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব, তবে যৌক্তিক নয়।
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরস্থ বিন্দুগুলো বিদ্যমান প্রযুক্তি ও সম্পদের সাপেক্ষে দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংমিশ্রণ নির্দেশ করে। তাই এ রেখার ওপর যেকোনো বিন্দুতে উৎপাদন করা কাম্য। আর এ রেখার বহিস্থ কোনো বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হলেও তা অ-অর্জনযোগ্য। আবার অভ্যন্তরীণ বিন্দুতে উৎপাদনযোগ্য হলেও তা অপূর্ণ নিয়োগ নির্দেশ করে।
উদ্দীপকে X দ্রব্যের উৎপাদন ২০ একক ও Y দ্রব্যের উৎপাদন ৩০ একক সংমিশ্রণ বিবেচনা করা হলে সংমিশ্রণটির অবস্থান হবে নিম্নরূপ:

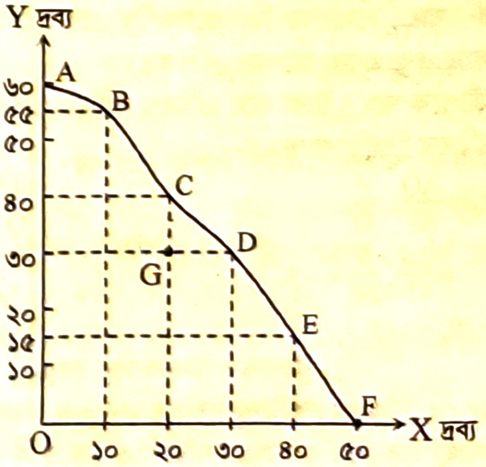

চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অপূর্ণ নিয়োগ

চিত্রে ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য পরিমাপ করা হয়েছে। X দ্রব্য ২০ একক ও Y দ্রব্য ৩০ একক হলে নতুন সংমিশ্রণ বিন্দু G পাওয়া যায়। বিন্দুটি AF উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই G বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব কিন্তু যৌক্তিক নয়। কারণ এ রেখার ভেতরে যেকোনো বিন্দুতে উৎপাদন করলে উপকরণসমূহের অপূর্ণ নিয়োগ হয়। এতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন কম হয়।

প্রশ্ন-৩: কোনো দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 10 একক। দাম হ্রাস পেয়ে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক।

ক. চলক কী? ১
খ. যোগানের পরিমাণের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা সূচি তৈরি করে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব রাশির মান পরিবর্তন হয় তাকে চলক বলে।

খ যোগানের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ধনাত্মক।

কোনো নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তা যোগান। কোনো দ্রব্যের ওপর ভর্তুকি প্রদান করা হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। এতে প্রতি একক দ্রব্যে মুনাফার পরিমাণ বাড়ে। ফলে বিক্রেতাও অধিক মুনাফা লাভের আশায় দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে দেন। এভাবে যোগানের পরিমাণের ওপর ভর্তুকির ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

গ দাম ও চাহিদার সম্পর্ককে চাহিদা রেখার সাহায্যে দেখানো যায়।

ক্রেতা ভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ কিনতে ইচ্ছুক তা যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় তা চাহিদা রেখা। চাহিদা রেখা হলো চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ। কোনো দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণ দেওয়া থাকলে চাহিদা সূচি তৈরির মাধ্যমে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে চাহিদা সূচি তৈরি করে চিত্র অঙ্কন করা হলো—

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)
05	10
04	20

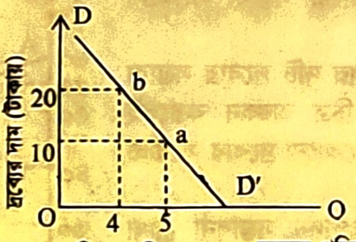

চিত্র: চাহিদা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। দাম 5 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ 10 একক। ফলে প্রাপ্ত বিন্দু a। এভাবে দাম কমে 4 টাকা হলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় 20 একক হয়। ফলে প্রাপ্ত বিন্দু b। এখন প্রাপ্ত a, b বিন্দু যোগ করলেই পাওয়া যাবে DD' চাহিদা রেখা।

ঘ দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে শতাংশিক পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপতা বলে।

দ্রব্যের প্রকৃতিভেদে স্থিতিস্থাপকতার মান বিভিন্ন রকমের হয়। দাম স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ থেকে দ্রব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান এক এককের চেয়ে কম হয়। কিন্তু বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এক একক অপেক্ষা বেশি হয়।

উদ্দীপকে দাম 5 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ 10 একক। দাম কমে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক। এক্ষেত্রে,

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—

$$E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{10}{-1} \cdot \frac{5}{10} = -5$$

$$\therefore E_d = -5$$

[ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

এখানে,
$Q_1 = 10, Q_2 = 20$
$P_1 = 5, P_2 = 4$
$\Delta Q = 20 - 10 = 10$
$\Delta P = 4 - 5 = 1$

অতএব, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান এক একক অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ, $E_d > 1$ হওয়ায় বলা যায় দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ, এর দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় চাহিদার পরিমাণ তার চেয়ে অধিক হারে পরিবর্তিত হয়। এ কারণে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এক এককের চেয়ে বেশি হয়েছে। এটি সাধারণত বিলাস জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত দ্রব্যটির প্রকৃতি হলো বিলাসজাত দ্রব্য।

প্রশ্ন-৪: চাহিদার অপেক্ষক, Qd = 20 – 2P

যোগানের অপেক্ষক, Qs = – 5 + 3P

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. ক্রেতার আয় কীভাবে চাহিদার পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. দাম 3 টাকা এবং 6 টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগের যে পরিবর্তন হয় তাই প্রান্তিক উপযোগ।

খ ক্রেতার আয় চাহিদা বৃদ্ধি ও হ্রাস করাতে পারে।

দাম স্থির থেকে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে তার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার আয় কমলে তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই সে পূর্বের দামে কম পরিমাণ কিনতে ইচ্ছুক থাকে। ফলে চাহিদা হ্রাস পায়। অর্থাৎ, ক্রেতার আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে। আবার আয় কমলে চাহিদা কমে।

গ চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হলে ভারসাম্য অর্জিত হয়।

যে নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয় তা ভারসাম্য দাম। আর ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় তা ভারসাম্য পরিমাণ। দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সমীকরণদ্বয় সমতাকরণের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 20 - 2P$ এবং যোগান সমীকরণ $Q_s = -5 + 3P$ দেওয়া আছে। ভারসাম্যের শর্তানুসারে,

$Q_d = Q_s$

বা, $20 - 2P = -5 + 3P$

বা, $-5P = -25$

বা, $P = \frac{-25}{-5} = 5$

$\therefore \bar{P} = 5$

অর্থাৎ, ভারসাম্য দাম $(\bar{P}) = 5$। এখন, দাম $\bar{P} = 5$ যেকোনো একটি সমীকরণে বসিয়ে পাই, $Q_d = 20 - 2 \times 5 = 10$। সুতরাং, ভারসাম্য দাম 5 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 10 একক।

ঘ দাম বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের উদ্বৃত্ত দেখা দেবে তথা বাজার ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে।

যে নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হয় তা ভারসাম্য দাম। দামের সাথে চাহিদা ও যোগান উভয়ই সম্পর্কযুক্ত। তাই দামের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে চাহিদা ও যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। সাধারণত বাজার দাম ভারসাম্য দামের চেয়ে বেশি হলে যোগানের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে একটি চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 20 - 2P$ এবং যোগান সমীকরণ $Q_s = -5 + 3P$ দেওয়া আছে। সমীকরণদ্বয় সাপেক্ষে ভারসাম্য দাম 5 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 10 একক। দাম 3 টাকা ও 6 টাকা হলে চাহিদা $Q_d = 20 - 2.3 = 14$ এবং $Q_d = 20 - 2.6 = 8$ একক হবে। অন্যদিকে যোগান $Q_s = -5 + 3.3 = 4$ এবং $Q_s = -5 + 3.6 = 13$ একক হবে। অর্থাৎ, কোনো ক্ষেত্রেই চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হবে না।

ভারসাম্য অবস্থায় দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়। কিন্তু কোনো কারণে দ্রব্যের দাম ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম বা বেশি হলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ কম বা বেশি হয়। দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্ক থাকায় দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে। কিন্তু চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী হওয়ায় দাম বাড়লে চাহিদা কমে। ফলে যোগানের পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা বেশি হয়। তখন যোগানের উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। ফলে বাজার ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিপরীতে বাজার দাম ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হলে যোগান ঘাটতি বা অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, দাম 3 টাকা ও 6 টাকা হলে বাজার ভারসাম্য নষ্ট হবে।

প্রশ্ন-৫: একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় সূচি নিম্নরূপ:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	২০	১০
২	২০	১৬
৩	২০	১৯
৪	২০	৩২
৫	২০	৪৫

ক. গড় আয় কী? ১
খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় সূচি তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে TFC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের প্রতি একক বিক্রয় করে বিক্রেতা যে আয় করে তাকে গড় আয় বলে।

খ শ্রমিকের জীবনীশক্তি যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ শ্রমের অস্তিত্ব থাকে তাই শ্রম উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ।
শ্রম ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় শ্রমকে সঞ্চয় করা যায় না। যে সময়টি অবহেলায় বা অন্য যেকোনোভাবে অতিবাহিত হয় তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া শ্রম একটি গতিশীল উপাদান। শ্রম বিক্রির জন্য শ্রমিককে উৎপাদন ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হয়। অর্থাৎ, শ্রম সক্রিয় উপকরণ বলে শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয়।

গ মোট ব্যয়কে তালিকা আকারে প্রকাশ করলে মোট ব্যয় সূচি পাওয়া যায়।
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট যে ব্যয় বহন করতে হয় তা মোট ব্যয়। স্বল্পকালে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টিই হলো মোট ব্যয়। অর্থাৎ, উৎপাদনের পরিমাণের বিপরীতে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় দেওয়া থাকলে মোট ব্যয় নির্ণয় করা যায়।
উদ্দীপকে উৎপাদনের পরিমাণ মোট স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় দেওয়া আছে। নিচে মোট ব্যয় সূচি তৈরি করা হলো।

উৎপাদন (A)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC
1	20	10	30
2	20	16	36
3	20	19	39
4	20	32	52
5	20	45	65

সূচিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ স্থির ব্যয় যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ কররা হয় তাকে TFC (মোট স্থির ব্যয়) রেখা বলে।
ফার্মের উৎপাদন বাড়লে, কমলে বা সাময়িক বন্ধ হলেও ফার্মকে যেসব ব্যয় বহন করতেই হয় তা সমষ্টিকে মোট স্থির ব্যয় (TFC) বলে। এসব ব্যয় কম-বেশি করা যায় না। যেমন— কারখানার ভাড়া, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, অবচয় ব্যয় ইত্যাদি। উৎপাদনের পরিমাণ যতই হোক না কেন ঐ ব্যয়গুলো মূলত স্থির থাকে।
উদ্দীপকে উৎপাদনের পরিমাণ ও মোট স্থির ব্যয় দেওয়া আছে। নিচে মোট স্থির ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো—

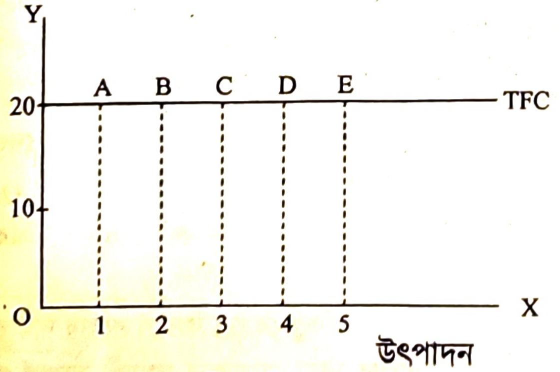

চিত্র: স্থির ব্যয় রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে মোট স্থির ব্যয় দেখানো হয়েছে। 1 একক উৎপাদনে মোট স্থির ব্যয় 20 একক, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 2, 3, 4 ও 5 একক উৎপাদনেও স্থির ব্যয় একই অর্থাৎ, 20 একক। ফলে প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ হলো B, C, D ও E। এখন মোট উৎপাদন ও মোট স্থির ব্যয় নির্দেশক A, B, C, D ও E বিন্দুগুলো যোগ করে TFC রেখা পাওয়া যায়। এটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

প্রশ্ন-৬: নিচের সূচিটি লক্ষ করো:

জমি (একর)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	১	২০
১	২	৩৫
১	৩	৪৫
১	৪	৫০

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে গড় আয় রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে রেখাটি উৎপাদনের কোন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের উৎপাদন অতিরিক্ত এক একক বৃদ্ধি করলে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তা-ই প্রান্তিক ব্যয়।

খ একচেটিয়া বাজারে গড় আয় রেখা দাম বা ক্রেতার চাহিদা রেখার সমার্থক হওয়ায় তা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্ম বা বিক্রেতাকে বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করতে হলে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়। এজন্য এরূপ বাজারে যত বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়, দাম বা গড় আয় ততই হ্রাস পায়। এ কারণে একচেটিয়া বাজারে গড় আয় (AR) রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

গ উপকরণ নিয়োগের সাপেক্ষে প্রাপ্ত মোট উৎপাদনকে রেখাচিত্রে উপস্থাপন করলে মোট উৎপাদন রেখা পাওয়া যায়।

উপকরণের বিভিন্ন পরিমাণ ব্যবহার করে মোট যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় তা হলো মোট উৎপাদন। অর্থাৎ, উপকরণের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের সমষ্টিই হলো মোট উৎপাদন।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো—

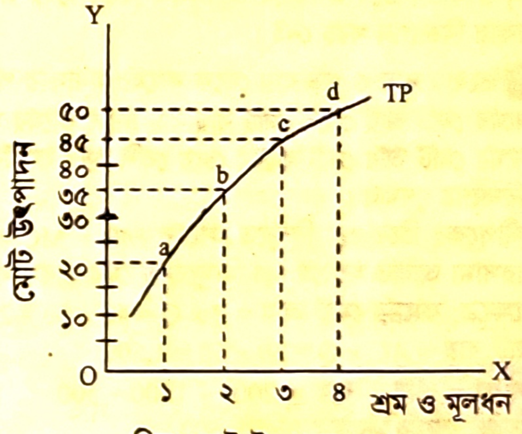

চিত্র: মোট উৎপাদন রেখা

চিত্রের ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ১ একক মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় ২০ একক। এটি চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করে ২, ৩ ও ৪ একক করা হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩৫, ৪৫ ও ৫০ একক হয়। এগুলো চিত্রে যথাক্রমে b বিন্দু, c বিন্দু ও d বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন শ্রম ও মোট উৎপাদন নির্দেশক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে পাওয়া যায় মোট উৎপাদন রেখা (TP)।

ঘ উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। একপর্যায়ে উপকরণটির নিয়োগ বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মই হলো ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

উদ্দীপকের জমির পরিমাণ ১ একক স্থির রেখে ১ একক মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন ২০ একক হয়। এ ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ২০ একক। শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বাড়িয়ে ২, ৩ ও ৪ একক করলে মোট উৎপাদন যথাক্রমে ৩৫, ৪৫ ও ৫০ একক হয়। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৫ একক হয়। নিচে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো—

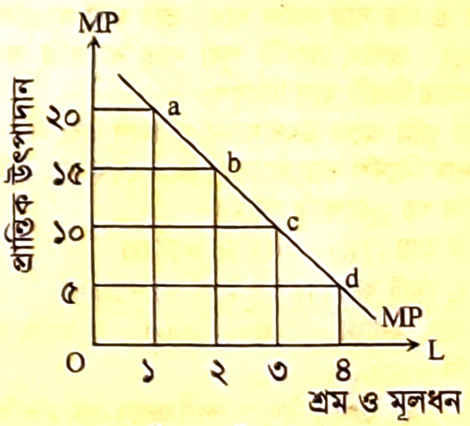

চিত্র: প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

চিত্রে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ ১ একক হলে প্রান্তিক উৎপাদন ২০ একক হয়। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ২ একক হলে, প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১৫ একক। এখন শ্রম ও মূলধন আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৩ একক ও ৪ একক হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১০ ও ৫ একক হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন-৭:

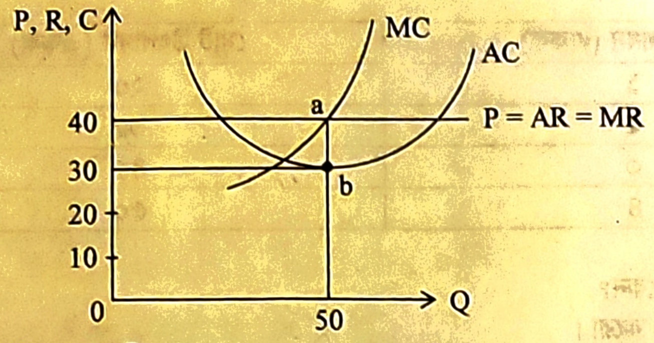

ক. অলিগোপলি বাজার কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. AC রেখা যদি 'a' বিন্দুতে স্পর্শ করে তবে ফার্মের মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিক্রেতা সমজাতীয় অথবা পৃথিকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে, তাকে অলিগোপলি বাজার বলে।

খ একচেটিয়া কারবারির কোনো প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান না থাকায় তাকে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপনের জন্য কোনো ব্যয় বহন করতে হয় না।
একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীকে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় করতে হয় না। কারণ তার পণ্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক বাজারে অনুপস্থিত। তবে জনস্বার্থে তথ্যমূলক বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই এ বাজারের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিজ্ঞাপন খরচ নেই।

গ দ্রব্যের দাম ও গড় ব্যয় থেকে ফার্মের মুনাফার পরিমাণ বের করা যায়।
ফার্মের মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে ফার্মের মুনাফা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ফার্মের মুনাফা = মোট আয় − মোট ব্যয়। এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। ফার্মের মোট আয় হলো দাম ও পরিমাণের গুণফল। আর মোট ব্যয় হলো গড় ব্যয় ও পরিমাণের গুণফল।
উদ্দীপকের চিত্রে 'a' বিন্দুতে ফার্মের MR = MC এবং MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল হয়েছে। তাই 'a' বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। এ বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন 50 একক, দাম 40 এবং গড় ব্যয় 30।
এক্ষেত্রে, ফার্মের মোট আয় = $P \times Q = 40 \times 50 = 2000$
মোট ব্যয় = $AC \times Q = 30 \times 50 = 1,500$
মুনাফা = আয় − ব্যয় = $2000 - 1500 = 500$
সুতরাং, ফার্মের মুনাফার পরিমাণ 500।

ঘ AC রেখা a বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।
AC রেখা যদি ভারসাম্য অবস্থায় AR রেখার ওপরে অবস্থান করে তাহলে ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর যদি AC রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করে তাহলে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। তবে AR রেখার সাথে স্পর্শ করে থাকলে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।
উদ্দীপকের চিত্রে ভারসাম্য অবস্থায় AC রেখা যদি a বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে তা AR রেখাকে স্পর্শ করবে। তখন ফার্মের দাম ও গড় ব্যয় সমান হবে। তাই ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। অর্থাৎ, ফার্মটি শূন্য লাভ বা ক্ষতি অবস্থায় থাকবে।
এক্ষেত্রে চিত্রটি হবে নিম্নরূপ:

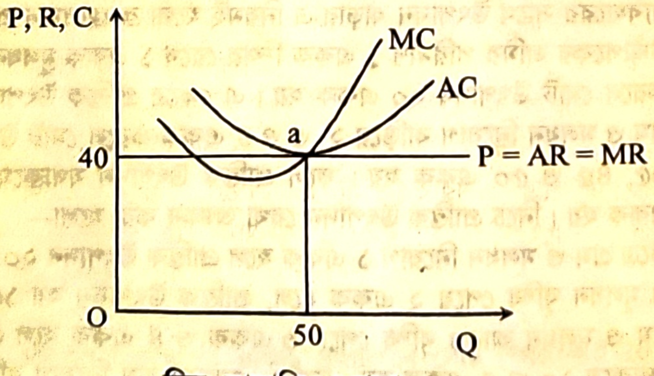

চিত্র: স্বাভাবিক মুনাফা

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে আয়, ব্যয় ও দাম নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় a বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন হয়। এক্ষেত্রে ফার্মের
মোট আয় (TR) = $40 \times 50 = 2000$
আর, মোট ব্যয় (TC) = $40 \times 50 = 2000$
সুতরাং, মুনাফা = $2000 - 2000 = 0$ অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।
সুতরাং, AC রেখা a বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রশ্ন-৮:

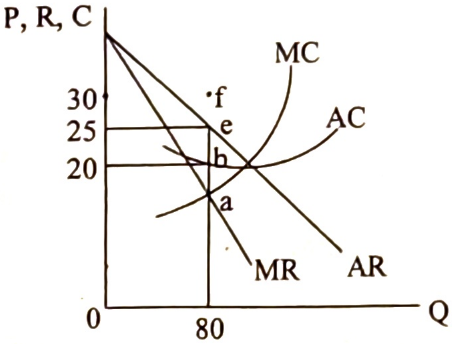

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেন AR = MR হয়? ২

গ. উদ্দীপক হতে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু নির্দেশ করো এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা 'f' বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে মুনাফার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো পণ্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্থির থাকায় প্রান্তিক আয় ও গড় আয় সমান হয়।

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা দরকষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে তা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এ বাজারে চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। এককভাবে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতা দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ালেও দ্রব্যের দাম স্থির থাকে। তাই প্রতি একক দ্রব্যের দাম একই হয় বলে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয়। অর্থাৎ, AR = MR হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে a বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য অর্জন করেছে।

বাজারে ফার্মকে ভারসাম্য অর্জন করতে হলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের MC = MR হবে। দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য বিন্দুতে MC রেখার ঢাল MR রেখার ঢালের চেয়ে বড় হবে। এছাড়া ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের দাম (P) বা গড় আয় (AR) অপেক্ষা গড় ব্যয় (AC) হলে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

উদ্দীপকে চিত্রের a বিন্দুতে ফার্মের MC = MR এবং MC রেখার ঢাল MR রেখার ঢালের চেয়ে বড়। অর্থাৎ, a বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্ত পালিত হয়েছে। তাই a বিন্দু হলো ভারসাম্য বিন্দু। ভারসাম্য বিন্দুতে P = AR = 25 টাকা এবং AC = 20 টাকা। অর্থাৎ, গড় ব্যয়, গড় আয়ের চেয়ে কম হওয়ায় ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে,

ফার্মটির মোট আয় (TR) = দাম (P) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) = 25 × 80 = 2000

এবং মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় (AC) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) = 20 × 80 = 1600

∴ ফার্মের মুনাফার পরিমাণ = TR – TC = 2000 – 1600 = 400

অর্থাৎ, ফার্মটি 400 টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

ঘ AC রেখা যদি f বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ফার্মের ক্ষতি হবে।

AC রেখা যদি ভারসাম্য অবস্থায় AR এর ওপরে অবস্থান করে তাহলে ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর যদি AC রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করে তাহলে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। আবার AR রেখার সাথে স্পর্শ করে থাকলে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

উদ্দীপকের চিত্রে ভারসাম্য অবস্থায় AC রেখা যদি f বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে তা AR রেখার ওপরে অবস্থান করবে। ফলে ফার্মের গড় ব্যয় দামের চেয়ে বেশি হবে। তাই ফার্মের ক্ষতি হবে। চিত্রে দেখানো হলো—

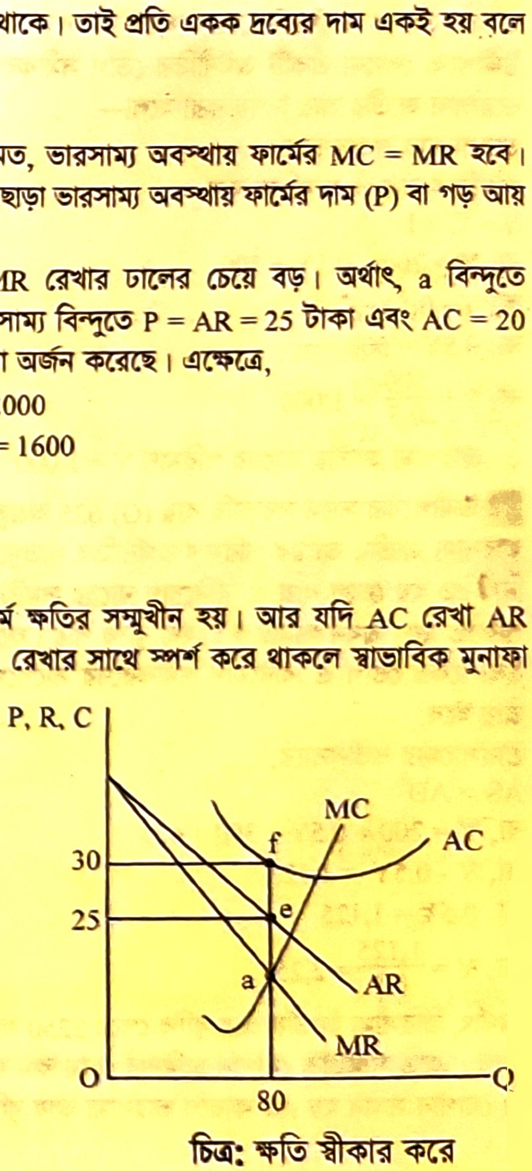

চিত্র: ক্ষতি স্বীকার করে

চিত্রে a বিন্দুতে ভারসাম্যের দুটি শর্ত পালিত হওয়ায় ফার্মের ভারসাম্য অর্জন হয়। এক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য পরিমাণ 80 একক দাম 25 এবং গড় ব্যয় 30।

অর্থাৎ, ফার্মের মোট মুনাফা = মোট আয় – মোট ব্যয়

= 25 × 80 – 30 × 80

= 2,000 – 2,400 = 400

সুতরাং, উদ্দীপকের AC রেখা f বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে ফার্মের 400 টাকা ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন-৯: $C = 200 + .5Y$

$I = 300$

যেখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ

ক. জাতীয় আয় কী? ১

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় 625 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটবে? মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক অর্থবছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে।

খ সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগ ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত।

আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাই সঞ্চয়। আর সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হলো বিনিয়োগ। সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি; এ জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। বিপরীতিতে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমলে বিনিয়োগের পরিমাণও কমে। অর্থাৎ, সঞ্চয় যে দিকে পরিবর্তিত হয় বিনিয়োগও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। তাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ধনাত্মক।

গ জাতীয় আয়ের যে স্তরে দেশের সামগ্রিক আয় (AD) ও সামগ্রিক ব্যয় (AS) সমান হয় তা ভারসাম্য জাতীয় আয়।

একটি দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় ভোগ ব্যয় (C) এবং বিনিয়োগ ব্যয়ের (I) সমষ্টি দ্বারা। এখানে দেশের মোট উৎপাদন বা আয় (Y) মোট ব্যয়ের (AD = C + I) সমান হয়। দেশের ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় দেওয়া থাকলে তাদের সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়।

উদ্দীপকে কোনো একটি অর্থনীতির ভোগ সমীকরণ, $C = 200 + 0.5Y$ এবং বিনিয়োগ সমীকরণ $I = 300$ দেওয়া আছে। নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো—

ভারসাম্যের শর্তানুসারে,

সামগ্রিক আয় = সামগ্রিক ব্যয়

$Y = C + I$

বা, $Y = 200 + 0.5Y + 300$

বা, $Y - 0.5Y = 500$

বা, $0.5Y = 500$

বা, $Y = \frac{500}{0.5} = 1{,}000$

$\therefore$ ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ $\bar{Y} = 1{,}000$।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সরকারি ব্যয় (G) 625 অন্তর্ভুক্ত করলে ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ অর্থনীতির খাতগুলোর ওপর নির্ভর করে। একটি দ্বি-খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি দ্বারা। এর সাথে সরকারি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করলে তা তিন খাত বিশিষ্ট্য অর্থনীতিতে পরিণত হয়। তখন সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণের সাপেক্ষে জাতীয় আয় 1000। সরকারি ব্যয় 650 টাকা অন্তর্ভুক্ত করলে ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,

ভারসাম্যের শর্তানুসারে,

$AS = AD$

বা, $Y = 200 + 0.5Y + 300 + 625$

বা, $Y - 0.5Y = 1{,}125$

বা, $0.5Y = 1{,}125$

বা, $Y = \frac{1{,}125}{0.5} = 2{,}250$

অর্থাৎ, ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে 2250 হবে। দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এতে সামগ্রিক যোগান চাহিদার চেয়ে কম হয়। তাই ভারসাম্য অর্জন করতে উচ্চতর কোনো এক আয়স্তরে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান সমান হয়। এ কারণে ভারসাম্য আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-১০: মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, M = 5000

অর্থের প্রচলন গতি, V = 10

লেনদেনের পরিমাণ, T = 10,000

ক. অর্থ কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে? ২

গ. উদ্দীপক হতে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, তাকে অর্থ বলে।

খ মোবাইল ব্যাংকিং একটি যুগপোযোগী ব্যাংকিং।

মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদেরকে লেনদেন সম্পর্কিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমই হলো মোবাইল ব্যাংকিং। এ পদ্ধতিতে শাখাবিহীন ব্যাংকিং করা যায়। স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে দক্ষতার সাথে আর্থিক সেবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রম গতিশীল ও সহজতর হয়েছে।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ফিশারের বিনিময় সমীকরণ ব্যবহার করে দামস্তর নির্ণয় করা যায়।

ফিশারের মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব অনুসারে, ভারসাম্য অবস্থায় অর্থের চাহিদা ও যোগান সমান হয়। অর্থাৎ, PT = MV হয়। এটিই অর্থের বিনিময় সমীকরণ নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে PT হলো অর্থের চাহিদা এবং MV হলো অর্থের যোগান।

উদ্দীপকে, মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 5,000; অর্থের প্রচলন গতি (V) = 10 এবং লেনদেনের পরিমাণ (T) = 10,000 দেওয়া আছে। সুতরাং,

$PT = MV$

বা, $P = \frac{MV}{T}$

বা, $P = \frac{5,000 \times 10}{10,000}$

বা, $P = \frac{50,000}{10,000}$

বা, $P = 5$

সুতরাং, উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ভারসাম্য দামস্তর হলো 5।

ঘ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বাড়লে অর্থের মূল্য কমবে।

সাধারণত দামস্তরের সাথে অর্থের পরিমাণের সম্পর্ক সমমুখী। অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর বাড়ে। বিপরীতে অর্থের পরিমাণ কমলে দামস্তর কমে। ফলে অর্থমূল্য বৃদ্ধি পায়। তাই দামস্তরের সাথে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীতমুখী হয়।

উদ্দীপকে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ, অর্থের প্রচলন গতি এবং লেনদেনের পরিমাণ দেওয়া আছে। অর্থের পরিমাণ (T) বেড়ে দ্বিগুণ তথা M = 5,000 × 2 = 10,000 হলে ফিশারের সমীকরণ অনুসারে দামস্তর হবে,

$P_1 = \frac{MV}{T}$

বা, $P_1 = \frac{10000 \times 10}{10000}$

বা, $P_1 = 10$

অর্থাৎ, নতুন দামস্তর $P_1 = 10$।

দামস্তর $P_0 = 5$ টাকা হলে অর্থের মূল্য $V_m = \frac{1}{5} = 0.2$ হবে। আবার দামস্তর বেড়ে $P_1 = 10$ হলে অর্থের মূল্য $V_m = \frac{1}{5} = 0.1$ হবে অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ায় দামস্তর দ্বিগুণ হবে। ফলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। সুতরাং বলা যায়, অর্থের পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন-১১: একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ 4,00,000 টাকা এবং ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাত 10%।
ক. অর্থের চাহিদা কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ অনুপাত 20% বৃদ্ধি করলে অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তা-ই অর্থের চাহিদা।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলাবাজারে ঋণপত্র, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে খোলাবাজার নীতি বলে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার নীতি দু'ভাবে কার্যকরী হয়। যথা— (i) ঋণপত্র ক্রয় এবং (ii) ঋণপত্র বিক্রয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চায় তখন বাজার থেকে সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করে। এভাবে, খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

গ বাণিজ্যিক ব্যাংক তার জমাকৃত আমানত থেকে রিজার্ভ অনুপাত বাদ দিয়ে যা থাকে তাই তার সৃষ্ট আমানত।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট হারে আমানতের যে অংশ জমা রাখে তা-ই রিজার্ভ হার। বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রাথমিক আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে জমা রেখে বাকি অংশ ঋণপ্রদান করে থাকে।
উদ্দীপকে 'X' বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত 5,000 টাকা। ব্যাংকের প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ 10% হলে মোট আমানতের পরিমাণ নিম্নরূপ:

মোট আমানত (TD)
$= PD \times \frac{1}{Rr}$
$= 4,00,000 \times \frac{1}{0.1}$
$= 40,00,000$

এখানে,
মোট আমানত = TD
প্রাথমিক আমানত (PD) = 4,00,000
রিজার্ভ হার (Rr) = 10% = 0.1

মোট আমানত = 40,00,000
অতএব, মোট সৃষ্ট আমানত = 40,00,000 – 4,00,000 = 36,00,000
সুতরাং ব্যাংকটির সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ 36,00,000 টাকা।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ অনুপাত বৃদ্ধি করলে ঋণের পরিমাণ কমবে।
অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণপ্রদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। তখন দেশে অর্থের যোগান কমে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতিও কমে যায়। উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈধ রিজার্ভ 10% থেকে বৃদ্ধি করে 20% হলে মোট আমানতের পরিমাণ নিম্নরূপ:

মোট আমানত (TD)
$TD = 4,00,000 \times \frac{1}{0.2}$

এখানে,
মোট আমানত = TD
প্রাথমিক আমানত PD = 4,00,000
রিজার্ভ হার Rr = 20% = 0.2

$= 4,00,000 \times 5$
$= 20,00,000$
∴ মোট আমানত (TD) = 20,00,000 টাকা।
অর্থাৎ, সৃষ্ট আমানত (D) = TD – PD
= (20,00,000 – 4,00,000) টাকা
= 16,00, 000 টাকা

সুতরাং বলা যায়, রিজার্ভের পরিমাণ 10% থেকে 20% করায় মোট সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ কমছে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে। অর্থের যোগান কমবে এবং এটি মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে সহায়ক হবে। ফলে অর্থনীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হবে।

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইসমূহ

আবশ্যিক বইসমূহ

• বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

• পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • রসায়ন প্রথম পত্র • জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র • উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র
• উচ্চতর গণিত সমাধান প্রথম পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গাণিতিক রসায়ন প্রথম পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

• ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্র • হিসাববিজ্ঞান প্রথম পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র
• উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্র

মানবিক শাখা

• পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র • সমাজকর্ম প্রথম পত্র • সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র
• ভূগোল প্রথম পত্র • ইসলাম শিক্ষা প্রথম পত্র • যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র • ইতিহাস প্রথম পত্র • অর্থনীতি প্রথম পত্র

ঐচ্ছিক

• মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম পত্র • কৃষিশিক্ষা প্রথম পত্র • পরিসংখ্যান প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

• পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • রসায়ন দ্বিতীয় পত্র • জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র
• উচ্চতর গণিত সমাধান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

• ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্র • হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র
• উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দ্বিতীয় পত্র

মানবিক শাখা

• পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র • সমাজকর্ম দ্বিতীয় পত্র • সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র
• ভূগোল দ্বিতীয় পত্র • ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র • ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র • অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র

ঐচ্ছিক

• মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • কৃষিশিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র

ব্যবহারিক বইসমূহ

• ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
• ব্যবহারিক উচ্চতর গণিত প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক ভূগোল প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
• ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
www.akkharpatra.com

BNS 2507-02-04-1007-2
2507020410072